শ্রীশ্রী সারদা-পুঁথি

(লীলা খণ্ড)

স্বামী কৃষ্ণানন্দ

অধ্যক্ষ, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়,

সাঁইথিয়া, বীরভূম।

ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন

৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৯

Professor Ramaranjan Mukherji.
Vice-Chancellor

Rabindra Bharati University
56A, Barrackpore Trunk Road
Calcutta-7000 50

ভূমিকা

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মের সংস্থাপক, সর্বধর্মস্বরূপ এবং অবতারশ্রেষ্ঠ : তাঁকে বার বার প্রণাম করি। শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রণাম-মন্ত্র, স্বামীজীর লেখনী-নিঃসৃত। তাই এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একে অনুধাবন করলেই হয়ত রামকৃষ্ণতত্ত্বে প্রবেশ সুগম হয়ে ওঠে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসংস্থাপনের জন্যই প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন এমন এক সময় যখন ধর্ম গ্লানিমলিন হয়ে উঠেছিল। শ্রীভগবানের আবির্ভাব তো এমনি করেই ঘটে।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সর্বধর্মস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসংস্থাপনের জন্য নররূপ ধারণ করেছিলেন। পরমপুরুষ যে ধর্মের পরিকল্পনা করেছিলেন, তার রূপ বিশাল। তা' কতকগুলি বিধিনিষেধ—বাহ্য আচার-আচরণের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না। এ-সব লঙ্ঘন করে অন্য এক লোকে চলে যায়, যেখানে সে অসীম, অনন্ত ও উদার। এ হচ্ছে ঔপনিষদিক ধর্ম। এ ধর্মকে অর্জন করতে গেলে মন্দির, মসজিদ বা গীর্জায় যেতে হয় না,—চতুরাশ্রমের সোপান অতিক্রম করতেও হয় না,—বৈরাগ্য সাধনও করতে হয় না। শুধু হৃদয়ের দ্বারকে উন্মুক্ত করে দিতে হয়। এ ধর্ম হচ্ছে প্রভাতের সূর্যরশ্মি। গবাক্ষ উন্মুক্ত করে দিলেই যেমন প্রাভাতিক সূর্যরশ্মির কবোষ্ণ স্পর্শ আমাদের তৃপ্ত করে, তেমনি হৃদয়ের বন্ধন উন্মোচন করলেই ধর্মের বিশাল ও ব্যাপক সর্বমানবরঞ্জন আদর্শ আমাদের মুগ্ধ করে। ধর্মের বহিরঙ্গ রূপ মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টি করে,—অন্তরঙ্গ রূপ সমাজদেহকে দৃঢ়োপনদ্ধ রূপ দেয় : মানুষকে বিশ্বমানবের সঙ্গে সম্পর্ক আবিষ্কারের সুখ দেয়। এই অন্তরঙ্গ রূপে ধর্ম আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের সমষ্টিতে পর্যবসিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে মানুষের পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ : মানুষের অন্তর্নিহিত দেবীশক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ, যাতে সংযম, ত্যাগ, পরহিতৈষণা প্রভৃতি প্রবৃত্তিকে প্রয়োগ করে সে সমাজদেহকে সুস্থ করতে পারে,—ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনকে আরও সুন্দর করতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্মস্বরূপ বলেই,—ধর্মের অন্তরঙ্গ রূপটিকে সমাজে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন বলেই, তাঁর পক্ষে ধর্মসংস্থাপন সম্ভব হয়েছিল।

মানব-সভ্যতার ইতিহাস বহু অবতারের লীলা প্রত্যক্ষ করেছে। যখনই ধর্মের গ্লানি, তখনই তো ভগবানের আবির্ভাব। প্রত্যেক অবতারই আপন মহিমায় উদ্ভাসিত। কিন্তু জীবনলীলায় সন্ন্যাস ও গাহর্স্থ্যাশ্রমের বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটিয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে মহিমার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তার সাক্ষাৎ অন্য অবতারে মেলে না। রামের সীতা পরিত্যাগ অবতারের মহিমাকে ম্লান করেছে। কৃষ্ণের রাসলীলা ও রাধার সহিত সাময়িক বিরহ তাঁকে মাঝে মাঝে মর্ত্যের ধূলিকীর্ণ লোকে নিয়ে এসেছে। বুদ্ধের গৃহত্যাগ তাঁর মহত্বকে খর্ব করেছে। গাহর্স্থ্যাশ্রমের সঙ্গে সন্ন্যাসের

সমন্বয় তিনি তো ঘটাতে পারেন নি। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলায় এই ব্যবধান ও বিরোধ দূরীভূত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমাণ করেছেন যে, গৃহীর পক্ষে সন্ন্যাসী হওয়া সম্ভব, আবার সন্ন্যাসীর পক্ষে গৃহী হওয়াও সম্ভব। এই জন্যই হয়ত বিবেকানন্দ পরমহংসদেবকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বলে উল্লেখ করেছেন।

ভারতবর্ষের বরণীয় আরাধ্য উমা-মহেশ্বর। এই যুগলের মধ্যে ভারত ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সমন্বয় প্রত্যক্ষ করেছে,—প্রত্যক্ষ করেছে বন্ধন ও মুক্তির সহজ সম্পর্ক। হর-পার্বতীর মধ্যে ভারতবর্ষের মন যে আদর্শের সন্ধান পেয়েছে, তারই পরিশুদ্ধ ও প্রোজ্জ্বল রূপ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতির,—শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার দ্বন্দ্বের মধ্যে। উমা-মহেশ্বর দেবতার আসনে সমাসীন বলে মর্ত্যের মানুষ তার সান্নিধ্যলাভ করার সাহস সংগ্রহ করতে পারে না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা আমাদের পরিচিত পরিবেশের। অনায়াসেই এঁদের সাহচর্য লাভ করা যায়। এঁদের লীলানিকেতনে দেব-মন্দিরের দূরত্ব নাই। এ তো আমাদেরই নিভৃত পবিত্র গৃহকোণ। নিভৃত গৃহ-কোণে যেখানে সাধারণের নিস্তরঙ্গ জীবনস্রোত প্রবাহিত, সেখানে পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি স্বর্গের সুরধুনীর স্পর্শ সংযোজিত করেছেন। গৃহ ও সন্ন্যাসকে,—অনুরাগ ও বৈরাগ্যকে,—মর্ত্য ও স্বর্গকে বিধৃত করেছেন। এখানেই রামকৃষ্ণলীলার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যেরই আবির্ভাব ও পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সারদালীলার মধ্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণলীলার বিস্তৃত আলোচনা প্রবর্তিত হলেও শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীমাতার লীলার শ্রবণমঙ্গল ও হৃদয়রঞ্জক আলেখ্য এখনও ব্যাপকভাবে অঙ্কিত হয়নি। বাংলা ধর্মীয় সাহিত্যের এই রিক্ততাকে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে স্বামী কৃষ্ণানন্দ 'শ্রীশ্রীসারদা পুঁথি' মহাগ্রন্থ রচনা করেছেন। শ্রীমায়ের চরিত্রের বিভিন্ন দিক্ প্রচলিত উপাখ্যানগুলির সাহায্যে উপস্থাপিত করে কৃষ্ণানন্দ পাঠককে একাধারে ভক্তি, নির্মল হাস্য, করুণ ও অদ্ভুতরসের আস্বাদ পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীসারদার স্নেহরসে বহু লাঞ্ছিত ও আর্ত সিক্ত হয়েছে,—তাঁর জ্ঞানাঞ্জনশলাকা অনেকের অজ্ঞানতিমিরকে হরণ করেছে। এ সব যেমন সত্য, তেমনি সত্য তাঁর শাশ্বত সংঘজননীর রূপ। এ রূপে তিনি কঠোর ঃ লোকশিক্ষায় রত। স্বামী কৃষ্ণানন্দ শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীর ব্যাপক ও পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে বাংলা পয়ারছন্দে বিশ্লেষণ করার যে চেষ্টা করেছেন, তা' অসাধারণ। এই প্রচেষ্টায় তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছেন, তাও অনবদ্য। স্বামীজী পদার্থবিদ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ গবেষক ও অধ্যাপক। বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণী শক্তির সঙ্গে তাঁর মধ্যে যে কবির সত্যদৃষ্টির মিশ্রণ ঘটেছে তারই যজ্ঞশ্রুতি এই তত্ত্বগ্রন্থ ও লীলাগ্রন্থের সমন্বয়ে বিস্ময়কর সাহিত্যসৃষ্টি 'শ্রীশ্রীসারদাপুঁথি'। ঠাকুর শ্রীশ্রীসত্যানন্দের কৃপাধন্য বলেই কৃষ্ণানন্দের পক্ষে এই মহাগ্রন্থ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। উপাখ্যানের বিন্যাসে এ গ্রন্থ বিশাল ঃ মানুষের হৃদয়বৃত্তির বিশ্লেষণের ঐশ্বর্যে এ সমৃদ্ধ।

স্বামী কৃষ্ণানন্দ অনায়াসে বিশেষ থেকে সামান্যে, ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিকের সূর্যকরোজ্জ্বল লোকে উত্তরণ করেছেন। তাই আমজাদের উপাখ্যানে ব্যষ্টি থেকে সমষ্টি সহজেই এসেছে এবং সাধারণ মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ-নির্ঝরিণীকে প্রকাশিত করে দিয়েছে।

মধুক্ষরা হাসি হেসে কন জগন্মাতা।
মোর পুত্র আমজাদ, আমি তার মাতা॥
মার কাছে সন্তানের নাহি অন্য জাতি।
সন্তানের সাথে শুধু স্নেহের বেসাতি॥

—এ অনুভব তো নিখিল মাতৃ-হৃদয়ের। এইভাবেই কৃষ্ণানন্দ মাতৃ-হৃদয়ের সমত্ববোধকে উদ্ঘাটিত করেছেন 'হরিদাস মাঝি' ও 'কুলির দীক্ষা'য়।

হরিপদ করেছিল অন্যায় আচার।
তবু দেখ মাতৃস্নেহে সম অংশীদার॥

* * * *

জননীর কৃপা দেখ না করে বিচার।
স্থান, কাল, জাতি, কুল, দেশের আচার

—এ-সবই নৈর্ব্যক্তিককে বিবৃত করার উজ্জ্বল নিদর্শন। শ্রীশ্রীমা কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বর যাবার সময় পথে সঙ্গীবিবর্জিতা হয়ে ডাকাতের কবলে পড়েছিলেন। পরে মায়ের বালিকা-সুলভ আচরণ ডাকাতদম্পতির অন্তর্নিহিত পিতৃত্ব ও মাতৃত্বকে উদ্বুদ্ধ করে। স্নেহ এদের ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। এই সুপ্রসিদ্ধ উপাখ্যানটিকে কাব্যরূপ দিতে গিয়ে কৃষ্ণানন্দ যেভাবে বাৎসল্য, ভক্তি ও করুণরসের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত বিরল।

ধীরে ধীরে যান মাতা পথ নহে শেষ।
ক্রমেতে নামিল সন্ধ্যা ধরি কালো বেশ॥
সকলি আঁধারময় কালিকাবরণ।
তবুও চলেন মাতা ফেলিয়া চরণ॥
হেনকালে হুঙ্কারিয়া আসে কোন জন।
আকৃতি দৈত্যের মত দেখিতে ভীষণ॥

* * * *

'কে যায় কে যায় হোথা' কর্কশ জিজ্ঞাসা।
'সারদা তোমার মেয়ে'—মধুমাখা ভাষা॥
সেইখানে আসে তবে তাহার ঘরণী।
দেখিতে তাহার মত নীরদ- বরণী॥
তাহারে ধরিয়া মাতা কন স্নেহ-ভরে।
মা-বাবা পেলাম আমি ভীষণ প্রান্তরে॥
দক্ষিণ শহরে থাকে তোমার জামাই।
মা কালির পুজা ধ্যান অন্য চিন্তা নাই॥
তাঁহার সেবার তরে চলিয়াছি আমি।
পথশ্রমে হয়ে ক্লান্ত যাই থামি থামি॥
সঙ্গীগণ ফেলে গেছে সভয় অন্তরে।
ভাগ্যগুণে মা বাবায় পেলাম প্রান্তরে॥
জাতিতে বাগদী তারা ভীষণ প্রকৃতি।
দেখিল সারদা মাঝে শ্যামার আকৃতি॥
যেরূপ দেখিতে চায় সাধু যোগী দল।
যুগ যুগ ধ্যানে থেকে না হয় সফল॥
যত দেবদেবী আর ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব।
যাঁহার দর্শন লাগি সতত উদগ্রীব॥
সেইরূপ হেরে দেখ বাগদী পিতামাতা।
সৃষ্টি ছাড়া মার কৃপা লীলার বারতা॥

* * * *

শ্যামার মূরতি যেন মেঘে সৌদামিনী।
চকিতে দর্শন দিয়ে মিলায় তখনি॥

সারদার কালীরূপ মিলাইল চুপে।
পুনরায় দেখা দিল সারদার রূপে॥
সারদারে বাগ্‌দীমাতা ধরি বক্ষদেশে।
সোহাগে ভরায় তনু স্নেহের আবেশে॥
শ্বশুর আলয় হতে যেন তার উমা।
মেনকার পাশি আসি দেয় স্নেহ চুমা॥
এই ভাবে মায়ে ঝিয়ে কত কথা হয়।
উভয়ে উভয় মগ্ন, কালে কাল রয়॥

—এ চিত্র বাংলাসাহিত্যের এক অনন্যসাধারণ চিত্র। এর মর্মস্পর্শিতা গভীর।

এইভাবে তত্ত্বের পর তত্ত্বের সন্ধান দিয়ে 'শ্রীশ্রীসারদাপুঁথি' মানুষকে নিয়ে যায় লীলা থেকে লীলান্তরে। সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করে ভক্তিনির্ঝরিণীতে অবগাহনের বিমল আনন্দ। বুঝিয়ে দেয় যে মহাকাব্য সৌন্দর্যের ছায়াঘন বীথিকার মধ্য দিয়ে মানুষকে কল্যাণের মন্দিরে উপনীত করে। কৃষ্ণানন্দের সঙ্গে এক মত হয়ে বলতেই হয়ঃ

সারদাপুঁথির কথা অমৃত-সমান।
শ্রবণে পঠনে স্নিগ্ধ হয় মন-প্রাণ॥
জননীর লীলা কথা হয় যেইস্থানে।
প্রভু রামকৃষ্ণ সদা রন সেইস্থানে॥

'শ্রীশ্রীসারদাপুঁথি' অক্ষয়কুমার সেন প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'-র সঙ্গে এক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য সুবর্ণ সিংহাসন অধিকার করে থাকবে, এ আশা করলে অন্যায় হবে না। আমি প্রবীণ পদার্থবিদ্যায় নিষ্ণাত কৃষ্ণানন্দের নবীন শিল্পীরূপকে অভিনন্দন জানাই এবং কাব্যোৎকর্ষে সমৃদ্ধ স্বামী কৃষ্ণানন্দের মহাগ্রন্থকে বাংলা জীবনীকাব্যের আসরে সানন্দে বরণ করি,

'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান
সুধা নিরবধি।'

রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

লিখিত গ্রন্থের উপাদান

আকর গ্রন্থসমূহ ঃ

বেদছন্দা (চার খণ্ড)—স্বামী সত্যানন্দ
যুগে যুগে যার আসা—স্বামী সত্যানন্দ
শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ
শ্রীশ্রীসারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য
জননী সারদেশ্বরী—অর্চনাপুরী
সারদা রামকৃষ্ণ—দুর্গাপুরী
পরমা প্রকৃতি সারদা দেবী—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীশ্রীমায়ের কথা (দুই খণ্ড)—উদ্বোধন কার্যালয়
মাতৃসান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ
শ্রীশ্রীমা ও জয়রামবাটী—স্বামী পরমেশ্বরানন্দ
শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা—স্বামী সারদেশানন্দ

সহায়ক গ্রন্থসমূহ ঃ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (পাঁচ খণ্ড)—শ্রীম কথিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ (দুই খণ্ড)—স্বামী সারদানন্দ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি—অক্ষয় কুমার সেন
শ্রীশ্রীমা ও সপ্তসাধিকা—স্বামী তেজসানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমাল (দুই খণ্ড)—স্বামী গম্ভীরানন্দ
পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
ব্রহ্মানন্দ লীলা কথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য
প্রেমানন্দ-প্রেমকথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য
লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়
সাধু নাগ মহাশয়—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

পরিপোষক গ্রন্থসমূহ ঃ

গীতার বাণী (তিন খণ্ড)—সাধনাপুরী
শ্রীমদ্ভাগবত (তিন খণ্ড)—বসুমতী সাহিত্য মন্দির
কাশীদাসী মহাভারত—সুবোধ চন্দ্র মজুমদার
বাল্মীকি রামায়ণ—সুবোধ চন্দ্র মজুমদার
যোগবাসিষ্ঠসারঃ—স্বামী ধীরেশানন্দ
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ
দেবীভাগবতম্—নবভারত পাবলিশার্স
দেবী পুরাণম্—ঐ
কালিকা পুরাণম্—ঐ
মার্কণ্ডেয় পুরাণম্—ঐ
কালিদাস গ্রন্থাবলী (তিন খণ্ড)—বসুমতী সাহিত্য মন্দির ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সূচীপত্র

শ্রীগুরুর ধ্যান

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্ ।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥

শ্রীগুরুবন্দনা

নমো নমো নমো মম
গুরু ভগবান ।
মম জাগ্রত ভগবান ॥

জয় জয়তু জয় জয়তু
জয়তু মম প্রাণ ।
মম জাগ্রত ভগবান ॥

চরণে শরণ জীবনে মরণে
রহ রহ প্রভু শয়নে স্বপনে ।
ধ্যানে জ্ঞানে সব কাজে
জয় হোক তব নাম ॥

শ্রীগুরুর প্রণাম

ওঁ অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রীগুরু-অষ্টকম্

ভব-সাগর-তারণ-কারণ হে,
রবি-নন্দন-বন্ধন খণ্ডন হে,
শরণাগত কিঙ্কর ভীতমনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

হৃদি-কন্দর-তামস-ভাস্কর হে,
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে,
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

মন-বারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে,
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে,
গুণগান-পরায়ণ দেবগণে—
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

কুলকুণ্ডলিনী ঘুমভঞ্জক হে,
হৃদি-গ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে,
মম মানস চঞ্চল রাত্রদিনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

রিপুসূদনমঙ্গলনায়ক হে,
সুখশান্তি-বরাভয়-দায়ক হে,
ত্রয়তাপ হরে তব নামগুণে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

অভিমান-প্রভাব বিমর্দ্দক হে,
গতিহীনজনে তুমি রক্ষক হে,
চিতশঙ্কিতবঞ্চিত ভক্তিধনে
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

তব নাম সদা শুভ-সাধক হে,
পতিতাধম-মানব-পাবক হে,
মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

জয় সদ্গুরু ঈশ্বর-প্রাপক হে,
ভবরোগ-বিকার-বিনাশক হে,
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রম্

শ্রীমৎ অভেদানন্দ স্বামিনা বিরচিতম্

হৃদয়কমলমধ্যে রাজিতং নির্ব্বিকল্পয়ং
সদসদখিলভেদাতীতমেকস্বরূপম্ ।
প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং নিত্যমানন্দমূর্ত্তিং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥

নিরূপমমতিসূক্ষ্মং নিষ্প্রপঞ্চং নিরীহং
গগনসদৃশমীশং সর্ব্বভূতাধিবাসম্ ।
ত্রিগুণরহিতসচ্চিদ্ ব্রহ্মরূপং বরেণ্যং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥

বিতরিতুমবতীর্ণং জ্ঞানভক্তিপ্রশান্তীঃ
প্রণয়গলিতচিত্তং জীবদুঃখাসহিষ্ণুম্ ।
ধৃতসহজসমাধিং চিন্ময়ং কোমলাঙ্গং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥

হরিহরবিধিদেবা মূর্ত্তিভেদাস্তবৈতে
নিরূপমবহুমূর্ত্তিমায়য়া কল্পয়ন্তম্ ।
অমিতগুণচরিত্রং দীনবন্ধুং দয়ালুং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥

জয় জয় করুণাব্ধে! মোক্ষসেতো! স্মরারে!
জয় জয় জগদীশ! জ্ঞানসিন্ধো! স্বয়ম্ভো!
জয় জয় পরমাত্মংস্ত্রাহিমাং ভক্তিহীনং।
জয় জয় ভবহারিন্ রামকৃষ্ণ দ্বিবাহো ॥

মূকোঽহং নাভিজানামি তব স্তুতিং জগদগুরো!
তথাপি ত্বৎকৃপালেশাদ্বাচালোঽস্মি পুনঃ পুনঃ ॥

প্রণাম মন্ত্রম্

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রার্থনা গীতি

স্বামী সত্যানন্দ বিরচিত

(১)

প্রাতর্নমামি নরদেবদেবং
প্রাতস্মরামি রামকৃষ্ণস্বরূপম্ ।
কল্যাণবাতঃ প্রবহতি সদ্যঃ
কল্যাণকল্পঃ সমায়াতঃ অদ্য
কল্যাণদৃষ্ট্যা কুরু মাম্ প্রবুদ্ধং
কল্যাণময়! ভূয়ো নতোঽহম্ ।
কল্যাণহস্তে প্রণ্যস্তং মে চিত্তং
তব দেব দেব মম দেহং দেহান্তম্ ।
তব পাদপদ্মে প্রদত্তং সমগ্রং
শাধি রামকৃষ্ণ! শরণাগতোঽহম্ ।

(২)

ভজ রামকৃষ্ণ কহ রামকৃষ্ণ
লহ রামকৃষ্ণ নাম রে।
ঐ নাম নামী দিন যামী
রহে একঠাম রে ॥
লহ মুখে ঐ নাম হৃদে ধর ঐ ধাম
জীবন জুড়ানো সে যে সব সুখ ধাম রে।
শয়নে স্বপন হয়ে নামধারা যায় বয়ে
ঐ নাম স্মরি নাম ধরি যাক দিন যাম রে ॥
যেই রাম যেই কৃষ্ণ সেই মোর রামকৃষ্ণ।
যুগে যুগে সুখে দুখে সেই মোর প্রাণ রে ॥

(৩)

জীবনপদ্মে স্পন্দিত হোক রামকৃষ্ণ সারদা নাম
করুণকান্ত রূপ অধরা অশ্রু সজল করুক এ প্রাণ।
আ— আ— আ—
ক্লান্ত তৃষিত দূরের পান্থ
তৃপ্ত হোক এ' কর আশিস
অন্ধকারে ভীতিহরণ
জাগাও তোমার মোহন ধাম।
আ— আ— আ—
মর্ত্যমাটিতে স্বর্গ আসুক
তোমার কৃপায় যুগাবতার।
গুণ্ঠিত করি লুণ্ঠিত হিয়া
দাও হে দুঃখ শোকে ত্রাণ ॥

শ্রীশ্রীসারদাদেবী-স্তোত্রম্

প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাং
নররূপধরাং জনতাপহরাম্ ।
শরণাগত সেবকতোষকরীং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্ ॥

গুণহীনসুতানপরাধযুতান্
কৃপয়াঽদ্য সমুদ্ধর মোহগতান্ ।
তরণীং ভবসাগরপারকরীং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্ ॥

বিষয়ং কুসুমং পরিহৃত্য সদা
চরণাম্বুরুহামৃতশান্তিসুধাম্ ।
পিব ভৃঙ্গ মনোভবরোগহরাং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্ ॥

কৃপাং কুরু মহাদেবি সুতেষু প্রণতেষু চ ।
চরণাশ্রয়দানেন কৃপাময়ি নমোঽস্তু তে ॥

লজ্জাপটাবৃতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে ।
পাপেভ্যো নঃ সদা রক্ষ কৃপাময়ি নমোঽস্তু তে ॥

পবিত্রং চরিত্রং যস্যাঃ পবিত্রং জীবনং তথা
পবিত্রতাস্বরূপিন্যৈ তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ ॥

দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্তিহন্ত্রীং
যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্ম্মপাত্রীম্ ।
তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্ ॥

স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ং
দোষানশেষান্ সগুণীকরোষি ।
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান
স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্ ॥

প্রসীদ মাতর্বিনয়েন যাচে
নিত্যং ভব স্নেহবতী সুতেষু ।
প্রেমৈকবিন্দুং চিরদগ্ধচিত্তে
বিষিঞ্চ চিত্তং কুরু নঃ সুশান্তম্ ॥

প্রণাম মন্ত্রম্

ওঁ জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুম্ ।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥

শ্রীমদভেদানন্দস্বামিনা বিরচিতম্

শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ধ্যান মন্ত্রম্

ওঁ ধ্যায়েচ্চিত্ত সরোজস্থাং সুখাসীনাং কৃপাময়ীম্ ।
প্রসন্নবদনাং দেবীং দ্বিভুজাং স্থিরলোচনাম্ ॥
আলুলায়িত কেশার্দ্ধ বক্ষঃস্থল বিমণ্ডিতাম্ ।
শ্বেতবস্ত্রাবৃতার্দ্ধাঙ্গং হেমালঙ্কারভূষিতাম্ ॥
স্বক্রোড়ন্যস্ত হস্তাঞ্চ জ্ঞানভক্তিপ্রদায়িনীম্ ।
শুভ্রাং জ্যোতির্ম্ময়ীং জীব পাপ সন্তাপহারিণীম্ ॥
রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্ ।
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং জগন্মাতৃস্বরূপিনীং ।
জানকী-রাধিকারূপধারিণীং সর্ব্বমঙ্গলাং
চিন্ময়ীং বরদাং নিত্যাং সারদাং মোক্ষদায়িনীম্ ॥

প্রার্থনা গীতি

স্বামী সত্যানন্দ বিরচিত

(১)

জননীং সারদাং নমামি বরদাং।
নমামি অভয়াং শরণে শুভদাং ॥
অরুণ কিরণ রঞ্জিত চরণং
রৌদ্র কারোজ্জ্বল মুনিমন হরণং ।
সায়ন্তনে শ্বেত শতদল দলিতং
নমামি সততং জননীং জগতাং ॥
কুন্তলললিতাং স্নেহপুত পুরিতাং
করুণ নয়নে অমৃত ক্ষরিতাং ।
জ্যোতির্ময় কিরতাং যোগীনাং যোগদাং
জ্ঞানীজন জ্ঞানদাং গদাধর বরিতাং ॥
সদাশুভ সুচিতাং শ্রীপদে নতানাং ।
সন্তান শতানাং শ্রীকরে ধারিতাম্ ॥

(২)

জ্ঞানের জ্ঞানদা দীনের সারদা
শরণাগতের ওগো তুমি তো মা ।
সীতা তুমি মা রামের দুঃখে
রাধা হলে তুমি শ্যামের বুকে
যুগে যুগে তুমি লীলার কমল
বিলায়ে রমা ॥

চণ্ডী বেদ আর গীতামুখে
তোমার কথাই শুনি সুখে
ধ্যানের বুকে তুমিই জাগো
রূপে অনুপমা ॥

ভক্ত-বন্দনা

রামকৃষ্ণ-সারদার যত ভক্তগণ
ভক্তিভরে বন্দি আমি তাঁদের চরণ ॥
শ্রীগুরু-আদেশ ক্রমে জেগেছে বাসনা।
লিখিতে 'সারদাপুঁথি' হয়ে ভক্তিমনা ॥
ভক্তকৃপা লাভে তাহা হইবে সম্ভব।
সব বাধা দূরে যাবে মানি পরাভব ॥
ভক্তকৃপা সর্বশ্রেষ্ঠ বিরাট মহান।
সেই কথা ভালভাবে জানে মোর প্রাণ ॥

দানবীর বলিরাজ ইন্দ্রত্ব লভিতে।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে যান নিষ্ঠামতে ॥
হেম ধেনু গৃহ পুরী যেবা যাহা চান।
দৈত্যরাজ সে সকলই করেন প্রদান ॥
বলির সকল গর্ব খর্ব করিবারে।
প্রভু ভগবান যান দান লভিবারে ॥
ব্রাহ্মণ তনয় সাজি বামনের বেশে।
চাহেন ত্রিপাদ ভূমি বলির সকাশে ॥
বলি রাজী হলে তাহা করিবারে দান।
ধরেন বিরাট রূপ প্রভু ভগবান ॥
বটু ভগবান তবে একটি চরণে।
গ্রাসিলেন গোটা মর্ত্যলোকে সেইক্ষণে ॥
দেহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইল আকাশ।
দিকচক্র জুড়ে শুধু বাহুর প্রকাশ ॥
অনন্তর স্বর্গলোকে প্রভু সেইক্ষণে।
আচ্ছাদিত করিলেন দ্বিতীয় চরণে ॥

ক্ষিতি পদৈকেন বলে র্বিচক্রমে
নভঃ শরীরেণ দিশশ্চ বাহুভিঃ ॥
পদং দ্বিতীয়ং ক্রমতস্ত্রিবিষ্টপং……

শ্রীমদ্ভাগবত ৮।২০।৩৩,৩৪

দ্যুলোক ভূলোক হল দুই পদে গ্রাস।
বিশ্বকায় শ্রীপ্রভুর বিরাট প্রকাশ ॥
সেই প্রভুকেই কিনা অতি অনায়াসে।
করিয়া রাখেন বন্ধ ভক্ত হৃদিদেশে ॥
সেইহেতু সর্বভাবে সর্বশাস্ত্র কয়।
ঈশ্বরেরও চেয়ে বড় ভক্তের হৃদয় ॥
ভক্তকৃপা সে কারণে তুলনাবিহীন।
সে কৃপার তুলনায় সকলই মলিন ॥

ভক্তকৃপা হয় শ্রেষ্ঠ আরেক কারণে।
তাহাও স্মরণ করি ভক্তিভরা মনে ॥
ভক্তের লভিলে কৃপা প্রভুকৃপা হয়।
ভক্তিশাস্ত্র এই কথা বারবার কয় ॥
ভক্তমাল গ্রন্থে এক আছে বিবরণ।
ভক্ত ত্রিলোচনে যেথা শ্রীঠাকুর কন ॥
"আমারে যে ভজে মাত্র তারে নাহি ভজি।
যে মোর ভকতে ভজে তারে নাহি ত্যজি ॥"
ন মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাঃ তে মে ভক্ততমা মতা ॥
ভক্তকৃপা লাভে ব্যক্তি হয় ভাগ্যবান।
করেন অশেষ কৃপা তাকে ভগবান ॥
ভক্তকৃপা লাভ হলে পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি।
অক্ষমও লিখিতে পারে গ্রন্থ ঝুড়ি ঝুড়ি ॥

গুরুর আদেশ হয় আমার উপরে।
মায়ের উপরে গ্রন্থ লিখিবার তরে ॥
তাঁহার আদেশে ইচ্ছা জাগিল আমার।
'শ্রীশ্রীসারদাপুঁথি' গ্রন্থ রচিবার ॥
ইচ্ছা থাকে তবু ভরসা না পাই লিখিতে।
অক্ষমতা চিন্তি সদা দ্বিধাগ্রস্ত চিতে ॥
স্কুল কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে।
পড়াশুনা করিয়াছি বিজ্ঞান বিষয়ে ॥
সে বিষয়ে শিক্ষাদান পেশার স্বরূপে।
পরিচিতি বিজ্ঞানের লেখকেরও রূপে ॥
অভিজ্ঞতা নাই ধর্মগ্রন্থ রচনার।
উপযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞানও না আছে আমার ॥
কিন্তু জানি ভক্তকৃপা অমূল্য রতন।
ভক্তের কৃপাতে সাধ্য অসাধ্য সাধন ॥
করজোড়ে তাহে আমি হয়ে ভক্তিমনা।
ভক্তদের শ্রীচরণে জানাই প্রার্থনা ॥
নিজগুণে এ অক্ষমে কর কৃপাদান।
যাহাতে অন্তরে মোর জন্মে শাস্ত্রজ্ঞান ॥
আরও কৃপা দাও এই অক্ষম আমারে।
যাহাতে সারদাপুঁথি পারি লিখিবারে ॥
নির্বিঘ্নে সারদাপুঁথি যাতে শেষ হয়।
প্রার্থনা তাহারও তরে মোর সদা রয় ॥
ভক্তদের শ্রীচরণে জানাই প্রণাম।
গুরুকৃপা যাতে আমি পাই অবিরাম।
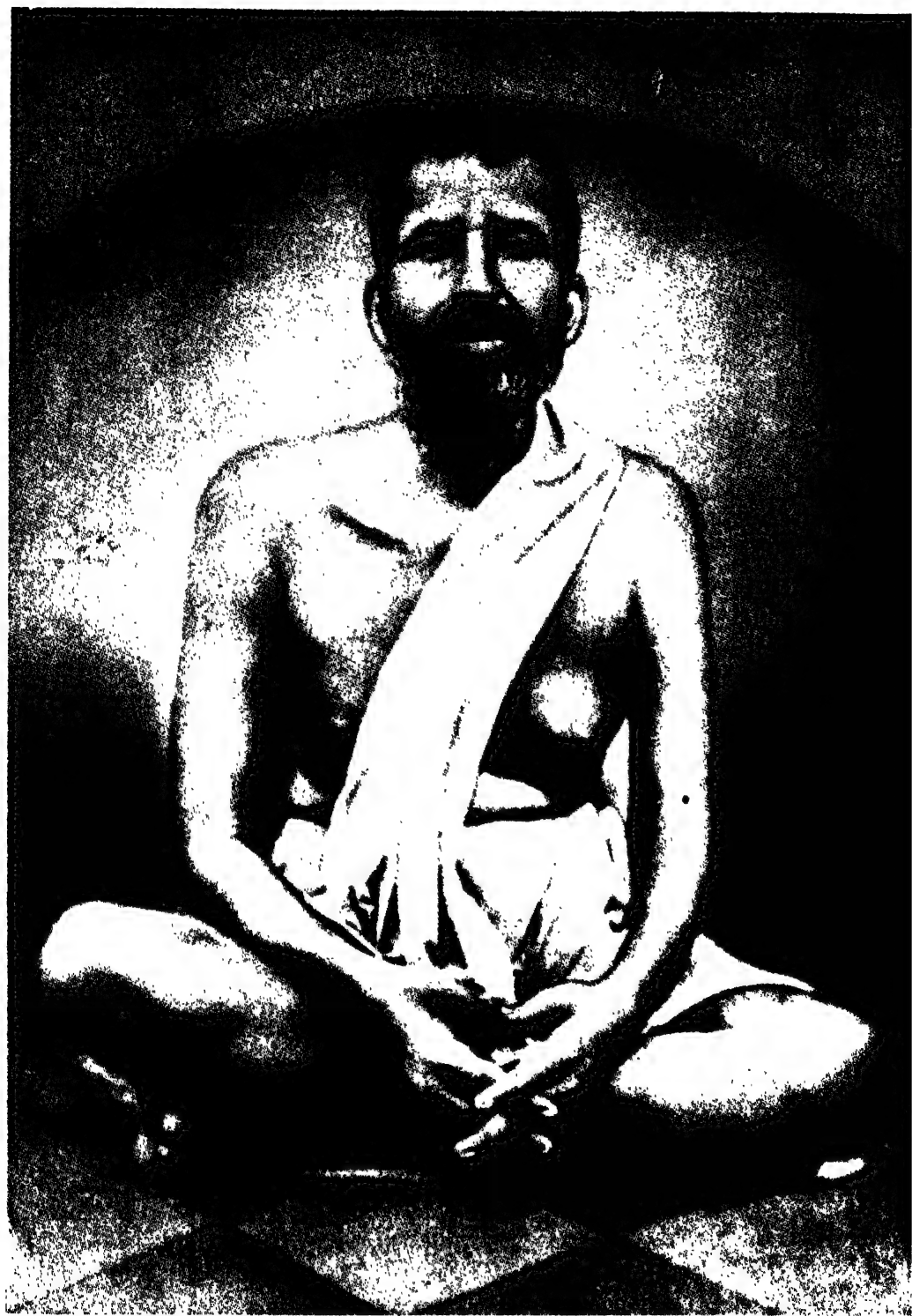
জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন।
লীলার প্রকটহেতু মর্ত্ত্যে আগমন॥

শ্রীশ্রীসারদা-পুঁথি

স্নেহসুরধুনী (১)

জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন।
লীলার প্রকটহেতু মর্ত্যে আগমন॥

জয় জয় বিশ্বমাতা ব্রহ্মসনাতনী।
জয় জয় শ্যামাসুতা সারদা-জননী॥
সন্তানের পাপ-তাপ, যত কাদা ধূলি।
মুছিয়া স্নেহের করে নাও কোলে তুলি॥

জয় জয় সত্যানন্দ প্রেমানন্দময়।
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয়॥
প্রেমের মূরতি তুমি, তুমি মোর সার।
তোমার চরণ রাজে অনন্ত সংসার॥

তুমি যারে কৃপা কর কে নাশিবে তারে।
তোমার কৃপাই সার বিশ্ব চরাচরে॥

যার আছে বিদ্যাবুদ্ধি আছে ধন মান।
সকলে তাহারে পেতে আকুলিত প্রাণ॥
সর্বহারা নিঃস্ব যারা, যারা করে চুরি।
অবিরাম হীন কাজ করে ঝুড়ি ঝুড়ি॥
নীচ জাতি নীচ কুল গোরুর রাখাল।
অনাহারে কাটে দিন স্নেহের কাঙাল॥
পুত্রহারা, ব্যথাভরা মাঝির রমণী।
নতশির স্তব্ধ শোকে দিবস যামিনী॥
যাহাদের কেহ নাই শিরেতে অশনি।
তাহাদেরও তরে নিত্য সারদা জননী॥
যেমতি রবির কর সর্বচরাচরে।
উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ কভু নাহি করে॥
দেখহ মলয় বায়ু সর্বভূতে বয়।
নিমেষে শীতল করে তাপিত হৃদয়॥
সুরধুনী নাহি করে কোনো ভেদাভেদ।
দ্বিজ ও চণ্ডাল মাঝে নাহিক প্রভেদ॥
সেমতি মায়ের স্নেহ বয় শতধারে।
অবিরাম ভাবে নিত্য সন্তানের তরে॥

কোন মতে আসে যদি মায়ের সকাশে।
হৃদয়েতে পায় শান্তি, স্নেহের বিকাশে॥
বিদেশের অধিবাসী, অন্য ভাষাভাষী।
বাধা নাহি অনুভবে মা'র পাশে আসি॥
অন্তরের ভাষা সেথা বড়ো হ'য়ে জাগে।
সে ভাষায় কথা হয় স্নেহ-অনুরাগে॥
মায়ের করুণা যেন জাহ্নবীর ধারা।
শতধারে উৎসারিত, নাহি তার পারা॥
নির্ঝরের সুর সম সবার অন্তরে।
প্রবেশি নিয়ত তারে মধুময় করে॥
স্নেহ হয় সেই বস্তু যাহা স্নিগ্ধ করে।
পশিয়া নীরবে কোন কঠিন অন্তরে॥
কঠিন ধাতুর যন্ত্রে কর্কশ সংঘাতে।
স্তব্ধ করে দেয় তাহা স্নেহ বিন্দুপাতে॥
কোমল হইলে চিত্ত ভক্তি বীজ তাতে।
তখন অংকুর পারে তাহাতে জন্মিতে॥
ইহার প্রমাণ দেখ আমজাদ মিঞা।
মা'র স্নেহলাভে ধন্য, ভক্তিপূর্ণ হিয়া॥

অতঃপর শোন সবে আমজাদকথা।
মায়ের স্নেহের লীলা, বিচিত্র বারতা॥

আমজাদ তুঁতে

জয়রামবাটী হতে বেশী নহে দূর।
পশ্চিম দিকেতে রহে শিরোমণিপুর॥
মুসলমানেরা বহু সেথা বাস করে।
অন্নাভাবে হাহাকার প্রতি ঘরে ঘরে॥
কিছু পূর্বে তাহাদের ছিল না দুর্দশা।
তুঁত চাষ ছিল তবে প্রধান ভরসা॥
রেশম কীটের খাদ্য তুঁত পাতা হয়।
সেই হেতু তুঁত চাষ পেশারূপে রয়॥
দেশের রেশম বস্ত্র অতীব সুন্দর।
দেশ ছাড়ি পাড়ি দিত বিদেশী বন্দর॥
রেশমের শিল্প কর্ম বহু অর্থ আনে।
সেই হেতু তুঁত চাষ লাভের কারণে॥
সেই চাষ করি গৃহে অন্ন বস্ত্র হয়।
তুঁত-চাষী, তাহাদের তুঁতে নামে কয়॥
কিছুকাল পরে দেখ দেশের বাজারে।
বিদেশী রেশম বস্ত্র হাজারে হাজারে॥
বিদেশীরা ছিল রাজা দেশের শাসনে।
বিদেশীরে তুষ্ট করে দেশের শোষণে॥
পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষ, রাষ্ট্র প্রতিকূল।
দেশী শিল্প ধ্বংস হয়, ছিন্ন তুঁতে কুল॥
শিরোমণিপুরে যত অধিবাসী থাকে।
তুঁত চাষ বন্ধ ব'লে শিরে হাত রাখে॥
ঘরেতে নাহিক অন্ন, বস্ত্র নাহি দেহে।
অভাবে স্বভাব নষ্ট সর্বলোকে কহে॥
অসহ্য ক্ষুধার জ্বালা নিরুপায় চিতে।
ডাকাতিতে হল রপ্ত রাতের নিভৃতে॥
পাশাপাশি গ্রামে যত থাকে অধিবাসী।
তুঁতেদের নামে ভয়, কাঁপে দিবানিশি॥
কোনোদিন কোনো তুঁতে কোন গ্রামে গেলে।
ডাকাতির আশঙ্কায় জাগিত সকলে॥
ভয়, আর অবিশ্বাস দুইয়ের কারণ।
কাজ কর্ম নাহি জোটে সকলই বারণ॥
অর্ধাহার, অনাহার আরো বেড়ে যায়।
নৃশংস ডাকাতি ছাড়া না থাকে উপায়॥
সকলেই করে ঘৃণা করে দূর দূর।
জননী তাদেরও দেন কোল সুমধুর॥
এই কথা শোন এবে শোন একচিতে।
মাতৃপ্রেমে পূর্ণ হবে মনের নিভৃতে॥

ব্রহ্মময়ী লোকমাতা সারদা জননী।
কৃপায় আসেন মর্ত্যে কমলা বরণী॥
অলিকুল সম আসে সন্তানের দল।
মায়ের চরণপ্রান্তে, গুঞ্জে অবিরল॥
ভক্তদল বাড়ে নিত্য যেন শশীকলা।
জ্ঞানী, গুণী, কত আসে অবলা সবলা॥
কতদূর হতে আসে কত হাঁটাহাঁটি।
মায়ের করুণা পেতে জয়রামবাটী॥
মামাদের বাড়িগুলি স্বল্প পরিসর।
বেশী ভক্ত রাখা সেথা নহেকো সুকর॥
ভক্তের দেখিলে কষ্ট, মা'র কষ্ট বাড়ে।
জননীর ঝারী, ভারী সহিতে না পারে॥
মাতার সকাশে আসি সন্ন্যাসী শরৎ।
প্রার্থনা জানান তিনি করি দণ্ডবৎ॥
প্রার্থনা পুরাও মাগো কর আজ্ঞা দান।
আলাদা বসৎবাটী করিতে নির্মাণ॥
মায়ের আশিস লভি সন্তানের কুল।
ত্বরায় নির্মিতে বাড়ী হইল ব্যাকুল॥
সেই সনে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষের ছায়া।
দেওয়াল বানাতে আসে আমজাদ মিঞা॥
শিরোমণিপুরে বাস, ডাকাতিতে সেরা।
আটোঁপিটে শক্তপোক্ত পুরুষ্টু চেহারা॥
আমজাদ কাজ করে মায়ের আদেশে।
পরে তার দলবল যোগ দেয় এসে॥
ইহা দেখি গ্রামবাসী মনে ভয় করে।
কখন করিবে চুরি রাতের গভীরে॥
মায়ের লভিয়া স্নেহ পায় শুভমতি।
দিনরাত করে কাজ থাকেনা দুর্মতি॥
ইহা দেখি গ্রামবাসী ভয় নাহি পায়।
ডাকাত হইল ভক্ত মায়ের কৃপায়॥
আমজাদ বলে সবে, শোন বন্ধুগণ।
সকলেই করো কাজ দিয়ে প্রাণমন॥
আমজাদ খাটে সদা অসুর সমান।
ত্বরায় মায়ের বাড়ী করিতে নির্মাণ॥

জননীর ঘরবাড়ি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া।
তাঁর লাগি গড়ে বাড়ি আমজাদ মিঞা॥
ধন্য তুমি আমজাদ, স্নেহ ডোরে বাঁধা।
গায়েতে থাকুক ধূলি, মনে তুমি সাদা॥
জগন্মাতা একদিন আহারের তরে।
আমজাদে আনিলেন বাড়ির ভিতরে॥
মায়ের বারান্দা'পরে আসি আমজাদ।
সসঙ্কোচে বসে সেথা পাইতে প্রসাদ॥
মায়ের ভাইঝি এক নলিনী নামেতে।
পরিবেশনের তরে খাদ্য লয় হাতে॥
যদি জাত চলে যায়, তাই থাকি দূরে।
আলগোছে খাদ্যদ্রব্য দেয় ছুড়ে ছুড়ে॥
দেবার ধরণ দেখে কুপিতা জননী।
সঙ্কোচে বলিয়া তবে স্নেহ সুরধুনী॥
'এই ভাবে খেতে দিলে তৃপ্তি নাহি আসে'।
খাদ্য নিয়ে যান নিজে আমজাদ পাশে॥
ধীরে ধীরে কন মাতা স্নেহ বিগলিতা।
পেট ভরে খাও বাবা, আমি তব মাতা॥
লজ্জা নাহি ক'রো তুমি, এ তোমার ঘর।
তুমি যে আমার ছেলে, নহ তুমি পর॥
মাতৃস্নেহ পেয়ে ধন্য আমজাদ মিঞা।
খায়, আর কাঁদে শুধু, বিগলিত হিয়া॥
এ কান্না মধুর বড়, অমৃতেরও বাড়া।
হিয়ার আনন্দ ঝরে হ'য়ে অশ্রুধারা॥
খাওয়ার পরেতে মাতা পান দেন হাতে।
এঁটো স্থান পরিষ্কার কৈলা নিজ হাতে॥
নলিনী বলেন এতে হইয়া কুপিতা।
ভুলে গেলে তুমি হও ব্রাহ্মণ দুহিতা॥
মুসলমানের ছেলে হয় আমজাদ।
এঁটো ছুঁয়ে গেল জাত, ঘটিল প্রমাদ॥
মধুক্ষরা হাসি হেসে কন জগন্মাতা।
মোর পুত্র আমজাদ, আমি তার মাতা॥
মার কাছে সন্তানের নাহি অন্য জাতি।
সন্তানের সাথে শুধু স্নেহের বেসাতি॥
আমজাদ পুত্র মোর—শরতের মত।
দোঁহা তরে মোর স্নেহ ঝরে অবিরত॥
'পিসি' ব'লে জান তবু শুনহ বারতা।
সবাই সন্তান মোর, আমি জগন্মাতা॥
সন্তান অভিন্ন জাতি মাতৃ-সন্নিধানে।
এ বড় গভীর তত্ত্ব বিজ্ঞানের জ্ঞানে॥

শহরে প্রেরক যন্ত্র বেতার প্রচার।
তরঙ্গ আকারে তাহা ধায় অনিবার॥
গ্রাহক-যন্ত্রেরে যদি বাঁধে এক তানে।
গীত-বাদ্য ঝঙ্কারিত হবে ঐকতানে॥
বিবিধ গ্রাহক যন্ত্র, ছোটো বড়ো ভিন্ন।
একতানে বাঁধা হলে সুরেতে অভিন্ন॥
কেহ বা বাজিছে ধীরে কেহ উচ্চ নাদে।
কেহ বা সুস্পষ্ট অতি, হয় যন্ত্র ভেদে॥
মায়ের স্নেহের সুর মাতৃ বক্ষ হ'তে।
অবিরাম প্রসারিত হয় চারি ভিতে॥
'মা' 'মা' বলি যদি কেহ ডাকে একমনে।
হৃদি যন্ত্র বাঁধা হয় মার ঐকতানে॥
মার সুরে সুর পায়, মার গানে গান।
পুত্রদের হৃদি যন্ত্রে কম্পাঙ্ক সমান॥
সন্তানেরা ভিন্ন দেশী আকৃতিতে ভিন্ন।
মাতৃ-সুরে বাঁধা হলে জাতিতে অভিন্ন॥
গৃহের মধ্যেতে বহু বাদ্যযন্ত্র রাখা।
দেখিতে বিভিন্ন সবে, কেহ আঁকা বাঁকা॥
এক সুরে বাঁধা হ'লে, একে সুর দিলে।
সেই সুরে সুরময় হয় যন্ত্র দলে॥
স্নেহময়ী জননী আর সন্তান নিচয়।
এক সুরে বাঁধা থাকে সতত নিশ্চয়॥
কোনো যন্ত্রে সুর দিলে সব সুরময়।
সন্তানেরা ভিন্ন জাতি, কখনো যে নয়॥
বিদেশে অসুস্থ পুত্র বহু দূরে মাতা।
কেমনে জানিতে পান অসুখ বারতা॥
দুটি তার ভিন্ন কিন্তু বাঁধা এক সুরে।
পুত্র-সুর মাতৃহৃদে যদিও সুদূরে॥
স্নেহের জননী আর সন্তানের দল।
পুকুরেতে শোভে যেন কলমীর দল॥
একজল খেয়ে তারা সবে পুষ্ট হয়।
একই বাতাস নিয়ে সবে তুষ্ট রয়॥
লতাগুলি ভিন্ন কিন্তু মূলে নয় ভিন্ন।
সন্তানেরা সেইমত জাতিতে অভিন্ন॥
পুনরায় শোনো মন জননীর গাথা।
জগৎ-শিক্ষার তরে অপূর্ব বারতা॥
ভাল যে সে ভাল বটে, সবে করে ধন্য।
মন্দরে যে ভালবাসে সেই ত' অনন্য॥
মন্দকে বলিলে সদা কটু-মন্দ কথা।
মন্দটি মন্দই থাকে বাড়ে আবিলতা॥

মন্দরেও দেওয়া হলে স্নেহ ভালবাসা।
মন্দও হইবে ভাল বুকে পাবে আশা॥
মার কাছে এক ব্যক্তি আসিল প্রভাতে।
জাতিতে মুসলমান, উপাধিতে তেঁতে।
সঙ্গে আনি একছড়া সুপক্ক কদলী।
মাতৃপদে প্রণমিয়া উঠিল সে বলি॥
ঠাকুরের পূজা লাগি আনিয়াছি ফল।
দয়া ক'রে নাও যদি, মনে পাব বল॥
আমরা গরীব বড় অধম সন্তান।
দামী কিছু দিতে নারি মন আনচান॥
স্নেহ ভরে যত্ন করে লন মাতা তুলি।
জাত পাঁত ব্যবধান সব কিছু ভুলি॥
স্নেহময়ী জগন্মাতা কন অনুরাগে।
এমন সুন্দর কলা দেখিনি তো আগে॥
ঠাকুরের ভোগে ফল লাগিবে নিশ্চয়।
আনন্দে নেবেন ভোগ, নাহিক সংশয়॥
যাত্রা পূর্বে নিয়ে যেও প্রভুর প্রসাদ।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্, করি আশীর্বাদ।
মায়ের স্নেহের বাণী হৃদয়ে পশিল।
আনন্দে বিভোর হ'য়ে কাঁদিতে লাগিল॥
হেনকালে সেইখানে আসে এক মেয়ে।
লোকটিরে দেখে ক্ষুব্ধ, বলে চেয়ে চেয়ে॥
ইহারা সবাই চোর; চুরি কাজে রপ্ত।
ইহাদের আনা দ্রব্য হয় অভিশপ্ত॥
চুরি করা দ্রব্যে কভু হয় নাকো ভোগ।
এমতি প্রত্যয় মোর করি অভিযোগ।
জননী কহেন তবে সরোষ বচনে।
কেবা ভাল, কেবা মন্দ আমি জানি মনে॥
ভক্তি-ভরে প্রভু লাগি আমার সন্তান।
কত কষ্ট করে আনে পূজা উপাদান॥
নিশ্চয় হইবে ভোগ এই ফল দিয়ে।
কিবা ফল পেলে তুমি মনে কষ্ট দিয়ে?
মানুষ দুর্বলচিত্ত, মন্দ হয় মনে।
মন্দরে করিতে ভাল জানে কয়জনে?

পুনরায় শোনো মন আমজাদ কথা।
জননী অসুস্থা তবে রন শয্যাগতা॥
জননীরে দেখিবারে সন্তানের দল।
দূর দূর হতে সবে আসে অবিরল॥
মায়ের অসুখ শুনি আমজাদ মিঞা।
মনে পায় কত কষ্ট, দুঃখে ভরে হিয়া॥
নিজেও অসুস্থ খুব হাঁটিতে না পারে।
লাঠি ধ'রে শীর্ণ দেহে চলে মা'র তরে॥
আপন জনার মত প্রবেশি ভিতরে।
উঠান হইতে দেখে মাতা শয্যা 'পরে॥
উঁকি মারি বার বার দেখে মাতৃধনে।
হেনকালে শ্রীমায়ের পড়িল নয়নে॥
জননী দেখিয়া তারে স্নেহভরে কন।
এস বাবা আমজাদ, স্নেহের রতন॥
এস তুমি মোর কাছে, বস মোর পাশে।
কতদিন দেখি নাই মন দুখে ভাসে॥
লাঠি হস্তে আমজাদ উপরে উঠিল।
দ্বার-প্রান্তে একপাশে বসিয়া পড়িল॥
সুখের দুখের কথা চলে অবিরাম।
মায়ে-পোয়ে কত কথা, নাহিক বিরাম॥
নিজের অসুখ ভুলি সারদা জননী।
পুত্রের অসুখ কথা শুধান আপনি॥
ঘুম নাহি হয় কড়া ঔষধের গুণে।
আমজাদ নিবেদিল মায়ের চরণে॥
পুত্র দুঃখ শুনি মা'র কত কষ্ট হয়।
জননীর স্নেহধারা শতধারে বয়॥
মাতার সকাশে ছিল মাথার ঔষধি।
'নারায়ণ' নামে তেল, যাহা মহৌষধি॥
একশিশি তেল মাতা দিলেন যতনে।
মাথায় দিবার তরে আমজাদ ধনে॥
সন্তানের কষ্ট শুনি জননী আমার।
চাল ডাল দেন আরও বিবিধ সম্ভার॥
ফল, মূল, ফেনী-মণ্ডা, গুড়ের পাটালি।
আমজাদ সব নিয়ে বাঁধিল পুঁটলি॥
স্নান করি আমজাদ বসিল আহারে।
উদর হইল পূর্ণ, আর নাহি ধরে॥
আহারের পরে মাতা হাতে দেন পান।
পান মুখে হৃষ্ট চিত্তে করিল প্রস্থান॥
এসেছিল শীর্ণদেহে ভগ্ন রুক্ষ প্রাণে।
ফিরিল নির্ভয় চিত্তে প্রফুল্ল বয়ানে॥
মায়ের স্নেহের ধারা ভেদ নাহি মানে।
পাপী তাপী লভে শান্তি মাতৃ সুধাপানে।

মায়ের জন্য আনারস

আমজাদ সুস্থ হয় ঔষধের তরে।
মা'র কাছে মাঝে মাঝে যাতায়াত করে॥

কখনও মায়ের যদি হয় প্রয়োজন।
সেই কাজ সাধিবারে সদানিষ্ঠ মন॥
মায়ের সেবার লাগি একপায়ে খাড়া।
মাতৃস্নেহে আমজাদ হ'ল সৃষ্টি ছাড়া॥
এরপর একদিন শুনে আমজাদ।
মায়ের অসুখ লাগি মুখে নাহি স্বাদ॥
মুখেতে রোচেনা কিছু, কিছু নাহি খায়।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু, স্বাস্থ্য ভেঙে যায়॥
ডাক্তারেরা দিয়েছেন একটি বিধান।
আহার রুচিবে যদি আনারস খান॥
সে সময়ে আনারস কোথা নাহি মেলে।
আনারস-তরে ছোটে শত শত ছেলে॥
অসময়ে আনারস নাহি পাওয়া যায়।
সকল জনের চেষ্টা যাইল বৃথায়॥
একমনে আমজাদ শোনে সেই কথা।
শুনিয়া আকুল হয়, বুকে জাগে ব্যথা॥
আনারস তরে ছোটে এ গ্রামে সে গ্রামে।
অনাহারে কাটে দিন তবু নাহি থামে॥
এইভাবে কাটে দিন, ভোর হয় নিশা।
আনারস নাহি জোটে নাহি পায় দিশা॥
অকস্মাৎ একদিন পাইল সে ধনে।
একছুটে এনে ফেলে মায়ের চরণে॥
আনারস পেয়ে মাতা হরিষ অন্তরে।
আমজাদে কহিলেন, খাইবার তরে॥
খাওয়ার পরেতে কত গল্প মায়ে-পোয়ে।
হিয়ার আনন্দ নিত্য ঝরে অশ্রু হয়ে॥

ঠাকুরের জন্য আমলকী

এই মত আরও এক আছে উপাখ্যান।
যাহাতে নায়ক নিজে প্রভু ভগবান॥
প্রভুর অসুখ হ'ল লীলাদেহ 'পরে।
চিকিৎসার তরে স্থিতি হয় কাশীপুরে॥
ভক্তরাজ গুপ্ত-যোগী, নাগ মহাশয়।
শ্রীপ্রভুর চিন্তা মনে সদা জেগে রয়॥
শ্রীপ্রভুতে সমর্পিত দেহ মন প্রাণ।
ভক্তিপথে কেহ তাঁর নহেক সমান॥
একদিন শ্রীঠাকুরে দর্শনের তরে।
ভক্তরাজ আসিলেন সেই কাশীপুরে॥
শ্রীপ্রভুরে প্রণমিয়া বসে এক পাশে।
শ্রীপ্রভুর লীলা-কথা শ্রবণের আশে॥

ভক্তগণে ভগবান কহেন সখেদে।
মুখে মোর নাহি স্বাদ, নাহি পারি খেতে॥
এ সময়ে যদি পাই আমলকী ফল।
ফিরিবে মুখের স্বাদ পাইব সুফল॥
ভক্ত এক বলে তবে—প্রভু মহাশয়।
আমলকী ধরিবার এ নহে সময়॥
অনন্তর প্রভুরায় বালকের মত।
আমলকী তরে দুঃখ করেন সতত॥
ইহা দেখি দৃঢ়-মনা ভক্তরাজ ধীরে।
প্রণমিয়া প্রভুদেবে আসিলা বাহিরে॥
প্রভুদেব সৃষ্টি-কর্ত্তা তিনি সর্বসার।
তাঁর-ইচ্ছামাত্র-সৃষ্টি জগৎ সংসার॥
তাঁহার ইচ্ছার সাথে সব ধ্বংস হয়।
তাঁর ইচ্ছা ব্রহ্ম ইচ্ছা নাহিক সংশয়॥
আমলকী খাইবারে তাঁর ইচ্ছা জাগে।
নিশ্চয় মিলিবে তাহা—ভাবে অনুরাগে॥
তাহা ভাবি ভক্তরাজ দিনে ও দুপুরে।
বাগানে বাগানে ঘুরে, আমলকী তরে॥
অনাহারে কাটে দিন, অনিদ্রায় রাতি।
আমলকী পাইবারে খোঁজে আঁতিপাঁতি॥
মনে মনে বলে ওগো, দয়াময় হরি।
আমলকী ফল মোরে দাও কৃপা করি॥
তৃতীয় দিবসে খোঁজা হইল সফল।
বৃক্ষ'পরে দেখে পুষ্ট আমলকী ফল॥
'জয় রামকৃষ্ণ' বলি, নাচিতে লাগিল।
ফলগুলি তুলে নিয়ে আঁচলে বাঁধিল॥
অবসন্ন দেহ তবু আনন্দিত মন।
ফল লয়ে প্রভু পাশে করিল গমন॥
ফল পেয়ে প্রভুরায় আনন্দেতে মাতে।
ইহা দেখি ভক্তরাজ স্বর্গ পায় হাতে॥
ভক্তের ভাবনা সদা শ্রীপ্রভুর তৃপ্তি।
ইহারেই বলে প্রেম, অহেতুকী ভক্তি॥
আনন্দিত শ্রীঠাকুর কন ভক্তবরে।
তাড়াতাড়ি স্নান করি বসিও আহারে॥
শশী মহারাজ তবে ছিল প্রভু পাশে।
খাবার যোগাড় করে প্রভুর আদেশে॥
আসন পাতিয়া দিল, দিল পাশে জল।
থালি মধ্যে সাজাইল আহার্য্য সকল॥
ভক্তবর বসে কিন্তু আহার না করে।
একাদশী দিন বলে সব থাকে প'রে॥

প্রভুর সকাশে শশী করে নিবেদন।
ভক্তবর অনাহারে শুষ্ক তনুমন॥
খাইবারে অনুরোধ করিল সকলে।
তবুও খায়না কিছু, একাদশী বলে॥
শ্রীপ্রভুর নির্দেশেতে আনা হয় পাত্র।
প্রসাদ করিয়া দেন ল'য়ে কণামাত্র॥
প্রসাদ হেরিয়া নৃত্য করে ভক্তবর।
বার বার প্রণমেন যথা প্রভুবর॥
প্রসাদের 'পরে ভক্তি অতি বিলক্ষণ।
পুলকিত চিত্তে তিনি করেন ভক্ষণ॥
আমলকী তরে হেরি শ্রীপ্রভুর লীলা।
আনারস তরে সেথা মা'র রঙ্গলীলা॥
শ্রীমায়ের লীলানাট্যে আমজাদ রয়।
শ্রীপ্রভুর লীলা চিত্রে নাগ মহাশয়॥
লীলাময়ী, লীলাময়ে নাহিক প্রভেদ।
একে দুই দুইয়ে এক একান্তে অভেদ॥
লীলাময় শ্রীঠাকুর ব্রহ্ম সনাতন।
ব্রহ্মসনাতনী ধরে মায়ের গড়ন॥
দোঁহাপদে আঁখি জলে লইনু শরণ।
এ জীবনে পাই যেন তাঁদের চরণ॥

উড়িয়া চাকর

বেলুড় মঠেতে থাকে উড়িয়া চাকর।
কাজকর্ম করে ভাল হরিষ অন্তর॥
দৈববশে একদিন করিল সে চুরি।
সেই দোষে স্বামীপাদ দিলেন বিতাড়ি॥
কাঁদিতে কাঁদিতে যায় বোসপাড়া লেনে।
সাষ্টাঙ্গ হইয়া ধরে মায়ের চরণে॥
তার দুঃখ দেখি মার ভিজিল নয়ন।
'কি হয়েছে'? কন মাতা চান বিবরণ॥
উড়িয়া চাকর তবে কয় যুক্তকরে।
মঠে আমি করি কাজ বহুদিন ধরে॥
বড়ই গরীব আমি বৃহৎ সংসার।
সামান্য মাহিনা দিয়ে জোটে না আহার॥
মোর পুত্র কন্যা সব থাকে অর্ধাহারে।
দেখিয়া তাদের কষ্ট 'মুই' চুরি করে॥
এই দোষে স্বামীপাদ দিলেন তাড়ায়ে।
আমি হই দিশাহারা চাকুরি হারায়ে॥
চাকুরিটি চলি গেলে 'অন্না' নাহি পাবে।
পুত্র কন্যা যাবে মারা তাহার অভাবে॥

সব শুনি মাতা কন স্নেহের বয়ানে।
স্নানাহার করে তুমি থাকহ এখানে॥
অপরাহ্ণে বাবুরাম ভক্তিভরা প্রাণে।
মঠ হতে আসিলেন মাতৃ সন্নিধানে॥
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি তাঁরে রহি জোড় করে।
পুছেন কুশল মা'র সভক্তি অন্তরে॥
জননীও প্রাণভরে করি আশীর্বাদ।
পাত্র ভরে দেন তারে বিবিধ প্রসাদ॥
তারপর কন মাতা, শোনো বাবুরাম।
উড়িয়া চাকর তরে দুঃখ অবিরাম॥
অভাবের তাড়নায় করিয়াছে চুরি।
নরেন তাড়াল কেন গালমন্দ করি?
সংসারীর বড় জ্বালা দুঃখ রাশি রাশি।
বুঝিতে নারিবে কভু, তোমরা সন্ন্যাসী॥
ছেলেটির কাজ যদি যায় এইভাবে।
পুত্র কন্যা মারা যাবে অন্নের অভাবে॥
ছেলেটিরে পুনরায় লয়ে যাও মঠে।
করিবে সেথায় কাজ যথা পূর্ব মতে॥
দ্বিধাগ্রস্ত বাবুরাম কন করজোড়ে।
স্বামীজী হবেন রুষ্ট লইলে চাকরে।
উৎকণ্ঠিত মাতৃস্বর যেন প্রত্যাদেশ।
নরেনে বলিবে তুমি 'মায়ের আদেশ'॥
বাবুরাম ফিরে যান সাঁঝের আঁধারে।
চাকরে লইয়া পুনঃ মঠের মাঝারে॥
ইহা দেখি স্বামীপাদ গর্জেন সজোরে।
বাবুরাম কাণ্ড দেখ আনে পুনঃ চোরে॥
'মায়ের আদেশ' শুনি স্তব্ধ সব বুলি।
সাপের মাথায় যথা মন্ত্রপড়া ধূলি॥
স্বামীপাদ করজোড়ে থাকি অবিরাম।
জননীর পাদপদ্মে জানান প্রণাম॥
উড়িয়া চাকর যবে আসে তাঁর পাশে।
সপ্রেমে জড়ায়ে স্বামী নেন বাহুপাশে॥
সহাস্যে বলেন তিনি, ধন্য বেটা উড়ে।
একেবারে হাইকোর্ট! সবার উপরে॥
অনায়াসে লভি ডিক্রি আনিলি সাথে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যাহা না পারে লঙ্ঘিতে॥
দেখ মন আঁখি খুলে স্নেহ সুরধুনী।
চোরেরেও কত স্নেহ করেন জননী॥
সঙ্ঘমাতা রূপে তাঁর কর্তব্য কঠোর।
তারো চেয়ে আরও উর্ধ্বে মাতৃ স্নেহ ডোর

ছোট নগেন

আরেক ঘটনা তুমি শোন প্রাণ ভরে।
মাতৃস্নেহ শতধারা সন্তানের তরে॥
অপরাধী পুত্র তরে রহেন জননী।
তারো তরে বহে নিত্য স্নেহ সুরধুনী॥
নগেন নামেতে থাকে জনৈক সন্তান।
বয়সে বালক তবু ভক্তিভরা প্রাণ॥
বেলুড় মঠেতে যোগ দিয়ে হন ধন্য।
দীক্ষা পরে নাম হয় অক্ষয় চৈতন্য॥
মঠের দায়িত্বে তবে স্বামী শিবানন্দ।
জ্ঞানে পরিপূর্ণ যিনি সবেতে আনন্দ॥
একদা নগেন যিনি বয়সে নবীন।
করিয়া ফেলিল যাহা নহে সমীচীন॥
বয়সে সমান যারা ছিল সেই স্থানে।
নানারূপ কথা বলে ভয়ের কারণে॥
স্বামী শিবানন্দ যদি শোনেন ব্যাপার।
মঠে থাকা কোনো মতে হবে না তোমার॥
সব শুনি অক্ষয়ের বুক দুরু দুরু।
কাহাকেও না বলিয়া যাত্রা করে শুরু॥
ছুটিয়া চলিল যেথা জয়রামবাটী।
যেথায় মায়ের কোল স্নেহ পরিপাটী॥
পরিধানে এক বস্ত্র নাহিক আহার।
তবুও হাঁটিয়া চলে, চোখে অশ্রুধার॥
মনে মনে বলে, ওগো জননী সারদা।
তুমিই রক্ষদা মোর, তুমিই বরদা॥
মঠ হ'তে তাড়াইবে সদা জাগে ভয়।
কৃপা করি তব পদে দানিও আশ্রয়॥
অবশেষে পৌঁছে পুত্র মায়ের সকাশে।
শুষ্ক শীর্ণ চোখ মুখ শতচ্ছিন্ন বাসে॥
দুঃখী পুত্রে দেখি মাতা লন বুকে করে।
উভয়ের চক্ষু হতে কত অশ্রু ঝরে॥
সব কিছু শুনি মাতা দিলেন অভয়।
আমি আছি পুত্র তরে নাহি কোনো ভয়॥
সন্তানেরে খেতে দেন করিয়া যতন।
মাতৃস্নেহে বিগলিত অক্ষয়ের মন॥
ছিন্ন বস্ত্র দেখি মাতা করিয়া আদর।
পরিধান তরে দেন ধুতি ও চাদর॥
শিবানন্দ পূর্বাশ্রমে আছিল তারক।
প্রভুর কৃপায় সদা জ্ঞানের ধারক॥
বেলুড় মঠেতে মাতা পাঠান সংবাদ।
স্নেহের তারক, তুমি লবে আশীর্বাদ॥
শুনিলাম তব পাশে করি অপরাধ।
নগেন কাঁপিছে ভয়ে অন্তরে বিষাদ॥
মঠ হ'তে তাড়াইয়া দিবে এই ভয়ে।
সন্তান আমার কাছে আসিয়াছে ধেয়ে॥
মা-র কাছে সন্তানের নাহি অপরাধ।
তুমি তারে বকিবেনা এই মোর সাধ॥
অবিলম্বে তারকের আসিল উত্তর।
নগেনে পাঠিয়ে দিন অতীব সত্বর॥
আমরা খুঁজেছি কত হ'য়ে হন্তদন্ত।
সংবাদ পাইয়া মোরা হ'লাম নিশ্চিন্ত॥
পূজা তরে পূজকের হয়েছে অভাব।
নগেন করিবে পূজা তার যাহা ভাব॥
বলিব না কোনো কিছু লব বুকে ধরে।
তাহারে পাঠায়ে দিন অতি ত্বরা করে॥
নগেন ফিরিলে মঠে, প্রবীণ সন্ন্যাসী।
বুকেতে জড়ায়ে নেন চোখে স্নেহরাশি॥
কপট ক্রোধেতে তিনি বলিলেন 'ব্যাটা।
তুই হোস্ বড় দুষ্টু, অতি বড় ঠ্যাটা॥
একেবারে হাইকোর্টে হইলি হাজির।
মাতৃস্নেহে হলি ধন্য, ধন্য তুই বীর।'

চন্দনা পাখী—গঙ্গারাম

সুন্দর চন্দনা পাখী গঙ্গারাম নামে।
মায়ের অতীব বাধ্য থাকে মাতৃধামে॥
নিজহস্তে জগন্মাতা করাতেন স্নান।
স্নেহভরে ঠিকমত আহার প্রদান॥
খাঁচাটিও ছিমছাম থাকে পরিষ্কার।
বাহিরের কেহ এ'লে করে তিরস্কার॥
যখনই বলেন মাতা, বাবা গঙ্গারাম।
শুনাও আমারে তুমি ঠাকুরের নাম॥
গঙ্গারাম ত্বরা করি মায়ের সদনে।
'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম', বলিত সঘনে॥
মাঝে মাঝে মাতৃনাম জাগে কণ্ঠস্বরে।
'মা—মা' বুলি বলে হরিষ অন্তরে॥
পাখিটির সেই ডাক এতই মধুর।
মাতৃ নামে সবা হৃদি হয় ভরপুর॥
পাখীর ডাকেতে মাতা আসি ত্বরা করি।
ফলমূল ভিজা ছোলা দেন তাকে ধরি॥

স্নেহতৃপ্ত গঙ্গারাম হরষিত চিতে।
মা-কে দেখে আর খায় মার হাত হতে ॥
একদা দেখিল পাখী মার মুখে পান।
মা, মা ডাকে জননীরে করিল আহ্বান ॥
জননী রাখেন তবে সস্নেহ অন্তরে।
পানশূন্য জিভখানি খাঁচার ভিতরে ॥
পাখিটিরও এত ভক্তি প্রসাদের তরে।
জিভ হতে পান নেয় পুলক অন্তরে ॥
মা'র লীলা শেষ হতে দু' বছর বাকী।
গরমের দিনে এক মারা গেল পাখী ॥
সখেদে বলেন মাতা ও ছিল গোপাল।
শুনায়েছে প্রভুনাম মোরে কতকাল ॥
পাখিটির সারা দেহ গেরুয়া বসনে।
ঢাকিয়া দিলেন মাতা অতীব যতনে ॥
মায়ের নির্দেশ মত তাঁর সেজো ভাই।
পাখিটির শেষকৃত্য করিবারে যায় ॥
সঙ্গে থাকে শবযাত্রী, সঙ্গে থাকে খোল।
পাখিটিরে কাঁধে লয়ে বলে হরি বোল ॥
অবশেষে চলে যেথা নদী অবস্থিত।
তার তীরে গঙ্গারামে কৈলা সমাহিত ॥
গঙ্গারাম শাপমুক্ত পক্ষী জন্ম হতে।
হেলায় লভিল মুক্তি মাতৃ কৃপা মতে।
শুনাইতে মা-মা বুলি রামকৃষ্ণ-লোকে।
মায়ের কৃপায় গেল সেই পুণ্য লোকে ॥
মায়ের অসীম স্নেহ দেখ চোখ বুঁজে।
সে স্নেহের সীমারেখা নাহি পাবে খুঁজে ॥
অসীম সসীম হয় সীমা সীমাহারা।
কোনো গতি নাই জেনো মাতৃকৃপা ছাড়া ॥

বাছুরের অসুখ

মায়ের সেবার তরে জনৈক সন্তান।
দুগ্ধবতী গাভী এক করিল প্রদান ॥
তাহার বাছুর থাকে অতীব যতনে।
সকলের আদরেতে বাড়ে দিনে দিনে ॥
জননীরে দেখিলেই কাছে ছুটে যায়।
মার মুখ পানে চেয়ে গলাটি বাড়ায় ॥
সুড়সুড়ি দেন মাতা তাহার গলায়।
কিছুক্ষণ পরে পুনঃ ছুটিয়া পালায় ॥
একদিন কি যে হল জানা নাহি যায়।
বাছুর চিৎকার করে অতীব পীড়ায় ॥
যন্ত্রণায় ছটফট শুধু চিৎকার।
কেহ কিছু নাহি দেখে কোনো প্রতিকার ॥
জননী ক্রন্দন শুনি আসিয়া সেখানে।
কোলে তুলে নেন যথা আপন সন্তানে ॥
মায়ের কৃপার স্পর্শে বাছুরের রোগ।
অচিরেই দূরে যায় হয় সে নীরোগ ॥
জননী থাকেন চেয়ে বাছুরের পানে।
বাছুরেরো দৃষ্টি রয় মায়ের বয়ানে ॥
পশুদেরো তরে মার স্নেহ সুরধুনী।
সারদা যে বিশ্বমাতা সবার জননী ॥

নাগা সাধুর হাতি

কোন এক নাগা সাধু লয়ে এক হাতি।
একদা আসিল যেথা জয়রামবাটী ॥
হাতিটি হলেও বাচ্চা দেখিতে সুন্দর।
তাহাকে দেখিতে লোকে আসে নিরন্তর ॥
হাতিটিরও তরে মাতা স্নেহে ভরপুর।
খাইতে দিলেন চাল, মাথায় সিন্দুর ॥
জননীর স্নেহ মাঝে নাহি ভেদাভেদ।
বিশ্বমাতা কাছে জেনো সকলি অভেদ ॥

রাধুর বিড়াল

রাধুর আছিল এক সুন্দর বিড়াল।
জননীরো বড় প্রিয়, অন্যে গালাগাল ॥
রাধু সাথে করে খেলা সুখে ভরপুর।
অবকাশে মার পাশে করে ঘুরঘুর ॥
আহার না হয় তার দুধ নাহি দিলে।
আহারের পরে নিদ্রা মার পদতলে ॥
মাঝে মাঝে চলে যায় এবাড়ি ওবাড়ি।
না বলিয়া পরদ্রব্য খায় তাড়াতাড়ি ॥
লাঠি নিয়ে মারিবারে আসিলে সকলে।
মার্জার নন্দিনী ছোটে মার পদতলে ॥
চুপ চাপ বসে পড়ে বন্ধ করে আঁখি।
সমাধিতে চলে যায় ধ্যান যোগে থাকি ॥
মার কাছে অভিযোগ করিলে সকলে।
মাতাও তোলেন লাঠি, মারিতে বিড়ালে।
আসন্ন বিপদ হতে রক্ষালাভ তরে।
তাড়াতাড়ি উঠে মার কোলের উপরে ॥
কি আর করেন মাতা মুখেতে বিস্ময়।
বলেন কপট ক্রোধে, মোরে নাহি ভয় ॥

মা'র কাণ্ড দেখে সবে করে হাসাহাসি।
মাতাও হাসেন কত তার পাশাপাশি॥
বিড়াল করেছে চুরি হলে অভিযোগ।
কে তাহারে খেতে দেয় মার অনুযোগ॥
বিড়ালের ধর্ম চুরি বিধির বিধান।
অন্য মতে নাহি হয় খাদ্যের সংস্থান॥
বিধিদত্ত স্বভাবেতে জীব করে কর্ম।
সেই মতে আচরণ তাহার স্বধর্ম॥
শোনো মন অনুরূপে শ্রীপ্রভুর লীলা।
গিরিশ রচনা করে শ্রীচৈতন্য-লীলা॥
ভক্তি, প্রেমে পরিপূর্ণ ভাবের বিষয়।
রঙ্গালয়ে নিত্য নিত্য হয় অভিনয়॥
শ্রীঠাকুর একদিন দলবল লয়ে।
অভিনয় দেখিবারে যান রঙ্গালয়ে॥
গিরিশ ভক্তের মণি শ্রীপ্রভুরে হেরি।
প্রণমিলা প্রভুপদে অতি তাড়াতাড়ি॥
প্রভুদেবে বসালেন সুন্দর আসনে।
নিযুক্ত করিয়া লোক সেবার কারণে॥
অভিনয় দেখি প্রভু আনন্দিত মন।
গিরিশেরে আশীর্বাদ করেন তখন॥
হেনকালে কি হইল কেহ নাহি জানে।
বিসদৃশ লীলা শুরু ভক্ত ভগবানে॥
গিরিশ ধরিল তবে ভৈরবের মূর্তি।
শ্রীপ্রভুরে গালি দিতে হয় মহাস্ফূর্তি॥
শ কার ব কার বলে মুখে যাহা আসে।
পিতা মাতা কারো ছাড়া নাহি তার পাশে॥
গালি সাথে প্রভুপদে নতি অবিরল।
শ্রীঠাকুর নির্বিকার, রুষ্ট ভক্তদল॥
অনন্তর শ্রীপ্রভুর পদধূলি লয়ে।
গিরিশ ফিরিল তার আপন আলয়ে॥
শ্রীপ্রভুও উঠিলেন গাড়ীর উপরে।
ভক্ত সাথে ফিরিলেন দক্ষিণ শহরে॥
পরদিন প্রভু কন ভক্ত দল পাশে।
গিরিশের বাড়ী যেতে বড় ইচ্ছা আসে॥
তোমাদের কিবা ইচ্ছা কিবা চিন্তাধারা।
ভক্তদের ইচ্ছা নাই রাম দত্ত ছাড়া॥
প্রভুর উদ্দেশে রাম কন করজোড়ে।
তুমি হও বিশ্বপিতা, তুমি বিশ্ব জুড়ে॥
তোমারি প্রদত্ত ধনে সবে হয় ধনী।
এর ব্যতিক্রম কভু আমি নাহি জানি॥
গিরিশে দিয়েছ যাহা তুমি নিজে ধরি।
তাহা ছাড়া দিবে কিবা আমি ভেবে মরি॥
গালাগালি সব কিছু প্রভুদত্ত ধন।
প্রভুরেই তাহা পুনঃ করেছে অর্পণ॥
শ্রীকৃষ্ণ পুছেন যবে কালীয় নাগেরে।
কিসের কারণে বিষ ঢালহ সবারে॥
কালীয় উত্তর দেয় সভক্তি অন্তরে।
গরল দিয়েছ মোরে তুমি দয়া করে॥
দানিয়াছ বিষ তুমি আমি দিই তাই।
কোথায় পাইব মধু যাহা দাও নাই॥
রামের বচন শুনি আনন্দিত মনে।
চলিলেন প্রভুদেব গিরিশ সদনে॥
বিড়ালের চুরিধর্ম দিয়াছেন প্রভু।
সেই হেতু চুরি করে নহে অন্য কভু॥

জ্ঞান মহারাজ তবে থাকে মাতৃধামে।
মাতৃপদে বাঁধা মন থাকে উচ্চ গ্রামে॥
মাতৃসেবা তরে সদা সমর্পিত প্রাণ।
বিড়ালে দেখিলে কিন্তু করে হয়রান॥
রাধুর বিড়ালে কভু দেখিতে না পারে।
মাঝে মাঝে মারধোর করে নির্বিচারে॥
একদিন সেই জ্ঞান ধরিল মার্জার।
উপরে তুলিয়া তারে মারিল আছাড়॥
মার্জারের কষ্ট দেখি মায়ের বদন।
যন্ত্রণায় কালো হয় ব্যথা-ক্লিষ্ট মন॥
বিড়ালেরো তরে মা-র মনে কত ব্যথা।
সবার জননী যিনি, যিনি জগন্মাতা॥
জ্ঞানের বিরাগ তবু ষষ্ঠীর কৃপায়।
বিড়ালের পরিবারে সংখ্যা বেড়ে যায়॥
কলিকাতাধাম হ'তে যত ভক্তগণ।
বার বার মার কাছে করে নিবেদন॥
কৃপাময়ী একবার এস কৃপা করে।
দর্শন লভিনি তব কতদিন ধরে॥
আমরা আঁধার হেরি তব স্নেহ ছাড়া।
মোদের কাটিছে দিন, যেন মাতৃহারা॥
ভক্তদের ডাক শুনি মাতাও অধীর।
কলিকাতা যাইবার দিন হ'ল স্থির॥
যাইবার পূর্বে মা'র সুখ নাই মনে।
সতত চিন্তিত তিনি মার্জার-কারণে॥
কোথায় খাইবে তারা তার নাই ঠিক।
জ্ঞানের লাঠির বাড়ি জুটিবে সঠিক॥

সব কিছু চিন্তা করি জ্ঞানেরে ডাকিয়া।
বলেন তাহারে তিনি বিগলিত হিয়া॥
তুমি হও মাতৃভক্ত আমার সন্তান।
তোমারে আদেশ করি কর প্রণিধান॥
বাড়তি চাউল লবে বেড়ালের জন্য।
বেড়ালে খাইতে দিলে তুমি হবে ধন্য॥
মার-ধোর কোরো নাকো বেড়ালের গায়ে।
তাহাদেরো মাঝে আমি থাকি বিভু হয়ে॥
জ্ঞান মহারাজ তবে মার পায়ে পড়ি।
কহিলেন অশ্রুকণ্ঠে হাত জোড় করি।
না জেনে দিয়েছি মাগো বেড়ালে যন্ত্রণা।
কৃপা করি কর ক্ষমা আমার প্রার্থনা॥
কষ্ট কভু নাহি পাবে বেড়ালের দল।
তাদের রাখিব তুষ্ট দিয়ে অন্ন জল॥
নিরামিষ খাই, তবু তাহাদের জন্য।
চুনা মাছ ভেজে দেবো তার সাথে অন্ন॥
জননী থাকেন তবে যথা পিতৃবাড়ি।
বেড়ালে ভাঙিল ঠ্যাঙ্ করে মারামারি॥
জগন্মাতা দেখি ইহা দুঃখেতে কাতর।
নলিন ডাক্তার তবে আসিল সত্বর॥
কাঠের টুকরা সাথে লইয়া কাপড়।
ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া দিল পায়ের উপর॥
ব্যান্ডেজ বাঁধার ফলে কয়দিন পরে।
বিড়াল হইয়া সুস্থ ছোটাছুটি করে॥
চিন্তামুক্ত হয়ে তবে কন জগন্মাতা।
শিকার ধরিতে আর আসিবে না বাধা॥
বিড়ালের সুখে সুখ, তার দুখে দুখ।
সবার কল্যাণে মাতা সতত উন্মুখ॥
জননী থাকেন তবে উদ্বোধন বাড়ি।
জননীর আরো লীলা শোনো ভক্তি করি॥
গণেনের শয্যা সদা ধব ধব করে।
বিড়াল প্রসব করে তাহার উপরে॥
চিন্তান্বিতা জগন্মাতা গোলাপেরে লয়ে।
চাদর কাচিয়া দেন সাজিমাটি দিয়ে॥
জল দিয়ে সেইস্থান হ'ল পরিষ্কার।
বিড়ালেরে যাতে নাহি করে তিরস্কার॥
যাহাতে বিড়ালে কেহ না দেয় তাড়ায়ে।
জননী বলেন তবে সবারে শুনায়ে॥
বিড়াল এখানে থাকে এই তার বাড়ী।
প্রসব করিতে তবে যাবে কার বাড়ী॥

ছানা-পোনা লয়ে সবে থাকিবে এখানে।
ঠিক মত খেতে দিয়ে রাখিও যতনে॥
বিড়ালের তরে যথা মা'র ব্যাকুলতা।
শ্রীপ্রভুর লীলাতেও সেমতি বারতা॥
শ্রীপ্রভু থাকেন তবে যেথা কাশীপুর।
শ্রীদেহে অসুখ তবু প্রেমে ভরপুর॥
জীবের কল্যাণ তরে চিন্তা অনুক্ষণ।
ভক্তরাও আসে সেথা যখন তখন॥
নবগোপালের নাম অনেকেই জানে।
উপাধিতে ঘোষ, স্থিতি বাদুড় বাগানে॥
ঘোষজার মুখে শুধু রামকৃষ্ণ বুলি।
শ্রীপ্রভুর নাম করে সব কিছু ভুলি॥
ঘোষজায়া অনুরূপ বড় ভক্তিমতী।
শ্রীপ্রভুতে স্নেহরতা যেন যশোমতী॥
'ঘোষজায়া খুব শুদ্ধ' সারদা-মা কন।
কিভাবে সে কথা উঠে শুন দিয়া মন॥
শ্রীঠাকুর অপ্রকট লীলাদেহ ছাড়ি।
সারদা-মা শোকাকুল সদা অশ্রু বারি॥
শোকের লাঘব হ'বে এই ভাবি মনে।
মাকে নিয়ে ভক্তদল তীর্থ পর্যটনে॥
অবশেষে বৃন্দাবনে আসেন জননী।
হেথা শোক বেড়ে যায় যেন উন্মাদিনী॥
ঠাকুর দর্শন দিয়ে বলেন তখন।
কাঁদিছে কেন তুমি কিসের কারণ?
আমি কি গিয়েছি কোথা? হইয়াছি পর?
রহিয়াছি নিত্য যথা এঘর ওঘর॥
বার বার দর্শনেতে শোক কিছু কমে।
উচ্চগ্রামে বাঁধা মন, আসে দেহ ভূমে॥
মন্দিরে মন্দিরে মাতা যান সর্বক্ষণে।
একদা দেখিতে যান শ্রীরাধারমণে॥
মন্দিরে দেখেন মাতা যিনি মহামায়া।
রাধারমণের পাশে রহে ঘোষজায়া॥
হাতেতে লইয়া পাখা প্রভুর শরীরে।
বীজন করিতে ব্যস্ত অতি ধীরে ধীরে॥
শ্রীমায়ের উক্তি পরে যোগেনের প্রতি।
নবগোপালের জায়া অতি শুদ্ধ মতি॥
বহুভাগ্যে ভাগ্যবতী এই ঘোষজায়া।
উৎসব হয় গৃহে প্রভুরে লইয়া॥
কীর্তনের পরে প্রভু চলেন দ্বিতলে।
ঘোষজায়া বন্দিলেন উষ্ণ আঁখিজলে॥

প্রভুরে বসায়ে পাশে গোপালের মত।
যশোমতী শ্রীমুখেতে খাদ্য দিতে রত ॥
সবিস্ময়ে দেখিলেন ঘোষের ঘরণী।
আহুতি নিতেছে সদা কুল কুণ্ডলিনী ॥
ঘোষজায়া ভাগ্যবতী প্রভুর কৃপায়।
প্রণমিনু বারবার তাঁর দুটি পায় ॥

পুনরায় ফিরে যাই পূর্বের কথনে।
শ্রীঠাকুর কাশীপুরে লীলার কারণে ॥
ঘোষজায়া একদিন আসিয়া সেখানে।
প্রণমিয়া বসিলেন প্রভু সন্নিধানে ॥
শ্রীপ্রভু বলেন তবে বিগলিত স্নেহে।
এখানে বিড়াল থাকে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ॥
মাছ দুধ জোটে নাকো হেথা কোনো দিন।
আহার অভাবে তনু তাহাদের ক্ষীণ ॥
বিড়ালের দুঃখ দেখি কাঁদে মোর প্রাণ।
তাদের নিবে কি তুমি যদি করি দান ॥
অসুবিধা হবে না তো তোমাদের কিছু ?
কর্তার মতের কথা তাও ভাবি পিছু ॥
শুনি এত ঘোষজায়া দুই হাঁটু গাড়ি।
গলায় আঁচল দিয়ে হাত জোড় করি ॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা কত দীনহীনা 'পরে।
হৃদয় আনন্দে পূর্ণ, ভাসি আঁখিনীরে
বিড়ালেরে ভালবাসি, তাঁদেরও প্রিয়।
ভক্তগণে লয়ে যান যেথা মোর গৃহ ॥
প্রভুর কৃপায় দান স্মরি মনে মনে।
রাখিল তাদের আনি পরম যতনে ॥
ঘোষজায়া তাহাদের নিয়ে যান ঘরে।
প্রভুর চিন্তার বোঝা নামিল সত্বরে ॥
পশুপক্ষী জীব যত থাকে বিশ্ব মাঝে।
সকলের তরে স্নেহ শ্রীপ্রভুর রাজে ॥
শ্রীপ্রভুর মত সদা মা'র ভালবাসা।
জীবের কল্যাণ তরে দুজনের আসা ॥
দোঁহা মাঝে বহে নিত্য স্নেহ সুরধুনী।
রামকৃষ্ণ সারদা মা জনক জননী ॥

বৃথা জীবহত্যা

জগন্মাতা সারদা মা তিনি মহামায়া।
তিনিই বৈষ্ণবী শক্তি, তিনি বিষ্ণুমায়া ॥
বলিদান প্রথা যেথা বহুকাল ধরে।
সেখানে না দেন বাধা আচারের তরে ॥
বৃথা জীবহত্যা হোক মা'র ইচ্ছা নয়।
সকলের তরে তাঁর শুভ ইচ্ছা রয় ॥
জয়রামবাটীধামে থাকেন জননী।
অসুস্থ হলেন সেথা কমলা বরনী ॥
সন্তানের পাপ তাপ লয়ে লীলা দেহে।
সন্তানেরে শান্তি দেন নিজে সব সহে ॥
রোগেতে ভুগিয়া মার দেহ হয় ক্ষীণ।
সন্তানেরা দিশাহারা কাঁদে নিশি দিন ॥
মাতা সুস্থ হন ক্রমে প্রভুর কৃপায়।
ভক্তদের আনন্দের পরিসীমা নাই ॥
সন্তানেরা সব কহে মাতৃ সন্নিধানে।
মোদের আনন্দ আজ সীমা নাহি মানে ॥
সিংহবাহিনী দেবী বড়ই জাগ্রত।
সেখানে পূজার তরে জাগে আকুলতা ॥
তোমার স্বাস্থ্যের তরে পূজা মোরা দিব।
ছাগ বলি দিয়ে মোরা মায়েরে পূজিব ॥
জননী কহেন তবে উদ্দেশি সকলে।
রসগোল্লা দিয়ে পূজ, ছাগের বদলে
রসগোল্লা দিয়া মা'র পূজা সমাপনে।
সকলে প্রসাদ পায় আনন্দিত মনে।
সারদাপীঠের কথা অমৃত সমান।
আনন্দিত মনে সবে গাও মা'র নাম ॥

গরুর রাখাল

মায়ের নূতন বাটী নির্মাণের পরে।
ভক্তসংখ্যা দিনে দিনে যায় দ্রুত বেড়ে।
দূর দূর দেশ হতে কত ভক্ত আসে।
কত শত আবদার জননী সকাশে ॥
কাহারো চায়ের নেশা অতীব প্রভাতে।
দুধের সন্ধানে মাতা যান পাত্র হাতে।
আরও কথা সারদা মা সুস্থ নন মোটে
তাঁহার সেবার লাগি দুগ্ধ নাহি জোটে ॥
এই সব দেখে শুনে জনৈক সন্তান।
দুগ্ধবতী গাভী এক করিল প্রদান ॥
গাভীর সেবার তরে নিযুক্ত রাখাল।
শৈশবেতে মাতৃহারা স্নেহের কাঙাল ॥
গোবিন্দ তাহার নাম ডাকে 'গোবে' বলে।
পাড়াগাঁয়ে যাহা রীতি আদরের ছলে ॥
বয়স এগার-বারো সদানন্দময়।
হাসি খুশি মনে থাকে কাজেতে তন্ময় ॥

কিছুদিন পরে হায় দৈবের বিধান।
খোসেতে ভরিয়া যায় সারা দেহখান ॥
নানাবিধ ঔষধেও না হয় আরাম।
যন্ত্রণায় ছটফট করে অবিরাম ॥
একদিন রাত্রিকালে যন্ত্রণা ভীষণ।
অনিদ্রায় মা মা বলে কাঁদে অনুক্ষণ ॥
রাখালের যন্ত্রণায় ব্যথিত অন্তরে।
জননী ডাকেন তাকে বাড়ীর ভিতরে ॥
লইয়া নিমের পাতা হলুদের সাথে।
শিলেতে বাটেন তাহা অতি ত্রস্ত হাতে ॥
প্রলেপ দিলেন মাতা অতি স্নেহ ভরে।
যেখানে যেখানে খোস রাখাল শরীরে ॥
জননীর স্নেহ স্পর্শে ব্যথা দূরে যায়।
মাতৃহারা 'গোবে' পুনঃ মাকে ফিরে পায় ॥
দেখহ রাখাল তরে স্নেহ সুরধুনী।
মা যে মোর জগন্মাতা সারদা-জননী ॥

হরিদাস বৈরাগী

আরও লীলা গাথা গাই প্রভুর আদেশে।
মূর্তিমতি স্নেহ যেথা সারদার বেশে ॥
বৈরাগীরা ভিক্ষা করে দেশে ঘুরে ঘুরে।
তাহাদেরো তরে স্নেহ মার বক্ষ জুড়ে ॥
এ যুগের শক্তিপীঠ জয়রামবাটী।
শ্যামলে বিমল শোভা অতি পরিপাটি ॥
গ্রামের উত্তরে বহে নদ আমোদর।
দেশড়া গ্রামের স্থিতি তাহার উত্তর ॥
দেশড়া গ্রামেতে থাকে বৃদ্ধ হরিদাস।
জাতিতে বৈরাগী সে মনেতে উদাস ॥
জমি জমা নাই তার অবস্থাতে দীন।
প্রভু নাম নিয়ে তবু কেটে যায় দিন ॥
পুরানো বেহালা তার একমাত্র ধন।
বেহালার সুরে গান ভিক্ষার কারণ ॥
সুমধুর স্বরে গান গায় হরিদাস।
গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে, অঙ্গে বহির্বাস ॥
কখনো হরির নাম, কভু ব্রজলীলা।
কভু আগমনী গায় লইয়া বেহালা ॥
একবার মাতৃভক্ত ভৈরব গিরিশ।
আসিলেন মাতৃধামে লভিতে আশিস ॥
হেনকালে একদিন আসে হরিদাস।
মায়েরে শোনাতে গান জাগে অভিলাষ ॥
গিরিশাদি ভক্তগণ মার পদছায়ে।
হরিদাস গায় গান বেহালা বাজায়ে ॥
মেনকার মনোভাব হৃদয়ে ধরিল।
নীচে লেখা গানখানি গাহিতে লাগিল ॥

লোকের মুখে শুনি সত্য বল শিবানী,
অন্নপূর্ণা নাম কি তোর কাশীধামে,
অপর্ণে যখন তোমায় অর্পণ করি ;
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারী,
আজ কি সুখের কথা শুনি শুভঙ্করী —
বিশ্বেশ্বরী তুই কি বিশ্বেশ্বর বামে ?
ক্ষেপা ক্ষেপা আমার বলত দিগম্বরে,
গঞ্জনা সয়েছি কত ঘরে পরে,
এখন দ্বারী নাকি আছে দিগম্বরের দ্বারে,
দরশন পায়না ইন্দ্র চন্দ্র-যমে।

এ তো নহে শুধু মাত্র মেনকার কথা।
সারদার জননীরও এই মর্মব্যথা ॥
ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপা বলে সবে প্রভু গদাধরে।
আরও কত কটু কথা ঘরে ও বাহিরে ॥
সারদারও কচি মনে কত দেয় ব্যথা।
স্নেহময়ী দিদিমারও মন আশাহতা ॥
আজ দেখ সেই ক্ষ্যাপা বিশ্বের বিধাতা।
স্নেহশীলা সারদা-মা হন বিশ্বমাতা ॥
প্রভুপদে কত ভক্ত আসে কৃপা তরে।
শাশুড়ীও জামাতার পট পূজা করে ॥
গান শুনি সারদার বাল্য স্মৃতি মনে।
চক্ষু বহি নামে ধারা স্মৃতির মন্থনে ॥
সঙ্গীত শুনিয়া সবে পুলকিত মন।
ধন্য ধন্য করে সবে যত ভক্তজন ॥
গিরিশ লিখিয়া লয় পুরা গানখানি।
দক্ষিণা স্বরূপে দেয় পাঁচ টাকা আনি ॥

সেইকালে পল্লীগ্রাম শান্তির আগার।
মোটা ভাত কাপড়ের আছিল যোগাড় ॥
হেনকালে ইউরোপে বাধিল সমর।
ইংরাজের সাথে যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর ॥
ইংরাজ তখন ছিল ভারত শাসনে।
ভারতে শোষণ করে যুদ্ধের কারণে ॥
দেশ হ'তে খাদ্য দ্রব্য বিবিধ সম্ভারে।
ইংরাজেরা লয়ে যায় সমুদ্রের পারে ॥
ভারতে দুর্ভিক্ষ ধরে ভীষণ আকার।
হা-অন্ন হা-বস্ত্র বলি ওঠে হাহাকার ॥

হেনকালে একদিন মাতৃ সন্নিধানে ।
আসে সেই হরিদাস ভিক্ষার কারণে ॥
মায়েরে শোনালো গান অতীব মধুর ।
জননীও আনন্দেতে হন ভরপুর ॥
অনন্তর হরিদাস আসে স্নান করে ।
মুড়ি গুড় প্রসাদাদি খায় তৃপ্তি করে ॥
জননী বসেন সেথা স্নেহ ভরা মনে ।
সুখ দুঃখ নানা কথা হয় তার সনে ॥
হরিদাস জানাইল অতি দীন ভাবে ।
বড় কষ্ট পাই মাগো বস্ত্রের অভাবে ॥
স্নেহে বিগলিতা মাতা উঠিয়া তখনি ।
হরিদাসে আনি দেন বস্ত্র একখানি ॥
আনন্দ বিহ্বল মন, পূর্ণ মনস্কাম ।
অশ্রু পূর্ণ আঁখি নিয়ে করিল প্রণাম ॥
মায়ের কৃপার দান লয়ে ভক্তি ভরে ।
হরিদাস ফিরে যায় আপনার ঘরে ॥
বৈরাগীরও তরে সদা কাঁদে মার মন ।
জননীর লীলা গাথা অমরার ধন ॥

মুনিষের কথা

সারদাপুঁথির কথা শোনো অনুরাগে ।
মুনিষেরো তরে দেখ কত স্নেহ জাগে ।
শম্ভুর বয়স যবে চব্বিশ বছর ।
বাড়িতে বিবাদ হেতু ছেড়ে আসে ঘর ॥
বাড়ি ছেড়ে চলে আসে জয়রামবাটী ।
মুনিষ হইয়া সেথা করে খাটাখাটি ॥
মায়ের কাছেতে থাকি সন্তানের মত ।
ক্ষেতের কাজেতে খাটে শম্ভু অবিরত ॥
রৌদ্রেতে খাটিয়া অতি ঘর্মাক্ত শরীরে ।
মার কাছে আসে শম্ভু জল পান তরে ॥
মায়েরে ডাকিয়া বলে, জল দাও মোরে ।
গুড় জল আনি মাতা দেন ত্বরা করে ॥
শম্ভুরে দেখিয়া ক্লান্ত স্নেহ সুরধুনী ।
পাখার বাতাস দেন সারদা-জননী ॥
মাঝে মাঝে সাঁঝবেলা শম্ভু চলে যায় ।
গাল গল্প করিবারে বন্ধুরা যেথায় ॥
গল্পেতে এতই মত্ত মাঝে মাঝে হয় ।
বাড়ি ফেরে বহু রাত্রে মনে জাগে ভয় ॥
'এসো বাবা'—বলি মাতা ডাকেন তাহারে ।
দেরী নাহি করে তুমি বসহ আহারে ॥
যত্ন করি পাশে বসি খেতে দেন তারে ।
গৃহছাড়া সর্বহারা ভাসে অশ্রুধারে ॥
মুনিষেরো তরে বয় মার স্নেহধারা ।
যে স্নেহে মানুষ হয় পাগলের পারা ॥

হরিদাস মাঝি

জননীর আরও লীলা বলিবারে চাই ।
গুরুর আশিসে যেন মাতৃকৃপা পাই ॥
কোয়ালপাড়ার নাম বড়ই মধুর ।
জয়রামবাটী হ'তে বেশী নহে দূর ॥
সেস্থানের ভক্তদের হেরি ভক্তি নিষ্ঠা ।
জগদম্বা করিলেন আশ্রম প্রতিষ্ঠা ॥
নিজের ফটোটি রাখি ঠাকুরের পাশে ।
জগদম্বা পূজিলেন ভাবের আবেশে ॥
সেই হতে মহাতীর্থ হল সেই স্থান ।
জননীর কৃপা যেথা নিত্য বিদ্যমান ॥
কোয়ালপাড়ায় থাকে হরিপদ মাঝি ।
অতিশয় পরিশ্রমী, সব কাজে রাজি ॥
আশ্রমের জমিজমা সেথা কাজ করে ।
মায়ের চরণে ভক্তি রাখে হৃদিভরে ॥
একদিন হরিপদ পরবশ মনে ।
হীন কর্ম করে এক দৈবের বিধানে ॥
অধ্যক্ষ হইয়া ক্ষুব্ধ হরিপদ 'পরে ।
আজ্ঞা দেন আশ্রমেতে নাহি ঢুকিবারে ॥
কাজকর্ম করে কিন্তু সুখ নাই মনে ।
প্রার্থনা জানায় নিত্য মায়ের চরণে ॥
একদিন আশ্রমেতে আসেন জননী ।
সঙ্গেতে শরৎ, যিনি ভক্ত শিরোমণি ॥
মায়ের দর্শন লাগি কত ইচ্ছা ধরে ।
অধ্যক্ষের আজ্ঞা হেতু যেতে নাহি পারে ॥
গুমরি গুমরি কাঁদে চোখে অশ্রুধারা ।
হরিপদ বসে থাকে হয়ে দিশাহারা ॥
মনে মনে বলে, ওগো জগৎ জননী ।
সকলের তরে তব স্নেহ সুরধুনী ॥
হীন কাজ করিয়াছি মনে জাগে ব্যথা ।
তুমি তো মা অন্তর্যামী জান সব কথা ॥
তোমার লাগিয়া মাগো ভাসি আঁখি জলে ।
দূর কর পুত্র ব্যথা রাখি পদতলে ॥
হেনকালে দিব্যানন্দ আসি তার পাশে ।
মঠের বারতা কন অতি স্নেহভাষে ॥

মায়ের আদেশ বলি হরিপদ তোরে।
আশ্রমেতে চল্ তুই তাড়াতাড়ি করে॥
জননী ডাকেন তোরে প্রণামের তরে।
মাতৃস্নেহ কোনোদিন সীমা নাহি ধরে॥
ইহা শুনি হরিপদ ছোটে ঊর্ধ্বশ্বাসে।
কোনোদিকে হুঁস নাই আঁখি জলে ভাসে।
ছুটিয়া ছুটিয়া পেঁছে মাতৃ সন্নিধানে।
আছাড় খাইয়া পড়ে মায়ের চরণে॥
পাদপদ্মে মাথা রাখি অতীব যতনে।
আঁখি জলে সিক্ত করে মায়ের চরণে॥
জননীও হরিপদে দেন আশীর্বাদ।
অনন্তর দেন তারে লুচির প্রসাদ॥
হরিপদ করেছিল অন্যায় আচার।
তবু দেখ মাতৃস্নেহে সম অংশীদার॥
মাতৃপদে ভক্তি রাখি লও মাতৃনাম।
নিশ্চয় লভিবে তুমি রামকৃষ্ণধাম॥

ডোমেদের মেয়ে

মাতৃশক্তি মহাশক্তি বেগ দুর্নিবার।
জাত পাত কোন কিছু না করে বিচার॥
সকলই ভাসিয়া যায় সেই শক্তিস্রোতে।
কেহ তাতে কোনো বাধা নাহি পারে দিতে॥
মায়ের আদেশ বাণী সেই শক্তি হতে।
ভক্তিভরে সবে তাহা নেয় মাথা পেতে॥
কোয়ালপাড়ায় তবে থাকেন জননী।
জগন্মাতা মহামায়া দুঃখ নিবারণী॥
বৃক্ষতলে পাতা এক খাটের উপরে।
উপবিষ্টা জগন্মাতা, ভক্ত চারিধারে॥
এমন সময় এক ডোমেদের মেয়ে।
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে মার পদছায়ে॥
অশ্রুপূর্ণ নয়নেতে অভিযোগ করে।
সব কিছু ছেড়ে আসি উপপতি তরে॥
বহুদিন তার সেবা করি প্রাণ দিয়ে।
নিষ্ঠুর আমারে এবে দিয়েছে তাড়ায়ে॥
আমি আজ সর্বহারা বড় নিরুপায়।
কৃপা করি কর মা গো, আমার উপায়॥
দুঃখ শুনি জননীর বিগলিত প্রাণ।
লোক দিয়ে সেইক্ষণে ডোমেরে ডাকান॥
আসিলে ডোমের ছেলে মাতা কন ধীরে।
দেখ বাবা, এই মেয়ে ভাসে আঁখি নীরে॥
সব ফেলে এসেছিল পাইতে তোমারে।
তুমিও নিয়েছ সেবা এতদিন ধরে॥
আজ যদি অসময়ে ত্যাগ কর তাকে।
অধর্ম হইবে বড়, যাইবে নরকে॥
হাসিকান্না, সুখ দুঃখ সকলের তরে।
আমি বলি মেয়েটিকে নিয়ে যাও ঘরে॥
আমি আজি তোমাদের করি আশীর্বাদ।
তোমরা কোরো না আর বাদ বিসংবাদ॥
ডোমের চৈতন্য হয় মায়ের আদেশে।
মেয়েটিরে নিয়ে যায় পুনঃ ভালবেসে॥
জননীর স্নেহে দেখ কত শক্তি রয়।
নিষ্ঠুর ডোমের মনে চৈতন্য উদয়॥
মাতৃশক্তি কাছে কর আত্ম-সমর্পণ।
চতুর্বর্গ ফল পাবে মায়ের কারণ॥

কুলীর দীক্ষা

কলিকাতা যাইবেন পিত্রালয় হতে।
শুভযাত্রা হ'ল মা'র ভক্তদের সাথে॥
বিষ্ণুপুর স্টেশনেতে সকলে আসিয়া।
ট্রেন ধরিবার তরে আছেন বসিয়া॥
হেনকালে আসি এক হিন্দুস্থানী কুলী।
মায়ের চরণে কাঁদে আকুলি বিকুলি॥
অঝোরে ঝরিছে অশ্রু, বাধা নাহি মানে।
নীচে লেখা কথা বলে ব্যাকুল পরাণে॥

তুমিই জানকী দেবী জননী আমার।
বহু ভাগ্যে পাইনু আজি দরশন তোমার॥
কতদিন ধরে আমি খুঁজেছি তোমায়
এতদিন তুমি, মাগো, আছিলে কোথায়॥

কোনো দিন সেই কুলী স্বপনের ঘোরে।
তাহার জানকী মায়ে দেখে প্রাণ ভ'রে॥
সেই হ'তে খোঁজে কিন্তু নাহি পায় দিশা।
খোঁজে আর কাঁদে সদা অন্তরে তিয়াসা॥
আজ দে'খে সশরীরে জনক নন্দিনী।
সমুখেতে রয় যেথা সারদা-জননী॥
এতদিন পরে পেয়ে অন্তরের ধন।
মায়ের চরণ ধরি কাঁদে অনুক্ষণ॥
জননীর কৃপাধারা বহে তার তরে।
ফুল আনিবারে কন অতি স্নেহভরে॥
ঊর্ধ্বশ্বাসে আনি ফুল দিয়ে মন প্রাণ।
ভক্তি ভরে মার পায়ে করিল প্রদান॥

অনন্তর জগন্মাতা মন্ত্র দেন তারে।
মহামন্ত্র পেয়ে কুলী ভাসে অশ্রুনীরে॥
জননীর কৃপা দেখ না করে বিচার।
স্থান কাল, জাতি, কুল, দেশের আচার॥
জননী দেখেন শুধু অন্তরের টান।
সেই টানে থাকে বাঁধা জননীর প্রাণ॥

কুলি রমণী

অক্ষয় কুমার সেন, মায়ের সন্তান।
মার পদে সদা ভক্তি, সমর্পিত প্রাণ॥
ভক্তিতে লেখেন তিনি রামকৃষ্ণপুঁথি।
তাঁহার চরণে আমি জানাই প্রণতি॥
স্বহস্তে লাগান তিনি তাঁর তরকারি।
মাতৃপদে এনে দেন যাহা দরকারী॥
কভু কভু পোঁছে দেন লইয়া মাথায়।
কখনো কুলিরে দিয়ে পাঠান তথায়॥
একদিন সব্জী নিয়ে পূর্ণ ডালাখানি।
মা'র কাছে নিয়ে যায় কুলির রমণী॥
মাতৃধামে পোঁছাতেই হইল অবেলা।
জননী বলেন তাকে—থাক রাত্রিবেলা॥
রাত্রিকালে দেখা দিল ম্যালেরিয়া জ্বর।
বমি করে কুলি মেয়ে, কাঁপে থর থর॥
জননী বসিয়া পাশে করেন যতন।
নিজ হস্তে ধরে দেন যতেক বমন॥
পরিষ্কার তরে লোক জুটিত সকালে।
সেই সব সাফ তবু কেন রাত্রিকালে?
আসিত যে প্রাতঃকালে সাফ করিবারে।
সুনিশ্চিত দিত গালি কুলি রমণীরে॥
রমণীরে লজ্জা হ'তে রক্ষা করিবারে।
জননী করেন সাফ, রাতের আঁধারে॥
দেখ মন, কোথাকার কুলির রমণী।
তা'রো তরে বহে নিত্য স্নেহ সুরধুনী॥
জননীর স্নেহস্তর বিশ্ব চরাচরে।
হয়ে থাক সুরময় সেই সুর ধরে॥

ষাঁড়াষাঁড়ি বান

কলিকাতা পাশে নিত্য বহে সুরধুনী।
সেখানে জাহ্নবী মাতা দক্ষিণ বাহিনী॥
গঙ্গা তরে কাঁদে সদা হিন্দুদের প্রাণ।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ করে সেথা স্নান॥
স্নান সাথে ছেলেদের আনন্দ স্ফুরণ।
বহুদূরে ভেসে যায় করি সন্তরণ॥
সমুদ্র অদূরে, তাই ভাগীরথী জলে।
জোয়ার ভাটার খেলা প্রতিদিন চলে॥
অমাবস্যা পূর্ণিমায় জোয়ার প্রবল।
দুকুল প্লাবিয়া গঙ্গা বহে ছলছল॥
জোয়ার আসারে লোকে কয় 'বান ডাকা'।
নিরাপদ নহে তবে নদীবক্ষে থাকা॥
বর্ষায় শেষের দিকে জোয়ারের ধারি।
ভীষণ আকার ধরে, নাম ষাঁড়াষাঁড়ি॥
একদা বালক এক করে সন্তরণ।
ষাঁড়াষাঁড়ি বান কথা হয়ে বিস্মরণ॥
হেনকালে সেই বান আসিল গর্জিয়া।
পর্যুদস্ত সে বালক চলিল ভাসিয়া॥
বালকেরে দেখি সবে করে হাহাকার।
কাহারো সাহস নাই করে প্রতিকার॥
হেনকালে কাঙ্গালীলাল মার গুণী ছেলে।
দেখিয়া সকল কিছু ঝাঁপ দেয় জলে॥
হৃদয়ে মায়ের শক্তি, কণ্ঠে তাঁর নাম।
বালকের রক্ষা তরে ভীষণ সংগ্রাম॥
অবশেষে রক্ষা হ'ল মায়ের কৃপায়।
মৃতপ্রায় ছেলেটিরে আনে কিনারায়॥
জয়রামবাটীধামে আসিলে খবর।
দিশাহারা হন মাতা ভাবি নিরন্তর॥
অজানা ছেলের তরে চিন্তা মা'র মনে।
তাহার কল্যাণে পূজা প্রভুর চরণে॥
তুলসী চন্দন সাথে দিয়ে প্রভু পদে।
প্রার্থনা করেন মাতা, ছেলের বিপদে॥
'ওগো প্রভু দয়াময় দাও কৃপা বারি।
ছেলেটি যাহাতে সুস্থ হয় তাড়াতাড়ি॥
কাঙ্গালীলাল তরে মাতা পাঠান সংবাদ।
তাহারে জানাবে মোর নিত্য আশীর্বাদ॥
ছেলেটিকে একবার আনিবে এখানে।
তাহারে দেখিতে ইচ্ছা জাগে মোর প্রাণে॥
কোথাকার কার ছেলে বানে ভেসে যায়।
তাহার তরেও স্নেহ, সীমা নাহি পায়॥
জননীর স্নেহ নাহি জানে পরিসীমা।
ধরাতে অধরা তিনি, সীমায় অসীমা॥

দুই মহিলার গ্রেপ্তার

নূতন নির্মিত বাড়ি শান্তির আগার।
সেখানে থাকেন তবে জননী আমার ॥
মায়ের অভয় সদা দুর্বলের তরে।
অবলাও পায় বল দুর্বল অন্তরে ॥
অত্যাচার লভে যদি অবলা রমণী।
অগ্নিময়ী মূর্তি তবে ধরেন জননী ॥
একদিন কালী মামা আসি মাতৃপাশে।
কহিলেন রুদ্ধকণ্ঠে অতি ক্ষুব্ধভাষে ॥
শুনেছ কি দিদি তুমি, কি ঘটেছে আজ ?
পুলিশের কীর্তি দেখে সবে পাই লাজ ॥
যুথবিহার গ্রামেতে দেবেনের বাড়ি।
সেখানে আছিল আজ, দুটি মাত্র নারী ॥
একজন ভগ্নী আর অপরে ঘরণী।
দুজনেরি সিন্ধুবালা নাম, মোরা জানি ॥
তাহাদের একজন আসন্ন প্রসবা।
কতই দুঃখের কথা আর বলি কিবা ॥
স্বদেশী মামলার নামে করি ছল বল।
পুলিশেরা হানা দেয় লয়ে দল বল ॥
সিন্ধুবালাদের নিয়ে গেল জোর করে।
এখন বাসিন্দা তারা থানার ভিতরে ॥
শিহরিয়া উঠিলেন শুনি জগন্মাতা।
চক্ষুতে অগ্নির বাণ, বুকে অধীরতা ॥
ক্ষোভভরে মাতা কন, -'এত অত্যাচার।
শুনি নাই কোনোদিন জীবনে আমার ॥
অত্যাচার করি সদা, ভাবে অত্যাচারী।
নিশ্চিন্তে রহিব আমি যুগ যুগ ধরি ॥
অন্ধ মূঢ় জানে নাকো সেই অত্যাচার।
মৃত্যুবাণ হয়ে আসে জীবনে তাহার ॥
কোম্পানি আদেশে যদি ঘটে অত্যাচার।
কোম্পানি হবেই ধ্বংস নাহি দেরী আর ॥
জননীর রুদ্রকণ্ঠ ঘোষিল নিদান।
বৃটিশের রাজ্য ত্বরা হবে খান খান ॥
কিছুক্ষণ পরে পুনঃ আসিল খবর।
রমণীরা ছাড়া পেয়ে আসিয়াছে ঘর ॥
জননী হলেও শান্ত খবরের পরে।
বজ্রগর্ভ অগ্নিবীণা বাজে রুদ্র সুরে ॥

মাঝি রমণী

জয়রামবাটীধামে মাতা র'ন যবে।
কহিলেন একদিন তাঁর ভক্ত সবে ॥
কোয়ালপাড়ায় বাড়ী মাঝির রমণী।
মাঝে মাঝে আনে দ্রব্য হইতে বিপণি ॥
বহুদিন হ'য়ে গেল দেখি নাই তারে।
তার তরে প্রাণ মোর আনচান করে ॥
হেনকালে মাঝি-বৌ আসিল সেথায়।
নানা দ্রব্যে পূর্ণ ঝুড়ি লইয়া মাথায়।
নয়ন কোটরাগত, রুক্ষ শুষ্ক বেশে।
বৃদ্ধা আসি প্রণমিল মার পাদদেশে ॥
মাঝি বউয়ে দেখি মা'র করুণ জিজ্ঞাসা।
বহুদিন কেন তব হয় নাই আসা ?
বিমনা ভাবেতে বৃদ্ধা কয় জননীরে।
বড়ই কষ্টেতে মাগো, আমি আছি প'ড়ে ॥
ভিক্ষাহেতু গ্রামে গ্রামে যাই প্রাতঃকালে।
বাড়িতে ফিরিয়া আসি সেই সন্ধ্যাকালে।
ছেলেটিও মারা গেছে, আমি পুত্রহারা।
কোনো রূপে বেঁচে আছি, হয়ে সর্বহারা।
রমণীর কাছে শুনি দুঃখের বারতা।
আঁখি দুটি সিক্ত হয় হৃদে ব্যাকুলতা ॥
বৃদ্ধারে কহেন মাতা অতীব কাতরে।
ছেলেটিও চলে গেল সব কিছু ছেড়ে ॥
স্নেহের পরশ পশি বৃদ্ধার অন্তরে।
রুদ্ধ শোকে টেনে আনে মনের বাহিরে ॥
মাঝিমা'ও কাঁদিতেছে মৃত পুত্র তরে।
মাতাও কাঁদেন সাথে অতি উচ্চৈঃস্বরে ॥
খুঁটিতে রাখিয়া মাথা অজস্র ধারায়।
কাঁদিছেন জগন্মাতা শোনা নাহি যায় ॥
সংসারেতে পুত্রহারা যতেক জননী।
কাঁদেন সবার শোকে সারদা-জননী ॥
শোকের প্রবাহ আসে মর্মস্থল হ'তে।
প্রবাহের শেষ যেন নাহি কোন মতে ॥
মায়ের ক্রন্দন শুনি আসে লোকজন।
সকলেই অশ্রুসিক্ত ভারাক্রান্ত মন ॥
জননীর কান্না দেখি সবে ভাবে মনে।
তাঁর পুত্র গেছে মারা, যেন এই ক্ষণে ॥
এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিবার পরে।
শোকের প্রবাহ কিছু বহে ধীরে ধীরে ॥

জননী কহেন ডাকি তাঁর সেবিকারে।
তেলের শিশিটা সেথা আনিবার তরে॥
শিশি হতে তেল মাতা নিয়ে নিজ করে।
বৃদ্ধার শিরেতে দেন সস্নেহ অন্তরে॥
মুড়িগুড় বেঁধে দেন তাহার আঁচলে।
আবার আসিতে ক'ন বিদায়ের কালে॥
আশায় বাঁধিয়া বুক, মাঝির রমণী।
গৃহ পানে ফিরে চলে লয়ে যষ্টিখানি॥
রুদ্ধশোকে পূর্ণ ছিল সেই মাঝি-মাতা।
সেই শোক শুষে নেন জননী সারদা॥
জগতের যত শোক, মৃত পুত্র তরে।
সকলই টানিয়া নেন নিজের অন্তরে॥
আদ্যাশক্তি সারদা-মা শক্তির আধার।
শোক তাপ টেনে নেন সকল প্রকার॥
এমতি ঘটনা আছে প্রভুর লীলায়।
শোক তাপ মুক্ত হতে যেথা লোকে যায়॥
পুত্র শোকে দিশাহারা ভক্ত একজন।
প্রভুপদে যান তিনি লইতে শরণ॥
সিঁদুরেপটিতে বাড়ী ধনীর দুলাল।
মল্লিক উপাধি তাঁর নাম মণিলাল॥
পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্ম চিন্তা করে।
তবুও প্রভুর পদে বহু ভক্তি ধরে॥
কভু কভু যান তিনি দক্ষিণ শহরে।
বিরাজিত যেথা প্রভু জগতের তরে॥
কোনোদিন প্রভুদেব ভক্তবৃন্দ লয়ে।
উৎসব তরে যান মল্লিক-আলয়ে॥
মল্লিকের গৃহ হয় নবতীর্থধাম।
ভক্তি সাথে করি আমি তাঁহারে প্রণাম॥
বিবিধ পরীক্ষা আসে ভক্তের জীবনে।
এইমত প্রভুলীলা নিত্য ভক্তসনে॥
অনন্তর দেখ কিবা দৈবের বিধান।
উপযুক্ত পুত্র তার করিল প্রয়াণ॥
পুত্রশোক, বড়শোক, সহিতে না পারে।
শ্মশানে পোড়ায়ে পুত্রে ছোটে প্রভু তরে॥
অতিশোকে দিশাহারা ধরি রুক্ষ বেশ।
শ্রীপ্রভুর মন্দিরেতে করিল প্রবেশ॥
তাহারে হেরিয়া প্রভু করেন জিজ্ঞাসা।
রুক্ষ শুষ্ক বেশে আজ কেন তব আসা?
মণিলাল কহে তবে নয়নের জলে।
পুত্র মোর গেছে মারা আজিকে সকালে॥

শ্মশানে পুড়ায়ে তারে করে দিনু ছাই।
এসেছি প্রভুর কাছে যাতে শান্তি পাই॥
স্তম্ভিত হইয়া যায় যত ভক্ত ঘরে।
কতই প্রবোধ দেয় সান্ত্বনার তরে॥
পুত্র শোকে তবু পিতা কাঁদে নিরন্তর।
গুমরি গুমরি কাঁপে তাহার অন্তর॥
সকলি দেখেন প্রভু তবু নির্বিকার।
তাতে আরো শোক বাড়ে হৃদয় মাঝার॥
অবিরল ক্রন্দনেতে শোক আসে ক'মে।
অবশেষে চুপচাপ, কান্না যায় থেমে॥
সহসা শ্রীপ্রভু আসি দাঁড়ান সমুখে।
উদাত্ত সঙ্গীত গান জোরে তাল ঠুকে॥

জীব সাজো সমরে
ঐ দেখ রণ বেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
আরোহণ করি মহাপুণ্য রথে
ভজন সাধন দুটো অশ্ব জুড়ে,
দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান,
ভক্তি ব্রহ্মবাণ সংযোগ কর রে।

সঙ্গীতের পরে প্রভু সমাধি মগন।
প্রাণভরে করে সবে সে রূপ দর্শন॥
গান শুনে দূরীভূত হয় তার শোক।
ভাবে মনে-কেবা পুত্র, কেবা তার লোক॥
কারো তরে শোক বৃথা, বৃথা আনচান।
যেখানে অমর আত্মা চির জ্যোতিষ্মান॥
সমাধির পরে প্রভু কন স্নেহ ভারে।
পুত্র-শোক-সম-জ্বালা নাহিক সংসারে॥
তবে যারা সদা রাখে, প্রভুপদে মন।
একেবারে ডুবে তারা যায়না কখন॥
তারাও অস্থির হ'য় শোক তাপ পেয়ে।
প্রভুর কৃপায় কিন্তু যায় না তলিয়ে॥
পুনরায় শোক ভুলে অনিত্য সংসারে।
প্রভুরেই রাখে নিত্য হৃদয় মাঝারে॥
সকলই অনিত্য দেখ, মরীচিকাময়।
কেউ এল, কেউ গেল, কেউ কারো নয়॥
মানুষ সংসার করে সুখের আশায়।
বিয়ে করে; ছেলে হয়; দিন চলে যায়॥
ক্রমে ক্রমে সেই ছেলে আরো বড়ো হয়।
উপনীত হয় তারো বিবাহ সময়॥
কিছুদিন চলে বেশ, মনে জাগে সুখ।
অনিত্যেরে নিত্য ভাবি, নিত্যে পরাঙ্মুখ॥

তারপরে চেয়ে দেখ কালের বিধান্ ।
কাহারো অসুখ করে, কারো যায় প্রাণ ॥
ছেলেটি অসৎ সঙ্গে, কন্যার বিবাহ ।
শতেক দুশ্চিন্তা মনে জাগে অহরহ ॥
অনিত্য সংসার ছাড়ি ডাকহ ঈশ্বরে ।
লভিবে তাঁহার কৃপা, শান্তি চিরতরে ॥
ভক্ত মণিলাল কয় শুনি প্রভুবাণী ।
প্রভু ছাড়া আর কেউ নাই মোর জানি ॥
পুত্রশোকে শান্তিবারি করিতে প্রদান ।
একান্ত পারেন মোর প্রভু ভগবান ॥
তাই আমি পুত্রশোক ধরিয়া অন্তরে ।
এসেছিনু প্রভুপদে শান্তি লভিবারে ॥
জগতের পুত্রশোক মাতা নেন বুকে ।
প্রভুদেব মুছে দেন জোরে তাল ঠুকে ॥
এমতি সান্ত্বনা দেন প্রভু তথাগত ।
কন্যাহারা জননীরে, যিনি মর্মাহত ॥
অচিরাবতীর তীরে শ্মশানের 'পরে ॥
কোশলের রাণী কাঁদে মৃত কন্যা তরে ॥
গুমরি গুমরি কাঁদে, কভু উচ্চৈঃস্বরে ।
বুক তার ভেসে যায় ঝরা অশ্রু নীরে ॥
বুদ্ধদেব দেখি তাহা পুছেন তাহারে ।
শ্মশানে বসিয়া মাগো কাঁদো কার তরে ?
কাঁদিতে কাঁদিতে রাণী কন তথাগতে ।
কন্যা মোর গেছে মারা আজিকার প্রাতে ॥
কন্যারে করেছে দাহ এখানে আনিয়া ।
তার তরে কাঁদে মোর প্রাণ, মন, হিয়া ॥
বুদ্ধদেব ধীরভাবে শুধান তাঁহারে ।
কাঁদিছ এখন তুমি কোন্ কন্যা তরে ?
সবিস্ময়ে রাণী কন—প্রভু তথাগত ।
একটিই কন্যা মোর, নয় শতশত ॥
বুদ্ধদেব ক'ন তবে তুমি চিরন্তনী ।
যুগ যুগ ধরে তুমি সেজেছ জননী ॥
জনম জনম ধরি হারায়ে সন্তান ।
কেঁদেছ অঝোরে তবু নাহি অবসান ॥
হাজার হাজার মেয়ে হেথা চিতামাঝে ।
একটি মেয়ের লাগি কাঁদা নাহি সাজে ॥
সেই সব মৃত কন্যা যদি দেয় দেখা ।
বুঝিবেনা কারা ছিল তোমার কন্যকা ॥
জগৎ সংসার জেনো হয় পান্থশালা ।
কেহ আসে, কেহ বসে, কেহ দেয় চলা ॥
আমাদেরো সেই মত খেলা অনুক্ষণ ।
পুনরায় চলা শুরু থামি কিছুক্ষণ ॥
মানুষ আশ্রয় নেয় বসি তরুতলে ।
ক্ষণেক বিশ্রাম পরে পুনঃ পথে চলে ॥
সেমতি তোমার কন্যা ছিল অঙ্ক 'পরে ।
তব অঙ্ক ছাড়ি পুনঃ চলা শুরু করে ॥
যুগ যুগ ধরে চলা কালের বিধান ।
চলার হইবে শেষ লভিলে নির্বাণ ॥
সব শুনি রাণীমার শোক যায় দূরে ।
কেবা কন্যা কেবা মাতা জাগিল অন্তরে ॥
জগৎ অনিত্য হয় দিয়ে এই বাণী ।
শোকতাপ দূর কৈলা সেই মহা মুনি ॥
এখানেও বুদ্ধদেব প্রভুর মতন ।
শোকতাপ মুছে দিতে করেন যতন ॥

ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী

জয়রামবাটীধামে আছেন জননী ।
শোনো মন আরো এক কৃপার কাহিনী ॥
মার কাছে এসেছেন ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী ।
পশ্চিম ভারত যেথা তার অধিবাসী ॥
বলিষ্ঠ গঠন তাঁর পশ্চিমা শরীর ।
বয়সে প্রবীণ তিনি সদা ধীরস্থির ॥
অতীব পাণ্ডিত্য তাঁর বহুশাস্ত্র পড়া ।
হাতেতে ত্রিদণ্ডখানি সদা থাকে ধরা ॥
সাধারণ দণ্ডী বড় অহঙ্কার ধরে ।
নিজেরেই বড় ভাবে সবার উপরে ॥
দণ্ড দেখি সকলের মনে জাগে ভয় ।
ভয়ে ও সম্ভ্রমে তারা সেথা নত হয় ॥
কেহ যদি নাহি করে তারে প্রণিপাত ।
বলিবে দণ্ডটি তুলি—ঘটিবে নিপাত' ॥
তারো মাঝে আছে কিন্তু বহুনিষ্ঠাবান ।
ত্রিদণ্ডের মর্ম যারা করে অনুধ্যান ॥
তিন খণ্ড কাষ্ঠ দিয়ে ত্রিদণ্ড গঠন ।
তাহারা সূচিত করে বাক্য, কায়, মন ॥
কায়, মন, বাক্য, সদা করিয়া সংযত ।
করিবে ঈশ্বর চিন্তা হয়ে অনুগত ॥
দণ্ডের ধারণ কভু নয় দণ্ড দিতে ।
সকলের দণ্ড আমি নেব মাথা পেতে ॥
সকলের মাঝে র'ন প্রভু নারায়ণ ।
সবাকার আশীর্বাদ করিব ধারণ ॥

পুনরায় ফিরে যাই পূর্বের কথনে।
যেখানে ত্রিদণ্ডী সাধু মাতৃ-সন্নিধানে॥
মায়েরে দেখিয়া ত্বরা নয়নের জলে।
কায়মনোবাক্যে লুটে মার পদতলে॥
মনে মনে বলে মাগো কৃপা স্বরূপিণী।
চতুর্বর্গ ফল মোরে দাও গো জননী॥
অহঙ্কার অভিমান দেয় শূন্য করে।
শূন্য বলে পূর্ণ জাগে তাহার অন্তরে॥
সস্নেহে জননী কন আপনি প্রবীণ।
আমারে প্রণাম করা নহে সমীচীন॥
ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী তবে কন ভক্তি ভরে।
সন্তান মায়ের কাছে শিশু চিরতরে॥
আশীর্বাদ দাও মাগো তুমি কৃপা করে।
ইহকাল পরকাল উভয়ের তরে॥
মায়েরে প্রণমি পুনঃ বসি করজোড়ে।
স্তোত্র পাঠ করে যান সভক্তি অন্তরে॥

"দেবি, প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি, চরাচরস্য॥
ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥
সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

জননী বড়ই প্রীতা সন্ন্যাসীর 'পরে।
সেবকে কহেন তিনি ফল আনিবারে॥
তিনটি রসাল ফল দিলে মার হাতে।
সন্ন্যাসীরে দেন মাতা আশিসের সাথে॥
সন্ন্যাসী লইয়া ফল সশ্রদ্ধ অন্তরে।
শিরে ধরি রেখে দেন ঝোলার ভিতরে॥
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি পুনঃ জননী চরণে।
নামিলেন পথে ধীরে চলার কারণে॥
সন্ন্যাসী নামিলে পথে কহেন জননী।
খুঁজে-পেতে আনো ফল আরো একখানি॥
শশব্যস্ত হ'য়ে যবে খোঁজে চারিধারে।
আরও এক ফল দেখে রয়েছে ভাণ্ডারে॥
সেবকে কহেন মাতা, যাও ত্বরা করে।
শেষ ফল, তাও দিনু সন্ন্যাসীর তরে॥

সন্ন্যাসী সকাশে পৌঁছি বলেন তাহারে।
আরো এক ফল মাতা দেন আপনারে॥
লভিয়া চতুর্থ ফল হরষিত চিতে।
উল্লাসে পথের মাঝে লাগিল নাচিতে॥
নাচে আর বলে শুধু—করুণা অপার।
কৃপাময়ী সারদা-মা স্নেহের আধার॥
ভেবে দেখ, পুত্র তরে জননীর টান।
শেষফল 'মোক্ষ', তাও করিলেন দান॥
যোগক্ষেম দেন মাতা স্নেহ পরবশে।
সন্তানেরা বল সবে আনন্দ উল্লাসে॥
"সর্বভূতা যদা দেবী, স্বর্গ-মুক্তি প্রদায়িনী।

*　　*　　*

স্বর্গাপবর্গদে দেবি, নারায়ণি নমোঽস্তু তে
সারদা-চণ্ডীর কৃপা শোনো ভক্তিভরে।
মায়ের কৃপায় শক্তি লভিবে অন্তরে॥

তিন কড়ির গান

জননী আছেন তবে উদ্বোধনধামে।
কত ভক্ত এসে জোটে মার সুধা নামে॥
ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন জন।
মার কাছে দিবানিশি করে আগমন॥
নাম করা অভিনেত্রী, নাম তিনকড়ি।
তারাসুন্দরীর সাথে আসে মা'র বাড়ী॥
মার পদে বড় ভক্তি তাদের হৃদয়ে।
মায়েরে প্রণাম করে গলবস্ত্র হ'য়ে॥
নিজেদের দীন-হীনা ভাবে অনুক্ষণ।
জননীর পাদস্পর্শ করেনা কখন॥
জননীরো স্নেহ সদা রয় দোঁহা 'পরে।
তাদের প্রসাদ দেন পাতা ভর্তি ক'রে॥
প্রসাদ খাইয়া তারা অতীব ত্বরায়।
এঁটো পাতা ফেলে আসে বাহিরে রাস্তায়॥
অনন্তর এঁটোস্থান পরিপাটি ক'রে।
গোবরের ছিটা দিয়ে পরিষ্কার করে॥
স্নেহ ভরে জগন্মাতা দেন হাতে পান।
সসঙ্কোচে নেয় তারা হয়ে সাবধান॥
জননী কহেন তবে দেখ অনুরক্তি।
ইহাদেরই আছে কিন্তু, ঠিকঠিক ভক্তি॥
হয়ত বা অল্পক্ষণ ডাকে ভগবানে।
সেই ক্ষণে তারা কিন্তু ডাকে এক মনে॥

একদিন একা একা আসি তিনকড়ি।
প্রণমিল মার পদে গলে বস্ত্র ধরি ॥
মার হাতে প্রসাদাদি করিয়া ভক্ষণ।
ঠাকুর ঘরের দ্বারে রয় অনুক্ষণ ॥
হেনকালে লক্ষ্মীদিদি কহিলেন তারে।
একটি সঙ্গীত তুমি শোনাও আমারে ॥
সসঙ্কোচে কহিলেন সেই তিনকড়ি।
সকলের কাছে আমি গাহিতে কি পারি?
জননী কহেন তবে তাতে কিবা ক্ষতি?
তুমি হ'ও কন্যা মোর খুব ভক্তিমতি ॥
গাও তুমি সেই, যেটা পাগলীর গান।
জেনো তাহা শুনিবেন প্রভু ভগবান ॥
মায়ের আদেশ মত তিনকড়ি গায়।
নীচে লেখা গানখানি উদাত্ত গলায় ॥

"আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে,
যেখানে যাই সে যায় পাছে,
বলতে হয় না জোর করে ॥
আমি জানতে এলাম তাই,
কে বলেরে আপন রতন নাই?
সত্যি মিথ্যে দেখ্‌না এসে,
ক'চ্ছে কথা সোহাগ ভরে ॥"

হৃদয়েতে ভক্তি রস, কণ্ঠেতে নবনী।
সুরলোক হতে যেন নামে সুরধুনী ॥
সব কিছু কাজ ফেলি সকলেই শোনে।
সকলে ভাসিয়া যায় সুরের প্লাবনে ॥
হাঁটা চলা নাই কিছু, নাই কোনো শব্দ।
কালে কাল থেমে যায় সকলি নিস্তব্ধ ॥
সবার অন্তরে যেন বাজিতেছে বীণ।
জননীও সমাধিতে হন সমাসীন ॥
বহুক্ষণ পরে মা'র বাহ্যজ্ঞান ফিরে।
অঞ্চলে নয়ন মুছি, কন ধীরে ধীরে ॥
তোর কণ্ঠে আছে গান, নয়নেতে জল।
হৃদয়ে রয়েছে ভক্তি, পরম সম্বল ॥
আমি আজ প্রাণভরে করি আশীর্বাদ।
ভক্তি হোক প্রভুপদে লভিয়া প্রসাদ ॥
কোথাকার অভিনেত্রী, কিবা জাতি কুল।
তারো তরে জগন্মাতা সতত আকুল ॥

সারদা-পুঁথির কথা অমৃত-সমান।
শ্রবণে পঠনে স্নিগ্ধ হয় মন প্রাণ ॥
জননীর লীলা কথা হয় যেইস্থানে।
প্রভু রামকৃষ্ণ সদা রন সেইস্থানে ॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা সবে লভিতে অপার।
'হরি রামকৃষ্ণ' জোরে বল তিনবার ॥

শ্রীশ্রীসারদা-পুঁথি

স্নেহসুরধুনী (২)

জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন।
লীলার প্রকটহেতু মর্ত্যে আগমন॥

জয় জয় বিশ্বমাতা ব্রহ্মসনাতনী।
জয় জয় শ্যামাসুতা সারদা-জননী॥
সন্তানের পাপ-তাপ, যত কাদা-ধূলি।
মুছিয়া স্নেহের করে নাও কোলে তুলি

জয় জয় সত্যানন্দ প্রেমানন্দময়।
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয়॥
প্রেমের মূরতি তুমি, তুমি মোর সার।
তোমার চরণে রাজে অনন্ত সংসার॥

তুমি যারে কৃপা কর কে নাশিবে তারে।
তোমার কৃপাই সার বিশ্ব চরাচরে॥

মায়ের কৃপায় বৃষ্টিপাত

শ্রীমায়ের লীলাকথা বাড়ায় তিয়াস।
শোনা সাথে বাড়ে আরও শুনিবার আশ
জয়রামবাটীধামে আছেন জননী।
নিত্য প্রবাহিত সেথা স্নেহ সুরধুনী॥
সেই সনে অনাবৃষ্টি অঞ্চল জুড়িয়া।
বৃষ্টির অভাবে শস্য যায় শুকাইয়া॥
চাষীরা আসিয়া সবে মায়ের সকাশে।
তাদের দুঃখের কথা কহে গলবাসে॥
সারদা জননী তুমি, তুমি জগন্মাতা।
তোমার সন্তান মোরা, পাই কত ব্যথা॥
এ বছরে বৃষ্টি নাই, শূন্য আশ পাশ।
তার ফলে হবে নাকো কিছুমাত্র চাষ॥
চাষ বাস নাহি হ'লে নাহি পাব খেতে।
মরিব সবাই মোরা পুত্র কন্যা সাথে॥
কৃপা কর কৃপাময়ী; মোরা দিশাহারা।
উপায় করহ যাতে নামে বর্ষাধারা॥
চাষীদের দুঃখ শুনে সারদা-জননী।
তাহাদের সাথে ক্ষেতে চলেন আপনি॥
ক্ষেতের অবস্থা হেরি জননী অস্থির।
সন্তানের দুঃখ ভাবি কাঁদে নিরন্তর॥
বিচলিতা হ'য়ে মাতা কহেন ঠাকুরে।
কৃপা করে দাও বৃষ্টি সন্তানের তরে॥
মায়ের প্রার্থনা আর তাঁর কৃপাভরে।
সেই রাত্রে বৃষ্টিপাত হইল অঝোরে॥
তার ফলে চাষ হ'ল অতীব সুন্দর।
ধনধান্যে পূর্ণ হ'ল সন্তানের ঘর॥
মা'র ইচ্ছা মা'র কৃপা এত শক্তি ধরে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাহা খণ্ডিতে না পারে॥
সন্তানের তরে মার কৃপা নিরন্তর।
সে কৃপায় পূর্ণ কর তোমার অন্তর॥
অনাবৃষ্টি ঘুচে যাবে, পাবে আশীর্বাদ।
রুক্ষ শুষ্ক হৃদয়েতে হবে বৃষ্টিপাত॥

লালু জেলের গান

মন, তুমি আরো শোন মার লীলা গান।
জীবনের মরুভূমি হবে মরূদ্যান॥
লালুর গানের কথা করিব বর্ণনা।
ভক্তিভরে শোনো তুমি হ'য়ে একমনা॥

সাতবেড়ে গ্রামে বাস নাম লালু জেলে।
হাসি খুশী ভরা মন, গান গেয়ে চলে॥
তেরশ চব্বিশ সন, মাতা পিত্রালয়ে।
জগদ্ধাত্রী পূজা হয় নূতন আলয়ে॥
যে দিন হইল পূজা বাদ্য ঢাক ঢোলে।
পরদিন প্রভাতেতে আসে লালু জেলে॥
আপন জনের মত বসি মা'র কাছে।
অনর্গল বলে যায় মনে যাহা আছে॥
মাতাও শুনেন সব আনন্দিত মনে।
মার কাছে নাহি ভেদ ধনী কি নির্ধনে॥
কে'বা জেলে কেবা ডোম কেইবা ব্রাহ্মণ।
জননীর কাছে সবে একান্ত আপন॥
মায়ের উদ্দেশে লালু বলে জোরে জোরে।
পিসিমা, এসেছি আমি সব কাজ ছেড়ে॥
মাতৃ পূজা হয় যেথা তোমার দেউল।
আজিকে সন্ধ্যায় সেথা গাহিব বাউল॥
জননী কহেন হেসে—দূর খ্যাপা ছেলে।
কে তোর শুনিবে গান সব কিছু ফেলে?
সাজ সরঞ্জাম চাই, চাই সামিয়ানা।
আসরের বন্দোবস্ত—শতেক বাহানা॥
তার চেয়ে গান শোনা জগদ্ধাত্রী পাশে।
প্রসাদ পাইয়া তুই যাবি অবশেষে॥
সক্ষোভে বলিল লালু—শোন পিসিমাতা।
তুমি কি যে বল, তা'র নাই মাথা-ছাতা॥
তোমার বাড়ীতে পূজা, কত লোকজন।
করিবেনা তুমি মোর সঙ্গীত শ্রবণ॥
তোমার সন্তান আমি নাম মোর লালু।
সামিয়ানা টাঙাইব দিয়ে লাল শালু॥
আসর পাতিব সেথা সুন্দর করিয়া।
সবারে জানাব আমি ঢোলে কাঠি দিয়া॥
প্রসাদ দিলেন মাতা কৌতুক অন্তরে।
গরবিত মনে লালু ফেরে তার ঘরে॥

সন্ধ্যার পূর্বেতে লালু তোরঙ্গ মাথায়।
কাঁধেতে ঢোলক নিয়ে হাজির সেথায়॥
মায়েরে প্রণাম করি সভক্তি অন্তরে।
সাজাইতে শুরু করে গানের আসরে॥
মায়ের আলয় পাশে মাঠ থাকে পড়ি।
চেঁছে ছুলে পরিষ্কার করে তাড়া ঘড়ি॥
মাঝ মাঠে পেঁাতে বাঁশ, আসরের তরে।
আচ্ছাদনে চেঁড়া চট, বাঁশের উপরে॥
কতই কাগজ সাঁটে লাল নীল বর্ণ।
লণ্ঠন ঝুলানো হয় করিতে সম্পূর্ণ॥
অনন্তর সুসংবাদ সবারে জানাতে।
ঢোলক কাঁধেতে লালু পাড়াতে পাড়াতে॥
ঢোলকেতে মারে বাড়ি, অতি জোরে জোরে।
শব্দ শুনি লোকজন আসে ত্বরা করে॥
সকলেরে বলে লালু হরষিত মন।
মহাশয়, মহাশয়া শোনো বিবরণ॥
মায়ের বাড়ীর কাছে রয়েছে প্রান্তর।
সন্ধ্যায় বসিবে সেথা গানের আসর॥
মজার মজার গান গাবে লালু জেলে।
শুনিবারে যেয়ো যেন সব কাজ ফেলে॥

অনন্তর আসরেতে হয় লোক জন।
শোনাইতে গান লালু করে আয়োজন॥
আলখাল্লা, একতারা, তাহার নূপুর।
তোরঙ্গ ভিতরে ছিল সব ভরপুর॥
তোরঙ্গ হইতে সব আনিয়া বাহিরে।
একে একে রাখে সব অতি যত্ন করে॥
হেনকালে কীর্তি এক, সেথা যায় ঘটি।
সকলে সশঙ্ক কিন্তু হেসে লুটোপুটি॥
আলখাল্লা লয়ে যবে ঝাড়িল সজোরে।
এক শত আরশোলা আসিল বাহিরে॥
চারিদিকে ছোটাছুটি, সবে দেয় হানা।
কাহারো আঁচলে ঢোকে নাহি শোনে মানা॥
চারিদিকে শশব্যস্ত, হয় হুটোপুটি।
সকলে সশঙ্ক তবু, হেসে কুটিকুটি॥
সরোষেতে নলিনীদি' কন, 'মুখপোড়া'।
আরশোলা ছাড়িবারে তোর গান করা॥
তোরঙ্গ সমেত তুই পালা তাড়াতাড়ি।
শুনিবনা গান তোর মোরা যাব বাড়ি॥
লালু তবে কয়, দিদি, কেন দাও সাজা?
গানের শুরুতে দেখ কত হ'ল মজা॥
তোমরা এসেছ সবে আনন্দের তরে।
কত মজা দিনু আমি আরশোলা ছেড়ে॥
অতঃপর আসরেতে আলখাল্লা গায়ে।
পায়েতে নূপুর পড়ি প্রণমিলা মায়ে॥
গুরুরে স্মরণ করি লয়ে একতারা।
নেচে নেচে গান গায় হ'য়ে মাতোয়ারা॥

'সংসারকে সার ভাবে যে সেইতো মূঢ়।
এই ভবের মাঝে ভেবে দেখো কে কার বাবা
কে কার খুড়ো॥
এখন আলবোলাতে টানছ তামাক,
শব্দ হচ্ছে গড়র গড়র,
যখন বৃদ্ধকালে দন্ত যাবে খেতে হবে
তখন মুড়ির গুঁড়ো॥'

অনন্তর আরো গান গায় লালু জেলে।
দেহতত্ত্ব নিয়ে গান শুনিল সকলে॥
সব শেষে গাহে গান ভরা হাস্য রসে।
সকলে শুনিল তাহা অতীব হরষে॥
জননীও খুব খুশী, দেন আশীর্বাদ।
লালু জেলে পেটপুরে খাইল প্রসাদ॥
ধন্য তুমি লালু জেলে, ধন্য তব গান।
যে গান শুনিয়া মাতা আনন্দিত প্রাণ॥
ভেবে দেখ জ্ঞানী জন, মার ভাবধারা।
সবাই আপন ভাবে হয়ে আত্মহারা॥
লালু জেলে মা-কে বলে মোর পিসিমাতা
যিনি হন আদ্যাশক্তি, জগতের মাতা॥
জ্ঞানী পাশে মাতা কন শুধু জ্ঞান কথা।
ভক্ত কাছে ভক্তি তত্ত্ব, ভক্তির বারতা॥
যোগীগণ মার কাছে শেখে যোগতত্ত্ব।
সেবাব্রতী পায় খুঁজে অসীম মহত্ব॥
বিশ্বজয়ী বিশ্বনেতা বিবেক রতন।
মাতার সকাশে থাকে শিশুর মতন॥
সন্তানের কাছে তিনি স্নেহময়ী মাতা।
শিশুপাশে শিশুরূপে সেই জগন্মাতা॥
সাধারণ লোক মাঝে তিনি সাধারণ।
সকলেই ভাবে মাকে আপনার জন॥
কত শক্তি ধরে দেখ জননী আমার।
ঠাকুরের পূজা নেন হয়ে নির্বিকার॥
আদ্যাশক্তি জগন্মাতা সারদার রূপে।
মহাশক্তি গুপ্ত থাকে লীলার স্বরূপে॥
শক্তিকে অর্জন করা হয়তো কঠিন।
লব্ধ শক্তি গুপ্ত রাখা অতি সুকঠিন॥

পুলিশের বড়কর্তা

মায়ের লীলার কথা শোনো একমনে।
পুলিশের কর্তা যান মাতৃদরশনে॥
মায়ের সহজ কথা কত বুদ্ধি ভরা।
বুদ্ধিমান বুদ্ধিজীবী হয় দিশাহারা॥

স্বামীজীর বজ্রকণ্ঠ, বজ্রগর্ভবাণী।
মোহ ঘোরে নিদ্রাচ্ছন্নে শক্তি দেয় আনি॥
'আগামী পঞ্চাশ বছর ভুলি সব কথা।
জন্মভূমি হোক্ তব উপাস্য দেবতা॥
মাভৈঃ মাভৈঃ মন্ত্রে হও আগুয়ান।
ছুঁড়ে ফেল মোহ দ্বন্দ্ব, হান অগ্নিবাণ॥'
বিবেকের কশাঘাতে জাগিল চেতনা।
জাগিল ভারতবাসী হয়ে একমনা॥
পরাধীন ভারতেরে করিতে স্বাধীন।
জাগিল সহস্র প্রাণ যাঁরা মৃত্যুহীন॥
ইংরাজ শাসকদলে দূর করিবারে।
নানারূপ আন্দোলন হয় দেশ জুড়ে॥
ইংরাজ শাসক দেখে আসন্ন বিপদ।
তাই তারা বেছে নেয় সন্ত্রাসের পথ॥
সন্দেহের কিছু পেলে করিয়া আটক।
ছেলেদের দেয় ফাঁসি, অথবা ফাটক॥
সাধারণ মানুষেরো নাহি পরিত্রাণ।
তারাও জীবনে হয় বৃথা হয়রান॥
মায়ের সকাশে আসে সন্তানের দল।
তাহা দেখি পুলিশের সন্দেহ প্রবল॥
নিত্য নিত্য পুলিশেরা আসে খোঁজ নিতে।
জননী থাকেন সদা আতঙ্কিত চিতে॥
বিনা দোষে কভু কারে করিবে গ্রেপ্তার।
পুলিশ করিবে তবে কত অত্যাচার॥
সন্তানের আশঙ্কায় মা'র চিন্তা বাড়ে।
পুলিশেরা যথারীতি আনাগোনা করে॥
পুলিশের বড়কর্তা বাঁকুড়ায় স্থিতি।
ভোলানাথ নাম তার বাঁড়ুজ্যে উপাধি॥
মায়ের সন্তান এক নামেতে বিভূতি।
মাতৃপদে প্রাণ মন, মাতৃপদে স্থিতি॥
বড় কর্তা তাঁর সনে থাকে জানাশোনা।
মাঝে মাঝে দুজনার হয় দেখা শোনা॥
ভোলানাথ বাবু কন বিভূতির পাশে।
যাইতে বড়ই ইচ্ছা জননী সকাশে॥
এই বলি দুজনেই নাহি করে দেরী।
জয়রামবাটীধামে আসে তাড়াতাড়ি॥
পুলিশের বড়বাবু করি জোড়হাত।
মায়ের চরণে দেয় ভক্তি প্রণিপাত॥
'ভক্তি হোক' বলি মাতা দেন আশীর্বাদ।
স্নেহভরে তাকে দেন জিলিপি প্রসাদ॥

অনন্তর ভোলাবাবু ভক্তিযুত চিতে।
জিজ্ঞাসেন জননীরে বিনয়ের সাথে॥
এইস্থানে আশ্রমেতে আসে লোকজন।
পুলিশেরা আসে তাই, নিতে বিবরণ॥
সকলের নাম ধাম নিয়ে যায় চলে।
মায়ের কি ভয় হয়, তারা আসে বলে?
তাড়াতাড়ি সবিনয়ে বলেন বিভূতি।
ভয়ের কারণ কিবা, কিবা তাহে ক্ষতি?
জননী কহেন তবে অতি ধীর স্বরে।
'পুলিশ আসিলে মোর খুব ভয় করে'॥
ভোলানাথ বাবু শুনে ভক্তি ভরে কন।
এর প্রতিকার আমি করিব এখন॥
যতদিন আমি আছি, নাহি কোনো ভয়।
তব পদে যেন সদা মোর মতি রয়॥
মায়ের অন্তরে তবে জাগিল প্রসাদ।
'দীর্ঘ জীবি হও' বলে কৈলা আশীর্বাদ॥
ভোলা বাবু আজ্ঞা দেন পুলিশের দলে।
মাতৃধাম রক্ষা করো তোমরা সকলে॥
সেই হ'তে পুলিশেরা মাঝে মাঝে আসে।
মায়ের আশিস আর প্রসাদের আশে॥
দেখহ মায়ের শুধু সহজ কথায়।
পুলিশের অত্যাচার বন্ধ হ'য়ে যায়॥
সহজ সরল কথা এত শক্তি ধরে।
সহজ না হলে তাহা বুঝিতে না পারে॥
সারল্যের প্রতিমূর্তি, তুমি জগম্মাতা।
অধম সন্তানে তব দাও সরলতা॥

ডাক্তারের উপার্জন বৃদ্ধি

খ্যাতিমান ডাক্তার নাম কাঞ্জিলাল।
জননীর কৃপাধন্য স্নেহের দুলাল॥
ডাক্তারিতে হাতযশ হয় সাতিশয়।
তাহারি ঔষধে সদা মায়ের প্রত্যয়॥
মায়ের অসুখ হলে ডাক দেন তারে।
কাঞ্জিলালও ছুটে আসে অতি ত্বরা করে।
তাহার ঔষধে মাতা ওঠেন সারিয়া।
পুত্রগর্বে পূর্ণ থাকে জননীর হিয়া॥
তার তরে কন মাতা মোর গুণী ছেলে।
গরীবের উপকার করে সর্বকালে॥
হাসি খুশী রঙ্গ প্রিয় হরিষ বদন।
মাতৃপদে সমর্পিত শিশুর মতন॥

একদিন মাতৃপাশে ডাক্তার ঘরণী।
প্রণমিয়া গলবাসে কহে জোড়পাণি॥
আশীর্বাদ কর মাগো তুমি কৃপা করে।
যাহাতে পুত্রের তব রোজগার বাড়ে॥
গম্ভীর হইয়া মাতা ক'ন দৃঢ় স্বরে।
ডাক্তারের উপার্জন, যদি রোগ বাড়ে॥
এমন আশিস আমি দিবনা কখন।
যাহাতে অসুখে কষ্ট পায় জনগণ॥
আমার আশিস সদা মঙ্গলের তরে।
সকলে থাকুক সুস্থ, প্রফুল্ল অন্তরে॥
প্রার্থনা আমার নিত্য, প্রভুর চরণে।
সকলের সুখ শান্তি কল্যাণ কারণে॥
কাঞ্জিলাল মোর কত আদরের ধন।
তবুও এমন কথা না বলি কখন॥
জগৎ-জননী তিনি সকলের মাতা।
সবার কল্যাণ তরে সতত নিরতা॥
পুত্রস্নেহ মার কাছে কত শক্তি ধরে।
তারও চেয়ে বড় শক্তি জগতের তরে॥
জগতের পাপতাপ করিবারে দূর।
জননীর প্রাণ মন সদা ভরপুর॥

মেমের মেয়ের অসুখ

যখন যেমন স্থিতি, তখন তেমন।
এই নীতি ধরে কাজ করে মা'র মন॥
মাতৃপাশে আসে যদি কোনো বিদেশিনী।
'শেক হ্যান্ড' তরে হাত বাড়ান আপনি॥
তাহারাও ভাবে মাকে আপনার জন।
কেহ দেখে মেরী মাতা অধরার ধন॥
তেরশ ছাব্বিশ সাল, গরমের কালে।
ভক্তিমতী মেম এক আসিল বিকালে॥
মায়েরে প্রণাম করে সভক্তি অন্তরে।
জননী ধরেন হাত 'শেক হ্যান্ড' করে॥
অনন্তর জগম্মাতা কন মধুভাবে।
এস মা আমার কাছে বস মোর পাশে॥
বসায়ে তাঁহার পাশে খান স্নেহ চুমা।
মর্ত্যেতে অমর্ত্য সুর, সীমায় অসীমা॥
ভক্তিমতী মেম ক'ন বিনয় বচনে।
অসুবিধা কত হ'ল আমার কারণে॥
কিছু পূর্বে আসিয়াছি আমি এইস্থানে
বড়ই কাতর হয়ে আমি মনে প্রাণে॥

আমার তনয়া হয় বড় ভাল মেয়ে।
কঠিন পীড়ায় আছে শয্যাগতা হয়ে ॥
সেহেতু অন্তর কাঁদে দিবানিশি ধরে।
আসিয়াছি তাই আমি, করুণার তরে ॥
জননীর কৃপা ভিক্ষা করি করজোড়ে।
আমার মেয়েরে তুমি দাও সুস্থ করে ॥
ভক্তিমতী মেম মাতা থাকে হাঁটু গাড়ি।
বক্ষ বেয়ে ঝরে পড়ে নয়নের বারি ॥
জননীরো চোখে জল, দুঃখ বক্ষজুড়ে।
মেমেরে কহেন মাতা, অতি গাঢ় স্বরে ॥
প্রভুর হইবে কৃপা, হ'বে তাঁর দয়া।
অচিরেই সুস্থ হবে তোমার তনয়া ॥
শুনিয়া আশ্বস্তা মেম, কন ভক্তি ভরে।
চিন্তা আর নাহি করি মোর কন্যা তরে ॥
কন্যা মোর লভিয়াছে তব আশীর্বাণী।
নিশ্চয় হইবে সুস্থ, এ যে দৈববাণী ॥
গোলাপ-মায়েরে তবে কন জগন্মাতা।
প্রভুঘর হ'তে আন ফুল বেলপাতা ॥
গোলাপ আনিয়া দেন জননীর হাতে।
প্রস্ফুটিত পদ্মফুল ; বিল্বপত্র সাথে ॥
চক্ষু বুজি কিছুক্ষণ থাকেন জননী।
অন্তরে বহিছে তাঁর স্নেহ সুরধুনী ॥
অনন্তর প্রভুপদে প্রার্থনা করিয়া।
মেম হস্তে আশীর্বাদী দিলেন ধরিয়া ॥
জননী কহেন তবে—এই পুষ্প ধরে।
কন্যাশিরে বুলাইবে সভক্তি অন্তরে ॥
যত্নকরে নিয়ে পুষ্প কয় ভক্তিমতী।
করিব সকলি আমি আদেশ যেমতি ॥
তারপর পুষ্প লয়ে কি করিব আমি।
দয়া করে বলে দাও ওগো অন্তর্যামী ॥
গোলাপ-মা তাহা শুনি কন জোর গলে।
শুষ্ক পুষ্প ফেলে দেবে গঙ্গার সলিলে ॥
ভক্তিমতী মেম তবে কয় নিষ্ঠাসনে।
ঈশ্বর প্রদত্ত বস্তু ফেলিব কেমনে ?
তার চেয়ে বানাইব কাপড়ের থলি।
থলি মধ্যে রাখি দিব এই পুষ্প গুলি ॥
প্রতিরোজ এই পুষ্প ধরি কন্যাশিরে।
মাগিব প্রভুর কৃপা ভাসি অশ্রু নীরে ॥
সকল শুনিয়া মাতা হরষিত মনে।
'তাই করো' বলিলেন সস্নেহ বচনে ॥

অনন্তর মেম-মাতা কন ভক্তি ভরে।
একটি আশ্চর্য্য কথা চাই বলিবারে ॥
ঈশ্বর আছেন নিত্য, তিনি হ'ন সত্য।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে বুঝি এই তত্ত্ব ॥
কিছুদিন পূর্বে মোর শিশুর অসুখ।
ঈশ্বর চরণে আমি জানালাম দুখ ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে বলি হাতজোড় করি।
তুমি আছ ইহা আমি অনুভব করি ॥
প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু দাও কৃপা করে।
রাখিনু রুমাল পাতি, এই শয্যা 'পরে ॥
কিছুক্ষণ পরে দেখি রুমালের ভাঁজে।
রয়েছে তিনটি কাঠি অপরূপ সাজে ॥
অবাক হইয়া আমি আপ্লুত অন্তরে।
প্রভুরে প্রণাম করি, চোখে অশ্রু ঝরে ॥
কাঠিগুলি লয়ে আমি কাতর অন্তরে।
তিনবার বুলালাম শিশুর শরীরে ॥
আশ্চর্যের কথা মাগো দেখি অতঃপর।
মুহূর্তেই শিশুটির ছেড়ে গেল জ্বর ॥
এই বলি মেম থাকে নিস্তব্ধ অন্তরে।
দুই চোখে অশ্রু ঝরে টস্ টস্ ক'রে ॥
অনন্তর কহিলেন হেঁট করি মাথা।
অনেক সময় নষ্ট করিলাম মাতা ॥
কৃপা করে করো ক্ষমা, আমি তব মেয়ে।
তোমার স্নেহের সুর রাখিব হৃদয়ে ॥
স্নেহভরে কন তবে জননী আমার।
হয়েছি ভীষণ খুশী, আসাতে তোমার ॥
পুনরায় এসো তুমি কোনো মধু বারে।
চিরদিন রবে সিক্ত মোর স্নেহ ধারে ॥
অনন্তর দেখ মন, মায়ের কৃপায়।
মেমকন্যা অচিরেই সুস্থ হয়ে যায় ॥
মাতৃকৃপা শতধারে বহে বেগবতী।
সে ধারায় হয় ধন্য মেম ভক্তিমতী ॥
মাঝে মাঝে আসে মেম মাতৃ সন্নিধানে।
মায়ে-ঝিয়ে হয় কথা পরাণের টানে ॥
অবশেষে জগন্মাতা দীক্ষা দিয়া তারে।
চিরকাল রাখিলেন বাঁধি স্নেহ ডোরে ॥
মায়ের স্নেহের কাছে নাহি জাতিভেদ।
বিশ্বের জননী পাশে সকলই অভেদ ॥

পাশী ছেলে

নবতীর্থ উদ্বোধনে আছেন জননী।
জীর্ণদেহ তবু বহে স্নেহ সুরধুনী॥
জয়রামবাটীধামে ছিলেন যখন।
মা'র লীলা দেহে তবে অসুখ ভীষণ॥
চিকিৎসাদি চলে নিত্য অতি নিষ্ঠাভরে।
প্রভুর কৃপায় মা'র জ্বর গেছে ছেড়ে॥
জননীর দেহ তবু তখনো দুর্বল।
সন্তান-সন্ততি সেবা করে অবিরল॥
শরৎ বিহারী, যিনি মায়ের সন্তান।
মায়েরে দুর্বল দেখি আকুলিত প্রাণ॥
সেবকে ডাকিয়া তিনি কহিলেন ধীরে।
পাপতাপ নিয়ে রোগ মায়ের শরীরে॥
এখন দর্শন যেন কেহ নাহি করে।
নহিলে আবার রোগ বাড়িবে শরীরে॥
হেনকালে একদিন পাশী এক ছেলে।
আসিল বোম্বাই হ'তে উষ্ণ আঁখিজলে॥
ছেলেটি বড়ই ভক্ত সাদাসিধা মন।
এতদূর হতে আসে মায়ের কারণ॥
ছেলেটির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজ কর্ম তরে।
আফ্রিকায় আছিলেন বহুদিন ধ'রে॥
প্রবুদ্ধ ভারত পাঠ করি সেইখানে।
স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জাগে তাঁর প্রাণে॥
তাঁর লেখা পুস্তকাদি করিয়া জোগাড়।
পড়িলেন নিষ্ঠাভরে ভুলি স্নানাহার॥
কর্মশেষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বোম্বাই শহরে।
স্বামীজীর পুস্তকাদি আনে সঙ্গে ক'রে॥
সেই সব বইপত্র, তাঁর ছোট ভাই।
পড়িয়া ফেলিল সব, অতীব নিষ্ঠায়॥
সব কিছু পড়ে শুনে বড় ইচ্ছা মনে।
একবার প্রণমিবে মায়ের চরণে॥
সেইহেতু পাশী ছেলে আসে কলিকাতা।
মনে তার ভক্তিভাব, বুকে আকুলতা॥
প্রার্থনা জানান তিনি মহারাজ পাশে।
যেতে চাই একবার মা'র পাদদেশে॥
দেখিয়া তাহার নিষ্ঠা, আকুলিত প্রাণ।
শ্রীশরৎ করিলেন সম্মতি প্রদান॥
সেবকের সাথে পাশী চলিল উপরে।
যেখানে অসুস্থা মাতা রন শয্যা 'পরে॥
ভক্তিভরে প্রণমিয়া মায়ের চরণে।
প্রার্থনা জানায় ভক্ত বিনয় বচনে॥
আশিসকে সাথ খোদা পহচান লিয়ে।
মুঝে কুছ মূলমন্ত্র কৃপাসে দীজিয়ে॥
কৃপায় করহ মাগো মূল মন্ত্রদান।
যাহার ফলেতে আমি লভি ভগবান॥
সন্তানের ব্যাকুলতা দেখিয়া জননী।
দীক্ষা দানিবার তরে হ'লেন অগ্রণী॥
সেবক দেখিয়া তাহা কন ভক্তিভরে।
এখন অসুস্থ মাগো লীলার শরীরে॥
অসুখের তরে কেহ দেখা নাহি পায়।
অসুখেতে দীক্ষা দিলে রোগ বেড়ে যায়॥
মহারাজ শুনিলেই এহেন বারতা।
আমারেই বলিবেন নানা কটু কথা॥
প্রার্থনা আমার মাগো আকুল অন্তরে।
সন্তানেরে দীক্ষা দিও সুস্থ হ'লে পরে॥
সেবকে বলেন মাতা পুছিয়া ত্বরায়।
শরতের কিবা মত বলহ আমায়॥
শুনিয়া সকল কথা ভাসি অশ্রুনীরে।
মহারাজ অনন্তর কন ধীরে ধীরে॥
ইচ্ছাময়ী জননীরে বলে লাভ নাই।
তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে, জানিও সদাই॥
পাশী-চেলা বানাবার যদি ইচ্ছা জাগে।
জেনো সব ঠিক ঠাক হয়ে আছে আগে॥
সেবক ফিরিয়া পুনঃ হইল অবাক।
দীক্ষা দানিবার তরে সব ঠিক ঠাক॥
আসন হয়েছে পাতা, পাশে গঙ্গাজল।
বিদেশী সন্তান চোখে ঝরে অশ্রুজল॥
সস্নেহে জননী কন দীক্ষা দান পরে।
ছেলেটি বড়ই ভাল কত ভক্তি ধরে॥
বুদ্ধিমান ছেলেটির মনে সরলতা।
সহজেই বুঝে নিল মোর সব কথা॥
বলিয়াছিলেন প্রভু দানি দরশন।
আসিবে তোমার পাশে ভক্ত অগণন॥
তার মধ্যে বহু ভক্ত হ'বে ভিন্ন দেশী।
ভিন্ন বর্ণ, ভিন্ন বেশ, ভিন্ন ভাষাভাষী॥
শ্রীপ্রভুর মহাবাক্য সদা মিলে যায়।
ভীন দেশী কত ভক্ত আসিছে হেথায়॥
ঘনীভূত কৃপামূর্তি সারদা-জননী।
অসুস্থ হলেও দেখ স্নেহ সুরধুনী॥

দেশ কাল নহে বাধা, বাধা নয় ভাষা।
একমাত্র যোগসূত্রে মার ভালবাসা॥
শিশুর সারল্য নিয়ে লও মাতৃনাম।
অন্তিমেতে পাবে তুমি রামকৃষ্ণ ধাম॥

বারুজীবিদের আনা পান

কোন্ বস্তু দিল কেবা কত মূল্য ধরে।
মায়ের সে সব চিন্তা জাগেনা অন্তরে॥
যত তুচ্ছ হোক বস্তু, যদি থাকে ভক্তি।
তাহাতেই জননীর সদা অনুরক্তি॥
শ্যামবাজারের নাম জানে ভক্ত জনে।
ছিলেন যেখানে প্রভু গৌরাঙ্গের টানে॥
সাত দিন সাত রাত্রি চলে নামগান।
নবরূপে মহাতীর্থ নবদ্বীপ ধাম॥
বহু বৈষ্ণবের সেথা আছিল আবাস।
বারুজীবি সেথা থাকি করে পান চাষ॥
সেথাকার পান খেতে পায় সবে সুখ।
জননীও প্রশংসায় হন পঞ্চমুখ॥
বারুজীবি সন্তানেরা ধনী কেহ নয়।
তবুও জননী তরে প্রাণ ভক্তিময়॥
মাঝে মাঝে যায় তারা মায়ের চরণে।
এক গোছ পান লয় মায়ের কারণে॥
কতই সামান্য বস্তু কিবা মূল্য ধরে।
জননী তাহাই নেন অতি সমাদরে॥
জগম্মাতা খেতে দেন প্রভুর প্রসাদ।
স্নেহ ভরে তাহাদের দেন আশীর্বাদ॥
জননী দেখেন শুধু অন্তরের টান।
সেই টানে সব কিছু অমৃত সমান॥

গরীব পুত্রের আনা বস্ত্র

দুইটি গরীব পুত্র, মাতৃ সন্নিধানে।
একজোড়া বস্ত্র আনে মায়ের কারণে॥
জননীরে প্রণমিয়া উষ্ণ আঁখি জলে।
বস্ত্র দুটি রাখি দেয় মার পদতলে॥
আশিস করিয়া মাতা কন স্নেহভরে।
তোমরা কাপড় কেন আন মোর তরে?
তোমাদের সংসারেতে বড় টানা টানি।
কত কষ্টে আনিয়াছ বস্ত্র দুই খানি॥
পুত্র দুটি বলে তবে অতি ক্লিষ্ট মনে।
বড় লোক সন্তানেরা দামী বস্ত্র আনে॥
বড়ই অভাবী তাই বস্ত্র সাদা-মাঠা।
কৃপা করি নাও তুলে ওগো জগম্মাতা॥
বস্ত্র দুটি নিয়ে হাতে, অতি স্নেহ ভরে।
কহিলেন সন্তানেরে মধুক্ষরা স্বরে॥
তোমাদের বস্ত্র পেয়ে লভি তৃপ্তি বোধ।
মোর কাছে ইহা হয় গরদ, ক্ষীরোদ॥
সংসার চালাও সবে কত কষ্ট করে।
তোমাদের কষ্ট হলে মোর কষ্ট বাড়ে॥
তোমাদের নিত্য নিত্য করি আশীর্বাদ।
ভক্তি হোক প্রভুপদে লভিয়া প্রসাদ॥
মাতৃ স্নেহে অবগাহি করি পুণ্য স্নান।
পরিতৃপ্ত হয়ে ফেরে মায়ের সন্তান॥

সধবা মেয়ের লজ্জা রক্ষা

সর্বভূতে লজ্জা রূপে যিনি অবস্থিতা।
সারদা-জননী তিনি, তিনি জগম্মাতা॥
একদিন স্বামীস্ত্রী আসি দুই জনে।
ভক্তি ভরে প্রণমিল মায়ের চরণে॥
মেয়ের সিঁথিতে নাই সিঁদুরের ফোঁটা।
তাহা হেরি বামাদলে ওঠে নানা কথা॥
জনৈকা মহিলা পুছে অতি ক্ষুব্ধ চিতে।
সিঁদুর দাওনি কেন তোমার সিঁথিতে?
লজ্জায় মেয়েটি থাকে করি হেঁট মাথা।
তাহার রক্ষার তরে কন জগম্মাতা॥
স্বামী নিজে থাকে যবে হ'য়ে ওর সাথী।
সিঁদুর না পরিলেও নাই কোনো ক্ষতি॥
অনন্তর সারদা-মা লইয়া সিঁদুর।
সিঁথিতে পরিয়ে দিয়ে লজ্জা কৈলা দূর॥
লজ্জারূপী জননীরে করি প্রণিপাত।
লজ্জা রক্ষা তরে তুমি কর আশীর্বাদ॥

পাদোদক চাওয়া

শিরোমণিপুর হ'তে জনৈকা রমণী।
জয়রামবাটী আসে, যেথায় জননী॥
রমণীর সন্তানের অসুখ ভীষণ।
ডাক্তারেরা হাল ছাড়ি দিয়াছে তখন॥
মেয়েটির বড় আশা মা'র পাদোদকে।
সন্তান হইবে সুস্থ, সব রোগ থেকে॥
বিশ্বাসে বাঁধিয়া বুক মা'র কাছে আসে।
ভাঁড়ে করে জল নিয়ে পাদোদক আশে॥

মেয়েটির কান্না শুনে জননী আহত।
পাদোদক দানিবারে হ'লেন উদ্যত ॥
হেনকালে ভক্ত এক আসিয়া সেখানে।
হুমড়ি খাইয়া পড়ে মায়ের চরণে ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে মাতৃ-সন্নিধানে।
রাজি নাহি হতে দেব পাদোদক দানে ॥
পাদোদকে পুত্র তার হবে রোগ মুক্ত।
তোমার শরীরে সেই রোগ হবে যুক্ত ॥
যার তার পাপ তাপ গ্রহণ করিয়া।
নিত্য নিত্য ভুগিতেছ, কাঁদে মোর হিয়া ॥
কিছুতেই পাদোদক দিতে নাহি দিব।
তোমার চরণ ছাড়ি আমি না উঠিব ॥
রমণী দাঁড়ায়ে থাকে হতাশ বদনে।
শেষ আশা ব্যর্থ হ'ল ভাবে মনে মনে ॥
মেয়েটির ম্লান মুখ, আকুল পরানি।
হেরিয়া সস্নেহে কন সারদা-জননী ॥
চুপি চুপি এ'লে পরে পাদোদক পেতে।
এখন না দিতে পারি পুত্রের অমতে ॥
তার চেয়ে বলি আমি শোনো দিয়া মন।
তোমাদের গ্রামে আছে অনেক ব্রাহ্মণ ॥
কারো হতে পাদোদক করিয়া গ্রহণ।
তোমার পুত্রেরে তাহা করাবে সেবন ॥
নাহি ক'রো কোনো চিন্তা ; নাহি ক'রো ভয়।
পুত্র তব হবে সুস্থ, জানিও নিশ্চয় ॥
এসেছিল নিতে জল নিয়ে গেল জয়।
বরাভয়া কাছ হতে লভিয়া অভয় ॥

মায়ের অভয়

মানুষ দুর্বল বড় জানিতেন মাতা।
অষ্ট পাশ দিয়ে তারা আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা ॥
মানুষের মন পুনঃ ঘটায় বিকার।
পূর্বের সংস্কার যত বিভিন্ন প্রকার ॥
সংস্কারের এত শক্তি এত তার জোর।
বহুচেষ্টা করে তবু কাটে নাকো ঘোর ॥
মায়ার সংসারে থাকি অসংখ্য জনম।
মায়ারেই সত্য ভাবে প্রভুর বচন ॥
সংস্কারের বশে জীব যাতায়াত করে।
কলুর বলদ সম ঘুরে ঘুরে মরে ॥
পুরাকালে ছিল এক রাজার কুমার।
দেখিতে সুন্দর তনু গলে মণিহার ॥
একদিন প্রাসাদেতে বান্ধবের দল।
কুমার সকাশে আসে খেলিবার ছল ॥
কেহ বলে 'রাজা' 'রাজা' খেলা হ'বে আজ।
কেহ বলে 'যুদ্ধখেলা' লয়ে যুদ্ধ সাজ ॥
এ সকল শুনি বলে রাজার নন্দন।
এসব খেলায় মোর ভরে নাকো মন ॥
তার চেয়ে শুই আমি ধোপা-পাটা হয়ে।
পিঠেতে কাচহ বস্ত্র হুস্ হুস্ ক'রে ॥
বিপরীত রীতি হেরি পাইল সন্ধান।
আছিল সে পূর্ব জন্মে ধোপার সন্তান ॥
সংস্কারের শক্তি কত বোঝাবার আশে।
শ্রীপ্রভু বলেন গল্প কেশব সকাশে ॥
শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে কেশব-কমল।
দক্ষিণ শহরে আসে লয়ে দলবল ॥
আনন্দের হাট বসে যেথা প্রভু রাজে।
কাহারো নাহিক হুঁশ রাত্রি দশ বাজে ॥
কেশবে বলেন প্রভু 'থাক হেথা আজ'।
উত্তরে কেশব ক'ন 'গৃহে আছে কাজ' ॥
কহেন শ্রীপ্রভু তবে হ'য়ে হাস্যরত।
তোমার অবস্থা সেই মেছুনীর মত ॥
বাজারে বেচিয়া মাছ দেবের ফেরেতে।
অতিথি হইল এক মালীর বাড়িতে ॥
মালির আলয় যেন নন্দন-কানন।
সুবাসিত নানা পুষ্প বিবিধ বরণ ॥
মেছুনীকে যত্ন করি, আহারের পরে।
শুইবারে দিল এক সুসজ্জিত ঘরে ॥
ঘরখানি পুষ্পে পূর্ণ গন্ধে ভরপুর।
মেছুনীর নাহি ঘুম, রজনী দুপুর ॥
মেছুনী শয্যায় শুধু করে ছটফট্।
মালিনী শুধায়, কিবা হইল সংকট ॥
মেছুনি কহিল তবে অতি ক্লিষ্ট ভাষে।
ফুলের গন্ধেতে মোর নিদ্রা নাহি আসে ॥
আঁষ চুপড়িটি মোর দাও হেথা আনি।
আঁষের গন্ধেতে নিদ্রা আসিবে যে জানি ॥
দেখহ সংস্কার কিবা কত শক্তি ধরে।
ফুলবাসে নাহি নিদ্রা আঁষ গন্ধ তরে ॥
জনৈক সন্তান তবে ছিল মাতৃভক্ত।
মায়ের সেবার লাগি সদা অনুরক্ত ॥
পূর্বের সংস্কার হেতু আঁখি হোল ঘোর।
অন্যায়ের আচরণে হইল বিভোর ॥

সকলেই করে ঘৃণা করে দূর দূর।
ব্যথা ভরা মন আরও হইল আতুর॥
প্রভুর বিশিষ্ট ভক্ত কন মাতৃপাশে।
আসিতে দিওনা তারে তোমার সকাশে॥
সন্তানের কষ্ট শুনি মায়ের পরাণ।
দুঃখে যেন ফেটে যায় হয় খান খান॥
বরাভয়া কন তবে স্নেহঝরা স্বরে।
আশ্রিত সন্তান মোর বাঁধা স্নেহ ডোরে॥
আমার সন্তান যদি গায়ে মাখে ধূলি।
ধূলারে ঝাড়িয়া আমি নেব কোলে তুলি॥
শোনো মন, কত বড় আশ্বাসের বাণী।
এ যে মোর স্নেহঝরা সারদা-জননী॥
পাপী, তাপী, সবা তরে স্নেহ সুরধুনী।
স্নেহধারে সিক্ত করে সমগ্র ধরণী॥
শ্রীপ্রভুর লীলা মাঝে আছয়ে কাহিনী।
আশ্রিতের তরে যেথা স্নেহ মন্দাকিনী॥
বৃষ্টির পরেতে প্রভু ভুতিথাল হ'তে।
আলয়ে ফেরার তরে নামিলেন পথে॥
পথেতে দেখেন এক মাগুরের ধাড়ী।
প্রভুর চরণ প্রান্তে করে ঘোরাঘুরি॥
আশ্রিতের তরে কৃপা হৃদয় মুকুরে।
চরণের স্পর্শ দিয়া ফেলেন পুকুরে॥
রামকৃষ্ণ সারদা-মা জনক জননী।
আশ্রিতের তরে সদা স্নেহ সুরধুনী॥

ছোটমামীর গহনা উদ্ধার

নরের আকারে যারা হয় নরাধম।
নীচ বুদ্ধি হীন মনা না মানে ধরম॥
জননীরে দেয় কষ্ট, মনেতে আঘাত।
তাদেরো কল্যাণ তরে মা'র অশ্রুপাত॥
মায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয় চরণ।
মাজুটে গ্রামেতে তাঁর বিবাহ বন্ধন॥
সুরবালা সাধ্বী জায়া, কন্যা রাধারাণী।
যোগমায়া নিজে যিনি মায়ের পরাণী॥
ছোটমামা ছোটমামী রাধুদিদি নামে।
অভিহিত হ'ন তাঁরা ভক্ত-গোষ্ঠীধামে॥
বিধির বিধান হেতু দৈব পরবশে।
ছোটমামা মারা যান নবীন বয়সে॥
ছোটমামী অন্তঃসত্ত্বা, রাধুর জননী।
শোকে তাপে দিশাহারা হন উম্মাদিনী॥

অভয়ের শেষ ইচ্ছা মায়ের সকাশে।
তাদের আশ্রয় হেতু মা'র পদপাশে॥
পাগলিনী মামী আর দিদি রাধারাণী।
আশ্রয় পাইল, যেথা জগজ্জননী॥
একবার ছোটমামী ভাবিলেন মনে।
বহুদিন যাই নাই পিতার সদনে॥
কন্যা ও তাঁহার যত অলঙ্কার ছিল।
সবগুলি একসাথে কাপড়ে বাঁধিল॥
পিতার আলয়ে পেঁাছি পিতৃদেবে কন।
অলঙ্কারগুলি রেখো করিয়া যতন॥
কিছুদিন পরে মামী কহেন পিতারে।
আমার গহনাগুলি দাওগো আমারে॥
কাটিল অনেকদিন হেথা পিতৃবাটী।
এবার ফিরিতে চাই জয়রামবাটি॥
কন্যাবাক্য শুনি পিতা কহেন সজোরে।
তোমার গহনা কিছু নাই মোর ঘরে॥
কন্যা হয়ে মিছামিছি দাও অপবাদ।
কাঁদিতে লাগিল মামী গণিয়া প্রমাদ॥
কেঁদে কেঁদে ফিরে আসে মায়ের চরণে।
কাঁদে আর মাথা ঠোকে গহনা কারণে॥
সিংহবাহিনীর মাড়ে গিয়ে ছোট মামী।
কেবল ঠোকেন মাথা, নাই থামাথামি॥
আমার গহনা দাও বলি শুধু কাঁদে।
কাঁদে আর মাথা ঠোকে গভীর বিষাদে॥
মামীরে তুলিয়া মাতা স্নেহার্দ্র হৃদয়ে।
আনিলেন পুনরায় আপন আলয়ে॥
মামীর কান্নায় মা'র বুক ফেটে যায়।
মামীর বাবারে তাই ডাকেন সেথায়॥
তার কাছে করজোড়ে কহেন জননী।
আপনার কন্যা হয় বিধবা রমণী॥
কন্যার গহনাগুলি দিন দয়া ক'রে।
রহিব সবাই বাঁধা কৃতজ্ঞতা ডোরে॥
ইহাতেও ব্রাহ্মণের মন নাহি গলে।
'গহনা নাহিক কিছু' বার বার বলে॥
কি বড় গর্হিত কার্য্য, কি বড় প্রমাদ।
পিতা হ'য়ে কন্যাধন করে আত্মসাৎ॥
নিরুপায় হয়ে মাতা কলিকাতা ধামে।
জানালেন সব কিছু পত্রের মাধ্যমে॥
অচিরেই আসিলেন কলিকাতা হতে।
ললিতমোহন ভক্ত শ্রীম-এর সাথে॥

ডিকিন্সনে বড়বাবু ললিতমোহন।
মাতৃনামে অভিষিক্ত মাতৃপদে মন॥
মা'র তরে গাড়িবাড়ি তাঁর সব কিছু।
বীরভক্ত হনুমান মা'র পিছু পিছু॥
জননী সস্নেহে কন ভক্তের মাঝার।
'লক্ষ টাকার প্রাণ ধরে ললিত আমার'॥
কেহ যদি কভু করে মার অপমান।
ললিত পোড়াবে তারে করি খান খান॥
মা'র তরে তার প্রাণ আকুলি বিকুলি।
দরকারে সাথে নেয় পিস্তলের গুলি॥
মাতৃগত মনপ্রাণ সবেতেই বাধ্য।
মাতৃসুখ তরে শুধু মায়ের অবাধ্য॥
মায়ের এমতি ভক্ত দেখি নাক আর।
তাঁর পদে নমি আমি লক্ষ কোটিবার॥
শোনো মন, ভক্তিভরে, অপূর্ব কথন।
বুঝিতে পারিবে কিবা ললিতের মন॥
নিত্যধাম শক্তিপীঠ জয়রামবাটি।
জগদ্ধাত্রী পূজা হয় করি পরিপাটি॥
জগদ্ধাত্রী পূজা শেষে প্রসাদ ভক্ষণ।
সারি সারি বসিয়াছে সংখ্যা অগণন॥
তথাকার জমিদার জিবুটায় বাড়ী।
বিদ্যাবুদ্ধি নাই তবু অহঙ্কার ভারি॥
তিনিও আছেন সেথা দল বল লয়ে।
মাতৃধ্বনি দেয় সবে আনন্দিত হয়ে॥
শ্রীমায়ের সেজোভাই বরদাপ্রসাদ।
কাজেতে বড়ই পটু, নাহি অবসাদ॥
প্রসাদের পাত্র লয়ে করে বিতরণ।
তখন সন্ন্যাসী এক করে আগমন॥
পূজার হোমের ফোঁটা মামার কপালে॥
আনন্দেতে দেন তিনি, বাঁধা ভক্তি জালে॥
কুপিত হইয়া তবে কন জমিদার।
শাস্ত্রের বিরুদ্ধকাজ, শোনো সমাচার॥
বরদা আছিল যবে বণ্টনেতে রত।
তখন হোমের ফোঁটা! আমি বজ্রাহত॥
এইস্থানে এর পর যদি কেহ খায়।
যাইবে তাহার জাতি, শাস্ত্রমত তাই॥
এই বলি জমিদার ছাড়িল আসন।
অন্যেরা উঠিল ভয়ে শুনিয়া ভাষণ॥
তাড়াতাড়ি সারদা-মা জমিদার পাশে।
করজোড়ে কহিলেন অতি স্নিগ্ধ ভাষে॥
দয়া করি ক্ষমা করে করুন আহার।
নাহিলে বিনষ্ট হবে প্রসাদ মাতার'॥
সরোষে কহেন তবে বীর জমিদার—।
'খাইলে যাইবে জাতি, কি হবে তাহার?
অশাস্ত্রীয় কর্ম তরে করিয়াছি মানা।
ইহার বিহিত হ'বে দিলে জরিমানা॥
সমাজের শিরে আমি হই জমিদার।
পঁচিশ টাকা জরিমানা হইল তোমার॥
জরিমানা দিলে পরে দানিব বিধান।
ভক্ষণ করিবে সবে দ্বিধাশূন্য প্রাণ॥
নিরুপায় জগন্মাতা দেন জরিমানা।
সবাই আহারে বসে হ'য়ে অন্যমনা॥
এই কথা ক্রমে গেল ললিতের কানে।
ক্রোধেতে গর্জিয়া ওঠে নিঃশ্বাস সঘনে॥
তাড়াতাড়ি ছুটে চলে জয়রামবাটী।
সঙ্গে গ্রামোফোন যন্ত্র অতি পরিপাটি॥
পকেটেতে থাকে গুপ্ত বিদেশী পিস্তল।
তরতাজা গুলিভরা করে ঝল মল॥
গ্রামোফোন যন্ত্র তবে বাজারে নূতন।
পল্লীগ্রামবাসী কাছে অদেখা রতন॥
সেই যন্ত্র বাজে নিত্য সন্ধ্যার আসরে।
দলে দলে আসে লোক, গান শুনিবারে॥
একদিন আসে সেথা, সেই জমিদার।
শুনিতে কলের গান বাসনা তাহার॥
গোটা দুই গান যবে হ'ল সমাপন।
হঠাৎ ঝাঁপিয়ে ওঠে ললিতমোহন॥
হাতেতে পিস্তল ধরা, চোখে অগ্নিবাণ।
জমিদার পাশে আসি সক্রোধে গর্জান॥
তুমি সেই জমিদার এত স্পর্ধা তব।
মা'র কর জরিমানা! আজ প্রাণ ল'ব॥
জননী তখন পাশে হন ব্যতিব্যস্ত।
কহিলেন ললিতেরে হইতে নিরস্ত॥
মায়েরে সন্তান কহে করি জোড় পাণি।
এখন কোনোও কথা শুনিবনা আমি॥
এখন কুপুত্র তব ধরে নাও প্রাণে।
মাতৃ অপমান শোধ লইব এখানে॥
আমার আদেশ এই শোনো জমিদার।
কত বড় হরিদাস, দেখিব এবার॥
ভেবেছ কি মা-কে কেহ নাহি দেখিবার?
তোমাকে পাঠাব সদ্য যমের আগার॥

এখনি ফেরত দাও জরিমানা-অর্থ।
মার পায়ে ক্ষমা চাও নহিলে অনর্থ॥
মায়ের চরণ ধরে খাইয়া আছাড়।
ভয়েতে সন্ত্রস্ত হয়ে বলে জমিদার॥
দয়া ক'রে ক্ষম মোরে করেছি অন্যায়।
জরিমানা অর্থ ফিরে দিনু তব পায়।
দেখ মন, কেবা এই ললিতমোহন।
মা'র তরে দিতে পারে প্রাণ বিসর্জন॥
কত বড় ভালবাসা কত বড় টান।
মা'র সুখ তরে সদা বুক আনচান॥
ললিতের কাণ্ড দেখি হয়ে আনন্দিত।
'কাইজার' নামে সবে করে অভিহিত॥
পুনরায় ফিরে যাই আগের কথায়।
গহনা উদ্ধার তরে ললিত যেথায়॥
প্রখর বুদ্ধিতে পূর্ণ ললিতমোহন।
আঁটঘাট বেধে কাজ করে অনুক্ষণ॥
পুলিশের হর্তাকর্তা কলিকাতাবাসী।
তাঁর কাছে সব কথা বলেন প্রকাশি॥
সব শুনে অফিসার প্রসন্ন বদনে।
চিঠি এক লিখে দেন ললিতের সনে॥
চিঠিতে আদেশ ছিল দারোগার প্রতি।
গহনা উদ্ধার তরে যাবে দ্রুত গতি॥
সঙ্গেতে লইবে ফৌজ যত দরকার।
ভদ্রলোকে পাঠালাম প্রতিভূ আমার॥
একদিন শুভক্ষণে ললিত রতন।
মায়েরে প্রণাম করে যাত্রার কারণ॥
পরণেতে পেণ্টালুন আর চাপকান।
মাথায় শামলা আঁটা হাতে চিঠিখান॥
পাল্কির পরে বসি যান দ্রুত গতি।
গহনা উদ্ধার তরে হয়ে দৃঢ় মতি॥
প্রথমে চলেন তিনি দারোগার তরে।
তাহারে দিলেন চিঠি সম্ভাষণ পরে॥
চিঠি পেয়ে সচকিত থানা অফিসার।
ফৌজ লয়ে মাজুটেতে করে অভিযান॥
সঙ্গেতে ললিতবাবু বিচিত্র বসনে।
পাল্কিতে যান তিনি তাঁহাদের সনে॥
ললিত চলিয়া গেলে মাতা বিচলিতা।
ব্রাহ্মণের অপমানে হ'ন আশঙ্কিতা॥
ললিত বয়সে অল্প মেজাজেতে কড়া।
গহনা না পেলে তারে দেবে হাতকড়া॥

মাস্টারে বলেন মাতা 'যাও তুমি সাথে।
ব্রাহ্মণের অপমান নাহি হয় যাতে'॥
অতি হীন কর্ম করে যে লোভী ব্রাহ্মণ।
তা'রো অপমান ভয়ে কাঁদে মা'র মন॥
মাজুটে গ্রামেতে তবে পৌঁছিয়া সদলে।
হীনমতি ব্রাহ্মণেরে ধরিল সকলে॥
হুঙ্কারি দারোগাবাবু বলেন তাহারে।
গচ্ছিত গহনাগুলি আনহ সত্বরে॥
না আনিলে পাবে শাস্তি ভীষণেরো বাড়া।
তোমারে লইয়া যাব দিয়ে হাত কড়া॥
সম্মুখে ললিতবাবু বিশিষ্ট বসন।
হাতেতে পিস্তলখানি নড়ে ঘন ঘন॥
পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তবে হয় ত্রাসে ভরা।
গচ্ছিত গহনাগুলি এনে দেয় ত্বরা॥
গচ্ছিত গহনা সহ লইয়া ব্রাহ্মণে।
অপরাহ্ণে পৌঁছে তারা মাতৃ সন্নিধানে॥
তখনো ব্রাহ্মণ কাঁপে, ভ'য়ে দিশাহারা।
মা'র পাশে ক্ষমা চেয়ে তবে পেল ছাড়া॥
এর পরে শোনো আরো বিচিত্র কাহিনী।
নিদ্রাহীনা হয়ে রন সারদা-জননী॥
সন্তান করেন প্রশ্ন জননী সকাশে।
কি কারণে আজি রাতে ঘুম নাহি আসে?
জননী কহেন তবে অতি ক্লান্ত স্বরে।
ললিত চলিয়া গেল গহনার তরে॥
ব্রাহ্মণের পাছে কোনো হয় অপমান।
ভেবে ভেবে সারাদিন ব্যাকুলিত প্রাণ॥
প্রবল হয়েছে বায়ু ভাবনার সাথে।
তাই নাহি আসে নিদ্রা, আজিকার রাতে॥
যে ব্রাহ্মণ এত কষ্ট দেয় জননীরে।
তারো তরে নিদ্রাহীনা, ভাসি অশ্রু নীরে॥

পদ্মবিনোদের কথা

মায়ের স্নেহের কথা না যায় বর্ণনে।
ভক্তিমুক্তি খুঁটে বাঁধা তাহার শ্রবণে॥
অধম পতিত কিম্বা চণ্ডাল ব্রাহ্মণ।
মায়ের চরণে যদি করে আগমন॥
মা-মা বলি যদি কেহ ডাকে একবার।
জীবনে পরম শান্তি লভে অনিবার॥
মরণের পরে গতি রামকৃষ্ণ লোকে।
একথা সবাই জানে দ্যুলোকে ভূলোকে॥

মা-মা ডাক মিঠাবুলি শুনিবার তরে।
আদ্যাশক্তি সারদা-মা আসিলা সংসারে ॥
ছেলেধরা শ্রীম-এর ছাত্র ধরা রীতি।
ছাত্রদের কল্যাণেতে বড়ই পিরিতি ॥
প্রভুর পরমপ্রিয়, প্রভুময় প্রাণ।
পিতাপুত্র তাঁরা যেন—প্রভুর বিধান ॥
শান্ত, সৌম্য, গম্ভীরাত্মা, নিষ্ঠাবান ঋষি।
শ্রীপ্রভুর চিন্তা মনে জাগে অহর্নিশি ॥
ছাত্রদের শিক্ষা দেন অতি নিষ্ঠাভরে।
তাঁহার সুনাম ছোটে প্রতি ঘরে ঘরে ॥
ভক্তি মনে ছাত্র যদি আসে তাঁর পাশে।
সস্নেহে আনেন তাকে প্রভুর সকাশে ॥
শ্রীপ্রভুর শ্রীচরণে সমর্পণ করি।
'কৃপাময় কৃপা কর'—কন করজোড়ি ॥
এই ভাবে কৃপা লভি ছাত্রদল সবে।
আনন্দিত হয়ে তারা বাস করে ভবে ॥
বিনোদ বিহারী সোম ছাত্র একজন।
শিক্ষকের হেতু লভে প্রভুর দর্শন ॥
প্রভুর লভিয়া কৃপা লভিল আশ্রয়।
সৎসঙ্গে স্বর্গবাস তাই লোকে কয় ॥
পরবর্তী কালে সেই বিনোদ বিহারী।
সঙ্গদোষে পানাসক্ত, হয় অনাচারী ॥
গিরিশ ঘোষের সাথে করে থিয়েটার।
সে সময় অন্যালোক চেনা হয় ভার ॥
অভিনয়ে দর্শকের চিত্তের বিনোদ।
দর্শকেরা নাম দেয় শ্রীপদ্ম বিনোদ ॥
বাগবাজারের নাম সকলেতে জানে।
পদ্মবিনোদের বাস আছিল সেখানে ॥
অতিশয় পানাসক্ত অহোরাত্র পান।
মাঝে মাঝে অভিনয়, কভু করে গান ॥
রাত্রি কাটাবার তরে নাহি স্থানাস্থান।
কখনো বাড়ীতে, কভু পথেতে সটান ॥
ভাগ্যক্রমে শরতের সাথে পরিচয়।
প্রীতিভরে ডাকে তাঁরে 'দোস্ত মহাশয়' ॥
মায়ের বাসুকী তিনি, মার দ্বারী ভারী।
মাতৃগত প্রাণময় শরৎবিহারী ॥
শরতের কাছে কি যে, পায় কেবা জানে?
শ্রী বিনোদ আসে সেথা পরাণের টানে ॥
দুই চারি কথা বলে ফিরে চলে যায়।
মাঝে মাঝে ঘটে ইহা দিবস সন্ধ্যায় ॥

একদিন হল কিবা শুন এক চিতে।
আসিল শরৎহেতু গভীর নিশীথে ॥
কারণ পানের ফলে দৃষ্টি তার ঘোর।
সহজে চলিতে নারে, নাহি পায় জোর ॥
'দোস্ত, দোস্ত' বলি ডাকে জড়িত বচনে।
একবার খোলো দ্বার কথা তব সনে ॥
দ্বিতলেতে রন মাতা যেথা উদ্বোধন।
'দোস্ত' ডাকে ত্রস্ত হয় শরতের মন ॥
সকলেরে ডাকি কন অতি চুপিসারে।
দরজা না খোলা হবে রাতের গভীরে ॥
শব্দ শুনে মার নিদ্রা যদি ভেঙে যায়।
মার কত কষ্ট হবে ভেবে প্রাণ যায় ॥
ইহা ভাবি তারা কেউ সাড়া নাহি দিল।
বিফলেতে পদ্ম দাদা পথেতে ফিরিল ॥
পরদিন মাঝরাতে আসে পদ্ম দাদা।
যথারীতি মত্ত মুক্ত গায়ে ধূলি কাদা ॥
আজ কিন্তু দোস্ত বলি নাহি ডাকে আর।
হাঁটু গাড়ি জননীকে ডাকে বার বার ॥
মা-মা বলি ডাকে চক্ষু ভরা জল।
হৃদয় কাঁপিছে তবু ডাকে অবিরল ॥
মায়েরে দেখিতে ব্যগ্র আকুলিত প্রাণ।
মধুকণ্ঠে অশ্রুনীরে ধরিল সে গান ॥

'ওঠ গো করুণাময়ী খোল গো কুটিরদ্বার
আঁধারে হেরিতে নারি হৃদি কাঁপে অনিবার।
সন্তানেরে রাখি বাহিরে আছ সুখে অন্তঃপুরে,
আমি ডাকিতেছি মা-মা বলে নিদ্রা কি ভাঙেনা তোমার।
খেলায় মত্ত ছিলাম বলে বুঝি মুখ বাঁকাইলে,
চাও মা বদন তুলে, খেলিতে যাব না আর।'

অকস্মাৎ পদ্মদাদা ঊর্ধ্বে তুলি মাথা।
দেখিল জানালা পাশে নিজে জগন্মাতা ॥
দুই হাত তুলি মাতা দেন আশীর্বাদ।
ভূমিতে লুটায় দাদা লভিয়া প্রসাদ ॥
জোড় হাতে কহে পুনঃ চাহি ঊর্ধ্বপানে।
অধম পুত্রের ডাক ঠিক গেছে কানে ॥
তুমি ছাড়া আর সবে করে শুধু ঘৃণা।
কোনো গতি নাহি মোর তব কৃপা বিনা ॥
বার বার প্রণমিয়া উঠি ধূলি হতে।
ফিরে চলে প্রেমানন্দে গাহিতে গাহিতে ॥

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,
মন তুই দেখ্ আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ নাহি দেখে।
কেউ যেন নাহি দেখে।

সন্তানের পাপ-তাপ, যত কাদা-ধূলি।
মুছিয়া স্নেহের করে নাও কোলে তুলি

পরদিন জগন্মাতা জানিবারে চান।
ছেলেটির পরিচয় কিবা কাজ কাম ॥
স্নেহপরবশে মাতা স্নেহঝরা মনে।
বলিলেন, ছেলেটির জ্ঞান টনটনে ॥
মা-বলিয়া যেবা ডাকে তার নাহি ভয়।
তার তরে আমি থাকি সতত নিশ্চয় ॥
ঘুমের ব্যাঘাত কিম্বা অন্য কষ্ট সব।
পুত্রস্নেহ কাছে সবই মনে পরাভব ॥
শোনো মন, মন দিয়া জননীর কথা।
মাতৃকোল বড়মিঠে সুমিষ্ট বারতা ॥
কেবা হরি কেবা হর কেবা ব্রহ্মা হয়।
মা হতে সবকিছু, মায়ে সব লয় ॥
মা বলি ব্যাকুল চিত্তে ডাক বারবার।
চতুর্বর্গ ফল পাবে জীবনে তোমার ॥
পদ্মবিনোদের কথা শোনো তার পরে।
শুনিলে শমন ভয় চলে যাবে দূরে ॥
কেহ যদি লয়ে থাকে প্রভুর শরণ।
অন্তিমেতে পাবে ধ্রুব তাঁহার চরণ ॥
যতই থাকনা কাদা, থাক গায়ে ধূলি।
জননী সকলি মুছে লইবেন তুলি ॥
মা'র কোলে চেপে যাবে রামকৃষ্ণধামে।
অনায়াসে পাবে তুমি প্রাণের আরামে ॥
পদ্মবিনোদের স্বাস্থ্য নিত্য অনাচারে।
সহজে যাইল ভাঙি গেল ছারে খারে ॥
কঠিন উদরী রোগ হল সংক্রামিত।
হাসপাতালেতে তিনি হইলেন নীত ॥
ঔষধাদি চলে কিন্তু নাহি আসে ফল।
সকল ডাক্তার তবে হলেন বিফল ॥
মরণ নিশ্চিত জানি পদ্মদাদা কহে।
মরণে নির্ভয় তবু ইচ্ছা এক রহে ॥
কথামৃত শুনিবার বাসনা অন্তরে।
কথামৃত পাঠ সবে কর দয়া করে ॥
অমৃতের বাণী শুনি ভাসে আঁখি নীরে।
মুখে রামকৃষ্ণ নাম বলে ধীরে ধীরে ॥
এইনাম উচ্চারিত করি অবিরাম।
হাসিতে হাসিতে গেল রামকৃষ্ণ ধাম ॥
পরদিন সবশুনি কহেন জননী।
প্রভুর সন্তান সে যে আমি তাহা জানি ॥
যতই থাকনা কাদা, গায়ে থাক ধূলি।
অন্তিমেতে সব মুছে লইবেন তুলি ॥
কি গভীর বুকভরা মায়ের আশ্বাস।
শুনিলে লভিবে ভক্তি একান্ত বিশ্বাস ॥
জীবের যাতনা হেরি বিগলিত প্রাণ।
আসিলেন জগন্মাতা, প্রভু ভগবান ॥
রামকৃষ্ণ সারদা-মা আসিল যখনি।
বহিতে লাগিল তবে কৃপা সুরধুনী ॥
উথলি-পাথালি বহে ছাপি দুই কূল।
জীবেরে করিতে মুক্ত হইয়া ব্যাকুল ॥
এমতি ধারায় যদি কভু কর স্নান।
ভক্তিমুক্তি পাবে জেনো তৃষিত পরাণ ॥
সারদা-জননী আর রামকৃষ্ণ নাম।
মধুময় মধুমাখা প্রাণের আরাম ॥
আকুল পরাণে লহ তাঁহাদের নাম।
মাতৃকোলে চড়ি যাবে রামকৃষ্ণ ধাম ॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ জয় মা সারদা।
কৃপা করে দাও ভক্তি হইয়া বরদা ॥

ডাকাত বাবা

হরি পদ হতে জাত দেবী সুরধুনী।
মর্ত্যেতে অমর্ত্য নাম কলুষ নাশিনী ॥
তাঁহার পরশে ধন্য হয়ে যে ধরণী।
সুজলা সুফলা হয় শস্য-শ্যামলিনী ॥
গঙ্গার মলয় বায়ু যত দূরে যায়।
পাপ তাপ শূন্য হয়ে জীব মুক্তি পায় ॥
গঙ্গা বারি ব্রহ্ম বারি যত শাস্ত্র কয়।
যুগের ঠাকুর পুনঃ দিলেন প্রত্যয় ॥
গঙ্গাজলে স্নান করি গঙ্গাজল পান।
গঙ্গাতীরে বাস হয় বৈকুণ্ঠ সমান ॥
যুগ যুগ ধরে নিত্য চলে এই রীতি।
গঙ্গা নামে হিন্দুদের বড়ই পিরিতি ॥
সবিশেষে যদি কভু পুণ্য যোগ পড়ে।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ গঙ্গাস্নান করে ॥
বহুদূর হতে বহু আসে লোকজন।
পাপ তাপ মুক্ত হতে স্নানের কারণ ॥
গঙ্গায় করিলে স্নান বাহ্য শুচি হয়।
গন্ডূষ তিনেক পানে অন্তঃ শুচি হয় ॥
কলিতে জীবের সদা অন্নগত প্রাণ।
যোগ-যাগ পারে নাকো যুগের বিধান ॥
তাদের মুক্তির তরে আপনি শ্রীহরি।
সৃজিলেন সুরধুনী দিয়ে পুণ্য বারি ॥

জননী থাকেন যবে কামারপুকুরে।
গঙ্গাস্নান লাগি এক পুণ্য যোগ পড়ে ॥
ভূষণ মণ্ডলের মা দলবল লয়ে।
গঙ্গাস্নানে যেতে চায় সভক্তি হৃদয়ে ॥
শিবরাম, লক্ষ্মীমণি যোগ দেয় তাতে।
জননী বলেন শুনি—আমি যাব সাথে ॥
নিশ্চয় গঙ্গায় স্নান মার ইচ্ছা বটে।
তারো চেয়ে বড় ইচ্ছা আছে মনপটে ॥
দেখিতে বড়ই সাধ প্রাণের ঠাকুরে।
যেখানে প্রেমের হাট দক্ষিণশহরে ॥
যাঁর পদ হতে সৃষ্ট গঙ্গা সুরধুনী।
যুগের ঠাকুর তিনি, প্রভু শিরোমণি ॥
একথা কেবল কথা নয় জেনো মনে।
প্রত্যক্ষ ঘটনা এযে জানে বহু জনে ॥
ঠাকুরের লীলাদেহ হলে সম্বরণ।
কামারপুকুরে রন জননী তখন ॥
শ্রীমায়ের গঙ্গাবাই ছিল জন্মাবধি।
গঙ্গাশূন্য দেশে থাকা কষ্ট নিরবধি ॥
শ্রীঠাকুর অপ্রকট সব শূন্য লাগে।
গঙ্গাশূন্য দেশ বলে আরো ব্যথা জাগে
গঙ্গাস্নান করিবার বাসনা যে জাগে।
ঠাকুরে কহেন মাতা প্রীতি অনুরাগে ॥
লীলাময় শ্রীঠাকুর শোন তাঁর লীলা।
বিনাকড়ি পণে পাবে বিশ্বাসের ভেলা।
একদিন স্নান পথে দেখেন জননী।
সম্মুখের পথ ধরি প্রভু শিরোমণি ॥
চম্পকের বর্ণ প্রভু শিরে জটাজাল।
পশ্চাতেতে ভক্তদল নরেন্দ্র, রাখাল ॥
চন্দ্রচূড় এসেছেন পার্বতী সকাশে।
শত চন্দ্র সূর্য শোভে যাঁহার প্রকাশে ॥
সহসা দেখেন মাতা প্রভুপদ হতে।
প্রবাহিত সুরধুনী বেগের সহিতে ॥
জননী ছিলেন তবে রঘুবীর পাশে।
যেথায় জবার বৃক্ষ পুষ্প ভারে হাসে ॥
মুঠো মুঠো জবা ফুল করিয়া চয়ন।
গঙ্গাজলে সমর্পিয়া করিলা পূজন ॥
অশ্বত্থের বৃক্ষ সেথা তার পাদদেশে।
আসিয়া দাঁড়ান প্রভু মনোহর বেশে ॥
দেখেন জননী তবে ভাসি অশ্রুনীরে।
শ্রীপ্রভু গেলেন মিশি নরেন্দ্র-শরীরে ॥
নবতীর্থ হল সেথা মহাতীর্থ বাড়া।
যেখানে রাজেন প্রভু পদে গঙ্গাধারা ॥
নর ঋষি মাঝে মিশি আনিলা শ্রীহরি।
মর্ত্যেতে অমর্ত ধারা প্রেমের লহরী ॥
লীলাময় লীলাকারী লীলাময়ী সঙ্গে।
দুয়ে এক-একে দুই লীলার প্রসঙ্গে ॥
শুভক্ষণ দেখি সবে গঙ্গাস্নান তরে।
হরিরে স্মরণ করি যাত্রা শুরু করে ॥
যাত্রা শুরু করে কিন্তু মনে সদা ভয়।
কি হয় কি ঘটে কিম্বা প্রাণের সংশয় ॥
গঙ্গার দূরত্ব কিন্তু মোটে কম নয়।
হাঁটাপথে তিনদিন অতীব নিশ্চয় ॥
আরামবাগের সীমা ক্রোশ চারি পর।
তারপরে তেলেভোলা ভীষণ প্রান্তর ॥
সে বড় বিষম ঠাঁই ভীষণেরো বাড়া।
অতি বড় সাহসীও কেঁপে হয় সারা ॥
প্রান্তরের মাঝে ফেরে ডাকাতের দল।
প্রাণে মেরে কেড়ে নেয় যা কিছু সম্বল ॥
সেই মাঠে অধিষ্ঠিতা ডাকাতের কালী।
ভয়াল করালা মূর্তি চামুণ্ডা করালী ॥
ডাকাতেরা পূজা দেয় দিয়ে নরবলি।
পরে তারা লুণ্ঠনেতে যায় সবে মিলি ॥
এ বড় ভীষণ ঠাঁই মনে জাগে ভয়।
শ্রীপ্রভুর কৃপা ছাড়া রক্ষা নাহি হয় ॥
তারকেশ্বরের সীমা প্রান্তরের পরে।
মাঝের দূরত্ব সবে পাঁচ ক্রোশ ধরে ॥
তারপর বৈদ্যবাটী পরে গঙ্গাস্নান।
এই মত জেনে রেখো পথের বিধান ॥
আদ্যাশক্তি লীলারূপে সারদা-জননী।
ভাগবতী তনু হয় কোমল নবনী ॥
মায়ের গায়ের রঙ কমলা বরণ।
প্রতি পদে পদ্ম ফোটে ফেলিলে চরণ ॥
সে চরণ ভক্তিভরে ধর হৃদি পরে।
হৃদি পদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে সত্বরে ॥
লালপাড় শাড়ী ঘিরে জ্যোতির্ময়ী কায়া।
মহামায়া পদব্রজে একি দৈবী মায়া ॥
শ্রীপ্রভুরে দেখিবারে যান ধীরগতি।
শঙ্কর সকাশে যেন উমা হৈমবতী ॥
স্নেহের পুতলি তিনি, স্নেহ থাকে ঘিরে।
হাঁটিবার সাধ্য নাই তবু যান ধীরে ॥

এই ভাবে দ্বিপ্রহরে দলবল সাথে।
উপনীত হন মাতা আরামবাগেতে॥
বিশ্রাম করিয়া কিছু বলে যাত্রীগণ।
আবার করিব যাত্রা জানিও এখন॥
বেলাবেলি পার হব ভীষণ প্রান্তর।
করিব বিশ্রাম মোরা তাহার অন্তর॥
ক্লান্তিতে অবশ তনু বিবশ পরাণি।
তবু বাধা নাহি দেন সারদা-জননী॥
সঙ্গী সাথে চলিবার বহু চেষ্টা হয়।
মায়ের অবশ তনু বাধা হয়ে রয়॥
মায়েরে পিছনে দেখি সঙ্গীদল থামে।
নিকটে আসিলে মাতা পুনঃ পথে নামে॥
এইরূপে বার বার চলিবার ফলে।
সভয়ে দেখিল তারা সূর্য অস্তাচলে॥
মায়েরে কহিল তারা সরোষ বচনে।
তোমার একার হেতু মরি জনে জনে॥
এখনো রয়েছে বাকি ভীষণ প্রান্তর।
ভয়ে বুক দুরু দুরু কাঁপিছে অন্তর॥
তুমি আস নিজ মতে মোরা চলি আগে।
মোদের সবার মনে কত ভয় জাগে॥
মাতাও জানান ইচ্ছা যাইবার তরে।
বলিলেন দেখা হবে বাবার মন্দিরে॥
ভাবিতে আশ্চর্য লাগে কোন্ শক্তি বলে।
মা চলেন একা একা অদৃশ্য সকলে॥
বয়সে বালিকা তিনি ভীষণ প্রান্তর।
তবুও কাঁপে না ভয়ে তাঁহার অন্তর॥
মাতৃশক্তি মহাশক্তি সেই বলে বলী।
গুপ্তভাবে আপ্ত লীলা কৈলা আদ্যাকালী॥
ধীরে ধীরে যান মাতা পথ নহে শেষ।
ক্রমেতে নামিল সন্ধ্যা ধরি কালো বেশ॥
সকলি আঁধারময় কালিকাবরণ।
তবুও চলেন মাতা ফেলিয়া চরণ॥
হেনকালে হুঙ্কারিয়া আসে কোন্ জন।
আকৃতি দৈত্যের মত দেখিতে ভীষণ॥
মাথায় পাগড়ি বাঁধা হাতে মোটা লাঠি।
শিরেতে বাবরি চুল সুবিপুল ছাতি॥
দুই হাতে দুটি বালা বেড়ির সমান।
হুঙ্কারেতে অন্ধকার হয় খান খান॥
'কে-যায় কে যায় হোথা' কর্কশ জিজ্ঞাসা।
'সারদা-তোমার মেয়ে'—মধুমাখা ভাষা॥

সেইখানে আসে তবে তাহার ঘরণী।
দেখিতে তাহার মত নীরদ-বরণী॥
তাহারে ধরিয়া মাতা কন স্নেহভরে।
মা-বাবা পেলাম আমি ভীষণ প্রান্তরে॥
দক্ষিণ শহরে থাকে তোমার জামাই।
মা কালির পূজা ধ্যান অন্য চিন্তা নাই॥
তাঁহার সেবার তরে চলিয়াছি আমি।
পথশ্রমে হয়ে ক্লান্ত যাই থামি থামি॥
সঙ্গীগণ ফেলে গেছে সভয় অন্তরে।
ভাগ্যগুণে মা বাবায় পেলাম প্রান্তরে॥
জাতিতে বাগ্দী তারা ভীষণ প্রকৃতি।
দেখিল সারদা মাঝে শ্যামার আকৃতি॥
যেরূপ দেখিতে চায় সাধু যোগী দল।
যুগ যুগ ধ্যানে থেকে না হয় সফল॥
যত দেবদেবী আর ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব।
যাঁহার দর্শন লাগি সতত উদগ্রীব॥
সেই রূপ হেরে দেখ বাগ্দী পিতামাতা।
সৃষ্টি ছাড়া মার কৃপা লীলার বারতা॥
ধন্য বাগ্দী দাদু-দিদা গড় করি পায়ে।
যে ধনে হইয়া ধনী পেলে মোর মায়ে॥
সে ধনে করগো ধন্য মোরে কৃপা করি।
মাকে যেন পাই সদা যুগ যুগ ধরি॥
শ্যামার মূরতি যেন মেঘে সৌদামিনী।
চকিতে দর্শন দিয়ে মিলায় তখনি॥
সারদার কালীরূপ মিলাইল চুপে।
পুনরায় দেখা দিলা সারদার রূপে॥
সারদারে বাগ্দী মাতা ধরি বক্ষদেশে।
সোহাগে ভরায় তনু স্নেহের আবেশে॥
শ্বশুর আলয় হতে যেন তার উমা।
মেনকার পাশে আসি দেয় স্নেহ চুমা।
এই ভাবে মায়ে-ঝিয়ে কত কথা হয়।
উভয়ে উভয় মগ্ন কালে কাল রয়॥
বাগ্দী পিতা সম্বোধিয়া তার ঘরনীরে।
বলেন সক্ষোভ কণ্ঠে ভাসি স্নেহ নীরে॥
তোর কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই কোনো কালে।
সারাটি জীবন দেখি সাঁঝে ও সকালে॥
মেয়ে মোর কত ক্লান্ত শুকায়েছে মুখ।
তাহার বদন হেরি ফেটে যায় বুক॥
অনাহারে মেয়ে মোর বিশুষ্ক বদন।
আহার বিশ্রাম তার আশু প্রয়োজন॥

এই ব'লি যান তাঁরা যেথা আছে গ্রাম।
যেথায় লভিবে তাঁরা আহার বিশ্রাম॥
উপনীত গ্রাম মাঝে দোকানী সকাশে।
আহার্য খরিদ আর বিশ্রামের আশে॥
বাগ্‌দী পিতা জোড় হাতে কয় দোকানীরে।
মেয়ে মোর বড় ক্লান্ত হাঁটিতে না পারে॥
বন্দোবস্ত কর কিছু বিশ্রামের তরে।
দোকানী হইল রাজি হরিষ অন্তরে॥
বৈকুণ্ঠের সম স্থান ধন্য তার গাথা।
যেখানে বিশ্রাম কৈলা নিজে জগন্মাতা॥
দোকানীর ভাগ্য দেখি ঈর্ষা জাগে মনে।
ভক্তি ভরে প্রণমিনু তাঁহার চরণে॥
বিশ্রামের লাগি শয্যা পাতিয়া যতনে।
বাগ্‌দী মাতা ডাকে তার পরাণ রতনে॥
অপ্রতুল শয্যাবস্তু বুকে ব্যথা জাগে।
বসন অঞ্চল পাতি দেয় অনুরাগে॥
সারদার মাথাখানি লয়ে নিজ কোলে।
সর্বাঙ্গে করেন সেবা সব কিছু ভুলে॥
স্নেহের পুত্তলি লয়ে কত স্নেহ লীলা।
সারদা-জননী সেথা বাগ্দীর অবলা॥
বাগ্‌দী মাতা হেরিছেন চক্ষুভরা জল।
দেবতার কাছে মাগে মেয়ের কুশল॥
মাঝে মাঝে দেখে আর দেয় স্নেহ চুমা।
ধরাতে হইল মূর্ত অধরার ভূমা॥
মায়ে ঝিয়ে কত কথা বিনা বাক্যব্যয়ে।
মাতৃলীলা বড় লীলা বৈকুণ্ঠের চেয়ে॥
হেনকালে বাগ্‌দী পিতা উপস্থিত হয়।
সঙ্গেতে আহার্য বস্তু হাতে ধরা রয়॥
চিঁড়া মুড়ি ফেণী মণ্ডা মিলে যাহা কিছু।
পানীয় শীতল জল আনে তার পিছু॥
আহারাদি এই দিয়ে হলে সমাপন।
বাগ্‌দী মাতা স্নেহ ভরে করান শয়ন॥
শিরোধান নাই বলি কত দুঃখ করে।
রাখিলা মেয়ের মাথা বাহুর উপরে॥
মায়ে-ঝিয়ে এই ভাবে ঘরের ভিতরে।
বাগ্‌দীবাবা দ্বারপ্রান্তে প্রহরী আকারে॥
হাতেতে ভীষণ লাঠি, শিরে শিরস্ত্রান।
মেয়ের রক্ষার হেতু সজাগ পরাণ॥
জগন্মাতা রক্ষা করে জগৎ সংসারে।
তাঁহার রক্ষার হেতু বাগ্‌দী লাঠি ঘাড়ে॥

ধন্য ধন্য বাগ্‌দী দাদু, ধন্য তব স্নেহ।
যে স্নেহে রক্ষিতে পার যেথা মাতৃ গেহ॥
তোমার চরণে আমি করি প্রণিপাত।
মাতৃস্নেহ লভি যেন কর আশীর্বাদ॥
পরদিন সুপ্রভাত তাহে নববলে।
সামান্য আহার করি চলিল সকলে॥
আনন্দেতে যান সবে তারকের ধাম।
মায়ে-ঝিয়ে খুঁটিনাটি চলে অবিরাম॥
ক্ষেতেতে কলাই শুঁটি হেরিয়া সম্মুখে।
বাগ্দীমাতা তুলি দেয় সারদার মুখে॥
নিতান্ত বালিকা সম সারদা-জননী।
আনন্দে করেন সেবা এখনি তখনি॥
এই ভাবে ক্রমে ক্রমে বেলা দ্বিপ্রহর।
সকলে হাজির যেথা তারক ঈশ্বর॥
বাগ্দীমাতা সবিনয়ে কন পতি পাশে।
পূজা তরে যাও ত্বরা বাবার সকাশে॥
কাল হতে মেয়ে মোর খায় নাই কিছু।
কত কষ্টে আসিয়াছে মোর পিছু পিছু॥
পূজার পরেতে তুমি আন ত্বরা করি।
চাল ডাল আর মাছ তরি তরকারি॥
মেয়ের বিশুষ্ক মুখ হেরিয়া নয়নে।
দুঃখেতে ফাটিছে বুক কত কষ্ট মনে॥
রান্না বান্না শেষ হয় অতীব ত্বরিতে।
সারদা করেন সেবা হরষিত চিতে॥
বিশ্রাম করেন যবে সারদা ঈশ্বরী।
পূর্বেকার যাত্রীদল আসে তড়ি ঘড়ি॥
সারদারে দেখি সবে আনন্দিত মন।
জিজ্ঞাসেন জননীরে পূর্বের কথন॥
বুকভরা গর্ব লয়ে কহেন জননী।
বাগ্দী যুগলের কথা অপূর্ব কাহিনী॥
দোঁহে মোর পিতামাতা রাখি পক্ষপুটে।
সযত্নে করিল রক্ষা ক্লান্তি যায় টুটে॥
শুনে বাগ্দী পিতামাতা ভাসে আঁখি জলে
সারদাও মোছে আঁখি বসন অঞ্চলে॥
পুনরায় যাত্রীদল যাত্রা করে শুরু।
বাগ্দী পিতামাতা কাঁদে, হৃদি দুরু দুরু॥
কাঁদিতে কাঁদিতে চলে সারদার পিছু।
বৎস পিছে গাভী যথা নাহি ভাবে কিছু॥
কলায়ের শুঁটি তুলি বাগ্দী মাতা আনে।
সারদার খুঁটে বাঁধি দেয় যে যতনে॥

কাঁদ কাঁদ মুখে বলে মোর সারু মেয়ে।
পথেতে খাইবি মুড়ি এই শাঁটি দিয়ে॥
চলে আর কাঁদে শুধু যায় পিছে পিছে।
সার মাত্র মাতৃস্নেহ আর সব মিছে॥
বাগ্দীবাবা চলে পিছে সজল নয়নে।
গুমরি গুমরি কাঁদে কোন ভাষা বিনে॥
সারদারে লক্ষ্য করি বলে জোড় হাতে।
বেড়ী হয়ে বাগ্দিনী রহে মোর সাথে॥
তা না হলে চলিতাম জামাইয়ের কাছে।
তোমারে রাখিয়া সেথা আসিতাম পিছে॥
অচিরেই যাব আমি তোমারে দেখিতে।
জামাতারে দেখিবার বড় সাধ চিতে॥
কৃপা করি পরাইলে স্নেহের শিকলি।
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ আকুলি বিকুলি॥
অবশেষে দু'দলের দুই দিকে পথ।
ওঁহাদের ডান দিকে, মা'র অন্য পথ॥
ক্রমে ক্রমে সারদ-মা যান ধীরে ধীরে।
বাগ্দী পিতামাতা স্থির ভাসে অশ্রু নীরে॥
অনিমেখে চেয়ে থাকে আঁখি দুটি তুলি।
যে পথে হাঁটিয়া চলে পরাণ পুতলি॥
সারদাও বারবার চাহি পিছু পানে।
থেকে থেকে মুছে চোখ স্নেহের বয়ানে॥
ক্রমে ক্রমে ব্যবধান আরো বেড়ে যায়।
পরাণ পুতলিরে আর দেখিতে না পায়॥
বাগ্দী পিতা মাতা তবে উদাস নয়নে।
ফিরিলেন ধীরে ধীরে শূন্য গৃহ পানে॥
কিছুদিন পর আসে বাগ্দী পিতামাতা।
দক্ষিণ শহরে যেথা কন্যা ও জামাতা॥
সাথে আনে পিঠাপুলি নারিকেল নাড়ু।
খাইবে জামাতা আর স্নেহময়ী সারু॥
প্রণমিলা প্রভুদেবে জামাতার রূপে।
কিবা রঙ্গ কিবা লীলা দেখ চুপে চুপে॥
বিশ্বের আকর যিনি বিশ্বের বিধাতা।
নরলীলা মাঝে তিনি বাগ্দীর জামাতা

জামাতার মত প্রভু করি আচরণ।
তোষেণ দোঁহারে নিজে হরষিত মন॥
নরলীলা শ্রেষ্ঠ লীলা এই মত ভণে।
অনন্ত যেথায় সান্ত স্নেহ পরশনে॥
তারপরে পিতামাতা সারদার পাশে।
কত কথা কয় আর আঁখি জলে ভাসে॥
মুখ পানে চেয়ে থাকে দেখা নহে শেষ।
জগম্মাতা যেথা ধরে দুহিতার বেশ॥
সারদা শুধান দোঁহে পুলকিত মনে।
এত স্নেহ কর মোরে কিসের কারণে॥
জোড় হাতে কহিলেন বাগ্দী পিতামাতা।
তুমি ত' সামান্য নও, তুমি কালীমাতা॥
কালীরূপে দেখেছিনু চোখের নিমেষে।
পরক্ষণে দেখা দিলে সারদার বেশে॥
পাপী তাপী বলে মোরা আর নাহি হেরি।
বদ্ধ মোরা মায়াপাশে হাতে পায়ে বেড়ী॥
কন্যারূপে করো কৃপা বুড়া বাপ মায়ে।
অন্তিমেতে দিও স্থান রেখো স্নেহচ্ছায়ে॥
কি টানেতে মুগ্ধ হয় বাগ্দী-যুগল।
ডাকাতেরো হৃদি যেথা হইল বিকল॥
এ টান মায়ের টান বেদ বিধি ছাড়া।
যে টানে মানুষ হয় পাগলের পারা॥
আন কিছু নাহি চায় আন কিছু মানে।
মুখে শুধু মা, মা বুলি অন্তরের টানে॥
এ টানে পাষাণ ফাটি বের হয় জল।
শুষ্ক বৃক্ষ মঞ্জরিত ধরে কত ফল॥
এই টানে মরুভূমি মরু নাহি রয়।
শ্যামলে বিমল শোভা মরূদ্যান হয়॥
পাতকী অন্তর জানি পাষাণ হৃদয়।
মায়ের টানেতে তাও বিগলিত হয়॥
মাতৃস্নেহে শুচি স্নিগ্ধ হয় তনুমন।
মায়ের স্নেহেতে পায় মায়ের চরণ॥
মা-মা বলে ডাক মন, তোল মাতৃধ্বনি।
স্বর্গাদপি বরীয়সী সারদা-জননী॥

সারদা পুঁথির কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পঠনে স্নিগ্ধ হয় মন প্রাণ॥
জননীর লীলা কথা হয় যেইস্থানে।
প্রভু রামকৃষ্ণ সদা রন সেইস্থানে॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা সবে লভিতে অপার।
'হরি রামকৃষ্ণ' জোরে বল তিনবার॥

শ্রীশ্রীসারদা পুঁথি

ভক্তজননী (১)

জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন।
লীলার প্রকটহেতু মর্তে আগমন॥

জয় জয় বিশ্বমাতা ব্রহ্মসনাতনী।
জয় জয় শ্যামাসুতা সারদা-জননী॥
সন্তানের পাপ-তাপ যত কাদা ধূলি।
মুছিয়া স্নেহের করে নাও কোলে তুলি॥

জয় জয় সত্যানন্দ, প্রেমানন্দময়।
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয়॥
প্রেমের মূরতি তুমি, তুমি মোর সার।
তোমার চরণে রাজে অনন্ত সংসার॥

তুমি যারে কৃপা কর কে নাশিবে তারে!
তোমার কৃপাই সার বিশ্বচরাচরে॥

বিশ্বেশ্বরানন্দ নামে সন্ন্যাসী সন্তান।
জয়রামবাটীধামে দীক্ষা নিতে যান॥
মায়ের লভিয়া কৃপা, তার কিছু পরে।
খাইতে বসিল পুত্র ঘরের ভিতরে॥
সন্তানে খাইতে দিয়া সারদা জননী।
নিজেও আহারে সেথা বসিলেন তিনি॥
মাঝে মাঝে সারদা-মা নিজ পাত্র হতে।
সন্তানে প্রসাদ দেন স্নেহ যুত চিতে॥
নানারূপ কথাবার্তা হয় মায়ে পোয়ে।
মাতৃস্নেহ পূর্ণ করে সন্তান হৃদয়ে॥
আহার হইলে শেষ সন্ন্যাসী সন্তান।
উচ্ছিষ্ট বাসন তাঁর তুলিবারে যান॥
উচ্ছিষ্ট সরাতে মাতা করিয়া বারণ।
নিজেই বাসনগুলি করেন ধারণ॥
সন্তান সশঙ্ক চিত্তে জননীরে কন,।
উচ্ছিষ্ট বাসন কেন করিবে গ্রহণ॥
আশ্রিত সন্তান আমি, তুমি মোর গুরু।
অকল্যাণ আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু॥
স্নেহঝরা হাসি হেসে কন জগন্মাতা।
স্নেহের সন্তান তুমি, আমি তব মাতা॥

ছেলের উচ্ছিষ্ট যদি তার মাতা লয়।
কখনো কি অকল্যাণ তাহা হতে হয়॥
শিশুরা মায়ের কোল কত নোংরা করে।
পরিষ্কার করে মাতা সস্নেহ অন্তরে॥
তোমাদের কতটুকু পারি করিবারে।
দেবের দুর্লভ ধন তোমরা সংসারে॥
জয়রামবাটীধামে আহারের পরে।
ভক্তেরা উচ্ছিষ্ট পাতা যায় তুলিবারে॥
'তুলিবার লোক আছে' বলিয়া জননী।
সবারে বারণ নিত্য করিতেন তিনি॥
অনন্তর সারদা-মা এঁটো পাতাগুলি।
নিজেই স্নেহের বশে লইতেন তুলি॥
পাতাগুলি তোলা হলে সারদা-জননী।
এঁটো স্থান পরিষ্কার করিতেন তিনি॥
আত্মীয়রা এই কাজে নাহি দেয় যোগ।
উপরন্তু মা'র তরে করে অনুযোগ॥
তাহাদের গুরু তুমি, বামুনের মেয়ে।
উচ্ছিষ্ট তাদের তোল, মোরা মরি ভয়ে॥
তোমার যাইবে জাতি, মোদের প্রত্যয়।
ভক্তদেরো অমঙ্গল হইবে নিশ্চয়॥

মধুক্ষরা হাসি হেসে স্নেহ সুরধুনী।
কহিলেন তাহাদের সারদা-জননী ॥
আমি যে তাদের মা, মোর ছেলে তারা।
পুত্র সেবা তরে নিত্য মাতা আত্মহারা ॥

ছত্রিশ ঘুচিয়া এক

'সবাই সন্তান মোর'—মায়ের প্রতীতি।
এঁটোস্থান পরিষ্কার চলে যথারীতি ॥
একদিন নলিনীদি আসি সেইখানে।
সরোষ কণ্ঠেতে কন জননীর পানে ॥
বড়ই ঘেন্নার কাজ, আতঙ্কিতা আমি।
ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়াতেছ তুমি ॥
শুনিয়া জননী কন স্নেহ যুত চিতে।
ছত্রিশ সংখ্যাটি তুই পেলি কোথা হতে?
সবাই সন্তান মোর সবাই আমার।
স্নেহধারারূপে আমি মাতা সবাকার ॥
মোর পুত্ররূপে সব হয় এক জাতি।
তাহাদের সাথে শুধু স্নেহের বেসাতি ॥
দেখ মন আঁখি খুলে মার স্নেহধারা।
বিশ্বগ্রাসী মাতৃস্নেহ অমর্ত্যের ধারা ॥
উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ জাতি সবাকার।
জলে জল মিশি যেন জলে জলাকার ॥
জননীর স্নেহে পূর্ণ সকল সন্তান।
তাদের অন্তরে বাজে মা'র ঐক্যতান ॥
এক সুর, এক গান, এক তান লয়।
ছত্রিশ ঘুচিয়া শুধু এক জেগে রয় ॥
গুরু শিষ্য ভেদাভেদ তাও ধায় চলে।
সন্তানেরা বাঁধা থাকে স্নেহের অঞ্চলে ॥
পুত্র সুখে মা'র সুখ, পুত্র দুখে দুখ।
পুত্রের কল্যাণে মাতা সতত উন্মুখ ॥
মায়ের স্নেহের গাথা থাকে অগণন।
আরেক গাথার এবে দিব বিবরণ ॥
সেইকালে জাতিভেদ ভীষণ আকারে।
পাড়াগাঁয়ে থাকে নিত্য বিভিন্ন প্রকারে ॥
উচ্চ-নীচ বর্ণরূপে থাকে ভেদাভেদ।
বিভিন্ন জাতিরো মাঝে বিরাজে প্রভেদ ॥
উচ্চ বর্ণরূপে তবে ব্রাহ্মণের দল।
যুগীদের ঘৃণাস্পদ ভাবে অবিরল ॥
যুগীরাও সেইমতি অভ্যাস প্রভাবে।
নিজেদের ছোট ভাবি থাকে সেইভাবে ॥

যুগী সম্প্রদায়ভুক্ত পীতাম্বর নামে।
মায়ের সন্তান এক আসে মাতৃধামে ॥
সমাজ প্রভাব তাহে অভ্যস্ত আচারে।
সকলের সাথে ভক্ত না বসে আহারে ॥
তাহা হেরি গৌরী-মা কহেন সস্নেহে।
সকলেই এক জেনো যবে গুরু গৃহে ॥
পরদিন জননীও কন পীতাম্বরে।
কোনই সঙ্কোচ তুমি না করো অন্তরে ॥
যুগী বলে হও ছোট না ভেবো কখন।
তোমরা সকলে হও ঠাকুরের গণ ॥
জাত পাঁত কোন কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রে।
তোমারে দিয়েছি মন্ত্র আমি স্নেহ ভরে ॥
তাহাতেই বুঝে নাও আপন অন্তরে।
রহিয়াছ তুমি হেথা আপনার ঘরে ॥
পাড়াগাঁয়ে জানি আছে সামাজিক বাধা।
শঙ্কা নাহি করে থেকো মাতৃসুরে সাধা ॥
গায়ে পড়ে নাহি দিও তব পরিচয়।
মোর পুত্ররূপে থেকো সকল সময় ॥
জাত-পাঁত ভেদাভেদ নাহি থাকে কভু।
যেখানে সবার হৃদে বিরাজিত প্রভু ॥
তোমরা সকলে হও আমার সন্তান।
মা'র কাছে সন্তানেরা সকলে সমান ॥
সমাজের ব্যাধিরূপে জাতিভেদ প্রথা।
হিন্দুর সমাজে আনে কত আবিলতা ॥
নিজেরে ভাবিয়া বড় অন্যে হলে ঘৃণা।
অন্যের হৃদয়ে তাহে বাড়ায় যন্ত্রণা ॥
অন্তরে যন্ত্রণা যদি রয় অনুক্ষণ।
বিষাক্ত থাকিবে তবে সবাকার মন ॥
পরস্পরে না থাকিলে প্রেম ভালবাসা।
ঘৃণা, দ্বেষ, অবিশ্বাস বাড়াবে দুর্দশা ॥
সমাজের অগ্রগতি নাহি হয় কিছু।
নানারূপ আধি-ব্যাধি জোটে পিছু পিছু ॥
সমাজের দেহে ব্যাধি, সৃষ্টি করে ত্রাস।
সমগ্র জাতির ভাগ্যে আনে সর্বনাশ ॥
ভাবিতে আশ্চর্য লাগে কোন্ শক্তি বলে।
সমাজের ব্যাধি মাতা তাড়ান সবলে ॥
মায়ের স্নেহেই থাকে সেই শক্তি বল।
স্নেহ সুধা দিয়ে সুস্থ করে অবিরল ॥
শারদীয়া পূজাকালে জননী সারদা।
জয়রামবাটীধামে থাকেন একদা ॥

সেইকালে সন্তানেরা মহাষ্টমী দিনে।
পুষ্পের অঞ্জলি দেয় মায়ের চরণে ॥
হেনকালে সারদা-মা দেখেন বাহিরে।
ম্লানমুখে পুত্র এক রয় নত শিরে ॥
জননীর প্রশ্নোত্তরে কহিল সন্তান।
বাগ্দী বলে হেথা আমি করি অবস্থান ॥
জননী কহেন তবে স্নেহঝরা স্বরে।
পুষ্পাঞ্জলি দাও তুমি আসিয়া ভিতরে ॥
সবার জননী আমি বিশ্ব-চরাচরে।
সকলের তরে স্নেহ আমার অন্তরে ॥
ছেলেটিও মা'র পদে কৃতার্থ হৃদয়ে।
পুষ্পের অঞ্জলি দেয় উষ্ণ অশ্রু দিয়ে ॥
দীনহীন ছেলেটিও বুঝিল অন্তরে।
মাতৃরূপে সারদা-মা আছে তার তরে ॥
এসেছিল ম্লানমুখে লয়ে শুষ্ক প্রাণ।
মাতৃস্নেহে পূর্ণ হয়ে করিল প্রস্থান ॥
এ স্নেহের তল নাই নাই পারাবার।
অনন্ত অসীম এ যে বিশ্বের মাঝার ॥

কোয়ালপাড়ায় তবে আছেন জননী।
তাঁর সাথে যোগমায়া দিদি রাধারাণী ॥
জগদম্বা আশ্রমেতে রান্নাবান্না তরে।
ব্রাহ্মণ মহিলা কাজ করে নিষ্ঠাভরে ॥
দৈবক্রমে মহিলাটি একদা সন্ধ্যায়।
নাহি আসে আশ্রমেতে কোয়ালপাড়ায় ॥
নামেতে সুশীলা দত্ত, বারুজীবি জাতি।
মায়ের দীক্ষিতা কন্যা, খুব ভক্তিমতী ॥
সুশীলা সমেত সেথা আরো ভক্ত মেয়ে।
তৈয়ারী করিল রুটি সভক্তি হৃদয়ে ॥
মা'র পদে সকলের ভক্তি ভরা মন।
কেহই তাহারা কিন্তু নহেক ব্রাহ্মণ ॥
সেইহেতু কে রাঁধিবে তরি-তরকারী।
সমস্যার রূপে তাহা দেখা দেয় ভারী ॥
সুশীলা তখন পুছে মায়ের চরণে,।
আমি কি রাঁধিব সব্জী তোমার কারণে ?
জননী শুনিয়া তবে কন স্নেহভরে।
তোমরা আমার মেয়ে বাঁধা স্নেহডোরে ॥
তোমরাই কর রান্না প্রভুনাম লয়ে।
নিশ্চয় খাইব আমি সতৃপ্ত হৃদয়ে ॥
জননীর স্নেহবাক্য করিয়া শ্রবণ।
আনন্দে সুশীলা করে অশ্রু বরিষণ ॥

সেথা তবে আছিলেন কেদার-জননী।
সব শুনি জননীরে কহিলেন তিনি, ॥
মোদের ঠাকুর জানি ছিলেন সন্ন্যাসী, ।
তুমি ত' গৃহীর রূপে থাক দিবানিশি ॥
বামুনের কন্যা হয়ে, আমি ভাবি মনে।
শূদ্র হাতে রান্না তুমি খাইবে কেমনে ?
সুশীলারে ডাকি মাতা কহেন সেথায়, ।
কিছুই যাবে না করা এদের জ্বালায় ॥
কন্যাহাতে রান্না খাওয়া এদের বারণ।
বুঝি নাকো জাত পাঁত ধরণ ধারণ ॥
মায়ে ঝিয়ে যেথা নিত্য অন্তরের টান।
বাহ্যিক আচার সেথা সৃজে ব্যবধান ॥
তুমি মোর স্নেহে বাঁধা আদরিনী মেয়ে।
এর তরে দুঃখ নাহি করিও হৃদয়ে ॥
ঠাকুর করেন যদি সুযোগ প্রদান।
তখন করিব আমি এর সমাধান ॥
মায়ের সস্নেহ বাক্য করিয়া শ্রবণ।
অশ্রু দিয়ে সিক্ত করে জননী চরণ ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে কন্যা বলে করজোড়ে, ।
কত স্নেহ, কত কৃপা, রাখ মোর তরে ॥
খাইবে আমার হাতে হইলে সময়।
তাহাতেই পরিপূর্ণ আমার হৃদয় ॥
আমি হই দীনহীনা কন্যা অভাগিনী।
তবুও আমার তরে রয়েছ জননী ॥
তোমার চরণে আজি এই ভিক্ষা চাই।
তোমার চরণে যেন লভি সদা ঠাঁই ॥

সুযোগ সুবিধা মত আরেক সময়ে।
শূদ্র হাতে রান্না মাতা খান তৃপ্ত হয়ে ॥
নামেতে সরযূবালা জনৈকা মহিলা।
তাঁর সাথে জননীর বহু দিব্য লীলা ॥
বৈদ্যবংশ জাতা তিনি ভক্তির আধার।
মায়ের চরণ তাঁর জীবনের সার ॥
জননী থাকেন তবে যেথা উদ্বোধন।
মহিলাটি প্রায় সেথা করেন গমন ॥
একদিন মহিলাটি কন ভক্তিভরে, ।
তোমারে খাওয়াতে মাগো বড় ইচ্ছা করে
রান্না করে যদি কিছু করি আনয়ন।
কৃপায় তুমি কি তাহা করিবে গ্রহণ ?
জননী কহেন তবে, তুমি মোর মেয়ে।
তোমার হাতের রান্না খাব তৃপ্ত হয়ে ॥

আমি ত' অসুস্থ জানো কিছুদিন ধরে।
সেই হেতু এনো সব অল্প স্বল্প করে॥
জননীর সেবা কার্যে মহিলা উন্মুখ।
মার ইচ্ছা শুনে তাঁর ভরে যায় বুক॥
ভক্তি ভাবে শুদ্ধ চিত্তে অতি যত্ন করে।
বিবিধ খাবার তৈরী করে মা'র তরে॥
নানারূপ পিঠাগুলি ডাল তরকারি।
মা'র তরে রান্না করে আনে যত্ন করি॥
জননীও কন্যা হতে সতৃপ্ত অন্তরে।
সবকিছু খাইলেন অল্প অল্প করে॥
জননীর ভ্রাতুষ্পুত্রী নামেতে নলিনী।
শুচিবাইগ্রস্তা তিনি দিবস যামিনী॥
তিনিও সকল দ্রব্য খাইবার পরে।
জননীরে কহিলেন বিস্মিত অন্তরে,॥
আমি ত' কাহারো রান্না খেতে নাহি পারি।
এর রান্না খেয়ে কিন্তু তৃপ্তি হল ভারী॥
শুনিয়া সকল কথা জননী হৃদয়।
মেয়ের গরবে তাহা পরিপূর্ণ হয়॥
জাত পাঁত ব্যবধান সব যায় দূরে।
স্নেহ সুর বাজে যেথা জননী অন্তরে॥
একদিন ঘটে এক মজার ঘটনা।
পুঁথিতে তাহাই এবে করিব বর্ণনা॥
আশুতোষ মিত্র নামে মায়ের সন্তান।
একান্ত সেবকরূপে থাকে বিদ্যমান॥
সন্ন্যাসী সারদা হয় তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
বড়ই করেন স্নেহ তাকে জগন্মাতা॥
জননী আছেন যবে উদ্বোধন গৃহে।
বসন্তের আক্রমণ হয় মা'র দেহে॥
ক্রমে ক্রমে ঠাকুরের অসীম কৃপায়।
মা'র দেহ হতে রোগ দূরে সরে যায়॥
সারিয়া গিয়াছে রোগ তবু সে সময়।
জননীকে অন্ন পথ্য দেওয়া নাহি হয়॥
অসুখে ভুগিয়া মা'র মুখে নাহি স্বাদ।
সকল পথ্যেতে তাঁর লাগিছে বিস্বাদ॥
আশুরে কহেন তবে মাতা ধীরে ধীরে,।
ডাঁটার চচ্চড়ি খেতে বড় ইচ্ছা করে॥
পাচকের কাছ হতে আন বুদ্ধি করে।
যাহাতে কেহই তাহা জানিতে না পারে॥
মায়ের বাহন আশু অতি তাড়াতাড়ি।
পাচকের কাছ হতে আনিল চচ্চড়ি॥
শালপাতা 'পরে তাহা রাখি যত্ন করে।
জননীরে খেতে আশু দেয় ভক্তি ভরে॥
চিবানো হয়েছে ডাঁটা দুই চারিখান।
অকস্মাৎ গোলাপ-মা সেথা এসে যান॥
তাঁহারে দেখিয়া আশু দিশাহারা হয়ে।
ডাঁটার ছিবড়াগুলি ফেলিলেন খেয়ে॥
মায়ের মুখের মধ্যে বাকি ডাঁটাগুলি।
খাইতে ছিলেন মাতা বদন সঞ্চালি॥
গোলাপ চতুর বড়, দৃষ্টিতে প্রখরা।
সারদা-মা হাতে-নাতে পড়িলেন ধরা॥
সজোরে গোলাপ তবে কন জননীরে।
নাড়িছে বদন তব কেন ধীরে ধীরে?॥
কাঁচু মাচু করে তবে বলেন জননী,।
খাইতেছি ডাঁটা আমি দুই চারিখানি॥
গোলাপ-মা কন তবে সক্ষোভ অন্তরে।
বড়ই স্তম্ভিত, মাগো, তোমার আচারে॥
ভাতে ছোঁয়া ডাঁটাগুলি আমার প্রত্যয়।
বদের ঢিপিটা আশু এনেছে নিশ্চয়॥
শূদ্র হয়ে আশু ডাঁটা করে আনয়ন।
ব্রাহ্মণ হয়েও তাহা করিলে ভক্ষণ॥
জননী বলেন তবে, কর প্রণিধান।
আশু মোর ভক্ত ছেলে, আমার সন্তান॥
সন্তানের হাতে খেলে জাত চলে যায়।
এমন আশ্চর্য কথা কভু শুনি নাই॥
আমার সন্তান সবে জেনো বিলক্ষণ।
ব্রাহ্মণেরো বাড়া, তারা ঠাকুরের গণ॥
শুনিয়া সকল কথা মা'র সহচরী।
মা'র কাছে ক্ষমা চায় হাত জোড় করি॥
ভক্তিমতী গোলাপ-মা জননীর মত।
মায়ের কল্যাণে তিনি থাকেন নিরত॥
বাহিরে কঠোর কিন্তু অন্তরে কোমল।
হৃদয়ে মায়ের চিন্তা জাগে অবিরল॥
ডাঁটার ছিবড়া আরো যাহা ছিল পড়ে।
গোলাপ খাইল তাহা সভক্তি অন্তরে॥
মায়ের সন্তান যাঁরা ঠাকুরের গণ।
রামকৃষ্ণ গোত্র নিয়ে করেন ভ্রমণ॥
ভক্তদের ব্রাহ্মণত্ব করিয়া স্বীকার।
অন্নভোগ নিবেদনে দেন অধিকার॥
শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণেরা নিজ বর্ণ গুণে।
অন্নভোগ দিতে পারে দেবদেবীগণে॥

ভক্তিমান হইলেও শাস্ত্রের বিধানে।
অযোগ্য থাকেন শূদ্র অন্নভোগ দানে॥
কিন্তু দেখ পুত্র তরে মায়ের বিধান।
ব্রাহ্মণের অধিকার করেন প্রদান॥
যে কেউ করিলে ইচ্ছা সভক্তি অন্তরে।
শ্রীপ্রভুরে অন্নভোগ ভক্ত দিতে পারে॥
জননী কহেন সবে ভাবের আবেশে,।
ঠাকুর খাবেন যাহা দেবে ভালবেসে॥
যে ভাবে খাওয়াতে ইচ্ছা জাগিবে অন্তরে।
ভালবেসে সেই ভাবে দানিবে ঠাকুরে॥
ভক্ত হাতে শ্রীঠাকুর যদি নাহি খান।
কোথায় খাবেন তবে প্রভু ভগবান?
সত্যযুগে সকলেই আছিল ব্রাহ্মণ।
যাগ যজ্ঞ পূজা ধ্যানে থাকিত মগন॥
যুগ অবতার রূপে প্রভু আগমনে।
সত্যযুগ পুনরায় এসেছে ভুবনে॥
তনয়া সরলাদেবী বাল্যকাল হতে।
মায়ের করেন সেবা ভক্তি যুত চিতে॥
পরবর্তী কালে তিনি সন্ন্যাসিনী রূপে।
সারদা মাঠেতে রন অধ্যক্ষা স্বরূপে॥
সারদা মঠের স্থিতি দক্ষিণ শহরে।
যেথায় প্রভুর লীলা হয় কৃপা ভরে॥
একদিন সারদা-মা কহিলেন তাঁরে।
ঠাকুরের ভোগ আজি দাও ভক্তি ভরে॥
সরলা কহেন তবে, করি জোড় পাণি।
ঠাকুরের ভোগ মন্ত্র আমি নাহি জানি॥
নাহি জানি মন্ত্র তন্ত্র আচার বিচার।
কি ভাবেতে ভোগ দিব প্রভুরে আমার॥
জননী কহেন তবে, তুমি ভক্ত মেয়ে।
নিবেদিবে সবকিছু ইষ্ট মন্ত্র দিয়ে॥
প্রভুকে ভাবিয়া ঠিক আপনার জন।
'এস, বস, খাও' বলে করো আবাহন॥
এই সব বলে তুমি ভেবো মনে মনে।
ঠাকুর নিচ্ছেন ভোগ বসিয়া আসনে॥
যারা হয় ঠিক ঠিক আপনার জন।
মন্ত্র তন্ত্র সেথা নাহি ধরে প্রয়োজন॥
আপনারো হতে তিনি আপনার জন।
তাঁর তরে ভালবাসা শুধু প্রয়োজন॥
মন দেখ কত বড় অন্তরের কথা।
মর্ত্যের মাটিতে নামে স্বর্গের দেবতা॥
আরো দেখ বর্ণে বর্ণে নাহিক বিভেদ।
মা'র কাছে সন্তানেরা সকলে অভেদ॥

নাড়ির টান

মায়ের নাড়ির টান সন্তানের তরে।
চিরন্তন হয়ে থাকে যুগ যুগ ধরে॥
শারদীয়া দুর্গাপূজা গিরিশ-ভবনে।
জননীও এসেছেন তাঁর আবাহনে॥
সারদা-মা রন তবে সস্নেহ হৃদয়ে।
নিত্য ভক্ত বলরাম তাঁহার আলয়ে॥
স্নেহধন্য আশুতোষ মায়ের বাহন।
জননীর সাথে তাঁরও হয় আগমন॥
সন্ন্যাসী সারদানন্দ মা'র সেবা ত'রে।
তিনিও থাকেন তবে বলরাম ঘরে॥
হেনকালে সবে যেথা আনন্দিত মনে।
আশুতোষ থাকে সেথা বিরস বদনে॥
দৈবের বিধানে জ্বর তাঁহার শরীরে।
ডাক্তার বিপিন বাবু দেখেন তাঁহারে॥
ঔষধাদি দিয়ে দেন পথ্যের বিধান।
জ্বরের সময়ে যেন তিনি সাগু খান॥
সন্ন্যাসী সারদানন্দ হয়ে নিষ্ঠাবান।
পালিবারে চান সদা ডাক্তারি বিধান॥
সাগু পথ্য আশু কিন্তু খেতে নাহি পারে।
সেই হেতু ভক্তবর থাকে অনাহারে॥
প্রহরীর রূপে সদা শরৎ বিহারী।
তার কাছে চলে নাকো কোন জারি জুরি॥
প্রবল ক্ষুধায় তাঁর জ্বলিছে জঠর।
নিরুপায়ে পড়ে থাকে শয্যার উপর॥
ক্ষুধার জ্বালায় সেথা ভাসি অশ্রুনীরে।
মনে মনে আশুতোষ ডাকে জননীরে॥
হেনকালে দেখ কিবা দৈবের বিধান।
দুপুরে সারদানন্দ খাইবারে যান॥
সেই ফাঁকে সারদা-মা পুত্র স্নেহ ভরে।
ফল মিষ্টি রাধু হাতে পাঠান সত্বরে॥
মহারাজ পুনঃ যবে থাকেন নিদ্রায়।
সেইকালে রাধু দিদি আসিল সেথায়॥
সাথে থাকে ফল মিষ্টি রুটি তরকারি।
গোগ্রাসে আশুও তাহা খায় তাড়াতাড়ি॥
রাত্রিতেও সেই ভাবে জুটিল আহার।
জননীর পুত্র স্নেহে নাহি পারাপার॥

ভাবিতে আশ্চর্য লাগে কি ভাবে জননী।
পুত্রের কষ্টের কথা জানিলেন তিনি ॥
বলরাম গৃহে মাতা রন অন্তঃপুরে।
অসুস্থ হইয়া পুত্র বাহিরের ঘরে ॥
জননীর সাথে নাহি থাকে যোগাযোগ।
প্রহরীরও তরে নষ্ট সকল সুযোগ ॥
তবু দেখ মহামায়া যোগমায়া সাথে।
আহার পৌঁছিয়ে দেন সন্তানের হাতে ॥
মায়ের নাড়ির টান মানে নাকো বাধা।
পুত্র তরে মাতৃ সুর থাকে নিত্য সাধা ॥

জয়রামবাটী হ'তে একদা দুপুরে।
কালীপদ যাইবেন কামারপুকুরে ॥
প্রভুস্থানে প্রণমিয়া অপরাহ্ন কালে।
কোয়ালপাড়ায় পুনঃ যাইবেন চলে ॥
যাত্রাকালে মা'র কাছে ভক্ত কয়জন।
সুপক্ক কাঁঠাল এক করে আনয়ন ॥
সারদা-মা তাহা হেরি কন দুঃখ করে।
পুত্র মোর অন্য স্থানে চলিল সত্বরে ॥
এমন সময়ে দেখ আসিল কাঁঠাল।
খাইবারে নাহি পেল আমার দুলাল ॥
মায়ের স্নেহের বাণী করিয়া শ্রবণ।
কামারপুকুরে পুত্র করিল গমন ॥
তীর্থকৃত্য শেষ করি সেদিন সন্ধ্যায়।
কালীপদ পৌঁছিলেন কোয়ালপাড়ায় ॥
পৌঁছিয়া দেখেন তিনি বিস্মিত অন্তরে।
কাঁঠাল রয়েছে সেথা সন্তানের তরে ॥
মাতৃধামে আছিলেন কেদার-জননী।
অপরাহ্নে সেথা হতে এসেছেন তিনি ॥
সারদা-মা মনে করে তাঁর হাতে দিয়ে।
দিয়েছেন সেই ফল সস্নেহ হৃদয়ে ॥
জননীর স্নেহ সুধা করিয়া স্মরণ।
আনন্দেতে পুত্র করে অশ্রু বরিষণ ॥

অক্ষয় কুমার সেন মায়ের সন্তান।
মাতৃপদে সমর্পিত ধন মন প্রাণ ॥
শ্রীপ্রভুর লীলাচিত্র রামকৃষ্ণ-পুঁথি।
ধরায় অধরা রূপে অমরার জ্যোতি ॥
মায়ের আশিস লভি মায়ের আদেশে।
অক্ষয় লিখেন তাহা ভক্তি পরবশে ॥
ময়নাপুরেতে তাঁর হয় বাসস্থান।
মাঝে মাঝে পায়ে হেঁটে মার কাছে যান ॥
নিজেই খাটেন খুব আপন বাগানে।
নানাবিধ শাকসব্জী হয় সেইখানে ॥
সেইসব শাকসব্জী মা'র সেবা তরে।
নিজেই লইয়া যান সভক্তি অন্তরে ॥
কখনো বা লোক দিয়ে মাতৃ সন্নিধানে।
বিবিধ দ্রব্যের ডালি পাঠান যতনে ॥
কোয়ালপাড়ায় যবে রন জগন্মাতা।
এক হাঁড়ি চিঁড়া তিনি পাঠালেন সেথা ॥
দুই একদিন পরে সারদা-জননী।
জয়রামবাটীধামে যাইলেন তিনি ॥
জনৈক সেবক তবে মাথায় করিয়া।
চিঁড়ার হাঁড়িটি সেথা আসেন রাখিয়া ॥
সপ্তাহ খানেক যবে হয় অবসান।
সে সেবক পুনরায় মা'র কাছে যান ॥
সন্তানে দেখিয়া মাতা কন স্নেহভরে।
সেদিন চলিয়া গেলে তাড়াতাড়ি করে ॥
বহিয়া আনিলে চিঁড়া কত কষ্ট সহে।
বিদায় লইলে তুমি চিঁড়া নাহি খেয়ে ॥
সেই হতে বহু কষ্ট জাগে মোর মনে।
তুলিয়া রেখেছি চিঁড়া তোমার কারণে ॥
তৃপ্তি ভরে চিঁড়া এবে করহ আহার।
তবেই হইবে তৃপ্ত হৃদয় আমার ॥
সন্তান হইলে তৃপ্ত মার তৃপ্তি বাড়ে।
তাহার কল্যাণে মাতা নিত্য চরাচরে ॥

নামেতে সুরেন্দ্র নাথ উপাধিতে রায়।
পিতা মাতা মারা যান শৈশব বেলায় ॥
অনাথ দেখিয়া তার পিসা মহাশয়।
পালনের ভার নেন হইয়া সদয় ॥
কথামৃত-পাঠ আর ভক্ত সঙ্গ করে।
প্রভু পদে ভালবাসা জাগিল অন্তরে ॥
বরিশাল স্থান হতে কলিকাতা এসে।
ডাক্তারির পাঠ তিনি নেন কায়ক্লেশে ॥
কুড়ি বা একুশ তবে বয়স তাঁহার।
হ্যারিসন রোডে তাঁর আহার বিহার ॥
জানিতে পারিয়া তবে জননীর কথা।
একদা দেখিতে যান লয়ে ব্যাকুলতা ॥
পিতৃমাতৃহারা পুত্র প্রথম দর্শনে।
কাঁদিয়া আকুল হয় স্নেহ পরশনে ॥
আপন সন্তান রূপে জননী সারদা।
স্নেহ পুটে তারে রক্ষা করেন সর্বদা ॥

কলিকাতাধামে মাতা থাকেন যখন।
সপ্তাহে সপ্তাহে পুত্র করেন গমন॥
হ্যারিসন রোড হতে অর্থের অভাবে।
পায়ে হেঁটে যান তিনি পুত্রের স্বভাবে॥
গ্রীষ্মকালে ক্লান্ত হয়ে একদা সন্তান।
ঘর্মাক্ত শরীর লয়ে মা'র কাছে যান॥
সন্তানে দেখিয়া ক্লান্ত গ্রীষ্মের দুপুরে।
পাখা লয়ে নিজে মাতা দেন হাওয়া করে॥
পুত্রের নিষেধ বাক্য গ্রাহ্য নাহি করে।
পাখা করে যান মাতা সস্নেহ অন্তরে॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া সারদা-জননী।
পুত্রের কল্যাণে নিত্য স্নেহ সুরধুনী॥
পুত্র দুখে পান দুখ পুত্র সুখে সুখ।
পুত্রের কল্যাণে মাতা সতত উন্মুখ॥
সন্তানের আবদার, শতেক বাহানা।
জননী করেন সহ্য হয়ে স্নেহ-মনা॥
বিবিধ পুত্রের থাকে বিবিধ আচার।
মাতৃস্নেহে সবে কিন্তু হয় একাকার॥
সেই পুত্র একদিন বৈকাল বেলায়।
মায়ের আদর খেতে মার কাছে যায়॥
তাহারে দেখিয়া মাতা পুত্র স্নেহভারে।
প্রসাদের দুধ ভাত খেতে দেন তারে॥
মাতৃ স্নেহে পরিপূর্ণ ভাবে ভরা মন।
জননীরে সেই পুত্র কহিল তখন॥
না খাইয়ে দিলে তুমি আমি নাহি খাব।
জননী তোমার মত আর কোথা পাব?
সন্তানের এই মত শুনি আবদার।
পিঁড়ি পেতে খাওয়াইতে করেন যোগাড়॥
পুনরায় পুত্র কয় মাতৃ সন্নিধানে।
ঘোমটা মুখে খাওয়াইলে না খাব এখানে।
কি আর করেন মাতা উপায় না হেরি।
পুত্র ইচ্ছা মত কাজ কৈলা তাড়াতাড়ি॥
পুত্র কাছে জননীর চির পরাজয়।
আনন্দেই পূর্ণ তাহে জননী হৃদয়॥
সন্ন্যাসী অরূপানন্দ আশ্রিত সন্তান।
মাতৃপদে সমর্পিত দেহ মন প্রাণ॥
অতীব শৈশবে তিনি হন মাতৃহারা।
বাল্যকালে নাহি পান মাতৃ স্নেহধারা॥
খেলাধুলো অবসানে সন্ধ্যার প্রাক্কালে।
সব ছেলে বাড়ি ফেরে 'মা, মা' বলে॥

বয়সে নবীন তিনি বালক স্বভাব।
জাগিত হৃদয়ে বড় মায়ের অভাব॥
বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি সুকৃতির ফলে।
পৌঁছিলেন জননীর চরণ কমলে॥
জননী সারদা তবে স্নেহ পরবশে।
ভরালেন বক্ষ তাঁর মাতৃ সুধা রসে॥
মায়ের অভাব বোধ হয়ে গেল দূরে।
মাতৃ স্নেহে দেহ মন হল ভরপুর॥
এ যে মোর বিশ্বমাতা সারদা-জননী।
সকলের তরে নিত্য স্নেহ সুরধুনী॥
একদিন সেই পুত্র সভক্তি অন্তরে।
অন্তরের প্রশ্ন এক করে জননীরে॥
জগত মাঝারে যত জীব বিদ্যমান।
সকলেই হয় কি মা তোমার সন্তান?
মধুক্ষরা কণ্ঠে কন সারদা-জননী।
আমি হই বিশ্বমাতা, বিশ্বের জননী॥
বিশ্ব চরাচরে যত জীব বিদ্যমান।
নির্বিশেষে সকলেই আমার সন্তান॥
চিরন্তনী মাতা আমি অসীমার রূপে।
জীব মাঝে জননীতে সীমার স্বরূপে॥
সর্বভূতে মাতৃরূপে মোর অধিষ্ঠান।
সেই ভাবে পালি আমি সকল সন্তান॥

জনৈক গৃহস্থ ভক্ত আসি উদ্বোধনে।
প্রণমিয়া নিবেদিল মায়ের চরণে॥
সংসারে অনেক দাগা পেয়েছি মা আমি।
সকলি ত জান মাগো তুমি অন্তর্যামী॥
জীবনে করেছি আমি অনেক কুকাজ।
তোমাকে বলিতে তাহা পাই আমি লাজ॥
তবু বেঁচে আছি শুধু তোমার দয়ায়।
গুরু ইষ্ট রূপে নিত্য রয়েছ সহায়॥
শ্রীহস্ত বুলায়ে দিয়ে সন্তানের শিরে,।
সারদা-মা কন তবে সস্নেহ অন্তরে,॥
মা'র কাছে পুত্র সদা থাকে পুত্র হ'য়ে।
স্নেহের আধার রূপে মায়ের হৃদয়ে॥
আমার সন্তান যদি করেও অন্যায়।
তবু জেনো নিত্য আমি থাকিব সহায়॥
প্রাণ ভরে আজি আমি করি আশীর্বাদ।
প্রভুর কৃপায় পাবে প্রভুর প্রসাদ॥
জননীর কৃপাধন্য সন্তান হৃদয়।
স্নেহের উত্তাপে তাহা বিগলিত হয়॥

মায়ের করুণা ভাবি হয় আত্মহারা।
হিয়ার আনন্দ স্ফুরে হয়ে অশ্রুধারা॥
কাঁদিতে কাঁদিতে তবে বলিলেন তিনি।
সীমাহীন দয়া তব পাই গো জননী॥
এত দয়া পাই তবু জানে মোর মন।
দুর্লভ তোমার দয়া অমূল্য রতন॥

মুকুলিত মাতৃস্নেহ

জননীর কৃপাধন্য সন্তানের দল।
আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় অবিরল॥
যখন তখন তারা আসে অবিরাম।
জননীর লীলাদেহে জোটেনা বিশ্রাম॥
বিবিধ ভক্তের রুচি বিবিধ রকম।
সকলি করেন সহ্য জননী স্বয়ং॥
তাহাদের পাপ তাপ মাতা নির্বিশেষে।
গ্রহণ করেন নিজে কৃপা পরবশে॥
তার ফলে জননীর লীলার শরীরে।
নানারূপ রোগ জ্বালা আসে ধীরে ধীরে॥
তাহা হেরি গোলাপ-মা করে অনুযোগ।
অকারণে কর মাগো কত রোগ ভোগ॥
যে কেহ আসিছে হেথা 'মা-মা' বলে।
সবারে নিতেছ তুমি স্নেহের অঞ্চলে॥
সঞ্চিত তাদের যত পাপের সম্ভার।
ঘটায় শরীরে তব রোগের সঞ্চার॥
গোলাপ-মায়েরে তবে বলেন জননী।
তুমি যাহা বল তাহা সত্য বলে জানি॥
মা—মা বলে ডাকিলেই সব যাই ভুলে।
পাপী তাপী সকলেরে নিই কোলে তুলে॥
ভুলে যাই রোগ জ্বালা দেহের আরাম।
পুত্র তরে মোর স্নেহ জাগে অবিরাম॥
মধুমাখা মা-মা ডাক শুনিবার তরে।
কৃপায় এসেছি আমি লীলার শরীরে॥
মোর তরে সন্তানেরা যদি শান্তি পায়।
তাহাতেই মোর তৃপ্তি জানিও সদাই॥
'মা—মা' বলে ডাকিলেই পাবে জননীরে।
আশ্বাসের বাণী শুনে ভাসি অশ্রুনীরে॥
হোক্‌না সে পাপী তাপী হোক্‌-না পতিতা।
সকলেরে কোলে তুলে নেন জগন্মাতা॥
দিবানিশি নিজ সুখে দিয়ে জলাঞ্জলি।
পুত্রে নিত্য স্নেহ দেন আকুলি-বিকুলি॥

মাতৃত্বের অধিকারে কেহ বাধা দিলে।
গ্রাহ্য না করেন মাতা শ্রীপ্রভুও হলে॥
জননী আছেন তবে দক্ষিণ শহরে।
নহবত বাড়ি মাঝে প্রভু সেবা তরে॥
প্রথমের দিকে যবে থাকেন জননী।
অতি অল্প ছিল তবে মায়ের সঙ্গিনী॥
কিছু কিছু ভক্ত মেয়ে কলিকাতা হতে।
প্রণাম করিতে মায়ে আসে নহবতে॥
জেলেনীরা বদ্ধ হয়ে মার স্নেহ জালে।
আসিয়া করিত গল্প তারা সেই কালে॥
সেইকালে বৃদ্ধা এক আন্তরিক টানে।
'মা—মা' বলে আসে নিত্য মাতৃ সন্নিধানে॥
অন্তরেতে 'মা—মা' বুলি, মুখে হরিনাম।
জননীর স্নেহ বৃদ্ধা পায় অবিরাম॥
যৌবনের কালে বৃদ্ধা আছিলা পতিতা।
তাহারেও পদে স্থান দেন জগন্মাতা॥
মা'র কাছে সেই বৃদ্ধা আসা যাওয়া করে।
জননীও কন কথা সস্নেহ অন্তরে॥
বৃদ্ধাটির পূর্বকথা করিয়া স্মরণ।
মা'র তরে চিন্তান্বিত ঠাকুরের মন॥
বৃদ্ধা সাথে কথাবার্তা আচার ঈদৃশ।
সংসারী লোকের চোখে লাগে বিসদৃশ॥
বৃদ্ধা আরও দিতে পারে বদ উপদেশ।
সেই হেতু প্রভু চিন্তা জাগিল অশেষ॥
অনন্তর জননীরে কন একদিন।
বুড়িটা এখানে কেন আসে প্রতিদিন॥
পূতিগন্ধময় ছিল অতীত তাহার।
মেলামেশা তাহে ভাল লাগেনা আমার॥
তাহা শুনি সারদা-মা কন ধীরে ধীরে।
এখন ত সেই বৃদ্ধা হরি নাম করে॥
'মা—মা' বলে মোরে বৃদ্ধা ডাকে অনুক্ষণ।
না দেখি আসাতে তার দোষের লক্ষণ॥
কন্যা যদি করে থাকে শতেক অন্যায়।
তবু তারে ত্যাগ করা শোভা নাহি পায়॥
অপরাধী কন্যারেও নেব বুক পাতি।
কন্যা সাথে মা'র শুধু স্নেহের বেসাতি॥
ঠাকুর বলেন তবে শুনি সব কথা।
শত হোক তবু বৃদ্ধা আছিল পতিতা॥
তার সাথে কথা বলা ঘৃণার বিষয়।
বৃদ্ধা সাথে মেলা মেশা মোর ইচ্ছা নয়॥

সাবধান বাণী প্রভু উচ্চারণ করি।
আপন মন্দিরে পুনঃ যাইলেন ফিরি॥
প্রভুর কথার মর্ম পরিপূর্ণ রূপে।
বুঝিলেন সারদা-মা আপন স্বরূপে॥
অনন্তর অন্তরেতে ভাবিলেন তিনি।
আমি হই বিশ্বমাতা, বিশ্বের জননী॥
কলুষিত ছিল জানি বৃদ্ধার জীবন।
তবুও নিয়েছে আজি আমার শরণ॥
নিরাশ্রয়া কন্যা যদি না লভে আশ্রয়।
মায়ের কলঙ্ক তাহে বাড়িবে নিশ্চয়॥
মন্দরে করিলে ত্যাগ মন্দ থেকে যায়।
মন্দও উত্তম হয় যদি স্নেহ পায়॥
শরণাগতারে আমি নাহি দিলে স্থান।
কন্যা তবে কিরূপেতে পাবে পরিত্রাণ॥
প্রভুর সেবিকা আমি, আমি তাঁর দাসী।
তারো বাড়া মোর হৃদে মাতৃ স্নেহ রাশি॥
মাতৃত্বের অধিকার করিলে হরণ।
কভু তাহা মেনে নাহি নেবে মোর মন॥
অনন্তর সেই বৃদ্ধা আসে যথারীতি।
দিনে দিনে মা'র পদে বাড়ে তার প্রীতি॥
সর্বগ্রাসী মাতৃত্বের দেখি অভিযান।
শ্রীঠাকুরও আনন্দেতে চুপ করে যান॥
বিকশিত মাতৃত্বের লভি পরিচয়।
স্বেচ্ছায় ঠাকুর মেনে নেন পরাজয়॥
আরো এক ঘটনার দিব বিবরণ।
যাহে জানা যাবে মা'র স্নেহ আচরণ॥
শ্রীঠাকুর যবে রন দক্ষিণ শহরে।
ভক্তগণ সেইকালে যাতায়াত করে॥
চরণ সরোজ মধু পিয়ে ভক্তদল।
অলিকুল সম তারা গুঞ্জে অবিরল॥
সাধ্যমত ভক্তগণ প্রভু সেবা তরে।
ফলমূল মিষ্টান্নাদি আনে ভক্তি করে॥
শ্রীঠাকুরও সেই সব লোক মারফতে।
পাঠাইয়া দিতেন নিত্য মা'র হেপাজতে॥
প্রভু তরে অগ্রভাগ যতনে রাখিয়া।
বাকি সব ফল মিষ্টি দেন বিলাইয়া॥
বালক-বালিকা যত আসে পাড়া হতে।
সকলে প্রসাদ পায় আনন্দিত চিতে॥
প্রভুভক্ত তাঁহারাও নাহি পড়ে বাদ।
মা'র হতে নানাবিধ লভেন প্রসাদ॥
স্ত্রী-ভক্ত যাহারা আসে মাতৃ-সন্নিধানে।
সকলেই তৃপ্ত হয় প্রসাদ ভক্ষনে॥
নিত্য নিত্য এই ধারা মাতৃ-আচরণ।
মুক্ত হস্তে সবকিছু চলে বিতরণ॥
শ্রীযুক্তা অঘোরমণি মহা ভাগ্যবতী।
প্রভুকে করেন স্নেহ, যেন যশোমতী॥
সেই হেতু তাঁর নাম গোপালের মাতা।
ভক্ত মাঝে সেই নামে তিনি পরিচিতা॥
একদিন সেই বৃদ্ধা সস্নেহ অন্তরে।
আসিলেন প্রভু কাছে দক্ষিণ শহরে॥
গোপালে আদর করা হলে সমাপন।
মা'র কাছে নহবতে করেন গমন॥
সেখানে দেখেন তিনি মাতা যথারীতি।
বিলাচ্ছেন ফলমূল মিষ্টান্ন প্রভৃতি॥
বিলাতে বিলাতে সব হয়ে গেল শেষ।
প্রভুর তরেও নাহি থাকে অবশেষ॥
তাহা হেরি বৃদ্ধা কন সক্ষোভ অন্তরে।
রাখিলেনা কিছু মোর গোপালের তরে॥
বড়ই আশ্চর্য বৌমা তোমার আচারে।
আমার গোপাল আজি রবে অনাহারে॥
সত্যিই আশ্চর্য কথা সাধারণভাবে।
পতিই পরম গুরু নারীর স্বভাবে॥
তাঁরো তরে তবু নাহি থাকে অবশেষ।
মাতৃ স্নেহে সব দিয়ে করেন নিঃশেষ॥
বিশ্বগ্রাসী মাতৃস্নেহ মায়ের অন্তরে।
সর্বভাবে সর্বরূপে সন্তানের তরে॥
বৃদ্ধার কথায় মাতা থাকেন লজ্জায়।
মাথাটি করিয়া নীচু না হেরি উপায়॥
ভাগ্যক্রমে সেইক্ষণে কলিকাতা হতে।
আসেন মহিলা এক মিষ্ট দ্রব্য সাথে॥
তাহা দিয়ে প্রভু সেবা হল সমাপন।
তবু শিক্ষা নাহি লভে জননীর মন॥
সন্তানেরা মার কাছে অন্তরের ধন।
যথারীতি প্রসাদাদি চলে বিতরণ॥
শ্রীঠাকুরও একদিন অনুযোগ ভরে।
কহিলেন জননীরে আপন মন্দিরে,॥
ছেলেদের সবকিছু তুমি কর দান।
তাহা হেরি আতঙ্কিত হয় মোর প্রাণ॥
খরচ করিলে এত দ্বিধাহীন ভাবে।
দ্রব্যের সম্ভার তুমি কোথা হতে পাবে॥

শুনিয়া প্রভুর কথা সঙ্কুচিত অন্তরে।
নহবতে সারদা-মা যাইলেন ফিরে॥
পুত্র তরে মাতৃস্নেহ হবে সঙ্কুচিত।
ভাবিয়া জননী তাহে হন আতঙ্কিত॥
জননীর ক্ষোভে প্রভু চিন্তিত অন্তরে।
ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালে ডাকেন সত্বরে॥
ডাকিয়া বলেন তারে, আজ তোর খুড়ী।
রাগ করে চলে গেল নহবতে ফিরি॥
সব নষ্ট হবে মোর সারদার রোষে।
সকলি লভিব আমি তাহার সন্তোষে॥
তার ইচ্ছামত কাজ হবে যথারীতি।
বলে আয় অনুরূপ আমার প্রতীতি॥
আত্মহারা মাতৃস্নেহ করি নিরীক্ষণ।
শ্রীঠাকুরও হইলেন আনন্দে মগন॥
শ্রীঠাকুর অপ্রকট হইবার পরে।
একদা জননী রন উদ্বোধন ঘরে॥
সেইকালে যোগীন-মা আরো ভক্ত মেয়ে।
মা'র কাছে আছিলেন সভক্তি হৃদয়ে॥
সাঙ্গোপাঙ্গ সকলেরে সারদা-জননী।
শোনাচ্ছেন প্রেমভরে পুরানো কাহিনী॥
যোগীন-মা সেই গাথা শুনিতে শুনিতে।
শুধালেন জননীরে ভক্তিযুত চিতে॥
প্রভুচিন্তা জাগে তব হৃদয়ে সতত।
দেখিয়াছি তুমি সদা প্রভু অনুগত॥
কোন কোন ক্ষেত্রে তবু দেখেছি জননী।
মান্য নাহি করিয়াছ শ্রীপ্রভুর বাণী॥
জানিতে বড়ই ইচ্ছা তাহার কারণ।
অজ্ঞতা আমার তাহে কর নিবারণ॥
স্নিগ্ধ হাস্যে সারদা-মা বলিলেন তারে,।
মানুষ সকল কথা মানিতে কি পারে?
তারো বাড়া অন্তরের শোন এক কথা।
সন্তানের তরে মোর নিত্য আকুলতা॥
মা, মা বলে কেহ যদি আসে মোর পাশে।
ফেরাতে না পারি তারে স্নেহের আবেশে॥
সেই কাজে শ্রীঠাকুরো যদি দেন বাধা।
তবু মোর মন থাকে পুত্র স্নেহে সাধা॥
দক্ষিণ শহরে যবে জননীর স্থিতি।
সেইকালে অনুরূপ ঘটে পরিস্থিতি॥
শ্রীঠাকুর উদ্ভাসিত যেন পূর্ণশশী।
চকোরের সম ভক্ত আসে দিবানিশি॥

অবিরাম ভাবে ভক্ত আসে শত শত।
প্রভুর মন্দির পূর্ণ থাকে অবিরত॥
রাত্রিকালে রান্না শেষে জননী সারদা।
প্রভুর খাবার লয়ে আসেন সর্বদা॥
লজ্জাপটাবৃতারূপী সারদা-জননী।
লোকের সম্মুখে কভু নাহি যান তিনি॥
সেইহেতু ভক্তদল সভক্তি অন্তরে।
প্রভুর ভোজন কালে থাকেন বাহিরে॥
একদিন রান্না-বান্না হলে সমাপন।
ভোজ্য হস্তে প্রভুতরে করেন গমন॥
বারান্দার 'পরে যবে সারদা-জননী।
হঠাৎ আসিল সেথা জনৈকা রমণী॥
জননীরে প্রণমিয়া ভক্তিযুত মনে।
ভক্তিভরে নিবেদিল মায়ের চরণে,॥
কৃপায় সম্মতি মাগো যদি দাও তুমি।
প্রভুর খাবার তবে নিয়ে যাই আমি॥
মাতৃ ডাক শুনিয়াই চিন্তা নাহি করে।
আহার্যের থালিখানি দেন তার করে॥
মহিলাটি থালাখানি করি আনয়ন।
প্রভুর সম্মুখে রাখি করিল গমন,॥
ঠাকুর আসনে তবে বসিলেন এসে।
জননীও প্রেমভরে রন সেথা বসে॥
থালাতে আহার্য বস্তু রয়েছে সেথায়।
প্রভুর খাইতে তবু ইচ্ছা নাহি যায়॥
ঠাকুর শুধান তবে বিস্ময়ের সাথে,।
আমার খাবার কেন দিলে ওর হাতে॥
তুমি জান মেয়েটির চরিত্র খারাপ।
মোহযুক্ত হয়ে সদা করে নানা পাপ॥
তার হাতে ছোঁয়া যত আহার্য সম্ভার।
কি রূপেতে তাহা আমি করিব আহার?
জননী কহেন তবে করুণ অন্তরে,।
আজিকার মত তুমি খাও কৃপা করে॥
ঠাকুর তবুও অন্ন স্পর্শ নাহি করে।
কহিলেন জননীরে অতীব গম্ভীরে,॥
বল তুমি ভবিষ্যতে যাহা খাই আমি।
কারো হাতে নাহি দিয়ে আনিবে তা তুমি॥
তবেই আজিকে আমি বসিব আহারে।
নহিলে কাটাবো রাত্রি আমি অনাহারে॥
জননী প্রভুরে তবে কন করজোড়ে।
অক্ষম বলিতে তাহা আমি জোর করে॥

সতত করিব চেষ্টা আমি প্রাণপণে।
তোমার খাবার নিজে আনিতে যতনে॥
কিন্তু যদি কেহ কভু মা' বলিয়া চায়।
সেইক্ষেত্রে মাতৃস্নেহে আমি নিরুপায়॥
তুমি নও শুধুমাত্র আমার ঠাকুর।
তুমি হও বিশ্বপিতা, বিশ্বের ঠাকুর॥
মুকুলিত মাতৃস্নেহ করি অনুভব।
শ্রীঠাকুর মানিলেন নিজে পরাভব॥
জননীর কথা শুনি প্রসন্ন অন্তরে।
শ্রীঠাকুর পুনরায় বসেন আহারে॥

প্রভু পরমেশ তবে লীলার শরীরে।
নিত্যলীলা করে যান দক্ষিণ শহরে॥
কত প্রেম, কত কৃপা, কত নাচগান।
মুহুর্মুহু সমাধিতে প্রভু ভগবান॥
বসেছে প্রেমের হাট, প্রেমের বাজার।
প্রেম দিয়ে কিনে সবে প্রেমের সম্ভার॥
দলে দলে আসে ভক্ত সন্তানের দল।
প্রতিদিন এইভাবে চলে অবিরল॥
যুগ-অবতাররূপে ব্রহ্ম সনাতন।
ভূ-ভার হরিতে তাঁর মর্ত্যে আগমন॥
লীলা সহচরীরূপে সারদা-জননী।
আদ্যাশক্তি মহামায়া ব্রহ্ম সনাতনী॥
প্রভুর ভক্তেরা সবে মায়ের সন্তান।
সেইভাবে সারদা-মা কাজ করে যান॥
নানাবিধ রান্না-বান্না চলে দিবানিশি।
সকলি করেন মাতা আনন্দেতে ভাসি॥
নানাবিধ কাজকর্মে না জোটে বিশ্রাম।
পুত্র তরে কত কষ্ট হয় অবিরাম॥
বিপরীত ধারা নিত্য মাতৃ-আচরণে।
কষ্ট না করিলে কষ্ট জাগে মা'র মনে॥
পুত্রের কল্যাণে কষ্ট চলে নিরবধি।
তাহাতেই আনন্দের নাহিক অবধি॥
বিভিন্ন কাজেরো মাঝে জননীর মন।
নিবিষ্ট থাকিত যেথা স্বরূপ-রতন॥
শ্রীপ্রভু লীলায় মত্ত আপন মন্দিরে।
জননী কর্মেতে ব্যস্ত নহবত ঘরে॥
জননীর অলৌকিক মনের সংযোগ।
প্রভুসাথে অন্তরের থাকে যোগাযোগ॥
শ্রীপ্রভু হয়ত কভু কিছু ইচ্ছা করে।
বলিতে আসেন তাহা জননীর তরে॥
বিস্ময়ে দেখেন আসি প্রীতি-অনুরাগে।
সম্পন্ন হয়েছে তাহা বলিবার আগে॥

সারদাপ্রসন্ন নামে বালক সন্তান।
মাঝে মাঝে আসে যেথা প্রভু ভগবান॥
প্রভুপদে করে ভক্তি অশ্রু অনুরাগে।
তাঁহার অনেক গাথা বলা আছে আগে॥
সন্তান সারদা আসে দক্ষিণ শহরে।
সেইহেতু বকাবকি খায় তার ঘরে॥
কলিকাতা হতে তবু প্রেমের স্বভাবে।
পায়ে হেঁটে আসে পুত্র অর্থের অভাবে॥
প্রভু তাহে কন পুত্রে ফিরিবার তরে।
মা'র হতে ভাড়া নিয়ে যাস্ মনে করে॥
শেয়ারের গাড়ী তবে করে আনাগোনা।
বরাহনগর হতে ভাড়া এক আনা॥
বিস্ময়ে দেখিত পুত্র আসি নহবতে।
এক আনা সেথা রাখা আছে পূর্ব হতে॥
অন্যান্য সন্তানও সবে দেখিত বিস্ময়ে।
বলার আগেই ইচ্ছা আছে পূর্ণ হয়ে॥
পুত্র তরে জননীর অন্তরের টান।
অন্তরের ভাষা সেথা থাকে বিদ্যমান॥

প্রভুর একান্ত প্রিয় নরেন্দ্র রতন।
জননীরও স্নেহধন্য হৃদয়ের ধন॥
নরেনে দেখিলে প্রভু সব যান ভুলে।
প্রেমভরে স্নেহ দিয়ে নেন বুকে তুলে॥
একদিন সন্ধ্যাকালে সভক্তি অন্তরে।
শ্রীমান নরেন্দ্র আসে দক্ষিণ শহরে॥
নরেনে দেখিয়া প্রভু কন স্নেহবশে।
থাকিবি আজিকে হেথা আমার সকাশে॥
আজিকে হেথায় তুই করিবি আহার।
অবিলম্বে করে আসি তাহার জোগাড়॥
চাপ-চাপ ছোলা-ডাল মোটা মোটা রুটি।
সেমতি আহারে বড় নরেন্দ্রের প্রীতি॥
তাহাই বলিতে প্রভু যান নহবতে।
যাহাতে আহার তৈরী হয় সেইমতে॥
বিস্ময়ে দেখেন প্রভু গিয়ে সেইখানে।
রয়েছে ছোলার-ডাল চড়ানো উনানে॥
রুটি তরে ময়দাও হইতেছে ঠাসা।
হেরিলেন পুত্র তরে মা'র ভালবাসা॥
মায়ের নাড়ীর টান বুঝিয়া অন্তরে।
শ্রীঠাকুর ফিরিলেন আপন মন্দিরে॥

প্রভুর মানসপুত্র শ্রীযুক্ত রাখাল।
জননীর কাছে তিনি ব্রজের গোপাল ॥
রাখালের পত্নী আসে সভক্তি অন্তরে।
প্রভুপদে নমিবারে দক্ষিণ শহরে ॥
অনন্তর যান তিনি মাতৃ-সন্নিধানে।
জননীও বুকে নেন বধূমাতা জ্ঞানে ॥
টাকা দিয়ে নববধূ দেখিবার রীতি।
সেইমত আচরণও হয় যথারীতি ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্ব-প্রসবিনী।
লীলার প্রকট হেতু সারদা-জননী ॥
লীলা দেহে মাতৃস্নেহ আস্বাদন তরে।
বৈকুণ্ঠ হইতে মাতা আসেন সংসারে ॥
রাখাল জননীরূপে দেখহ আচার।
কে বলিবে তিনি নন মাতা আপনার ॥
আপনারো হতে তিনি আরো আপনার।
মাতৃস্নেহ একমাত্র জগতের সার ॥
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ নামে আরেক সন্তান।
কলিকাতা ধামে তার হয় অবস্থান ॥
শ্রীপ্রভু আসেন যবে লীলার স্বরূপে।
অনেকেই আসে সাথে সাঙ্গোপাঙ্গরূপে ॥
বিষ্ণুর অংশেতে পূর্ণ লভেছে জনম।
সেইমতি বলিতেন ঠাকুর স্বয়ং ॥
শ্রীঠাকুর স্নেহরসে রাখেন সিঞ্চিত।
ঈশ্বরকোটির রূপে করেন চিহ্নিত ॥
বয়সেতে পূর্ণ যবে একান্ত নবীন।
সেইকালে প্রভুপাশে আসে একদিন ॥
অনন্তর শ্রীঠাকুর স্নেহযুক্ত চিতে।
পূর্ণরে লইয়া সাথে যান নহবতে ॥
মায়ের উদ্দেশে তবে কন প্রভু রায়।
সত্ত্বগুণী ছেলেটিকে এনেছি হেথায় ॥
মালা ও চন্দন দিয়ে করিয়া ভূষিত।
গোপালের রূপে তারে করিও সজ্জিত ॥
অনন্তর ভাবি তারে শিশু নারায়ণ।
সস্নেহে পূর্ণকে তুমি করাবে ভোজন ॥
জননীও সেইমত করি আয়োজন।
গোপাল-জননী রূপে করান ভোজন ॥
হাত-মুখ ধুয়ে দেন আহারের পরে।
স্নেহচুমা খান মাতা সস্নেহ অন্তরে ॥
শিশু নারায়ণ পূজা হলে সমাপন।
ষোল আনা পূর্ণ হস্তে দিলেন তখন ॥

পুত্র স্নেহে মুকুলিত জননী-হৃদয়।
শ্রীঠাকুর দেখে খুশী হন অতিশয় ॥
এইভাবে জননীরে দিয়ে প্রেমনিষ্ঠা।
বিশ্বমাতৃকায় প্রভু করেন প্রতিষ্ঠা ॥
মহিলা ভক্তের দল দিবা অবসানে।
মাঝে মাঝে আসিতেন প্রভু-সন্নিধানে ॥
ফিরিতে না পারিলেই কলিকাতা ঘরে।
করিতেন রাত্রিবাস দক্ষিণ-শহরে ॥
মা'র বাসস্থান রূপে নহবত ঘর।
আয়তনে তাহা অতি স্বল্প পরিসর ॥
অসুবিধা হবে মা'র থাকিলে সেখানে।
তাহা ভাবি শ্রীপ্রভুর চিন্তা জাগে মনে ॥
প্রভুর মন্দির যেথা তার দুইধারে।
বারান্দা আছিল বেশ প্রশস্ত আকারে ॥
জননীর কষ্ট ভাবি কন প্রভু রায়।
রাত্রিতে তোমরা সবে রহিবে হেথায় ॥
জননী সারদা কিন্তু নহবত ঘরে।
শোবার ব্যবস্থা সব দেন ঠিক করে ॥
মা'র স্নেহে পূর্ণ হয় মেয়েদের মন।
সবে তারা মা'র কাছে করেন শয়ন ॥
পক্ষীমাতা সম নিত্য জননী সারদা।
পক্ষপুটে তাহাদের রাখেন সর্বদা ॥
সারদা-মা বলিতেন যাহারা সুজন।
তেঁতুল পাতায় পারে খেতে সাতজন ॥
তাঁহার বাণীর মূর্তি স্বয়ং জননী।
কন্যাদের তরে নিত্য স্নেহ-সুরধুনী ॥
বিশ্বগ্রাসী মাতৃস্নেহে করি নিরীক্ষণ।
শ্রীঠাকুর আনন্দেতে থাকেন মগন ॥
স্ত্রীভক্তদিগকে মাতা স্বাভাবিকভাবে।
আপন করিয়া নেন মায়ের স্বভাবে ॥
রাখেন সবার 'পরে প্রভু মাতৃভাব।
বড় খুশী হন দেখি মায়ের স্বভাব ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া সারদা-জননী।
মাতৃভাব প্রতিষ্ঠার্থে এসেছেন তিনি ॥
মুকুলিত মাতৃভাব তাহার স্ফুরণে।
শ্রীঠাকুর আনন্দিত হন মনে মনে ॥
যোগীন-মা, গোলাপ-মা-জয়া ও বিজয়া
তাঁহাদের নিত্য স্থিতি যেথা মহামায়া ॥
যোগীনের পুরা নাম যোগীন্দ্র-মোহিনী।
জননীর উক্তি মতে তিনি হন জ্ঞানী ॥

সারদা-মা সবা মাঝে কন স্নেহ করি।
যোগীন আমার হয় সখী-সহচরী॥
একদা যোগীন-মা ব্যাকুল অন্তরে।
আসিলেন প্রভুসাথে দক্ষিণ শহরে॥
শ্রীমন্দিরে যথারীতি চলে নাচ-গান।
প্রেমের বাজার নিত্য যেথা ভগবান॥
ক্রমে ক্রমে এইভাবে আসিল দুপুর।
মেয়ের হয়নি খাওয়া শোনেন ঠাকুর॥
প্রভু তবে যোগীনকে আহারের তরে।
পাঠালেন মা'র কাছে নহবত ঘরে॥
জননীও মেয়েটিকে নেন বুকে করি।
সযতনে খেতে দেন ভাত তরকারী॥
লভিয়া স্বর্গীয় স্নেহ প্রথম দর্শনে।
মেয়েটি লুটিয়ে পড়ে মায়ের চরণে॥
মাতৃপদে সমর্পণ করে মনপ্রাণ।
হৃদয়তন্ত্রীতে জাগে আনন্দের তান॥
মোটামুটি দুজনেই সমান বয়সে।
ঘনিষ্ঠতা বাড়ে তাহে প্রীতি পরবশে॥
সীমাহীন আকুলতা জননীর তরে।
সদাই জাগ্রত থাকে যোগীন-অন্তরে॥
পরিচয় ঘটিবার কিছুদিন পরে।
সারদা-মা চলিলেন কামারপুকুরে॥
শ্রীপ্রভুর ভ্রাতুষ্পুত্র দাদা রামলাল।
জননীরও কাছে তিনি স্নেহের দুলাল॥
অচিরে দাদার সেথা হইবে বিবাহ।
মাতা যান কাজ কর্ম করিতে নির্বাহ॥
নৌকায় উঠেন মাতা যাইবার তরে।
যোগীন দেখিছে তাহা নির্বাক অন্তরে॥
নৌকাখানি ধীরে ধীরে দূরে চলে যায়।
যোগীন তাকিয়ে দেখে হয়ে অসহায়॥
অদৃশ্য হইলে নৌকা কিছুক্ষণ পরে।
ভক্তিমতী আসিলেন নহবত ঘরে॥
মায়ের স্নেহের কথা করিয়া স্মরণ।
আকুলিত হয়ে তিনি করেন ক্রন্দন॥
দুই চক্ষু হতে অশ্রু ঝরে অবিরল।
জননী বিরহে যেন সকলি বিফল॥
জননীর স্নেহ দেখ কিবা শক্তি ধরে।
ক্ষণেকের পরিচয়ে সর্বগ্রাস করে॥
সর্বগ্রাসী মাতৃস্নেহ স্বর্গের সুষমা।
অসীমায় সীমারূপে সীমায় অসীমা॥

গোলাপ-মায়ের নাম গোলাপ সুন্দরী।
জননীরও তিনি হন সখী-সহচরী॥
গোলাপ জপেতে সিদ্ধ বলেন জননী।
তাঁর তরে মা'র নিত্য স্নেহ সুরধুনী॥
চন্ডী নামে ছিল তাঁর একমাত্র কন্যা।
রূপে গুণে সবদিকে আছিল অনন্যা॥
বিখ্যাত ঠাকুর বংশে কন্যার বিবাহ।
সেইমতে হয় সুখে সংসার নির্বাহ॥
প্রভুলীলা কার্য বোঝা বড়ই কঠিন।
গোলাপের কন্যা মারা গেল একদিন॥
কন্যাশোকে গোলাপ-মা হয়ে আত্মহারা।
কাটাতে থাকেন দিন পাগলের পারা॥
শোকাতুরা তাঁর মুখে না রুচে আহার।
কন্যাশোকে চারিদিক দেখেন আঁধার॥
কৃপাধন্যা যোগীন-মা পাড়ার সুবাদে।
আছিলেন পরিচিতা গোলাপের সাথে॥
শেলসম শোক দেখি গোলাপ-অন্তরে।
তারে নিয়ে যেতে চান দক্ষিণ শহরে॥
সেথায় করেন লীলা প্রভু বিশ্বনাথ।
অগতির গতি যিনি অনাথের নাথ॥
যোগীন-মা অনুরূপ চিন্তা করি মনে।
গোলাপেরে লয়ে যান প্রভুর চরণে॥
প্রভুর কৃপায় আর উপদেশ ক্রমে।
শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর শোক যায় কমে॥
অনন্তর শ্রীঠাকুর পৌঁছি নহবতে।
মেয়েটিকে এনে দেন মা'র হেপাজতে॥
প্রভুরায় কন তবে সস্নেহ অন্তরে।
মেয়েটিকে খেতে তুমি দিও পেটভরে॥
পেটেতে পড়িলে অন্ন তাহার প্রভাবে।
শোক তাপ দূরে যায় কালের স্বভাবে॥
স্নেহময়ী সারদা-মা প্রভু কথামত।
গোলাপেরে স্নেহ-যত্ন করেন সতত॥
মা'র স্নেহে হয়ে ধন্য গোলাপ হৃদয়।
জননী চরণে থাকে সকল সময়॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্ব প্রসবিনী।
সারদার রূপে তিনি চণ্ডী-স্বরূপিনী॥
কন্যা চণ্ডী তরে শোকে ভাসি অশ্রুনীরে।
গোলাপ-মা পাইলেন চণ্ডী-জননীরে॥
প্রভু পরমেশ তবে লীলার শরীরে।
ভু-ভার হরণে নিত্য দক্ষিণ শহরে॥

রাখাল, নরেন, লাটু, বাবুরাম সহ।
অনেকেই প্রভুপাশে আসে অহরহ॥
বালক ভক্তের দল তপস্যা কারণে।
মাঝে মাঝে রাত্রিবাস করে সেইখানে॥
প্রভুর নির্দেশ মত হয়ে একমনা।
তরুণ তাপস সবে করিত সাধনা॥
প্রভুর প্রখর দৃষ্টি তাহাদের 'পরে।
বাধা যাতে নাহি আসে তপস্যার তরে॥
রাত্রিকালে পেটপুরে করিলে ভোজন।
ঠিকমত নাহি হয় সাধন ভজন॥
বালক ভক্তের দল তপস্যার কালে।
আহারাদি মা'র কাছে করিত সকলে॥
সেইহেতু শ্রীঠাকুর কন জননীরে।
রাত্রিকালে খেতে নাহি দিও পেটভরে॥
রাখালে খাইতে দিবে রুটি ছয়খানি।
বাবুরামে বড় জোর দিও চারখানি॥
বরাদ্দ করিয়া ঠিক অন্যদেরও তরে।
শ্রীঠাকুর চলে যান আপন মন্দিরে॥
মাতৃস্নেহে কড়াকড়ি, এমতি শাসন।
জননী হৃদয় তাহা না মানে কখন॥
প্রভু কথা নাহি শুনে মাতা স্নেহময়ী।
পুত্রদের খেতে দেন ক্ষুধা অনুযায়ী॥
একদিন বাবুরামে শ্রীপ্রভু শুধান,।
রাত্রিকালে রুটি তুই খাস্ কয় খান?
বাবুরাম কয় তবে হয়ে ভীতমনা,।
রাত্রে রুটি খাই আমি পাঁচ-ছয় খানা॥
ঠাকুর শুধান তবে সরোষ অন্তরে।
রাত্রে রুটি কেন তুই খাস্ বেশী করে॥
বাবুরাম কয় ধীরে হয়ে নিরুপায়,।
জননী আমারে দেন আমি তাই খাই॥
সারদা-মা কেন খেতে দেন বেশী করে।
লইতে জবাব প্রভু চলেন সত্বরে॥
নহবতে পোঁছি প্রভু কন জননীরে,।
বাবুরামে রুটি কেন দাও বেশী করে?॥
বেশী খেলে নাহি হবে সাধন ভজন।
বিফলে যাইবে তার মনুষ্য জীবন॥
খেতে নাহি দাও মোর কথা অনুযায়ী।
ভবিষ্যৎ নষ্ট হইলে কে হইবে দায়ী?।
সারদা-মা কন তবে স্নেহঝরা স্বরে,।
চিন্তা নাহি করো তুমি ছেলেদের তরে॥

খাইয়াছে রুটি পুত্র খান দুই বেশী।
তার জন্য তব মনে চিন্তা রাশি রাশি॥
বালকেরা সকলেই সন্তান আমার।
তাহাদের সকলেরই লইলাম ভার॥
বেশী বেশী খায় রুটি তাহার কারণে।
বকাবকি নাহি করো আমার সন্তানে॥
মায়ের নিকট প্রভু মানি পরাজয়।
আনন্দেতে হয় পূর্ণ তাঁহার হৃদয়॥
বরাভয়া মূর্ত্তি রূপে দেখি জননীরে।
শ্রীঠাকুর ফিরে যান আপন মন্দিরে॥

জনৈকা মহিলা তবে যেন পাগলিনী।
প্রভু কাছে মাঝে মাঝে আসিতেন তিনি
পাগলিনী সম বেশ তেঁহ আচরণ।
সেইভাবে করিতেন তিনি বিচরণ॥
কেহ তাঁরে ভালবাসে, কেহ দেয় গালি।
কেহ বা খাইতে দেয় দিয়ে স্নেহ ডালি॥
মাঝে মাঝে আসিতেন প্রভুর মন্দিরে।
কিছুক্ষণ থাকিতেন সভক্তি অন্তরে॥
প্রণমিয়া পুনরায় প্রভুর চরণে।
চলিয়া যেতেন তিনি হরষিত মনে॥
মধুর ভাবের তিনি ছিলেন সাধিকা।
হৃদয়ে জ্বলিত নিত্য প্রেমের বর্তিকা॥
অন্তরেতে সেইভাবে থাকি অনুগত।
ঠাকুরে দেখেন তিনি দয়িতের মত॥
একদিন প্রভুপাশে করি আগমন।
সেইকথা পাগলিনী করে নিবেদন॥
মাতৃভাবে বিভাবিত প্রভু সর্বক্ষণ।
পাগলিনী বাক্যে ক্ষিপ্ত হল তাঁর মন॥
সরোষেতে শ্রীঠাকুর করেন তখন।
নানারূপ গালাগালি অকথ্য ভাষণ॥
অবিরাম সেইভাবে চলে তিরস্কার।
বলিলেন এবে তোরে করিব প্রহার॥
নহবত ঘর হতে আকুলি বিকুলি।
ব্যথিত অন্তরে মাতা দেখেন সকলি॥
পাগলীর অপমানে জননী অন্তর।
ক্ষোভে দুঃখে পরিপূর্ণ হয় নিরন্তর॥
জননী গোলাপে কন গম্ভীর বয়ানে,।
পাগলীকে তুমি ত্বরা আন এইখানে॥
পাগলিনী মেয়ে মোর কত দুঃখ পায়।
তাহার দুঃখেতে মোর প্রাণ ফেটে যায়॥

অন্যায় যদি বা কিছু করে থাকে সেথা।
তাই বলে গালাগালি, এত কটু কথা॥
পাগলিনী মেয়ে মোর কত কষ্টে ভাসে।
পাঠাতে পারিত তারে আমার সকাশে॥
গোলাপের সাথে তবে আসে পাগলিনী।
নহবত ঘরে যেথা সারদা-জননী॥
স্নেহভরে সারদা-মা কন নানা কথা।
স্নেহের অঞ্চলে মুছে দেন তার ব্যথা॥
অনন্তর স্নেহময়ী করি আশীর্বাদ।
পাগলী মেয়েরে খেতে দিলেন প্রসাদ॥
খাওয়া-দাওয়া হলে পর বলেন জননী,।
তুমি হও মোর কন্যা, নয়নের মণি॥
অকারণে শ্রীঠাকুর দেন শুধু ব্যথা।
তুমি আর কিছুতেই নাহি যাবে সেথা॥
পাগলিনী হইলেও তুমি মোর মেয়ে।
রাখিব তোমারে নিত্য আমার হৃদয়ে॥
যখনি যা প্রয়োজন হইবে তোমার।
তার তরে এসো তুমি নিকটে আমার॥
কোথাকার পাগলিনী কিবা পরিচয়।
তারো দুঃখে কাঁদে মা'র জননী-হৃদয়॥
বিশ্বগ্রাসী মাতৃ স্নেহে জননী-সারদা।
সন্তানের তরে তিনি থাকেন সর্বদা॥
বিভূতি ভূষণ ঘোষ আশ্রিত সন্তান,।
মাঝে মাঝে মা'র কাছে করে অবস্থান॥
পুত্রদের মাতা যাহা দেন খাইবারে।
সন্তানেরা খায় তাহা সতৃপ্ত অন্তরে॥
নিজ গৃহে তারা খায় যেই পরিমাণে।
তারও চেয়ে বেশী খায় মাতৃ-সন্নিধানে॥
বিভূতি বাবুর মাতা নামেতে রোহিণী।
একদা আসেন যেথা সারদা-জননী॥
সারদা-মায়েরে তিনি কন দুঃখ ভরে।
এখানে বিভূতি খায় বেশী বেশী করে॥
আমার ওখানে মাত্র এত কটি খায়।
তাহা হেরি মোর মন পড়েছে ধাঁধায়॥
সারদা-মা কন তবে স্নেহের বয়ানে,।
নাহি খুঁড়ো তুমি কভু, আমার সন্তানে
ভিখারী-রমণী আমি যাহা দিই ধরে।
তাহাই পুত্রেরা মোর খায় তৃপ্তি করে॥
আপন স্বরূপ কথা বলেন জননী।
তিনি হন নিত্যকার ভিখারী-রমণী॥
ভিখারী-রমণী কিন্তু নন ভিখারিণী।
তিনি হন অন্নপূর্ণা শিবের গেহিণী॥
শ্রীপ্রভুর কোন কিছু হলে প্রয়োজন।
মা'র কাছে হাত পাতা চলে অনুক্ষণ॥
প্রভু মোর বিশ্বনাথ পরম ভিখারী।
ভিখারী-রমণী মাতা কাশী বিশ্বেশ্বরী॥
দোঁহা পদে ভক্তি ভরে করিলে প্রণাম।
লভিবে আসল ভিক্ষা, প্রাণের আরাম॥
জননীর স্নেহে ধন্য সন্তান বিভূতি।
চাকুরীর স্থানে তাঁর হয় অবস্থিতি॥
চাকুরীর ফাঁকে ফাঁকে পাইলেই ছুটি।
ভক্তিভরে আসিতেন জয়রামবাটি॥
একদা পর্বের দিনে হয় পুলিপিঠা।
বিভূতির তরে কিছু রেখে দেন মাতা॥
অবিলম্বে আসি পুত্র করিবে ভক্ষণ।
সেরূপ করেন চিন্তা মাতা অনুক্ষণ॥
অচিরে আসিবে পুত্র ভাবি মনে মনে।
পিঠাপুলি ভেজে পুনঃ রাখেন যতনে॥
এইভাবে ক্রমে ক্রমে দিনপাত হয়।
জননী ভাবেন কল্য আসিবে নিশ্চয়॥
পুত্র স্নেহে সারদা-মা ভাবেন অন্তরে।
সন্তান আসিবে মোর কত কষ্ট করে॥
হেথা এসে পিঠা খেতে নাহি পায় যদি।
আমার দুঃখের তবে না রবে অবধি॥
এইভাবে ক্রমে ক্রমে গত চারদিন।
পিঠাগুলি ভাজা পুনঃ হয় প্রতিদিন॥
অনন্তর আসে পুত্র চারদিন পরে।
পুত্রকে খাওয়ান মাতা সতৃপ্ত অন্তরে॥
স্বার্থশূন্য মাতৃ স্নেহ ধরায় অধরা।
সন্তানেরা লভি তাহা হয় আত্মহারা॥
ছুটিতে বিভূতিবাবু ভক্তিযুক্ত মনে।
আসিলেন পুনরায় মাতৃ-সন্নিধানে॥
মায়েরে প্রণমি পুত্র ছুটি শেষ হলে।
যাইতে করেন শুরু তাঁর কর্মস্থলে॥
সন্তান বিদায় নিল তার কিছু পরে।
ঝড় বৃষ্টি শুরু হয় ভীষণ আকারে॥
অবিরাম ঝড়-বৃষ্টি, পুত্র মাঝ পথে।
মার মন শান্ত নাহি হয় কোনমতে॥
পুত্রের কুশল বার্তা না করি শ্রবণ।
জননীর মনে চিন্তা রাজে অনুক্ষণ॥

পরের সপ্তাহে পুনঃ আসিলে বিভূতি।
কুশল শুনিয়া মাতা হন হৃষ্টমতি ॥
ছোট ছোট ব্যাপারেও সন্তান নিচয়।
অনুপম মাতৃত্বের লভে পরিচয় ॥
অকৃত্রিম মাতৃস্নেহে জননী সারদা।
পুত্রের কল্যাণচিন্তা করেন সর্বদা ॥
বিভিন্ন সন্তান ধরে বিভিন্ন আচার।
সবে কিন্তু জননীরে ভাবে আপনার ॥
সন্তানের কিসে রুচি জানিয়া জননী।
অনুরূপ বন্দোবস্ত করিতেন তিনি ॥
জননীর স্নেহধন্য সন্তান নলিন।
জয়রামবাটিধামে আসে একদিন ॥
আসামাত্র সারদা-মা সস্নেহ অন্তরে।
মুড়ি ও সন্দেশ দেন খাইবার তরে ॥
অনন্তর সেই ভক্ত বেলা দ্বিপ্রহরে।
আহার করিতে যান বাড়ীর ভিতরে ॥
পনের জনের মত মায়ের সন্তান।
তারাও আহার তরে সেথা বিদ্যমান ॥
অনন্তর সকলেই বসিলে আহারে।
সারদা-মা খেতে দেন সস্নেহ অন্তরে।
জননী খাওয়ান সবে আদর করিয়া।
যাহাতে সকলে খায় উদর পুরিয়া ॥
সেইকালে নলিনের জাগে চিন্তারাশি।
তাহারি উপরে যেন মা'র স্নেহ বেশী।
তাহাকেই মাতা যেন বেশী যত্ন করে।
রুচি অনুযায়ী খাদ্য দিতেছেন ধরে ॥
তাহে লজ্জা পান তবু খুশী ভরা মন।
সেইভাবে সেই পুত্র করিল ভোজন ॥
ভোজনের পরে কিন্তু পেলেন সন্ধান।
একই কথা বলিতেছে সকল সন্তান ॥
প্রত্যেকের অনুভূতি গর্ব সহকারে।
সর্বাপেক্ষা স্নেহ মাতা করেন আমারে ॥
রুচি অনুযায়ী পুত্র লভিত সর্বদা।
প্রসাদ দিতেন যবে জননী সারদা ॥
প্রথমে আসেন যিনি প্রসাদের তরে।
জননী দিতেন তাহা সস্নেহ অন্তরে ॥
পুত্রমতে প্রসাদের সর্বোত্তম ভাগ।
জননী দিলেন তারে দিয়ে স্নেহরাগ ॥
হৃষ্টচিত্তে প্রসাদাদি করিয়া গ্রহণ।
গর্বভরা মনে পুত্র করিত গমন ॥
দ্বিতীয় ব্যক্তিও যবে আসে অতঃপর।
একইভাবে পূর্ণ হয় তাহারো অন্তর ॥
প্রত্যেকেই ভাবে মনে, মাতা স্নেহ করে।
সর্বোত্তম প্রসাদাদি দিলেন আমারে ॥
জননী চরণে পুত্র জানালে প্রার্থনা।
পূরণ করেন মাতা হয়ে স্নেহমনা ॥
একদা সন্তান এক মা'র কাছে আসি।
কাঁদিতে থাকেন শুধু অশ্রু নীরে ভাসি ॥
মায়ের চরণ ধরি জানান প্রার্থনা।
কৃপায় জননী মোর পূরাও বাসনা ॥
একান্ত বাসনা তব চরণ কমলে।
তোমার দর্শন যেন পাই মৃত্যুকালে ॥
তাহা শুনি সারদা-মা বলেন তখন।
ঠাকুরের কৃপা হলে লভিবে দর্শন ॥
পুত্র বলে বৃথা কথা শুনিব না আমি।
দ্ব্যর্থহীনভাবে বল দেখা দেবে তুমি ॥
নাছোড়বান্দার রূপে তাঁহার সন্তান।
পুত্র হতে জননীর নাহি পরিত্রাণ ॥
পুত্রস্নেহে বদ্ধ হয়ে মাতা স্নেহজালে।
বলিলেন, দেখা তুমি পাবে মৃত্যুকালে ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্ব প্রসবিনী।
লীলার শরীরে তিনি সারদা-জননী ॥
মায়ের দর্শন তরে মুনি ঋষিগণ।
যুগ যুগ ধরি নিত্য তপস্যা মগন ॥
যত সব দেবদেবী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব।
মায়ের দর্শন তরে সতত উদগ্রীব ॥
সামান্য প্রার্থনা আর নয়নের জলে।
সেই রত্ন লভে পুত্র অতি অবহেলে ॥
পুত্র স্নেহে পরিপূর্ণ জননী হৃদয়।
পুত্র কাছে জননীর নিত্য পরাজয় ॥
আসিলেন প্রণমিতে মায়ের চরণে।
একদা পণ্ডিত এক ভক্তিযুত মনে ॥
বিখ্যাত পণ্ডিত তিনি বহুশাস্ত্রে জ্ঞান।
অন্তরে করেন কিন্তু শ্রীপ্রভুর ধ্যান ॥
রামচন্দ্র নামে মা'র জনৈক সন্তান।
সসম্মানে মা'র কাছে তাঁকে নিয়ে যান ॥
মায়ের সকাশে আসি ব্যাকুলিত মনে।
সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া থাকে মায়ের চরণে ॥
জননীর শ্রীচরণে রাখি তাঁর শির।
কাঁদিতে থাকেন তিনি হইয়া অধীর ॥

অশ্রুজলে সিক্ত করি জননী-চরণ।
কাঁদিতে থাকেন তিনি শিশুর মতন ॥
জননীর শ্রীচরণ ধরি দুটি করে।
প্রার্থনা জানান তিনি ব্যাকুল অন্তরে ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া জননী সারদা।
তব পদে ভক্তি যেন থাকে মোর সদা ॥
আমি তব দীনহীন অধম সন্তান।
পুত্র তরে তবু জানি জননীর টান ॥
রাখিয়া চরণ তব মস্তকে আমার।
আমার চৈতন্য হোক্, বল একবার ॥
আমার প্রার্থনা যদি না কর পূরণ।
কিছুতেই না ছাড়িব তোমার চরণ ॥
মায়ের সারাটি দেহ আবৃত চাদরে।
মা'র কষ্টে ভক্ত সব বকাবকি করে ॥
সেইকালে রামচন্দ্র বলেন পণ্ডিতে,।
আপনি উঠুন এবে ভুমিশয্যা হতে ॥
মায়ের দর্শন হেতু আমার প্রত্যয়।
আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে নিশ্চয় ॥
পণ্ডিত নাছোড়বান্দা করে অশ্রুপাত।
কাহারো কথাতে তাঁর নাহি কর্ণপাত ॥
পুত্র আকুলতা হেরি সন্তুষ্টা জননী।
'তোমার চৈতন্য হোক্' বলিলেন তিনি।
একটুকু কাঁদিলেই মায়ের সকাশে।
সবকিছু পাওয়া যায় অতি অনায়াসে ॥
কুপুত্র সুপুত্র তাহে নাহি ব্যবধান।
পুত্র তরে মার স্নেহ নিত্য বিদ্যমান ॥
সেইহেতু শ্রীঠাকুর বলেন সবারে।
মাতৃভাবে পূজা শ্রেষ্ঠ জগৎ মাঝারে ॥

দূর দেশ হতে ভক্ত আসি অসময়ে,।
বলেন পূজিব মায়ে আমি ধূলাপায়ে ॥
জননীর পূজা নাহি করি সমাপন।
আহারাদি কিছু নাহি করিব গ্রহণ ॥
পুত্রের প্রার্থনা শুনি সারদা-জননী।
ফেলিয়া হাতের কাজ আসিলেন তিনি ॥
জীবন্ত বিগ্রহ সম পিঁড়ির উপরে।
দাঁড়ালেন পুত্র তরে সস্নেহ অন্তরে ॥
মায়ের অবোধ পুত্র দিয়ে প্রাণমন।
মা'র পদে ভক্তি অর্ঘ্য করিল অর্পণ ॥
পুত্র বাঞ্ছা পূর্ণ করি সারদা-জননী।
পুনরায় রান্নাঘরে ছুটিলেন তিনি ॥
নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য করিয়া জোগাড়।
সস্নেহে দিলেন খেতে সন্তানে তাঁহার ॥
পুত্রের কল্যাণে মা'র স্নেহভরা মন।
'যোগ-ক্ষেম' মাতা নিত্য করেন বহন ॥

উমেশ নামেতে এক মায়ের সন্তান।
একদা মায়ের কাছে ভক্তিভরে যান ॥
ফিরিবার কিছু আগে ভক্তিপূর্ণ মনে।
নিবেদিল সেই ভক্ত মায়ের চরণে, ॥
আনন্দেতে লভি হেথা তোমার প্রসাদ।
তোমার প্রসাদে কাটে দুঃখ অবসাদ ॥
তাহা আর নাহি পাব যবে যাব দেশে।
তাহা চিন্তি দুঃখ মাগো পাই হৃদি দেশে ॥
'আটকে' প্রসাদ পাওয়া যায় পুরীধামে।
সেমতি প্রসাদ তব নিয়ে যাব গ্রামে ॥
অন্নের প্রসাদ তব শুকায়ে যতনে।
সঙ্গেতে লইব আমি ভক্তিযুত মনে ॥
প্রতিদিন পূজা শেষে আহারের আগে।
করিব গ্রহণ তাহা ভক্তি অনুরাগে ॥
অন্নের প্রসাদ যদি দাও কৃপা ভরে।
ভক্তিভরে নিয়ে যাব তাহা শুষ্ক করে ॥
পুত্র ইচ্ছা শুনি মাতা আহারের পরে।
অন্নের প্রসাদ দেন রেকাবিতে করে ॥
অনন্তর সারদা-মা বলেন সন্তানে।
অন্নের প্রসাদ শুষ্ক করো সাবধানে ॥
প্রসাদ যখন শুষ্ক হবে রেকাবিতে।
সেইকালে থেকো যেন সজাগ দৃষ্টিতে ॥
প্রসাদ লইয়া পুত্র শুকাবার তরে।
রাখিলেন নিকটস্থ টিনের উপরে ॥
'এখনি আসিব' বলে মায়ের সন্তান।
তামাক সেবন তরে করেন প্রস্থান ॥
অনন্তর পুত্র যবে গেলেন বাহিরে ॥
প্রসাদের কথা আর না জাগে অন্তরে ॥
তামাকু সেবন শেষে করিলে শয়ন।
গভীর নিদ্রায় তিনি হলেন মগন ॥
অপরাহ্নে মোটামুটি তিন ঘটিকায়।
সন্তান উমেশ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায় ॥
নিদ্রাভঙ্গে প্রসাদের কথা মনে পড়ে।
ত্রস্ত পদে যান তবে ঘরের ভিতরে ॥
অবাক হইয়া সেথা দেখিলেন তিনি।
কাক-তাড়ানোতে রত সারদা-জননী ॥

লজ্জাভরে পুত্র বলে করিয়া প্রণাম।
মোর তরে আজি তব হল না বিশ্রাম॥
সারদা-মা কন তবে স্নেহ পরবশে।
প্রসাদ রক্ষিতে তব আছি আমি বসে॥
নিয়েছ প্রসাদ তুমি কত আশা করে।
তাহা নষ্ট হলে কষ্ট লভিবে অন্তরে॥
তোমার হইলে কষ্ট আমি পাব ব্যথা।
তোমাদের তরে মোর নিত্য আকুলতা॥
প্রার্থনা জানালে কেহ মায়ের চরণে।
অনায়াসে পায় তার আকাঙ্ক্ষিত ধনে॥
প্রার্থনা যদি বা কেহ করে মনে মনে।
তাহাও পুরান মাতা পরম যতনে॥
ত্যাগব্রতী তপানন্দ সন্ন্যাসী সন্তান।
কলিকাতা হতে তিনি মাতৃধামে যান॥
তার সঙ্গে মা'র তরে শরৎ বিহারী।
পাঠান সন্দেশ আর আম দুই ঝুড়ি॥
বিষ্ণুপুর হতে যাত্রা করিয়া গোযানে।
দুপুরে পৌঁছান তিনি মাতৃসন্নিধানে॥
আসিবার কালে পুত্র হয়ে একমনা।
মনে মনে জননীরে জানান প্রার্থনা॥
প্রসাদ তোমার পাতে খেতে ইচ্ছা করে।
প্রার্থনা পুরিও মাগো কৃপার অন্তরে॥
পুত্রদের আহারাদি হলে সমাপন।
করিতেন মাতা তবে প্রসাদ গ্রহণ॥
আহারাদি শেষ করে সারদা-জননী।
প্রসাদের দুধ-ভাত রেখে দেন তিনি॥
তেমতি প্রসাদ সবে পায় প্রতিদিন।
মা'র পাতে খেতে নাহি পায় কোনদিন॥
সেইহেতু সন্ন্যাসীর বড় ইচ্ছা জাগে।
মা'র পাতে খাইবারে ভক্তি অনুরাগে॥
মাতৃধামে তপানন্দ পৌঁছিয়া দুপুরে।
দেখিলেন সেইকালে জননী আহারে॥
খাওয়া-শেষে মাতা কন স্নেহঝরা স্বরে।
তাঁহারি পাতায় পুত্রে খাইবার তরে॥
মাতৃকৃপা লভি পুত্র ভাসি অশ্রু নীরে।
মায়ের প্রসাদ তিনি খান ধীরে ধীরে॥
সন্ন্যাসী তন্ময়ানন্দ মায়ের সন্তান।
একদিন ভক্তিভরে মার কাছে যান॥
'জয়মা, জয়মা' বলি চলেন হাঁটিয়া।
অন্তরেতে ইচ্ছা এক রয়েছে জাগিয়া॥
মা'র সেবা কিছু যদি করিবারে পাই।
জীবনে হইব ধন্য মায়ের কৃপায়॥
মুখে শুধু 'মা, মা' বুলি, চোখে অশ্রুজল।
সেমতি প্রার্থনা চলে হৃদে অবিরল॥
অনন্তর মাতৃধামে পৌঁছিয়া সন্তান।
বাড়ির ভিতরে তিনি মার কাছে যান॥
সন্ন্যাসী দেখেন তবে পুলকিত চিতে।
সারদা-মা সেথা যেন তাঁর সেবা নিতে॥
স্নেহের জননী তাঁর কৃপা পরবশে।
চরণ প্রসারি সেথা রয়েছেন বসে॥
বাত ব্যাধি তরে মাতা বহু কষ্ট পান।
মালিশ করিলে তেল লভেন আরাম॥
মালিশের তরে তেল যাহা প্রয়োজন।
পাশেই বাটিতে তারো আছে আয়োজন॥
আয়োজন দেখি পুত্র ব্যাকুল অন্তরে।
মায়ের চরণ সেবা করে ভক্তিভরে॥
বাটি হতে লয়ে তেল পুলকিত মনে।
মালিশ করেন তাহা জননী-চরণে॥
জননীও মাঝে মাঝে বলেন সন্তানে।
বেশী জোরে তেল দিতে হবে কোন্‌খানে॥
ভাগ্যবান সেইপুত্র আধঘণ্টা ধরে।
করিলেন মা'র সেবা সন্তৃপ্ত অন্তরে॥
অনন্তর সারদা-মা সন্তানেরে কন।
নিশ্চিত বাসনা এবে হয়েছে পূরণ॥
প্রভুর পূজার কাল সমাগতপ্রায়।
সেইহেতু এবে আমি স্নান তরে যাই॥
অনন্তর প্রভু পূজা হলে সমাপন।
প্রভুর প্রসাদ সবে করিবে গ্রহণ॥
উদ্বোধনে রন যবে জননী সারদা।
শ্রীমতী প্রফুল্ল সেথা আসেন একদা॥
অপরাহ্নে আসি সেথা দেখিলেন তিনি।
মায়ের সেবিকা রূপে কন্যা মন্দাকিনী॥
বালিশ, তোশক, লেপ ছাদ হতে আনি।
ওয়াড় পরায়ে রচে মা'র শয্যাখানি॥
ভক্তিমতী প্রফুল্লর মনে ইচ্ছা জাগে।
করিবারে কাজগুলি ভক্তি অনুরাগে॥
জননীর সেবাকার্য করিলে যতনে।
জীবন হইবে ধন্য ভাবে মনে মনে॥
সঙ্কোচে মেয়েটি কিন্তু না পারে বলিতে।
প্রার্থনা জানায় শুধু মনের নিভৃতে॥

শয্যা রচি সেবিকাটি করিলে গমন।
গৃহমধ্যে জননীর হয় আগমন ॥
অনন্তর জননীর পড়িল নজরে।
ওয়াড় পরান আছে সব উল্টা করে ॥
প্রফুল্লমুখীকে তবে বলেন জননী।
ঠিকভাবে পেতে তুমি দাও শয্যাখানি ॥
মায়ের আদেশে কন্যা হয়ে ভক্তিমনা।
যত্ন করে মা'র শয্যা করেন রচনা ॥
জননীর স্নেহ দেখ সন্তানের তরে।
পুরান প্রার্থনা যাহা আছিল অন্তরে ॥
জননীর স্নেহ দৃষ্টি সবার উপরে।
শিশু বৃদ্ধ ভেদাভেদ না রাখি অন্তরে ॥
দুর্গাদেবী গৌরী-মার সন্ন্যাসিনী মেয়ে।
জননীর তরে ভক্তি তাঁহার হৃদয়ে ॥
জয়রামবাটিধামে অসুস্থা জননী।
মায়েরে দেখিতে সেথা যাইলেন তিনি ॥
জননীর সেবা করে অন্যান্য সেবিকা।
দুর্গাদেবী সেইকালে নিতান্ত বালিকা ॥
করিতে না পায় কিছু জননীর তরে।
সেই হেতু বড় দুঃখ তাঁহার অন্তরে ॥
কোন কাজ নাই বলে মাতৃ-সন্নিধানে।
চুপচাপ বসে রন বিরস বদনে ॥
মনে মনে ভাবে তাঁর বালিকা হৃদয়।
মা'র কাজ কিছু পেলে খুব ভাল হয় ॥
মায়ের নাড়ির টান সন্তানের তরে।
বালিকার ব্যথা তিনি বোঝেন অন্তরে ॥
অনন্তর ডাকি তারে কন স্নেহভরে।
পাকা চুল তুমি তুলে দাও যত্ন করে ॥
মায়ের আদেশ শুনি বালিকার মন।
আনন্দেতে সেইকার্য্যে হইল মগন ॥
শশী ঘোষ নামে মা'র জনৈক সন্তান।
একদা তাঁহার মনে জাগে অভিমান ॥
অনেকের সাথে গল্প করেন জননী।
শশী তাহে বাদ বলে কষ্ট পান তিনি ॥
তার সাথে গল্প নাহি করার কারণে।
উদ্ভট বিভিন্ন চিন্তা জাগে তাঁর মনে ॥
মোর তরে মা'র স্নেহ নাহিক নিশ্চয়।
বড় হতভাগ্য আমি, আমার প্রত্যয় ॥
এই অভিমান যবে জাগিল-অন্তরে।
তখনি ডাকেন মাতা পরম আদরে ॥
বসায়ে আপন পাশে স্নেহযুত মনে।
নানাবিধ কথা মাতা বলেন যতনে ॥
জননীর স্নেহ লভি বুঝিল সন্তান।
পুত্রতরে অনুপম জননীর টান ॥
নামেতে সরযূবালা, মা'র ভক্ত মেয়ে।
মা'র কাছে যান নিত্য সভক্তি হৃদয়ে ॥
একদিন প্রাতঃকালে আসি উদ্বোধনে।
প্রণমেন ভক্তিভরে জননী চরণে ॥
সেইকালে সারদা-মা নিবিষ্ট অন্তরে।
কাটিতেছিলেন ফল প্রভু পূজা তরে ॥
কন্যারে দেখিয়া মাতা কন স্নেহ ভরে।
ফুলগুলি বেছে রাখ থালার উপরে ॥
ফলকাটা, ফুল বাছা হলে সমাপন।
গঙ্গায় যাবেন মাতা স্নানের কারণ ॥
স্নান পূর্বে সারদা-মা লইয়া চিরুণি।
কন্যার কোলের কাছে বসিলেন তিনি ॥
অনন্তর সারদা-মা কন কন্যাটিরে।
মাথাটি আঁচড়ে তুমি দাও ধীরে ধীরে ॥
কৃতার্থ হইয়া কন্যা ভক্তিভরা মনে।
আঁচড়ে দিলেন কেশ পরম যতনে ॥
জননীর কিছু কেশ আঁচড়ান কালে।
উঠে গিয়ে বদ্ধ থাকে চিরুণির জালে ॥
কন্যাটির বড় ইচ্ছা জাগে মনে মনে।
গ্রহণ করিতে সেই অমূল্য রতনে ॥
কন্যার মনের ইচ্ছা বুঝিয়া জননী।
কেশগুলি লইবারে বলিলেন তিনি ॥
মায়ের কৃপার দান করিয়া গ্রহণ।
মাতৃস্নেহে ধন্য হল কন্যাটির মন ॥
শ্রীপ্রভুর জন্মতিথি, তাকে কেন্দ্র করে।
বেলুড়ে আসেন মাতা সস্নেহ অন্তরে ॥
নানাবিধ উৎসব চলে অবিরল।
আনন্দেতে করে কাজ সন্ন্যাসীর দল ॥
ভক্তেরা আনন্দে মত্ত মঠের মাঝারে।
প্রসাদ পেতেছে সব হাজারে হাজারে ॥
নিষ্ঠায় সম্পূর্ণ থাকে যত আয়োজন।
নানাভাবে নানাদিকে যাহা প্রয়োজন ॥
কেহ থাকে রান্নস্থলে, কেহ বা ভাঁড়ারে।
কেহ বা প্রসাদ আনি দেয় প্রেমভরে ॥
সন্ন্যাসী অশোক সহ আরো কয়জন।
ভাঁড়ারের কাজে লিপ্ত থাকেন তখন ॥

দ্রব্য দেওয়া নেওয়া সেথা চলে অবিরত।
সেই কাজে তাঁরা ব্যস্ত থাকেন সতত ॥
অশোকের মনে কিন্তু ভক্তি অনুরাগে।
মায়ের প্রসাদ পেতে বড় ইচ্ছা জাগে ॥
অন্যান্য ভাঁড়ারী যাঁরা থাকেন ভাঁড়ারে।
অশোক তাঁদের কন অনুনয় করে ॥
আমাকে ছাড়িয়া সবে দাও কিছুক্ষণ।
মায়ের দর্শন পেতে যাইব এখন ॥
অশোক পাইয়া ছুটি করিল প্রস্থান।
স্নেহময়ী জননীর যেথা অবস্থান ॥
মাতৃ-সন্নিধানে পুত্র পোঁছিল যখন।
প্রসাদ ভক্ষণ মাতা করেন তখন ॥
পুত্রের প্রণাম শেষে সস্নেহ বয়ানে।
প্রসাদের বাটি মাতা দিলেন সন্তানে ॥
বীরের ভঙ্গিতে তবে সন্ন্যাসী সন্তান।
ভাঁড়ারের স্থানে পুনঃ করেন প্রস্থান ॥
ভাঁড়ারীরা সকলেই আকুলি বিকুলি।
প্রসাদ খাইয়া সবে করে কোলাকুলি ॥
হরি ঘোষ নামে মা'র জনৈক সন্তান।
চারিজন সঙ্গী সহ মা'র কাছে যান ॥
উপেন্দ্র, বৈকুণ্ঠ নামে ছাত্র দুইজন।
তার সাথে ভ্রাতুষ্পুত্র নাম নিরঞ্জন ॥
যোগেন নামেতে দলে আরো একজন।
সবার কটক হতে হয় আগমন ॥
তাঁহাদের যাত্রা শুরু হয় রেল পথে।
গোযানে চলেন তাঁরা বিষ্ণুপুর হতে ॥
জননী আছেন তবে কোয়ালপাড়ায়।
দোল পুর্ণিমায় তাঁরা পোঁছান সেথায় ॥
যোগেনে সেথায় রাখি বাকি চারিজন।
জননীরে প্রণমিতে করেন গমন ॥
আশ্রমের ব্রহ্মচারী সেবার আবেশে।
ভক্তদের নিয়ে যান জননী সকাশে ॥
মাতৃপদে প্রণমিয়া সভক্তি অন্তরে।
তাঁহারা সকলে পুনঃ আসিলেন ফিরে ॥
অপরাহ্নে ব্রহ্মচারী আসি পুনরায়।
যোগেনে লইয়া শুধু মা'র কাছে যায় ॥
হরিবাবু জননীর প্রবীণ সন্তান।
অনাহূতভাবে তিনি পিছু পিছু যান ॥
ব্রহ্মচারী সেইভাবে দেখিয়া তাঁহারে।
নিষেধ করেন তাঁরে যাইতে ভিতরে ॥
নিরুপায় হয়ে তিনি থাকেন দাঁড়িয়ে।
অন্তরের শোক যত আসে অশ্রু হয়ে ॥
বহুদিন ধরে ইচ্ছা ছিল তাঁর মনে।
সেদিন আবীর দিতে জননী-চরণে ॥
নিরুপায় হরিবাবু হয়ে ভক্তিমনা।
মনে মনে মাতৃপদে জানান প্রার্থনা ॥
স্নেহময়ী সারদা-মা, জননী আমার।
অধম হলেও আমি সন্তান তোমার ॥
তুমি ছাড়া আর কেহ নাহিক জননী।
কৃপাময়ী কৃপা কর স্নেহ সুরধুনী ॥
তোমাকে আবীর দিতে বড় ইচ্ছা করে।
পুরাও বাসনা মাগো তুমি কৃপাভরে ॥
অন্তরে আকুল কান্না চোখে অশ্রুজল,।
এইভাবে থাকে পুত্র হইয়া নিশ্চল ॥
হেনকালে সচকিত প্রবীণ সন্তান।
শুনিলেন স্নেহরূপা মায়ের আহ্বান ॥
যোগেন আসিয়া তাঁরে বলে ভক্তিভরে।
জননীর ইচ্ছাক্রমে চলুন ভিতরে ॥
মা'র কৃপা শুনি পুত্র হয়ে দিশাহারা।
মায়ের সকাশে ছোটে বালকের পারা ॥
সাষ্টাঙ্গ হইয়া পুত্র পড়িয়া ভূতলে।
মায়ের চরণ সিক্ত করে অশ্রুজলে ॥
অনন্তর সারদা-মা কন স্নেহভরে,।
আজিকে আবীর দিতে হয় ভক্তি করে ॥
মায়ের আদেশে পুত্র দিয়ে অশ্রুনীর।
জননীর পাদপদ্মে দিলেন আবীর ॥
মায়ের কৃপার সীমা কে বর্ণিতে পারে।
মাতৃকৃপা ছাড়া বিশ্ব যায় ছারে খারে ॥
পুত্রতরে আন্তরিক মায়ের মমতা।
সংসারী সুলভ তাহে থাকে আত্মীয়তা ॥
তবু তাহে নাহি থাকে মায়িক বন্ধন।
কিম্বা কোন স্বার্থযুক্ত ক্ষুদ্র আকর্ষণ ॥
জননীর আচরণে থাকে অশ্রু-হাসি।
তাহার মাঝেও মাতা থাকেন উদাসী ॥
সীমার মাঝেও তিনি ভূমার স্বরূপে।
খণ্ডমাঝে তিনি যেন অখণ্ডের রূপে ॥
জনৈক দ্বারকানাথ পূর্ববঙ্গ হতে।
আসিলেন মা'র কাছে ভক্তিযুত চিতে ॥
জয়রামবাটীধামে তখন জননী।
সেখানেই ভক্তিভরে আসিলেন তিনি ॥

মা'র কাছ হতে দীক্ষা লভিয়া সন্তান।
কোয়ালপাড়ায় তিনি করেন প্রস্থান ॥
সেইস্থানে সেই ভক্ত দৈব অনুযায়ী।
দুরারোগ্য আমাশয়ে হন শয্যাশায়ী ॥
মৃত্যুর মুখেও তাঁর কণ্ঠে অবিরাম।
উচ্চারিত হতে থাকে রামকৃষ্ণ নাম ॥
অভিঃ হয়ে সেই নাম করি উচ্চারণ।
রামকৃষ্ণ-লোকে তিনি করেন গমন ॥
সন্তানের মৃত্যুকথা করিয়া শ্রবণ।
পুত্রশোকে সারদা-মা করেন ক্রন্দন ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা কন স্নেহচ্ছলে।
সোনার সন্তান মোর গেল মোরে ফেলে ॥
খণ্ডভাবে এইকথা হয় উচ্চারিত।
পরক্ষণে মা'র দৃষ্টি হয় প্রসারিত ॥
বলিতে থাকেন তবে সস্নেহ অন্তরে,।
প্রভু কাছে পুত্র মোর গেল চিরতরে ॥
আসিতে হবে না আর কষ্ট সহিবারে।
এই তার শেষ জন্ম ধরার মাঝারে ॥
সীমার সত্তায় মাতা করেন ক্রন্দন।
ভূমার সত্তায় জাগে প্রভুর চরণ ॥
সীমা ও অসীমা লয়ে নিত্য লীলাখেলা।
এইভাবে জননীর চলে নরলীলা ॥
সীমা ও ভূমার মাঝে মা'র বিচরণ।
তেমতি গাথার এক দিব বিবরণ ॥
সন্ন্যাসী অব্যয়ানন্দ ভক্তিভরা মনে।
করিলেন প্রশ্ন এক মাতৃ সন্নিধানে, ॥
মঠের সন্ন্যাসীদি'কে পূর্ব নাম ধরে।
কেন তুমি ডাক মাগো সস্নেহ অন্তরে ॥
মাতা কন, মঠে যারা করে অবস্থান।
সকলে তাহারা হয় আমার সন্তান ॥
সন্ন্যাসী হইলে পুত্র মা'র প্রাণে লাগে।
পূর্ব নামে ডাকি তাই পুত্র অনুরাগে ॥
প্রাকৃত মায়ের মত শুনি আচরণ।
চিন্তাজালে পূর্ণ হয় সন্ন্যাসীর মন ॥
বিশ্বেশ্বরানন্দ তবে করেন জিজ্ঞাসা,।
কি ভাবে মোদের 'পরে তব ভালবাসা ? ॥
কি ভাবেতে দেখ তুমি সন্ন্যাসী সন্তানে।
জানিবারে বড় ইচ্ছা জাগে মোর প্রাণে ॥
জননী বলেন তবে ভূমার স্বভাবে,।
তাহাদের দেখি আমি নারায়ণ ভাবে ॥

সন্ন্যাসী সন্তান পুনঃ কন ভক্তিভরে।
কিছুতেই তব কথা না বুঝি অন্তরে ॥
আমরা সকলে হই তোমার সন্তান।
পুত্র তরে নিত্য তব জননীর প্রাণ ॥
আমাদের যদি তুমি দেখ নারায়ণ।
কিভাবে সন্তানরূপে দেখে তব মন ॥
মাতা কন, কভু দেখি নারায়ণ ভাবে।
সন্তান ভাবেও কভু মায়ের স্বভাবে ॥
কি গভীর তত্ত্ব ভাবি মায়ের বচনে।
ভূমা সাথে সীমা যেথা থাকে একসনে ॥
নারায়ণরূপে তাঁরা ভূমার স্বভাবে।
তাঁরাই সন্তানরূপে সীমার প্রভাবে ॥
খণ্ডভাবে আদ্যাশক্তি জননী স্বরূপে।
প্রতিজীবে ক্রিয়াশীল পুত্র স্নেহরূপে ॥
প্রসারিত হয় ক্রমে খণ্ড-পরিসীমা।
অবশেষে সেথা জাগে ভূমার মহিমা ॥
তখনি সন্তান বুঝে সারদা-জননী।
আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্ব-প্রসবিনী ॥
অনন্ত হইয়া সান্ত করে নরলীলা।
মর্ত্যধামে চলে তাহে অমর্ত্যের খেলা ॥
মায়েদের প্রিয় হয় সে সব সন্তান।
যাঁহারা মায়ের কাছে বেশী বেশী খান ॥
জননীরো চিন্তা সদা সন্তানের তরে।
কিভাবে দুগ্রাস অন্ন খাবে বেশী করে ॥
তফাৎ কিছু না থাকে দেশে ও বিদেশে।
সর্বত্র এমতি ধারা চলে নির্বিশেষে ॥
জননীর দেহ হতে সন্তান শরীর।
পুত্র তরে তাহে নিত্য জননী অধীর ॥
মাতৃগর্ভে সন্তানের যবে অবস্থিতি।
মাতৃদেহ হতে পুষ্টি লভে নিরবধি ॥
ভূমিষ্ঠ হবার পরে মিটাইতে ক্ষুধা ॥
মাতৃদেহ হতে পান করে বক্ষসুধা ॥
সেইহেতু পুত্রস্নেহ জননী অন্তরে।
কুপুত্রে সুপুত্রে কভু ভেদ নাহি করে ॥
পুত্রদেহ যাতে থাকে সুস্থ ও সবল।
সেমতি মায়ের চিন্তা জাগে অবিরল ॥
তৈরী করে আহারের বিবিধ সম্ভার।
জননী খাইতে দেন সন্তানে তাঁহার ॥
মোর পুত্র 'দুধে-ভাতে' থাকুক নিয়ত।
সংসারে জননী তাহা ভাবে অবিরত ॥

খণ্ড খণ্ড জননীর হলে এই ধারা।
ভেবে দেখ বিশ্বমাতা তাঁর ভাবধারা॥
আদ্যাশক্তি বিশ্বমাতা বিশ্বপ্রসবিনী।
লীলার শরীরে তিনি সারদা-জননী॥
বিশ্বব্যাপী সন্তানের মিটাইতে ক্ষুধা।
বিশ্বমাতা সারদার বিশ্বপ্লাবী সুধা॥
পুত্র ক্ষুধা মিটাইতে কিবা আচরণ।
পুঁথিতে তাহারি এবে দিব বিবরণ॥
শৌর্যেন্দ্র নামেতে মা'র জনৈক সন্তান।
দীক্ষালাভ তরে তিনি মা'র কাছে যান॥
বড়ই চায়ের নেশা তাঁর বাল্যাবধি।
চা না জুটিলে কষ্ট পান নিরবধি॥
আনচান করে মন চায়ের অভাবে।
ধ্যান জপ নাহি হয় চাঞ্চল্য প্রভাবে॥
সকরুণভাবে পুত্র দীক্ষা অবসানে।
নিবেদিল সব কথা মাতৃ সান্নিধানে॥
শুনিয়া মাতা কন স্নেহভরে,।
সকালে উঠেই চা খাবে তৃপ্তি করে॥
অনন্তর ধ্যান জপ করো একমনে।
তেমতি নির্দেশ মোর পুত্রের কারণে॥
তোমাদের কষ্ট হলে মোর কষ্ট হয়।
সৎমার মত নহে মায়ের হৃদয়॥
তোমার যেমন খুশী খাওয়া-দাওয়া করে।
ধ্যান জপ করো পরে সুতৃপ্ত অন্তরে॥
শ্রীপ্রভুর মঠবাড়ি কোয়ালপাড়ায়।
সন্ন্যাসীরা পূজা করে অতীব নিষ্ঠায়॥
তাঁহাদের পূজা শেষ হয় দেরী করে।
ততক্ষণ তাঁরা সবে রন অনাহারে॥
মায়ের সন্তান যদি থাকে অনাহারে।
তাহে বড় ব্যথা জাগে মায়ের অন্তরে॥
একদা সন্ন্যাসী এক বিদ্যানন্দ নামে।
হইতে কোয়ালপাড়া আসে মাতৃধামে॥
তাঁকে দেখি সারদা-মা কন স্নেহভরে।
শুনিলাম পূজা কর থাকি অনাহারে॥
নাহি খেয়ে থাক যদি প্রভুর পূজায়।
পেটের দিকেই মন ছুটিবে সদাই॥
পেট ঠাণ্ডা থাকিলেই ঠাণ্ডা রবে মন।
নিষ্ঠাভরে তবে পূজা হবে সমাপন॥
সকালেই খেয়ে নিবে প্রভুপূজা আগে।
তারপরে পূজা আদি করো অনুরাগে॥

কোয়ালপাড়ার মঠে প্রথম প্রথম।
নিরামিষ ভোগ দেওয়া আছিল নিয়ম॥
তেরশ উনিশ সনে মাতা কাশী হতে।
কলিকাতা ফিরিলেন সাঙ্গোপাঙ্গ সাথে॥
কোয়ালপাড়ার মঠে ভোগদান রীতি।
শুনিয়া জননী মনে কষ্ট পান অতি॥
জননী পাঠান তবে অতীব সত্বরে।
কোয়ালপাড়ায় টাকা প্রভু ভোগ তরে॥
চিঠিতে লিখেন মাতা দিয়ে আশীর্বাদ,।
দই-মাছ ভোগ দিয়ে লভিবে প্রসাদ॥
পুত্রদের কন মাতা আহার ব্যাপারে।
তোমরা মায়ের ছেলে খাবে ভাল করে॥
মাছে দুধে খাবে ভাত আমার সন্তান,।
কোন দোষ নাহি তাহে কর প্রণিধান॥
আহারে মাছের ঝোল মাথা ঠাণ্ডা করে।
ঠাকুরও খেতেন তাহা লীলার শরীরে॥
দীক্ষান্তে নরেশচন্দ্র চিন্তিত অন্তরে।
করজোড়ে করিলেন প্রশ্ন জননীরে,॥
এবে হতে আমি কি আর না খাব আমিষ।
তুমি কি বলিবে মোরে খেতে নিরামিষ?
তাহা শুনি মাতা কন সস্নেহ হৃদয়ে।
নিরামিষ কেন খাবে মোর পুত্র হয়ে॥
ইচ্ছাভরে খাবে দাবে আমার সন্তান।
তাদের কল্যাণ তরে আমি বিদ্যমান॥
শ্রীশ্যামাচরণ নামে জনৈক সন্তান।
রেঙ্গুন হইতে আসি মার কাছে যান॥
তাঁহাকেও সারদা-মা কন স্নেহ ক'রে।
মাছ-মাংস যাহা ইচ্ছা খাবে প্রাণভরে॥
আদ্যশ্রাদ্ধে, প্রায়শ্চিত্তে, সংস্কার বিবাহে।
নানাবিধ ভোজকাজ করা হয় তাহে॥
সেইসব অন্ন খেতে প্রভুর বারণ।
তাহা খেলে ভক্তি নষ্ট হবে অকারণ॥
মাতৃস্নেহ গাথা আরো শোন ভক্তিভরে।
শুনিলেই মাতৃকৃপা লভিবে অন্তরে॥
মাতৃভক্ত জ্ঞানানন্দ সন্ন্যাসী সন্তান।
জয়রামবাটীধামে তাঁর অবস্থান॥
একদা পাঁচড়া খোশ ভীষণ আকারে।
দেখা দিল হাতে পায়ে সমগ্র শরীরে॥
খাইতে অক্ষম পুত্র নিজ হাতে করে।
জননী খাইয়ে দেন পুত্রে স্নেহ ভরে॥

এইভাবে সন্তানের হইলে আহার।
উচ্ছিষ্টাদি করিতেন নিজে পরিষ্কার॥
অকৃপণ পুত্রস্নেহ দুর্লভ গভীর।
পুত্রতরে সারদা-মা নিয়ত অধীর॥
সন্ন্যাসী অরূপানন্দ আশ্রিত সন্তান।
একান্ত সেবকরূপে মাতৃগত প্রাণ॥
জননীর কৃপাধন্য সন্তানের দল।
মায়ের দর্শন হেতু ব্যগ্র অবিরল॥
দূর দূর হতে বহু আসিয়া সন্তান।
মাঝে মাঝে মা'র কাছে করে অবস্থান॥
জয়রামবাটীধামে বেশী নাই ঘর।
সন্তানের কষ্ট তাহে হয় নিরন্তর॥
পুত্রের কল্যাণে মাতা সতত উন্মুখ।
তাহাদের কষ্টে মাতা পান বড় দুখ॥
ভক্তদল তাহে ব্যগ্র দিয়ে মনপ্রাণ।
মায়ের আলাদা বাটি করিতে নির্মাণ॥
একদা অরূপানন্দ বাড়ির নির্মাণে,।
পাশের গ্রামেতে যান কাঠের সন্ধানে॥
দেরী হয়ে যায় তাঁর গাছকাটা তরে।
সেইহেতু খেতে নাহি আসেন দুপুরে॥
তখন শীতের কাল ছোট দিনমান।
সূর্যদেব তাড়াতাড়ি অস্তে চলে যান।
সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে সন্তান সন্ন্যাসী।
মা'র কাছে কাজ সেরে ফিরিলেন আসি॥
ফিরিয়া শোনেন তিনি বিস্মিত অন্তরে।
না খেয়ে আছেন মাতা সন্তানের তরে॥
অনুযোগ করে পুত্র জননীরে কন,।
না খেয়ে রয়েছ কেন, তুমি এতক্ষণ?
খাও নাই বলে মোর মনে দুঃখরাশি।
অসুস্থ দেহেও তুমি থাক উপবাসী॥
সারদা-মা শুনি তাহা কন স্নেহভারে,।
পুত্র নাহি খেলে মাতা খায় কি প্রকারে?
মায়ের নাড়ীর টান সন্তানের তরে।
পুত্রের কল্যাণচিন্তা সতত অন্তরে॥
ধীরেন্দ্র ভৌমিক নামে জনৈক সন্তান।
পাবনা হইতে তিনি মাতৃধামে যান॥
পৌঁছিবামাত্রই মাতা শুধান তাহারে,।
কখন করেছ যাত্রা আসিবার তরে?।
কোথায় খেয়েছ তুমি পথের মাঝার।
কোন্ কোন্ দ্রব্য ছিল আহারে তোমার?
উত্তর শুনিয়া মাতা কন স্নেহভরে,।
এখানে আসিতে হয় বড় কষ্ট করে॥
তোমার বয়স অল্প, কেউ নাই সাথে।
তবুও এসেছ তুমি এতদূর হতে॥
মায়ের স্নেহের স্পর্শে সন্তানের মন।
মাতৃপ্রেমে পরিপূর্ণ থাকে অনুক্ষণ॥
জননীর স্নেহবারি জাহ্নবীর ধারা।
তাহাতে সিঞ্চিত পুত্র হয় আত্মহারা॥
ত্যাগব্রতী শ্যামানন্দ সন্ন্যাসী সন্তান।
বেলুড় মঠেতে তাঁর হয় অবস্থান॥
পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম ছিল ক্ষুদিরাম।
সেই হতে 'খুদু' তাঁর হয় ডাক-নাম॥
মঠ তরে দ্রব্য আদি যাহা দরকার।
খরিদের ভার ছিল উপরে তাহার॥
সেইসব সম্ভারাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে।
মাঝে মাঝে আসিতেন কলিকাতা দেশে॥
বড়বাজারের নামে যেথায় বাজার।
সুলভে সেথায় মেলে বিবিধ সম্ভার॥
আগমন করি সেথা প্রভু-মঠ হতে।
খরিদ করেন দ্রব্য প্রয়োজন মতে॥
অনুকূল জোয়ারেতে নৌকাযান পেলে।
ক্রয় শেষে বেলুড়েতে যান তিনি চলে॥
তা না হলে উদ্বোধনে মাতৃ-সন্নিধানে।
দ্বিপ্রহরে চলে যান আহার কারণে॥
স্নানাহার শেষ করি বিশ্রামের পরে,।
নৌকাযোগে পুনঃ তিনি ফেরেন বেলুড়ে॥
একদিন বেলা প্রায় দুই ঘটিকায়।
উদ্বোধনে সেই পুত্র আসিয়া পৌঁছায়॥
গোলাপ-মা কন্ তারে সক্ষুব্ধ অন্তরে।
অসময়ে এল খুদু খাইবার তরে॥
আগে ভাগে খবরাদি নাহি দিয়ে যায়।
আহারাদি দিতে তাহে কত কষ্ট পাই॥
শুনিয়া সকল কথা সারদা-জননী।
গোলাপ-মায়েরে তবে কহিলেন তিনি॥
প্রভুর সংসার এবে প্রভুর কৃপায়।
শশীকলাসম দেখ ক্রমে বেড়ে যায়॥
সেইহেতু প্রভুস্থানে যখন তখন।
আসিয়া পৌঁছিবে জেনো দুই চারিজন॥
তাহাদেরো তরে রেখো সেমতি জোগাড়।
যাতে তারা পেতে পারে তাদের আহার॥

তাহা শুনি গোলাপ-মা সক্ষোভ অন্তরে।
স্বাভাবিক উচ্চগ্রামে বলেন সজোরে ॥
খুদু ত এখানে প্রায় আসে হামেশাই।
কোনদিন তবু আগে নাহি বলে যায় ॥
তাহা শুনি সারদা-মা কন স্নেহভরে।
বাছা মোর আসিয়াছে কত ঘুরে ঘুরে ॥
শ্রমের ক্লান্তিতে তার বিশুষ্ক বদন।
এত বেলা হল তবু করেনি ভক্ষণ ॥
দেরী নাহি করে তুমি বাছারে আমার।
তাড়াতাড়ি দাও হেথা করিতে আহার ॥
প্রভুর পিতার নাম হয় ক্ষুদিরাম।
সন্ন্যাসীরও পূর্বাশ্রমে ছিল সেই নাম ॥
মায়ের দরদ দেখি গোলাপ-জননী।
রঙ্গ করে শ্রীমায়েরে শুধালেন তিনি ॥
এতেক দরদ কেন খুদুর উপরে,।
তোমার শ্বশুর ওকি ধরার মাঝারে ?।
তাহা শুনি মাতা কন স্নেহসিক্ত মনে।
আমার শ্বশুর ওযে আমার জীবনে ॥
ওরাই শ্বশুর মোর, সব কিছু ওরা।
ওদেরি কারণে আমি ধরায় অধরা ॥

ব্রজেশ্বরানন্দ নামে সন্ন্যাসী সন্তান।
প্রভু কাজ করে নিত্য দিয়ে মন প্রাণ ॥
প্রবীন সন্ন্যাসী যাঁরা থাকেন বেলুড়ে।
সবে স্নেহ সেই হেতু করেন তাঁহারে ॥
স্নেহ লভি সবা হতে ভাবেন সন্তান।
মঠেতে থাকিলে বেড়ে যাবে অভিমান ॥
তার চেয়ে দূরদেশে তপস্যার তরে।
চলে যাওয়া ভাল হবে স্নেহনীড় ছেড়ে ॥
সঙ্ঘমাতা স্নেহময়ী জননী সারদা।
সন্তানের ইচ্ছা পূর্ণ করেন সর্বদা ॥
সারদা-মা অনুমতি যদি দেন মোরে।
স্বামীজীরা সেইক্ষেত্রে রাখিবে না ধরে ॥
মায়ের আদেশ সবে নেবে মাথা পেতে।
নিরুপায় হয়ে মোরে দেবেন যাইতে ॥
অনুরূপ ভাবি পুত্র গেলেন একদা।
উদ্বোধনধামে যেথা জননী সারদা ॥
সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করি মায়ের চরণ।
মা'র অনুমতি পুত্র মাগিল তখন ॥
সব শুনি সারদা-মা সস্নেহে শুধান।
তপস্যার তরে কোথা হবে অবস্থান ?॥

আপদে বিপদে যদি প্রয়োজন হয়।
সেমতি অর্থের তব আছে ত সঞ্চয় ?॥
মা'র কথা শুনি পুত্র বলে তাড়াতাড়ি,।
আমার সঙ্গেতে মোটে নাই টাকাকড়ি ॥
গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে যাব দিবানিশি,।
এইভাবে পেঁৗছে যাব যেথা বারাণসী ॥
পথিমধ্যে মাধুকরী করি দ্বারে দ্বারে,।
জোটাব ক্ষুধার অন্ন ইচ্ছা অনুসারে ॥
তাহা শুনি সারদা-মা স্নেহ স্বরধুনী,।
স্নেহঝরা কণ্ঠে পুত্রে বলেন তখনি, ॥
এখন কার্ত্তিক মাস বড় দুঃসময়,।
যমের চারিটি দ্বার এবে খোলা রয় ॥
হইয়া জননী আমি কিভাবেতে বলি,।
কার্তিক মাসেতে দূরে যাও তুমি চলি ॥
তোমার হাতেও মোটে নাই টাকাকড়ি।
কে দেবে ক্ষুধায় অন্ন তাও ভেবে মরি ॥
পুত্রতরে জননীর দেখি চিন্তাভার।
সন্তানের দূরে যাওয়া নাহি হল আর ॥
প্রাকৃত মায়ের মত জননী সারদা।
পুত্র তরে আকুলিত থাকেন সর্বদা ॥
দূরদেশে কিভাবেতে খাইবে সন্তান।
তাহারি চিন্তায় মার মন আনচান ॥

সিদ্ধুনাথ পাণ্ডা নামে জনৈক সন্তান।
দুর্গাপুজো কালে তিনি মাতৃধামে যান ॥
শারদার পুজাকালে জননী সারদা।
আনন্দেতে পূর্ণ পুত্র থাকেন সর্বদা ॥
প্রভুর আশ্রম রাজে কোয়ালপাড়ায়।
ফিরিবার কালে তাহা দেখিবারে চায় ॥
পরিচিত নহে পথ তাহে শঙ্কা জাগে।
মায়েরে জানায় তাহা ভক্তি অনুরাগে ॥
কেদার-জননী তবে আছিলেন তথা।
মাতা কন, তাঁর সাথে তুমি যাবে সেথা ॥
দশমী পুজার দিনে বৈকাল বেলায়,।
মহিলাটি কন যাব কোয়ালপাড়ায় ॥
সন্তানের আন্তরিক ইচ্ছা জাগে মনে।
সেদিনও থাকিতে সেথা মায়ের সদনে ॥
পুত্রের প্রার্থনা শুনি সারদা-জননী।
মহিলাকে থাকিবারে কহিলেন তিনি ॥
কেদার-জননী কিন্তু থাকিতে না চায়।
বলেন নিশ্চিত যাবো আজিকে সেথায় ॥

স্নেহময়ী সারদা-মা পুত্র স্নেহভারে।
বারবার অনুনয় করিলেন তাঁরে ॥
বহু সাধাসাধি হলে কেদার-জননী।
সেদিন থাকিতে রাজী হইলেন তিনি ॥
পরদিন সেইপুত্র বিদায়ের কালে।
প্রণমিলা জননীরে নয়নের জলে ॥
জননীও অশ্রুসিক্তা খান স্নেহচুমা,।
ধরায় নামিয়া আসে অধরার ভূমা ॥
পথিমধ্যে সন্তানের খাইবার তরে।
মিঠাই, সন্দেশ মাতা দিলেন সাদরে ॥
জননীর কাছ হতে লইয়া বিদায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্র পথে হেঁটে যায় ॥
মায়ের স্নেহের কথা ভাবে অনুক্ষণ।
মাতৃপ্রেমে পূর্ণ থাকে তার দেহ মন ॥
মায়ের প্রসাদগুলি খায় মাঝে মাঝে।
অশ্রুপূর্ণ সুখরাশি অন্তরে বিরাজে ॥
মায়ের সন্তান এক নামেতে নলিন।
জননীর পদে তাঁর মন নিশিদিন ॥
প্রাকৃত জননী তাঁর কাল পরবশে।
ত্যজিলেন কলেবর প্রবীণ বয়সে ॥
অশৌচের কালেতেই শোকতপ্ত মনে।
আসিলেন সেই পুত্র মায়ের সদনে ॥
পুলিপিঠা সেইকালে আছিল তৈয়ারী।
সারদা-মা খেতে তাহা দেন স্নেহ করি ॥
সন্তান শুধায় তবে নয়নের জলে।
খাওয়া কি উচিত তাহা অশৌচের কালে ॥
সারদা-মা তাহা শুনি কন স্নেহভরে।
চিরন্তনী মাতা আমি তোমার অন্তরে ॥
তুমি তো এসেছ এবে মোর সন্নিধানে।
কোন দোষ নাহি হবে খেলে এইখানে ॥
আদ্যাশক্তি সারদা-মা স্নেহ সুরধুনী।
লীলাদেহে পুত্র তরে প্রাকৃত জননী ॥
ভালমন্দ খাওয়া দাওয়া করিলে সন্তান।
আনন্দেতে পূর্ণ হয় জননীর প্রাণ ॥
নামেতে সুরেন্দ্রনাথ, উপাধিতে রায়।
জননীরে দেখিবার বড় ইচ্ছা যায় ॥
বালিগঞ্জ হতে সঙ্গে আরো তিনজন।
জয়রামবাটী তরে করিল গমন ॥
বিষ্ণুপুরে শিবুবাবু নামে একজন।
তাহাদের সাথে তার ঘটিল মিলন ॥
তিনিও যাইতে চান ভক্তিযুত প্রাণে।
জয়রামবাটিধামে মাতৃসন্নিধানে ॥
যাত্রাপূর্বে সবে কিছু আহার কারণে।
বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল চায়ের দোকানে ॥
চায়ের সহিত শিবু ডিম খেতে চায়।
অন্যদের কাছ হতে তাহে বাধা পায় ॥
সবাই বলিল তারে ভাবেভরা প্রাণে।
চলিয়াছি সবে মোরা, মহাতীর্থস্থানে ॥
অধম সন্তান মোরা, মোরা ভক্তিহীন।
যাত্রাকালে ডিম খাওয়া নহে সমীচীন ॥
সকলের উপদেশ করিয়া শ্রবন।
অনিচ্ছায় ডিম শিবু না করে ভক্ষণ ॥
মাতৃধামে সবে তারা পোঁছি অনন্তর।
মাতৃস্নেহে পূর্ণ করে তাদের অন্তর ॥
দুপুরে দেখিল তারা বসিয়া আহারে।
ডিমরান্না হইয়াছে তাহাদের তরে ॥
জননীর ভ্রাতুষ্পুত্রী নামেতে নলিনী।
তাঁহারে ডাকিয়া কন সারদা-জননী ॥
সকলেরে ডিম দিও এক একখানি।
শিবুর পাতেতে কিন্তু দিও দুইখানি ॥
যাত্রাপথে ডিম খেতে চেয়েছিল প্রাণ।
বাধা পেয়ে নাহি খায় আমার সন্তান ॥
বাসনা অপূর্ণ রাখা কভু নাহি সাজে।
খচ্ খচ্ করে তাহা হৃদয়ের মাঝে ॥
বাসনা সম্পূর্ণ হলে ভোগ অবসানে।
প্রভুর কৃপায় যাবে প্রভু সন্নিধানে ॥
অন্তর্যামী জননীর শুনি স্নেহবাণী।
আকুলিত হয়ে উঠে শিবুর পরাণী ॥
বুকভরা আনন্দেতে ভাসি অশ্রুজলে।
সাষ্টাঙ্গে বন্দিল মা'র চরণ কমলে ॥
মনে মনে বলে, তুমি জননী আমার।
মা না-হলে এই কথা কে বলিবে আর ॥
সন্তানের ইচ্ছা তুমি পুরাও যতনে।
ভোগাপবর্গদা নিত্য সন্তান কারণে ॥
আগন্তুক ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ।
চায়ের ওপরে রাখে অত্যধিক স্নেহ ॥
সেই বস্তু নাহি পেলে উঠে শয্যা হতে।
বহু কষ্ট পায় তারা মনের নিভৃতে ॥
কি আর করেন মাতা হইয়া জননী।
সাজেন পুত্রের তরে নিজে ভিখারিনী ॥

চায়ের কারণে দুধ না মিলে প্রভাতে।
তাহে মাতা বাটী বাটী যান বাটি হাতে॥
গাই দোহা হইয়াছে যাহার আলয়ে।
সেথা হতে দুগ্ধ আনি প্রভাত সময়ে॥
চা তৈরী ক'রে মাতা অন্তরের সুখে।
মাতৃস্নেহে দেন তাহা তুলে পুত্রমুখে॥
পুত্রসুখে সুখ পান পুত্র দুখে দুখ।
পুত্রের কল্যানে মাতা সতত উন্মুখ॥
জয়রামবাটী তবে অতি ক্ষুদ্রগ্রাম।
তরি তরকারি নাহি মিলে অবিরাম॥
বিভিন্ন আনাজপাতি সম্ভারাদি যত।
দূরবর্তী হাট হতে আনান সতত॥
যতনে সে সব মাতা রাখেন সঞ্চয়।
অনটন ঘটে তবু সময় সময়॥
সেইকালে মাতৃধামে আসিলে সন্তান।
তরকারী খোঁজে মাতা গৃহে গৃহে যান॥
শ্রীচরণে বাতব্যাধি কারণে তাহার।
বড় কষ্ট পান নিত্য জননী আমার॥
খোঁড়াইয়া তবু মাতা পুত্রের কারণে।
বাড়ী বাড়ী যান তিনি সব্জী আহরণে॥
রোগে শীর্ণ লীলাদেহ শ্রীচরণে বাত।
পুত্র সুখ তরে তাহে নাহি দৃষ্টিপাত॥
পুত্র স্নেহে পরিপূর্ণ স্নেহ সুরধুনী।
এবে মোর স্নেহক্ষরা সারদা-জননী॥
মাতৃপ্রেমে পূর্ণ রাখি হৃদয় কমল।
মাতৃধ্বনি তোল সব সন্তানের দল॥
মা'র নামে কেটে যাবে যত মায়াজাল।
মায়ের সন্তানরূপে রবে চিরকাল॥
সন্তানেরা জননীর অন্তরের ধন।
পুত্রতরে ব্যস্ত থাকে জননীর মন॥
কখন পুত্রের কিবা হবে প্রয়োজন।
সেমতি রাখেন মাতা তার আয়োজন॥
মুখুজ্জে উপাধি তাঁর নাম প্রভাকর।
আরামবাগেতে তাঁর আপনার ঘর॥
পেশায় ডাক্তার তিনি মাতৃগত প্রাণ।
জননীর তরে মন করে আনচান॥
পান খাওয়া নেশা কিন্তু দারুণ আকারে।
মুখে না থাকিলে পান হাঁটিতে না পারে॥
বাল্যকাল হতে তার দাঁতের অসুখ।
দাঁতেতে ঢুকিলে পান দেয় বড় দুখ॥
দাঁত হতে পান কুচি করিবারে বার।
খড়িকারও সেইহেতু হয় দরকার॥
অবসর পাইলেই ভক্তিযুত প্রাণে।
প্রভাকর বাবু যান মাতৃ সন্নিধানে॥
জয়রামবাটীধামে জননী সারদা।
মায়ের সন্তান সেথা আসেন একদা॥
দুই চারিদিন থাকি বিদায়ের কালে।
মায়েরে প্রণাম করে নয়নের জলে॥
জননীও সন্তানেরে করি আশীর্বাদ।
ঠোঙ্গায় করিয়া দেন পানের প্রসাদ॥
ঠোঙ্গাটি খুলিয়া পুত্র দেখিলেন পথে।
দরকারী খড়িকাও আছে তার সাথে॥
সন্তানের খুঁটিনাটি যাহা দরকার।
সস্নেহে জননী তার রাখেন জোগাড়॥
জননীর স্নেহ ভাবি গর্বিত হৃদয়ে।
কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্র চলেন আলয়ে॥
মায়ের নাড়ির টান সন্তানের তরে।
মাতৃস্নেহ সারবস্তু বিশ্ব চরাচরে॥
কেবা ব্রহ্মা কেবা বিষ্ণু কেবা মহেশ্বর।
সকলের চেয়ে বড় জননী অন্তর॥
মা'র নামে কেটে যায় যত গণ্ডগোল।
বৈকুণ্ঠেরও চেয়ে মিঠা জননীর কোল॥
জননীর সন্তানের গৃহ পরিজন।
মা'র কাছে তাহারাও আপনার জন॥
তাদেরও কল্যাণ যাতে হয় অনুক্ষণ।
জননীর চিন্তা তাহে জাগে সর্বক্ষণ॥
দেশের বাটীতে যবে জননী সারদা।
প্রভাকরবাবু তবে আসেন একদা॥
বাড়ী হতে যাত্রা তিনি করেন যখন।
ছেলেটির হাম দেখে আসেন তখন॥
শুনিয়া সকল কথা জননী সারদা।
আকুলিত হয়ে তিনি ভাবেন সর্বদা॥
অনন্তর টাকা দিয়ে কন প্রভাকরে।
কামারপুকুরে তুমি যাও ত্বরা করে॥
কামারপুকুরে যেথা প্রভু বাসস্থান।
কৃপাময়ী শীতলার সেথা অধিষ্ঠান॥
এই টাকা দিয়ে সেথা সভক্তি অন্তরে।
মা'র পূজা দিবে তুমি তব পুত্র তরে॥
জননীর স্নেহরাশি নাহি মানে সীমা।
মা'র পদে করে রেখো জীবনের বীমা॥

অসুখে বিসুখে কষ্ট পাইলে সন্তান।
পুত্র কষ্টে কেঁদে উঠে জননীর প্রাণ॥
অহেতুকী করুণায় মাতা পুত্রস্নেহে।
পুত্রের ব্যাধির ভোগ লন নিজ দেহে॥
তার ফলে সন্তানের সেরে যায় রোগ।
মায়ের শরীরে তাহে নানা রোগভোগ॥
নামেতে সুরেন্দ্র রায় বাড়ী বরিশালে।
মা'র পদে মন বাঁধা থাকে ভক্তিজালে॥
মা'র কাছে মাঝে মাঝে আসে অনুরাগে।
এমতি কাহিনী এক বলা আছে আগে॥
ডাক্তারির পড়াশুনা করি কায়ক্লেশে।
ডাক্তারি করেন তিনি আপনার দেশে॥
নানাস্থানে যেতে হয় রোগী দেখিবারে।
থাকেনা নিয়ম কোন আহারে বিহারে॥
এইভাবে হয় তাঁর পথে হাঁটাহাটি।
নানারূপ রোগীদেরও হয় ঘাঁটাঘাঁটি॥
ছোঁয়াচে রোগের মধ্যে হয় ক্ষয়কাশ।
অন্যদেহে সংক্রমণে থাকে অবকাশ॥
কিছু কিছু যক্ষারোগী ঘাঁটাঘাঁটি করে।
সংক্রামিত হল রোগ সুরেন্দ্র-শরীরে॥
ক্রমে ক্রমে সেই রোগ আরো বেড়ে যায়।
রক্ত বমি করে ভক্ত একদা সন্ধ্যায়॥
অনন্তর শয্যাশায়ী হইলেন তিনি।
মনে মনে চিন্তা শুধু সারদা-জননী॥
মত্যু পূর্বে বড় ইচ্ছা তাহার অন্তরে।
একবার জননীরে দেখিবার তরে॥
বড়ই দুর্বল তাহে নাই টাকাকড়ি।
নিরুপায় হয়ে কাঁদে গুমরি গুমরি॥
একদিন সেইপুত্র ভাসি অশ্রুনীরে।
দুঃখভারে লিখিলেন চিঠি জননীরে॥
স্নেহের জননী মোর, সীমায় অসীমা।
তোমার স্নেহের নাহি সীমা পরিসীমা॥
অধম পুত্রেরও তরে তব স্নেহ ভাতি।
সজল নয়নে আমি ভাবি দিবারাতি॥
বড় কষ্ট পাই মাগো ভারাক্রান্ত মনে।
কতদিন হেরি নাই তোমার চরণে॥
বড়ই কঠিন ব্যাধি আমার শরীরে।
শয্যাশায়ী হয়ে আমি ভাসি অশ্রুনীরে॥
বাঁচিবার কোন আশা নাহি হেরি আর।
অচিরেই যাব চলে ছাড়িয়া সংসার॥

মৃত্যু তরে ভয় কিন্তু নাহি জাগে মনে।
জন্মিলে মরিতে হবে কালের বিধানে॥
মৃত্যুপূর্বে একমাত্র জাগে মোর সাধ।
তোমার চরণ হেরি লভিব প্রসাদ॥
কিন্তু বড় অসহায় হই বর্তমানে।
রুগ্ন শীর্ণ দেহ লয়ে অন্তিম শয়ানে॥
বড়ই দুর্বল আমি নাহি অর্থবল।
তব কাছে যাইবার নাহিক সম্বল॥
সেইহেতু তব পদে জানাই প্রার্থনা।
কৃপায় আসিয়া মাগো পুরাও বাসনা॥
আর্তিভরা সেই পত্র লভিয়া জননী।
পুত্রকষ্টে অশ্রুসিক্তা হইলেন তিনি॥
পত্রোত্তরে বরাভয়া দিলেন অভয়।
অসুখের তরে তব নাহি কোন ভয়॥
প্রভুর কৃপায় সুস্থ হইয়া অচিরে।
আসিবে আমার কাছে সবল শরীরে॥
এতদূরে বর্তমানে যাওয়া নাহি হবে।
আমার আশিস জেনো চিরদিন রবে॥
সঙ্গেতে দিলাম ফটো সস্নেহ অন্তরে।
সযত্নে রাখিবে তাহা তোমার শিয়রে॥
আমারে দেখিতে ইচ্ছা হইলে উদয়।
ফটো মাঝে আমারেই লভিবে নিশ্চয়॥
উদ্বোধন মাসে মাসে হয় প্রকাশিত।
লীলার প্রসঙ্গে যাহা আছে সুবাসিত॥
শরতের লেখা তাহা বড়ই মধুর।
পাঠেতে মনের দুঃখ হয়ে যায় দূর॥
প্রকাশ হয়েছে যাহা গত বার মাসে।
বাঁধিয়ে পাঠানু তাহা তোমার সকাশে॥
যখনি ব্যাকুল তব হইবে পরানি।
ভক্তিভরে পড়ো তুমি উদ্বোধনখানি॥
এর সাথে পাঠালাম প্রভুর প্রসাদ।
তুমি মোর অন্তরের জেনো আশীর্বাদ॥
মায়ের আশিস লভি, লভি ফটোখানি।
রুগ্ন দেহ পায় যেন মৃত-সঞ্জীবনী॥
আনন্দেতে সেই পুত্র ভাসি অশ্রুনীরে।
আকুল নয়নে দেখে তার জননীরে॥
কভু রাখি শিরোপরি, কভু বক্ষদেশে।
কত কথা বলে পুত্র ভাবের আবেশে॥
কখনো হৃদয়ে ধরি খায় স্নেহ চুমা।
ধরায় নামিয়া আসে অধরার ভূমা॥

মুখে শুধু মা-মা বুলি, চোখে অশ্রুজল।
মায়ের মুরতিখানি একান্ত সম্বল ॥
মায়ের আশিস্ আর প্রভুর কৃপায়।
অচিরেই সেই পুত্র সুস্থ হয়ে যায় ॥
সেইকালে দুরারোগ্য ছিল ক্ষয়কাশ।
নিশ্চিত ঘটিত তাহে প্রাণের বিনাশ ॥
সেই রোগ হতে দেখ মায়ের সন্তান।
মায়ের আশিসে পুনঃ লভিল পরান ॥
অহেতুকী করুণার শতেক কাহিনী।
সেথায় জননী মোর স্নেহ-মন্দাকিনী ॥
সন্তানের শোকতাপ যত আধিব্যাধি।
সকলি করেন দূর মাতা নিরবধি ॥
যদিও গণিতে পারি আকাশের তারা।
সমুদ্রের বালুকণা বেলাভূমে যারা ॥
তবুও মায়ের স্নেহ নাহি জানে ইতি।
অসীম অসীমে যেথা লভে তার স্থিতি ॥
এমতি আরেক গাথা ভক্তি সহকারে।
বর্ণিব এবারে আমি পুঁথির মাঝারে ॥
মায়ের তনয়া এক ব্রজেশ্বরী নামে।
দীক্ষাতরে একদিন তিনি মাতৃধামে ॥
বড় ভক্তিমতী তিনি পটু সব কাজে।
মাতৃপদে অনুরক্তি সদাই বিরাজে ॥
অন্য কোন রোগ নাই শরীর মাঝারে।
একমাত্র মূর্চ্ছারোগে ভীষণ আকারে ॥
যাতে রোগ সেরে যায় সেই আশা করে।
পড়েন রূপার তাগা আপনার করে ॥
প্রতিকার দূরস্থান, নাহি লভে হিত।
শুধালে তাগার কথা ঘটে বিপরীত ॥
প্রশ্ন সাথে রোগচিন্তা জাগে তাঁর প্রাণে।
অচিরেই মূর্চ্ছাগত হন সেইস্থানে ॥
অনন্তর সন্ধ্যাকালে পাঁচ-সাতদিন।
ক্রমাগত মূর্চ্ছাগতা হন প্রতিদিন ॥
ছোটমামী একদিন কৌতুহলী মনে।
শুধালেন তাগা পরা কিসের কারণে ?
শুনিয়া মামীর কথা সারদা-জননী।
শঙ্কিতা হইয়া তবে ভাবিলেন তিনি ॥
এখনি হয়ত দেখা দেবে মূর্চ্ছারোগ।
কন্যাটিরও তার ফলে হবে কষ্টভোগ ॥
মামীর উদ্দেশে তবে অতীব সত্বরে।
কহিলেন সারদা-মা সক্ষোভ অন্তরে ॥
অন্যে কেন সব প্রশ্ন কর অকারণ।
শিষ্টাচার মতে তাহা জানিও বারণ ॥
হয়ত অসুখ কোন আছে দেহে তার।
পরিয়াছে বালা যাতে হয় প্রতিকার ॥
অনন্তর বরাভয়া স্নেহে ভরা মনে।
কহিলেন কন্যাটিরে অমিয় ভাষণে ॥
আর তাগা পরিবার নাহি দরকার।
আপনি রোগের এবে হবে প্রতিকার ॥
অভয় দিলেন যবে সারদা-ঈশ্বরী।
ত্বরায় ফেলিয়া বালা দেয় ব্রজেশ্বরী ॥
সেই হতে সেই রোগ আর নাহি হয়।
কন্যাতরে মাতৃস্নেহ সতত নিশ্চয় ॥
মার স্নেহে সারে রোগ, সারে আধিব্যাধি।
সন্তানের তরে মার চিন্তা নিরবধি ॥
অভী হয়ে জননীর যতেক সন্তান।
আনন্দেতে গাও সবে মার জয়গান ॥
শ্রীমতী ক্ষীরোদ বালা দৈব পরবশে।
হইলেন পতিহারা নবীন বয়সে ॥
অতি নিষ্ঠাবতী তিনি আচারে বিচারে।
প্রভুর করেন সেবা বিবিধ প্রকারে ॥
পূর্বের সুকৃতি তাঁর আছিল জীবনে।
লভিলেন স্থান তবে মায়ের চরণে ॥
জননীরে পেয়ে কন্যা যায় সব ভুলে।
জননীও স্নেহভরে নেন বুকে তুলে ॥
সন্তান-সন্ততি তরে সারদা-জননী।
যোগক্ষেম বহে দেন নিজ হাতে তিনি ॥
তাহাদের রোগজ্বালা তাও হয় দূর।
জননীর লীলাকথা বড়ই মধুর ॥
এমতি ক্ষীরোদ গাথা বলিবারে চাই।
শক্তি যেন লভি আমি মায়ের কৃপায় ॥
দ্বাদশ বর্ষের আগে একদিন তিনি।
কাটালেন নখ তাঁর দিয়ে নাপিতানি ॥
অনন্তর সেই কন্যা ব্যঞ্জনের তরে।
কুটিতে থাকেন পেঁপে আপনার ঘরে ॥
লাগিয়া পেঁপের কষ কুটিবার কালে।
চুলকানি হল শুরু তাঁহার আঙ্গুলে ॥
এমতি অবস্থা, তার ঘণ্টা দুই পরে।
ফুলিয়া উঠিল হাত ঢোলের আকারে ॥
চুলকানি তার সাথে থাকে অবিরত।
ক্রমে ক্রমে ঘায়ে তাহা হল পরিণত ॥

ডাক্তারেরা করিলেন ঔষধ প্রয়োগ।
তাহাতেও নিরাময় নাহি হল রোগ॥
কভু রোগ কম পড়ে, কভু বেড়ে যায়।
এইভাবে কাটে দিন হয়ে নিরুপায়॥
মার স্নেহচ্ছায়ে কন্যা আসিবার পরে।
প্রতিদিন মার কাছে যাতায়াত করে॥
অসুখের কথা কিন্তু বিশেষ কারণে।
নিবেদিত নাহি হয় মায়ের চরণে॥
মাঝে মাঝে সেই রোগ যবে বৃদ্ধি পায়।
মার কাছে সেইকালে কন্যা নাহি যায়॥
মনেতে ভাবেন তিনি মোর এই রোগ।
জননী দেখিলে তাঁর হবে কষ্ট ভোগ॥
সন্তানের পাপ তাপ যত আধিব্যাধি।
সেই সব নিয়ে মার কষ্ট নিরবধি॥
আমারো কারণে যদি মার কষ্ট বাড়ে।
বাজিবে অন্তরে ব্যথা শেলের আকারে॥
ইচ্ছাময়ী জগম্মাতা জননী সারদা।
তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয় জগতে সর্বদা॥
মানুষের ইচ্ছা যত ইচ্ছা মাত্র সার।
মায়ের ইচ্ছায় চলে জগত সংসার॥
একদিন হল কিবা দৈবের বিধানে।
রোগবৃদ্ধি লয়ে কন্যা মাতৃ সন্নিধানে॥
জননী দর্শন তরে আকুলি বিকুলি।
তাই তিনি আসিলেন সবকিছু ভুলি॥
ভাবিলেন দর্শনাদি হবে দূর হতে।
মার পাদস্পর্শ নাহি হবে কোনমতে॥
মাতৃধাম সেথা আসি দেখিলেন তিনি।
আরেক মহিলা সেথা, যেথায় জননী॥
মহিলাটি অশ্রুপূর্ণা অন্তরে আকুলি।
বসনে ঢাকিয়া হাত নেয় পদধূলি॥
তাহা হেরি সেই কন্যা ভাবিলেন তবে।
এমতি প্রণামে মার স্পর্শ নাহি হবে॥
সেইমতে তিনি হাত ঢাকিয়া বসনে।
ভক্তিভরে প্রণমিলা মায়ের চরণে॥
অনন্তর পদধূলি করিয়া গ্রহণ।
ভক্তিভরে মস্তকেতে করেন ধারণ॥
মায়ের সজাগ দৃষ্টি, নাহি কারো ছাড়া।
কন্যাটিও হাতে নাতে পড়িলেন ধরা॥
প্রণামের সাথে সাথে বিস্মিত অন্তরে।
শুধালেন কন্যাটিরে স্নেহঝরা স্বরে॥

বছরেক ধরে তোমা দেখি অবিরাম।
কোনদিন এইভাবে করনি প্রণাম॥
আশঙ্কা হৃদয়ে মোর জাগে অনিবার।
হাতেতে অসুখ কিছু হল কি তোমার?
মার কাছে ধরা পড়ে কন্যাটি তখন।
একে একে ব্যাধিটির দেয় বিবরণ॥
কন্যাটির দুঃখ কষ্ট শুনি অনন্তর।
বেদনায় পূর্ণ হয় মায়ের অন্তর॥
অশ্রুপূর্ণ আঁখি লয়ে কন জগম্মাতা।
আমি হই তোমাদের সকলের মাতা॥
মা হয়েও নাহি জানি তনয়ার দুখ।
বাছার কষ্টতে মোর ফেটে যায় বুক॥
ঠাকুরের পূজা তুমি কর যেই হাতে।
উৎকট ব্যাধি আজি ধরিল তাহাতে॥
চিন্তা নাহি কর তুমি, করিব উপায়।
যাতে সেরে যায় ব্যাধি প্রভুর কৃপায়॥
প্রভুর পূজার ঘরে কমণ্ডলু রাজে।
নির্মাল্য চরণামৃত তাহাতে বিরাজে॥
তাহাতে তোমার হাত দাও ডুবাইয়া।
অবিলম্বে এই ব্যাধি যাইবে সারিয়া॥
মায়ের আদেশে কন্যা সভক্তি অন্তরে।
যথারীতি সব কাজ করিল সত্বরে॥
পুনরায় মাতা কন স্নেহঝরা সুরে।
প্রভুর কৃপায় রোগ চলে যাবে দূরে॥
মাছ মাংস রসুনাদি ঘাঁটাঘাঁটি হ'লে।
পড়িবে সামান্যভাবে রোগের কবলে॥
দেখিলে রোগের কোপ হাতের উপরে।
প্রভুর চরণামৃত দিও ভক্তিভরে॥
এইরূপ করিলেই প্রভুর কৃপায়।
রোগমুক্ত হয়ে তুমি থাকিবে সদাই॥
মায়ের বিধানে কাজ করিবার পরে।
রোগমুক্ত হল কন্যা চিরদিন তরে॥
মাঝে মাঝে মাছ মাংস ঘাঁটাঘাঁটি হলে।
পড়িতেন মৃদুভাবে রোগের কবলে॥
প্রভুর চরণামৃত দিলে সেই স্থানে।
রোগমুক্ত হত ত্বরা মায়ের বিধানে॥
সেই ব্যাধি হতে মুক্ত হইবার পরে।
একদা কন্যাটি কন অনুযোগভরে॥
তুমি মোর আদরের স্নেহ সুরধুনি।
ব্যাধিমুক্তি তরে কিন্তু আসিনি জননী॥

আসিয়াছি যাতে ভক্তি থাকে অবিচল।
যাতে পাই শ্রীপ্রভুর চরণ কমল॥
দেহব্যাধি সারায়েই দিও না বিদায়।
শ্রদ্ধাভক্তি লভি যেন তোমার কৃপায়॥
সহাস্যেতে কন তবে জননী সারদা।
তোমাদের দেহ কভু নহেক আলাদা॥
তোমার শরীর জেনো আমার শরীর।
তোমার কষ্টেতে তাহে হই যে অধীর॥
সন্তান-সন্ততি সদা সুখে থাকে যদি।
আমার তৃপ্তির তবে না থাকে অবধি॥

শ্যামানন্দ নামে তবে জনৈক সন্ন্যাসী।
বেলুড় মঠেতে রন সদা হাসি খুশী॥
প্রভু-মঠে কাজ কর্মে বড় নিষ্ঠাবান।
মার পদে সমর্পিত দেহ মন প্রাণ॥
হেনকালে তার হাতে দৈবের বিধানে।
হইল আঙ্গুলহাড়া ইঁদুর দংশনে॥
অসহ্য যন্ত্রণা হয় এই রোগ হলে।
ছট্‌ফট করে রোগী যন্ত্রণার ফলে॥
অসহ্য রোগের জ্বালা সহিতে না পারি।
আসিলেন মার কাছে উদ্বোধন বাড়ি॥
এই রোগ রাত্রিকালে আরো বেড়ে যায়।
সন্ন্যাসী কাঁদিয়া উঠে তীব্র যন্ত্রণায়॥
নীচেতে থাকেন পুত্র, জননী দ্বিতলে।
পুত্রকষ্টে মার বক্ষ ভাসে অশ্রুজলে॥
যন্ত্রণা শুনিলে মাতা কহেন কাতরে।
বাছার কষ্টেতে আমি প্রাণে যাই মরে॥
বাছা মোর সারা হল এই যন্ত্রণায়।
পুত্রে রক্ষা কর প্রভু, তোমার কৃপায়॥
নীচেতে বিনিদ্র পুত্র, উপরে জননী।
এইভাবে কেটে যায় দুঃখের রজনী॥
পুত্রসুখে সুখ পান পুত্র দুখে দুখ।
পুত্রের কল্যাণে মাতা সতত উন্মুখ॥

নামেতে অঘোরনাথ ঘোষ উপাধিতে।
প্রাণায়াম করিতেন গৃহের নিভৃতে॥
বিনা গুরুকরণেই খেয়ালের বশে।
প্রাণায়াম চলে নিত্য যোগসিদ্ধি আশে॥
ভাবিতেন বেশী করে হলে প্রাণায়াম।
সত্বরে মিলিবে সিদ্ধি প্রাণের আরাম॥
সিদ্ধিলাভ নাহি হয়, তাহার বদলে।
পড়িলেন নিষ্করুণ রোগের কবলে॥

কফরোগ তার সাথে কাশি অবিরত।
কাশিতে কাশিতে প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত॥
চিকিৎসা হলেও বহু নাহি লভি ফল।
ঘোষজা ভাবেন তাঁর জীবনই নিষ্ফল॥
হতাশায় জরাগ্রস্ত দেহ প্রাণ মন।
কেবলি মৃত্যুর চিন্তা আসে অণুক্ষণ॥
দুঃসহ রোগের জ্বালা কষ্ট নিরবধি।
এর চেয়ে ভাল হয় মৃত্যু ঘটে যদি॥
হেনকালে দেখ কিবা দৈবের বিধানে।
আসিয়া পৌঁছান তিনি মাতৃ সন্নিধানে॥
একদিন সেথা দেখা দেয় সেই রোগ।
নিদারুণ ভাবে শুরু হয় কষ্ট ভোগ॥
প্রায় দম বন্ধ হয় কাশিতে কাশিতে।
বড় কষ্ট হয় তাঁর যন্ত্রণা সহিতে॥
পুত্রের হেরিয়া কষ্ট মার কষ্ট বাড়ে।
অন্তরের স্নেহ ধারা বহে শত ধারে॥
ব্যথা ক্লিষ্ট মাতা কন করুণ বচনে।
কত কষ্ট পায় বাছা রোগের কারণে॥
ওগো প্রভু, দয়াময় কৃপার আধার।
ভালো করে দাও তুমি বাছারে আমার॥
জননীর ইচ্ছা দেখ কত শক্তি ধরে।
কফ রোগ সেরে গেল চিরদিন তরে॥
সুস্থ হয়ে সেই পুত্র মায়ের কৃপায়।
জীবনের অর্থ খুঁজে পেল পুনরায়॥

মহেশ্বরানন্দ নামে সন্ন্যাসী সন্তান।
একদা বেলুড় হতে উদ্বোধনে যান॥
সেবক শরৎ সেথা জ্বরে শয্যাগত।
পুত্র তরে মার চিন্তা জাগে অবিরত॥
অপরাহ্নে সন্ন্যাসীটি ফিরিবে বেলুড়ে।
জননীর শ্রীচরণে প্রণামাদি করে॥
পুত্রের প্রণাম সারা হইবার পরে।
ষোল আনা দিয়ে মাতা কন স্নেহ ভরে॥
শরৎ অসুস্থ হেথা বলো বাবুরামে।
প্রভুকে তুলসী দেবে শরতের নামে॥
প্রার্থনা জানায় যেন প্রভু পূজা দিয়ে।
যাহাতে ত্বরায় বাছা উঠে সুস্থ হয়ে॥
পুত্রের অসুখে মার অন্ন নাহি রোচে।
সন্তান থাকিলে সুস্থ মার দুঃখ ঘোচে॥
সন্তানের তরে মার অপূর্ব মমতা।
তাদের অসুখে মার বাড়ে আকুলতা॥

কি ভাবেতে পুত্র সেরে উঠিবে সত্বরে।
ব্যাকুল হইয়া তাহা ভাবেন অন্তরে॥
পুজা, হোম, মানসিক প্রভুর চরণে।
করে যান মাতা নিত্য পুত্রের কারণে॥
যুগ অবতার প্রভু রামকৃষ্ণ রায়।
তাঁহার লীলায় একই ধারা দেখ যায়॥
শ্রীযুত কেশব সেন ভক্তির অধার।
প্রভু প্রেমে চিরবন্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার॥
একদা শোনেন প্রভু দক্ষিণ শহরে।
অসুখ হয়েছে তাঁর কেশব শরীরে॥
অসুখের কথা শুনি প্রভু চিন্তান্বিত।
কি ভাবে হইবে সুস্থ তাহে ব্যাকুলিত॥
ঠনঠনে নামে স্থান কলিকাতা ধামে।
আদ্যাশক্তি স্থিতা সেথা সিদ্ধেশ্বরী নামে।
বড়ই জাগ্রতা দেবী, দুর্বলের বল।
মানসিকে সবে পায় হাতে নাতে ফল॥
শ্রীঠাকুর তাহা চিন্তি' ভক্তের কারণে।
মা কালীকে বলিলেন ভক্তিযুত মনে॥
কেশবেরে সুস্থ করে দাও গো জননী।
কেশব হইলে সুস্থ দেব ডাব-চিনি॥
আদ্যাশক্তি সিদ্ধেশ্বরী তাঁহার কৃপায়।
অচিরে কেশব সেন সুস্থ হয়ে যায়॥
প্রভু পরমেশ যিনি ব্রহ্মসনাতন।
যিনি হন সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ॥
তিনিও লীলার দেহে লীলা পরবশে।
মানসিক করিলেন ভক্ত স্নেহ বশে॥
লীলাময় শ্রীঠাকুর, মাতা লীলাময়ী।
একজন স্নেহে ভরা, অন্যে স্নেহময়ী॥
পুত্রকন্যা তাহাদের না পারি ভুলিতে।
আসিলেন তাঁরা স্নেহে ধরার ধুলিতে॥
জননী অসুস্থা তবে কোয়ালপাড়ায়।
জননীরে দেখিবারে সবে আসে যায়॥
ত্যাগী এক ব্রহ্মচারী মায়ের সন্তান।
সেইকালে মাতৃধামে তাঁর অবস্থান॥
বয়সে নবীন তিনি ত্যাগে ভরা মন।
একমাত্র ধ্যেয় বস্তু মায়ের চরণ॥
আহার ব্যাপারে তিনি বড় উদাসীন।
দেহ তাহে ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠে ক্ষীণ॥
মায়ের অসুখ তরে ব্যথাক্লিষ্ট প্রাণ।
প্রতিদিন দুধ নিয়ে যেতেন সন্তান॥
জয়রামবাটি হতে যান প্রতিদিন।
মার পাদস্পর্শ নাহি করে কোনদিন॥
সন্তান ভাবেন মনে স্নেহের জননী।
ভক্তদের পাপ নিয়ে কষ্ট পান তিনি॥
জন্ম জন্মান্তরে আছে পাপের সঞ্চয়।
আমার শরীরও কিছু রোগ শূন্য নয়॥
জননীকে পরশিলে শরীরে তাঁহার।
সংক্রামিত হতে পারে যে রোগ আমার॥
মার কষ্ট যদি বাড়ে আমার কারণে।
বৃথা মোর বেঁচে থাকা জীবন ধারণে॥
জননী তাঁহার ইষ্ট জীবনে মরণে।
তবু স্পর্শ নাহি করে মায়ের চরণে॥
দেখ মন কিবা প্রেম কিবা ভালবাসা।
বর্ণিতে অক্ষম আমি নাহি জোটে ভাষা॥
সারদা-মা আদ্যাশক্তি বিশ্বপ্রসবিনী।
পুত্রহৃদে তিনি শুধু স্নেহের জননী॥
ইষ্টের চরণ কাম্য সকলের কাছে।
তবু নাহি ছোঁয়, মার কষ্ট বাড়ে পাছে॥
বড়ই অদ্ভুত হয় প্রেমের আচার।
প্রেমাস্পদে ভাবে ছোট না করি বিচার॥
ব্রহ্মসনাতন, যাঁর অনন্ত বিকাশ।
প্রতি লোমকূপে যাঁর ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় যাঁর ইচ্ছা মাত্র ঘটে।
তিনি রন বন্ধ হয়ে ভক্ত হৃদি ঘটে॥
প্রেমের মূরতি তিনি প্রেমের স্বরূপ।
প্রেমের রজ্জুতে বাঁধা—কিবা অপরূপ॥
মিটাইতে আপনার প্রেমের পিয়াসা॥
অবতার রূপে তাঁর যুগে যুগে আসা।
কৃষ্ণ অবতারে তিনি সাজিয়া গোপাল।
যশোদার কাছে নিত্য স্নেহের কাঙাল॥
স্নেহের নবনী খেতে বড় ভাল লাগে।
যুগে যুগে এই লীলা চলে অনুরাগে॥
যশোদার স্নেহ দেখ অরূপ রতন।
কৃষ্ণের কল্যাণে চিন্তা করে অনুক্ষণ॥
সদাই আশঙ্কা জাগে মায়ের অন্তরে।
যদি কোন অকল্যাণ আসে কৃষ্ণ তরে॥
সর্বদা ভাবেন কৃষ্ণে আমার আমার।
আমি না দেখিলে হায় কি হবে তাহার॥
প্রেমাস্পদে ছোট ভাবি প্রেমিকের মন।
সদাই হৃদয়ে রাখে করিয়া যতন॥

অহংতা মমতা দুই প্রেমের আচার।
প্রেমে কভু নাহি থাকে জ্ঞানের বিচার॥
জ্ঞানের বিচার এলে তত্ত্বচিন্তা থাকে।
প্রেমাস্পদ অন্তর্হিত হন সেই ফাঁকে॥
গোকুলে করেন বাস ভাবুক ব্রাহ্মণ।
গোপালের ভাবে কৃষ্ণে সেবে অনুক্ষণ॥
অপুত্রক সেই বিপ্র পিতৃস্নেহ লয়ে।
গোপালেরে পুত্র ভাবে ভজেন হৃদয়ে॥
সবকাজে একচিন্তা আমার গোপাল।
নয়নের মণি মোর স্নেহের কাঙাল॥
সাগরের সেঁচা ধন, রাজার মানিক।
আয় বাবা, মোর কোলে, আয়রে খানিক॥
মধু মাখা তোরে পেলে হাতে চাঁদ পাই।
তুই ছাড়া ত্রিজগতে মোর কেহ নাই॥
বাল্য ভাবে বিভাবিত প্রেমিক ব্রাহ্মণ।
কভু হাসে, কভু কাঁদে গোপাল কারণ॥
এই ভাবে কাটে দিন কেটে যায় রাতি।
গোপালের সাথে চলে স্নেহের বেসাতি॥
ক্রমে ক্রমে ভাবসিদ্ধি তাঁহে উপজিল।
গোপালেরে পুত্ররূপে সাক্ষাৎ লভিল॥
ব্রাহ্মণ জীবনে এল পরম লগন।
আনন্দ সাগরে তাহে হলেন মগন॥
গেপালের তরে সদা আকুলি বিকুলি।
নাচেন গোপালে লয়ে স্কন্ধে তাঁর তুলি॥
অনিমেষে কভু হেরে গোপালের মুখ।
সে চাঁদ বদন হেরি ভুলে সব দুখ॥
রাজভোগ, ছানা বড়া, ক্ষীরের মালাই।
গোপালের তরে আনে যেথা যাহা পায়॥
অন্নসাথে দেবভোগ্য বিবিধ ব্যঞ্জন।
গোপালে লইয়া কোলে করান ভোজন॥
কভু দেন ক্ষীর ননী, নানা পিঠাপুলি।
কভু খান স্নেহ চুমা সব কিছু ভুলি॥
গোপাল আনন্দে সেথা সব কিছু খান।
কভু কিন্তু রাগ করে করেন প্রস্থান॥
গোপাল ছোটেন আগে অভিমান ভরে।
ব্রাহ্মণ ছোটেন পিছে ব্যাকুল অন্তরে॥
মাঝে মাঝে শ্রীগোপাল পিছনে তাকান।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া পিছে পুনশ্চ পালান॥
অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়েন গোপাল।
ব্রাহ্মণ ধরেন তবে বেড়ি স্নেহ জাল॥

কোলে তুলি স্নেহ চুমা খান অবিরল।
শাসন তর্জন তাও নহেক বিরল॥
গোপালের তরে আসে নানা অলঙ্কার।
সোনার কিরীট শিরে কিবা শোভা তার॥
মুকুতার মালা শোভে গোপালের গলে।
সোনার নুপুর বাজে চরণ কমলে॥
প্রশস্ত সুবর্ণ পটি কোমরে বিরাজে।
সোনার বলয় হাতে বিদ্যুতের সাজে॥
শ্রীহস্তে মোহন বাঁশী নয়নাভিরাম।
গোপাল ত্রিভঙ্গ হয়ে হাসে অবিরাম॥
ব্রাহ্মণ দেখেন তাহা হয়ে পুলকিত।
কালে কাল স্তব্ধ হয়ে কালে থাকে স্থিত॥
ভাবুক ব্রাহ্মণ পুনঃ নিকিষ্ট অন্তরে।
আনেন খেলার দ্রব্য গোপালের তরে॥
লাল ঝুমঝুমি আসে লাটিমের সাথে।
মৃত্তিকার টিয়াপাখী যোগ দেয় তাতে॥
রঙীন ফানুস আসে, তাহে হাঁড়ি কুঁড়ি।
মাটির পুতুল তাও আসে সারি সারি॥
গোপাল খেলেন নিত্য লয়ে খেলাপাতি।
ব্রাহ্মণ দেখেন তাহা আনন্দেতে মাতি॥
রাত্রিতে গোপালে অঙ্কে করিয়া ধারণ।
ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী গাথা বলেন তখন॥
আদরে শ্রীঅঙ্গে হাত দেন বুলাইয়া।
ধীরে ধীরে শ্রীগোপাল যান ঘুমাইয়া॥
এই ভাবে কাটে দিন, কেটে যায় রাতি।
ভাবুক ব্রাহ্মণ থাকে প্রেমানন্দে মাতি॥
হেনকালে দেখ কিবা দৈবের বিধান।
বিড়াল ডাকিল যবে গোপাল শয়ান॥
বিড়ালের ডাক শুনি গোপালের ভয়।
ব্রাহ্মণের গলা ধরি লভেন অভয়॥
ব্রাহ্মণ বলেন তবে, কোন ভয় নাই।
বেড়ালের ঠ্যাং আমি ভাঙ্গিব হেথায়॥
আমার গোপাল হয় কত লক্ষ্মী ছেলে।
তাহারে দেখায় ভয়, অন্যদের ফেলে॥
সুখে নিদ্রা যাও বাপ, নাহি করে ভয়।
বিড়ালে মারিব কাল জানিও নিশ্চয়॥
আশ্বাসের বাক্য শুনি সতৃপ্ত অন্তরে।
গোপাল গেলেন নিদ্রা অতীব সত্বরে॥
পরদিন রাত্রে পুনঃ ডাকিলে বিড়াল।
যথারীতি ভয় পান স্নেহের গোপাল॥

ব্রাহ্মণের কাছে পুনঃ লভিয়া অভয়।
গোপাল ঘুমান তবে হইয়া নির্ভয়॥
পূর্বের ঘটনা পুনঃ তৃতীয় দিবসে।
গোপাল হলেন শান্ত ব্রাহ্মণ আশ্বাসে॥
গোপালে করিয়া শান্ত ভাবেন ব্রাহ্মণ।
গোপাল স্বরূপে হন ব্রহ্ম সনাতন॥
যাঁর ইচ্ছা মতে নিত্য সৃষ্টি স্থিতি লয়।
দেবেরও দেবতা যিনি অচ্যুত অব্যয়॥
কালেরও দেবতা তিনি, সূর্য চন্দ্র দাস।
তাঁর হতে সর্বলোক পায় মহাত্রাস॥
শমন যাঁহার কাছে জোড় হাতে থাকে।
তিনি কেন ভয় পান বিড়ালের ডাকে॥
ভাবিয়া না পাই কূল গোপালের রীতি।
প্রাকৃত বালক সম জাগে তাঁর ভীতি॥
ঐশ্বর্য মাধুর্য দুটি ঈশ্বরের ভাব।
সাধনের ক্রমভেদে তাহাদের লাভ॥
জ্ঞানপথ, ভক্তিপথ আছে বিধি মতে।
সংস্কারের বশে জীব যায় নিজ পথে॥
জ্ঞানীজন জ্ঞানমার্গ করিয়া আশ্রয়।
দেখেন ঈশ্বর মাঝে সৃষ্টি স্থিতি লয়॥
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ঐশ্বর্যের রূপে।
প্রভুর আদেশ মত কাজ করে চুপে॥
ঐশ্বর্যের প্রখরতা তেজের আকারে।
ভাব ভক্তি হিমে সদা দেয় বাষ্প করে॥
সেই হেতু জ্ঞানী হেরে সবি নিরাকার।
ব্রহ্মে জীবে নাহি ভেদ-জলে জলাকার॥
কিন্তু যাঁরা ভক্তি পথে করেন সাধন।
প্রভু সাথে আত্মীয়তা করেন স্থাপন॥
কারো কাছে পিতা তিনি কারো কাছে মাতা।
কারো কাছে পুত্র, যিনি বিশ্বের বিধাতা॥
হনুমান কাছে তিনি প্রভুর স্বরূপে।
শ্রীমতীর পাশে তিনি দয়িতের রূপে॥
সেব্য সেবকের ভাব থাকে বিদ্যমান।
যেথায় করেন লীলা ভক্ত ভগবান॥
ভক্তিতে মাধুর্য ভাব আষ্টে পৃষ্ঠে দড়।
তাহাতে ঐশ্বর্য ভাব থাকে জড় সড়॥
সেব্যতে ঐশ্বর্য ভাব করিলে আরোপ।
প্রেমাস্পদ সরে যায়, প্রেম পায় লোপ॥
ব্রাহ্মণের হৃদে দেখ হল ভাবান্তর।
ঐশ্বর্যের ভাবে পূর্ণ হইল অন্তর॥

পুত্র স্নেহে পূর্ণ যবে আছিলা ব্রাহ্মণ।
গোপালের রূপে প্রভু ছিলেন তখন॥
এখন ব্রাহ্মণ হৃদে ঐশ্বর্যের জ্ঞান।
সেই হেতু গোপালের হল অন্তর্ধান॥
কৃষ্ণ অন্তর্ধানে বিপ্র হন দিশাহারা।
ভূমিতে লুটায়ে কাঁদে পাগলের পারা॥
শিরে করাঘাত হানি কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
দারুণ শেলের ব্যথা তাহার অন্তরে॥
হেনকালে দৈববাণী সেই স্থানে হল।
ভাবান্তর কারণেই কৃষ্ণ চলে গেল॥
এই দেহে তুমি আর কৃষ্ণে নাহি পাবে।
পুনঃ কৃষ্ণে পাবে যবে দেহ ছেড়ে যাবে॥
পুনরায় ফিরে যাই পূর্বের কথায়।
ভক্ত ব্রহ্মচারী যবে কোয়ালপাড়ায়॥
পূর্ব অনুরূপ চিন্তা করিয়া সন্তান।
মার হতে কিছু দূরে করে অবস্থান॥
দূর হতে সেই পুত্র পুছে জননীরে।
কেমন রয়েছ মাতা লীলার শরীরে॥
শয্যা হতে সন্তানেরে বলেন জননী।
গায়ে হাত দিয়ে তুমি দেখহ আপনি॥
জননীর বারবার শুনিয়া আহ্বান।
সেই ভক্ত ব্রহ্মচারী মার কাছে যান॥
বসিয়া মায়ের পাশে ভক্তি যুত চিতে।
করেন মায়ের সেবা যথা বিধিমতে॥
জননী শুধান তবে অতি ধীরে ধীরে।
বড়ই দুর্বল দেখি তোমার শরীরে॥
সময়েতে খাওয়া দাওয়া করিবে সবাই।
তোমরা থাকিলে ভাল আমি তৃপ্তি পাই॥
এখানে অনেক দুধ আসে প্রতিদিন।
মোর তরে দুধ নাহি এন কোনদিন॥
জয়রামবাটিধামে যত দুধ হয়।
তোমরা সকলে তাহা খাইবে নিশ্চয়॥
তোমরা খাইলে ভাল আমি তৃপ্তি পাই।
তোমাদের সুখে সুখ জানিও সদাই॥
জননীর প্রতি কার্যে প্রতি আচরণে।
পরিপূর্ণ থাকে সদা মাতৃত্ব-স্ফুরণে॥
সহজ সরল এত মার ব্যবহার।
আসামাত্র সবে ভাবে বড় আপনার॥
জলেতে মিশিলে জল, নাহি থাকে ভেদ।
অনুরূপ মাতা পুত্রে নাহিক প্রভেদ॥

সন্তান-সন্ততি আসে নানা স্থান হতে।
জানা শোনা পূর্বে নাহি ছিল কোন মতে ॥
তবুও আসার সাথে তারা ভাবে মনে।
আসিয়া পৌঁছেছি মোরা মায়ের সদনে ॥
পুত্র কন্যা সম তারা করে আচরণ।
হেসে খেলে মার পাশে করে বিচরণ ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্ব প্রসবিনী।
লীলার শরীরে তিনি সারদা-রূপিণী ॥
এই সব কথা তারা শুনে যায় কানে।
মায়ের মাতৃত্ব শুধু ধরে রাখে প্রাণে ॥
পুত্র কন্যা যবে থাকে মায়ের সকাশে।
ভক্তি মুক্তি তারো চিন্তা মনে নাহি আসে ॥
'আছেন মোদের মা'—তাদের প্রত্যয়।
যখন যা প্রয়োজন লভিব নিশ্চয় ॥
যার যাহা পেটে সহ সেই অনুরূপে।
পুষ্টে তাহা দেন নিত্য জননীর রূপে ॥
মার পাশে সন্তানেরা করে ঘুর ঘুর।
মাতৃস্নেহে দেহ মন থাকে ভরপুর ॥
জননীর পাদপদ্মে নমি বার বার।
এমতি ঘটনা কিছু বর্ণিব এবার ॥

সরযূ, সুমতি তাঁরা দুই সহোদরা।
পটলডাঙ্গার গৃহে থাকেন তাঁহারা ॥
কনিষ্ঠা সুমতিদেবী পূর্বে হতে তিনি।
পেয়েছেন মহামন্ত্র হইতে জননী ॥
লেখাপড়া জানা মেয়ে বড় ভক্তিমতী।
মার হতে স্নেহ কৃপা পান নিরবধি ॥
শিক্ষিকার রূপে তিনি রন বিদ্যালয়ে।
মাঝে মাঝে উদ্বোধনে মায়ের আলয়ে ॥
একদিন শনিবারে সুমতির সনে।
সরযূ পৌঁছান আসি মায়ের চরণে ॥
মায়ের আলয়ে পৌঁছি দেখিলেন তিনি।
প্রভুর মন্দির দ্বারে আছেন জননী ॥
একটি চরণ তাঁর চৌকাঠ উপরে।
অন্যটি রয়েছে রাখা পাপোষের 'পরে ॥
দরজার 'পরে রাখা বাম হাত খানি।
নীচুতে ঝোলানো আছে অন্য হাত খানি ॥
মাথায় কাপড় নাই, হাসি ঝরা মুখে।
মূর্তিমতী স্নেহ যেন দাঁড়ায়ে সম্মুখে ॥
প্রণাম করিলে কন্যা সভক্তি অন্তরে।
আনন্দেতে আঁখি হতে অশ্রু আসে ঝরে ॥

স্নেহ চুমা খেয়ে মাতা করি আশীর্বাদ।
দুই হাত ভরে দেন জিলিপি-প্রসাদ ॥
সুমতিরে বিদ্যালয়ে যেতে হবে ত্বরা।
যেহেতু বিদায় নেন হয়ে মন মরা ॥
মিনিট পাঁচেক থাকি জননীর পাশে।
প্রণাম করেন পুনঃ বিদায়ের আশে ॥
বিদায়ের কালে মাতা কন স্নেহ ভরে।
মোর কাছে পুনরায় আসিও সত্বরে ॥
সরযূ চলেন পথে চোখে অশ্রু ধারা।
মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ হয়ে আত্মহারা ॥
অল্পক্ষণ মাত্র ছিনু মাতৃ সন্নিধানে।
তাতেই পড়িনু বাঁধা অন্তরের টানে ॥
জননীরে মনে হয় কত আপনার।
যুগ যুগ ধরে যেন জননী আমার ॥

তেরশ সতেরো সনে মাঘ মাস শেষে।
মার কাছে কন্যা পুনঃ ভক্তির আবেশে ॥
মায়ের আলয়ে পৌঁছি দেখিলেন তিনি।
বলরাম গৃহে তবে গেছেন জননী ॥
কিছু পরে আসিলেই মাতা উদ্বোধনে।
সাষ্টাঙ্গে বন্দিল কন্যা মায়ের চরণে ॥
সস্নেহে কন্যারে তুলি ভূমিতল হতে।
স্নেহচুমা খান মাতা আপনার মতে ॥
আশিস করিয়া তবে রাখি হাত মাথে।
কন্যারে শুধান মাতা, এলে কার সাথে ?
কেমন রয়েছ তুমি প্রভুর কৃপায়।
সুমতি কেমন আছে তাহাও শুধাই ॥
ভেবে মরি আস নাই এতদিন ধরে।
অসুস্থ হইয়া বুঝি পড়ে আছ ঘরে ॥
যথাযথ উত্তরাদি করিয়া প্রদান।
ভাবাবেশে বিহ্বলিত হল তার প্রাণ ॥
বিস্মিত হইয়া কন্যা ভাবে অনুরাগে।
মিনিট পাঁচেক দেখা হয়েছিল আগে ॥
তাহাতেই তিনি মোরে রেখেছেন মনে।
মধুক্ষরা মাতৃস্নেহ সন্তান কারণে ॥
তাহা ভাবি হয় কন্যা আনন্দে বিভোর।
অজস্র ধারায় বয়ে আসে আঁখিলোর ॥
অনন্তর সারদা-মা কন স্নেহ-ভরে।
বলরাম গৃহে ছিনু কিছুক্ষণ ধরে ॥
তুমি আসিয়াছ হেথা কারণে তাহার।
সেথায় চঞ্চল হল হৃদয় আমার ॥

তাই আমি তাড়াতাড়ি এলাম ফিরিয়া।
এসে দেখি তুমি হেথা রয়েছ বসিয়া॥
অনন্তর তক্তাপোষ তাহার উপরে।
বসিয়া বলেন মাতা সস্নেহ অন্তরে॥
তুমি আসি এইখানে বস মোর পাশে।
তোমাকে দেখিয়া মন আনন্দেতে ভাসে॥
তোমাকে দেখিলে শুধু মোর মনে হয়।
বহুদিন ধরে যেন আছে পরিচয়॥
জননীর স্নেহবাক্য করিয়া শ্রবণ।
আনন্দে কন্যাটি করে অশ্রু বরিষণ॥
ভক্তি বিগলিত চিত্তে বিহ্বলিত প্রাণে।
এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে মার মুখ পানে॥
হাসি মাখা মার আঁখি, স্নেহ ভরা মুখ।
তাহা হেরি কন্যাটির ভরে যায় বুক॥
মনে ভাবে স্বর্গ, মুক্তি কিছু নাহি চাই।
মাতৃস্নেহ কাছে তারা তুচ্ছ হয়ে যায়॥
বিদায়ের কালে মাতা করি আশীর্বাদ।
'খাও খাও' বলি মুখে ধরেন প্রসাদ॥
অনেক লোকের মাঝে লজ্জা পায় মেয়ে।
চুপ করে থাকে কন্যা বিস্মিত হৃদয়ে॥
কন্যাটি গৃহিণী তবু জননী সারদা।
নিতান্ত বালিকা তারে ভাবেন সর্বদা॥
মার কাছে সন্তানেরা বড় নাহি হয়।
অবোধ শিশুই থাকে সতত নিশ্চয়॥
আরো একদিন কন্যা সভক্তি অন্তরে।
আসিলেন মার কাছে গ্রীষ্মের দুপুরে॥
ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত তবু নয়নের জলে।
সাষ্টাঙ্গে বন্দিল মার চরণ কমলে॥
মেয়েরে দেখিয়া ক্লান্ত সারদা-জননী।
তাড়াতাড়ি আনিলেন পাখা একখানি॥
ঘামে ভেজা জামাখানি খুলিবারে কন।
কন্যাটির তরে পাখা চলে অনুক্ষণ॥
কন্যাটি আড়ষ্ট হয়ে কন জননীরে।
তুমি পাখা কর বলে ভাসি অশ্রু নীরে॥
দয়া করে তুমি মাগো দাও পাখাখানি।
পাখার বাতাস তবে খাইব আপনি॥
তাহা শুনি মাতা কন স্নেহ ঝরা স্বরে।
তোমাদের সুখে মোর বুক যায় ভরে॥
সন্তান-সন্ততি তরে আমার জীবন।
তাদের কল্যাণ চিন্তা রাজে অনুক্ষণ॥

অন্যা একদিন কন্য দীক্ষার কারণে।
প্রাতঃকালে আসিলেন মায়ের চরণে॥
যথারীতি দীক্ষালাভ হলে সমাপন।
মার সাথে গঙ্গাস্নানে করেন গমন॥
মায়ের কাপড় গামছা লয়ে তার সনে।
গুটি গুটি হাঁটে কন্যা মায়ের পিছনে॥
সহজ সরল ভাবে সতৃপ্ত হৃদয়ে।
নানাবিধ খুনসুটি চলে মায়ে ঝিয়ে॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া জননী সারদা।
সহজিয়া মাতৃভাবে থাকেন সর্বদা॥
তেরশ উনিশ সালে আশ্বিনের শেষে।
আসিলেন কন্যা পুনঃ ভাবের আবেশে॥
দুপুরের আহারাদি হলে সমাপন।
পাখা হাতে কন্যাটির হয় আগমন॥
ভক্তিযুতা সেই কন্যা অতি ধীরে ধীরে।
পাখার বাতাস দেয় জননী শরীরে॥
কিছুক্ষণ পরে মাতা বলেন তাহারে।
পাখার বীজন আর না করো আমারে॥
অনন্তর মাতা কন স্নেহের আবেশে।
বালিশ লইয়া তুমি শোও মোর পাশে॥
জড়াইয়ে মায়ের গলা নিজ বাহু ডোরে।
সেই কন্যা নিদ্রাচ্ছন্ন হইল অচিরে॥
নিদ্রা টুটে গেলে কন্যা দেখিল বিস্ময়ে।
পাখা করে যান মাতা সস্নেহ হৃদয়ে॥
কি আর করেন কন্যা ভাবে থর থর।
প্রাণ ভরে খায় শুধু মায়ের আদর॥
নামেতে শ্রীশ চন্দ্র ঘটক উপাধি।
মার পদে শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে নিরবধি॥
চাকুরি করেন তিনি শিলঙে যখন।
তখনো হয়নি তাঁর জননী দর্শন॥
তেরশ সতেরো সালে জ্যৈষ্ঠ মাস করে।
জনা কয় মিলে যান জননীর তরে॥
জননীর ফটো মূর্ত্তি দেখেছে সবাই।
চাক্ষুষ দর্শন কিন্তু কারো মেলে নাই॥
পথিমধ্যে একজন মায়ের কৃপায়।
স্বপনে মায়ের মূর্ত্তি দেখিবারে পায়॥
স্বপ্নে দেখা মূর্ত্তি আর ফটো মূর্ত্তি মাঝে।
দেখিলেন সেই ভক্ত পার্থক্য বিরাজে॥
মাতৃধামে পৌঁছি ভক্ত দেখেন বিস্ময়ে।
স্বপ্ন মূর্ত্তি মার মূর্ত্তি আছে এক হয়ে॥

স্বপ্নে দৃষ্ট মূর্তি আর লীলার শরীরে।
হুবহু রয়েছে মিল দোঁহার ভিতরে॥
অপার আনন্দ সাথে জাগিল বিস্ময়।
মাতৃস্নেহে পূর্ণ হল ভক্তের হৃদয়॥
কামারপুকুরে হয় প্রভু জন্মস্থান।
অদূরেই অবস্থিত মহাতীর্থস্থান॥
পরদিন মহাভাগ্যে দীক্ষা লাভ পরে।
প্রভুস্থানে যেতে ইচ্ছা জাগিল অন্তরে॥
সন্তানেরা কন, মাগো, দাও অনুমতি।
প্রভুস্থানে যাইবারে ইচ্ছা হয় অতি॥
সব শুনে মাতা কন সস্নেহ বয়ানে।
অন্যদিন সকলেই যাবে প্রভুস্থানে॥
রাঁধিতেছি নিজে আমি তোমাদের তরে।
তোমাদের খাওয়াইব আজি ভাল করে॥
ছেলেরা সকলে আজি মোর কাছে রবে।
কোনমতে সেথা আজ যাওয়া নাহি হবে॥
কামারপুকুরে হয় প্রভু জন্মস্থান।
সর্বতীর্থসাররূপে মহাতীর্থস্থান॥
ছেলেরা খাইবে ভাল তাহার কারণ।
মহাতীর্থে যেতে তাও করেন বারণ॥
ছেলেরাও বোঝে মনে জননীর টান।
যার কাছে ধর্ম কর্ম হয় তুচ্ছ জ্ঞান॥
বছর তিনেক পরে ভক্তিযুত মনে।
সেই ভক্ত চলেছেন মায়ের সদনে॥
জন্মাষ্টমী ছুটি লভি' সুবাদে তাহার।
কয়জন গুরুভ্রাতা সঙ্গ নিল তাঁর॥
অনন্তর সবে মিলি তিমির সন্ধ্যায়।
পোঁছিলেন ভক্তিভরে কোয়ালপাড়ায়॥
ছুটির মেয়াদ অল্প ভাবি মনে মনে।
রাত্রিতেই চলিলেন মায়ের সদনে॥
ঝড় বৃষ্টি শুরু হয় রাস্তার মাঝারে।
চারিদিকে অন্ধকার ভীষণ আকারে॥
পথ ঘাট পরিপূর্ণ জলে ও কাদায়।
মার নাম নিতে নিতে পথে হেঁটে যায়॥
ক্লান্ত শ্রান্ত তবু তাঁরা সতৃপ্ত অন্তরে।
পোঁছিলেন মাতৃধামে রজনী দুপুরে॥
গভীর রজনী তবে তাহার কারণে।
খবর না দেওয়া হয় মায়ের চরণে॥
পরদিন প্রাতঃকালে সকল সন্তান।
ভক্তিভরে প্রণমিতে মার কাছে যান॥

সন্তানেরা আসিয়াছে রাতের আঁধারে।
সেইকালে বৃষ্টিপাত ভীষণ আকারে॥
পথিমধ্যে বিপদের ছিল সম্ভাবনা।
তাহা চিন্তা করি মাতা হলেন বিমনা॥
বকিতে বকিতে মাতা বলেন সকলে।
পেয়েছ সকলে রক্ষা প্রভুকৃপা বলে॥
বর্ষাকালে নানাবিধ সাপ খোপ কত।
রাস্তার উপরে শুয়ে থাকে অবিরত॥
সে সব মাড়িয়ে কত আসিয়াছ সবে।
আতঙ্কিত হই আমি তাহা ভাবি যবে॥
সব শুনি মাকে তাঁরা কন করজোড়ে।
বুঝেছি তোমার কথা মোদের অন্তরে॥
তোমাকে দেখার আশে আকুলি বিকুলি।
তাড়াতাড়ি পথে নামি সব কিছু ভুলি॥
আরো কথা আমাদের বেশী নাই ছুটি।
ত্বরায় সেহেতু আসি জয়রামবাটী॥
শুনিয়া তাদের কথা বলেন জননী।
তোমাদের আকুলতা সব আমি জানি॥
গোঁ-ভরে তবু চলা ভাল নাহি হয়।
তাতে মোর কষ্ট বাড়ে জানিও নিশ্চয়॥
তোমাদের পায়ে কভু কাঁটা ফোটে যদি।
শেল সম কষ্ট তাহে পাই নিরবধি॥
জননীর স্নেহ বার্তা করিয়া শ্রবণ।
আনন্দেতে তারা করে অশ্রু বরিষণ॥
প্রাণের অধিক প্রিয় জননী আমার।
আপনারও হতে তিনি আরো আপনার॥
বুক ভরা স্নেহ নিয়ে জননী স্বভাবে।
আপন করিয়া নেন স্বাভাবিক ভাবে॥
কেহ যদি কোন দিন মার কাছে যায়।
মুহূর্তেই সেই কথা বুঝিবারে পায়॥
শ্রীশ-এর ঘরণীর মন শুদ্ধ অতি।
জননীর শ্রীচরণে রাখে সদা মতি॥
তেরশ বাইশ সালে পোষ মাস করে।
মহিলাটি মার কাছে সভক্তি অন্তরে॥
মার পাশে থাকে কন্যা সুখে ভরপুর।
নিজ কন্যা সম সদা করে ঘুর ঘুর॥
কখনো মায়ের সাথে চলে খুনসুটি।
কখনো কৌতুক ভরে হেসে লুটোপুটি॥
অন্তরের অন্তঃস্থলে বুঝিলেন তিনি।
সত্যকার মাতা মোর সারদা-জননী॥

মোটামুটি প্রাতঃকালে দশ ঘটিকায়।
মায়ের জনৈক পুত্র দোকানেতে যায়॥
সকাল বেলায় কিছু খাবেন জননী।
সেইহেতু পুত্র তাঁহা আনিলেন কিনি॥
মুড়ি ও কড়াই ভাজা, কাঁচা লঙ্কা তাতে।
অনুপান ঝালবড়া থাকে তার সাথে॥
জননী সারদা তাহা লইয়া আঁচলে।
ভোজনের তরে গৃহে বসেন ভূতলে॥
কন্যাটিও তাহা হেরি বস্তু লাভ আশে।
গুটি গুটি বসিলেন জননীর পাশে॥
অল্প অল্প মাতা মুখে দেন আপনার।
মুঠো করে দেন পরে কন্যারে তাঁহার॥
এইভাবে খাওয়া-দেওয়া চলে যথারীতি।
মায়ে-ঝিয়ে যেই রূপ সংসারের রীতি॥
বাড়ির মেয়ের মত আহারের পরে।
মায়ের বিছানাপত্র ঝাড়াঝুড়ি করে॥
ঝাড়া-ঝাড়ি হলে শেষ মাথায় তুলিয়া।
ছাদের উপর রোদে দিলেন মেলিয়া॥
দুপুরের আহারাদি হলে সমাপন।
মার কাছে কন্যা পুনঃ করেন গমন॥
স্বাভাবিক ভাব থাকে কন্যা আচরণে।
সে ভাবে বুলান হাত জননী-চরণে॥
কভু মার পাকাচুল দেন তিনি তুলে।
কভু বা আদর খান সব কিছু ভুলে॥
অনর্গল সেই কন্যা কথা যায় কয়ে।
যেমতি আচরে কন্যা পিতার আলয়ে॥
দেখ মন জননীর কিবা আচরণ।
যেথায় সহজে সবে করে বিচরণ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্বপ্রসবিনী।
লীলাদেহে তিনি হন সারদা-জননী॥
ঐশ্বর্যের ভাব সুপ্ত, মাধুর্য সর্বদা।
সে যে মোর স্নেহময়ী জননী সারদা॥
মার স্নেহে সন্তানেরা হয় একাকার।
জলে জল মিশি যথা হয় জলাকার॥
মার আরো স্নেহগাথা বলিবারে চাই।
ভক্তদের কৃপা রেণু ধরিয়া মাথায়॥
উপাধিতে সরকার সুরেন্দ্র নামেতে।
কর্মব্যপদেশে তিনি থাকেন রাঁচিতে॥
মাতৃপদে সমর্পিত সকলি তাহার।
জননীরও বড় প্রিয়, বড় আপনার॥

তার তরে জননীর চরম আশ্বাস।
প্রভু 'পরে সুরেনের অগাধ বিশ্বাস॥
সুরেনের কিছু কথা বলা আছে আগে।
আরো কথা বলা হবে পরে অনুরাগে॥
এখন বর্ণিব তাঁর জায়ার কাহিনী।
হৃদে যাঁর ফল্গুরূপী ভক্তি প্রবাহিনী॥
শিশুকন্যা জায়া সঙ্গে অতীব প্রত্যুষে।
সুরেন একদা যান মায়ের উদ্দেশে॥
জননীর কাছে পোঁছি সেই ভক্তবীর।
সাষ্টাঙ্গে বন্দিল মায়ে হইয়া অধীর॥
জননীরে কন তবে জায়া কন্যা তরে।
তব কাছে রবে আজ সারাদিন ধরে॥
সদা ইচ্ছা আসিবার তোমার চরণে।
তবু না আসিতে পারে দূরত্ব কারণে॥
সেইহেতু সারাদিন তব পাশে রবে।
দিবা অবসানে পুনঃ নিয়ে যাব সবে॥
মায়ের যেমন ধারা. সব কিছু ভুলে।
সুরেন-জায়ারে তিনি নেন বুকে তুলে॥
মুহূর্তেই কন্যা বোঝে তাঁহার হৃদয়ে।
যেন তিনি এসেছেন পিতার আলয়ে॥
কিছুক্ষণ বাদে মাতা কন কন্যাটিরে।
মাথাইয়া দাও তেল আমার শরীরে॥
তেল মাখা হলে শেষ কন্যাটি তখন।
আঁচড়িয়ে দেন চুল করিয়া যতন॥
সব কাজ হলে সারা সতৃপ্ত বয়ানে।
মার সাথে সেই কন্যা যান গঙ্গাস্নানে॥
গঙ্গাতীরে থাকে বসে ঘাটের ব্রাহ্মণ।
পয়সা নিয়ে যায়া দেয় পরিয়ে চন্দন॥
গঙ্গাস্নান অবসানে কন্যারে লইয়া।
চলিলেন যেথা আছে ব্রাহ্মণ বসিয়া॥
পয়সা দিয়ে মাতা তারে কন ধীরে ধীরে।
চন্দন পরিয়ে দাও মোর কন্যাটিরে॥
চন্দন হইলে পরা পুলকিত মনে।
গুটি গুটি হেঁটে চলে মায়ের পিছনে॥
দেখহ মায়ের স্নেহ কিবা রূপ ধরে।
মুহূর্তেই সবে নেয় আপনার করে॥
সুরেনের শিশুকন্যা থাকিয়া শয্যায়।
অনুপম জননীর স্নেহ পেতে চায়॥
শিশু চিন্তা করে মাকে কি প্রকারে ধরি।
হাঁটিতে পারিনা তাই ধরিতে না পারি॥

অনুরূপ নানা চিন্তা করি নানা ভাবে।
কম্বল করিল নোংরা আপন স্বভাবে ॥
তাহা হেরি সারদা-মা সস্নেহ অন্তরে।
নোংরা কম্বল দেন পরিষ্কার করে ॥
কন্যা তবে কন, মাগো, লজ্জা পাই আমি।
নোংরা কম্বলখানি কেন ধুলে তুমি ?
সারদা-মা কন তবে কিসের সংশয়।
শিশুটি নহেতো পর জানিও নিশ্চয় ॥
দেখ মন জননীর কেহ নহে পর।
মাতৃস্নেহ গ্রাস করে বিশ্ব চরাচর ॥
সন্তান-সন্ততি সদা অন্তরের টানে।
বহুদূর হতে আসে মাতৃ সন্নিধানে ॥
পথে কষ্ট, অর্থাভাব চিন্তা নাহি করে।
মার কাছে আসে সবে বিহ্বল অন্তরে ॥
জয়রামবাটীধামে তখন জননী।
সেথা বয়ে যায় নিত্য স্নেহ সুরধুনী ॥
জয়রামবাটীধামে শীতের প্রাক্কালে।
ভক্ত এক চলেছেন একদা সকালে ॥
সঙ্গে চারি শিশুকন্যা তাঁর পরিবার।
পথে নানা দুঃখকষ্ট না করি বিচার ॥
পূর্বদিন অপরাহ্নে গরুর গাড়িতে।
তাহাদের যাত্রা শুরু গড়বেতা হতে ॥
জীবটা গ্রামেতে তাঁরা পেঁছিয়া প্রত্যুষে।
পায়ে হেঁটে চলেছেন জননী সকাশে ॥
কন্যাদিকে আনে তাঁরা কোলে কাঁধে করে।
ছোটটিও ভোগে পুনঃ ম্যালেরিয়া জ্বরে ॥
এই অবস্থায় ভক্ত ভাবে অবিরত।
মায়েরে করিব আমি অযথা বিব্রত ॥
একেতো নূতন স্থান, নাহি জানা শোনা।
তাহাতে আমারও মোটে নাই আনা-গোনা ॥
মুখে শুধু 'মা' 'মা' বুলি মনে চিন্তা শত।
এই ভাবে হেঁটে তারা চলে অবিরত ॥
অবশেষে মাতৃধামে পেঁছিয়া সকলে।
সাষ্টাঙ্গে বন্দিল মার চরণ-কমলে ॥
তাহাদের পেয়ে মাতা আনন্দে বিভোর।
পুত্র কন্যা তরে মার চির স্নেহডোর ॥
ক্ষুদ্র পরিসর বাড়ি তাহারি ভিতরে।
সকল ব্যবস্থা সেথা দেন মাতা করে ॥
রুগ্ন শিশু সেথা পেল শুইবার স্থান।
ঔষধ পথ্যেরও ত্বরা হইল সংস্থান ॥

জননীর অকৃত্রিম স্নেহ ও আদরে।
ভক্তের আশঙ্কা যত টুটিল অচিরে ॥
স্ত্রী-ভক্তও নিঃসঙ্কোচে করে বিচরণ।
যেমতি পিতার গৃহে শোভে আচরণ ॥
মনে ভাবে, আসিয়াছি নিবিষ্ট হৃদয়ে।
শ্বশুর আলয় হতে পিতার আলয়ে ॥
বাড়ির মেয়ের মত স্নানের সময়ে।
সবা সাথে যায় কন্যা ঘড়া কাঁখে লয়ে ॥
দেখহ মায়ের স্নেহ কিবা শক্তি ধরে।
সকলেই ভাবে যেন আসিয়াছি ঘরে ॥
প্রভু পূজা সমাপনে সারদা-জননী।
স্বামী-স্ত্রী উভয়েরে দীক্ষা দেন তিনি ॥
ভাগ্যবান ভাগ্যবতী তাঁরা দুইজনে।
কৃপায় আশ্রয় পান মায়ের চরণে ॥
বর্ধমান তার কাছে তালিৎ গ্রামেতে।
ভক্তদের অতঃপর সেথা হবে যেতে ॥
তালিতের অবস্থান হয় বহুদূরে।
গড়বেতা হতে পথ তিন দিন ধরে ॥
সেই হেতু দ্বিপ্রহরে আহারের পরে।
প্রস্তুত হলেন তাঁরা পুনঃ যাত্রা তরে ॥
জননীও যাত্রাকালে বিষণ্ণ বদনে।
'দুর্গা দুর্গা' বলিলেন মঙ্গল কারণে ॥
বরাভয়া কন তবে নাহি করো ভয়।
জেনে রেখো আমি আছি সকল সময় ॥
যেতে নাহি চায় মন তবু নিরুপায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁরা নিলেন বিদায় ॥
তাহাদের চোখে দেখা যায় যতক্ষণ।
তাকিয়ে থাকেন সেথা মাতা ততক্ষণ ॥
ক্রমে ক্রমে তাঁরা গেলে দৃষ্টির বাহিরে।
মাতা পুনঃ আসিলেন বাড়ির ভিতরে ॥
দুঃখ ভরে কন মাতা, নয়নের জলে।
কত কষ্টে এসেছিল তাহারা সকলে ॥
মোর তরে তাহাদের কি গভীর টান।
তাহাদিকে রক্ষা কর প্রভু ভগবান ॥
এত দূর হতে আহা আসিল বাছারা।
বিশ্রাম না লভি পুনঃ ফিরিল তাহারা ॥
তৃপ্তি করে খাইবার না পেল সময়।
ভালভাবে কথাবার্তা তাও নাহি হয় ॥
এমন সময় আসে মায়ের নজরে।
গামছা ফেলিয়া গেছে তারা ভুল করে ॥

তাহা হেরি মাতা কন স্নেহভরা মনে।
ভুল তো হতেই পারে যথেষ্ট কারণে॥
এত দূর হতে এল এত কষ্ট করে।
তবু না থাকিতে পায় এক রাত্রি তরে॥
ভালভাবে কথাবার্তা বলিতে না পায়।
যাইতে নারাজ মন তবু নিরুপায়॥
যেতে নাহি ইচ্ছা ছিল তবু যেতে হয়।
দেহ যায় দূরদেশে মন হেথা রয়॥
তাহার প্রমাণ দেখ গামছা আছে পড়ে।
অজানিতে ভুল করে লোকে ইচ্ছা করে॥
বড়ই প্রাচীন প্রশ্ন মানুষের মনে।
মানুষেরা ভুল করে কিসের কারণে?।
আপাত দৃষ্টিতে সদা মনে এসে যায়।
মানুষেরা ভুল-চুক করে অনিচ্ছায়॥
যে ভুলের ফলে তার ক্ষতি হতে পারে।
তাহা কি করিবে নিজে ইচ্ছা সহকারে?।
সেহেতু ইচ্ছায় ভুল নাহি করা হয়।
অনিচ্ছায় ভুল-চুক সকল সময়॥
মনস্তত্ত্ববিদ আর জ্ঞানী গুণীজন।
এই মত তাঁরা নাহি করেন পোষণ॥
তাঁহাদের মতে ভুল হয় ইচ্ছা সনে।
যে ইচ্ছার সূত্র থাকে মনের গহীনে॥
মনের তিনটি স্তর থাকে বিদ্যমান।
'সচেতন' অন্যতম তাঁরা বলে যান॥
অবচেতনের স্তর থাকে তার পরে।
তারও পরে অচেতন, চির অন্ধকারে॥
কি জমা হইয়া আছে অচেতন মনে।
কেহ না জানিতে তাহা পারে কোনক্ষণে॥
লক্ষ লক্ষ জনমের সংস্কার নিচয়।
অধিকাংশ অচেতন স্তরে জমা রয়॥
অবচেতনার স্তরে বাকী অংশ থাকে।
চেতনের স্তরে যাহা আসে ফাঁকে ফাঁকে॥
অচেতন সেই স্তরে জমা থাকে যাহা।
চেতনের স্তরে কভু নাহি আসে তাহা॥
অসীম অনন্ত এই অচেতন স্তর।
অন্ধকারময় তাহা থাকে নিরন্তর॥
দেখা নাহি যায় তবু প্রচণ্ড আকারে।
বিরাট শক্তির কেন্দ্র সূর্য অভ্যন্তরে॥
তাহা হতে সব কিছু শক্তির জোগান।
মানুষেরা সেই কেন্দ্র দেখিতে না পান॥

সেমতি মানব মনে অচেতন স্তর।
অচিনের রূপে কাজ করে নিরন্তর॥
'মহাকালী' বলেছেন তাকে স্বামীপাদ।
সাধারণে কভু তার না লভে সংবাদ॥
চিন্তা, ইচ্ছা, অনুভূতি মানুষের মনে।
সকলেই কাজ করে তাদের কারণে॥
যে সবের স্থিতি থাকে সচেতন স্তরে।
তাহাদের ধরা যায় যদি ইচ্ছা করে॥
অবচেতনের স্তর সচেতন পারে।
সসীম হলেও তাহা বিরাট আকারে॥
সেমতি স্তরের মাঝে থাকে সেই মন।
কর্মের উৎসরূপে তাহা অনুক্ষণ॥
সাধারণভাবে ধরা নাহি যায় তারে।
জ্ঞানীরা সমর্থ হন তাকে ধরিবারে॥
মানুষের সুপ্ত ইচ্ছা এই স্তরে থাকে।
সেই ইচ্ছা ফলবতী হয় ফাঁকে ফাঁকে॥
সেকালে কাজের উৎস ধরা নাহি যায়।
সাধারণে ভাবে কাজ হল অনিচ্ছায়॥
সে কাজের সূত্র থাকে মনের গহীনে।
সংঘটিত নাহি হয় তার ইচ্ছা বিনে॥
এত তাড়াতাড়ি যেতে মার কাছ হতে।
মেয়েটির ইচ্ছা নাহি থাকে কোন মতে॥
তবু চলে যেতে হয় বাস্তব কারণে।
অন্য ইচ্ছা থেকে কিন্তু যায় সুপ্ত মনে॥
সেই ইচ্ছা অন্যভাবে প্রকাশিত হয়।
চলে যায় তবু সেথা গামছা পড়ে রয়॥
সকল কর্মের সূত্র থাকে নিজ মনে।
কভু সচেতনে কভু মনের গহীনে॥
সেহেতু কখনো কর্ম নহে অনিচ্ছায়।
মানুষেরা করে সবই আপন ইচ্ছায়॥
জননীও সেইহেতু কন স্নেহসনে।
ভুল তো হতেই পারে 'যথেষ্ট' কারণে॥
সুগভীর তত্ত্ব ধরে জননীর বাণী।
রত্নরাজি পরিপূর্ণ হীরকের খনি॥
সরস্বতী স্বরূপিনী জননী চরণে।
প্রণতি জানাই নিত্য আকুলিত মনে॥
পুনরায় ফিরে যাই পূর্ব সূত্র ধরে।
ফেলে যাওয়া গামছা যবে এসেছে গোচরে॥
গোপেশ নামেতে সেথা মায়ের সন্তান।
লইয়া গামছাখানি ছুটে দিতে যান॥

কিছু বাদে দেখে সবে মেয়েটির শাড়ি।
পুণ্যপুকুরের পাড়ে তাও আছে পড়ি॥
মেয়ের হইবে কষ্ট শাড়ির বিহনে।
সেহেতু গোপেশে পুনঃ পাঠান যতনে॥
বুকভরা ভক্তিসাথে লয়ে অশ্রুজল।
ময়মনসিংহ হতে আসে ভক্তদল॥
তাহাদের দলপতি আছিলেন যিনি।
জননীর কৃপাধন্য পূর্ব হতে তিনি॥
ভক্তটি ভাবেন মনে বেশীদিন ধরে।
মার কাছে থাকিলেই মার কষ্ট বাড়ে॥
অধিকন্তু সুস্থ নহে ভক্তের শরীর।
সেইহেতু তিনি মনে করিলেন স্থির॥
মায়েরে প্রণমি যাব কামারপুকুরে।
অতঃপর মোরা সবে ফিরিব সত্বরে॥
সেই ভাবে ভক্তিভরে প্রণমিতে যান।
কামারপুকুরে যেথা মহাতীর্থস্থান॥
দৈবের বিধান দেখ কে লঙ্ঘিতে পারে।
ভক্তের হইল জ্বর ফিরিবার পরে॥
মায়ের সেবকগণ স্থির করে মনে।
মার চিন্তা রবে ভক্ত থাকিলে এখানে॥
নিকটে প্রভুর মঠ কোয়ালপাড়ায়।
সেথা হতে ভক্তদল নিত্য আসে যায়।
সেথা মঠে নাহি রাজে কোন স্থানাভাব।
ঔষধ পথ্যেরও সেথা না থাকে অভাব॥
সেই হেতু ভক্তটিকে পাল্কিযান করে।
সেথায় পাঠানো হোক অতীব সত্বরে॥
ব্যবস্থাদি সবকিছু হলে সমাপন।
মায়ের চরণে সব করে নিবেদন॥
শুনিয়া না হয় খুশী জননী অন্তর।
তবুও থাকেন তবে মাতা নিরুত্তর॥
অল্প কিছুদিন মাত্র রোগশয্যা হতে।
সুস্থ হয়ে উঠেছেন মাতা কোন মতে॥
এখনো দুর্বল বড় জননী শরীর।
ডাক্তারের নির্দেশেতে পথ্য থাকে স্থির॥
শরীরে পাবেন বল তাহার কারণে।
বেদানার রস দেওয়া হইত সেবনে॥
বিশ্ব মহাযুদ্ধ তবে পৃথিবীতে চলে।
দুষ্প্রাপ্য বেদানা তাহে হয় সেইকালে॥
কলিকাতা হতে তবে বহু চেষ্টা করে।
বেদানা জোগাড় হয় জননীর তরে॥

আনীত বেদানাগুলি পরম যতনে।
মায়ের সেবক রাখে অতীব গোপনে॥
বেদানার রস মাকে দিন দেওয়া হয়।
ফল কিন্তু মার কাছে নাহি রাখা হয়॥
জননীর আচরণ সেবকের জানা।
সকলি বিলিয়ে দেন নাহি শুনে মানা॥
হাতের নিকটে মাতা যাহা কিছু পান।
কেহ সেথা আসিলেই করেন প্রদান॥
এমতি রীতির পূর্বে আছে বিবরণ।
দক্ষিণ শহরে মাতা ছিলেন যখন॥
ফল মিষ্টি প্রসাদাদি দেন ডেকে ডেকে।
প্রভুর তরেও তার কিছু নাহি রেখে॥
নিত্যকাল ধরে ইহা জননীর রীতি।
অসুস্থ দেহেও তাহা চলে যথারীতি॥
সেইহেতু সেবকেরা সঙ্গত কারণে।
রাখেন বেদানাগুলি অতীব গোপনে॥
আজ কিন্তু কিছুতেই নাহি শুনে মানা।
অসুস্থ সন্তানে মাতা দিলেন বেদানা॥
বেদানার সাথে লভি মায়ের মমতা।
ভক্তটির অশ্রু হয়ে ঝরে আকুলতা॥
ভক্ত ভাবে আমি হই অতীব নগণ্য।
তবু আমি মাতৃস্নেহে হইলাম ধন্য॥
কথা ছিল দ্বিপ্রহরে আহারের পরে।
বিদ্যানন্দ ভক্তে নিয়ে যাবে পাল্কি করে॥
পাল্কিযান আসে কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কালে।
আকাশ আচ্ছন্ন যবে ঘন মেঘজালে॥
তথাপি সেবকগণ অতীব সত্বরে।
ভক্তটিকে নিয়ে তাঁরা যান পাল্কি করে॥
কিছুক্ষণ পরে শুরু হয় ঘনঘটা।
সারাটি আকাশে যেন ধূর্জটির জটা॥
বজ্রনাদ, বারিধারা, মেঘ গুরুগুরু।
সন্তানের তরে মার বুক দুরু দুরু॥
দুর্বল শরীর তবু গ্রাহ্য নাহি করে।
জননী আসেন ছুটে ঘরের বাহিরে॥
বিপদের আশঙ্কায় ব্যাকুলিত মনে।
'বাছার কি হবে আজি' বলেন সঘনে॥
মায়ের সেবক তবে অনুনয় করে।
জননীরে আনিলেন ঘরের ভিতরে॥
প্রভুরে বলেন মাতা অন্তরের টানে।
কৃপা করে রক্ষা কর আমার সন্তানে॥

এই ফাঁকে ঝড় বৃষ্টি কিছু কম পড়ে।
জননী কিছুটা শান্ত হলেন অন্তরে॥
কিছুক্ষণ বাদে কিন্তু সেথা পুনরায়।
আরো জোরে ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়॥
তাহা হেরি সারদা-মা ব্যাকুল অন্তরে।
দিশাহারা হয়ে পুনঃ আসেন বাহিরে॥
করজোড়ে কন মাতা, ওগো দয়াময়।
আমার বাছার তরে কাঁদিছে হৃদয়॥
কৃপা করে তুমি আজি, ওগো ভগবান।
রক্ষা কর পথে যেথা আমার সন্তান॥
উদ্বেগেতে মার মন শান্তি নাহি পায়।
বিনিদ্রায় জননীর রাত্রি কেটে যায়॥
পরদিন বিদ্যানন্দ কন জননীরে।
তোমার কৃপার কথা ভাবি অশ্রু নীরে॥
ঝড়বৃষ্টি কালে মোরা ছিনু দেশড়ায়।
আশ্রয় লভিনু এক বৈঠকখানায়॥
ঝঞ্ঝা শেষে পেঁাছে যাই সঙ্গে লয়ে আলো।
তব স্নেহে ভক্তটিও আছে আজ ভাল॥
অসুবিধা হয় নাই, সকলি কুশল।
শুনিয়া মায়ের প্রাণ হইল শীতল॥
জননীর স্নেহ কথা ভাবিলে হৃদয়ে।
ভাবে ঘনীভূত কণ্ঠ আসে রুদ্ধ হয়ে॥
মার কাছে কত ভক্ত আসে দিবানিশি।
নাহি তার লেখা-জোখা নাহি তার দিশি॥
ভক্ত আসিলেই মাতা সস্নেহ অন্তরে।
সমস্ত সঙ্কোচ তার দেন দূর করে॥
মায়ের মমতা তার অদ্ভুত প্রভাব।
মুহূর্তেই ভক্ত লভে সন্তানের ভাব॥
অন্তরেতে বুঝে নেয় জননী আমার।
আপনার হতে তিনি আরো আপনার॥
সন্ন্যাসী অরূপানন্দ বালক বয়সে।
মাতৃহারা হয়ে যান দৈব পরবশে॥
পূর্বজন্ম পুণ্যফলে ভক্তিযুত মনে।
আশ্রয় নিলেন তিনি মায়ের চরণে॥
বয়সে বালক তবু ভাবে ভরা মন।
জননীর পদে ভক্তি রাখে অনুক্ষণ॥
বাল্যকালে মাতৃহারা তাই তার চিতে।
সঙ্কোচ করেন বোধ 'মা' বলে ডাকিতে॥
একদিন সারদা-মা বলেন সন্তানে।
জ্ঞাতিভাই আছে মোর যাও সেইস্থানে॥
নির্দিষ্ট সংবাদখানি দিয়ে তার পাশে।
পুনঃ তুমি ফিরে এস আমার সকাশে॥
সন্তান হইলে রাজী শুধান জননী।
কি বলিবে তুমি সেথা বল দেখি শুনি॥
উত্তরে অরূপানন্দ কন ধীরে ধীরে।
প্রথমে যাইব আমি জ্ঞাতি-ভাই ঘরে॥
তাঁহারে বলিব তবে শ্রদ্ধান্বিত চিতে।
তিনি বলেছেন মোরে একথা বলিতে॥
তাহা শুনি মাতা তারে কন স্নেহচ্ছলে।
বলিবে 'আমার মা' 'তিনি'র বদলে॥
'মা' শব্দটি যবে তাকে বলেন জননী।
বেশ জোরে সেই শব্দ উচ্চারেন তিনি॥
তাহা শুনি পুত্র লভে সুদৃঢ় প্রত্যয়।
জননী আমার মা অতীব নিশ্চয়॥
শত শত সন্তানেও পাইয়া জননী।
তৃপ্ত তবু নাহি হন স্নেহ-সুরধুনী॥
মাঝে মাঝে মৃদু কণ্ঠ মার শোনা যায়।
আমার ছেলেরা সব আয়, তোরা আয়॥
প্রভু পরমেশ যবে দক্ষিণ শহরে।
তাঁরো প্রাণে আর্তি জাগে ভক্তদের তরে॥
কুঠী ছাদ হতে তবে মোর প্রভু রায়।
ডাকিতেন ব্যগ্র কণ্ঠে 'আয়, তোরা আয়'॥
শ্রীঠাকুর সারদা মা দোঁহার অন্তরে।
নিত্য আর্তি জেগে থাকে সন্তানের তরে॥
বিশ্বেশ্বরানন্দ নামে সন্ন্যাসী সন্তান।
একদিন মাতৃধামে আসিয়া পেঁাছান॥
সন্তান পেঁাছিবামাত্র বলিলেন মাতা।
বড়ই আনন্দ আজি আসিয়াছ হেথা॥
কয়দিন ধরে আমি অতীব আগ্রহে।
তোমার কথাই শুধু ভেবেছি হৃদয়ে॥
রাজেনে ডাকিতে গিয়ে শুধু বারবার।
এসেছে তোমার নাম মুখেতে আমার॥
প্রভুর কৃপায় দেখ আসিয়াছ তুমি।
তোমার আসাতে কত তৃপ্তি পাই আমি॥
মায়ের স্নেহের বাণী করিয়া শ্রবণ।
আনন্দেতে করে পুত্র অশ্রু বরিষণ॥
মনে মনে বলে, মাগো, জননী আমার।
ভক্তিহীন তবু হই সন্তান তোমার॥
আপদে বিপদে আর নাহি করি ভয়।
প্রয়োজনে সবকিছু লভিব নিশ্চয়॥

বরাভয়া আজি বর করহ প্রদান।
তব পদে যেন সদা থাকে মন প্রাণ॥
শ্রীমাকে অনেকেই দেখে চুপে চুপে।
অবিকল আপনার জননীর রূপে॥
মহাদেবানন্দ নামে জনৈক সন্ন্যাসী।
মার নাম নিয়ে তৃপ্ত থাকে দিবানিশি॥
বয়সে বালক যবে সন্ন্যাসী সন্তান।
একদিন ভক্তিভরে মাতৃধামে যান॥
সেথা আসি দেখিলেন অনুপম সুখে।
আপন জননী যেন দাঁড়ায়ে সম্মুখে॥
মুহূর্তে বালক পুত্র নয়নের জলে।
আপনার মাথাখানি রাখে মার কোলে॥
জননীও শত স্নেহে খান স্নেহ চুমা।
বিরাজিত হয় সেথা স্বর্গের সুষমা॥
সর্বাঙ্গে বুলায়ে হাত করি আশীর্বাদ।
সন্তানেরে খেতে দেন প্রভুর প্রসাদ॥
আনন্দেতে খায় পুত্র ভাসে অশ্রু নীরে।
তৃপ্তি ভরে মাঝে মাঝে দেখে জননীরে॥
পঞ্চানন ঘোষ নামে জনৈক সন্তান।
শ্রীমার দর্শন তরে বাল্যকালে যান॥
জয়রামবাটীধামে পৌঁছিয়া তখন।
প্রণামতে শ্রীমায়েরে চলিলেন তিনি॥
ঢুকিতে যাবেন যবে ঘরের ভিতরে।
দেখিলেন দৃশ্য এক বিস্মিত অন্তরে॥
আসনেতে উপবিষ্টা সারদা-জননী।
হুবহু বসিয়া যেন আপন জননী॥
শ্রীমায়ের শ্রীচরণ জননীর মত।
বালা-পরা হাত তাও হেরেছে সতত॥
আপনার জননীর প্রতিভু স্বরূপে।
উপবিষ্টা সেথা যেন সারদার রূপে॥
ভাবেতে বিহ্বল তনু, বিবশ পরান।
অতীতের স্মৃতি ভাবি মন আনচান॥
জননীর আকর্ষণে নিজের অজ্ঞাতে।
এক-পা এক-পা করি মায়ের নিকটে॥
ভাবান্তর লক্ষ্য করি স্নেহের বয়ানে।
মাতা কন, এস বাবা, বস এইখানে॥
পঞ্চানন সেও তবে ভাবের আবেশে।
বসিলেন একেবারে মার কোল ঘেঁষে॥
জননীও পুত্র পিঠে রাখি তাঁর হাত।
বুলাতে থাকেন ধীরে, করি আশীর্বাদ॥

জননীর স্নেহ স্পর্শে সেই পঞ্চানন।
পুলকিত হয়ে অশ্রু করে বরিষণ॥
তাঁর মনে হয় যেন বহু দিন পরে।
স্বর্গগতা জননীরে পাইলেন ফিরে॥
সন্ন্যাসী প্রশান্তানন্দ দৈব পরবশে।
মাতৃহারা হইলেন বালক বয়সে॥
মাতৃ বিয়োগের পরে সন্তান একদা।
ছবিতে দেখেন যাতে জননী সারদা॥
শ্রীমায়ের ফটো দেখি মনে হল তাঁর।
অভিন্ন রূপেতে যেন জননী তাঁহার॥
অতঃপর মাতৃধামে পৌঁছিয়া আপনি।
পাইলেন পুনঃ যেন আপন জননী॥
জননীর অঙ্ক পুত্র লভিয়া আশ্রয়।
আনন্দে থাকেন পূর্ণ সকল সময়॥
পেটের ছেলের মত চলে ব্যবহার।
মায়ে পোয়ে যেইরূপ বিহিত আচার॥
কভু মাকে নানা ভাবে কত ভালবাসে।
মেজাজ দেখায় কভু স্নেহের প্রকাশে॥
কভু বলে কথা আমি শুনিনা তোমার।
তাহাতেও জননীর আনন্দ অপার॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া সারদা-জননী।
প্রশান্তানন্দের কাছে গুরু-ইষ্ট তিনি॥
সর্বশাস্ত্র মাঝে থাকে আমোঘ নির্দেশ।
সর্বদা শুনিবে শিষ্য, গুরুর আদেশ॥
গুরুর অবাধ্য হলে, করিলে বিবাদ।
শিষ্য যায় রসাতলে, ঘটে পরমাদ॥
কিন্তু হেথা দেখি কিবা অদ্ভুত আচার।
সন্তান অবাধ্য তবু মাতা নির্বিকার॥
মাঝে মাঝে মাকে করে নানা জ্বালাতন।
তাহাতেও জননীর তিরপিত মন॥
এমতি আচারও হেরি বিস্মিত অন্তরে।
প্রভু পরমেশ যবে দক্ষিণ শহরে॥
প্রভুর মানস পুত্র ব্রজের রাখাল।
প্রভু কাছে নিত্য যিনি স্নেহের গোপাল॥
রাখালের কাছে পুনঃ গুরু-ইষ্ট রূপে।
প্রভুদেব অধিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ রূপে॥
কোনদিন কোন ভক্ত করিলে অন্যায়।
শাসন করেন তারে মোর প্রভু রায়॥
অবাধ্য হলেও কিন্তু রাখাল তাঁহার।
অন্তরে লভেন তিনি আনন্দ অপার॥

একদিন শ্রীঠাকুর আহারের পরে।
রাখালে সম্বোধি' কন সস্নেহ অন্তরে॥
ফুরায়ে গিয়াছে যত ছিল সাজা পান।
খিলি দুই পান সেজে তুই হেথা আন॥
উত্তরে রাখাল কন নির্বিকার মনে।
সাজিতে জানিনা পান আনিব কেমনে॥
তাহা শুনি শ্রীঠাকুর বলেন তাঁহারে।
পাগলের মত তুই কি বলিস্ মোরে?
সাজবি তো কয় খিলি পান বসে বসে।
তার তরে জানাজানির প্রশ্ন আসে কিসে?
মোর কথা অনুযায়ী নাহি করে দেরী।
কয় খিলি পান সেজে আন্ তাড়াতাড়ি॥
হাত মাথা ছুঁড়ে তবে বলিল সন্তান।
পারিব না, মহাশয় আনিবারে পান॥
সাধারণভাবে লোকে হইত বিস্মিত।
প্রভুর আদেশ যেথা হইল লঙ্ঘিত॥
প্রভু কিন্তু তাহা শুনি রাগ নাহি করে।
হাসিয়া আকুল হন সতৃপ্ত অন্তরে॥
কৌতুকেতে ভরা মন স্নেহ ঝরা আঁখি।
রাখালে দেখেন প্রভু সেথা থাকি থাকি॥
রাখালের অনুরূপ হেরি আচরণ।
আনন্দ সাগরে প্রভু থাকেন মগন॥
ভাবেন রাখাল তার আপন অন্তরে।
একান্ত আপন ভাবে নিয়েছে আমারে॥
কৃত্রিমতা নাই কোন তার আচরণে।
স্নেহ জাত আবদার তাহার কারণে॥
লাটু মহারাজ তবে ছিলেন হাজির।
প্রভু পাশে জোড় হস্তে যেন মহাবীর॥
সেব্য-সেবকের ভাবে তাঁর মন প্রাণ।
সদাই নিবদ্ধ থাকে যেথা ভগবান॥
প্রভুর আদেশ যাহা হয় কোন কাজে।
অলঙ্ঘ্য রূপেতে তাহা হৃদয়ে বিরাজে॥
প্রভুর আদেশ মাত্র করিতে পালন।
নির্দ্বিধায় সদা ব্যগ্র থাকে তাঁর মন॥
সেই হেতু নাহি বোঝে হৃদয় তাহার।
পিতৃপ্রেমে পরিপূর্ণ পুত্রের আচার॥
রাখালের ব্যবহারে এমতি কারণে।
বুঝিতে না পারি কন সক্ষোভ বচনে॥
শুনুন রাখালবাবু, ভেবে নাহি পাই।
কিরূপে অবাধ্য হন অতীব হেলায়॥

উনার আদেশ যাহা তাহা নাহি শুনি।
তাঁহার উপরে কথা বলেন আপুনি॥
বিসদৃশ আচরণ একি ব্যবহার।
ভাবিলে শিহরি উঠে অন্তর আমার॥
বচসা আরম্ভ ক্রমে হল দুই জনে।
প্রভুও দেখেন তাহা আমোদিত মনে॥
পান সাজা তার কথা ভুলিয়া অন্তরে।
রামলালে রঙ্গরাজ ডাকেন সজোরে॥
ওরে রামনেলো, তুই আয় তাড়াতাড়ি।
রাখাল-লেটোয় যুদ্ধ লাগিয়াছে ভারি॥
রামলাল দাদা সেথা আসিয়া তখনি।
কি চলেছে রঙ্গলীলা বুঝিলেন তিনি॥
কৌতুকে শ্রীপ্রভু তবে শুধান তাঁহারে।
এর মধ্যে বড় ভক্ত ভাবিস্ কাহারে?
রামলাল কন তবে, মোর মনে হয়।
বড় ভক্ত রূপে হেথা শ্রীরাখাল রয়॥
ঘৃতাহুতি হলে অগ্নি বাড়য়ে যেমতি।
জ্বলিয়া উঠিল লাটু উত্তরে সেমতি॥
সকৌতুকে শ্রীঠাকুর বলেন তখন।
রাখালেরি ভক্তি বেশী বলে মোর মন॥
রাখাল বলিছে কথা কত হেসে হেসে।
লেটো সেথা কথা কয় ক্রোধের আবেশে॥
ক্রোধ তো চণ্ডাল হয় শাস্ত্রের কথায়।
ক্রোধ হলে ভক্তি শ্রদ্ধা সব উবে যায়॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী লাটু মহারাজ।
মাগিলেন ক্ষমা তিনি মনে পেয়ে লাজ॥
রাখাল-লেটোয় যুদ্ধ হলে সমাপন।
শ্রীঠাকুর ভক্তদের বলেন তখন॥
আমার দেহের ইচ্ছা ছিল পান খেতে।
রাখাল সক্ষম তাহে অবাধ্য হইতে॥
দেহের ভিতর যিনি ইচ্ছা হলে তাঁর।
অবাধ্য না হত কভু রাখাল আমার॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী হরষিত মনে।
লাটু সেজে দেন পান প্রভুর কারণে।

পুনরায় ফিরে যাই পূর্বের কথনে।
যখন প্রশান্তানন্দ জননী সদনে॥
তখনো বালক তিনি বয়সে নবীন।
মার সাথে খুনসুটি চলে নিশিদিন॥
মাতৃধামে সেইকালে জিবটা হইতে।
আসেন ডাক্তার এক ঔষধাদি দিতে॥

জিবটা গ্রামের স্থিতি হয় কিছু দূরে।
ডাক্তার আসেন তাহে ঘোড়ার উপরে॥
ঘোড়াটি দুর্দান্ত বড়, বড়ই বেয়াড়া।
সটান ছুটিবে ঘরে, হলে হাতছাড়া॥
ঘোড়া হেরি সন্তানের বাসনা অন্তরে।
বেড়াইতে কিছুক্ষণ ঘোড়াটিতে চড়ে॥
সেইহেতু পুত্র কয় মার কাছে আসি।
ঘোড়ায় চাপিতে আমি খুব ভালবাসি॥
ডাক্তারকে তুমি বলে দাও একবার।
যাহাতে আমাকে দেন ঘোড়াটি তাঁহার॥
ঘোড়াটি দুর্দান্ত বড় তাহারি কারণে।
নিষেধ করেন মাতা প্রবোধ বচনে॥
মাতা কন স্নেহভরে, চেপে কাজ নাই।
কোথায় আপদ হবে আশঙ্কা সদাই॥
উত্তেজিত পুত্র তবে কন জননীরে।
তোমার মতই ভীতু ভেবেছ আমারে॥
বাপের কালেও নাহি দেখি ঘোড়াচড়া।
ভয়েতে তোমার প্রাণ হয় খাঁচা ছাড়া॥
ঘোড়াতে চড়িয়া আমি কত শতবার।
এখানে ওখানে গেছি হয়ে দুর্নিবার॥
দয়া করে তুমি মাগো বলহ ডাক্তারে।
যাহাতে চাপিতে দেন ঘোড়াটি আমারে॥
বারবার অনুনয় করিয়া শ্রবণ।
ডাক্তারে সেমতি মাতা বলেন তখন॥
সানন্দে ডাক্তার বাবু দিলে অনুমতি।
ঘোড়াতে চড়িল পুত্র হয়ে হৃষ্ট মতি॥
ঘোড়ার লাগাম পুত্র ধরিল যখনি।
জিবটার পানে ঘোড়া ছুটিল তখনি॥
নাহি মানি ঝোপঝাড়, নাহি মানি বন।
বেসামাল হয়ে ঘোড়া ছোটে অনুক্ষণ॥
সেই হেতু সন্তানের গা হাত ছড়িয়া।
দেহ হতে রক্ত পড়ে ঝরিয়া ঝরিয়া॥
অবশেষে সেই পুত্র বহু কষ্ট করে।
ঘোড়াটিকে বাগে আনি ফিরাল তাহারে॥
বেসামাল হয়ে ঘোড়া যবে ছুটে যায়।
সশঙ্কিত চিত্তে মাতা থাকেন তথায়॥
সভয়ে বলেন মাতা প্রাণের ঠাকুরে।
কৃপা করে রক্ষা কর আমার বাছারে॥
ফিরিয়া আসিলে পুত্র আশ্বস্তা জননী।
নিষেধ না শোনা তরে বকিলেন তিনি॥

আঘাতের স্থানগুলি ভাল ভাবে ধুয়ে।
ঔষধ লাগিয়ে দেন সস্নেহ হৃদয়ে॥
বস্ত্রখানি ছিন্ন দেখি স্নেহের বয়ানে।
নূতন কাপড় এক দিলেন সন্তানে॥
তেরশ চব্বিশ সালে বিশাখার মাসে।
ভক্ত এক চলেছেন জননী সকাশে॥
পূর্ণচন্দ্র নাম তাঁর ভৌমিক উপাধি।
জননীর পদে মন থাকে নিরবধি॥
ময়মনসিংহ জেলা তার অভ্যন্তরে।
কোন এক পল্লীগ্রামে ভক্ত বাস করে॥
কয়েক দিনের পথ জয়রামবাটী।
পথিমধ্যে একে একে সঙ্গী যায় জুটি॥
রান্নাবান্না সঙ্গীরাই করিয়া যতনে।
ভক্তটিকে খেতে দেয় প্রীতিযুক্ত মনে॥
চারদিকে কাঠফাটা নিদাঘ তপন।
মাতৃধামে পৌঁছিলেন ভক্তটি তখন॥
জননী সন্তানে দেখি কন দুঃখ করে।
কত কষ্ট পেলে বাছা গ্রীষ্মের দুপুরে॥
চারিদিকে রোগ জ্বালা আমি ভয় পাই।
অসুখ না হয় যেন প্রভুর কৃপায়॥
মাতৃধামে থাকি পুত্র দুই চারিদিন।
প্রণমিতে প্রভুস্থানে যান একদিন॥
প্রণমিয়া সেই ভক্ত কামারপুকুরে।
করিলেন যাত্রা গৃহে ফিরিবার তরে॥
চলেছেন গৃহপানে যেন নিরুপায়।
কিছুতেই মন কিন্তু যেতে নাহি চায়॥
স্নেহের শিকলি যেন বাঁধা তার গলে।
মার কথা ভাবে শুধু নয়নের জলে॥
আরামবাগের পরে যে কোন কারণে।
চলিলেন ভক্ত পুনঃ মায়ের চরণে॥
দ্বিপ্রহরে একটায় ঘর্মাক্ত শরীরে।
মাতৃধামে পৌঁছিলেন ভক্ত ধীরে ধীরে॥
উপস্থিত ভক্তগণ বলেন তাঁহারে।
বড় কষ্ট দিলে তুমি জননী শরীরে॥
রোদে রোদে হেঁটে আস কারণে তাহার।
মাতা কন জ্বলে গেল শরীর আমার॥
ভক্তটিকে ক্লান্ত দেখি কেহ ত্বরা করে।
পাখার বাতাস দেয় সপ্রেম অন্তরে॥
অনন্তর ভক্তগণ বলেন তাঁহারে।
দেরী নাহি করে এবে বসহ আহারে॥

তাঁদের আদেশ বাক্য শিরোধার্য করি।
বসিল আহারে পুত্র সেথা তাড়াতাড়ি ॥
আহারে বসিবামাত্র দেখিবারে পায়।
পতিত পাবনীরূপে জননী সেথায় ॥
সুরধুনী কন তবে সস্নেহ বচনে।
চিন্তা নাহি করো তুমি শান্তি পাবে মনে ॥
তুমি হও পুত্র মোর আমার সন্তান।
অভী হয়ে রবে তুমি চির জ্যোতিষ্মান ॥
মায়ের অভয় বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আকুলিত পুত্র করে অশ্রু বরিষণ ॥
মনে মনে বলে, মাগো, জননী আমার।
মা না হলে অভী কথা কে বলিবে আর ?।
প্রার্থনা জানাই যেন জীবনে মরণে।
মোর মতি থাকে নিত্য তোমার চরণে ॥
অপরাহ্নে পুত্র সাথে বসি প্রভুগৃহে।
বিবিধ সান্ত্বনা দেন সতৃপ্ত হৃদয়ে ॥
তাহা শুনি শান্ত হয় হৃদয় তাহার।
সন্তানের মনে জাগে আনন্দ অপার ॥
পুত্র কয় যাব আমি ভোরের বেলায়।
মাতা কন, সেই কালে ডাকিও আমায় ॥
রাত্রি তিনটায় উঠি পুত্র ভাবে মনে।
জননীরে কষ্ট নাহি দিব অকারণে ॥
তার চেয়ে জননীরে গৃহের বাহিরে।
প্রণমিয়া যাত্রা পুনঃ হবে ধীরে ধীরে ॥
সেই ভাবে গিয়ে পুত্র দেখিল বিস্ময়ে।
বরাভয়া পুত্র তরে আছেন দাঁড়ায়ে ॥
মাতৃপদে নমি তবে আকুলি বিকুলি।
পাথেয় স্বরূপে নেয় মার পদধূলি ॥
পুত্র যাবে বলে মার ভারাক্রান্ত মন।
অশ্রুসিক্ত হয়ে আসে তাঁহার নয়ন ॥
অন্য একবার পুত্র মার কাছে যায়।
জননী থাকেন যবে কোয়ালপাড়ায় ॥
যথারীতি সেথা থাকি দুই চারিদিন।
যাত্রা তরে মার কাছে যায় একদিন ॥
জননীরে প্রণমিয়া আসিবার কালে।
চৌকাঠ ঠেকিল তবে পুত্রের কপালে ॥
যাত্রাতে পড়িল বাধা ভাবিয়া জননী।
প্রভু পাশে পুত্রে পুনঃ নিয়ে যান তিনি ॥
প্রাকৃত জননী সম মাতা ধীরে ধীরে।
প্রভুর নির্মাল্য পুষ্প দেন পুত্র শিরে ॥
পুত্র তরে প্রভু কাছে মাগিয়া আশিস।
সন্তানেরে মাতা পুনঃ দেন স্নেহাশিস ॥
মায়ের স্নেহের পাত্র হয় কাঞ্জিলাল।
পেশায় ডাক্তার তিনি, মোটা গোলগাল ॥
বৈশাখের শুক্লপক্ষে যে দিন তৃতীয়া।
শুভদিন হয় নামে অক্ষয় তৃতীয়া ॥
নানা কাজে শুভারম্ভ হয় সেই দিনে।
অনেকেই পূজা দিতে যায় তীর্থ স্থানে ॥
এই দিনে কাঞ্জিলাল প্রত্যেক বছরে।
বেলুড়ের সাথে যান দক্ষিণ শহরে ॥
গৃহ পরিজন সহ নৌকা ভাড়া করে।
ডাক্তার চলেন তবে দক্ষিণ শহরে ॥
সেই কালে রুদ্র রূপে ঝড় বৃষ্টি শুরু।
যাত্রীরা কাঁপিছে ভয়ে বুক দুরু দুরু ॥
সকলেরি মনে শঙ্কা কখন কি হয়।
নৌকাডুবি হলে হবে প্রাণের সংশয় ॥
কোনরূপে যেই তারা নামিলেন কূলে।
ঝড়ের দাপটে নৌকা যায় দূরে জলে ॥
অবশেষে বহুরাত্রে হাঁটা পথ ধরে।
নিরাপদে পৌঁছিলেন আপনার ঘরে ॥
লভিয়া সকল বার্তা জননীর মন।
সম্ভাব্য শঙ্কার কথা ভাবে অনুক্ষণ ॥
জননীর মনে চিন্তা জাগে শত শত।
নৌকাডুবি হলে মোর বাছার কি হত ॥
প্রাকৃত মায়ের মত তবে স্নেহ জালে।
আকুলিত হয়ে মাতা কন কাঞ্জিলালে ॥
অক্ষয় তৃতীয়া দিনে কভু নৌকা করে।
না যাবে বেলুড়ে কিম্বা দক্ষিণ শহরে।
প্রতিজ্ঞা করহ আজি মোর দেহ ছুঁয়ে।
পালিবে আদেশ মোর নিবিষ্ট হৃদয়ে ॥
দক্ষিণ শহর হয় প্রভু লীলা স্থান।
সর্বতীর্থসার রূপে মহাতীর্থস্থান ॥
মিলনের ক্ষেত্ররূপে বেলুড়ের মঠ।
নবতীর্থ রূপে তাহা আছয়ে প্রকট ॥
অক্ষয় তৃতীয়া দিনে শাস্ত্রের বিধান।
বহু পুণ্য লাভ হয় গেলে তীর্থ স্থান ॥
সবকিছু জানিয়াও মাতা কোন মতে।
সেই দিন প্রভুস্থানে নাহি দেন যেতে ॥
পুত্রের বিপদ যাতে কভু নাহি ঘটে।
সেই চিন্তা রাজে সদা মার হৃদি পটে ॥

পুত্র সুখে সুখ পান পুত্র দুখে দুখ।
পুত্রের কল্যাণে মাতা সতত উন্মুখ॥
সারদা পুঁথির কথা শোন এক মনে।
জননীর স্নেহ কৃপা লভিবে জীবনে॥
সন্তানের আবদার, শতেক বাহানা।
সময় কি অসময় নাহি শোনে মানা॥
সকলি করেন সহ্য সারদা-জননী।
তৃপ্তিভরে পুত্র কাছে পরাজয় মানি॥
কলিকাতা শহরের উত্তরের পানে।
অঞ্চল মানিকতলা আছয়ে সেখানে॥
বিদেশী আছিল তবে মোদের শাসনে।
বিদেশীরা হয় পুষ্ট দেশের শোষনে॥
তাহে চলে নির্যাতন, নানা অত্যাচার।
দেশবাসী মৃতপ্রায়, না লভে বিচার॥
পেটে নাহি জোটে অন্ন, দেহে বস্ত্র নাই।
দেশবাসী সহ্য করে হয়ে নিরুপায়॥
পরাধীন স্বদেশের শৃঙ্খল-বন্ধন।
প্রগতিরে স্তব্ধ করি রাখে অনুক্ষণ॥
বিশ্বজয়ী বিবেকের বজ্রগর্ভ বাণী।
নিদ্রাচ্ছন্ন হৃদিতন্ত্রে দেয় সঞ্জীবনী॥
বিবেকের বাণী প্রাণে করিয়া শ্রবণ।
মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণের হল জাগরণ॥
দিকে দিকে জাগে সবে হয়ে একমন।
করিবারে স্বদেশের শৃঙ্খল-মোচন॥
অসহযোগের পথ নেয় কোন দল।
সশস্ত্র বিপ্লব কথা ভাবে অন্য দল॥
সকলেই চাহে কিন্তু অতীব সত্বরে।
ইংরাজ এদেশ হতে চলে যাক দূরে॥
মানিকতলায় তবে তরুণের দল।
সশস্ত্র বিপ্লব কথা ভাবে অবিরল॥
স্থাপিয়া গোপন ঘাঁটি ভিতরে তাহার।
নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র করেন জোগাড়॥
বোমা সাথে অস্ত্রশস্ত্র যথা বিধিমতে।
প্রস্তুত করেন তাঁরা গোপন ঘাঁটিতে॥
ইংরাজের অন্নে পুষ্ট পুলিশের দল।
বিপ্লবী দলের 'পরে রুষ্ট অবিরল॥
পুলিশেরা নানাভাবে চালায় হামলা।
রুজু করে মানিকতলা বোমার মামলা॥
বিজয় কুমার নাগ তাহাতে আসামী।
খুলনা জেলায় যাঁর হয় বাসভূমি॥
ষোল কি সতেরো তবে বিজয় বয়সে।
একদিন চলিলেন মায়ের সকাশে॥
বিজয় কুমার নাগ পেঁছিয়া সেথায়।
দেখিলেন জননীরে ঘোমটা মাথায়॥
তাহা হেরি পুত্র কন, আসিলাম আমি।
মুখ ঢাকা দিয়ে সেথা বসে আছ তুমি॥
সন্তানের স্নেহভরা আবদার শুনি।
ঘোমটা সরায়ে ত্বরা দিলেন জননী॥
অতঃপর বিজয়ের চিবুক ধরিয়া।
স্নেহচুমা খান মাতা আদর করিয়া॥
সন্তান বিজয় সেথা লভিল বিজয়।
জননীর যথারীতি হল পরাজয়॥
শহর হইতে দূরে জয়রামবাটী।
পল্লীগ্রাম রূপে তাহা শোভে পরিপাটি॥
পল্লীতে সহজলভ্য মুড়ি গুড় হয়।
ভালমন্দ নাহি মিলে সকল সময়॥
সেই হেতু সারদা-মা সস্নেহ অন্তরে।
রাখেন ময়দা, সুজি পুত্রদের তরে॥
সকালে সন্তানদিকে প্রভুপূজা শেষে।
হালুয়া, প্রসাদী ফল দেন স্নেহ বশে॥
সুজি টুজি না থাকিলে জননীর ঘরে।
পুত্রদের গুড়মুড়ি দেন থালা করে॥
অনেকেই খায় তাহা আনন্দিত মনে।
কেহ নাহি খেয়ে থাকে বিরস বদনে॥
সন্তান শৌর্যেন্দ্র নাথে জননী সারদা।
মুড়ি গুড় ফুটি খেতে দিলেন একদা॥
তাহা হেরি ক্ষোভে পুত্র কয় জননীরে॥
কি খেতে দিয়েছ তুমি আজিকে আমারে॥
খাদ্যরূপে এই সব দেখিয়া নয়নে।
কিছুতেই খেতে ইচ্ছা নাহি জাগে মনে॥
তাহা শুনি সারদা-মা কন স্নেহ ভরে।
এই সব আজি তুমি খাও কষ্ট করে॥
তুমি জান অন্য কিছু না মিলে এখানে।
ভালমন্দ খাওয়াইব কলিকাতা স্থানে॥
পূর্ববঙ্গ হইতেও সন্তানের দল।
ভক্তি ভরে মার কাছে আসে অবিরল॥
সেইদেশে সহজেই মাছ পাওয়া যায়॥
সেইহেতু দুইবেলা তারা মাছ খায়॥
জননী করেন চেষ্টা তাহাদের তরে।
কি ভাবে মাছের ঝোল দিবেন আহারে॥

মাছ নাহি পেলে মাতা কন দুঃখ ভরে।
খাওয়াতে না পারিলাম পুত্রে ভাল করে॥
শত শত আবদার শতেক বাহানা।
তবুও জননী মোর সদা স্নেহমনা॥
গর্বভরে মাতা কন ধরি স্নেহ ডালা।
আমার সন্তান কারো নাই কোন জ্বালা॥
একত্রে শতেক পুত্র আসিলেও হেথা।
তাদের খাওয়াতে আমি নাহি পাই ব্যথা॥
যাহা কিছু ধরে আমি দিই স্নেহ ভরে।
তাহারা সকলে তাহা খায় তৃপ্তি করে॥
মায়ের অপার স্নেহ না জানে প্রভেদ।
সুপুত্রে কুপুত্রে তাহে নাহি ভেদাভেদ॥
জাতি বর্ণ দোষগুণ না করি বিচার।
মাতা দেন স্নেহভরা করুণা অপার॥
পুত্রদের দোষ ত্রুটি জেনেও জননী।
অকাতরে স্নেহ সবে করে যান তিনি॥
শোকে দুঃখে মধুক্ষরা মায়ের সান্ত্বনা।
অসুখে ওষুধ দেন ঘুচাতে যন্ত্রণা॥
দুশ্চরিত্র ব্যক্তি সনে ডাকাতের দল।
তারাও মায়ের স্নেহ লভে অবিরল॥
অকৃত্রিম সে স্নেহের অসীম প্রভাব।
দূর করে তাহাদের খারাপ স্বভাব॥
এমনি অনেক গাথা ভক্তি অনুরাগে।
সারদা-পুঁথির মাঝে বলা আছে আগে॥
জননীর স্নেহ কৃপা সকলের 'পরে।
তবুও প্রগাঢ় যেন দীন দুঃখী তরে॥
এমতি গাথার এবে দিব বিবরণ।
শোন সবে সাথে লয়ে ভক্তি ভরা মন॥
ঘটক শ্রীশচন্দ্র মায়ের সন্তান।
ভক্তি ভরে মার কাছে মাঝে মাঝে যান॥
পিতার মাতুল তাঁর শেষের জীবনে।
করিতেন বসবাস কলিকাতা স্থানে॥
তাঁহার অবস্থা প্রায় কপর্দক হীন।
কোনরূপে কষ্টে সৃষ্টে কাটে তাঁর দিন॥
সেই বৃদ্ধ সদা কিন্তু স্নেহ ভরা চিতে।
শ্রীশে বাসেন ভাল বাল্যকাল হতে॥
বড় ইচ্ছা হয় সেই ঘটকের মনে।
বৃদ্ধকে লইয়া যেতে মায়ের চরণে॥
সেই বৃদ্ধ সেই কথা করিয়া শ্রবণ।
আনন্দে করেন তিনি অশ্রু বরিষণ॥
মনে মনে কন তিনি নয়নের জলে।
কত বড় ভাগ্য মোর এই বৃদ্ধ কালে॥
আমি হই হতভাগ্য বড় দীন হীন।
কোনরূপে কষ্টে সৃষ্টে কাটে মোর দিন॥
তবু আমি যাব যেথা সারদা-জননী।
যিনি হন আদ্যাশক্তি বিশ্বপ্রসবিনী॥
অনন্তর সেই বৃদ্ধ ভক্তি ভরা প্রাণে।
উদ্বোধনে চলিলেন মাতৃ সন্নিধানে॥
বড়ই গরীব তিনি, নাই টাকা কড়ি।
ঠোঙায় বাতাসা অল্প নেন সঙ্গে করি॥
মায়ের চরণে পৌঁছি সঙ্কোচের সাথে॥
আনীত ঠোঙাটি দেন জননীর হাতে॥
একটি বাতাসা তবে লইয়া জননী।
কৃপা ভরে সঙ্গে সঙ্গে খাইলেন তিনি॥
সীমাহীন মার স্নেহ, লভি স্পর্শ তার।
লভিলেন সেই বৃদ্ধ আনন্দ অপার॥
এবার হইবে বলা আরেক কাহিনী।
যেখানে জননী সদা দাক্ষিণ্য বাহিনী॥
দুজন পুরুষ ভক্ত আসিল একদা।
যেথা নিত্য লীলাময়ী জননী সারদা॥
দু'জন মহিলা থাকে তাহাদের সনে॥
সকলেই কৃপা যাচে মায়ের চরণে॥
পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র, গায়ে ছেঁড়া জামা।
তাহাদের দারিদ্র্যের নাহি পরিসীমা॥
তাহা হেরি স্নেহভরে বলেন জননী।
স্নান করে সকলেই আসহ এখনি॥
স্নান করি সিক্তবস্ত্রে আসিলে তাঁহারা।
তাহাদের কষ্টে মাতা হয়ে যান সারা॥
স্নেহ সুরধুনী তবে কন স্নেহভরে।
তোমরা এসেছ হেথা কত কষ্ট করে॥
জননী লইয়া তবে স্নেহভরা প্রাণ।
করিলেন সকলেরে মহামন্ত্র দান॥
জগতের দীন দুঃখী সন্তানের তরে।
জননীর স্নেহধারা সীমা নাহি ধরে॥
জননী সন্তানাদিকে স্নেহের বন্ধনে।
রাখেন বাঁধিয়া সদা আপনার মনে॥
জননীর স্নেহ ডোর সীমায় অসীমা।
কেহ খুঁজে নাহি পায় তার পরিসীমা॥
কালের কুটিল গতি নিয়তির রূপে।
সবার জীবনে কাজ করে চুপে চুপে॥

নিয়তির কাছে জীব বড় অসহায়।
কালের কুটিল চক্রে সদা পিশে যায়॥
এমতি কারণে মার জনৈক সন্তান।
মঠ ছাড়ি কালবশে অন্যস্থানে যান॥
যাইবার পূর্বদিনে লইতে বিদায়।
জননীর সন্নিকটে সেই পুত্র যায়॥
সন্তানের দুঃখ ভাবি জননীর প্রাণ।
অসহ্য বেদনা ভারে করে আনচান॥
অঝোরে কাঁদেন মাতা সন্তানের সাথে।
জননীর অশ্রু আসে অন্তঃস্থল হতে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা বলেন সন্তানে।
প্রভুর যেথায় ইচ্ছা থেকো সেইখানে॥
ভুলিবে না জানি তুমি বলিতেছি তবু।
আমারে ভুলিয়া যেন নাহি যেও কভু॥
মার কথা শুনি পুত্র শুধায় কাতরে।
তুমি কি মা মোরে ভুলে যাবে চিরতরে?।
তাহা শুনি কন পুত্রে জননী সারদা।
মোর মনে জেনো তুমি থাকিবে সর্বদা॥
মায়ের নাড়ির টান সন্তানের তরে।
সন্তানে জননী কভু ভুলিতে না পারে॥
আঁচলে নিজের চক্ষু মুছিয়া জননী।
পুনরায় স্নেহভরে বলিলেন তিনি॥
চোখ মুখ ধুয়ে তুমি এস কলঘরে।
অনন্তর যাবে তুমি যেথা ইচ্ছা করে॥
আপদ সম্পদ মাঝে জেনো সর্বক্ষণে।
লভিবে আমার স্নেহ তোমার জীবনে॥
মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে পুত্র মায়ের কৃপায়।
মার পদধূলি নিয়ে পথে হেঁটে যায়॥
নিত্য স্নেহঝরা যেথা জননী সারদা।
দলে দলে ভক্ত সেথা আসেন সর্বদা॥
আসা যাওয়া এই ধারা চলে যথারীতি।
বিভিন্ন জনের কিন্তু বিভিন্ন প্রকৃতি॥
অধিকাংশ সন্তানেরা মার ইচ্ছামত।
জননীর প্রিয় কর্মে থাকে অনুরত॥
সে সব সন্তান সদা ভাবে মনে মনে।
ভক্তি যেন লভি মোরা মায়ের চরণে॥
আমাদের আচরণ হইবে এমনি।
যাহাতে কোনই কষ্ট না পান জননী॥
ব্যতিক্রমরূপে কিছু থাকয়ে সন্তান।
অবিবেচনায় পূর্ণ যাহাদের প্রাণ॥
আপন খেয়ালবশে তারা কাজ করে।
মায়ের কষ্টের কথা না ভাবি অন্তরে॥
তথাপি বুজিয়া মুখ সারদা-জননী।
নির্বিকার চিত্তে সহ্য করিতেন তিনি॥
নানাবিধ অত্যাচার তবু মার মন।
তাদেরও কল্যাণে পূর্ণ থাকে অনুক্ষণ॥
সন্তানের পাপ-তাপ গ্রহণের ফলে।
জননী পড়েন সদা রোগের কবলে॥
নিষ্করুণ বাতব্যাধি মায়ের চরণে॥
রাতদিন কষ্ট পান তাহার কারণে॥
জ্বর হতে মাতা সুস্থ হয়েছেন সবে।
দুইজন ভক্ত এসে উপস্থিত তবে॥
সঙ্গে লয়ে ফুল, জল আর বেলপাতা।
পৌঁছিলেন পূজিবারে যেথা জগন্মাতা॥
মায়ের নির্দেশ থাকে পূজার কারণে।
বেলপাতা দেওয়া যেন না হয় চরণে॥
জনৈক সেবক তবে দেখিয়া সকলি।
ভক্তদিকে সবিনয়ে উঠিলেন বলি॥
বেলপাতা নাহি দিও মায়ের চরণে।
জল নাহি ঢেল যেন পূজার কারণে॥
জননী কিছুটা সুস্থ জ্বর হতে সবে।
জল দিলে ঠাণ্ডা লেগে পুনঃ জ্বর হবে॥
সেবকে অগ্রাহ্য করি পূজিবার তরে।
জল, বেলপাতা নেয় ইচ্ছা অনুসারে॥
মার কষ্ট হবে ভাবি সেবক সন্তান।
রূঢ়ভাবে বাধা তিনি করেন প্রদান॥
সেবকের বাধাদানে ভক্ত দুইজন।
জল, বেলপাতা বিনে পূজিল তখন॥
অনন্তর ভয় জাগে সেবকের মনে।
হয়ত ঘটিল দোষ মায়ের চরণে॥
পরে কিন্তু মাতা কন সস্নেহ বয়ানে।
লক্ষ্য রেখো সব কিছু থাকি সন্নিধানে॥
নানা রূপে ভক্ত আসে নানা ব্যবহার।
কেহ করে বাড়াবাড়ি রূপে অত্যাচার॥
তাইত সকলে যারা থাকে উদ্বোধনে।
মোরে রক্ষা করে সদা পরম যতনে॥
তেরশ পনেরো সালে চৈত্র মাস করে।
আসেন সারদানন্দ সভক্তি অন্তরে॥
জয়রামবাটীধামে থাকেন জননী।
নিত্য প্রবাহিত যেথা স্নেহ সুরধুনী॥

নির্মিত হতেছে তবে মায়ের আলয়।
সন্তানেরা খাটে তাঁহে সকল সময় ॥
বাড়ির নির্মাণ যাতে হয় তাড়াতাড়ি।
সেইহেতু রন সেথা শরৎ বিহারী ॥
ভক্ত ব্রহ্মচারী এক প্রভু মঠ হতে।
আসেন সেবকরূপে শরতের সাথে ॥
চৈত্র মাসে মাঝামাঝি এমতি সময়ে।
আসিল যুবক এক মায়ের আলয়ে ॥
সেইস্থানে পেঁাছি তবে বলিলেন তিনি।
আমি যেতে চাই যেথা আছেন জননী ॥
যুবকের ইচ্ছা শুনি সেই ব্রহ্মচারী।
মার কাছে লয়ে তারে যান শ্রদ্ধা করি ॥
প্রণমিয়া জননীরে ভক্তটি তখন।
টানিতে থাকেন জোরে মায়ের চরণ ॥
তার মনে ইচ্ছা তবে জাগে অবিরল।
ধরিব বক্ষেতে মার চরণ-কমল ॥
ভাগ্যক্রমে মাতা তবে রন খুঁটি ধরে।
সেইহেতু ভূমিতলে নাহি যান পড়ে ॥
ভক্তটির কীর্তি দেখে ভক্ত ব্রহ্মচারী।
ক্ষিপ্রহস্তে তার হাত লইলেন ধরি ॥
ধরিয়া তাহার হাত সরোষ অন্তরে।
যুবকেরে ব্রহ্মচারী আনেন বাহিরে ॥
ভক্তটির আচরণ করিয়া শ্রবণ।
সন্ন্যাসী সারদানন্দ বলেন তখন, ॥
স্বামী যোগানন্দ ছিল মোর গুরুভাই।
মার 'পরে কিবা ভক্তি শুনহ সবাই ॥
পাছে মার কষ্ট হয় তাই ভাবি মনে।
প্রণাম না করিতেন মায়ের চরণে ॥
জননী হাঁটিয়া গেলে সেইস্থান হতে।
পদরজঃ লইতেন ভক্তিযুত চিতে ॥
সমর্থা ভক্তির তত্ত্ব শাস্ত্রের বিধান।
ইষ্টের সেবায় ভক্ত সদা বিদ্যমান ॥
আপন 'অহং' ভুলি, ভুলি সুখ দুখ।
ইষ্টতুষ্টিতরে নিত্য থাকয়ে উন্মুখ ॥
কিবা ভক্তি ধরে দেখ সন্তান যোগীন।
জননীর তুষ্টি তরে ব্যগ্র নিশিদিন ॥

জয়রামবাটিধামে মাতা অবস্থিতা।
সেকালে মহিলা এক আসিলেন সেথা ॥
বিদায়ের ক্ষণে তিনি প্রণামের কালে।
করিলেন কীর্তি এক আপন খেয়ালে ॥
মার পদাঙ্গুষ্ঠ রাখি মুখের ভিতরে।
দংশন করেন তিনি অতীব সজোরে ॥
যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া ভীষণ।
ক্ষোভ সনে সারদা-মা বলেন তখন ॥
ভক্তির ধরণ কিবা ভেবে নাহি পাই।
যাহাতে অস্থির আমি হই যন্ত্রণায় ॥
প্রণাম করবি কর্ কেন সেইকালে।
কামড়িয়ে দিলি তুই আমার আঙ্গুলে ॥
কন্যাটি উত্তর দেয়, যাতে থাকে মনে।
কামড়ে দিলাম তাই তোমার চরণে ॥
ধরিত্রীর মত মাতা সহ্য স্বরূপিনী।
ধীরে ধীরে পুনরায় বলিলেন তিনি ॥
মোর মনে থাকে যাতে তাহার কারণে।
এমতি আচার ধারা না দেখি জীবনে ॥

কাঠ কিনিবার তরে সন্তান বরদা।
গ্রামান্তরে লোক সহ গেলেন একদা ॥
জয়রামবাটীধামে ফিরিয়া সন্ধ্যায়।
দেখেন আছেন শুয়ে মাতা বারান্দায় ॥
সেবক পেঁাছিবামাত্র মাতা দুঃখ করে।
সেদিনের ঘটনাদি বলেন তাহারে ॥
তোমরা অনেকে থাক মোর সন্নিধানে।
কাজে কর্মে যেতে তবু হয় অন্যস্থানে ॥
গ্রামান্তরে তুমি কাজে করিলে গমন।
বুড়ো পানা লোক এক আসিল তখন ॥
তাহাকে দেখেই আমি যাইয়া ভিতরে।
রহিলাম বসে সেথা চৌকির উপরে ॥
প্রণাম করিয়া বুড়ো বাহির হইতে।
পদধূলি নিতে ব্যগ্র হয় ইচ্ছামতে ॥
যতই সঙ্কোচ ভরে 'না, না' বলি।
তবু বুড়ো জোর করে নিল পদধূলি ॥
সেইক্ষণ হতে দেখ কত কষ্ট পাই।
পায়ের জ্বালার সাথে পেটের ব্যথায় ॥
পা দুটি ধুলাম আমি তিন চারিবার।
ব্যথা সাথে জ্বালা তবু আছে অনিবার ॥
তোমরা থাকিলে কাছে কেহ সর্বক্ষণ।
নিষেধ করিতে পার হলে প্রয়োজন ॥
কলিকাতাধামে তাই সেবকের দল।
দর্শনেতে কড়াকড়ি রাখে অবিরল ॥
কত রকমের লোক মোর কাছে আসে।
বুঝিতে নারিবে তাহা বালক বয়সে ॥

শত শত পাপকার্য করিয়া জীবনে।
অনেকে আসিয়া থাকে মোর সন্নিধানে॥
তাহারাই পদধূলি করিলে গ্রহণ।
অনুভব করি আমি বৃশ্চিক দংশন॥
এইরূপ ঘটনার না থাকে অবধি।
মাতৃস্নেহ ধারা তবু বহে নিরবধি॥
সহ্যের মূরতি মাতা ধৈর্যস্বরূপিনী।
লীলার শরীরে তিনি সারদা-জননী॥
তবু মাতা মাঝে মাঝে কষ্ট পান মনে।
বিবেচনাহীন নানা ভক্ত-আচরণে॥
একদিন মাতৃধামে সকাল বেলায়।
কতিপয় দর্শনার্থী আসিয়া পৌঁছায়॥
কলিকাতা স্থান হতে সকলে তাহারা।
ফিটফাট বেশবাস, বাবুর চেহারা॥
তাহারা যে সব ফল আনে সঙ্গে করে।
অর্ধেক পচেছে তার অযত্নের ভরে॥
ফলপুলি পচে গ্যাছে করিলে শ্রবণ।
ব্যথায় হইবে পূর্ণ তাহাদের মন॥
জননীর চিন্তা তাহে ফলের কারণে।
কোথায় ফেলেন তাহা সবার গোপনে॥
আরেক সমস্যা শোনা গেল কিছু পরে॥
গামছা এসেছে ফেলে তারা ভুল করে॥
জয়রামবাটী স্থান ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম।
নাহি মিলে বাবুদের যোগ্য সরঞ্জাম॥
এইসব বাবুদের ব্যবহার তরে।
গামছা জোগাড় হয় বহু কষ্ট করে॥
ভক্তগণ সকলেই এনেছে মশারি।
রাত্রে শোনা গেল কিন্তু তাহে নাই দড়ি॥
মায়ের সেবক হরি মায়ের নির্দেশে।
খুঁজিয়া বেড়ায় দড়ি ভক্তির আবেশে॥
বিব্রতা জননী কন আপনার মনে।
ইহারা জ্বালিয়ে খেলে তিক্ত আচরণে॥
কোন কোন ছেলে যবে আসে মোর পাশে
কত তৃপ্ত থাকি আমি স্নেহের আবেশে॥
চিন্তাপূর্ণ তাহাদের আচার বিচার।
শান্তিপূর্ণ থাকে তাহে আমার সংসার॥
তাহাদের খেতে আমি যাহা দিই ধরে।
বাছারা তাহাই খায় কত তৃপ্তি করে॥
আহার হইলে শেষ উঠিবার আগে।
পাতাটি গুটিয়ে নেয় কত অনুরাগে॥

এমত শতেক ছেলে আসিলেও পরে।
কোন কষ্ট নাহি পাই তাহাদের তরে॥
কিন্তু দেখ ইহাদের আচারের ধারা।
সকাল হইতে আমি হই দিশাহারা॥
এখন ভাবনা মোর ভীষণ আকারে।
তরকারি পাই কোথা রাঁধিবার তরে॥
মাঝে মাঝে তাই আমি প্রাণের ঠাকুরে।
ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলি সক্ষোভ অন্তরে॥
দেখিতে সংসার তব নাহি পারি আর।
তুমি নিজে দেখ এবে তোমার সংসার।
কি আর করিবে, মাগো, তুমি নিরুপায়।
এতো নহে শুধুমাত্র ঠাকুরের দায়॥
ঠাকুরের চিন্তা নিত্য সন্তানের তরে।
অচ্ছেদ্য নাড়ির টান তোমার অন্তরে॥
মা না হলে সন্তানেরা দেখে অন্ধকার।
তোমাকে পাইলে পূর্ণ জগৎ সংসার॥
উদ্বোধনধামে রন শরৎ বিহারী।
জননী দর্শনে সেথা থাকে কড়াকড়ি॥
মাতৃগতপ্রাণ সদা শরৎ সন্ন্যাসী।
মার কষ্টে প্রাণে দুঃখ পান রাশি রাশি॥
মায়ের বিশ্রামে যাতে না ঘটে ব্যাঘাত।
শরৎ রাখেন তাহে সদা দৃষ্টিপাত॥
দর্শনের নানাবিধ করিয়া নিয়ম।
প্রহরীর রূপে তিনি থাকেন স্বয়ং॥
সেইহেতু উদ্বোধনে ভক্ত আচরণ।
মোটামুটিভাবে হয়ে থাকে সুশোভন॥
মাঝে মাঝে তবু ঘটে খেয়ালি আচার।
মার কাছে আসে যাহা হয়ে অত্যাচার॥
একদিন সারদা-মা প্রভুপূজা পরে।
বসিয়া আছেন সেথা আপনার ঘরে॥
হেনকালে ভক্ত এক লয়ে ফুল জল।
আসেন পূজিতে মার চরণ কমল।
অপরিচিতেরা যবে মার কাছে আসে।
চাদর মুড়িয়া মাতা রন তক্তাপোশে॥
ঝুলিয়ে রাখেন মাতা চরণ কমল।
প্রণমিয়া শ্রীচরণে যায় ভক্তদল॥
কেহ বা পূজার ফুল অশ্রু সিক্ত করি।
মার পদে অর্ঘ্য দিয়ে যায় তাড়াতাড়ি॥
বেশী দেরী হইলেই মার কষ্ট হবে।
সেইহেতু তাড়াতাড়ি চলে যায় সবে॥

এইরূপ ভক্তি নিষ্ঠা নিয়ে ভক্তদল।
সাধারণ ভাবে নিত্য আসে অবিরল ॥
ভক্তটি আসিল যবে মায়ের সকাশে।
গোলাপ-মা সেইকালে আছিলেন পাশে ॥
যেমতি সকল ভক্ত আসি ভক্তি ভরে।
তাড়াতাড়ি চলে যায় মার পূজা করে ॥
সেমতি হইবে ভক্ত ভাবি মনে মনে।
গোলাপ-মা অন্যকাজে যান অন্যস্থানে ॥
বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখেন ফিরিয়া।
ন্যাস, প্রাণায়াম ভক্ত চলেছে করিয়া ॥
সর্বক্ষণ মাতা সেথা আছেন বসিয়া।
ততক্ষণে সারাদেহ উঠেছে ঘামিয়া ॥
ভক্তের দেখিয়া কাণ্ড সরোষ অন্তরে।
টানিয়া তোলেন তিনি তার হাত ধরে ॥
স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলেন তখন।
বিস্ময়ের বস্তু তব ভক্তির ধরণ ॥
কাঠের ঠাকুর একি ভাবে তব মন।
ন্যাস আদি করে যাহা করিবে চেতন ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া জননী সারদা।
অন্তর্যামীরূপে তিনি থাকেন সর্বদা ॥
মার কাছে মন্ত্র তন্ত্র নাহি প্রয়োজন।
'মা-মা' বলে ডাকিলেই পূজা সমাপন ॥
নাহি ভাব মার কথা মার পূজাকালে।
ঘামিয়া অস্থির দেখ তোমার খেয়ালে ॥
জননী সারদা যবে রন উদ্বোধনে।
আসিলেন ভক্ত এক মাতৃসন্নিধানে ॥
প্রণামের কালে মার চরণের 'পরে।
ঠুকিয়া দিলেন মাথা অতীব সজোরে ॥
পদাঙ্গুষ্ঠে জোর ব্যথা পাইয়া জননী।
যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করিলেন তিনি ॥
উপস্থিত ভক্ত তাহে করেন জিজ্ঞাসা ॥
এ কি রীতি ধরে তব ভক্তি ভালবাসা ?।
তাহার উত্তরে ভক্ত কহিলেন কথা।
প্রণমি মায়ের পায়ে রাখিলাম ব্যথা ॥
যতদিন ব্যথা রবে মায়ের চরণে।
ততদিন তিনি মোরে রাখিবেন মনে ॥
এত বড় বীর মোরা কভু দেখি নাই।
যে বীরত্বে মাতা হন কাতর ব্যথায় ॥
আমাদের বেশী বলা নহে সমীচীন।
পুত্রের কল্যাণে যেথা মাতা সমাসীন ॥

পরবর্তীকালে মাতা কৌতুকের বশে।
এই সব কথা কন স্নেহ পরবশে ॥
যেন সব আচরণ হয় যথারীতি।
সন্তানের দেওয়া কষ্টে জননীর প্রীতি
জন্ম জন্মান্তর ধরে পাপের সঞ্চয়।
পাপী তাপী মাঝে তাহা জমা হয়ে রয় ॥
এমতি পাপের বোঝা করিয়া ধারণ।
বহু ভক্ত স্পর্শ করে জননী চরণ ॥
ঐ সব স্পর্শে দোষ ঘটার কারণে।
হইত অসহ্য জ্বালা জননী চরণে ॥
সর্বংসহা মাতা মোর সহ্য স্বরূপিনী।
নীরবে সকল সহ্য করিতেন তিনি ॥
একদিন ভক্তদের প্রণামের পরে।
দেখেন অরূপানন্দ বিস্মিত অন্তরে ॥
শ্রীমা তবে বার বার বারান্দায় আসি।
চরণে ঢালেন শুধু জল রাশি রাশি ॥
কারণ হিসাবে মাতা বলেন সন্তানে।
শত শত ভক্ত আসে মোর সন্নিধানে ॥
তাহাদের মধ্যে কিন্তু থাকে কিছুজন
পাপ তাপ বোঝা নিয়ে চলে সর্বক্ষণ ॥
চরণ ছুঁইয়া তারা করিলে প্রণাম।
অসহ্য জ্বালায় জ্বলে যাই অবিরাম ॥
যাতে জ্বালা কমে কিছু তাহারি কারণে।
বার বার ঢালি জল আপন চরণে ॥
পাপের লইয়া বোঝা যারা স্পর্শ করে।
আমার যতেক ব্যাধি তাহাদেরি তরে ॥
কাহারেও নাহি দিও পায়ে হাত দিতে।
সকলে প্রণাম যেন করে দূরে হতে ॥
মুহূর্তেই মাতা পুনঃ বলেন সন্তানে।
কথা যেন নাহি পেঁছে শরতের কানে ॥
আমার হতেছে কষ্ট প্রণামের তরে।
শুনিলে প্রণাম করা দেবে বন্ধ করে ॥
দলে দলে ভক্ত সদা আসে যথারীতি।
বিভিন্ন রুচির সনে বিভিন্ন প্রকৃতি ॥
অবোধ শিশুর সম কারও আবদার।
খেয়ালেতে পরিপূর্ণ কাহারো আচার ॥
কল্পতরু স্বরূপিণী জননী সারদা।
করেন বাসনা পূর্ণ তাদের সর্বদা ॥
হেঁয়ালি খেয়ালিপনা অবুঝ আচার।
জয়রামবাটীধামে চলে অনিবার ॥

সাধুদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকে উদ্বোধনে।
যাইতে না পারে সবে তাহে সর্বক্ষণে॥
মার দ্বারীরূপে সেথা শরৎ বিহারী।
দর্শনের ব্যাপারেতে রাখে কড়াকড়ি॥
জয়রামবাটীধামে সারদা-জননী।
সাদাসিধা রূপে সদা পল্লীর রমণী॥
শহরের কৃত্রিমতা নাহি থাকে সেথা।
উদার আকাশ সম সেথা জগন্মাতা॥
যে কেহ যে কোন ক্ষণে মার কাছে আসে।
জননীও নেন তুলে স্নেহের আবেশে॥
ভক্তরাও সেইহেতু রাখেন সন্ধান।
পিত্রালয়ে কবে মার হবে অবস্থান॥
সেইকালে ভক্তদল সুযোগ বুঝিয়া।
আসেন পথের কষ্ট উপেক্ষা করিয়া॥
জয়রামবাটী আর কলিকাতা ধামে।
আরেক পার্থক্য সদা থাকে দুই স্থানে॥
কলিকাতা ধামে যবে থাকেন জননী।
মোটামুটি সেথা শুধু ইষ্টস্বরূপিণী॥
ইষ্টগোষ্ঠী ভক্তসেবা অন্যান্য ব্যাপার।
সাধুরা সকলে তার রাখেন জোগাড়॥
রান্নাবান্না গৃহস্থালি আরো কাজ নানা।
গোলাপ-মা করিতেন হয়ে একমনা॥
পিত্রালয়ে সারদা-মা ইষ্ট স্বরূপিণী।
নিজেই গৃহিণী সেথা নিজেই রাঁধুনী॥
ভক্তের লইয়া পূজা দেরী নাহি করে।
ছুটিয়া চলেন মাতা বাড়ির ভিতরে॥
প্রসাদাদি দেওয়া হলে সন্তানের হাতে।
রান্নাঘরে যান মাতা সেই সাথে সাথে॥
কখন কি ভক্তদের হয় প্রয়োজন।
জননী রাখেন সদা তার আয়োজন॥
হয়ত আনাজ নাই ভক্তসেবা তরে।
তাহার সন্ধানে মাতা যান ঘরে ঘরে॥
হয়ত সন্তান কোন বাল্যকাল হতে।
চায়েতে অভ্যস্ত থাকে অতীব প্রভাতে॥
তৈয়ারী করিতে চা দুধ দরকার।
হয়ত বাড়িতে তার নাহিক জোগাড়।
কি আর করেন মাতা দুধ আনিবারে।
ভিখারিনী বেশ ধরি যান দ্বারে দ্বারে॥
কাহারো গামছা নাই, মশারির দড়ি।
সকলি জোগাড় মাতা দেন স্নেহ করি॥
ভাবিতে আশ্চর্য লাগে কি নাড়ির টানে।
প্রাণঢালা স্নেহ মাতা করেন সন্তানে॥
যিনি হন আদ্যাশক্তি বিশ্ব-প্রসবিনী।
লীলায় সন্তান তরে নিত্য ভিখারিনী॥
সর্বরূপে সর্বভাবে ভাবে মার প্রাণ।
কি রূপেতে সুখে রবে তাঁহার সন্তান॥
অধমেরো মার কাছে নাহি কোন ত্রাস।
বিশ্বগ্রাসী মাতৃস্নেহ বিশ্ব করে গ্রাস॥
জননীর স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ ফল্গু-ধারা।
তাতে স্নাত হয়ে সবে হয় আত্মহারা॥
জাগতিক সম্বন্ধেতে যাহারা স্বজন।
তাহারাও ভাবে তাঁরে জননী আপন॥
রাধুর শ্বশুর এক ভোলানাথ নামে।
মাঝে মাঝে আসিতেন তিনি মাতৃধামে॥
সম্পর্কে বেহাই তবু ভাসি ভক্তিনীরে।
মা বলে ডাকেন সদা তিনি জননীরে॥
'বাবা জীবন' বলিয়াই জননী সারদা।
সম্বোধন করিতেন তাঁহাকে সর্বদা॥
সুবাসিনী, ইন্দুমতী মার ভ্রাতৃজায়া।
সর্বদাই রন যেন জননীর ছায়া॥
ভ্রাতৃজায়া হইলেও সকলে তাঁহারা।
জননীকে 'মা, মা' ডেকে হন আত্মহারা।
মার স্নেহধারা তাতে আত্মীয় স্বজন।
পূতস্নানে স্নিগ্ধ হয়ে রহে অনুক্ষণ॥
জননীর শ্রীচরণে জানাই প্রণাম।
যাহাতে তাঁহার স্নেহ লভি অবিরাম॥
সারদাপুঁথির কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পঠনে স্নিগ্ধ হয় মন প্রাণ॥
জননীর লীলাকথা হয় যেইস্থানে।
প্রভু রামকৃষ্ণ সদা রন সেইস্থানে॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা তাহে লভিতে অপার।
'হরি রামকৃষ্ণ' জোরে বল তিনবার॥

শ্রীশ্রীসারদা-পুঁথি

সঙ্ঘজননী

(১)

জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন।
লীলার প্রকটহেতু মর্ত্যে আগমন॥

জয় জয় বিশ্বমাতা ব্রহ্মসনাতনী।
জয় জয় শ্যামাসুতা সারদা-জননী॥
সন্তানের পাপ-তাপ যত কাদা ধূলি।
মুছিয়া স্নেহের করে নাও কোলে তুলি॥

জয় জয় সত্যানন্দ, প্রেমানন্দময়।
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয়॥
প্রেমের মুরতি তুমি, তুমি মোর সার।
তোমার চরণে রাজে অনন্ত সংসার॥

তুমি যারে কৃপা কর কে নাশিবে তারে
তোমার কৃপাই সার বিশ্বচরাচরে॥

আদ্যাশক্তি মহামায়া সারদা-জননী।
বিশ্বজোড়া রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের জননী॥
নিত্যকাল চিরন্তনী নারীর হৃদয়ে।
সন্তান লাভের ইচ্ছা থাকে সুপ্ত হয়ে॥
সেই ইচ্ছা যথাকালে শিশুরূপ ধরে।
নির্ভর আশ্রয় লভে মার অঙ্ক 'পরে॥
জননীর বক্ষসুধা নিত্য করি পান।
ক্রমে ক্রমে পুষ্টি লভে সে শিশু সন্তান॥
মার স্নেহে, মার যত্নে, মায়ের সেবায়।
ক্রমে ক্রমে সেই শিশু বড় হয়ে যায়॥
যথাকালে সে-সন্তান বিশ্ব চরাচরে।
উপযুক্ত মর্যাদায় নেয় স্থান করে॥
তখনও মায়ের স্নেহ না লভে বিরাম।
যথারীতি পুত্রে রক্ষা করে অবিরাম॥
আদ্যাশক্তি লীলাদেহে সারদা-জননী।
সর্বকালে সর্বলোকে মাতা চিরন্তনী॥
মায়ের মনের ইচ্ছা স্নেহের স্বভাবে।
রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে জন্ম দেয় পুত্র ভাবে॥
জননীর স্নেহসুধা, সেবা ও যতনে।
শিশুসঙ্ঘ পুষ্টি লাভ করে দেহ মনে॥

সেই সঙ্ঘ দেখ আজ মায়ের কৃপায়।
আলোক-বর্তিকারূপে বিশ্বে শোভা পায়॥
পাপী তাপী ব্যথা ক্লিষ্ট যাহারা আঁধারে।
ভগ্নমনে ন্যুব্জদেহ যারা চরাচরে॥
আলোক-বর্তিকা হতে তাহারা সবাই।
জীবনে আশার আলো পুনঃ ফিরে পায়॥
রামকৃষ্ণ মিশনের সেবানিষ্ঠ মন।
বিশ্বকে আপন বক্ষে করেছে গ্রহণ॥
মহীরুহরূপে আজি সেই সঙ্ঘ রয়।
মার ইচ্ছা হতে কিন্তু তাহার উদয়॥
প্রভুর প্রকটলীলা হলে অবসান।
প্রভুইচ্ছা ভরে মাতা গয়াধামে যান॥
সেথা তীর্থকৃত্য আদি করি সমাপন।
সারদা-মা বুদ্ধগয়া করেন গমন॥
সেইস্থানে দেখিলেন জননী আমার।
বিবিধ ঐশ্বর্যে পূর্ণ মঠ ও বিহার॥
থাকা ও খাওয়ার তরে সাধুরা সেথায়।
কোনদিন কোনভাবে কষ্ট নাহি পায়॥
শ্রীপ্রভুর ত্যাগব্রতী সন্তানের দল।
সেইকালে স্থানে স্থানে ঘোরে অবিরল॥

ক্ষুধা নিবারিতে তারা মাধুকরী করে।
কভু অন্ন জোটে, কভু থাকে অনাহারে ॥
থাকিবারও তরে ঠিক না থাকে আস্তানা।
রোদে জলে সন্তানেরা কষ্ট পায় নানা ॥
সন্তানের কষ্ট ভাবি জননী সারদা।
অন্তরে সুতীব্র ব্যথা পেতেন সর্বদা ॥
মঠের ঐশ্বর্য মাতা দেখি সেইস্থানে।
প্রার্থনা জানান তবে প্রভু সন্নিধানে ॥
আমার ছেলেরা সবে কত কষ্ট পায়।
তাহাদের কষ্টে মোর বুক ফেটে যায় ॥
থাকা-খাওয়া কষ্ট যাতে নাহি থাকে আর।
কৃপায় সেমতি কর ঠাকুর আমার ॥
স্থাপিত হইলে পরে মঠ ও মিশন।
জননী শ্রীমুখে তবে তৃপ্তিভরে কন ॥
এর জন্যে প্রভুপাশে হয়ে একমনা।
কেঁদেছি সতত আমি, করেছি প্রার্থনা ॥
প্রভুর কৃপায় তাহে দেখহ এখন।
প্রতিষ্ঠিত হল কিবা মঠ ও মিশন ॥
কিছু থামি বলিলেন জননী আমার।
ঠাকুর গেছেন তবে স্বধামে আবার ॥
ত্যাগব্রতী সন্তানেরা দিশাহারা প্রাণে।
গৃহ পরিহরি তবে জোটে একস্থানে ॥
আশ্রম করিয়া সেথা থাকে একসনে।
বৈরাগ্যের তীব্র বহ্নি সবাকার মনে ॥
তারপর একে একে তাহারা সবাই।
তপস্যার তরে হেথা হোথা চলে যায় ॥
এখানে ওখানে তারা করে ঘোরাঘুরি।
ছেলেদের দিন কাটে নানা কষ্ট করি ॥
তাহা হেরি খুব দুঃখ হলে মোর মনে।
প্রার্থনা জানাতে থাকি প্রভুর চরণে ॥
প্রেমময় শ্রীঠাকুর তুমি কৃপাভরে।
মর্ত্যধামে এসেছিলে নরলীলা তরে ॥
সাঙ্গোপাঙ্গসনে তুমি আনন্দ করিয়া।
লীলাদেহ ছাড়ি গেলে স্বধামে ফিরিয়া ॥
তার সাথে সব কিছু হয়ে যাবে শেষ।
তাহা চিন্তি মোর মনে জাগে বড় ক্লেশ ॥
এত কষ্ট করে আসা তাহলে তোমার।
ভেবে নাহি পাই কিবা ছিল দরকার ॥
দেখেছি অনেক সাধু কাশী বৃন্দাবনে।
কাটায় জীবন তারা ভিক্ষা অনটনে ॥
এইভাবে তারা সবে ঘুরিয়া বেড়ায়।
তাদের জীবন কাটে গাছের তলায় ॥
সেমতি সাধুর কভু না দেখি অভাব।
সেই সংখ্যা বৃদ্ধি করে বল কিবা লাভ ?।
যাহারা তোমার নাম করিয়া গ্রহণ।
বাহিরে এসেছে ত্যজি গৃহ পরিজন ॥
সেই সব ত্যাগব্রতী ছেলেরা আমার।
পথে পথে কত কষ্ট পায় অনিবার ॥
দুমুঠো অন্নের জন্য ঘুরে সারা হবে।
এ-বেদনা কভু মোর সহ্য নাহি হবে ॥
ছেলেদের কষ্ট দেখি আকুলিত মনে।
প্রার্থনা জানাই প্রভু তোমার চরণে ॥
লইয়া তোমার নাম বাহিরিবে যারা।
অন্নকষ্ট কভু যেন নাহি পায় তারা ॥
তোমার অমূল্যভাব উপদেশ লয়ে।
গড়িয়া আশ্রম তারা রবে এক হয়ে ॥
তাপদগ্ধ মানুষেরা আসি সেইস্থানে।
শুনিয়া তোমার কথা শান্তি পাবে প্রাণে ॥
জীবের কল্যাণ তরে তব আগমন।
সেই কথা ভালভাবে জানে মোর মন ॥
আমার ছেলেরা পথে কত কষ্ট পায়।
আকুল আমার প্রাণ তাহাতে সদাই ॥
সেইহেতু আঁখিজলে জানাই প্রার্থনা।
কৃপা করে তুমি মোর পুরাও বাসনা ॥
আমার নরেন তবে প্রভুকৃপাভরে।
স্থাপিল এসব মঠ কত কষ্ট করে ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্বের জননী।
লীলাদেহে ইচ্ছাময়ী সারদা-জননী ॥
ইচ্ছাময়ী জননীর ক্ষণেক ইচ্ছায়।
সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য বিশ্বে ঘটে যায় ॥
তাঁহারি ইচ্ছায় দেখ মঠ ও মিশন।
যন্ত্ররূপে শ্রীনরেন করিল স্থাপন ॥
সঙ্ঘতরে জননীর প্রতিটি কথায়।
স্নেহক্ষরা সঙ্ঘপ্রীতি দেখিবারে পাই ॥
কি উদ্দেশ্যে হবে মঠ কিসের কারণে।
তাহাও নিহিত থাকে মায়ের বচনে ॥
মার ইচ্ছা রূপ নেয় মঠের আকারে।
অভিষিক্ত থাকে সদা মার স্নেহভারে ॥
যুক্তি উপদেশ দিয়ে জননী সারদা।
সঙ্ঘের কল্যাণে কার্য করিতেন সদা ॥

মঠের প্রতিটি অঙ্গ, সাধু ও সন্ন্যাসী।
সর্বথা থাকিত মার স্নেহের প্রত্যাশী॥
জননীও দিয়ে সদা স্নেহ ভালবাসা।
পুরাতন সকলের স্নেহের প্রত্যাশা॥
মঠের যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময়।
চিন্তায় পড়িলে নিত মায়ের আশ্রয়॥
বিশ্বজয়ী বজ্রগর্ভী তীক্ষ্ণধী সন্ন্যাসী।
থাকিতেন তিনিও সদা মায়ের প্রত্যাশী।
যে কোন সমস্যা এলে তাঁহার জীবনে।
ত্বরায় যেতেন তিনি মায়ের চরণে॥
কৃপালু হইয়া মাতা স্নেহের আবেশে।
করিতেন পুত্রে ধন্য যথা উপদেশে॥
মাতৃগর্বে গরবিত বিবেক সন্তান।
যথার্থ নির্দেশ নিয়ে পুনঃ ফিরে যান॥
প্রভুর বিরাট রূপ সঙ্ঘের আকারে।
বিরাজিত থাকে নিত্য বিশ্ব চরাচরে॥
মায়ের প্রতিটি কথা সকল সন্তান।
নির্বিচারে নির্বিকারে সদা মেনে যান॥
শিশুর আশ্রয় যথা তাহার জননী।
সঙ্ঘ তরে সেইমতি সারদা-জননী॥
সকলে জানেন সঙ্ঘে জননী সারদা।
তাঁদেরি কল্যাণে লিপ্ত আছেন সর্বদা॥
পুত্রের কল্যাণ কিসে হবে সর্ব ভাবে।
মাতাই জানেন শুধু তাহা ভালভাবে॥
সেইহেতু সন্তানেরা মার মুখ চেয়ে।
আনন্দে কাটান কাল নিশ্চিন্ত হৃদয়ে॥
জননী হইলে রাজী তাহারাও রাজী।
মাতা রাজী নাহি হলে তাহারা অরাজী।
তেরশ একুশ সনে গ্রীষ্মের সময়।
মালদহে শ্রীপ্রভুর উৎসব হয়॥
সেথা হতে ভক্ত এক আসিয়া বেলুড়ে।
বাবুরাম মহারাজে কন করজোড়ে॥
মোরা হই শ্রীপ্রভুর অধম সন্তান।
জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন আমাদের প্রাণ॥
তবু মোরা সকলেই দীন উপচারে।
করিয়াছি আয়োজন উৎসব তরে॥
মোরা ধন্য হব যদি সস্নেহ কৃপায়।
উৎসবকালে যান আপনি সেথায়॥
ভক্তের আকুতি হেরি বাবুরাম কন।
উৎসবে গেলে খুশী হবে মোর মন॥

ব্যক্তিগত ভাবে আমি দিলাম সম্মতি।
কিন্তু জেনো নিতে হবে মার অনুমতি॥
আলোচনা অনুসারে ভক্তটির সনে।
প্রেমানন্দ মহারাজ যান উদ্বোধনে॥
সাষ্টাঙ্গে বন্দিয়া তবে মায়ের চরণ।
প্রেমানন্দ সব কিছু কৈলা নিবেদন॥
সন্তানের কাছে হতে সব কিছু শুনি।
তদুত্তরে স্নেহভরে বলেন জননী॥
তোমার শরীর সুস্থ নাই বর্তমানে।
গরমেও পাবে কষ্ট গেলে সেইস্থানে॥
তাহা ছাড়া মালদহ বহুদূরে হয়।
উৎসবে অনিয়মও হইবে নিশ্চয়॥
তোমার স্বাস্থ্যের তরে চিন্তা জাগে প্রাণে।
ভাল হয় যদি এবে না যাও সেখানে॥
শিরোধার্য করি তবে মায়ের আদেশে।
প্রণমিল পুত্র পুনঃ ভাবের আবেশে॥
নীচে নামি বাবুরাম ভক্তটিকে কন।
মালদহে মোর যাওয়া না হবে এখন॥
তাহা শুনি সেই ভক্ত বিস্মিত বদনে।
ভাবিতে থাকেন তবে আকুলিত মনে॥
আয়োজন সব ঠিক ছিল যাত্রা তরে।
হইল বেঠিক সবই মুহূর্তের ভরে॥
বেগতিক দেখি ভক্ত ব্যাকুল অন্তরে।
জননীর কাছে ধায় উপায়ের তরে॥
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি তবে ভাসি অশ্রুনীরে।
আকুলি বিকুলি ভক্ত বলে জননীরে॥
অগতির গতি মাগো, বিপদ-তারিণী।
এ বিপদে রক্ষা তুমি করগো জননী॥
ঠাকুরের উৎসব হবে মালদহে।
মহারাজে চান সবে আকুল আগ্রহে॥
মালদহ তাও মাগো নয় বেশী দূরে।
মহারাজে নিয়ে যাব আমি যত্ন করে॥
তিনি যাতে কোন ভাবে কষ্ট নাহি পান।
তাহে মোর রবে সদা সজাগ পরাণ॥
মহারাজ নাহি গেলে উৎসবস্থানে।
আঘাত লাগিবে বড় ভক্তদের প্রাণে॥
তোমার চরণে মাগো জানাই আকুতি।
কৃপা করি মহারাজে দাও অনুমতি॥
ব্যবস্থার কথা শুনি জননী আমার।
বাবুরামে ডাকি সেথা বলেন আবার॥

নিয়ে যেতে চায় তারা আকুল আগ্রহে।
তা হলে কি একবার যাবে মালদহে ॥
অন্তরে মাতৃভক্ত বলেন সেথায়।
সিদ্ধান্তের চিন্তা মোর না আসে মাথায় ॥
মালদহে যাওয়া হবে যদি বল তুমি।
'না' বলিলে সেই স্থানে নাহি যাব আমি ॥
সব কিছু চিন্তা করি স্নেহের আবেশে।
সারদা-মা বাবুরামে কন অবশেষে ॥
ভক্তেরা এমনভাবে বলে বারবার।
সেহেতু সেথায় তুমি যাও একবার ॥
বেশীদিন অবস্থান সেথা নাহি করে।
ফিরিয়া আসিও যেন হেথায় সত্বরে ॥
মুহূর্তেই 'না যাওয়া' 'যাওয়া' হয়ে যায়।
যাত্রাতরে আয়োজন চলে পুনরায় ॥
এমতি ঘটনা আরো করিয়া চয়ন।
সারদা-পুঁথির মাঝে দিব বিবরণ ॥
মঠের অধ্যক্ষ তবে সন্ন্যাসী রাখাল।
স্নেহময়ী জননীর স্নেহের দুলাল ॥
নামেতে বীরেন্দ্রনাথ বসু উপাধিতে।
আসেন বেলুড়মঠে ভক্তিভরা চিতে ॥
ঢাকার সহরেতে হয় তাঁর বাসস্থান।
অধ্যক্ষের তিনি হন আশ্রিত সন্তান ॥
ঠাকুরের বহু ভক্ত থাকেন ঢাকায়।
তাঁহাকে আশ্রয় করি থাকেন সদাই ॥
প্রভুর মানসপুত্র সন্ন্যাসী রাখাল।
সারল্যের প্রতিমূর্তি ব্রজের দুলাল ॥
ঈশ্বরকোটির রূপে তাঁর আগমন।
প্রভুভাবে পূর্ণ সদা থাকে তাঁর মন ॥
ঢাকায় ভক্তেরা চান আকুলিত প্রাণে।
সন্ন্যাসী রাখালে নিয়ে যেতে সেইখানে ॥
সেইহেতু বীরেন্দ্রের হয় আগমন।
মহারাজ সেথা যাতে করেন গমন ॥
তাহা শুনি মহারাজ বলেন তাহারে।
কিছুতেই ঢাকা যাওয়া নাহি হতে পারে ॥
বাবুরামও যাওয়া তরে বলেন তখন।
তবু তিনি কিছুতেই রাজী নাহি হন ॥
অসহায় সেই ভক্ত হতাশ হৃদয়ে।
বিরস বদনে থাকে শিরে হাত দিয়ে ॥
তাহা হেরি ভক্তটিকে ডাকিয়া অদূরে।
বাবুরাম জনান্তিকে বলিলেন তারে ॥

এই ভাবে কার্যসিদ্ধি না হবে কখন।
মার কাছে সোজা তুমি করহ গমন ॥
কৃষ্ণলাল সনে আজি গিয়ে উদ্বোধনে।
প্রার্থনা জানাও তুমি মায়ের চরণে ॥
মাতা যদি কৃপাভরে দেন অনুমতি।
অধ্যক্ষের যাওয়া ছাড়া না থাকিবে গতি ॥
তাঁর কথামত ভক্ত পোঁছি উদ্বোধনে।
জড়াইয়া ধরিলেন মায়ের চরণে ॥
অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে তবে ব্যাকুল অন্তরে।
প্রার্থনা জানান শুধু অনুমতি তরে ॥
কৃষ্ণলাল জননীকে তবে বলে যান।
এ ছেলেটি অধ্যক্ষের আশ্রিত সন্তান ॥
প্রভুভক্ত যারা সব আছয়ে ঢাকায়।
মহারাজে সেথা তারা নিয়ে যেতে চায় ॥
মহারাজ সব কিছু করেন শ্রবণ।
যেতে কিন্তু কিছুতেই রাজী নাহি হন ॥
পুত্রকে আকুল হেরি সস্মিত বয়ানে।
কৃপাময়ী সারদা-মা বলেন সন্তানে ॥
পা ছেড়ে দাও, বাবা, কোন চিন্তা নাই।
নিশ্চয় হইবে জেনো ইহার উপায় ॥
নিয়ে যেতে ছেলে তার এসেছে এখানে।
রাখাল নিশ্চিতভাবে যাইবে সেখানে ॥
রাখালকে নিয়ে কিন্তু যাবে সাবধানে।
যাতে কোন কষ্ট নাহি পায় কোনখানে ॥
মায়ের আদেশবাণী শুনিবার সনে।
মহারাজ রাজী হয়ে যান সেইক্ষণে ॥
এমতি ঘটনা আরো রাখাল জীবনে।
বর্ণিব তাহাই এবে ভক্তিভরা মনে ॥
রাখাল একদা ভাবে ব্যাকুল অন্তরে।
পশ্চিমে যাইব আমি তপস্যার তরে ॥
সর্বাগ্রে জরুরী কিন্তু মার অনুমতি।
তার তরে মার কাছে লিখিলেন চিঠি ॥
সেইকালে সারদা-মা লীলাপুষ্টি তরে।
জয়রামবাটীধামে রন কৃপাভরে ॥
বলরাম বসু গৃহে মহাতীর্থস্থান।
রাখালের সেথা তবে হয় অবস্থান ॥
সন্তানের অভিপ্রায় শুনিয়া জননী।
বলরাম বসু পাশে লিখিলেন তিনি ॥
পত্র মারফত আমি পাই জানিবারে।
রাখাল পশ্চিমে যাবে তপস্যার তরে ॥

গতবার পুরীধামে ছিল শীতকালে।
নানা কষ্ট পেয়েছিল শীতের কবলে॥
সেইহেতু মোটামুটি শীত পার করে।
রাখাল যাইতে পারে তপস্যার তরে॥
জননীর অনুমতি করিয়া গ্রহণ।
তপস্যার হেতু পরে করেন গমন॥
কোন কাজ করা পূর্বে বিবেক সন্ন্যাসী
মার অনুমতি তরে থাকেন প্রত্যাশী॥
বিশ্বধর্ম মহাসভা অনুষ্ঠান তরে।
আয়োজন চলে নানা চিকাগো শহরে॥
পরিব্রাজকের বেশে স্বামীজী তখন।
দাক্ষিণাত্য অঞ্চলেতে করেন ভ্রমণ॥
স্বামীজীর অগণিত গুণমুগ্ধ জন।
তাঁহাকে উদ্দেশ করি বলেন তখন॥
সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচারের তরে।
ভাল হয় যদি যান চিকাগো শহরে॥
যাওয়া তরে টাকাকড়ি যাহা দরকার।
সানন্দে সেসব মোরা করিব জোগাড়॥
আপনার দ্বারা জানি প্রভুর কৃপায়।
হিন্দুধর্ম-জয়ধ্বজা উড়িবে সেথায়॥
স্বামীজীও সেইকালে লভেন দর্শন।
যাহে প্রভু কন, তুমি করহ গমন॥
তথাপি তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট না হয়ে।
ভাবিতে থাকেন তবে আবিষ্ট হৃদয়ে॥
আদ্যাশক্তি সারদা-মা মোদের জননী।
ঠাকুরের সাথে তিনি অভেদরূপিণী॥
তিনি যদি অনুমতি দেন যাইবারে।
তবেই যাইব আমি সাগরের পারে॥
সেইকথা স্থির করি সমর্পিত মনে।
সবিস্তারে লিখিলেন জননী চরণে॥
স্নেহাস্পদ সন্তানের কুশল সংবাদ।
লভিলেন সারদা-মা বহুদিন বাদ॥
সবিশেষভাবে তাহে হন আনন্দিত।
সেই সাথে তিনি কিন্তু হলেন চিন্তিত॥
বিশ্বধর্ম সভামাঝে যোগদান তরে।
নরেন যাইতে চায় সাগরের পারে॥
জননীর চিন্তা জাগে সেই দূর স্থানে।
কে দেখিবে, কে শুনিবে তাঁহার সন্তানে॥
স্নেহের স্বভাব বশে জননীর মন।
কল্পিত আশঙ্কাপূর্ণ থাকে সর্বক্ষণ॥

সারদা-মা নিত্য-ভাবে জানেন অন্তরে।
নরেনের আগমন বিশ্বহিত তরে॥
নরেন প্রধান ঋষি সপ্তর্ষি মণ্ডলে।
এই কথা শ্রীঠাকুর গিয়েছেন বলে॥
স্নেহের স্বভাবে তবু জননীর মন।
নানাভাবে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে সর্বক্ষণ॥
অনন্তর স্বপনেতে দেখেন জননী।
সমুদ্রে চলেন হেঁটে প্রভু শিরোমণি॥
শ্রীঠাকুর কন তবে তাঁহার নরেনে।
সমুদ্রের পরপারে আয় মোর সনে॥
প্রভু ইচ্ছা জানি মাতা সর্বান্তঃকরণে।
সন্তানে করেন ধন্য আশিস বচনে॥
জননীর আশীর্বাদ সন্তান লভিয়া।
অতীব উল্লাস ভরে বলেন উঠিয়া॥
সব কিছু ঠিক ঠাক হল এতক্ষণে।
জননীরও ইচ্ছা আমি যাই সেইখানে॥
প্রভুর চিহ্নিত ভক্ত বিবেক সন্ন্যাসী।
মায়ের আশিস তরে থাকেন প্রত্যাশী॥
তাঁর আশীর্বাদ নাহি মিলে যতক্ষণ।
যাত্রা তরে রাজী নাহি হন ততক্ষণ॥
রামকৃষ্ণ মিশনের মূল ভিত্তিরূপে।
এমতি আদর্শ কাজ করে চুপে চুপে॥
সঙ্ঘ মাতা, মঠাধ্যক্ষ তাঁদের আদেশে।
পালন করেন সবে শ্রদ্ধার আবেশে॥
তাহারি কারণে আজও নিয়ম নিষ্ঠায়।
সমুজ্জ্বল ভাবে মঠ বিশ্বে শোভা পায়॥
অনুপম আনুগত্য অধ্যক্ষের প্রতি।
তার সনে থাকে সদা গুরুভাই প্রীতি॥
এ দুটি বিষয় তরে জননী সারদা।
সজাগ থাকিতে সবে বলিতেন সদা॥
পরস্পরে যদি নাহি থাকে ভালবাসা।
তাহা হলে কিছু আর না থাকে প্রত্যাশা॥
ভালবাসা তাকে ভিত্তি করি অনিবার।
সারা বিশ্বে গড়ে উঠে প্রভুর সংসার॥
ভালবাসা ব্যতিরেকে সকল সময়।
আদেশ পালিতে যদি শুধু বলা হয়॥
তাহা হলে কর্তব্যের থাকে শুষ্ক ভার।
যার ফলে ভেঙ্গে যায় শান্তির সংসার॥
পরস্পর পরস্পরে থাকিলে সম্প্রীতি।
সুষ্ঠুভাবে সব কিছু হয় যথারীতি॥

সন্ন্যাসী কেশবানন্দ তাঁর পূর্বাশ্রমে।
পরিচিত আছিলেন শ্রীকেদার নামে॥
প্রবীণ সন্ন্যাসী তিনি মায়ের ইচ্ছায়।
স্থাপিত করেন মঠ কোয়ালপাড়ায়॥
তাঁর কতিপয় ছাত্র আদর্শের টানে।
ত্যাগব্রতীরূপে যোগ দেন প্রভুস্থানে॥
মঠের অধ্যক্ষরূপে প্রবীণ সন্ন্যাসী।
অন্য হতে রন শুধু কাজের প্রত্যাশী॥
তাঁর ইচ্ছা সেথা যত ত্যাগী ব্রহ্মচারী।
পালিবে আদেশ সদা সব পরিহরি॥
বিনিময়ে তারা নাহি পায় সমাদর।
আহারেরো অব্যবস্থা থাকে নিরন্তর॥
এমতি কারণ তরে তাহারা অনেকে।
সেস্থান ছাড়িয়া চলে যায় একে একে॥
অনন্তর কেহ চলে যায় উদ্বোধনে।
কেহ বা আশ্রয় নেয় জননী চরণে॥
তথাপি আপন ত্রুটি দেখিতে না পান।
ক্ষুব্ধমনে তাহে তিনি মার কাছে যান॥
জননীর কাছে পোঁছি প্রণামের পরে।
অধ্যক্ষ বলেন তবে অনুযোগ করে॥
কোয়ালপাড়ার মঠে অন্তেবাসী যারা।
পূর্বে মোর খুব বাধ্য আছিল তাহারা॥
এখন ফুটেছে চোখ কারণে তাহার।
মানিতে না চায় সদা আদেশ আমার॥
সেইহেতু কেহ চলে আসে এইস্থানে।
অবাধ্য অন্যেরা চলে যায় উদ্বোধনে॥
দুইস্থানে সমাদরে ভাল খেতে পায়।
সে কারণে মোর কাছে ফিরিতে না চায়॥
অন্যস্থানে তারা যদি না লভে আশ্রয়।
মোর বাধ্য হয়ে তারা থাকিবে নিশ্চয়॥
সন্ন্যাসী কেশবানন্দে জননী সারদা।
সবিশেষ ভাবে স্নেহ করিতেন সদা॥
সন্ন্যাসীও একনিষ্ঠ আকুলিত মনে।
রাখিতেন সদা ভক্তি মায়ের চরণে॥
তবু মাতা এই কথা করিয়া শ্রবণ।
সক্ষোভে বিস্মিতকণ্ঠে বলেন তখন॥
কেদার, ওসব কথা কি বল হেথায়।
সার কিছু নাহি মেলে তোমার কথায়॥
যে কোন কার্যের মূলে রবে ভালবাসা।
তাহা না করিলে সব হয় সর্বনাশা॥
স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা দিয়ে অনিবার।
গড়িয়া উঠেছে জেনো প্রভুর সংসার॥
অন্যদের যদি নাহি দাও ভালবাসা।
কেমনে করিবে তবে কাজের প্রত্যাশা ?।
আমার সন্তান হয় সকলে তাহারা।
তাদের কল্যাণে সদা থাকি আত্মহারা॥
যারা মা, তারা কভু, ছেলেদের তরে।
খাওয়া ও পরার খোঁটা সহিতে না পারে॥
সেইহেতু কিছুতেই ভেবে নাহি পাই।
কিভাবে ওসব কথা বলিলে হেথায় ?॥
স্নেহ দিয়ে ছেলেদের করি আপনার।
তাহাদের সুখ-দুখে হবে অংশীদার॥
উপযুক্ত আহারাদি যাতে তারা পায়।
বন্দোবস্ত তারও তুমি রাখিবে সেথায়॥
তাহা হলে সুষ্ঠুভাবে চলিবে আশ্রম।
তা না হলে জেনো সবি হবে পণ্ডশ্রম॥
কেদার সকল কথা করিয়া শ্রবণ।
কোয়ালপাড়ায় পুনঃ করেন গমন॥
নিজ ত্রুটি সংশোধনে না করি প্রয়াস।
আপন কর্তৃত্ব পুনঃ করেন প্রকাশ॥
অর্থব্যয় বেশী হবে তারি আশঙ্কায়।
শ্রীপ্রভুরও ভোগরাগ একই থেকে যায়॥
শাকপাত যাহা জোটে তাহারই ব্যঞ্জন।
আতপ চালের অন্ন হয় নিবেদন॥
তাহাই প্রসাদরূপে সকলেই খায়।
তার ফলে সবাকার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়॥
ভালভাবে খাওয়া-দাওয়া না পেলে সন্তান।
বেদনা আকুল হয় জননীর প্রাণ॥
যে-কোন মায়ের চিন্তা থাকে দিনে রাতে।
আমার সন্তান যাতে থাকে দুধে ভাতে॥
ছেলেদের কষ্ট শুনি সারদা-জননী।
সন্ন্যাসী কেদারে চিঠি লিখিলেন তিনি॥
কোয়ালপাড়ার মঠে দিয়ে ভক্তিনিষ্ঠা।
স্বহস্তে করেছি আমি প্রভুর প্রতিষ্ঠা॥
সিদ্ধ চাল তার অন্ন খাইতেন তিনি।
মাছ তাও খাইতেন প্রভু শিরোমণি॥
সেইহেতু প্রভুমঠে ভক্তি অনুরাগে।
সিদ্ধ চাল তার অন্ন দেবে প্রভুভোগে॥
শনি ও মঙ্গলবারে দিবে মাছ ভোগ।
অন্যবারেও দিতে পার থাকিলে সুযোগ॥

শ্রীপ্রভু না খাইতেন মাছ রবিবারে।
মাছ ভোগ তাহে নাহি দিবে সেইবারে॥
যেমন করেই হোক জোগাড়াদি করি।
ভোগে দেবে কমপক্ষে তিন তরকারি॥
সর্বদাই যদি করা হয় কঠোরতা।
রোগ সাথে যুঝিবার হারাবে ক্ষমতা॥
তাহা ছাড়া ভগ্ন স্বাস্থ্যে মন ভেঙ্গে যায়।
ধ্যান জপ তাও তবে করিতে না চায়॥
প্রভুভোগ যাতে সেথা ভালভাবে হয়।
পাঠাতেনও টাকা মাতা সময় সময়॥
অন্যদের তরে নাহি দিয়ে মনোযোগ।
কেদার করেন শুধু কর্তৃত্ব প্রয়োগ॥
তাহা শুনি সারদা-মা সক্ষোভ অন্তরে।
উপদেশ দেন তবে ডাকিয়া কেদারে॥
রাখিয়া পেঁচোয়া বুদ্ধি হুকুম চালালে।
সুষ্ঠু ভাবে আশ্রমাদি কভু নাহি চলে॥
আমি জানি, ছাত্র ছিল অনেকে তোমার।
তবু জেনো জোর নাহি চলে অনিবার॥
আপনার ছেলেকেও বেশী বকা হলে।
গৃহ ছেড়ে সেই পুত্র দূরে যায় চলে॥
এই কথা সদা রাখি মনেতে তোমার।
ভালবাসা দিয়ে গড়ো প্রভুর সংসার॥
তেরশ পঁচিশ সনে কোয়ালপাড়ায়।
রাধুকে লইয়া মাতা থাকেন সেথায়॥
একদা মায়ের কাছে বলেন কেদার।
আশ্রম চালাতে মাগো নাহি পারি আর॥
সাধু ব্রহ্মচারী হেথা থাকিতে না চায়।
সামান্য সুযোগে অন্যস্থানে চলে যায়॥
কৃপা করে যদি দেন আপনি বিধান।
অন্যান্য আশ্রমে গেলে নাহি পাবে স্থান॥
বাধ্য হয়ে তবে তারা এখানেই রবে।
আশ্রমেরও কাজকর্ম ভালভাবে হবে॥
কেদারের সেইকথা করিয়া শ্রবণ।
ক্ষুব্ধ হয়ে সারদা-মা বজ্রকণ্ঠে কন॥
ওরা যাতে স্থান নাহি পায় কোনমতে।
একথা বলিয়ে নিতে চাও আমা হতে॥
প্রভুপদে সমর্পিত তাহাদের প্রাণ।
তারা সবে স্নেহে সিক্ত আমার সন্তান॥
যেখানেই রবে ওরা ঠাকুর সেখানে।
করিবেন রক্ষা সদা কৃপা পরশনে॥
যাহাতে তাহারা কোথা স্থান নাহি পায়।
একথা বলিতে তুমি বলিছ আমায়॥
আমার ছেলেরা রবে যার যেথা খুশী।
একথাটি মনে তুমি রেখো দিবানিশি॥
বজ্রকণ্ঠে এ উত্তর দিলেন যখন।
আরক্তিম হয়ে ওঠে মায়ের বদন॥
মায়ের সে রূপ হেরি সবে আতঙ্কিত।
অধ্যক্ষও অবিলম্বে হন ভূপতিত॥
মায়ের চরণ ধরি ভাসি অশ্রুনীরে।
আকুলিত ভাবে তিনি কন জননীরে॥
অধম সন্তান আমি করেছি অন্যায়।
তোমার চরণে মাগো ক্ষমা ভিক্ষা চাই॥
তুমি ছাড়া মাগো মোর কেহ নাহি আর।
কৃপাময়ী কৃপা করে ক্ষম এইবার॥
জননীও শান্ত হয়ে করি আশীর্বাদ।
কেদারে দিলেন খেতে প্রভুর প্রসাদ॥

আশ্রমে অধ্যক্ষাদিকে হলে প্রয়োজন।
মাতা বলে দেন সদা কর্তব্য বচন॥
আশ্রম জীবনে যারা করেছে প্রবেশ।
তাহাদেরও মাতা দেন সৎ উপদেশ॥
অসুবিধা ঘটিলেও আশ্রম জীবনে।
তাহাদিকে বলিতেন রবে একসনে॥
প্রভুর সন্তান রূপে তোমরা সবাই।
এক স্থানে মিলেমিশে রবে ভাই ভাই॥
সহ্যের সমান গুণ কিছু নাই আর।
সহ্য না করিলে সব হয় ছারখার॥
জয়রামবাটীধামে জননী সারদা।
ব্রহ্মচারী সন্তানকে বলেন একদা॥
বনিয়ে বানিয়ে সব রবে এক সনে।
তাহা হলে শান্তি পাবে আপনার মনে॥
শ্রীঠাকুরও বলিতেন অনেক সময়।

যে সয় সে রয়।
যে না সয় সে নাশ হয়॥

সেইহেতু জীবনেতে সহ্য করে যাবে।
প্রভুর কৃপায় তবে কালে সব পাবে॥
অসুবিধা সহিয়াও সপ্রেম হৃদয়ে।
প্রভুকাজ নিয়ে রবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে॥
কলিতে সঙ্ঘই শক্তি শাস্ত্রের বচন।
সঙ্ঘরূপে শ্রীঠাকুর প্রকটিত হন॥

প্রভুর প্রতিভূরূপে মঠাধ্যক্ষ যিনি।
সবার কল্যাণে কাজ করে যান তিনি॥
প্রভুর বিরাট মূর্তি সঙ্ঘের আকারে।
অধ্যক্ষ ভাবেন তাহা সদা প্রেমভারে॥
শ্রীপ্রভুর অঙ্গ ভাবি অন্তেবাসীগণে।
পরম আত্মীয় রূপে ভাবিতেন মনে॥
স্নেহ দিয়ে, যত্ন দিয়ে, দিয়ে ভালবাসা।
পূরাতেন শ্রেয়স্কর সকল প্রত্যাশা॥
আশ্রমের অধিবাসী তারাও সকলে।
অধ্যক্ষকে পূজিতেন শ্রদ্ধার কমলে॥
অনুপম শ্রদ্ধা প্রেম গুরুভাই তরে।
দ্বিধাহীন আনুগত্য অধ্যক্ষের 'পরে॥
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সৌধে তাহারা সদাই।
সুদৃঢ় ভিত্তির রূপে কাজ করে যায়॥
প্রভুর মানসপুত্র সন্ন্যাসী রাখাল।
সর্বভাবে স্বর্বরূপে স্নেহের দুলাল॥
একদা রাখাল তরে শ্রীঠাকুর কন।
চালাইতে পারে রাজ্য হলে প্রয়োজন॥
সন্ন্যাসের নাম তাঁর ব্রহ্মানন্দ হয়।
'রাজা', 'মহারাজ' নামে মঠে পরিচয়॥
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বিশ্বজয় পরে।
শ্রীপ্রভুর মঠবাড়ি স্থাপেন বেলুড়ে॥
মঠের নূতন বাড়ি হলে সমাপিত।
প্রভুকে সেথায় করা হল প্রতিষ্ঠিত॥
তেরশত পাঁচসনে শীতের প্রাক্কালে।
অধ্যক্ষ করিতে স্থির আলোচনা চলে॥
প্রভুর ভবিষ্যবাণী রাখালের তরে।
সদা জাগরূক থাকে বিবেক-অন্তরে॥
সে কথা স্মরণ করি প্রেমের স্বরূপে।
মহারাজে বরিলেন সর্বাধ্যক্ষরূপে॥
বাল্য হতে বন্ধুরূপে তাঁরা একসনে।
নরেন রাখাল হতে বড় নয় দিনে॥
বিশ্বের বিবেক যিনি বিশ্বজয়ী বীর।
তিনিও অধ্যক্ষ পাশে রন নতশির॥
'গুরুবৎ গুরু পুত্র' করি উচ্চারণ।
একদা বন্দেন তিনি রাজার চরণ॥
সহসা প্রণামে নাহি দিশাহারা হয়ে।
সুযোগ্য জবাব দেন শাস্ত্রবাক্য লয়ে॥
'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা' বলি অবিরাম
নরেনে রাখালরাজ করেন প্রণাম॥

অনন্তর পরস্পরে করি আলিঙ্গন।
শুরু করে দেন তবে উদ্দাম নর্তন॥
আশ্রমের ছোট বড় সে দৃশ্যে দেখিয়া।
প্রেমনৃত্যে যোগ দেন আনন্দে ভাসিয়া॥
বিশ্বজোড়া রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন।
ভিত্তিরূপে কিন্তু এই প্রেম আচরণ॥
বিবেক বৈরাগ্যপূর্ণ যুবকের দল।
সেইকালে মঠে যোগ দেয় অবিরল॥
সাধুর জীবন যাতে হয় সবাকার।
প্রেমানন্দে প্রেমানন্দ নেন সেই ভার॥
স্নেহ ভালবাসা দিয়ে জননীর মত।
তাদের কল্যাণে লিপ্ত থাকেন সতত॥
কখনো তাদের কোন ত্রুটি সংশোধনে।
শাসন করেন তিনি কঠোর বচনে॥
বকাঝকা করিলেও মায়ের মতন।
রাখেন তাঁদের খোঁজ তিনি সর্বক্ষণ॥
রাত্রিকালে হয়ত বা কোন ব্রহ্মচারী।
নিদ্রাঘোরে ভুলিয়াছে খাটাতে মশারি॥
প্রেমানন্দ এরকম দেখিয়া তখনি।
মশারি খাটিয়ে দেন স্বহস্তে আপনি॥
হয়ত অপর কেহ অভিমান ভরে।
খাওয়া-দাওয়া নাহি করে থাকে দূরে দূরে
লইয়া দুধের বাটি আপনার হাতে।
প্রেমানন্দ ধান তবে তাহার পশ্চাতে॥
গুরুভাই তাহাদের ভক্ত শিষ্যগণে।
তাদেরও করেন সেবা স্নেহভরা মনে॥
সারদা-মা কন সদা সস্নেহ হৃদয়ে।
প্রভুমঠ গড়ে উঠে ভালবাসা দিয়ে॥
প্রেমানন্দ মহারাজ আবিষ্ট অন্তরে।
পালেন মায়ের বাণী অক্ষরে অক্ষরে॥
ভালবাসা থাকিলেই পালায় আঁধার।
জ্যোতির্ময় হয়ে রাজে প্রভুর সংসার॥
প্রেমপ্রীতি সঙ্ঘ মাঝে থাকে পরস্পরে।
প্রভুরও সজাগ দৃষ্টি থাকে সঙ্ঘ 'পরে॥
শ্রীপ্রভু করেন রক্ষা মঠে সর্বভাবে।
প্রত্যক্ষ অথবা কভু অপ্রত্যক্ষ ভাবে॥
বিগ্রহ ধারণ করি প্রভু প্রয়োজনে।
প্রকটিত হইতেন মঠের কারণে॥
স্বামী প্রেমানন্দ সনে একবার মঠে।
খুঁটিনাটি নিয়ে কিছু মতান্তর ঘটে॥

অক্রোধ পরমানন্দ ভাবিলেন মনে।
অন্যে কষ্ট দিয়ে কেন রব অকারণে ॥
যাহাতে অন্যেরা আর কষ্ট নাহি পায়।
সেইহেতু আর আমি না রব সেথায় ॥
সম্বলের মধ্যে থাকে গামছা, কাপড়।
সে দুটিকে নেন তিনি কাঁধের উপর ॥
অনন্তর চুপি চুপি ভারাক্রান্ত মনে।
সবার অলক্ষ্যে যান ফটকের পানে ॥
প্রেমানন্দ কারো লক্ষ্যে না পড়ে তখন।
সবার অলক্ষ্যে কিন্তু দেখে একজন ॥
সেইজন স্কন্ধস্থিত গামছাটি ধরে।
টানিতে থাকেন পিছে হঠাৎ সজোরে ॥
অনন্তর কন তিনি সপ্রেমে হাসিয়া।
কি চাঁদ, চলেছ কোথা আমাকে ফেলিয়া।
পিছু ফিরি প্রেমানন্দ হলেন বিস্মিত।
প্রেমময় শ্রীঠাকুর সেথা প্রকটিত ॥
প্রেমানন্দ বুঝিলেন প্রেমের আবেশে।
সঙ্ঘমাঝে শ্রীঠাকুর বিরাটের বেশে ॥
সাষ্টাঙ্গ প্রভুকে তবে জানান প্রণতি।
অনির্দিষ্ট যাত্রা তারও ঘটিল বিরতি ॥
সেইহেতু মাতা কন শত কষ্ট সয়ে।
প্রভুমঠে পড়ে রবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ॥
ধ্যান জপ সনে কাজ করিবে সেথায়।
লভিবে তাহলে সব প্রভুর কৃপায় ॥
গুরুভাইদের মাঝে রাজে অনুক্ষণ।
স্নেহ প্রেম ভালবাসা অমূল্য রতন ॥
কিভাবে এসব থাকে সেতুবন্ধ রূপে।
বর্ণিব সেসব কথা দৃষ্টান্তস্বরূপে ॥
কোঠারে রাখালরাজ থাকেন যখন।
গঙ্গাধর মহারাজও সেথা তবে রন ॥
মহারাজ মাঝে মাঝে প্রেমে ভরা মনে।
করিতেন কৌতুকাদি গঙ্গাধর সনে ॥
কৌতুকের অভিনয় অনেক সময়।
ঘটনার পরিবেশে মাত্রা ছাড়া হয় ॥
গঙ্গাধর মহারাজ কোঠার হইতে।
কলিকাতা ফিরিবারে চান দৃঢ়মতে ॥
করেন অতীব স্নেহ তাঁকে মহারাজ।
বারবার কন তিনি, থেকে যাও আজ ॥
কিছুতেই গঙ্গাধর রাজী নাহি হন।
পাল্কি যানে রাত্রে তবে করেন গমন ॥
রেলের ষ্টেশন থাকে পাঁচ ক্রোশ দূরে।
গঙ্গাধর নিদ্রা যান সেই অবসরে ॥
ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহার ইঙ্গিতে।
বাহকেরা সেই ফাঁকে চলে উল্টাপথে ॥
কিছু পরে কোঠারেতে ফিরি পুনরায়।
বাহকেরা পাল্কি রেখে নিজ গৃহে যায় ॥
যেইকালে চারিদিকে উঠে হাস্য ধ্বনি।
আরোহীরও ঘুম ভেঙ্গে যায় তাহা শুনি ॥
আঁখি কচালিয়া তিনি দেখেন বিস্ময়ে।
যাত্রাশুরু যাত্রাশেষ গেছে এক হয়ে ॥
পৃথিবী আকারে গোল তাহারি কারণে।
ঘোরা শেষ হলে ব্যক্তি ফিরে যাত্রাস্থানে ॥
গঙ্গাধরও বুঝিলেন অন্তরে তাঁহার।
পৃথিবীর সনে পথ তাও গোলাকার ॥
বুঝিতে পারেন আরও আপনার মনে।
ষড়যন্ত্রে পরিপূর্ণ গোলের কারণে ॥
গোলযোগী মহারাজ নিজে গোলাকার।
বাঁধিয়াছে যত গোল কারণে তাঁহার ॥
নিরুপায় হয়ে তিনি ভগ্ন মনোরথে।
নামিয়া আসেন তবে পাল্কিযান হতে ॥
মহারাজ দেখি তাহা সপ্রেম অন্তরে।
আপনার বুকে তুলে নেন গঙ্গাধরে ॥
মঠাধ্যক্ষ মহারাজ দেখ তাঁর রীতি।
গুরুভাই তরে তাঁর কি ভীষণ প্রীতি ॥
অন্তরে ধরিয়া সদা শ্রীগুরু চরণ।
এমতি লীলার আরও দিব বিবরণ ॥
গঙ্গাধর মহারাজ সেবানিষ্ঠ প্রাণে।
স্থাপেন প্রভুর মঠ সারগাছি স্থানে ॥
প্রভুমঠে নানাবিধ সেবাকার্য হয়।
দীনদুঃখী ব্যক্তি সেথা লভেন আশ্রয় ॥
একবার গঙ্গাধর সারগাছি হতে।
সপ্রেমে বেলুড়ে যান শ্রীপ্রভুর মঠে ॥
প্রয়োজন মত সেথা করি অবস্থান।
সারগাছি স্থানে পুনঃ ফিরিবারে চান ॥
স্নেহভরে গঙ্গাধরে কন মহারাজ।
কাল যাবে, হেথা তুমি থেকে যাও আজ ॥
কিছুতেই সেই কথা না আনি আমলে।
বলেন নিশ্চিত আজ আমি যাব চলে ॥
বাঁধিয়া বিছানাপত্র হলেন তৈয়ারী।
মহারাজ দেন তবে কলকাঠি নাড়ি ॥

গঙ্গাধর ধরিতেন বলিষ্ঠ গড়ন।
তার সনে সুবলিষ্ঠ সুনির্ভীক মন॥
শতেক বিপদ বাধা অতিক্রম করি।
দুর্গম তিব্বত দেশে দেন তিনি পাড়ি॥
হিমালয়ে শত শত আছে তীর্থস্থান।
সেসব স্থানেও তিনি একেলাই যান॥
মৃত্যুকে কখনো তিনি না করেন ভয়।
অযাত্রাকে ভয় কিন্তু সকল সময়॥
যাত্রাকালে হলে কিছু অযাত্রা দর্শন।
কিছুতেই নাহি আর করেন গমন॥
এ ধারার দুর্বলতা জানি মহারাজ।
সম্পূর্ণ সুযোগ তার লইলেন আজ॥
মঠের ছেলেরা তবে অলক্ষ্য ইঙ্গিতে।
গঙ্গাধর স্থানে জড় হয় চারিভিতে॥
তাঁহাকে ঘিরিয়া সবে বিকট উচ্ছ্বাসে।
গীতবাদ্য শুরু করে বিচিত্র প্রকাশে॥
কাঁসর, ঘণ্টা ও শাঁখ বাজে উচ্চৈঃস্বরে।
রাসভনিন্দিত কণ্ঠে কেহ গান ধরে॥
এক চক্ষু দেখিলেই যাত্রা ভেঙ্গে যায়।
সেইহেতু এক চক্ষু কেহ বা দেখায়॥
বাজখাঁই চিৎকারে অন্যেরা আবার।
কাঁকড়া-কচ্ছপ-ধোপা বলে বারবার॥
গঙ্গাধর মহারাজ এসব শ্রবণে।
চক্ষু বুজি দুর্গা দুর্গা বলেন সঘনে॥
বিপদেতে দুর্গানাম দুর্গতিনাশিনী।
হাতে-নাতে সেই ফল লভিলেন তিনি॥
নাটকের সেই অঙ্কে আসি মহারাজ।
শুধালেন, গঙ্গাধর, নাহি যাবে আজ॥
অকূলে পাইয়া কূল কন গঙ্গাধর।
এইসব ব্যাটাদের থামাও সত্বর॥
কান ঝালাপালা হল অশুভ কথায়।
নাহি জানি ভাগ্যে আজি কিবা ঘটে যায়॥
মহারাজ কন তারে স্নেহের প্রকাশে।
দেখহ তোমাকে এরা কত ভালবাসে॥
ইহারা তোমার সঙ্গ ছাড়িতে না চায়।
কর্ণপাত করিবে কি আমার কথায়॥
গঙ্গাধর কন তবে, শোন মহারাজ।
সারগাছি আমি আর নাহি যাব আজ॥
ষড়যন্ত্র পাকাইতে তুমি সুমহান।
হাতে-নাতে তার আজি পেলাম প্রমাণ॥
করিয়া বগলদাবা তবে গঙ্গাধরে।
মহারাজ নিয়ে যান আপনার ঘরে॥
প্রভুর প্রসাদ যাহা থাকে সেইস্থানে।
কাড়াকাড়ি করে তাহা খান দুইজনে॥
সেইসনে শ্রীপ্রভুর নানা গল্প হয়।
কালে কাল থেমে গিয়ে কালে স্তব্ধ রয়॥
প্রভু মঠে মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ।
গুরুভাই তরে তাঁর দেখহ আনন্দ॥
এমতি ঘটনা বহু ঘটে বহুবার।
কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে নাহি দিব আর॥
সঙ্ঘ ও ঠাকুর মাঝে কোন ভেদ নাই।
বিরাটের রূপে সঙ্ঘে থাকেন সদাই॥
প্রভুকে বাসেন ভাল যাঁরা প্রেমভরে।
সঙ্ঘকেও ভাল তাঁরা বাসেন অন্তরে॥
রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ তরে আন্তরিক টান।
অন্তেবাসী হৃদে সদা থাকে বিদ্যমান॥
জীবনের দীপ যবে নির্বাপিত প্রায়।
তখনও সঙ্ঘের কথা চিন্তা করে যায়॥
সন্ন্যাসী সুবোধানন্দ অন্তিম শয়ানে।
শ্রীঠাকুরে কন তিনি আকুলিত প্রাণে॥
শেষের প্রার্থনা প্রভু জানাতেছি আমি।
সঙ্ঘে অধিষ্ঠিত থেকো চিরকাল তুমি॥
মৃত্যুকালে নাহি চান মুক্তি বা নির্বাণ।
তখনও সঙ্ঘের হিত চিন্তা করে যান॥
প্রণাম জানাই আমি তাঁহার চরণে।
সঙ্ঘ তরে প্রেম যাতে রাজে মোর মনে॥
স্নেহ ও আদর দিয়ে জননী আমার।
নবাগতদিকে করে নেন আপনার॥
ভবিষ্যতে অনেকেই তাহাদের হতে।
প্রভু মঠে যোগ দেন আনন্দিত চিতে॥
প্রভুকে সম্বল করি তাঁহারা সকলে।
রাখেন তাঁহাকে সদা হৃদয় কমলে॥
শিবজ্ঞানে জীবসেবা চলে সেই সনে।
দীন-দুঃখী বল পায় তাঁদের কারণে॥
পুষ্প সম তাঁরা সবে গন্ধ বিতরিয়া।
মৃত্যুকালে প্রভুপদে পড়েন ঝরিয়া॥
কিভাবে আপন করে নিতেন জননী।
শত শত সেইমতি আছয়ে কাহিনী॥
গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি তার আশঙ্কায়।
কেবল ঘটনা এক বর্ণিব হেথায়॥

সন্ন্যাসী অরূপানন্দ মাতৃগত প্রাণ।
পূর্বাশ্রমে বরিশালে ছিল বাসস্থান॥
তের শত তের সনে মাঘ মাস করে।
মাতৃ-দরশনে যান আকুল অন্তরে॥
তারকেশ্বরেতে তিনি পৌঁছি রেলযানে।
পদব্রজে যান তবে দেশড়ার পানে॥
সেথা হতে পরদিন দ্রুতপদে হাঁটি।
প্রাতঃকালে পৌঁছালেন জয়রামবাটী॥
মাতৃধামে আসিয়াই দেখিলেন তিনি।
দ্বারদেশে স্নেহক্ষরা সারদা-জননী॥
আকুলিত হয়ে পুত্র করিলে প্রণাম।
আশিস জানিয়ে মাতা স্নেহচুমা খান॥
যেন কত পরিচিত কত কাল হতে।
সারদা-মা কথাবার্তা কন সেই মতে॥
মায়ের যেমন ধারা চিরকাল ধরে।
সন্তানকে খেতে দেন তাড়াতাড়ি করে॥
প্রসাদী লুচি ও গুড় আনিয়া ত্বরায়।
আসন পাতিয়া নিজে দেন বারান্দায়॥
পাশে বসি মাতা কন খাও পেট ভরে।
আসিয়াছ হেথা তুমি কত কষ্ট করে॥
আহার করেন পুত্র সতৃপ্ত হৃদয়ে।
হিয়ার আনন্দ যত আসে অশ্রু হয়ে॥
অন্তরের অন্তঃস্থলে বুঝিলেন তিনি।
সারদা-মা স্নেহক্ষরা মাতা চিরন্তনী॥
আপনার হতে তিনি আরো আপনার।
যুগ যুগ ধরে তিনি জননী আমার॥
অনন্তর সেই পুত্র কিছুদিন পরে।
পুনরায় ফিরে যান আপনার ঘরে॥
কিন্তু সেথা কিছু ভাল নাহি লাগে মনে।
সদাই আসেন ছুটি মায়ের চরণে॥
অবশেষে পরিহরি গৃহ পরিজন।
মাতৃপদে করিলেন আশ্রয় গ্রহণ॥
একান্ত সেবকরূপে থাকি মাতৃপাশে।
চিরদিন বাঁধা রন মাতৃ স্নেহপাশে॥
অটুট স্নেহের ফাঁসে বাঁধিয়া জননী।
স্নেহের আগারে বন্ধ রাখিতেন তিনি॥
সেই স্নেহ ফাঁসে যেবা পড়েছে জড়ায়ে।
সাধ্য নাই দূরে যাবে তাহাকে ছাড়ায়ে॥
সাধারণ ফাঁসে থাকে ধ্রুব মৃত্যুভয়।
ঐ ফাঁসে ব্যক্তি কিন্তু হয় মৃত্যুঞ্জয়॥

শ্রীপ্রভুরও লীলানাট্যে এই মতি ধারা।
প্রভুস্নেহে সন্তানেরা থাকে আত্মহারা॥
স্নেহটোপে তারা গাঁথা থাকে চিরতরে।
বড়শি গাঁথা মীনসম পালাতে না পারে॥
এইমতি ঘটনার রবে বিবরণ।
যাহা হতে বোঝা যাবে প্রভু আচরণ॥
লীলাসংবরণপূর্বে অসুখ কারণে।
শয্যাগতা হয়ে মাতা রন উদ্বোধনে॥
সন্ন্যাসী শরৎ আদি সন্তান-সন্ততি।
জননীর সেবা করে যায় দিবারাতি॥
প্রাণধন বসু নামে বিশিষ্ট ডাক্তার।
ভক্তিভরে নেন তিনি চিকিৎসার ভার॥
প্রাণধনবাবু তবে ডাক্তার অগ্রণী।
শরতের পিতৃবন্ধু আছিলেন তিনি॥
জাতিতে খ্রীষ্টান কিন্তু বড় ভক্তিমান।
একদা প্রভুর কথা জানিবারে চান॥
সন্ন্যাসী শরৎ তবে শুনি ইচ্ছা তাঁর।
এক সেট লীলা-কথা দেন উপহার॥
লীলাপ্রসঙ্গের দেখি গুরু আয়তন।
ডাক্তার শরতে তবে স্নেহভরে কন॥
সময় না পাব আমি এত পড়িবারে।
মুখে মুখে কিছু কথা বলহ আমারে॥
নামেতে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল উপাধি।
প্রভুময় হয়ে তিনি রন নিরবধি॥
সান্যালে দেখিয়া সেথা বলেন সন্ন্যাসী।
করেছ প্রভুর সঙ্গ বহু দিবানিশি॥
ডাক্তারবাবুকে তাহে সভক্তি অন্তরে।
শোনাও প্রভুর কথা যাহা ইচ্ছা করে॥
বৈকুণ্ঠ শুনিয়া তাহা বলেন তখন।
শুনুন ডাক্তার বোস, প্রভু আচরণ॥
যখনি গিয়েছি মোরা তাঁর সন্নিধানে।
দেখেছি তাঁহাকে সদা স্নেহের বয়ানে॥
এ শিকেটি ও-শিকেটি খোঁজাখুঁজি করে।
আনিতেন মিষ্টি নানা আমাদের তরে॥
মোদের খাওয়াতে শুধু ব্যস্ত সর্বক্ষণ।
অন্যভাবে না দেখেছি তাঁহাকে কখন॥
স্নেহ দিয়ে যত্নে সদা রাখিতেন তিনি।
আছিলেন সর্বভাবে মোদের জননী॥
শ্রীপ্রভুর শ্রীমায়ের থাকে একই ধারা।
স্নেহ যত্ন দিয়ে পুত্রে করে আত্মহারা॥

পরবর্তীকালে তাহে তাঁদের সন্তান।
উত্তরাধিকারসূত্রে সেই ধারা পান॥
প্রভুসঙ্ঘে প্রবাহিত আজও সেই ধারা।
সেই ধারাস্নানে সবে থাকে আত্মহারা॥
ত্যাগইচ্ছু সন্তানেরা মিলি তিনজন।
বৈরাগ্যের প্রেরণায় চিন্তে অনুক্ষণ॥
প্রভুমঠে মিলে সদা সুলভ্য আহার।
আরও সব মিলে যায় যাহা দরকার॥
বিপদে সঙ্কটে যদি কেহ নাহি পড়ে।
না পারে প্রভুর কৃপা বুঝিতে অন্তরে॥
দেখিলে সন্তানে প্রভু সত্যি নিরাশ্রয়।
তার 'পরে তাঁর কৃপা তবে উপজয়॥
তাহা ছাড়া একস্থানে থাকিলে সদাই।
সঙ্কীর্ণতা দোষে মন শীর্ণ হয়ে যায়॥
আবদ্ধ জলেই জমে গেঁড়ি ও গুগলি।
সেইমত বদ্ধস্থানে আসে দলাদলি॥
সেইহেতু ত্যজি মোরা পরিচিত জন।
পরিব্রাজকের রূপে করিব গমন॥
তীর্থে তীর্থে ঘুরি সদা রব তপস্যায়।
মঠে বা আশ্রমে মোরা না রব কোথায়॥
যাত্রাপথে যাব মোরা মাতৃসন্নিধানে।
তাঁহার আশিস নিয়ে যাব অন্যস্থানে॥
গিরিজা, বিশুদ্ধানন্দ, শান্তানন্দ মিলে।
কার্যসূচী স্থির তাহে করেন সকলে॥
অনন্তর পদব্রজে কলিকাতা হতে।
জয়রামবাটী যান ভক্তিভরা চিতে॥
জননী সস্নেহে সবে করিয়া গ্রহণ।
তাহাদের সব কথা করেন শ্রবণ॥
ছেলেরা ক্ষুধার্ত ভাবি মাতা যত্ন করে।
তাহাদের খেতে দেন অতীব সত্বরে॥
কৃপাভরে তাহাদিকে সারদা-জননী।
পরদিন প্রাতঃকালে বলিলেন তিনি॥
তোমরা করিবে আজি মস্তক মুণ্ডন।
জোগাড় রাখিবে সনে গৈরিক বসন॥
আগামীকল্যই আমি প্রভু ইচ্ছা ভরে।
সন্ন্যাস করিব দান সস্নেহ অন্তরে॥
পরদিন মাতা করি পূজা সমাপন।
তাহাদিকে দানিলেন গৈরিক বসন॥
তাহাদের তরে তবে সারদা-জননী।
প্রার্থনা প্রভুর পদে জানালেন তিনি॥

তব পদে এ মিনতি করি করজোড়ে।
এদের সন্ন্যাস রক্ষা করো কৃপাভরে॥
পাহাড়ে পর্বতে তথা বনে ও জঙ্গলে।
লইয়া তোমার নাম ঘুরিবে সকলে॥
যে কোন স্থানেই যেন তাঁহারা সদাই।
ক্ষুধা পেলে খেতে পায় তোমার কৃপায়॥
ছেলেরা সদাই কষ্টে করিবে ভ্রমণ।
ইহা ভাবি কষ্ট পায় জননীর মন॥
সেইহেতু সারদা-মা স্নেহ অনুরাগে।
তাহাদিকে বলিলেন বিদায়ের আগে॥
যখন পড়েছ এসে আশ্রয়ে তাঁহার।
এমতি কঠোর ব্রতে নাহি দরকার॥
তোমরা নেহাত যবে করিয়াছ স্থির।
পরিব্রাজকের রূপে হইবে বাহির॥
সেইহেতু পদব্রজে কাশী তক যাবে।
এরই তরে শুধু মোর অনুমতি রবে॥
প্রভুর আশ্রম রাজে বারাণসীস্থানে।
সন্তান তারক সেথা আছে বর্তমানে॥
সঙ্গে চিঠি নিয়ে যাবে তারকের নামে।
তাহলে থাকিতে পাবে প্রভুর আশ্রমে॥
তারকের হতে নাম করিয়া গ্রহণ।
গড়িয়া তুলিবে সেথা সন্ন্যাসজীবন॥
সবে শুনি জননীর সস্নেহ বিধান।
সেই অনুসারে তাঁরা কাশী যেতে চান॥
বিদায়ের কালে মাতা তাহাদের সনে।
বহুদূর আসিলেন স্নেহভেজা মনে॥
সন্তানেরা জননীকে নমি পুনরায়।
পুলকিত আঁখিজলে নিলেন বিদায়॥
মায়ের নির্দেশমত পেঁাছি কাশীধামে।
লভেন আশ্রয় সবে প্রভুর আশ্রমে॥
শ্রীপ্রভুর সঙ্ঘে থাকি সে সব সন্তান।
বিরাটরূপের অংশ তাঁরা হয়ে যান॥
দেখহ কিভাবে সঙ্ঘ মাতৃস্নেহ ধনে।
শশীকলা সমবৃদ্ধি পায় দিনে দিনে॥
স্নাতক ক্লাসের ছাত্র নাম রামময়।
মাতৃস্নেহে ধন্য হয়ে সদা মাতৃময়॥
বাল্যকাল হতে তাঁর থাকে আনাগোনা।
সাধু হইবার তরে একান্ত বাসনা॥
হইবেন সাধু তিনি পড়া শেষ হলে।
মাতৃধামে এই কথা জানেন সকলে॥

জয়রামবাটীধামে দুপুরে একদা।
মাজিতেছিলেন দাঁত জননী সারদা॥
ন্যাওটা ছেলের মত ভাবের প্রকাশে।
রামময় রন তবে জননীর পাশে॥
নলিনীদি' রামময়ে দেখিয়া তখন।
ক্ষোভভরা কণ্ঠস্বনে জননীকে কন॥
সোনার চাঁদের মত ছেলে রামময়।
পড়াশুনা তরে তার কত বুদ্ধি রয়॥
দুইটি পাসের পড়া করি সমাপন।
তিনটি পাসের পড়া পড়ে সে এখন॥
তার পিতামাতা আহা কত কষ্ট করে।
জোটায় পড়ার অর্থ রামময় তরে॥
সন্তান মানুষ হবে তাহাদের আশা।
ঘোচাবে চাকুরি করে তাদের দুর্দশা॥
সেই ছেলে বলে কিনা হইব সন্ন্যাসী।
সে সব ভাবিয়া আমি পাই দুঃখরাশি॥
তাহা শুনি মাতা কন হয়ে স্নেহমনা।
কি বুঝিবি তুই এর গভীর দ্যোতনা॥
তাহারা কাকের বাচ্চা না হয় কখন।
কোকিলের বাচ্চা সম তারা সর্বক্ষণ॥
সত্যিকার মাকে চিনে নেয় বড় হলে।
লালনকারিণী মাকে তাহে আসে ফেলে॥
সেমতি এরাও কালে ত্যজি গৃহজন।
চিরন্তনী মার পাশে করে আগমন॥
স্নেহধন্য রামময় মায়ের কৃপায়।
ভবিষ্যতে সর্বত্যাগী সাধু হয়ে যায়॥
ত্যাগীকে ত্যাগের পথে সাহায্যাদি করা।
জগতের মাঝে তাহা মহত্তের ধারা॥
অন্তরে ত্যাগের ডাক কার হৃদে রয়।
বড় সুকঠিন কর্ম তাহার নির্ণয়॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া জননী সারদা।
সত্যিকার ত্যাগী চিনে নিতেন সর্বদা॥
সঠিক চিনিয়া নিয়ে সেমতি সন্তানে।
করিতেন ধন্য তাকে ত্যাগ মন্ত্রদানে॥
তেরশ ছাব্বিশ সনে সারদা-জননী।
জয়রামবাটীধামে থাকিতেন তিনি॥
জনৈক যুবক তবে কলিকাতা হতে।
মার কাছে আসিলেন ভক্তিভরা চিতে॥
এম্. এ. ক্লাশে ছাত্র তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে।
তাহারও পরীক্ষা এবে গেছে শেষ হয়ে॥
অনন্তর ইচ্ছা ধরে আকুলিত প্রাণ।
সাধু হয়ে প্রভু মঠে করে যোগদান॥
স্বামী শিবানন্দ তবে থাকেন বেলুড়ে।
যুবক ছোটেন সেথা আকুল অন্তরে॥
শিবানন্দ পাশে পৌঁছি যুবক তখন।
সাধু হতে চাই আমি করেন জ্ঞাপন॥
যুবকের ইচ্ছা শুনি প্রবীণ সন্ন্যাসী।
খুব উৎসাহ দেন আনন্দেতে ভাসি॥
স্বামীজীর উপদেশ, তাঁহার মহিমা।
সেই সনে বলে যুনে ত্যাগের গরিমা॥
অনন্তর সে যুবক অন্তরের টানে।
মাঝে মাঝে মঠে যান শিবানন্দ স্থানে॥
সর্বত্যাগী শিবানন্দ ত্যাগের আধার।
সাধু হতে উৎসাহ দেন বারবার॥
যেইস্থানে শ্রীম-এর বাসস্থান হয়।
তাহারি নিকটে অতি তাঁহারও আলয়॥
সেহেতু যুবক সেথা মাঝে মাঝে যান।
শ্রীম হতে নানাবিধ উপদেশও পান॥
সাধু হওয়া তরে কিন্তু তিনি তাকে কন।
তাড়াহুড়া করিবার নাহি প্রয়োজন॥
সেইহেতু সে যুবক দ্বিধায় পড়িয়া।
কৃপাময়ী মা'র কাছে আসেন ছুটিয়া॥
সারদা-মা সব কিছু করিয়া শ্রবণ।
মতামত কোন কিছু না দেন তখন॥
সেই কথা উত্থাপন করি পুনরায়।
বরদা সন্তানে মাতা বলেন সন্ধ্যায়॥
যে ছেলেটি আসিয়াছে আজি মোর স্থানে।
তার ইচ্ছা সাধু হয়ে থাকে প্রভুস্থানে॥
মাস্টারের নিকটেই ছেলেটির বাস।
মা ও দাদারা সেথা করে বসবাস॥
সাধু হতে চায় শুনে বলেছে মাস্টার।
তাড়াহুড়া করিবার নাহি দরকার॥
চিন্তা ও ভাবনা করি সবিশেষভাবে।
ভবিষ্যতে যাহা হোক চিন্তা করা যাবে॥
মঠের তারক কিন্তু ছেলেটির তরে।
সাধু হতে বলিয়াছে উৎসাহ ভরে॥
মাস্টার হাজার হোক এখনো সংসারী।
সেইহেতু বলিয়াছে নাহি তাড়াতাড়ি॥
অন্যদিকে সাধুলোক তারক আমার।
সাধু হতে উৎসাহ দেয় বারবার॥

তারক বলেছে ঠিক, পড়িলে সংসারে।
সেথা হতে কেহ আর উঠিতে না পারে॥
ছেলেটির খুব জোর রহিয়াছে মনে।
সাধু হতে তীব্র ইচ্ছা জাগে সেই সনে॥
পরদিন সে যুবক বলিষ্ঠ অন্তরে।
জননীকে শুধালেন প্রণামের পরে॥
জীবনের পথ নিয়ে পড়েছি দ্বিধায়।
কি করিব তুমি মোরে বলহ কৃপায়॥
যুবকের সেই কথা করিয়া শ্রবণ।
হৃষ্টচিত্তে সারদা-মা বলেন তখন॥
খাঁটি কথা বলিয়াছে তারক আমার।
সাধু হওয়া হয় বহু ভাগ্যের ব্যাপার॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক করি আশীর্বাদ।
অন্তরে লভিবে তুমি প্রভুর প্রসাদ॥
পরদিন সারদা-মা যুবক সন্তানে।
করিলেন চিরধন্য মহামন্ত্র দানে॥
কৃপাধন্য হয়ে পুত্র কিছুদিন পরে।
প্রভুমঠে যুক্ত হয় আবিষ্ট অন্তরে॥
দেখহ কিভাবে মার সস্নেহ কৃপায়।
প্রভু সঙ্ঘে সাধু সংখ্যা ক্রমে বেড়ে যায়॥
সর্বদিক চিন্তা করে সারদা-জননী।
সন্তানে সন্ন্যাস দান করিতেন তিনি॥
স্বাভাবিক অনুরাগ সন্ন্যাসের প্রতি।
হয়ত কাহারও মনে থাকে যথারীতি॥
তবু মাতা সব কিছু না করি শ্রবণ।
তাহাকে সন্ন্যাস দিতে রাজী নাহি হন॥
শ্রীযুত কেদার নাথ কোয়ালপাড়ায়।
স্থাপেন প্রভুর মঠ মায়ের কৃপায়॥
মাতৃপদে সদা ভক্তি রাখিতেন তিনি।
তাকেও বিশেষ স্নেহ করেন জননী॥
স্বাভাবিক অনুরাগ সন্ন্যাসের তরে।
মার কাছ হতে তাহা নিতে ইচ্ছা করে॥
তখনও জীবিত রন কেদার-জননী।
একমাত্র পুত্ররূপে আছিলেন তিনি॥
সাধারণ জননীরা স্নেহের আবেশে।
দেখিতে না চায় পুত্রে সন্ন্যাসের বেশে॥
গর্ভধারিণীর মনে ক্ষোভ জাগে যদি।
সে কারণে পুত্র কষ্ট পায় নিরবধি॥
কেদার-জননী প্রাণে কষ্ট পেতে পারে।
সেহেতু সন্ন্যাস মাতা না দেন কেদারে॥

কেদার জননী হতে লভিলে সম্মতি।
জননী সন্ন্যাসে তবে দেন অনুমতি॥
মায়ের চরণ স্মরি মায়ের কৃপায়।
এমতি ঘটনা আরো বর্ণিবারে চাই॥
তেরশত কুড়ি সনে সারদা-জননী।
জয়রামবাটীধামে থাকিতেন তিনি॥
সেথায় বৈশাখ শেষে গ্রীষ্মের সময়।
ব্রহ্মচারী দেবেন্দ্রের আগমন হয়॥
ঠাকুর, মায়ের তিনি কৃপাধন্য হন।
কাশীধামে তাঁহাদের লভেন দর্শন॥
সন্ন্যাস লইতে ইচ্ছা জানালে সন্তান।
তাহার বাড়ীর কথা জানিবারে চান॥
দেবেনের পিতামাতা উভয়েই গত।
একমাত্র দাদা সেও উপার্জন রত॥
সন্ন্যাস দেবেন্দ্রনাথ যদি নেয় তবে।
বাড়ীর কাহারও কোন কষ্ট নাহি হবে॥
'কারো কষ্ট নাহি হবে' করিয়া শ্রবণ।
দেবেনে সন্ন্যাস দিতে মাতা রাজী হন॥
পরদিন সারদা-মা স্নেহের সন্তানে।
চিরধন্য করিলেন সন্ন্যাস প্রদানে॥
সব কিছু দেখে শুনে জননী আমার।
করেন সন্ন্যাস দান সন্তানে তাঁহার॥
সন্তানে সন্ন্যাস দান করিবার পরে।
বিচলিত নাহি হন কভু কিছু তরে॥
অন্যের ক্রন্দন কিম্বা সমালোচনায়।
পূর্বের সিদ্ধান্ত আর নাহি বদলায়॥
মাতা কন, তারা ধন্য যারা ইষ্ট তরে।
সংসারে অনিত্য ভাবি তাহা ত্যাগ করে॥
জয়রামবাটীধামে জননী সারদা।
সন্ন্যাস জনৈক ভক্তে দিলেন একদা॥
সন্ন্যাস লাভের পরে সে ত্যাগী সন্তান।
জননীকে প্রণমিয়া দূরে চলে যান॥
তাঁহার মাতা ও পত্নী আসি কিছু পরে।
কাঁদিতে থাকেন সেথা আকুলিত স্বরে॥
বিচলিত নাহি হয়ে তাদের ক্রন্দনে।
সারদা-মা বলিলেন সুদৃঢ় বচনে॥
অন্যায় করেনি কিছু তোমাদের ছেলে।
গিয়েছে ত্যাগের পথে অনিত্যকে ফেলে॥
শুনিয়াছি তোমাদেরও থাকা খাওয়া তরে।
আগে ভাগে রাখিয়াছে বন্দোবস্ত করে॥

ছেলেটির জননীকে করি সম্বোধন।
কিছু থামি স্নেহভরে সারদা-মা কন॥
ত্যাগী ছেলে গর্ভে ধরা সৌভাগ্যের কথা।
সত্যি রত্নগর্ভা তুমি হয়ে তার মাতা॥
সামান্য পেতল বাটি যদি চুরি যায়।
অবিরাম কাঁদে লোক তাহারি মায়ায়॥
সামান্য বস্তুর মায়া তাও জেগে রয়।
ভাব তো সংসার ত্যাগ কি কঠিন হয়॥
তোমার সুযোগ্য পুত্র কাটি সব বাধা।
সুদুরুহ সেই কর্ম করেছে সমাধা॥
সন্তান সন্ন্যাস নিলে আছে শাস্ত্রবাণী।
নিজ কুল সাথে হয় কৃতার্থা জননী॥
কিছু থামি পুনঃ মাতা কন স্নেহভরে।
আমি তো থাকিব সদা তোমাদেরও তরে॥
তোমাদের কোন কিছু হলে অসুবিধা।
আসিবে আমার কাছে নাহি করে দ্বিধা॥
মায়ের আশ্বাসবাক্য, স্নেহে ও আদরে।
তাহাদের প্রাণ ঠাণ্ডা হয় কিছু পরে॥
অনন্তর প্রণমিয়া মায়ের চরণে।
গৃহে পুনঃ ফিরে যায় তারা শান্ত মনে॥
কোন কোন ক্ষেত্রে মাতা দৃঢ়তার সনে।
অসম্মতি জানাতেন সন্ন্যাস কারণে॥
কৃপাধন্যা কন্যা এক ভাসি অশ্রুনীরে।
সকাতরে চিঠি দিয়ে লিখে জননীরে॥
মোর স্বামী বলিতেছে মোরে বারবার।
সন্ন্যাসী হইব আমি ছাড়িয়া সংসার॥
ছেলেমেয়েদের সনে ছাড়ি এইস্থান।
বাপের বাড়িতে গিয়ে কর অবস্থান॥
পত্রের বক্তব্য শুনি কাতর স্বভাবে।
বলিতে থাকেন মাতা উত্তেজিতভাবে॥
বেচারী কন্যার কথা ভেবে কষ্ট পাই।
কাচ্চাবাচ্চাদের নিয়ে যাইবে কোথায়॥
সন্ন্যাসী হবার যদি এত ইচ্ছা তার।
তবে কেন আগে ভাগে করিলে সংসার॥
সংসার ত্যাগের ইচ্ছা যদি এত জাগে।
থাকা খাওয়া বন্দোবস্ত করে দাও আগে॥
তা না করে যদি করে সন্ন্যাস গ্রহণ।
তাহলে পাপের ভাগী রবে সর্বক্ষণ॥
ভাবপ্রবণের ভাব থাকিলে অধিক।
সঙ্কল্পে দৃঢ়তা তবে নাহি থাকে ঠিক॥

এই কাজ হবে ভাল ভাবে এই ক্ষণে।
ভাল নাহি হবে তাহা ভাবে পরক্ষণে॥
নানা বাধা বিঘ্ন আসে সন্ন্যাসী-জীবনে।
সে সব কাটাতে হয় দৃঢ়তার সনে॥
ভাবপ্রবণতা হেতু ক্ষণেকের তরে।
হয়ত জাগিল ইচ্ছা সন্ন্যাসের তরে॥
নিলেও সন্ন্যাস তারা আবেগের বশে।
সে পথ ছাড়িয়া পরে দেয় কালবশে॥
সেইসব ক্ষেত্রে মাতা ভাবি অনুক্ষণ।
সন্ন্যাস করিতে দান রাজী নাহি হন॥
একদা দুজন ভক্ত আকুলিত প্রাণে।
আসেন সন্ন্যাস তরে মাতৃ সন্নিধানে॥
দুর্গাপূজা কালে তারা সপ্তমী তিথিতে।
আনেন অনেক পদ্ম ভক্তি ভরা চিতে॥
সেই ফুলে জননীর পাদ পূজা করে।
প্রার্থনা জানান তাঁরা সন্ন্যাসের তরে॥
বারবার সে প্রার্থনা জানান তাঁহারা।
মাটিতে ঠোকেন মাথা পাগলের পারা॥
নিরখিয়া অত্যধিক ভাবপ্রবণতা।
স্নেহভরে সারদা-মা বলিলেন কথা॥
তাড়াহুড়ো করিবার নাহি প্রয়োজন।
পূজায় আনন্দ করে কাটাও এখন॥
এইভাবে কথা বলি ভোলান সন্তানে।
তবু নাহি রাজী হন সন্ন্যাস প্রদানে॥
ভাবপ্রবণতা হেতু উভয় সন্তান।
সন্ন্যাস না লভি শেষে করেন প্রস্থান॥
অন্তরের বৈরাগ্যকে জননী সারদা।
সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থান দিতেন সর্বদা॥
সন্ন্যাস গ্রহণে নানা বৈধী অনুষ্ঠান।
সে সবে গুরুত্ব বেশী নাহি দিতে চান॥
বিবেকী সন্তান এক নামেতে সাধন।
তাহাকে সন্ন্যাস দিতে মাতা রাজী হন॥
স্বহস্তে গৈরিক বস্ত্র শিষ্যে করি দান।
করিয়াছিলেন প্রভু সন্ন্যাস প্রদান॥
সেই হতে প্রভুসঙ্ঘে এই রীতি চলে।
সন্ন্যাসেতে হবে দীক্ষা গৈরিক লভিলে॥
সেই রীতি অনুযায়ী সারদা-জননী।
তাহাকে সন্ন্যাসে দীক্ষা দানিলেন তিনি॥
শাস্ত্রমতে অনুষ্ঠান হইবে কখন।
সেই কথা জননীকে শুধায় সাধন॥

তদ্‌ত্তরে সারদা-মা কৃপার বয়ানে।
সুগম্ভীরভাবে তবে বলেন সন্তানে॥
বিশ্বাস-নিষ্ঠাই মূল জানিবে সদাই।
থাকিলে বিশ্বাস-নিষ্ঠা সব পাওয়া যায়॥
সন্ন্যাস গ্রহণে থাকে নানা অনুষ্ঠান।
বহিরঙ্গরূপে জেনো তাহাদের স্থান॥
তবু তার তরে ইচ্ছা থাকিলে হৃদয়ে।
করাইবে তাহা মঠে ছেলেদের দিয়ে॥
কোন কোন ক্ষেত্রে কিন্তু সারদা-জননী।
প্রার্থীকে গৈরিক-বাস না দেন আপনি॥
পরিবর্তে বলিতেন শ্রীপ্রভুর মঠে।
লইবে সন্ন্যাসে দীক্ষা প্রভুশিষ্য হতে॥
সুরেন্দ্র বিজয় নামে জনৈক সন্তান।
বিবেক বৈরাগ্যে পূর্ণ থাকে তার প্রাণ॥
তেরশ উনিশ সনে শশী মহারাজ।
ছেলেটিকে নিয়ে সঙ্গে যাবেন মাদ্রাজ॥
সন্ন্যাসেতে দীক্ষা যাতে হয় তার আগে।
মার কাছে যান তাহে ভক্তি অনুরাগে॥
সব শুনি মাতা কন স্নেহের বয়ানে।
সন্ন্যাস লইতে পারে শরতের স্থানে॥
শরৎ সেকথা শুনি কন তাড়াতাড়ি।
অন্যের মনের ভাব বুঝিতে না পারি॥
তাহা ছাড়া মহারাজ মঠের প্রধান।
তিনিই করেন শুধু সন্ন্যাস প্রদান॥
সেইকালে ব্রহ্মানন্দ স্বাস্থ্যের কারণে।
আছিলেন পুরীধামে শশী নিকেতনে॥
শশী মহারাজে মাতা বলেন তখন।
ছেলেটিকে নিয়ে পুরী করহ গমন॥
প্রভুর হইলে কৃপা তাঁহার ইচ্ছায়।
সন্ন্যাস রাখাল হতে লইবে সেথায়॥
একদা জগদানন্দ কন করজোড়ে।
সন্ন্যাস আমাকে মাগো, দাও কৃপা করে॥
সন্তানের আকুলতা করিয়া দর্শন।
তাহাকে সন্ন্যাস দিতে মাতা রাজী হন॥
ঠাকুরের শ্রীচরণে মাতা অতঃপর।
ভক্তিভরে ছোঁয়ালেন গেরুয়া কাপড়॥
ঠেকাইয়া সে বাস তবে আপনার শিরে।
সন্তানে করিয়া দান কন স্নেহভরে॥
গেরুয়া দিলাম আমি আজিকে তোমায়।
তুমি এবে যাবে মঠে রাখাল যেথায়॥

সমাপি বিরজা হোম সেথা বিধিমতে।
লইবে সন্ন্যাস নাম রাখালের হতে॥
জন্মে জন্মে জমা থাকে বিবিধ সংস্কার।
বিবিধ উপাধি সনে নিজ অহঙ্কার॥
সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা তাহে যথারীতি।
সেসব বিরজা হোমে দিবেন আহুতি॥
সন্ন্যাসী আহুতি দিয়ে বলিষ্ঠ অন্তরে।
করিবে সর্বস্ব ত্যাগ চিরকাল তরে॥
সাধনার অঙ্গ আর সংস্কার হিসাবে।
অনেকে গৈরিক বস্ত্র পরে ভক্তিভাবে॥
সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও ইহাদের মাঝে।
শাস্ত্রমতে সবিশেষ তফাত বিরাজে॥
এমতি যাহারা পরে গৈরিক বসন।
গৃহে যেতে পারে পুনঃ যদি চায় মন॥
সর্বত্যাগী রবে ত্যাগে সকল সময়।
তার ব্যতিক্রম হলে ঘটে প্রত্যবায়॥
কৃপাময়ী সঙ্ঘমাতা জননী সারদা।
তফাৎ দুইয়ের মাঝে রাখিতেন সদা॥
ব্রাহ্মণ যুবক এক বৈরাগ্যের টানে।
আসেন বিহার হতে মাতৃ-সন্নিধানে॥
সরকারী বিভাগেতে আছিল চাকুরী।
আসেন গেরুয়া নিতে সে সকলি ছাড়ি॥
ছেলেটির ভাব ভক্তি করি দরশন।
জননী দিলেন তাকে গৈরিক বসন॥
ছেলেটিও লভি তাহা সন্তুষ্ট অন্তরে।
গেলেন উত্তরাখণ্ডে তপস্যার তরে॥
অন্যান্য সন্ন্যাসী সেথা থাকেন যাঁহারা।
করিতে বিরজা হোম বলেন তাঁহারা॥
সেইকথা বারবার শুনিয়া সন্তান।
কি করিবে মার কাছে জানিবারে চান॥
পত্রযোগে প্রশ্নগুলি স্নেহের বয়ানে।
তদুত্তরে সারদা-মা লিখেন সন্তানে॥
দুষ্কর বিরজা হোম জানিবে সদাই।
সেহেতু করিতে তাহা আমি বলি নাই॥
জানিতেন ছেলেদের সব ভবিষ্যৎ।
বিরজার তরে তাহে নাহি দেন মত॥
দেখা গেল দীর্ঘকাল তপস্যার পরে।
ভক্তটি গেলেন পুনঃ ফিরিয়া সংসারে॥
সন্দেহ নাহি রন যাঁরা তাঁদেরো কাহারে।
ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা মাতা দেন কৃপাভরে॥

থাকিয়া শরণাগত মায়ের কৃপায়।
বাড়িতেই সেই ব্রত পালেন নিষ্ঠায় ॥
তাহাদেরো অনেকেই লভিলে সুযোগ।
গৃহপরিজন ত্যজি মঠে দেন যোগ॥
আপনার মোক্ষ সনে দশের সেবায়।
উৎসর্গ করিয়া সব থাকেন সদাই ॥
নামেতে সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত উপাধিতে।
জননীর পদে ভক্তি রাখে সদা চিতে॥
ত্যাগব্রতী ব্রহ্মচারী গোপেশের সনে।
কলিকাতা হতে যান মাতৃদরশনে ॥
তেরশ বাইশ সনে শীতের সময়।
জয়রামবাটীধামে আগমন হয় ॥
সেথা হতে একদিন অবসর করে।
যাইলেন যুগতীর্থ কামারপুকুরে ॥
গোপেশ বলেন তবে মাতা কৃপা করে।
ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা দিয়েছেন মোরে॥
তখনও সুরেন্দ্রনাথ করেন চাকুরী।
অন্তরেতে থাকে কিন্তু বৈরাগ্য লহরী॥
গোপেশের দীক্ষাবার্তা করিয়া শ্রবণ।
ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা নিতে চায় তারও মন॥
সেহেতু নূতন বস্ত্র সেথায় কিনিয়া।
সুরেন মায়ের কাছে আসেন ফিরিয়া॥
অনন্তর সেই পুত্র ভাসি অশ্রুনীরে।
ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা তরে কন জননীরে॥
স্নেহময়ী জননীও কৃপার বয়ানে।
ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা দিলেন সন্তানে॥
তখনও সংসারে দায় ছিল তার নানা।
চাকুরী ছাড়িতে তাহে করিলেন মানা॥
চাকুরী ছাড়ার তরে বলেন জননী।
তোমার অনেক পোষ্য আছে আমি জানি॥
তারা আছে তোমা 'পরে করিয়া নির্ভর।
তোমার বিহনে কষ্ট পাবে বহুতর॥
তাহাদের কষ্টে মোর কষ্ট যাবে বাড়ি।
ছাড়িতে হবে না তাহে এখন চাকুরি॥
উপার্জিত অর্থ হতে কিছু পরিমাণে।
প্রদান করিবে তুমি সাধুসন্ত জনে॥
সংসারের দায় মুক্ত হলে ভবিষ্যতে।
প্রভুমঠে যোগ তুমি দেবে সর্বমতে॥
কিছুকাল পরে পুত্র জননীরে কন।
সংসার ছাড়িতে এবে ইচ্ছা করে মন॥

সর্বকিছু চিন্তি মাতা বলেন উত্তরে।
আরও কিছুদিন তুমি থাকহ সংসারে॥
সংসারের দায়মুক্ত হয়ে ভবিষ্যতে।
সন্ন্যাসী হইয়া ভক্ত যোগ দেয় মঠে॥
এইভাবে জননীর সস্নেহ কৃপায়।
প্রভুসঙ্ঘ কলেবর ক্রমে বৃদ্ধি পায়॥
বিবেক বৈরাগ্যবতী নারীদেরও তরে।
বলিতেন রবে তারা ত্যাগপথ ধরে॥
থাকিবার সুব্যবস্থা থাকে কারো যদি।
ব্রহ্মচারিণীর ব্রতে রবে নিরবধি॥
নারায়ণ আয়েঙ্গার মাতৃগত প্রাণ।
মহীশূর রাজদ্বারে তাঁর কর্মস্থান॥
বিবেক বৈরাগ্যবতী তনয়া তাঁহার।
চিরকাল ত্যাগপথে ইচ্ছা থাকিবার॥
সে কার্যে জননী হতে চাহিলে সম্মতি।
সারদা-মা হৃষ্টচিত্তে দেন অনুমতি॥
প্রত্যক্ষতঃ প্রভুসঙ্ঘ পরিচালনায়।
কমিটি ও সভ্যগণ থাকেন সেথায়॥
সেই কার্যে সারদা-মা সরাসরিভাবে।
যুক্ত নাহি রন কভু পদের প্রভাবে॥
তবু তিনি সর্বভাবে সঙ্ঘ-মাতারূপে।
সঙ্ঘের সুরক্ষা কাজ করে যান চুপে॥
রাখিয়া বার্তাকারূপে প্রভুর আদর্শ।
স্নেহ যত্ন কৃপাসনে দেন পরামর্শ॥
আদ্যাশক্তি সারদা-মা তাঁহার আশিসে।
প্রভুসঙ্ঘ উদ্ভাসিত হয় দেশে দেশে॥
প্রভুসঙ্ঘে থাকে যত অন্তেবাসীগণ।
নির্ভয়ে করেন সবে জীবন যাপন॥
আপদে বিপদে তাঁরা জানেন সর্বদা।
রক্ষার্থে আছেন নিত্য জননী সারদা॥
উপদেশ, পরামর্শ যাহা প্রয়োজন।
মার কাছ হতে তাহা মিলে সর্বক্ষণ॥
সুদূরে থেকেও সূর্য মহাকর্ষগুণে।
ধরাকে নির্দিষ্ট কক্ষে রাখে সর্বক্ষণে॥
অদৃশ্য হলেও সেই টানের প্রভাবে।
সূর্য সাথে যুক্ত ধরা থাকে সর্বভাবে॥
সেইমতি জননীরও স্নেহের স্বভাব।
প্রভুসঙ্ঘে রাখে সদা অমোঘ প্রভাব॥
দূর হতে বিশ্বগ্রাসী সে স্নেহের টান।
সঙ্ঘকে শ্রেয়ের পথে রাখে চলমান॥

প্রভুসঙ্ঘে যাঁহাদের হয় অবস্থান।
তাঁহাদের কেহ কেহ প্রভুর সন্তান॥
কেহ বা পূর্বের বহু সুকৃতির ফলে।
লভেন আশ্রয় মার চরণ কমলে॥
প্রভু বা মায়ের শিষ্য থাকেন যাঁহারা।
তাঁহাদের শিষ্যরূপে থাকেন অন্যেরা॥
সকলের সনে কিন্তু থাকে সর্বক্ষণ।
জননীর মহাকর্ষী স্নেহের বন্ধন॥
প্রয়োজনে স্নেহ দিয়ে, দিয়ে স্বাধীনতা।
সর্বদা সর্বথা রক্ষা করেন সমতা॥
শাসন করেন কভু হলে প্রয়োজন।
কখনো সন্তান দুঃখে কাঁদে মার মন॥
'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'—প্রভুর বচন।
সর্বোত্তম বাণীরূপে রাজে সর্বক্ষণ॥
এ বাণীতে লিপ্ত রাখি সদা মন প্রাণ।
স্বামীজী উদাত্ত কণ্ঠে জানান আহ্বান॥
বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর॥
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর॥
ইহাকে সম্বল করি শ্রীপ্রভুর নামে।
সেবাশ্রম গড়ে উঠে বারাণসীধামে॥
সন্ন্যাসীরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র ধরে।
দানলব্ধ অর্থ আনে সেবাশ্রম তরে॥
দীন আর্ত নারায়ণ সকলে সেথায়।
জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সেবা পেয়ে যায়॥
তেরশ উনিশ সনে শীতের সময়।
কাশীধামে জননীর আগমন হয়॥
জনৈকা স্ত্রীলোক তবে সাহায্যের আশে।
একদা আসিয়া কন জননীর পাশে॥
সেবাশ্রমে অধ্যক্ষকে যদি দেন বলে।
বেশী বেশী সাহায্যাদি পাব তাহা হলে॥
সারদা-মা জানিতেন সন্তানের দল।
পালিতে আদেশ তাঁর ব্যগ্র অবিরল॥
তবু মাতা কহিলেন কিছুক্ষণ থামি
বলিয়া দেখিতে পারি তাহাদের আমি॥
তারা তো মা ভিক্ষা করে যাহা কিছু পায়।
তাহাই সেবার ভাবে সবে দিয়ে যায়॥
অবস্থা বুঝিয়া তারা ব্যবস্থাদি করে।
করিবে যেমতি ভাল বুঝিবে অন্তরে॥
সারদা-মা দিয়ে সদা স্নেহ ও মমতা।
কর্মক্ষেত্রে ছেলেদিকে দেন স্বাধীনতা॥
সবিশেষ ক্ষেত্রে কিন্তু প্রয়োজনে তিনি।
উচ্চারিত করিতেন শাসনের বাণী॥
উদ্বোধনে কাজ করে পাচক ব্রাহ্মণ।
কর্তব্যে না থাকে তার ভালভাবে মন॥
কার্য পরিচালকেরা তাহা হেরি সবে।
ভাবিলেন তাকে রাখা উচিত না হবে॥
সেইসাথে তারা কিন্তু ভাবিলেন মনে।
মার কষ্ট হতে পারে পাচক বিহনে॥
ছাড়ানো উচিত তবু সেই অজুহাতে।
পাচকে না ছাড়ালেন তার কার্য হতে॥
সেই কথা সারদা-মা করিয়া শ্রবণ।
দৃঢ়কণ্ঠে তাহাদিকে বলেন তখন॥
তোমরা প্রভুর পুত্র সন্ন্যাসীর রূপে।
সর্বদা রাখিবে ত্যাগ নিজ লক্ষ্য রূপে॥
সন্ন্যাসী হয়েও কেন নির্লিপ্ত অন্তরে।
করিতে না পার ত্যাগ সামান্য চাকরে॥
আরেক কাহিনী আমি বর্ণিব এখন।
যেথায় জননী পুনঃ করেন শাসন॥
কথার অবাধ্য হলে জনৈক চাকর।
মঠের সন্ন্যাসী তাকে মারেন চাপড়॥
তাহা শুনি সারদা-মা কন ক্ষোভ করে।
সন্ন্যাসী হয়েও কিনা মারে ক্রোধভরে॥
ক্রোধকে করিবে জয় নিজ তপস্যায়।
অক্রোধ পরমানন্দ থাকিবে সদাই॥
সস্নেহ শাসনবাক্য করিয়া শ্রবণ।
দোষী পুত্র নিজ দোষ করে সংশোধন॥
মুমুক্ষু ব্যক্তিরা ত্যজি গৃহ পরিজন।
অনেকে সন্ন্যাস ধর্ম করেন গ্রহণ॥
তাদের কর্তব্য কর্ম ধ্যান জপে থাকা।
নিশ্চিন্ত মনেতে সদা শ্রীপ্রভুকে ডাকা॥
জয়রামবাটীধামে জনৈক সন্ন্যাসী।
জননীকে ভক্তি ভরে বলিলেন আসি॥
তপস্যার্থে দূরদেশে যেতে ইচ্ছা করে।
অনুমতি দাও মাগো, তুমি কৃপাভরে॥
আশীর্বাদ কর যাতে আমার জীবন।
ধন্য হয় শ্রীপ্রভুর লভি দরশন॥
সারদা-মা কন তবে সস্নেহ কৃপায়।
প্রভুকে লভিবে কালে প্রভুর ইচ্ছায়॥

অনন্তর হৃষিকেশে করিয়া গমন।
নিষ্ঠাভরে সে সন্ন্যাসী করেন সাধন ॥
না লভি প্রভুর কৃপা কিছুদিন পরে।
জননীকে লিখিলেন অভিমান-ভরে ॥
মাগো, তুমি বলেছিলে হইলে সময়।
লভিব প্রভুর কৃপা জীবনে নিশ্চয় ॥
দুশ্চর তপস্যামগ্ন থাকি অনুক্ষণ।
তবু নাহি লভিলাম প্রভু দরশন ॥
সন্ন্যাসীর পত্র পেয়ে তাহার উত্তরে।
সারদা-মা লিখিলেন সুগম্ভীর সুরে ॥

হৃষিকেশ গেছ তুমি তাহারি কারণে।
প্রভু কি যাবেন সেথা অগ্রিম চরণে ॥

সাধু হয়ে শ্রীপ্রভুকে ডাকিবে সদাই।
সাধুর কর্তব্য কর্ম ইহা ছাড়া নাই ॥

ইচ্ছাময় শ্রীপ্রভুর যদি ইচ্ছা হয়।
তখনি দর্শন দেন আমার প্রত্যয় ॥

সেইহেতু আজে বাজে চিন্তা নাহি করে।
প্রভুকে ডাকিয়া যাবে সদা নিষ্ঠাভরে ॥

সারদা-পুঁথির কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পঠনে স্নিগ্ধ হয় মন প্রাণ ॥
জননীর লীলাকথা হয় সেইস্থানে।
প্রভু রামকৃষ্ণ সদা রন সেইস্থানে ॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা সবে লভিতে অপার।
'হরি রামকৃষ্ণ' জোরে বল তিনবার ॥

শ্রীশ্রীসারদা-পুঁথি

সঙ্ঘজননী

(২)

জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন।
লীলার প্রকটহেতু মর্ত্যে আগমন॥

জয় জয় বিশ্বমাতা ব্রহ্মসনাতনী।
জয় জয় শ্যামাসুতা সারদা-জননী॥
সন্তানের পাপ-তাপ, যত কাদা-ধূলি।
মুছিয়া স্নেহের করে নাও কোলে তুলি

জয় জয় সত্যানন্দ প্রেমানন্দময়।
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয়॥
প্রেমের মূরতি তুমি, তুমি মোর সার।
তোমার চরণে রাজে অনন্ত সংসার॥

তুমি যারে কৃপা কর কে নাশিবে তারে।
তোমার কৃপাই সার বিশ্ব চরাচরে॥

ত্যাগব্রতী তাঁরা ঠিক রাখিবে সর্বদা।
বিধি ও নিষেধ সনে আচার, মর্যাদা॥
মায়েরও সজাগ দৃষ্টি থাকে এর তরে।
যাহাতে ত্যাগীরা সব পালে নিষ্ঠাভরে॥
ত্যাগব্রতী ব্রহ্মচারী গিরিজা নামেতে।
জয়রামবাটীধামে যান ভক্তিমতে॥
জননীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রসন্নকুমার।
ভক্ত মাঝে 'বড় মামা' নাম হয় তাঁর॥
স্ত্রী বিয়োগের ফলে তিনি আরবার।
বরবেশে চলেছেন করিতে সংসার॥
গিরিজাকে দেখে তিনি কন স্নেহাবেশে।
তুমিও চল না বাপু বরযাত্রী বেশে॥
সেকথা শুনিয়া মাতা বলিলেন তবে।
সাধু হয়ে তার যাওয়া উচিত না হবে॥
মধ্যাহ্ন ভোজনকালে তার পরদিনে।
গিরিজা আহারে রত বসিয়া আসনে॥
স্নেহভরে শুধালেন মাতা সেইকালে।
তুমি কি খাইবে দই আহারের কালে॥
স্বাভাবিক কুণ্ঠা জাগে তাহার কারণে।
'আমি নাহি খাব দই' বলে সেইক্ষণে॥
গিরিজার সেই মত করি সমর্থন।
স্নেহময়ী সারদা-মা বলেন তখন॥

বিবাহের দই আজি রয়েছে হেথায়।
ত্যাগীদের তাহা খাওয়া শোভা নাহি পায়॥
মাতা কন সন্ন্যাসীকে দেখাবে সম্মান।
আপনি আচরি তাহা অপরে শিখান॥
প্রভুর আশ্রম রাজে কোয়ালপাড়ায়।
প্রভু কাজে অনেকেই থাকেন সেথায়॥
তাহাদের সকলেরে সারদা-জননী।
কৃপায় গৈরিক বাস দানিলেন তিনি॥
একমাত্র ব্যতিক্রম সন্তান বরদা।
গেরুয়া না দেন তারে জননী সারদা॥
জননীর স্নেহধন্য একান্ত সেবক।
বরদাও সেইকালে বয়সে বালক॥
শ্রীমা ও রাধুর কাজ অতীব নিষ্ঠায়।
বরদা করিয়া সব যান সর্বদাই॥
এ সব কাজের কথা উল্লেখ করিয়া।
বরদাকে কন মাতা সস্নেহে ডাকিয়া॥
গেরুয়া রাখিতে যদি পরিধানে তুমি।
আদেশ করিতে নাহি পারিতাম আমি॥
পদসেবা কর তুমি ভক্তিভরা চিতে।
তখন সঙ্কোচ হত সে সেবাও নিতে॥
ত্যাগব্রতী সন্তানেরা প্রভুর সন্তান।
তাদের দেখাতে হয় সর্বথা সম্মান॥

হয়ত হতেছে দেরী সন্ন্যাস-গ্রহণে।
তার জন্য কোন চিন্তা নাহি কারো মনে ॥
যখনি হইবে ইচ্ছা পরবর্তী কালে।
লইবে সন্ন্যাস তুমি শরতেরে বলে ॥
স্নেহধন্য সেই পুত্র মায়ের কৃপায়।
আজীবন জননীর সেবা করে যায় ॥
জননীর মর্ত্যলীলা হলে সংবরণ।
বরদা করেন তবে সন্ন্যাস গ্রহণ ॥
সন্ন্যাসী সন্তান পরে ভক্তি ভরা প্রাণে।
রচনা করেন বই 'মাতৃ সন্নিধানে' ॥
সে পুস্তক পড়িলেই মনে হয় সদা।
কত আপনার জন জননী সারদা ॥
হরি নামে স্নেহধন্য আরেক সন্তান।
নিষ্ঠাভরে জননীর কাজ করে যান ॥
বয়সে বালক তিনি অতীব সরল।
সদা হাসিভরা মুখ নিজস্ব সম্বল ॥
একই কারণে সেই স্নেহের সন্তান।
জননীর কাছ হতে গেরুয়া না পান ॥
পরবর্তীকালে করি সন্ন্যাস গ্রহণ।
হরিপ্রেমানন্দ নামে পরিচিত হন ॥
শ্রীপ্রভুর উৎসব তাকে কেন্দ্র করে।
সারদা-মা একবার থাকেন বেলুড়ে ॥
একদা দুপুরে মাতা আহারের পরে।
বাহিরে আসেন হাত ধুইবার তরে ॥
রাসবিহারীর হাতে জল থাকে ধরা।
তাহা দিয়ে আঁচাবার কাজ হল সারা ॥
আঁচানো হইলে শেষ জননী সারদা।
জল দিয়ে শ্রীচরণ ধুতেন সর্বদা ॥
শ্রীচরণে ঢালি জল সেই ব্রহ্মচারী।
হাত দিয়ে মুছে দিতে যান তাড়াতাড়ি ॥
সঙ্কুচিত হয়ে তবে সারদা-মা কন।
এই কাজ তুমি বাবা, না করো কখন ॥
দেবের আরাধ্য ধন তোমরা সকলে।
সেই হেতু পায়ে হাত দেওয়া নাহি চলে।
হাঁটুর বাতের জন্য সকল সময়।
জননীর নীচু হতে খুব কষ্ট হয় ॥
তবু কষ্ট সহ্য করে সারদা-জননী।
শ্রীচরণ মুছে নেন স্বহস্তে আপনি ॥
ব্রহ্মচারীরূপে থাকে তখনো সন্তান।
কাছা দিয়ে বস্ত্র তবে করে পরিধান ॥
তবু মাতা তাহাকেই দেন বহু মান।
আপনি আচরি তাহা অপরে সেখান ॥
সাধু সন্ন্যাসীরা সবে থাকেন যেথায়।
তাহাদের তরে দৃষ্টি রাখেন সদাই ॥
সাধনায় অসুবিধা যাতে নাহি হয়।
মার দৃষ্টি তাহে থাকে সকল সময় ॥
সাধুরা নীচের ঘরে রন উদ্বোধনে।
দ্বিতলেতে রন মাতা সাঙ্গোপাঙ্গ সনে ॥
হই চই চিৎকার হলে গোলযোগ।
কষ্ট হয় সাধনায় দেওয়া মনোযোগ ॥
মেয়েদের সেথা তাহে সারদা-মা কন।
খুব সাবধানে হেথা রবে সর্বক্ষণ ॥
ঘটি বাটি নামাইবে খুব সাবধানে।
কথাবার্তা কভু নাহি বলো অকারণে ॥
একদিন রাধুদিদি পায়ে মল পরে।
নামেন তেতলা হতে জোরে শব্দ করে ॥
সেই শব্দ শুনিয়াই গম্ভীর বয়ানে।
সারদা-মা চাহিলেন উপরের পানে ॥
আসিলেই রাধুদিদি জননী সকাশে।
তাঁহাকে বলেন মাতা ক্ষোভের প্রকাশে ॥
লজ্জা নাহি হয় তোর নিজ আচরণে।
সশব্দে নামিলি তুই কেন অকারণে ॥
সন্ন্যাসী ছেলেরা নীচে রয়েছে সবাই।
মল পরে জোরে শব্দ করিস্ হেথায় ॥
ছেলেরা সে শব্দ শুনে কি ভাবিবে বল্।
তাড়াতাড়ি এইক্ষণে খুলে ফেল মল ॥
ছেলেমেয়ে যাহারাই আছে এই স্থানে।
তামাসা করিতে তারা না রয় এখানে ॥
তাদের প্রচেষ্টা মনে থাকে সর্বক্ষণ।
যাতে হয় অবিচ্ছিন্ন সাধন-ভজন ॥
তাহাদের সাধনায় ঘটালে ব্যাঘাত।
এসে যায় নানা ভাবে ঘাত প্রতিঘাত ॥
জননীর সেই বাক্য করি প্রণিধান।
উপস্থিত সকলেই হয় সাবধান ॥
রাধুদিদি তাঁহাকেই অন্য একদিনে।
সারদা-মা বলিলেন সক্ষোভ বচনে ॥
একদা স্নানের পর দিদি রাধারাণী।
আঁচড়ান চুল নিজে লইয়া চিরুনি ॥
গামছার চাপ তবে করিয়া প্রদান।
কেশের বিন্যাস যত্নে তিনি করে যান ॥

এইমতি সাজগোজ আসিলে গোচরে।
সাধুমনে বিকারাদি এসে যেতে পারে॥
যদিও এ আচরণে সাধুরা সেথায়।
উদাসীন মনে প্রাণে থাকেন সদাই॥
সঙ্ঘের কল্যাণ তবু ভাবি সর্বভাবে।
রক্ষিবারে চান সদা সংযমের ভাবে॥
সেহেতু রাধুকে মাতা ক্ষোভভরে কন।
এমতি আচার যেন না হেরি কখন॥
সাধুদিকে শ্রদ্ধা যাতে করে সর্বজনে।
জননী সেদিকে লক্ষ্য রাখেন যতনে॥
তেরশ ছাব্বিশ সনে জননী কৃপায়।
রাধারাণী সাথে রন কোয়ালপাড়ায়॥
একান্ত সেবকরূপে সন্তান বরদা।
মার কাজ কর্ম সেথা করেন সর্বদা।
কোতলপুরের স্থানে যেথায় বাজার।
সেথা হতে কেনা হয় যাহা দরকার॥
কেনাকাটা প্রয়োজন হইলে একদা।
সকালে মায়ের কাছে আসেন বরদা॥
মাতৃধামে বারান্দায় বসি একমনে।
মার কাছে শুনে ফর্দ করেন যতনে॥
জনৈকা স্ত্রী-ভক্ত তবে পাশ দিয়ে যায়।
সম্মুখের ঘরে রাধু থাকেন যেথায়॥
খেয়াল না রাখা হেতু তাহার কাপড়।
ঠেকে যায় বরদার পিঠের উপর॥
ত্যাগব্রতী ব্রহ্মচারী বরদা সন্তান।
কর্মে নিবিষ্টতা হেতু টের নাহি পান॥
মাতা তাহা লক্ষ্য করি বিরক্তির সনে।
স্ত্রী-ভক্তকে বলিলেন সক্ষোভ বচনে॥
লেখা কাজে ব্যস্ত ছেলে সম্মুখে আমার।
আচরণে হুঁশ কেন না থাকে তোমার ?।
ওরা হল ব্রহ্মচারী প্রভুর কৃপায়।
তোমরা সমীহ করে চলিবে সদাই॥
আপন খেয়ালে তুমি তাহা নাহি করে।
আঁচল লাগালে তার পিঠের উপরে॥
মাটিতে আঁচলখানি ঠেকাও সত্বরে।
প্রণাম করহ তাকে তুমি ভক্তিভরে॥
বয়সে প্রবীণা তবু মার কথা শুনি।
ভক্তি ভরে বরদাকে নমেন তখনি॥
রাখিয়া সজাগ দৃষ্টি জননী সারদা।
সাধুদের মান রক্ষা করেন সর্বদা॥

ত্যাগী ও গৃহস্থ ভক্তে মাতা তুল্যভাবে।
করেন আদর সদা স্নেহের স্বভাবে॥
তবু দেখে মনে হয় মাতা সর্বক্ষণ।
ত্যাগীদের ভাবিতেন একান্ত আপন॥
সংসার যাঁতায় পিষ্ট হয়ে সর্বক্ষণ।
নানাভাবে কষ্ট পায় সংসারীর মন॥
গৃহীদের তরে তাহে করুণা অপার।
ত্যাগীদিকে কন কিন্তু আমার আমার॥
বলেন নরেন মোর, আমার রাখাল।
যোগীন, শরৎ মোর স্নেহের দুলাল॥
মাঝে মাঝে সারদা-মা কন স্নেহচ্ছলে।
থাকিব কাদের নিয়ে ত্যাগীরা না হলে ?।
প্রাচীনা স্ত্রীভক্ত এক ইচ্ছা হলে মনে।
মাঝে মাঝে আসিতেন সেথা উদ্বোধনে॥
ধনীর গৃহিণী তিনি না থাকে অভাব।
আনিতেন নানা বস্তু ফল মূল ডাব॥
অভিজাত বংশে তাঁর শ্বশুর আলয়।
সেইহেতু অহঙ্কার সদা জেগে রয়॥
সাধু সন্ন্যাসীর সনে তাঁর ব্যবহারে।
সর্বদা রাখেন পুষ্ট নিজ অহঙ্কারে॥
একদিন উদ্বোধনে কোন সাধু সনে।
রাগারাগি হল তাঁর সামান্য কারণে॥
মহিলা গর্জিয়া তবে বলে বারবার।
ও সাধু থাকিলে হেথা না আসিব আর॥
অন্যান্য সন্ন্যাসী সবে সেথা যথারীতি।
রাগ নাহি করিবারে জানান মিনতি॥
তাঁদের মিনতি সব বৃথা চলে যায়।
মহিলাটি কিছুতেই ফিরে নাহি চায়॥
ঘটনার ইতিবৃত্ত করিয়া শ্রবণ।
উত্তেজিত কণ্ঠে মাতা বলেন তখন॥
যে সাধু আমার জন্য সব ত্যাগ করে।
এই স্থানে রহিয়াছে মোর সেবা তরে॥
তাহাকে ছাড়িয়া যেতে হবে এই ঠাঁই।
এমন আব্দার আমি কভু শুনি নাই॥
গৃহস্থ মহিলা যার এই আব্দার।
সে মহিলাটি হেথা যেন নাহি আসে আর॥
সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা আমার সন্তান।
তাহাদের তরে মোর আন্তরিক টান॥
একদিন সর্বত্যাগী ভক্ত একজনা।
জননীকে শুধালেন হয়ে ভক্তিমনা॥

যাহারা সন্ন্যাসী কিম্বা যারা গৃহে রয়।
তারা যদি নিয়ে থাকে প্রভুর আশ্রয়॥
তাহারা তো মুক্ত হয়ে যাইবে সকলে।
যেহেতু সমান তারা মোর মন বলে॥
সত্য কিনা মোর কথা ইচ্ছা জানিবারে।
কৃপা করে তাহা মাগো বলহ আমারে॥
তদুত্তরে সারদা-মা বলেন এখন।
সমান ত্যাগী ও গৃহী না হয় কখন॥
গৃহীদের মনে কত কামনা বাসনা।
লিপ্ত হয়ে থাকে নিত্য বিষয়েতে নানা॥
অন্যদিকে সন্ন্যাসীরা ত্যজিয়া সংসার।
প্রভুকে জীবনে করে একমাত্র সার॥
তাঁর মুখ চেয়ে থাকে তাহারা সদাই।
তাঁরা জানে প্রভু ছাড়া অন্য গতি নাই॥
সেইহেতু শ্রীঠাকুরও স্নেহের বয়ানে।
সদাই করেন কৃপা সন্ন্যাসী সন্তানে॥
তাহারই কারণে ত্যাগী সাধুদের সাথে।
গৃহীর তুলনা নাহি হয় কোন মতে॥
সকলেরে বলিতেন জননী সারদা।
সাধুদিকে সম্মানাদি দেখাবে সর্বদা॥
সেই সাথে মাতা কন সন্ন্যাসী সন্তানে।
অভিমান কভু যেন নাহি জাগে মনে॥
একদা অরূপানন্দ কন মার পাশে।
সন্ন্যাস গ্রহণে বড় অভিমান আসে॥
সন্তানের উক্তি শুনে বলেন জননী।
তোমার কথাকে আমি সত্য বলে গণি॥
না দিল প্রণাম মোরে না দিল সম্মান।
সন্ন্যাসীর এই সবে জাগে অভিমান॥
ঠিক ভাবে তৈরী তাহে নাহি হলে মন।
উচিত না হয় কভু সন্ন্যাস গ্রহণ॥
সঙ্ঘমাতারূপে নিত্য সারদা-জননী।
জাগরূক থাকে সনে মাতা চিরন্তনী॥
সারদা-মা মাতৃস্নেহে সর্বান্তঃকরণে।
করেন কল্যাণ চিন্তা মঠের কারণে॥
শারদীয়া পূজাকালে জননী সারদা।
জয়রামবাটীধামে থাকেন একদা॥
অনেকেই মাতৃপদে ভক্তিভরা মনে।
পুষ্পাঞ্জলি দানিলেন সন্ধিপূজা ক্ষণে॥
এই ভাবে পূজা কার্য হলে সমাপন।
ভক্তগণ সেথা হতে করেন গমন॥
ত্যাগব্রতী জনৈক সন্তানে।
ডাকিয়া জননী কন স্নেহের বয়ানে॥
রাখাল শরৎ আদি ছেলেদের দল।
প্রভুমঠে তারা কাজ করে অবিরল॥
গোলাপ, যোগেন সহ আমার মেয়েরা।
প্রভু তরে তাহারাও থাকে আত্মহারা॥
তাহাদের নামে নামে এই শুভক্ষণে।
পুষ্পাঞ্জলি দাও তুমি আমার চরণে॥
জানা ও অজানা আরো আছে ছেলেমেয়ে।
মোর পায়ে ফুল দাও তাহাদেরো হয়ে॥
গ্রহণ করিয়া পূজা মাতা করজোড়ে।
শ্রীপ্রভুকে বলিলেন ব্যাকুল অন্তরে॥
ইহকাল, পরকাল, সর্বকাল তরে।
তাদের মঙ্গল তুমি করো কৃপাভরে॥
সকল সন্তান তরে স্নেহ আচরণ।
পুঁথির মাঝারে আরো দিব বিবরণ॥
তেরশ পঁচিশ সালে সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
স্নেহময়ী সারদা-মা রন উদ্বোধনে॥
জননীর জন্মতিথি কারণে তাহার।
উদ্বোধনে হয় বহু ভক্ত সমাহার॥
ঠাকুরের পূজা শেষ করিবার পরে।
পূজাঘর হতে মাতা আসেন বাহিরে॥
সেইকালে ভক্তগণ আকুলি বিকুলি।
জননীর পাদপদ্মে দেয় পুষ্পাঞ্জলি॥
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সবে করিলে গমন।
বরদা সন্তানে মাতা বলেন তখন॥
জয়রামবাটীধামে কোয়ালপাড়ায়।
সন্তান-সন্ততি মোর রয়েছে সেথায়॥
আজিকে হেথায় তুমি তাহাদের হয়ে।
সকলের নামে ফুল দাও মোর পায়ে॥
তারক প্রভৃতি যারা কর্ম ব্যপদেশে।
আসিতে পারেনি আজ আমার সকাশে॥
তাহাদেরো নামে তুমি আজ শুভক্ষণে।
পুষ্পের অঞ্জলি দাও আমার চরণে॥
জানা ও অজানা যারা তাহাদেরো তরে।
মোর পায়ে ফুল তুমি দাও ভক্তি ভরে॥
অনন্তর গলবস্ত্রে মাতা করজোড়ে।
শ্রীপ্রভুকে বলিলেন আকুলিত স্বরে॥
সবার জননী আমি কি বলিব আর।
কৃপায় কল্যাণ তুমি করহ সবার॥

কিছু কিছু সন্তানেরা খেয়ালী অন্তরে।
মঠবিধি অনুযায়ী কার্য নাহি করে॥
সঙ্ঘ মাতা তবু তিনি জননী হৃদয়ে।
তাদেরো করেন স্নেহ সকল সময়ে॥
বোঝাতে করেন চেষ্টা স্নেহের স্বভাবে।
কঠোর না হন তবু মাতা কোন ভাবে॥
তেরশ ছাব্বিশ সনে পূজার সময়।
পিত্রালয়ে জননীর অবস্থান হয়॥
শারদীয়া পূজা তার পক্ষকাল আগে।
চারিজন ব্রহ্মচারী আসে অনুরাগে॥
থাকেন বেলুড়ে তাঁরা শ্রীপ্রভুর মঠে।
মার কাছে এসেছেন পথে হেঁটে হেঁটে॥
জননী তাদিকে দিয়ে প্রভুর প্রসাদ।
শুধালেন বেলুড়ের কুশল সংবাদ॥
জননী বলেন আরো, আসার সময়।
শরতের সাথে দেখা করেছ নিশ্চয়॥
তদুত্তরে সমস্বরে বলেন সবাই।
সারদানন্দের সাথে দেখা হয় নাই॥
পরশু বিকালে মোরা বেড়াবার তরে।
প্রভু মঠ হতে আসি হাঁটাপথ ধরে॥
গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তবে করিয়া দর্শন।
আমাদের মধ্য হতে বলে একজন॥
এই রাস্তা পরিচিত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক নামে।
এই পথ ধরে যাওয়া যায় কাশীধামে॥
সে কথাটি শোনামাত্র সকলের প্রাণে।
সঙ্কল্প জাগিল মোরা যাব সেইস্থানে॥
সেই ইচ্ছা জাগা সাথে মঠে নাহি ফিরে।
করিলাম হাঁটা শুরু সেই পথ ধরে॥
কিছুদূরে এসে চিন্তা করিলাম মনে।
কাশীধামে চলিয়াছি তপস্যা কারণে॥
আহারেরও প্রয়োজন শরীরের তরে।
সাধুগণ পায় তাহা মাধুকরী করে॥
মাধুকরী তরে কিন্তু আসে নানা বাধা।
গেরুয়া থাকিলে তাহে অনেক সুবিধা॥
আপনার শ্রীচরণে আসিয়াছি তাই।
যাহাতে গৈরিক বাস মোরা পেয়ে যাই॥
তাহাদের সব কথা করিয়া শ্রবণ।
ধীরে ধীরে সারদা-মা বলেন তখন॥
কাশীধাম যাবে তাতে মোর ইচ্ছা নাই।
সকলেই মঠে ফিরে যাও পুনরায়॥
মঠে দুর্গাপূজা হবে কয়দিন পরে।
হয়নি উচিত আসা অসুবিধা করে॥
প্রভুমঠে তারককে কিছু নাহি বলে।
মোটে ভাল কর নাই আসিয়া সকলে॥
না জানে শরৎও কিছু এ সব ব্যাপার।
সমীচীন হয় নাই এই ব্যবহার॥
যা হবার হয়েছে তা কি আর উপায়।
প্রভু মঠে ফিরে সবে যাও পুনরায়॥
যাহাতে তারক নাহি বকাবকি করে।
সেইমতে লিখে দিব তোমাদের তরে॥
তোমাদের মনে বুঝি এই চিন্তা রয়।
ঘোরাঘুরি না করিলে তপস্যা না হয়॥
প্রভুমঠে প্রভুকাজে থাকিলে নিষ্ঠায়।
চরম তপস্যা জেনো তাহে হয়ে যায়॥
বিরাট আধার সবে প্রভুর সন্তান।
সবার কল্যাণে মঠে করে অবস্থান॥
সকলেই আসিয়াছ অল্প দিন মঠে।
তাহাদের সঙ্গ সবে কর ভক্তিমতে॥
তাহলে দেখিবে পরে যাহা প্রয়োজন।
শ্রীঠাকুর দিতেছেন কৃপায় তখন॥
মার কথা নাহি শুনে তারা বারবার।
সন্ন্যাসের তরে শুধু ধরে আব্দার॥
দলপতি কয়, মোরা করিয়াছি পণ।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন॥
আমাদের সকলেরি হয় এক কথা।
কাশীতেই যাব তার না হবে অন্যথা॥
শুনি দুঃখ পান মাতা তবু স্নেহভরে।
হইতে কঠোর নাহি পারেন অন্তরে॥
করুণায় বিগলিতা জননী তখন।
একজনে দানিলেন গৈরিক বসন॥
সেই দলে একজন ভোলানাথ নামে।
সকলের চেয়ে ছোট হয় বয়ঃক্রমে॥
সেই ভোলানাথে মাতা কিছুদিন আগে।
পাঠিয়ে ছিলেন মঠে কৃপা অনুরাগে॥
অন্ততঃ যাহাতে সেই পুত্র মঠে যায়।
জননী তাহারও চেষ্টা করেন সেথায়॥
স্নেহধন্য ভোলানাথ তবু দলে পড়ে।
কাশীর উদ্দেশে চলে যান পথ ধরে॥
ইতিমধ্যে বেলুড়েতে খোঁজাখুঁজি চলে।
কোথা গেল চারিজন কিছু নাহি বলে॥

শিবানন্দ মহারাজ তবে অনুমানে।
ভাবিলেন গেছে তারা মাতৃ সন্নিধানে॥
সংবাদ জানার তরে ভক্তিভরা মনে।
লিখিলেন চিঠি তাহে জননী চরণে॥
চিঠির উত্তরে তিনি জানিবারে পান।
তারা সবে কাশীধামে করেছে প্রস্থান॥
জানিবারে পান আরও সেই চারিজন।
নিষেধ না শুনি মার করেছে গমন॥
অদ্বৈত আশ্রম তবে শ্রীপ্রভুর নামে।
আলোক-বর্তিকা সম থাকে কাশীধামে॥
সেথায় অধ্যক্ষ তবে চন্দ্র মহারাজ।
যাঁর ধ্যান একমাত্র শ্রীপ্রভুর কাজ॥
পত্রযোগে শিবানন্দ সব কিছু শুনি।
চন্দ্র মহারাজে চিঠি লিখেন তখনি॥
না জানায়ে কাহাকেও সাধু চারি জন।
মঠ ছাড়ি কাশীধামে চলেছে এখন॥
মায়ের আদেশও তারা লঙ্ঘন করিয়া।
মঠে নিয়ে ফিরে তারা চলেছে হাঁটিয়া॥
থাকিবারে চায় যদি অদ্বৈত আশ্রমে।
তাদের থাকিতে নাহি দেবে কোনক্রমে॥
অদ্বৈত আশ্রমে পরে পৌঁছি চারিজন।
শিবানন্দ আজ্ঞা তারা করিল শ্রবণ॥
ব্রহ্মচারী ভোলানাথ সে কথা শুনিয়া।
জননীকে লিখে চিঠি বিপদ গণিয়া॥
না শুনি তোমার কথা করেছি অন্যায়।
সকাতরে আমি, মাগো, তাহে ক্ষমা চাই
অদ্বৈত আশ্রম যাতে স্থান দেয় মোরে।
সেই কথা লিখে তুমি দাও কৃপা করে॥
পুত্রের আকুল কান্না করিয়া শ্রবণ।
চন্দ্র মহারাজে মাতা লিখেন তখন॥
ভোলানাথ হুজুগেতে শুধু দলে পড়ে।
প্রভু মঠ ছাড়ি গেছে তপস্যার তরে॥
কত কষ্ট পায় এবে আমার সন্তান।
প্রভুর অদ্বৈতাশ্রমে তাকে দেবে স্থান॥
সেই সাথে ভোলানাথে লিখেন জননী।
দলে পড়ে গেছ তুমি তাহা আমি জানি।
চন্দ্রকে লিখেছি চিঠি কারণে তোমার।
আশ্রয় লভিবে সেথা গেলে আরবার॥
কাশীতে যখন তুমি হয়েছ হাজির।
আশ্রমেতে পড়ে রবে হয়ে ধীর স্থির॥

চন্দ্রের করিবে সেবা সাধুদের সনে।
অশেষ কল্যাণ তবে লভিবে জীবনে॥
নূতন ব্যবস্থা কথা সারদা-জননী।
পত্র দ্বারা শিবানন্দে জানান তখনি॥
অধ্যক্ষকে মান দিয়ে জননী সারদা।
সঙ্ঘমাতা রূপে কাজ করেন সর্বদা॥
প্রভুমঠে সাধুগণ ধ্যান জপ সনে।
করেন বিবিধ কাজ লোকের কল্যাণে॥
অন্নদান, জ্ঞানদান কিম্বা ধর্মদান।
যেথা যাহা প্রয়োজন তাহা দিয়ে যান॥
সঙ্ঘ মধ্যে শ্রীঠাকুর বিরাটের রূপে।
সর্বভাবে তাঁর পূজা হয় চুপে চুপে॥
বিরাট কর্মের যজ্ঞ মঠে ও মিশনে।
সম্পন্ন করেন সবে সেবানিষ্ঠ মনে॥
ব্যতিক্রম রূপে সেথা কেহ কেহ রন।
কর্ম তরে যাহাদের অনিচ্ছুক মন॥
সে সব সাধুরা চিন্তা করেন সদাই।
ঈশ্বরের তরে শুধু ধ্যান জপ চাই॥
কর্ম হতে এসে যায় কর্মের বন্ধন।
সেবাকার্য সেগুলিও নহে ব্যতিক্রম॥
প্রভুমঠে থাকিয়াও কারণে তাহার।
করিতে হইলে কাজ মুখ হয় ভার॥
তেরশ সতের সালে সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘমাতা রন উদ্বোধনে॥
সেইস্থানে চৈত্রমাসে জননী সারদা।
জনৈক ভক্তের কথা বলেন একদা॥
করিতে না চায় কাজ তাহারি কারণে।
বেলুড় হইতে আসি থাকে উদ্বোধনে॥
কিছু থামি সারদা-মা গম্ভীর হৃদয়ে।
পুনরায় বলে যান তাহার বিষয়ে॥
নানা আজগুবি চিন্তা সদা করে যায়।
কাজ করিতেই তার মোটে ইচ্ছা নাই॥
কর্ম ছাড়া যদি কেহ থাকে সর্বক্ষণ।
কিছুতেই ভাল নাহি থাকে তার মন॥
তাছাড়া যে-কোন ব্যক্তি সংস্কারের ভারে।
ধ্যান জপ সর্বদাই করিতে না পারে॥
সেইহেতু সৎকাজে যদি থাকা হয়।
তাহা হলে সে ব্যক্তির মন ভাল রয়॥
কাশীধামে সারদা- মা থাকেন যখন।
ত্যাগব্রতী শান্তানন্দে বলেন তখন॥

সাধন ভজন সনে সেবানিষ্ঠ মনে।
করিবে প্রভুর কাজ যথা প্রয়োজনে ॥
কিছু কিছু তাঁর কাজ যদি করা হয়।
তাহলে অশুভ চিন্তা না হবে উদয় ॥
একাকী থাকিলে বসে কর্ম নাহি করে।
হরেক রকম চিন্তা জাগিবে অন্তরে ॥
সেইহেতু সর্বদাই আপন কল্যাণে।
করিবে প্রভুর কাজ ধ্যান জপ সনে ॥
একদা অরূপানন্দে সারদা-মা কন।
কর্মের দ্বারাই হয় কর্মের খণ্ডন ॥
কিরূপেতে হয় তাহা শুধাইলে তিনি।
সস্নেহে সন্তানে তবে বলেন জননী ॥
করিলে অসৎকর্ম সংস্কারের বশে।
সে কর্মের তরে পাপ তার মনে পশে ॥
শ্রদ্ধাভরে সৎকর্ম যদি করা হয়।
তাহা হলে তাহে ঘটে পুণ্যের সঞ্চয় ॥
সেই হেতু সৎকর্ম কিছু করা হলে।
পূর্বেকার পাপ তবে দূরে যায় চলে ॥
কিশোরী নামেতে মার সন্ন্যাসী সন্তান।
জননীর সেবাকার্যে আকুলিত প্রাণ ॥
প্রভুমঠ বিরাজিত কোয়ালপাড়ায়।
সাধারণভাবে তিনি থাকেন সেথায় ॥
জয়রামবাটী ধামে আসিলে জননী।
মার সেবাকার্যে সেথা থাকিতেন তিনি ॥
জননীর কাজগুলি প্রভুপূজা সনে।
করে যান সর্বদাই একনিষ্ঠ মনে ॥
সে সব কাজের ফাঁকে লভিলে সময়।
কিছু কিছু ধ্যান জপ সেই কালে হয় ॥
সেই কালে কিছু সাধু তপস্যার তরে।
কাশী যান জননীর অনুমতি ভরে ॥
তাহারা তপস্যা তরে করিলে গমন।
আকুলিত হয় তাহে কিশোরীর মন ॥
একান্ত সেবকরূপে একদা সন্ধ্যায়।
জননীর পদসেবা করেন নিষ্ঠায় ॥
সাধুরা গেলেন কাশী সেই কথা স্মরি'।
জননীকে কন তবে সন্তান কিশোরী ॥
নানারূপ কর্মে থাকা সকল সময়।
কিছুতেই ভাল বোধ মোর নাহি হয় ॥
তুমি যদি অনুমতি দানহ কৃপায়।
তাহলে আমিও দূরে যাব তপস্যায় ॥
এই সব কথাশুনি বিস্মিত বয়ানে।
কৃপাময়ী সারদা-মা বলেন সন্তানে ॥
নিষ্ঠা ভরে করিতেছ মোর কাজ যত।
পূজা সনে তাঁর কাজ কর সাধ্যমত ॥
তপস্যার চেয়ে ইহা আরো বেশী হয়।
মোর এই বাক্যে রেখো সুদৃঢ় প্রত্যয় ॥
এই স্থানে থেকে যদি সব হয়ে যায়।
হাওয়া গুণিবারে তবে যাইবে কোথায় ॥
দূরে যেতে খুব ইচ্ছা জাগিলে অন্তরে।
বেড়িয়ে আসিবে তুমি কিছু দিন তরে ॥
ধ্যানজপে সূক্ষ্মভাবে থাকে আত্মপ্রীতি।
প্রভুকাজে বেড়ে যায় শ্রীপ্রভুর প্রীতি ॥
প্রভুপ্রীতি তরে কর্ম হলে সর্বক্ষণ।
অন্তরেতে জাগে প্রেম অমূল্য রতন ॥
প্রেমভাব জাগিলেই ভক্তের অন্তরে।
শ্রীপ্রভু পড়েন বাঁধা সেথা চিরতরে ॥
সেইহেতু সারদা-মা কন অবিরল।
প্রভু কাজে তপস্যারো বেশী হয় ফল ॥
সঙ্ঘমাতা হতে কিবা অপরূপ বাণী।
রত্নরাজি পরিপূর্ণ হীরকের খনি ॥
সঙ্ঘও চলিবে ঠিক তাহারি কারণে।
ভক্তও লভিবে সাথে ভক্তি, প্রেম ধনে ॥
তেরশ উনিশ সালে সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
কৃপাময়ী সারদা-মা রন উদ্বোধনে ॥
একদা অরূপানন্দ সকালবেলায়।
জননীকে বলিলেন আসিয়া সেথায় ॥
মিশনের অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।
হাসপাতালের সনে নানা বিদ্যালয় ॥
আর্তদের তরে তৈরী হয় সেবাশ্রম।
সেথা সেবাকার্য চলে বিবিধ রকম ॥
ঠাকুর স্বামীজী কথা পুস্তক আকারে।
তাহাও মুদ্রিত হয় সকলের তরে ॥
ধর্মভাব যাতে লাভ করে জনগণ।
সেইহেতু প্রকাশিত হয় 'উদ্বোধন' ॥
ভিন্ন স্থানে ভিন্নকালে দুর্ভিক্ষ বন্যায়।
মিশন সেবার তরে ত্বরা ছুটে যায় ॥
বই ছাপা বই বেচা হিসাব নিকাশ।
সে সকলও কর্মরূপে থাকে বারোমাস ॥
প্রবাহিত রাখিবারে এই কর্মধারা।
করেন সে-সব কার্য মঠের সাধুরা ॥

কারো কারো ঘটিয়াছে চিন্তার উদয়।
সাধুর এ সব করা মোটে কাম্য নয়॥
প্রভুকে উল্লেখ করি বলেন তাঁহারা।
আদর্শ বিরোধী হয় এই কর্মধারা॥
কর্মে নাহি জড়াইতে বলেছেন প্রভু।
তিনিও না করেছেন এই সব কভু॥
ধ্যান জপ পূজা সনে কীর্তন ভজন।
সাধুর কর্তব্যরূপে হয় নির্ধারণ॥
তাছাড়া যে-কোন কর্ম করা হয় যদি।
বিষয়ের চিন্তা তবে জাগে নিরবধি॥
তার ফলে সাধু হবে ঈশ্বর-বিমুখ।
ফলশ্রুতিরূপে দেখা দেবে নানা দুখ॥
এই সব নানা কথা শুনি ঘরে পরে।
বিধেয় যা হয় তাহা বল কৃপা করে॥
মঠের সমস্যা কথা করিয়া শ্রবণ।
দৃঢ়কণ্ঠে সঙ্ঘমাতা বলেন তখন॥
মনের বন্ধন ঘটে ঠাকুরের কাজে।
এই কথা জেনে রেখো একদম বাজে॥
কাজ নাহি করে কেহ না থাকিতে পারে।
সদা কাজ করে লোকে আপন সংস্কারে॥
সৎকর্মে সাধুদের না থাকিলে মন।
কি নিয়ে কাটাবে তবে তারা সর্বক্ষণ॥
চঞ্চল মনের তরে জীব অসহায়।
সারাক্ষণ ধ্যান জপ নাহি করা যায়॥
ঢাকা দিতে তাহাদের আপন স্বভাবে।
ঠাকুরকে টেনে আনে দৃষ্টান্ত হিসাবে॥
স্থান, কাল, পরিবেশ যদি ভিন্ন রয়।
একই দৃষ্টান্ত তবে প্রযোজ্য না হয়॥
অবতারী শ্রীঠাকুর প্রভু শিরোমণি।
তাঁহার দৃষ্টান্ত শুধু নিজেই আপনি॥
তাহা ছাড়া ভেবে দেখ তাঁর সেবা তরে।
মথুর জোগাত সব অতি নিষ্ঠাভরে॥
জোগাত সকল কিছু করে পরিপাটি।
মাছের ঝোলের সনে দুধে ভরা বাটি॥
কাজ নিয়ে আছে বলে সাধুরা এখানে।
খাওয়াটি পাইয়া যায় যথা প্রয়োজনে॥
তা না হলে একমুঠো ভিক্ষালাভ তরে।
ঘুরিতে হইত নিত্য বহু দ্বারে দ্বারে॥
ঠিকমত আহারাদি না পেলে সময়ে।
সাধুর শরীর তবে যায় রুগ্ন হয়ে॥
শরীর হইলে রুগ্ন মন ভেঙ্গে যায়।
তখন বসে না আর মন তপস্যায়॥
তাহা ছাড়া এই যুগে দেখিতেছ রীতি।
সাধুদের ভিক্ষা দিতে নাহি পায় প্রীতি॥
কিছু থামি সারদা-মা কন কৃপাভরে।
শ্রীঠাকুর তবে রন দক্ষিণ শহরে॥
শ্রীমণি মল্লিক নামে ভক্ত একজন।
তীর্থযাত্রা শেষে সেথা করেন গমন॥
শ্রীপ্রভু শুধান তবে তাঁকে সেই স্থানে।
কেমন দেখিলে সাধু তুমি তীর্থস্থানে॥
শ্রীপ্রভুর প্রশ্ন শুনি তাহার উত্তরে।
বলিতে থাকেন ভক্ত সুকরুণ স্বরে॥
দেখিয়াছি বহু সাধু হেথায় হোথায়।
কিন্তু তারা সকলেই টাকাকড়ি চায়॥
তাহা শুনি শ্রীঠাকুর ক্ষোভভরে কন।
সাধু সন্ত ভিক্ষা চায় কি আর এমন॥
পয়সা একটি দুটি তারা ভিক্ষা চায়।
যা দিয়ে তামাক গাঁজা সেবা দেওয়া যায়॥
তোমার আহারে সব থাকে পরিপাটি।
ঘিয়ের বাটির সনে দুগ্ধপূর্ণ বাটি॥
সেই সঙ্গে গৃহে লভ নিশ্চিন্ত আরাম।
আরও নানা ভোগ সবে কর অবিরাম॥
তাহাতেও তোমাদের নাহি মিটে আশা।
সাধুদের থাকে কিন্তু সামান্য প্রত্যাশা॥
গৃহীরা সাধুকে যদি নাহি করে দান।
কিভাবে বাঁচিবে তবে তাহাদের প্রাণ॥
গল্প শেষে মাতা কন অনেক সময়।
সাধুদের ভিক্ষা পাওয়া সুকঠিন হয়॥
পূর্বের প্রসঙ্গে ফিরি মাতা পুনঃ কন।
ওসব অসার কথা না করো শ্রবণ॥
শ্রীঠাকুর তাঁর মঠ চালান যেরূপে।
মঠ ও মিশন সদা চলিবে সেরূপে॥
এভাবে থাকিতে মঠে না পারিবে যারা।
মঠ ছেড়ে অন্য কোথা চলে যাক তারা॥
জয়রামবাটীধামে জননী সারদা।
জপধ্যান সে প্রসঙ্গে বলেন একদা॥
বড়ই চঞ্চল হয় মানুষের মন।
সর্বক্ষণ জপধ্যান পারে কয় জন?
বল্গাহীন অশ্বসম মন আলগা পেলে।
মুহূর্তেই ফেলে দেবে নানা গণ্ডগোলে॥

সেহেতু মনকে বৃথা না রাখি বসিয়ে।
কাজ করা ঢের ভাল হয় তার চেয়ে॥
নিষ্কাম কর্মের প্রথা মঠের মাঝার।
পত্তন করিল তাহে নরেন আমার॥
মাতা কন, কাজ ছাড়া থাকা নাহি যায়
স্বভাবে সকলে কাজ করে সর্বদাই॥
জননী বলেন আরো প্রত্যেকের মনে।
ঢের ভাল হয় রাখা কর্মের বন্ধনে॥
সেই সাথে বলিলেন কৃপার অন্তরে।
নিষ্কাম হইয়া কর্ম করিবার তরে॥
ভগবদ্‌গীতামুখে কৃষ্ণ ভগবান।
অর্জুনকে অনুরূপ কথা বলে যান॥

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি
জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্মঃ
সর্ব্ব প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ৩/৫

কর্মহীনভাবে কেহ জগৎ সংসারে।
মুহূর্তকালেরও তরে থাকিতে না পারে॥
প্রকৃতিজ গুণ দ্বারা বশীভূত রয়ে।
সকলেই কর্ম করে সদা বাধ্য হয়ে॥

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং
কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তেন
প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ৩/৮

কর্মহীন থাকা চেয়ে কর্ম শ্রেষ্ঠ হয়।
করিবে সংযত কর্ম সকল সময়॥
কর্মহীন অবস্থায় থাকে যদি কেহ।
অচিরেই ভগ্ন হয়ে যায় তার দেহ॥

তস্মাদসক্তঃ সততং
কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরণ্ কর্ম্ম
পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ৩/১৯

হইয়া বাসনাশূন্য আপনার মনে।
করিবে বিহিত কর্ম তুমি সর্বক্ষণে॥
অনাসক্ত হয়ে সদা কাজ করা হলে।
আপন ইষ্টকে লাভ হয় তার ফলে॥

পুরা যুগে ঋগ্বেদে হয়েছে গ্রথিত।
চরৈবেতি মন্ত্র তাহে হয় উচ্চারিত॥
এগিয়ে চলার মন্ত্র হয় চরৈবেতি।
কর্মময় পথে যেন থাকে সদা গতি॥
দেবরাজ ইন্দ্র সদা বরিষ্ঠ দেবতা।
আমাদের শুভবুদ্ধি তার প্রেরয়িতা॥
ঋগ্বেদে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মাঝে।
শুনঃসেফ উপাখ্যান উল্লিখিত আছে॥
রাজপুত্র শ্রীরোহিত পথে শ্রান্ত হয়ে।
ফিরিতেছিলেন যবে আপন আলয়ে॥
সম্বোধি তাহাকে ইন্দ্র বলেন তখন।
পথ ছাড়ি গৃহে কেন করহ গমন?
চরৈবেতি—না থামিয়া হও আগুয়ান।
সদাপ্ত চলার মন্ত্র কর প্রণিধান॥

নানা শ্রান্তায় শ্রীঃ
অস্তীতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপ নৃষদরো জন
ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা, চরৈবেতি॥

চলা সাথে কারো হলে শ্রান্তির উদয়।
তার তরে নানা শ্রী আবির্ভূত হয়॥
শয্যায় শুইয়া যদি থাকে শ্রেষ্ঠজন।
সে ব্যক্তিও তুচ্ছ হয়ে যাইবে তখন॥
ইন্দ্র সখা হন তারই যেবা চলমান।
সেই হেতু পথে চল, হও আগুয়ান॥

পুষ্পিণ্যো চরতে জঙ্ঘে
ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।
শেরেস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ
শ্রমেণ প্রপথে হতাশ্চরৈবেতি॥

পুষ্পিত হইবে জঙ্ঘা চলার কারণে।
বৃহৎ হইবে আত্মা ফললাভ সনে॥
পথিকের সব পাপ শুধু শ্রম দ্বারা।
নিহত হইয়া পথে পড়ে রবে তারা॥
সেহেতু চলার ছন্দে না দিয়ে বিরাম।
পথে চল, চল পথে, চল অবিরাম॥

আস্তে ভগ আসীনস্য
উর্ধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
শেতে নিপদমানস্য
চরাতি চরতো ভগশ্চরৈবেতি॥

বসিয়া থাকিলে তার ভাগ্য বসে থাকে।
দাঁড়ালেই তার ভাগ্য উঠে সেই ফাঁকে॥

শুইয়া পড়িলে ভাগ্য শুয়ে থাকে তার।
চলা সাথে ভাগ্য চলে, চল অনিবার॥
কলি শয়ানো ভবতি
সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠং স্ত্রেতা ভবতি
কৃতং সম্পদ্যতে চরংশ্চরৈবেতি॥
শয্যায় শুইয়া যদি থাকে কোন জন।
তার তরে কলিযুগ জানিবে তখন॥
দ্বাপরের শুরু হয় জাগিয়া উঠিলে।
শুরু হয় ত্রেতাযুগ উঠিয়া দাঁড়ালে॥
সত্য যুগ এসে যায় পথে চলা হলে।
আগুয়ান হও তাহে সদা পথ চলে॥
চরন্‌ বৈ মধু বিন্দতি
চরন্‌ স্বাদুমুদুম্বরম্‌।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং
যো ন তন্দ্রয়তে চরংশ্চরৈবেতি॥
মধু লাভ হয় তার যদি পথে চলে।
সু অমৃত ফললাভও হয় তার ফলে॥
চলিতে চলিতে কভু তন্দ্রালু না হয়।
সূর্যকে তাহারি তরে সবে শ্রেষ্ঠ কয়॥
সেহেতু সূর্যের সম না নিয়ে বিরাম।
ঐকান্তিকভাবে পথ চল অবিরাম॥
সদীপ্ত চলার মন্ত্র করিলে সম্বল।
সেই ব্যক্তি সুনিশ্চিত লভে ইষ্ট ফল॥
যুগ অবতার রূপে মোর প্রভু রায়।
এগিয়ে যাবার কথা বলেন সদাই॥
সে যুগে আছিল এক গরীব কাঠুরে।
কাঠ কেটে দিনপাত মরে কষ্ট করে॥
একদা সন্ন্যাসী এক আসি কৃপামতে।
বলেন 'এগিয়ে পড়' তব চলা পথে॥
যেথায় কাটিত কাঠ প্রত্যহ কাঠুরে।
সন্ন্যাসীর কথামত যায় আরও দূরে॥
কিছু দূরে সেই ব্যক্তি দেখিবারে পায়।
অজস্র চন্দন গাছ রয়েছে সেথায়॥
প্রত্যহ চন্দন কাঠ করিয়া বিক্রয়।
কাঠুরের বেশী বেশী অর্থাগম হয়॥
একদিন কাঠুরিয়া বসি নিরজনে।
সন্ন্যাসীর উপদেশ ভাবে মনে মনে॥
এগিয়ে পড়ার তরে আছিল বচন।
কেন আরো দূরে তবে না করি গমন?
তাহা চিন্তি পরদিন গিয়ে আরো দূরে।
দেখিল রূপার খনি রয়েছে অদূরে॥
আরো কিছুদিন পরে আরো দূরে যায়।
সেথায় সোনার খনি দেখিবারে পায়॥
ক্রমশঃ এগিয়ে পথে দেখে অতঃপর।
হীরা ও মাণিক সেথা রয়েছে বিস্তর॥
কাঠুরে সে-সব যত্নে করে আনয়ন।
তার ফলে গৃহে জমে কুবেরের ধন॥
এই গল্প শেষে প্রভু বলেন সবারে।
না থামিয়া কোন স্থানে যাবে কর্ম করে॥
সতত নিষ্কাম কর্ম যদি করা হয়।
ঈশ্বরেতে ভালবাসা তবে উপজয়॥
অবিরাম সেই কর্মে তাঁহারি কৃপায়।
অমূল্যরতনরূপী তাঁহাকেই পায়॥
সুবিরাট কর্মচক্র জগৎ সংসার।
আবর্তিত সেই চক্র হয় অনিবার॥
সকল জীবের স্থিতি সেই চক্রে হয়।
সকলেই ঘোরে তাহে সকল সময়॥
সেহেতু সবার মন হয়ে নিরুপায়॥
বাধ্য হয়ে কর্মচক্রে সদা ঘুরে যায়॥
একমাত্র নির্বিকল্প সমাধির কালে।
মন আর বন্ধ নাহি থাকে কর্মজালে॥
বেশীক্ষণ তাহে কিন্তু থাকা নাহি যায়।
কিম্বা দেহত্যাগ হয় সেই অবস্থায়॥
দক্ষিণ শহরে কন প্রভুগুণধাম।
'সা রে গা মা পা ধা নি' থাকে স্বরগ্রাম॥
তাহাতে 'নি'-এর সুর অতীব চড়ায়।
বেশীক্ষণ তাহে কণ্ঠ নাহি রাখা যায়॥
সেইমতি সমাধিতে হলে অধিষ্ঠান।
সর্বোচ্চ ভূমিতে মন করে অবস্থান॥
সেই উচ্চ অবস্থায় মানুষের মন।
কিছুতেই নাহি রাখা যায় সর্বক্ষণ॥
নির্বিকল্প ভূমি হতে মন পুনরায়।
নির্দিষ্ট সময় পরে দেহে এসে যায়॥
তাহে কর্মচক্রে ফিরে আসে পুনরায়।
তা না হলে সাধকের মৃত্যু ঘটে যায়॥
নির্বিকল্প সমাধিও অতীব বিরল।
কর্মচক্রে সবে তাহে থাকে অবিরল॥
নামেতে সুরেন্দ্রনাথ মিত্র উপাধিতে।
প্রভুকে বাসেন ভাল আকুলিত চিতে॥

একদিন শ্রীঠাকুর তাঁহার বাগানে।
লীলাপুষ্টি তরে যান সাঙ্গোপাঙ্গ সনে ॥
শ্রীযুত প্রতাপ নামে ভক্ত একজন।
প্রভুর দর্শন তরে আসেন তখন ॥
পাশ্চাত্যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়া।
সবেমাত্র এসেছেন দেশেতে ফিরিয়া ॥
সে-সব দেশের তরে শ্রীপ্রভুকে কন।
সেথা শুধু কর্ম কর্ম করে অনুক্ষণ ॥
তাহা শুনি শ্রীঠাকুর বলেন কৃপায়।
কর্মের আসক্তি জেনো আছে সব ঠাঁই ॥
কর্ম তরে আড়ম্বর আসে রজোগুণে।
ঈশ্বরকে পাওয়া কিন্তু যায় সত্ত্বগুণে ॥
বেশী কাজে জড়ালেই মানুষের মন।
ঈশ্বরকে তবে আর না করে স্মরণ ॥
তবু জেনো কর্মময় এ ভব সংসারে।
একেবারে কর্মত্যাগ কেহ নাহি পারে ॥
আপন প্রকৃতি বশে লোকে কর্ম করে।
ইচ্ছা করিলেও তাহা ছাড়িতে না পারে ॥
কর্ম ছাড়িবার জো নাই কোনভাবে।
বাধ্য হয়ে কর্ম করে মনের স্বভাবে ॥
জপ ধ্যান চিন্তা আদি যদি করা হয়।
তাহারাও কর্ম রূপে গণ্য হয়ে রয় ॥
ভক্তিলাভ করিলেই আপনা আপনি।
বিষয়কর্মের চিন্তা কমিবে তখনি ॥
ভক্ত তবে শুধালেন, প্রভু দয়াময়।
জীবনে উদ্দেশ্য তবে কর্ম নাহি হয় ?
তদুত্তরে শ্রীঠাকুর বলেন সবারে।
জীবনের উদ্দেশ্য কি কর্ম হতে পারে ?
ঈশ্বরকে লাভ করা আপন জীবনে।
একান্ত উদ্দেশ্যরূপে থাকে সর্বক্ষণে ॥
আপন স্বভাবে লোকে কর্ম করে যায়।
আদি কাণ্ডরূপে কর্ম বিরাজে সদাই ॥
কিন্তু জেনো অনাসক্ত কর্মধারা হলে।
ঈশ্বরকে লাভ করা যায় তার ফলে ॥
অনাসক্ত কর্ম থাকে উপায়ের রূপে।
ঈশ্বরকে লাভ সেথা উদ্দেশ্য স্বরূপে ॥
একদা মণিকে প্রভু কন স্নেহসনে।
করিবে নিষ্কাম কর্ম আপন জীবনে ॥
তাহা শুনি ভক্তবর কন করজোড়ে।
জেগেছে সন্দেহ এক আমার অন্তরে ॥
আমার ধারণা কর্ম থাকিবে যেখানে।
ঈশ্বরকে পাওয়া ধ্রুব না যাবে সেখানে ॥
প্রচলিত আছে এক হিন্দী প্রবচন।
কয়দিন আগে তাহা করেছি শ্রবণ ॥
যাহাঁ রাম তাহাঁ নাহি কাম।
যাহাঁ কাম তাহাঁ নাহি রাম ॥
সে হিসাবে যেথা রাম সেথা কর্ম নাই।
কর্ম করা হলে রামে পাওয়া নাহি যায় ॥
তাহা শুনি শ্রীঠাকুর কন কৃপাভরে।
সর্বদা সর্বথা কর্ম সকলেই করে ॥
তাঁর নাম গুণগান করে ভক্তগণ।
জ্ঞানীরা সোহহং চিন্তা করে সর্বক্ষণ ॥
শ্বাসকার্য ছাড়া লোকে বাঁচিতে না পারে।
এ সকলি থাকে জেনো কর্মের আকারে ॥
কর্ম ত্যাগ কভু যাহে করা নাহি যায়।
স্বাভাবিক প্রশ্ন তবে কি হবে উপায় ?
তদুত্তরে শ্রীঠাকুর বলেন তখন।
করিবে নিয়ত কর্ম যাহা প্রয়োজন ॥
কিন্তু তার ফলাকাঙ্ক্ষা কভু নাহি করে।
কর্মফল সমর্পণ করিবে ঈশ্বরে ॥
ইহাকেই কর্মযোগ বলেছে গীতায়।
কর্মযোগে সিদ্ধ হলে ঈশ্বরকে পায় ॥
গুরু উপদেশে কর্ম হইলে সাধিত।
কর্মযোগ নামে তাও হয় অভিহিত ॥
কর্ম করা কতদিন ধরে প্রয়োজন।
তাহার উত্তরে প্রভু বলেন তখন ॥
ফুল নাহি থাকে আর ফল লাভ হলে।
তেমতি না থাকে কর্ম ঈশ্বরকে পেলে ॥
জননীও বারবার সকলেরে কন।
নিষ্কাম হইয়া কর্ম করো সর্বক্ষণ ॥
ফাঁকিবাজ মন সদা দিতে চায় ফাঁকি।
কর্ম করা ঢের ভাল অলস না থাকি ॥
মন লিপ্ত না থাকিলে কর্ম আচরণে।
শয়তান বাসা তবে বাঁধে তার মনে ॥
অচিন্তা কুচিন্তা নানা মনে করে গ্রাস।
তাহা থেকে মানুষের ঘটে সর্বনাশ ॥
তাহা ছাড়া কাজ নাহি হলে একেবারে।
হইবে শরীর নষ্ট কিছুকাল পরে ॥
দেহের সকল অঙ্গ থাকিলে অচল।
ভালভাবে নাহি হবে রক্ত চলাচল ॥

তার ফলে দেহ ক্রমে হয়ে যাবে ক্ষীণ।
অবশেষে পঞ্চভূতে হইবে বিলীন॥
অন্ততঃ শরীর রক্ষা কারণে তাহার।
মানুষের কর্ম করা হয় দরকার॥
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভক্তিভরা প্রাণে।
একদিন আছিলেন প্রভু সন্নিধানে॥
কিরূপ অন্যের সাথে হবে আচরাণ।
কথার প্রসঙ্গে তবে শ্রীঠাকুর কন॥
'জীবে দয়া' এই কথা শোভা নাহি পায়।
শিব জ্ঞানে জীব সেবা করিবে সদাই॥
প্রভু পরমেশ যবে রন কাশীপুরে।
নরেনাদি সবে রন তাঁর সেবা তরে॥
একদা নরেন-মনে সুতীব্র আকাবে।
আকুলতা জেগে উঠে সমাধির তরে॥
সেইকথা শুনি প্রভু ডাকিয়া নরেনে।
শুধালেন কিবা তুই চাস্ তোর মনে?
ঠাকুরের সেই বাণী করিয়া শ্রবণ।
আকুলি নরেন্দ্রনাথ বলেন তখন॥
শুকদেব সম আমি সকল সময়।
সমাধিতে ডুবে থাকি, এই ইচ্ছা রয়॥
মাঝে মাঝে অল্প কিছু আহার করিতে।
কিছু নেমে পুনঃ আমি রব সমাধিতে॥
সেকথা শুনিয়া প্রভু সুগম্ভীর মনে।
ধিক্কার দানিয়া তবে বলেন নরেনে॥
বিরাট আধার তুই আমি জানি তাই।
তোর মুখে এই কথা শোভা নাহি পায়॥
সুবিশাল বটবৃক্ষ তাহার ছাযায।
হাজার হাজার লোক বসে শান্তি পায়॥
ভাবিয়াছিলাম আমি তাহারি মতন।
সবার আশ্রয়রূপে কাটাবি জীবন॥
তাহা নাহি চেয়ে চাস্ নিজ মুক্তি সুখ।
সেকথা শ্রবণে বড় পাইলাম দুখ॥
প্রভুর বিরাট বাণী করিয়া শ্রবণ।
সেইভাবে পরিপূর্ণ হল তাঁর মন॥
পরবর্তীকালে সেই বিবেক সন্ন্যাসী।
বজ্রকণ্ঠে ঘোষিলেন প্রেমানন্দে ভাসি॥

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর॥

ভারতে বিবেকানন্দ ফিরিবার পরে।
বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি কন রামেশ্বরে॥
ভক্তিতে শিবের সেবা করিবার আগে।
সেবিবে সন্তানে তাঁর প্রেম অনুরাগে॥
ভগবান বিভুরূপে সর্বভূতে রন।
সেহেতু জীবের সেবা করো অনুক্ষণ॥
শাস্ত্রতেও আছে বলা যারা প্রভু জ্ঞানে।
প্রভুর দাসের সেবা করে সর্বক্ষণে॥
একমাত্র তাহারাই শাস্ত্রের বিচারে।
সর্বোত্তম ভক্তরূপে বিরাজে সংসারে॥

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ
ন মে ভক্তাশ্চ তে।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাঃ
তে মে ভক্ততমা মতা॥

আমারে যে ভজে মাত্র তারে নাহি ভজি॥
যে মোর ভকতে ভজে তারে নাহি ত্যজি॥
(ভক্তমাল গ্রন্থ, ত্রিলোচন চরিত্র।)

আপনার মোক্ষ চেষ্টা জগতের হিত।
সন্ন্যাসী করিবে সদা নিষ্ঠাব সহিত॥
উপরে বর্ণিত কার্য সাধিতে যতনে।
সন্ন্যাসী সঙ্কল্প নেয় সন্ন্যাস গ্রহণে॥
নিজ মোক্ষ চেষ্টা সনে সন্ন্যাসী সবাই।
জগতের হিত কার্য করিবে সদাই॥
জগতের হিত অর্থে লোকের কল্যাণ।
যুগ উপযোগী কার্য তাহার বিধান॥
অভাব ও অভিযোগ এই যুগে বেশী।
অনেকেই থাকে তাহে সাহায্য প্রত্যাশী॥
সেহেতু ঠাকুর কন সন্ন্যাসী সন্তানে।
করিবে জীবের সেবা সদা শিব জ্ঞানে॥
তাই আজি দেখা যায় ঠাকুরের নামে।
নানাবিধ সেবাকার্য চলে ধরাধামে॥
সেবাশ্রম, ডিস্পেন্সারী, নানা বিদ্যালয়।
আরো নানা প্রতিষ্ঠান তাহে তৈরী হয়॥
যে যুগে যেটির থাকে বেশী প্রয়োজন।
লোকহিত অর্থে হবে তাহারি সাধন॥
সৎ ও অসৎ কর্ম কাহাদের বলে।
বিবেক সন্ন্যাসী তাহা বলেন সকলে॥
যে সকল কর্মে মন ধায় প্রভু পানে।
সে সকলি সৎ কর্ম কন গুণীজনে॥

যে সকল কর্মে মন নীচে নেমে যায়।
তাহাকে অসৎ কর্ম বলেন সবাই॥
কিভাবে সাধিতে হবে লোকের কল্যাণ।
উত্তরে বিবেকানন্দ সবে বলে যান॥
করুণাসম্পন্ন হবে সকলের প্রতি।
সবা তরে হৃদে রবে ভালবাসা, প্রীতি॥
পরার্থে করিলে কেহ আত্ম-বলিদান।
না থাকে কিছুই তবে তাহার সমান॥
হিন্দুদের মজ্জাগত থাকয়ে বিশ্বাস।
দেহ নাশে নাহি হয় আত্মার বিনাশ॥
আত্মার সমষ্টিরূপে প্রভু ভগবান।
একমাত্র তাঁহাকেই মানে মোর প্রাণ॥
সেই ভগবান নিত্য বিরাটের ভাবে।
তাঁহারি সেবায় সদা কার্য করে যাবে॥
যেথায় দুর্ভিক্ষ কিম্বা আসে মহামারী।
সেবাকার্যে যাবে সেথা সদা নিষ্ঠা করি॥
তাহাতেই হবে ধ্রুব তোমার কল্যাণ।
অন্তরে বুঝিবে তবে ঈশ্বরের দান॥
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কম্বুকণ্ঠে কন।
পাপী তাপী দীনরূপে যত নারায়ণ॥
তাদের সেবার তরে হলে দরকার।
ধরাধামে জন্ম আমি নেব বারবার॥
লক্ষ লক্ষ জনমেও নাহি করি ভয়।
দুঃখ দূর করিবারে থাকিব তন্ময়॥
চিকাগো শহরে যবে স্বামীপাদ রন।
ফ্রান্স হতে গায়িকার হয় আগমন॥
ম্যাডাম কালভে নাম বিশ্বজোড়া খ্যাতি।
স্বামীজীর পদপ্রান্তে জানান প্রণতি॥
কি আদর্শ সর্বোত্তম জীবনের তরে।
স্বামীপাদ বলে যান তাহার উত্তরে॥
ছোট্ট এক বারিকণা বৃষ্টির আকারে।
একদা সমুদ্রবক্ষে পড়ে যায় ঝরে॥
সমুদ্রে পড়িয়া কিন্তু সেই বারিকণা।
কাঁদিতে করিল শুরু হইয়া উন্মনা॥
সমুদ্রে মিশিয়া যাবে এই বেদনায়।
সেই বারিকণাটির কান্না বেড়ে যায়॥
সমুদ্র শুধায় তবে কোন্ দুঃখ ভরে।
হেথা পড়ি কাঁদিতেছ আকুল অন্তরে?
তোমারই মতন দেখ বারিকণা কত।
আমাতে বিলুপ্ত হয়ে রয়েছে সতত॥
তাহাদের সমষ্টিতে আমার সৃজন।
তাহারা তো নাহি কাঁদে তোমার মতন॥
কান্না সনে বারিবিন্দু তবে বলে যায়।
লুপ্ত নাহি হয়ে আমি লিপ্ত হতে চাই॥
সমুদ্র বলিল তবে, শোন বারিকণা।
করহ তাহার তরে সূর্য-আরাধনা॥
সূর্যের শক্তিতে তুমি যাবে মেঘলোকে।
ঝরিতে পারিবে পুনঃ ধরণীর বুকে॥
সেই বারিবিন্দু তবে সূর্যের প্রভায়।
আনন্দেতে মেঘলোকে যায় পুনরায়॥
এবারে না পড়ি কিন্তু সমুদ্রের 'পরে।
ঝরিয়া পড়িল সুখে মাটির উপরে॥
তৃষ্ণার্ত মলিন মাটি আছিল আকুলি।
সেথা হতে মুছে দেয় এককণা ধূলি॥
তৃপ্ত করে এককণা পিপাসা তাহার।
মেঘলোকে বারিবিন্দু যায় পুনর্বার॥
এইভাবে বারবার চলে যাওয়া-আসা।
মুছে দিতে মলিনতা, মিটাতে পিয়াসা॥
মাদামের দুই চোখে আকুল বিস্ময়।
গাঢ়নম্র হয়ে থাকে তাঁহার হৃদয়॥
কিছু থামি স্বামীপাদ বলেন আবার।
এই বারিবিন্দু হতে চাই বারবার॥
মলিন ধরায় আমি জন্মি বারেবারে।
ধূলিশূন্য তৃষ্ণামুক্ত করে যাব তারে॥
লক্ষ জনমেও আমি নাহি করি ভয়।
সবার কল্যাণে সদা থাকিব তন্ময়॥
রামকৃষ্ণ-সারদার বিবেক-সন্তান।
দেখ তাঁর বিশ্বগ্রাসী দরদীর প্রাণ॥
সেই সুর রাজে আজো মঠে ও মিশনে।
দীনার্তের সেবা সদা চলে নিষ্ঠা সনে॥
অপরের সেবাকার্য হয় সুমহান।
তাহাতেই বেশী তৃপ্ত হন ভগবান॥
মহৎ কার্যেতে মন সুমহান হয়।
ক্ষুদ্রকার্যে মন ক্ষুদ্র হয় অতিশয়॥
সাধুর হৃদয় সদা রবে প্রসারিত।
বিশ্বহিত তরে রবে সদা সমাহিত॥
কি হয়েছে সাধু হয়ে তাহার উত্তরে।
বলেন বিবেকানন্দ সতৃপ্ত অন্তরে॥
সাধু হওয়া তরে মোর বেড়ে গেছে বুক
বিশ্বকে লইতে বুকে সতত উন্মুখ॥

সবার কল্যাণ কার্যে বুক যায় বেড়ে।
বিরাটের সুর তবে প্রাণে ধরা পড়ে ॥
উপলব্ধি হয় তাঁর অন্তরে বাহিরে।
প্রতি জীবে শ্রীঠাকুর নানা রূপ ধরে ॥
অনুরূপ উপলব্ধি সর্বসিদ্ধি সার।
এর চেয়ে বড় সিদ্ধি নাহি হেরি আর ॥
সেইহেতু সারদা-মা বলেন সবারে।
প্রভু কাজ সেবাকার্য করো নিষ্ঠাভরে ॥
এভাবে থাকিলে লিপ্ত প্রভুর কৃপায়।
একান্ত দুর্লভ ধন সাধকেরা পায় ॥
কৃপাময়ী সঙ্ঘমাতা জননী সারদা।
সেবাকার্যে উৎসাহ দিতেন সর্বদা ॥
তেরশ চব্বিশ সনে সারদা-জননী।
জয়রামবাটীধামে আছিলেন তিনি ॥
সেকালে উড়িষ্যা পড়ে দুর্ভিক্ষ কবলে।
মিশনের সেবাকার্য সেথা তাহে চলে ॥
সাহায্যের কেন্দ্র খোলা হয় নানা স্থানে।
সাধুগণ সেবাকার্য করেন সেখানে ॥
সেবাকার্য যাতে চলে ঠিক সুষ্ঠুমতে।
সেহেতু সারদানন্দ থাকেন পুরীতে ॥
সেইস্থান হতে তিনি সভক্তি অন্তরে।
লিখিলেন চিঠি এক জননীর তরে ॥
তাহে থাকে দুর্ভিক্ষের বিশদ বর্ণনা।
সেই সাথে থাকে তাঁর আকুল প্রার্থনা ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া জননী সারদা।
সবার কল্যাণ তরে রয়েছ সর্বদা ॥
চারিদিকে দুঃখ কষ্ট রোগ অনিবার।
না আছে সেবার দ্রব্য যত দরকার ॥
তাহাদের দুঃখে শুধু কাঁদে মোর প্রাণ।
জানিনা কিরূপে হবে তার সমাধান ॥
প্রার্থনা জানাই মাগো আকুল অন্তরে।
দুঃখ কষ্ট দূর করে দাও কৃপা করে ॥
চিঠি পড়া হলে শেষ সারদা-জননী।
অশ্রুজলে শ্রীপ্রভুকে বলিলেন তিনি ॥
নানাবিধ দুঃখকষ্ট লোকে সদা পায়।
সে সমস্ত দেখে শুনে আমি কষ্ট পাই ॥
হে ঠাকুর, তব পদে জানাই প্রার্থনা।
দুঃখ কষ্ট দূর কর হয়ে কৃপামনা ॥
সেকালে প্রবোধবাবু ছিলেন সেথায়।
তাহাকে সম্বোধি মাতা কন পুনরায় ॥
দেখেছ প্রবোধ তুমি, শরতের প্রাণ।
সবার কল্যাণতরে সদা আগুয়ান ॥
শরৎ বাসুকী সম আবিষ্ট অন্তরে।
সেখানেই ধরে ছাতা যেথা জল পড়ে ॥
পালন-কর্তার সম আমার সন্তান।
সবারে পালন করে, করে অন্নদান ॥
অপরের দুঃখে যার নয়নের জল।
অবারিতভাবে বয়ে আসে অবিরল ॥
অশ্রুকণ্ঠে শ্রীপ্রভুকে বলেন আবার।
রাশ ঠেলে দাও প্রভু কৃপায় তোমার ॥
সবারে দেখার মত যাহা প্রয়োজন।
শরতকে সেই সব দিও অনুক্ষণ ॥
দেখহ মায়ের আর্তি সেবাকার্য তরে।
প্রার্থনা করেন সদা ব্যাকুল অন্তরে ॥
তেরশ তেইশ সনে বর্ষার সময়।
কলিকাতা যাত্রা তরে দিন স্থির হয় ॥
গরুর গাড়িতে মাতা পেঁৗছি বিষ্ণুপুরে।
বিশ্রামের তরে রন সুরেশের ঘরে ॥
বাঁকুড়ায় অনাবৃষ্টি তাহার কারণে।
দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটে সেইসনে ॥
দীনার্তের সেবা তরে মিশন হইতে।
নানা সেবাকেন্দ্র খোলা হয় সেইমতে ॥
এমতি কেন্দ্রও থাকে কোয়ালপাড়ায়।
অভাবীরা যেথা হতে সাহায্যাদি পায় ॥
সেই হেতু চাউলাদি খরিদের তরে।
সন্তান বরদা হেঁটে যান বিষ্ণুপুরে ॥
তাঁকে হেরি রাধুদিদি জননীকে কন।
দাদাও মোদের সাথে করুক গমন ॥
লীলাদেহে যোগমায়া হন রাধারাণী।
তাঁহাকে অশেষ স্নেহ করেন জননী ॥
ভালমন্দ যত কিছু তাঁর আবদার।
সস্নেহে মানিয়া নেন মাতা অনিবার ॥
এই ক্ষেত্রে মাতা কিন্তু দৃঢ়তার সনে।
বলিলেন তার যাওয়া না হবে এক্ষণে ॥
বরদা এখান হতে চাল নিয়ে যাবে।
অনাহারী লোকজন তবে খেতে পাবে ॥
ওর হাতে এতগুলি লোকের জীবন।
সেইহেতু তার যাওয়া না হবে এখন ॥
সেবাকার্যে ক্ষতি হবে কারণে তাহার।
মাতা নাহি মেনে নেন কারও আবদার ॥

পৌষ মাসে সংক্রান্তিতে বছরে বছরে।
গঙ্গাসাগরের মেলা বসে আড়ম্বরে॥
হাজারে হাজারে লোক সংক্রান্তির ক্ষণে।
পুণ্য আশে স্নান করে সাগর সঙ্গমে॥
ভিন্ন ভিন্ন স্থান হতে আসে লোকজন।
সেবাকার্য তরে যায় সেথায় মিশন॥
তেরশ পঁচিশ সালে সঙ্গোপাঙ্গ সনে।
কৃপাময়ী সারদা-মা রন উদ্বোধনে॥
প্রতি বছরের মত মিশন হইতে।
এবারেও সাধুগণ যান যথামতে॥
সন্তান বরদা মা'র অনুমতিক্রমে।
সাধুদের সঙ্গে যান সাগরসঙ্গমে॥
দুর্গম সাগর তীর্থে রোগ কলেরায়।
সেইবারে বহুলোক সেথা মারা যায়॥
সেবাব্রতী সাধুগণ নিষ্ঠাভরা মনে।
রোগীদের সেবাকার্য করেন যতনে॥
মিশনের সেবাকার্য করিয়া শ্রবণ।
পুলকিতা সারদা-মা বলেন তখন॥
রোগীদের সেবাকার্য করেছ যতনে।
স্নান তরে যাহা পুণ্য লভিবে জীবনে॥
উৎসাহ দানিলেও মাতা কর্ম তরে।
মন্দ দিকটারও কথা তুলিতেন ধরে॥
সদুদ্দেশ্যে কেহ কেহ আশ্রম গড়িয়া।
তাহাতেই বদ্ধ হয়ে থাকেন পড়িয়া॥
বিষয় চালনা তরে থাকি সমাহিত।
সঙ্কীর্ণতা দোষে মন হয় জর্জরিত॥
পলাইয়া আসি ভয়ে টকের জ্বালায়।
কেহ কেহ গড়ে বাড়ি তেঁতুলতলায়॥
সেইমতি কেহ কেহ ত্যজিয়া সংসার।
আশ্রমে বানায়ে ফেলে দ্বিতীয় সংসার॥
কোথায় সংসার ছাড়ি বৈরাগ্যের টানে
ডাকিবে নিষ্ঠায় তার ইষ্ট ভগবানে॥
কিন্তু তাহা নাহি করে মোহের নেশায়।
অহঙ্কার ভরে সদা কাজ করে যায়॥
এমনি ভীষণ মোহ তাকে গ্রাস করে।
কিছুতে না যেতে চায় সে আশ্রম ছেড়ে॥
মন যাতে মোহগ্রস্ত কর্মে নাহি হয়।
সাবধান রবে তাহে সকল সময়॥
'রমতা সাধু বহতা পানি' সদা শুদ্ধ রয়।
এই কথা বলিতেন প্রভু দয়াময়॥

গতিশূন্য হয়ে যেথা বদ্ধ থাকে জল।
গেঁড়ি-গুগলিরা সবে সেথা বাঁধে দল॥
সেই মতি গৃহত্যাগী সাধু সন্তগণ।
একই আশ্রমে যদি দীর্ঘকাল রন॥
সঙ্কীর্ণতা আসে তবে তাহাদের প্রাণে।
দল-উপদল গড়ে উঠে সেইস্থানে॥
জীবনের ধর্ম হয় নিত্য প্রসারণ।
মৃত্যুর লক্ষণ রূপে থাকে সঙ্কোচন॥
দল-উপদলে মন সঙ্কুচিত হয়।
সাধুর জীবনে আসে অপমৃত্যু ভয়॥
সেইহেতু সর্বদাই সারদা-জননী।
উচ্চারিত করিতেন সাবধান বাণী॥
না থাকিলে বেশীদিন নির্দিষ্ট আশ্রমে।
দলবাঁধা তাহে নাহি হয় কোনক্রমে॥
ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমেতে যদি হয় স্থিতি।
সাধুর জীবনও তবে লভিবেক গতি॥
সঙ্কীর্ণতা দোষ তাহে সাধারণ ভাবে।
সাধুমনে না আসিবে কর্মের প্রভাবে॥
এরই তরে শ্রীপ্রভুর মঠে ও মিশনে।
সাধুগণ পালাক্রমে যান ভিন্নস্থানে॥
প্রচলিত প্রবচন তার অর্থক্রমে।
গড়ানে প্রস্তরখণ্ডে শেওলা নাহি জমে॥
সেইমতি না থাকিলে কোথা বেশীদিন।
সঙ্কীর্ণতা দোষে মন না হবে মলিন॥
ভিন্ন স্থানে ভিন্ন কাজে ভিন্ন ভিন্ন কালে।
নিষ্ঠায় থাকেন যুক্ত সাধুরা সকলে॥
সফলতা বিফলতা না ফেলে প্রভাব।
অন্তরে রাখেন তাঁরা অনাসক্তি ভাব॥
অনাসক্ত কর্মযোগে তাঁরা সর্বক্ষণ।
তপস্যার অঙ্গরূপে করেন গ্রহণ॥
সমস্যা আসিলে কিছু সঙ্ঘের জীবনে।
নিবেদিত হয় তাহা জননী চরণে॥
জননীও প্রতিক্ষেত্রে করি প্রণিধান।
করিতেন উপযুক্ত উপদেশ দান॥
অনুস্যূত থাকি সদা সঙ্ঘের ভিতরে।
শ্রীঠাকুর সঙ্ঘ হেতু যান কাজ করে॥
প্রভু ভাবধারা তাহে প্রসারিত হয়।
মায়ের এমতি থাকে সুদৃঢ় প্রত্যয়॥
প্রভুসঙ্ঘে মঠাধ্যক্ষ ভক্তেরা মনে।
একদিন আসিলেন মাতৃসন্নিধানে॥

প্রণমিয়া জননীকে সভক্তি অন্তরে।
বলিতে থাকেন তিনি মনে দুঃখ করে॥
দেশের লোকের রীতি অনুকুল নয়।
যথাযুক্ত অগ্রগতি তাহে নাহি হয়॥
সে-সব লোকেরা শুধু জানে ভাঙ্গিবারে।
সাহায্য না করে তারা কিছু গড়িবারে॥
তাহা শুনি মাতা কন দানিয়া আশ্বাস।
প্রভুপদে সর্বদাই রাখিবে বিশ্বাস॥
জেনে রেখো বর্তমানে প্রভুর ইচ্ছায়।
কৃপার মলয় হাওয়া সদা বহে যায়॥
বাঁশ, কলা ছাড়া যত বৃক্ষ সারবান।
সকলি চন্দন হবে বলে মোর প্রাণ॥
ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নানা সমস্যায়।
যথার্থ নির্দেশ মাতা দিতেন সদাই॥
প্রভুমঠ প্রতিষ্ঠিত কোয়ালপাড়ায়।
সন্ন্যাসী কেশবানন্দ থাকেন সেথায়॥
তেরশ ছাব্বিশ সনে বিজয়ার পরে।
জয়রামবাটী তিনি যান ভক্তিভরে॥
সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করি মায়ের চরণ।
সন্ন্যাসী কেশবানন্দ বলেন তখন॥
গরীব লোকেরা যাতে বিনা পয়সায়।
তাদের অসুখ হলে ঔষধাদি পায়॥
তোমার কৃপায় তাহে শ্রীপ্রভুর নামে।
দাতব্য চিকিৎসালয় আছে সেইস্থানে॥
গরীবের তরে গড়া সেই প্রতিষ্ঠান।
তারাই সুযোগ পাবে বলে মোর প্রাণ॥
কিন্তু, মাগো, যাহাদের আছে সচ্ছলতা।
তাহারাও ঔষধাদি নিতে আসে হেথা॥
সেহেতু প্রার্থনা মোর তুমি কৃপা করে।
কি হবে উচিত কার্য বলে দাও মোরে॥
সন্তানের সব কথা করিয়া শ্রবণ।
ভুমা দৃষ্টি ভরে মাতা বলেন তখন॥
প্রার্থী হয়ে যাহারাই আসে প্রভুস্থানে।
তাদেরি ঔষধ দেবে সেবানিষ্ঠ প্রাণে॥
প্রার্থীরূপে যাহাদের আগমন হয়।
তারাই গরীব নামে লভে পরিচয়॥
আদ্যাশক্তি সারদা-মা সস্নেহ কৃপায়।
স্থাপেন প্রভুর মঠ কোয়ালপাড়ায়॥
মঠ স্থাপনের পূর্বে মঠের কর্মীরা।
স্বাধীনতা আন্দোলনে ছিল মাতোয়ারা॥
মাতিয়া থাকিত সদা হুজুগেতে নানা।
তার সনে অন্তঃসারশূন্য আলোচনা॥
গঠনমূলক কাজ কিছু না করিয়া।
নানাবিধ হইচই-এ থাকিত মাতিয়া॥
তাহা হেরি সারদা-মা বলেন সবারে।
ভাল নয় কালক্ষেপ হুজুগের ভরে॥
শুধু কথা নাহি বলে কাজ কর যদি।
দেশের কল্যাণ তাতে হবে নিরবধি॥
না কাটিয়ে হুজুগেতে সবে তাঁত করে।
করহ কাপড় তৈরী নিবিষ্ট অন্তরে॥
দেশজুড়ে বস্ত্রাভাব আজি বিদ্যমান।
বস্ত্র বোনা হলে তার হবে সমাধান॥
সমস্যার সমাধানে নাহি করে কিছু।
যদি কেহ ছোটে শুধু তার পিছু পিছু॥
তার ফলে সমাধান কভু নাহি পাবে।
বরঞ্চ তীব্রতা তার আরও বেড়ে যাবে॥
অন্তরে আমারও ইচ্ছা যদি চরকা পাই।
তাহা হলে তাহা দিয়ে সুতা কেটে যাই॥
সেইহেতু তোমাদের বলি বারবার।
গঠন মূলক কার্য কর অনিবার॥
কি গভীর কর্মতত্ত্ব ভাবি মনে মনে।
সমৃদ্ধ হইবে দেশ এ তত্ত্ব গ্রহণে॥
খাদ্য ফলাবার নাহি করে আয়োজন।
যদি কেহ করে শুধু খাদ্য আন্দোলন॥
তাহা হলে সমাধান কভু নাহি পাবে।
পরন্তু চেঁচানো তরে ক্ষুধা বেড়ে যাবে॥
উদ্বেলিত হতে পারে জোর আন্দোলন।
সম্পদ না হলে সৃষ্টি না মিলিবে ধন॥
পৃথিবীর ইতিহাসে না মিলে উদ্দেশ।
কর্ম ছাড়া হইয়াছে বড় কোন্ দেশ॥
কর্ম নাহি করিবারে যারা বলে যায়।
তাহারা দেশের শত্রু জানিবে সদাই॥
নিষ্ঠাভরে কর্ম হলে কর্মী বড় হয়।
তার সাথে সে দেশের ঘটে অভ্যুদয়॥
দেখিবারে পাই নানা শাস্ত্রের মাঝারে।
উপদেশ থাকে সদা কর্ম করিবারে॥
দেহ মন শুদ্ধ হয় কার্য করা হলে।
তা নাহলে চলে যাবে মৃত্যুর কবলে॥
লেখাপড়া শেখা তরে জননী সারদা।
সাধুদিকে উৎসাহ দিতেন সর্বদা॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন নামে ভক্ত একজন।
কোয়ালপাড়ার মঠে থাকেন তখন ॥
লেখাপড়া জানা ব্যক্তি সহজ সরল।
ইংরাজী ভাষার 'পরে আছিল দখল ॥
মায়ের সেবায় লিপ্ত ব্রহ্মচারীগণে।
একদিন সারদা-মা কন স্নেহসনে ॥
অনেক সাহেব-সুবো ওদেশ হইতে।
আসিবে ভক্তের রূপে হেথা ভবিষ্যতে ॥
তারা সব কথা কয় ইংরাজি ভাষায়।
ভালভাবে তোমাদের তাহা জানা নাই ॥
থাকিলে সে ভাষা জানা সুবিধাদি হবে।
কৃষ্ণ প্রসন্নের হতে তাহা শিখে নিবে ॥
মায়ের নির্দেশমত ব্রহ্মচারীগণ।
নিষ্ঠা ভরে সেই ভাষা করে অধ্যয়ন ॥
তেরশ উনিশ সনে মাঘের প্রথমে।
কাশী হতে ফিরি মাতা রন উদ্বোধনে ॥
নিবেদিতা বিদ্যালয় থাকয়ে অদূরে।
যেথায় মেয়েরা সব লেখাপড়া করে ॥
দিদি রাধারাণী পাঠ করিতে গ্রহণ।
নিয়মিত ভাবে সেথা করেন গমন ॥
বছর বারো কি তেরো বয়স তখন।
কারও মতে যাওয়া আর না হয় শোভন ॥
একদিন মোটামুটি বেলা দশটায়।
খাওয়া দাওয়া করে দিদি বিদ্যালয়ে যায় ॥
তাহা হেরি গোলাপ-মা সক্ষুব্ধ অন্তরে।
স্বাভাবিক উচ্চ কণ্ঠে কন জননীরে ॥
এত ধাড়ি মেয়ে তবু বিদ্যালয়ে যায়।
তার সেথা যাওয়া আর শোভা নাহি পায় ॥
বিদ্যালয়ে যাতে আর না করে গমন।
রাধুকে নিষেধ তাহে করেন তখন ॥
তাহা শুনি রাধারাণী বিরস বদনে।
করেন ক্রন্দন শুরু অশ্রুজল সনে ॥
গোলাপ-মায়ের কথা শুনিবার পরে।
জ্ঞানময়ী সারদা-মা কন স্নেহভরে ॥
রাধুর বয়স এবে কি আর এমন।
যাতে বিদ্যালয়ে যাওয়া না হবে শোভন ?
লেখাপড়া, শিল্পকলা বিভিন্ন প্রকার।
শিখিতে পারিলে হবে কত উপকার ॥
নিজের মঙ্গল হবে এসব শিখিলে।
অন্যেরও হইবে ভাল তাহা শিখে নিলে ॥
রাধুর শ্বশুরবাড়ি অজ পাড়াগাঁয়ে।
রাধু হতে অন্যেরাও শিখিবে সময়ে ॥
জননীর দৃষ্টিভঙ্গি নারীশিক্ষা তরে।
ভাবিয়া বিস্মিত হই নির্বাক অন্তরে ॥
হিন্দুর সমাজ তবে বড় অনুদার।
চাহিত না কিছুতেই স্ত্রীশিক্ষা প্রসার ॥
সমাজের তাহে রুদ্ধ হয় ঊর্ধ্বগতি।
সঙ্কোচনে পূর্ণ থাকি লভে অধোগতি ॥
পাখির দুইটি ডানা উড়িবার তরে।
থাকিলে একটি ডানা উড়িতে না পারে ॥
সমাজে ডানার রূপে থাকে নর নারী।
সমাজের পুষ্টি তরে তারা দরকারী ॥
পুরুষের শিক্ষা তরে থাকে আয়োজন।
নারী শিক্ষা তরে বাধা থাকে সর্বক্ষণ ॥
এক পক্ষে পক্ষী যথা উড়িতে না পারে।
সেমতি অবস্থা তবে সমাজ শরীরে ॥
বৈদিক শাস্ত্রের মাঝে আছয়ে প্রমাণ।
সেযুগে নারীর ছিল যথাযোগ্য স্থান ॥
জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হত একসনে।
সমাজ লভিত পুষ্টি তাহার কারণে ॥
সমাজের হানি ঘটে তাহার অভাবে।
স্ত্রীশিক্ষারও প্রয়োজন থাকে সমভাবে ॥
সরস্বতী স্বরূপিণী সারদা-জননী।
এই কথা ভালভাবে জানিতেন তিনি ॥
সেহেতু রাধুর যাওয়া হয় বিদ্যালয়ে।
অনেকে লভেন শিক্ষা মা'র উৎসাহে ॥
লেখাপড়া তরে মাতা থাকেন অধীর।
সে ব্যাপারে মূর্তভাবে নিজেই নজির ॥
তেরশত বারো সালে সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
জ্ঞানদাত্রী সারদা-মা রন উদ্বোধনে ॥
একদা অরূপানন্দ সকালবেলায়।
প্রণমিতে যাইলেন জননী যেথায় ॥
কথার প্রসঙ্গে তিনি জননীকে কন।
কখনো কখনো তুমি পড় রামায়ণ ॥
পড়ার সুযোগ নাহি ছিল ভালভাবে।
তবুও পড়িতে তুমি শিখিলে কিভাবে ?
সন্তানের প্রশ্ন শুনি সস্মিত বয়ানে।
সারদা-মা গর্বভরে বলেন সন্তানে ॥
প্রসন্নরা পাঠশালে যাইত যখন।
আমিও যেতাম সাথে কখন কখন ॥

কামারপুকুরে যবে মোর থাকা হয়।
লক্ষ্মীসাথে পড়িতাম 'বর্ণ' পরিচয়' ॥
একদিন হৃদয়ের আসিলে গোচরে।
বইখানি কেড়ে নিয়ে বলে রোষভরে ॥
মেয়েদের লেখাপড়া শেখা অনুচিত।
তাহাতে না হয় কভু সমাজের হিত ॥
মেয়েদের কোন ভাবে শিক্ষালাভ হলে।
নাটক-নভেল তারা পড়িবে সকলে ॥
মোর হাত হতে ভাগে নিল বই কেড়ে।
লক্ষ্মী কিন্তু তার বই রাখে জোর করে ॥
পাঠশালে গিয়ে লক্ষ্মী শিখে লেখাপড়া।
ফিরিয়া শেখাত মোরে সে সকল পড়া ॥
পরবর্তীকালে কিন্তু দক্ষিণ শহরে।
লেখাপড়া শেখা মোর হয় ভাল করে ॥
শ্যামপুকুরেতে প্রভু চিকিৎসার তরে।
আমি একা থাকি তবে দক্ষিণ শহরে ॥
ভবনাথ মুখুজ্যের মেয়ে সেইকালে।
আসিত স্নানের তরে প্রত্যহ সকালে ॥
প্রতিদিন সেই কন্যা গঙ্গাস্নান আগে।
থাকিত আমার কাছে ভক্তি অনুরাগে ॥
সেইকালে সে মেয়েটি খুব যত্ন করে।
লেখাপড়া শিখাইত প্রত্যহ আমারে ॥
শাক পাতা যাহা তবে থাকিত আমার।
তাহাই দিতাম আমি তাকে উপহার ॥
লেখাপড়া যাহা কিছু শিখেছি তখন।
তাহাতে সক্ষম হই পড়িতে এখন ॥
শিক্ষালাভ তরে যাহা বলেন জননী।
শেখান সর্বদা তাহা আচরি আপনি ॥
সঙ্ঘের রক্ষার হেতু জননী সারদা।
প্রখর বাস্তব বুদ্ধি রাখিতেন সদা ॥
ভক্তি ভরে প্রণমিয়া শ্রীগুরু চরণ।
এমতি কথার এক দিব বিবরণ ॥

স্বভাবতঃ দেখা যায় নারীদের মন।
আবেগ উচ্ছ্বাসে পূর্ণ থাকে অনুক্ষণ ॥
সেহেতু তাদের কাজ আবেগ প্রভাবে।
যুক্তি ও বিচার সেথা থাকে গৌণভাবে ॥
সারদা-জননী কিন্তু যুক্তি নিষ্ঠা দিয়ে।
বলিতেন সঙ্ঘ তরে সকল সময়ে ॥
শিশু সঙ্ঘ লুপ্ত হতে তাহে রক্ষা পায়।
সারাবিশ্বে শোভে আজ পরিপূর্ণতায় ॥

তেরশত চার সনে চৈত্র মাস করে।
আতঙ্কের ছায়া গোটা কলিকাতা জুড়ে ॥
সে শহর মহামারী প্লেগের কবলে।
বহুলোক রোজ মারা যায় তার ফলে ॥
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তাঁহার ইচ্ছায়।
সন্ন্যাসী ও ভক্তদল সেবা করে যায় ॥
সে সেবার ব্যাপকতা দিনে দিনে বাড়ে।
অপ্রতুল অর্থ সেথা বাধার আকারে ॥
তা' হেরি স্বামীজী কন হইয়া অধীর।
মোরা হই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ফকির ॥
মুষ্টি ভিক্ষা করে থাকি গাছের তলায়।
মোদের কাটাতে দিন কোন বাধা নাই ॥
সেইহেতু মঠ জমি হলে দরকার।
বিক্রয় করিয়া অর্থ করহ যোগাড় ॥
সেই কথা সারদা-মা করিয়া শ্রবণ।
স্নেহভরে স্বামীজীকে বলেন তখন ॥
শ্রীপ্রভুর মঠবাড়ি যেথায় বেলুড়ে।
কিভাবেতে তাহা তুমি দেবে বিক্রী করে ॥
স্থাপনার কালে মনে রেখেছ নিশ্চয়।
সঙ্কল্পাদি সব কিছু মোর নামে হয় ॥
করেছ উৎসর্গ মঠ প্রভুরে তোমার।
সে মঠ বিক্রীতে তব কোথা অধিকার ॥
কিছু থামি সারদা-মা স্নেহভরা মনে।
পুনরায় বলে যান দৃঢ়তার সনে ॥
আর্তদের সেবাকার্য মহৎ নিশ্চয়।
মহত্তর হয় যদি সঙ্ঘ স্থায়ী হয় ॥
প্রভুমঠ শুধু মাত্র একটি সেবায়।
নিঃশেষিত হয়ে যাবে ভাবা নাহি যায় ॥
শ্রীপ্রভুর শত কাজ সারা বিশ্ব জুড়ে।
একথা সর্বদা ধরি রাখিও অন্তরে ॥
প্রভুর অনন্ত ভাব কৃপার আকারে।
ছড়িয়ে পড়িবে ত্বরা বিশ্বের মাঝারে ॥
সারা বিশ্ব সেই ভাবে অতীব নিশ্চয়।
যুগে যুগে সর্বরূপে থাকিবে তন্ময় ॥
একান্ত বাস্তব তথ্য করিয়া শ্রবণ।
স্বামীপাদ করজোড়ে বলেন তখন ॥
না বুঝিয়া ভুল কথা বলিয়াছি আমি।
কৃপা করে ক্ষম, মাগো, তুমি অন্তর্যামী ॥
যুক্তি তথ্য বাদে শুধু আবেগের ভরে।
উদ্যত ছিলাম আমি মঠ বিক্রী তরে ॥

স্বগত উক্তির সম বলেন আবার।
মঠ বিক্রী তরে সত্যি নাহি অধিকার ॥
রাজা মহারাজ মঠে অধ্যক্ষ স্বরূপে।
সন্ন্যাসী শরৎ সেথা সম্পাদক রূপে ॥
সেইহেতু মঠ তরে কিছু করিবার।
একমাত্র তাহাদেরই আছে অধিকার ॥
স্বামীজী আপন ভুল বুঝি মনে মনে।
করজোড়ে রন সেথা লজ্জিত বদনে ॥
মনে-প্রাণে বুঝিলেন সারদা-জননী।
সর্বভাবে সত্যিকার সঙ্ঘের জননী ॥
প্রখর বাস্তব বুদ্ধি, যুক্তি ও বিচার।
দূরীভূত করে দিল খেয়ালে আমার ॥
সাষ্টাঙ্গে বন্দিয়া পুনঃ জননী চরণ।
তৃপ্ত চিত্তে স্বামীপাদ করেন গমন ॥
কি ভাবেতে শিশুসঙ্ঘ আরও একবার।
প্রসঙ্গ হতে রক্ষা পায় বর্ণিব এবার ॥
পরাধীন মাতৃভূমি করিতে স্বাধীন।
নানা আন্দোলন তবে চলে প্রতিদিন ॥
কাহারো অহিংস পথে থাকে কর্মধারা।
সশস্ত্র বিপ্লব কথা ভাবেন অন্যেরা ॥
সন্ত্রাসবাদীরা এবে জাগায় সন্ত্রাস।
ইংরাজ শাসক মনে জাগে মহাত্রাস ॥
তাহাদিকে সর্বভাবে করিতে নির্মূল।
নানা অত্যাচার করে শাসকের কুল ॥
শ্রীঠাকুর-স্বামীজীর আদর্শের টানে।
যুবকেরা যোগ দেন মঠে ও মিশনে ॥
সেইদলে কিছু কিছু ছিলেন তাঁহারা।
সন্ত্রাসবাদীর দলে আছিলেন যাঁরা ॥
প্রভুকে আশ্রয় করি ত্যজি গৃহজন।
করেন অনেকে তাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ ॥
নিজ মোক্ষ হেতু আর দেশের সেবায়।
একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করেন সদাই ॥
প্রমাদ, সন্দেহ, ভয় কাহারো থাকিলে।
রজ্জুতেও সর্পভ্রম করে তার ফলে ॥
সেইমত সেইকালে শাসকের কুল।
বুদ্ধিবিবেচনা শূন্য সন্দেহে আকুল ॥
তাদের সন্দেহ হয় সন্ত্রাসবাদীরা।
মঠে থাকে তবু রাখে পূর্ব কর্মধারা ॥
দেশবাসী এ-সন্দেহের হবে অংশীদার।
তা ভাবি চালায় তারা বিবিধ প্রচার ॥

লর্ড কারমাইকেল অতি ধুরন্ধর।
সেইকালে বঙ্গদেশে তিনি গভর্নর ॥
তেরশ তেইশ সালে দরবার ভাষণে।
তিনি কন, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে ॥
যোগ দেয় যে সকল সন্ত্রাসবাদীরা।
তাদের উদ্দেশ্য শুধু দল বৃদ্ধি করা ॥
তাহারা গেরুয়া পরে, কিন্তু আমি জানি।
সবারে বিপ্লব তরে দেয় উস্কানি ॥
সবার উচিত তাহে হওয়া সাবধান।
যাতে সেথা নাহি যায় তাদের সন্তান ॥
মঠ মিশনের প্রতি কটাক্ষ করায়।
নানাভাবে প্রতিক্রিয়া দেশে দেখা যায় ॥
মঠের হিতৈষী আর সাধু ভক্তগণ।
বিচলিত হইলেন তাহার কারণ ॥
তাঁহারা করেন চিন্তা কি করা উচিত।
যাতে হয় সর্বভাবে মিশনের হিত ॥
কেহ কেহ তাহাদের মধ্যে বলে যান।
শুধুমাত্র একটিই আছে সমাধান ॥
যাদের সংস্রব ছিল রাজনীতি সাথে।
তাদের বিদায় দেওয়া হোক মঠ হতে ॥
মঠাধ্যক্ষ দাক্ষিণাত্যে রন সেইকালে।
তাঁর যুক্তি নাহি পাওয়া যায় তার ফলে ॥
মিশনের সম্পাদক শরৎ সন্ন্যাসী।
তাঁর মনে এর ফলে চিন্তা রাশি রাশি ॥
পূর্বের সংস্রব ত্যজি যারা সর্বভাবে।
মঠেতে দিয়েছে যোগ আদর্শ প্রভাবে ॥
তাহাদের প্রভুমঠে নাহি হবে ঠাঁই।
কিছুতেই মন তাঁর নাহি দেয় সায় ॥
লীলাপুষ্টি হেতু মাতা সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
সেইকালে আছিলেন তিনি উদ্বোধনে ॥
দ্বিধাগ্রস্ত চিন্তাকুল সন্ন্যাসী শরৎ।
সকলি জানান মাকে করি দণ্ডবৎ ॥
সব শুনি মাতা কন দৃঢ়তার সনে।
এইসব চিন্তা কভু নাহি এনো মনে ॥
মঠ-মিশনের সৃষ্টি প্রভুর ইচ্ছায়।
ত্যাগী ও সন্ন্যাসী যেথা থাকিবারে পায় ॥
প্রভুমঠে থাকে তাহা নিয়মের বেশে।
অধর্ম লঙ্ঘন করা তাহা রাজরোষে ॥
ঠাকুরের নামে যারা হয়েছে সন্ন্যাসী।
সর্বভাবে যারা তাঁর কৃপার প্রত্যাশী ॥

তাহারা সকলে রবে, শ্রীপ্রভুর মঠে।
নয়তো কেহই নাহি রবে, মোর মতে ॥
সত্যের স্বরূপ মোর প্রভু ভগবান।
সত্যাশ্রয়ী হয়ে থাকে সে-সব সন্তান ॥
আমার ছেলেরা যদি প্রয়োজন হয়।
গাছের তলায় তারা লইবে আশ্রয় ॥
তবু তারা কিছুতেই যে-কোন কারণে।
সত্যভঙ্গ না করিবে জীবনে মরণে ॥
কিছু থামি সারদা-মা বলেন আবার।
লাটসাহেবের কাছে যাও একবার ॥
বুঝিয়ে বলিবে তাঁকে মঠে ও মিশনে।
কিভাবেতে সেবাকার্য চলে নিষ্ঠাসনে ॥
সবিস্তারে কর্মধারা যদি বলা হয়।
বুঝিবেন তাহা তিনি আমার প্রত্যয় ॥
মায়ের নির্দেশমত কাজ করা হলে।
সে সমস্যা দূরীভূত হয় তার ফলে ॥
শরতের হতে সব শুনি গভর্ণর।
পূর্বের বক্তব্য করে নেন প্রত্যাহার ॥
সারদা-মা শুভঙ্করী সঙ্ঘের জননী।
কল্যাণী বাস্তববুদ্ধি রাখিতেন তিনি ॥
তার ফলশ্রুতিরূপে দেখে সর্বজন।
আশু ধ্বংস হতে রক্ষা পাইল মিশন ॥
এঘটনা হতে আরও দেখিবারে পাই।
মিশনের ভিত্তিরূপে যাহা শোভা পায় ॥
সত্যরূপী শ্রীঠাকুর সত্যের আধার।
মঠে ভিত্তিরূপে সত্য রবে অনিবার ॥
কামারপুকুরধামে প্রভু জন্মস্থান।
সর্বতীর্থ সাররূপী মহাতীর্থ স্থান ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া সারদা-জননী।
জয়রামবাটীধামে অবতীর্ণা তিনি ॥
সারদা-মা অবতীর্ণা হন যেই স্থানে।
সর্বতীর্থ বিরাজিত থাকে সেইস্থানে ॥
মহাশক্তিপীঠরূপে সেই পুণ্যস্থান।
আলোক-বর্তিকা সম থাকে জ্যোতিষ্মান।
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ তরে এই দুটি স্থান।
পরম পবিত্ররূপে থাকে বিদ্যমান ॥
মহাতীর্থ স্থান দুটি জগতেরও কাছে।
মর্ত্যেতে অমর্ত্যরূপে সদাই বিরাজে ॥
এই তীর্থস্থান দুটি হয় সবাকার।
আত্মীয়জনের তাহে নাহি অধিকার ॥

সঙ্ঘের জননীরূপে সারদা-জননী।
অনুরূপ বন্দোবস্ত করে দেন তিনি ॥
জয়রামবাটীধামে সভক্তি অন্তরে।
মাতৃধাম তৈরী হয় জননীর তরে ॥
জগদ্ধাত্রী পূজা হয় বছরে বছরে।
দশ বিঘা জমি কেনা হয় তার তরে ॥
জমিজমা, সেই বাড়ি, মার জন্মস্থান।
জগদ্ধাত্রী নামে মাতা করেন প্রদান ॥
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ থাকে সারা বিশ্বজুড়ে।
সে সব চালনা ভার থাকে ট্রাস্টি 'পরে ॥
রক্ষণাবেক্ষণ হেতু জননী তখন।
ট্রাস্টি 'পরে সে সকল করেন অর্পণ ॥
শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ প্রভুর সন্তান।
প্রভুতে অর্পিত থাকে দেহ মন প্রাণ ॥
'অর্চনা আলয়' নামে প্রভুর মন্দির।
স্থাপেন দেবেন্দ্র তাহা হইয়া অধীর ॥
প্রভুর অর্চনালয়ে ধূমধাম করে।
উৎসব হয় সেথা বছরে বছরে ॥
তেরশ ছাব্বিশ সনে চৈত্রের গোড়ায়।
শ্রীপ্রভুর উৎসব চলেছে সেথায় ॥
রামলাল দাদা সেথা যোগদান তরে।
সনির্বন্ধ অনুরোধে যান প্রীতিভরে ॥
লক্ষ্মীদিদি, কৃষ্ণময়ী তাঁর সঙ্গে যান।
দক্ষিণ শহর হতে চড়ি অশ্বযান ॥
সেইকালে সারদা-মা রন উদ্বোধনে।
প্রথমেই যান সেথা ভক্তিভরা মনে ॥
সেথা পৌঁছি জননীকে প্রণামের তরে।
সকলেই ভক্তি ভরে গেলেন উপরে ॥
জননীর শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া।
রামলাল দাদা তবে আসেন নামিয়া ॥
মার সনে নানা কথা হয় আলোচিত।
তার সাথে প্রভুকথা হয় উত্থাপিত ॥
জননী তাঁদের কন সপ্রেম অন্তরে।
প্রভুর মন্দির হবে কামারপুকুরে ॥
জননীকে লক্ষ্মীদিদি শুধান তখন।
প্রভুস্থানে শ্রীমন্দির হইবে যখন ॥
রক্ষণাবেক্ষণ তার সকল সময়।
আমাদের হেফাজতে থাকিবে নিশ্চয় ॥
প্রভুবংশে ছেলেপিলে থাকিবে যাহারা।
মন্দিরে করিবে পূজা নিশ্চয় তাহারা ॥

তাহা শুনি সারদা-মা বলেন সেথায়।
কি ভাবে হইবে তাহা ভেবে নাহি পাই॥
এরা সব সাধু ভক্ত ছেড়েছে সংসার।
ইহাদের নাহি থাকে জাতির বিচার॥
ভিন্ন ভিন্ন দেশ হতে আসিবে তখন।
সাহেব-সুবোর সনে কত লোকজন॥
সকলেই ভক্তি ভরে আসি প্রভুস্থানে।
প্রয়োজনে তারা সবে থাকিবে সেখানে॥
না থাকে ভক্তের মাঝে জাতির বিচার।
ভক্তদেরই নিয়ে শুধু প্রভুর সংসার॥
গৃহীদের তরে থাকে আলাদা সমাজ।
রীতি অনুযায়ী যেথা হতে হবে কাজ॥
ছেলেমেয়ে যারা আছে তোদের সংসারে।
তাদের বিবাহ হবে প্রথা অনুসারে॥
সেহেতু তোদের সব মোর অনুভবে।
সাধুদের সঙ্গে থাকা উচিত না হবে॥
বেলুড়েতে ট্রাস্টীরূপে আছয়ে যাহারা।
প্রভুস্থানও দেখাশুনা করিবে তাহারা॥
কিছু থামি সারদা-মা পুনরায় কন।
তোদের এখন ঘর রয়েছে যেমন॥
অনুরূপ ঘরবাড়ি গড়িয়া অদূরে।
তোদের হইবে দেওয়া থাকিবার তরে॥
রঘুবীর, শীতলা-মা গৃহের দেবতা।
তাঁদেরও মন্দির পাকা হইবেক সেথা॥
তাঁহাদের পূজোর্চনা করিবার তরে।
অধিকার রবে সদা তোদের উপরে॥
রামলাল, তুই, শিবু তোরা তিনজন।
সাধুসনে রবি সেথা করিলে গমন॥
প্রসাদ পাইবি সেথা মন্দির হইতে।
সর্বভাবে ভাল ইহা হবে মোর মতে॥
মায়ের প্রস্তাবগুলি করিয়া শ্রবণ।
সকলেই করিলেন তাহা সমর্থন॥
সন্ন্যাসী সারদানন্দ সে কথা শুনিয়া।
করিলেন সমর্থন আনন্দে ভাসিয়া॥

সঙ্ঘের জননীরূপে জননী সারদা।
সঙ্ঘ তরে ভূমা দৃষ্টি রাখিতেন সদা॥
জননীর স্নেহ দিয়া করিয়া লালন।
প্রভুসঙ্ঘে করিতেন রক্ষা সর্বক্ষণ॥
সঙ্ঘজননীকে সদা জানাই প্রণাম।
প্রভু কৃপা যাতে আমি পাই অবিরাম॥

সারদা পুঁথির কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পঠনে স্নিগ্ধ হয় মন প্রাণ॥
জননীর লীলা কথা হয় যেইস্থানে।
প্রভু রামকৃষ্ণ সদা রন সেইস্থানে॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা সবে লভিতে অপার।
'হরি রামকৃষ্ণ' জোরে বল তিনবার॥

শ্রীশ্রীসারদা-পুঁথি

গৃহিণী

জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন।
লীলার প্রকটহেতু মর্ত্যে আগমন॥

জয় জয় বিশ্বমাতা ব্রহ্মসনাতনী।
জয় জয় শ্যামাসুতা সারদা-জননী॥
সন্তানের পাপ-তাপ যত কাদা ধূলি।
মুছিয়া স্নেহের করে নাও কোলে তুলি
জয় জয় সত্যানন্দ, প্রেমানন্দময়।
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয়॥
প্রেমের মুরতি তুমি, তুমি মোর সার
তোমার চরণে রাজে অনন্ত সংসার॥

তুমি যারে কৃপা কর কে নাশিবে তারে
তোমার কৃপাই সার বিশ্বচরাচরে॥

আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্বপ্রসবিনী।
লীলাদেহে তিনি হন সারদা-জননী॥
জননীর ঘরবাড়ী ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া।
সব কিছু ঘোরে কেন্দ্র তাঁহাকে করিয়া॥
স্বরূপেতে আদ্যাশক্তি সারদা-জননী।
সে হিসাবে তিনি হন বিশ্বের গৃহিণী॥
লীলাদেহে লোকবত্তু মার আচরণ।
কিরূপ গৃহিণী সেথা দিব বিবরণ॥
স্বভাবতঃ দেখা যায় বিবাহের পরে।
মেয়েরা গৃহিণী হন শ্বশুরের ঘরে॥
কামারপুকুরে মার শ্বশুর আলয়।
মাঝে মাঝে সেথা তাঁর অবস্থিতি হয়॥
জয়রামবাটী হয় মার পিতৃধাম।
মহাশক্তিপীঠরূপী মহা তীর্থস্থান॥
জননীর যবে হয় দেশে আগমন।
পিতৃধামে বেশীভাগ থাকেন তখন॥
দেশে যবে অবস্থান করেন জননী।
সেথা তবে লোকবত্তু অভিজ্ঞা গৃহিণী॥
সেইসব লীলাকথা সভক্তি অন্তরে।
বর্ণনা করিব এবে পুঁথির মাঝারে॥
শ্রীমতী অঘোরমণি মার বাল্যসখী।
খেলাধূলা করিতেন একসনে থাকি॥
স্মৃতিকথা স্মরি তিনি বলিতেন সদা।
খুব সাদাসিধে রূপে থাকিত সারদা॥
সরলতাপূর্ণ সদা ছিল তার মন।
তার সাথে ঝগড়া কারো না হত কখন॥
খেলাকালে মেয়েদের বাধিলে কলহ।
সারদা মিটিয়ে তাহা দিত অহরহ॥
সমবয়সীর সনে খেলায় সারদা।
গৃহিণী অথবা কর্তা সাজিত সর্বদা॥
এই সব উক্তি হতে মোরা সবে জানি।
সারদা-মা আছিলেন আজন্ম গৃহিণী॥
পিতামাতা তাঁহাদের প্রথম সন্তান।
সারদা-মা সবাকার বহু স্নেহ পান॥
জননীর সহোদর পাঁচজন হয়।
প্রসন্ন, উমেশ কালী, বরদা, অভয়॥
আঠারো-উনিশ যবে উমেশ বয়সে।
পরলোকে যাইলেন তিনি দৈববশে॥
ডাক্তারী শাস্ত্রের পাঠ করি সমাপন।
পরলোকে যান তবে অভয় চরণ॥
জননীর আছিলেন জনৈকা ভগিনী।
সর্বগুণ সমন্বিতা নাম কাদম্বিনী॥
অল্প বয়সে তিনি বিবাহের পরে।
অপুত্রক অবস্থায় যান দেহ ছেড়ে॥

উপার্জনক্ষম হয়ে মায়ের ভায়েরা।
পৃথক পৃথক গৃহ বানান তাঁহারা ॥
জননীর বড় ভাই প্রসন্ন কুমার।
রামপ্রিয়া সনে হয় বিবাহ তাঁহার ॥
বড় মামী মারা গেলে মামা পুনরায়।
বিবাহ করেন পরে দৈবের ইচ্ছায় ॥
মামার দ্বিতীয়া পত্নী নাম সুবাসিনী।
তাঁহাকে অশেষ কৃপা করেন জননী ॥
শ্রীকালীকুমার নামে যাঁর পরিচয়।
সুবোধবালার সনে তাঁর পরিণয় ॥
শ্রীমান ভূদেব আর শ্রীরাধারমণ।
তাঁহাদের পুত্ররূপে লভেন জনম ॥
বরদা-মামার জায়া নাম ইন্দুমতী।
কর্মেতে বড়ই পটু সদা ভক্তিমতী ॥
ছোটমামী সুরবালা হন পাগলিনী।
তাঁহার তনয়া রূপে দিদি রাধারাণী ॥
জননীর হতে ছোট মামারা সবাই।
অফুরন্ত স্নেহ তাহে পেতেন সদাই ॥
মাতার মৃত্যুর পরে জননী সারদা।
অভিভাবিকার রূপে থাকিতেন সদা ॥
মামারা, মামীরা আর তাঁদের ছেলেরা।
মার পরিবারে সভ্য থাকেন তাঁহারা ॥
সেই পরিবারে মাতা গৃহিণী স্বরূপে।
নানা লীলা করে যান 'লোকবত্তু' রূপে।
জননীর পাদপদ্ম স্মরি বারবার।
সেইসব লীলাকথা বর্ণিব এবার ॥
সেজোমামী তাঁর নাম হয় ইন্দুমতী।
জননীর শ্রীচরণে সদা ভক্তিমতী ॥
একাদশ বর্ষ তাঁর বয়স যখন।
শ্বশুরে আলয়ে তবে হয় আগমন ॥
যদিও সম্পর্কে মাতা হন ননদিনী।
তবু তাঁকে 'মা' বলিয়াই ডাকিতেন তিনি।
বড়ই মধুর হয় তাঁর আচরণ।
মার কাজে মার পাশে সদা অনুক্ষণ ॥
যে-কোন কাজের কথা বলিলে জননী।
সমাপিত করিতেন সে কাজ তখনি ॥
গোলাপ, যোগীন আর মাষ্টার-ঘরণী।
আছিলেন সেইকালে যেথায় জননী ॥
সেজোমামী নানা কাজ করেন সর্বদা।
মাষ্টার ঘরণী তাহে বলেন একদা ॥

মাগো, তব ছোট ঝি-টি খুব ভাল কাজে।
সকল সময় কাজ করে মুখ বুঁজে ॥
সারদা-মা কন তবে হাস্য করে অতি।
বরদার বৌ ওটি, নাম ইন্দুমতী ॥
জননীর কথা শুনি সকলে তাঁহারা।
ঝি-রূপী মামীকে দেখে হেসে হন সারা ॥
জয়রামবাটীধামে জননী সারদা।
মামীকে ডাকিয়া কাছে বলেন একদা ॥
বয়সে বালিকা তাই সদানিষ্ঠ মনে।
করিবি প্রভুর কাজ খুব সাবধানে ॥
বড়ই জাগ্রত হন ঠাকুর আমার।
অপরাধ ঘটে যাবে হলে অনাচার ॥
সেজো মামী, নলিনীদি বালিকা তখন।
সেহেতু অক্ষম তবে করিতে রন্ধন ॥
তাঁহাদের ডাকি মাতা কন স্নেহ ভরে।
মোর হতে রান্না শিখে নিবি যত্ন করে ॥
কখনো তোদের মনে না রাখিবি আশ।
আমি রান্না করে যাব হেথা বারোমাস ॥
সেজোমামী পরে যবে নিপুণা রাঁধুনী।
তখন তাঁহাকে কন সারদা-জননী ॥
আমরুল, গিমাশাক খেতে ভাল লাগে।
ডুমুরের ডালনাও খাই অনুরাগে ॥
ঐ সব রান্না তুই করিয়া যতনে।
মোর তরে দিয়ে যাবি নূতন ভবনে ॥
মামীর প্রথম পুত্র নাম ক্ষুদিরাম।
সেই নাম হতে 'খুদি' হয় ডাকনাম ॥
প্রভু পিতা সনে নাম এক হয়ে যায়।
মাতা তাহে 'ফুদি' নামে ডাকেন সদাই ॥
খুদি ভালবাসে ফল সেকথা স্মরিয়া।
পাঠাতেন ফল মাতা পার্শেল করিয়া ॥
দেশে থাকা কালে মাতা আহারের পরে।
রাখিতেন দুধ-ভাত ক্ষুদিরাম তরে ॥
মনে মনে সেইকালে ডাকিলে জননী।
খুদি-ও 'পিসিমা' বলে আসিত তখনি ॥
স্নেহভরে মাতা তবে বলেন তাহারে।
ডাকিতেছিলাম আমি খাইবার তরে ॥
সেজোমামী তাহে কন অনুযোগ করে।
ভালমন্দ খেতে তাকে দাও স্নেহভরে ॥
পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, মাগো, গরীবের ছেলে।
ভবিষ্যতে কষ্ট খুদি পাবে এর ফলে ॥

তাহা শুনি সারদা-মা বলেন উত্তরে।
এর তরে চিন্তা নাহি করিস্ অন্তরে॥
তখন প্রবাদবাক্যে বলেন জননী।
'যে খায় চিনি তারে যোগায় চিন্তামণি'॥
জননীর যাত্রাকালে কলিকাতা তরে।
ক্ষুদিরাম মার পাশে ঘুরঘুর করে॥
শুধু বলে আমি যাব পিসীমার সনে।
নানাভাবে বোঝালেও তাহা নাহি শোনে॥
অনন্তর হাত হতে জননী খুলিয়া।
সোনার আংটি তাকে দেন পরাইয়া॥
সেইসনে এক কুঁদো দানিয়া মিছরি।
শ্রীমান খুদিকে মাতা কন স্নেহ করি॥
যখনই আমার কথা মনে পড়ে যাবে।
তখনই মিছরি নিয়ে হেথা বসে খাবে।
সারদা-মা যেইকালে রন উদ্বোধনে।
একদা খুদি-ও সেথা সেজোমামী সনে॥
তাহাকে দেখিয়া মাতা সস্নেহে শুধান।
কি মল লইতে ইচ্ছা ধরে তব প্রাণ ?।
শ্রীমান বলিল তবে আধো-আধো স্বরে।
লইব 'দেতুরে' মল পরিবার তরে॥
তাহা শুনি মাতা কন, গোপালের মত।
নূপুর তোমারও তরে হইবে নির্মিত॥
ভক্তিমতী গোলাপ-মা সেকথা শুনিয়া।
গোপালের মত মল দেন গড়াইয়া॥
শ্রীমান খুদিকে স্নেহে জননী সারদা।
'কি দিয়ে খাইলে ভাত ?' শুধান একদা॥
দুইদিকে দুই হাত প্রসারিত করে।
বীরদর্পে ক্ষুদিরাম বলে ক্ষোভভরে॥
এতবড় মাছ, পিসী, হয়েছিল কেনা।
আমাকে দিয়েছে কিন্তু ছোট্ট একখানা॥
অপরাহ্নে সেজোমামী করিলে গমন।
সারদা-মা সেইকথা শুধান তখন॥
তাহা শুনি সেজোমামী বলেন উত্তরে।
আজ তো মা কোন মাছ আসে নাই ঘরে॥
সেজোমামী হতে তাহা করিয়া শ্রবণ।
হাসিতে হাসিতে মাতা বলেন তখন॥
উমেশ নামেতে মোর ছিল এক ভাই।
সে যাহা বলিত আগে ক্ষুদি বলে তাই॥
একদা মায়ের পূজা ভক্তগণ করে।
ক্ষুদিরাম দেখে তাহা সুতীক্ষ্ন নজরে॥

অনন্তর ক্ষুদে ভক্ত গম্ভীর বদনে।
'হাঁটি, হাঁটি' পোঁছায় মায়ের চরণে॥
মার পায়ে এক হাত করিয়া স্থাপন।
মুঠো মুঠো ফুল তবে করিল অর্পণ॥
তাহা হেরি তাকে কোলে তুলিয়া আদরে।
বলিতে থাকেন তবে মাতা স্নেহ ভরে॥
তোরা সবে মুক্ত হয়ে আছিস হেথায়।
সেই হেতু ফুল দেওয়া প্রয়োজন নাই॥
খুদির বয়স যবে আড়াই বছর।
মামীর অম্বল রোগ তবে ঘোরতর॥
ভালভাবে সে রোগের চিকিৎসার তরে।
মামীকে আনান কাছে মাতা স্নেহভরে॥
শ্যামাদাস কবিরাজ খুব নাম তাঁর।
তাঁকে দেওয়া হয় তবে চিকিৎসার ভার॥
তাহাতে না হলে ফল সারদা-জননী।
টোটকা ঔষধ নানা খাওয়াতেন তিনি॥
সেকালে করেন মামী রোজ গঙ্গাস্নান।
অবশেষে সে রোগের ঘটে অবসান॥
মামীকে বলেন মাতা পরবর্তী কালে।
যখন আছিলি তুই রোগের কবলে॥
সেই কালে চিন্তা ছিল সতত অন্তরে।
মোর দুঃখ বেড়ে যাবে যদি যাস্ মরে॥
যাহাতে উঠিস্ সেরে তাহারি কারণে।
জানাতাম প্রার্থনাদি চেয়ে গঙ্গাপানে॥
বিজয় নামেতে পুত্র জন্মিল যখন।
মামীর অসুখ পুনঃ হইল তখন॥
জয়রামবাটীধামে তখন জননী।
মামীর কারণে সদা ব্যতিব্যস্ত তিনি॥
ডাক্তার যথার্থ ঘোষ, ডাক্তার নলীন।
ডাক্তার বৈকুণ্ঠ সনে দেখে প্রতিদিন॥
মামীর অসুখে মার কষ্ট অবিরত।
মাতাও অসুখে তবে হন শয্যাগত॥
একদা মামীকে পরে বলেন সেথায়।
তোর ছেলে হলে আমি বড় কষ্ট পাই॥
তোর যত কষ্ট হয় কষ্ট তারও বেশী।
নানারূপ চিন্তা করে পাই অহর্নিশি॥
তুই যদি মরে যাস দৈব ইচ্ছা মতে।
তোর ছেলেদেরও তবে হইবে দেখিতে॥
সেইহেতু আশীর্বাদ করি বারবার।
তোর যেন ছেলে কভু নাহি হয় আর॥

মামীর দ্বিতীয় পুত্র জন্মিবার পরে।
মামী বহু কষ্ট পান অসুখের তরে॥
সেইসব দুঃখ মাতা করিয়া স্মরণ।
দুঃখীরাম নাম তার রাখেন তখন॥
যোগীন-মা, গোলাপ-মা বলিলেন তবে।
তুমি যা রাখিবে নাম তাই ঘটে যাবে॥
একে তো অশেষ দুঃখ পায় অবিরাম।
সেইহেতু নাম নাহি রেখো দুঃখীরাম॥
সকলের অনুরূপ কথাবার্তা শুনি।
তাহাকে 'বিজয় কৃষ্ণ' বলেন জননী॥
ছোট মামী সুরবালা হন পাগলিনী।
তাঁহার তনয়া হন দিদি রাধারাণী॥
পাগলিনী রন সদা আপন খেয়ালে।
দিদি তাহে কষ্ট পান অযত্নের ফলে॥
সেহেতু কৃপায় মাতা নেন তাঁর ভার।
পাগলিনী তাহে খোঁটা দেন বারবার॥
ছোট-মামী মাকে কন সময় সময়।
তোমার অনেক ভাজ দেখিতেছি রয়॥
রাধুর বদলে নাও তাহাদের ছেলে।
তুমি কি রাধুকে নেবে, তাই জন্মেছিলে॥
একদিন সারদা-মা ছোট মামী তরে।
গরদের বস্ত্র এক দেন স্নেহ ভরে॥
রাধু তরে রাগারাগি হয়েছিল আগে।
মামী তাহে বস্ত্রখানি ছুড়ে দেন রাগে॥
অনন্তর পাগলিনী খেয়ালে আপন।
জননীকে লক্ষ্য করি বলেন তখন॥
ভাল ভাল ভাজ তব যেথা বিদ্যমান।
এ কাপড় তাহাদের কর তুমি দান॥
পাগলে সকলি কয় ভাবি মনে মনে।
মাতা সহ্য করে যান উপেক্ষার সনে॥
উদ্বোধনে সারদা-মা সেজোমামী তরে।
গড়িয়ে সোনার চুড়ি দেন স্নেহভরে॥
সেজোমামী করেছেন সেগুলি ধারণ।
হেনকালে সারদা-মা করেন শ্রবণ॥
কান্না যেন নীচে থেকে বলে জোরে জোরে।
পাগলিনী মামী এবে চলেছে উপরে॥
তাড়াতাড়ি মাতা তবে পূজা ঘর হতে।
আসিয়া মামীকে কন স্নেহভরা চিতে॥
হাত থেকে ঠাণ্ডা কর এই চুড়িগুলি।
অন্য চুড়ি কিনে দেব এলে চুড়িওলী॥

বড় মামী ছোট মামী উভয়ে তাঁহারা।
একদিন কলহেতে হন আত্মহারা॥
বড় মামা মাকে তবে কন ক্ষোভ ভরে।
ইহার সুরাহা দিদি, দাও তুমি করে॥
দু' মামীও সেইকালে হইয়া অধীর।
জননীর সন্নিকটে হলেন হাজির॥
ছোটমামী যথারীতি আপন খেয়ালে।
জননীকে কটুবাক্য যান সেথা বলে॥
তাহে মাতা কন, আমি আছি যতক্ষণ।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব হেথা আছে ততক্ষণ॥
এই স্থান হতে আমি চলে যাব যবে।
তোদেরও দুঃখের আর শেষ নাহি রবে॥
জগদ্ধাত্রী স্বরূপিনী জননী সারদা।
ধরাকে অসীম ধৈর্যে রাখেন সর্বদা॥
সেই মত ধৈর্য নিয়ে জননী আমার।
এই সব সহ্য করে যান অনিবার॥
বড় মামী তাঁর নাম দেবী সুবাসিনী।
তাঁহাকে অশেষ স্নেহ করেন জননী॥
মার পদে থাকে তাঁর আন্তরিক টান।
জননী করেন তাঁকে মহামন্ত্র দান॥
সারদা-মা সম্পর্কেতে হন ননদিনী।
'মা' বলে ডাকেন তবু মামী সুবাসিনী॥
বলরাম বাড়ুজ্যেরা জ্ঞাতি সম্প্রদায়।
জয়রামবাটীধামে তাঁদের আলয়॥
একদা মনসাপুজো সুবাদে তাহার।
মার সনে নিমন্ত্রণ হয় সবাকার॥
বলরাম খাওয়ালেন সবে যত্ন করি।
উৎসব হেতু কিন্তু খেতে হয় দেরী
মায়ের আলয়ে তবে রাত্রির বেলায়।
ভাত রান্না করিবারে কেহ নাহি চায়॥
নলিনীও বলিলেন রান্না নাহি হবে।
একটিন মুড়িতেই রাত কেটে যাবে॥
বড় মামী কিন্তু তাহে নাহি দিয়ে মন।
দু'সের চালের ভাত রাঁধেন তখন॥
রাঁধা হলে দেখা গেল সকলে সেথায়।
রান্না করা সেই ভাত খুশী মনে খায়॥
পরদিন তরকারি কুটিবার কালে।
সারদা-মা সকলেরে কন কথাচ্ছলে॥
বারণ করিয়াছিল রাঁধিতে নলিনী।
তবু ভাত রেঁধেছিল বৌ সুবাসিনী॥

একটিন মুড়ি দেখ বেঁচে গেল তাতে।
না হলে আবার মুড়ি হইত ভাজাতে ॥
কিছু থামি সারদা-মা বলেন তখন।
সেইক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রবাদ বচন ॥
জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ।
যে বুঝে সেই শ্রেষ্ঠ ॥
নূতন আলয়ে যবে থাকেন জননী।
একদা ঝাড়েন ঝুল সেথা সুবাসিনী ॥
পুরানো কাগজপত্র তবে ফেলা হয়।
তার মাঝে এক তাড়া নোট ঢুকে রয় ॥
বড়মামী তাহা হেরি ভক্তি ভরা মনে।
আনিয়া দিলেন তাহা জননী চরণে ॥
সারদা-মা তাহা হেরি স্নেহচুমা খান।
সবার উদ্দেশে তবে মাতা বলে যান ॥
গোরদাসী বুদ্ধিমতী হয় সত্যিকার।
সেইহেতু বড়বৌ হয়েছে আমার ॥
অরাজী ছিলাম আমি ঘরে মন্ত্র দিতে।
গোরদাসী বলে মোরে তবে ভক্তিমতে ॥
একটি তোমার হয়ে থাকুক জননী।
সেহেতু লভুক মন্ত্র মামী সুবাসিনী ॥
কিছু থামি সারদা-মা কন ক্ষোভভরে।
কাকেও বিশ্বাস নাই এই পরিবারে ॥
একদিন স্নান শেষে দেখি ক্ষুণ্ণ মনে।
নলিনী খুলেছে বাক্স সবার গোপনে ॥
একদিন বড়মামী আকুলিত প্রাণে।
নিবেদন করিলেন মাতৃ সন্নিধানে ॥
তুমি মাগো কৃপাময়ী, কৃপার আধান।
কৃপাভরে করিয়াছ মোরে মন্ত্রদান ॥
কিন্তু মাগো নাহি জানি সাধন ভজন।
ইষ্টনাম জপিতেও নাহি বসে মন ॥
বরাভয়া মাতা তবে কন স্নেহসনে।
চিন্তা নাহি করো তুমি তাহার কারণে ॥
যে সকল কাজ করে যাও দিবানিশি।
সদা জেনো তাহা হয় সাধনেরো বেশী ॥
ঠাকুরের কাছে বলো সকল সময়।
কৃপা কর, যাতে মোর ভক্তিলাভ হয় ॥
ভক্তিমতী বড়মামী, তাঁহাকে একদা।
স্নেহভরে বলিলেন জননী সারদা ॥
থাকিবে সত্যের সঙ্গে তুমি অনিবার।
সত্যের সঙ্গেই সদা রেখো ব্যবহার ॥
সদানিষ্ঠ থাক যদি এই আচরণে।
কষ্ট না আসিবে কভু তোমার জীবনে ॥
কিছু থামি সারদা-মা বলেন আবার।
প্রীতিভরে যত্ন করে যাবে সবাকার ॥
যত্ন পেলে সকলেই আপনার হয়।
বনের পশুও যত্নে বশীভূত রয় ॥
পিতৃধামে সুবৃহৎ মার পরিবার।
তাহাদের মতিগতি বিভিন্ন প্রকার ॥
তবু মাতা সর্বক্ষণ সস্নেহ অন্তরে।
রাখেন সকল খোঁজ সবাকার তরে ॥
একদিন বড়মামী সভক্তি হৃদয়ে।
জননীর কাছে যান নূতন আলয়ে ॥
মামীকে শুধান তবে মাতা স্নেহক্ষবা।
দুপুরের রান্না, বৌ, হয়েছে কি সারা ?।
কি আজ রাঁধিলে তুমি দুপুরবেলায়।
জলযোগ করেছ কি সকালবেলায় ॥
অনন্তর সারদা-মা করি আশীর্বাদ।
মামীকে খাইতে দেন প্রভুর প্রসাদ ॥
মামীর দ্বিতীয়া কন্যা নামেতে বিমলা।
তাকে নিয়ে সংঘটিত হয় দৈবীলীলা ॥
জগদ্ধাত্রী জননীর পূজা যেই দিনে।
বিমলা অসুস্থ হয় তার পূর্বদিনে ॥
রোগের প্রকোপে পা উঠিল ফুলিয়া।
জ্ঞানহারা হয়ে থাকে শয্যায় পড়িয়া ॥
মহেশ্বরানন্দ নামে সন্ন্যাসী ডাক্তার।
দেখেন পরীক্ষা করে ধাত নাই তার ॥
ঔষধ যা দেওয়া হল না গিয়ে ভিতরে।
মুখ দিয়ে পড়ে গেল সকলি বাহিরে ॥
এ সংবাদ পাওয়া মাত্র সারদা-জননী।
বিমলার শয্যাপার্শ্বে আসেন তখনি ॥
বড়মামী জননীর শ্রীচরণ ধরে।
কাঁদিতে থাকেন তবে আকুলিত স্বরে ॥
অনন্তর জননীর নিয়ে পদধূলি।
মৃতপ্রাণ কন্যাটিকে দিলেন আকুলি ॥
মাতা তবে কন্যা দেহে শ্রীহস্ত রাখিয়া।
স্নেহভরে তিনবার দেন বুলাইয়া ॥
জগদ্ধাত্রী পাশে তবে করিয়া গমন।
যুক্ত করে সারদা-মা বলেন তখন ॥
তোমার পূজায় কাল হাসিবে সবাই।
সেখানে কাঁদিবে বৌ, ভেবে কষ্ট পাই ॥

প্রার্থনা জানাই তাহে আমি করজোড়ে।
কৃপা করে কন্যাটিকে দাও সুস্থ করে ॥
রাত্রেই ফিরিল জ্ঞান মায়ের কৃপায়।
মৃতপ্রায় সেই কন্যা প্রাণ ফিরে পায় ॥
জননীর বড়ভাই প্রসন্ন কুমার।
'বড়মামা' হন তিনি ভক্ত সবাকার ॥
তাঁহার প্রথমা স্ত্রী দেবী রামপ্রিয়া।
নলিনী, সুশীলা হন তাঁদের তনয়া ॥
দৈববশে নলিনীদি জনম দুঃখিনী।
বাল্যকালে হারালেন আপন জননী ॥
পরবর্তীকালে তিনি হন পরিণীতা।
সেখানেও স্নেহে তিনি হলেন বঞ্চিতা ॥
নলিনীদিদির স্বামী শ্রীযুত প্রমথ।
নিবাস গোঘাট গ্রামে হুগলীতে স্থিত ॥
অনাদর, হতাদর দারিদ্র্য কারণে।
সদা ক্লিষ্ট হন তিনি শ্বশুর ভবনে ॥
নিয়তির কাছে সবে মানে পরাভব।
দিদির সেথায় থাকা না হয় সম্ভব ॥
সকল রকম স্নেহে বঞ্চিতা নলিনী।
তাকে বুকে তুলে নেন সারদা-জননী ॥
উপেক্ষা করিয়া সব নলিনীর দোষে।
রাখিতেন তাঁকে মাতা আপন সকাশে ॥
ভিন্নকালে তাঁর জন্য কারণে অযথা।
জননীর দুঃখভোগ ঘটিত সর্বথা ॥
জয়রামবাটীধামে রজনী গভীর।
একদা প্রমথ হন সেথায় হাজির ॥
নলিনীকে নিয়ে যেতে থাকে আয়োজন।
গোযানে গোঘাট হতে তাহে আগমন ॥
শ্বশুর বাড়ির নামে সন্ত্রস্ত অন্তরে।
নলিনীদি খিল দিয়ে ঢুকিলেন ঘরে ॥
আত্মহত্যা করিবেন যদি হয় যেতে।
একথা বলেন দিদি ভিতর হইতে ॥
সারদা-মা সাধাসাধি বহু করে যান।
কিছুতেই দিদি তবু আসিতে না চান ॥
জননী আশ্বাস তবে দিলেন তাহারে।
পাঠানো হবে না তাঁকে শ্বশুরের ঘরে ॥
তাহা শুনি নলিনীদি আশ্বস্ত অন্তরে।
আসিলেন খিল খুলে ঘরের বাহিরে ॥
এইভাবে রাত্রি কেটে যায় গোলেমালে।
জননী থাকেন বসে সেথা আলো জেলে ॥

প্রভাত হইলে মাতা আলো নিভাইয়া।
শ্রীপ্রভুকে বারবার চলেন ডাকিয়া ॥
গঙ্গা, গীতা ও গায়ত্রী বলেন কখন।
ঠাকুর, ঠাকুর কভু হয় উচ্চারণ ॥
কভু কন ভাগবত, ভক্ত, ভগবান।
কখনও করেন তিনি প্রভু গুণগান ॥
এত ঝড় বহে গেল উপরে তাঁহার।
তবু তাহে সারদা-মা সদা নির্বিকার ॥
সারদা-মা কন পরে সস্নেহ হৃদয়ে।
লেগেছে পিসীর হাওয়া নলিনীর গায়ে ॥
নলিনী শ্বশুর ঘরে তাহে নাহি যায়।
শ্বশুর বাড়ির নামে সদা ভয় পায় ॥
শুচিবায়ুগ্রস্তা সদা ছিলেন নলিনী।
সর্বদা উত্যক্ত তাহে হতেন জননী ॥
একদিন নলিনীদি শীতের সন্ধ্যায়।
কাঁদো কাঁদো স্বরে এসে পিসীকে জানায়।
আমার দুখের নিশি নাহি হবে ভোর।
কি এক অশুচি স্পর্শ হয়ে গেল মোর ॥
উচিত না হবে নাওয়া রাত্রিবেলা শীতে।
স্নান না করেও পুনঃ না পারি ঢুকিতে ॥
সেইহেতু সারারাত্রি ঠাণ্ডার ভিতরে।
কাটাইতে হবে মোরে ঘরের বাহিরে ॥
এই বলে দিদি শুরু করেন ক্রন্দন।
নানাভাবে সারদা-মা বোঝান তখন ॥
যুক্তি ও প্রবোধবাক্য মাতা বলে যান।
কিছুতেই দিদি তবু স্বস্তি নাহি পান ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে দিদি কন ক্ষোভভরে।
আমার বলিতে কেউ না আছে সংসারে ॥
ছেলেবেলা মারা গেল জননী আমার।
বাবাও করেন তবে বিবাহ আবার ॥
সৎমা আমাকে কভু দেখিতে না পারে।
শত্রু পরিপূর্ণ পুনঃ স্বামীর সংসারে ॥
ভোজন সময় ক্রমে হল সমাগত।
তবু দিদি কেঁদে সেথা যান অবিরত ॥
সকলেই বলে তবে সক্ষুব্ধ অন্তরে।
থাকুক নলিনী আজ ঘরের বাহিরে ॥
মাতাকেও অনুরোধ তাঁরা করে যান।
কোমলতা কিছু যাহে তিনি না দেখান ॥
তাহা বলি সকলেই নিশ্চিন্ত অন্তরে।
শুইবার তরে গেল যে যাহার ঘরে ॥

সবাই নিদ্রিত হলে রাত্রি দ্বিপ্রহরে।
সারদা-মা আসিলেন ঘরের বাহিরে ॥
বাহিরে আসিয়া মাতা সুকোমল ভাষে।
বলিতে থাকেন তবে নলিনীর পাশে ॥
কত কষ্ট পেতেছিস্ থাকিয়া বাহিরে।
উঠিয়া চল্ মা তুই ঘরের ভিতরে ॥
তাহাতেও দিদিটির নাহি গলে মন।
চুপ করে সেথা পড়ে থাকে অনুক্ষণ ॥
অনন্তর মাতা কন আপনার মনে।
কত কষ্ট পাই আমি নলিনীর সনে ॥
বড়ই অবোধ মেয়ে নলিনী আমার।
জীবনেতে কত দুঃখ পায় অনিবার ॥
বুদ্ধি কিছু কম বলে বুঝিতে না চায়।
সেইহেতু মেয়ে মোর কত কষ্ট পায় ॥
অন্যান্য সকলে তাকে না বুঝি অন্তরে।
অকারণে রাগ করে তাহার উপরে ॥
তাহা শুনি দ্রবীভূত হলো তাঁর মন।
ঘরের ভিতরে দিদি করেন গমন ॥
সারদা-মা কত কষ্ট পান অনিবার।
সেইকথা শ্রদ্ধাসনে ভাবি বারবার ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া সারদা-জননী।
আমাদের তরে সদা কষ্ট পান তিনি ॥

জয়রামবাটীধামে জননী সারদা।
ডোমেরা মায়ের কাছে আসিল একদা ॥
বিড়ে তৈরী করে তারা অতীব যতনে।
লইয়া এসেছে তাহা মার প্রয়োজনে ॥
'ঐখানে রাখ' মাতা স্নেহভরে কন।
তাহারাও সাবধানে রাখিল তখন ॥
নলিনীদি তবু কিন্তু যে-কোন কারণে।
ছোঁয়া গেল ভেবে সেথা চেঁচান সঘনে ॥
ঐ সব ছোঁয়া গেল ডোমেদের দ্বারা।
সকলি ফেলিতে হবে, আমি ভেবে সারা ॥
ডোমেদের 'পরে গালি চলে অবিরত।
তাহারা সভয়ে থাকে যেন বজ্রাহত ॥
তাহা শুনি সারদা-মা হয়ে স্নেহমনা।
বলিলেন তাহাদিকে দানিয়া সান্ত্বনা ॥
না বাবা, তোদের কোন ভয় চিন্তা নাই।
থাকিবি সকলে ভাল প্রভুর কৃপায় ॥
অনন্তর সারদা-মা সস্নেহ অন্তরে।
তাদের পয়সা দেন মুড়ি খাওয়া তরে ॥

এ প্রসঙ্গে উদ্বোধনে বলেন জননী।
প্রত্যেকের মাঝে রন প্রভু শিরোমণি ॥
আমি, তুমি, দুলে, ডোম সবার ভিতরে।
রয়েছেন সেই তিনি বিভুরূপ ধরে ॥
তপস্যা করিলে ইহা উপলব্ধি হয়।
ছোট বড় জাতি বলে কিছু নাহি রয় ॥

ছোটমামী, নলিনীদি—অহি ও নকুল।
দ্বেষাদ্বেষি নিয়ে তাঁরা উভয়ে আকুল ॥
উভয়ে থাকেন পুনঃ একই পরিবারে।
তাঁদিকে রাখিতে শান্ত মার কষ্ট বাড়ে ॥
সারদা-মা তাহাদিকে মান্য করি দান।
নানাভাবে শান্ত তুষ্ট রাখিবারে চান ॥
এমতি প্রসঙ্গ হেতু জননী সারদা।
কৃপাধন্য বরদাকে বলেন একদা ॥
কোন কিছু কাজ কর্ম করার সময়।
সকলেরে কিছু কিছু মান্য দিতে হয় ॥
সকলের পরামর্শে কাজ করা হলে।
অকারণে খটাখটি না লাগে তাহলে ॥
রাধুর শ্বশুরবাড়ি তাজপুরে হয়।
পাঠাইয়া থাকি তত্ত্ব পূজার সময় ॥
তত্ত্ব পাঠাবার আগে তাহারি কারণে।
পরামর্শ করে থাকি নলিনীর সনে ॥
নলিনী ও ছোট-বৌ সাপে ও নেউলে।
অহরহঃ তাহাদের দ্বেষাদ্বেষি চলে ॥
তাহলেও আমি তত্ত্ব পাঠাবার আগে।
নলিনীকে বলে থাকি স্নেহ অনুরাগে ॥
তত্ত্ব পাঠানোর তরে শতেক বাহানা।
দেখ্ তো মা তৈরী ফর্দ ঠিক আছে কিনা ?।
তোর পছন্দের করে প্রশংসা সবাই।
ঠিক যাহা করে দিবি পাঠাবো তাহাই ॥
নলিনী তাহেই তুষ্ট হয়ে অতিশয়।
তালিকা দেখিয়া তবে আমাকেই কয় ॥
এই কটি জিনিসেই নাহি হবে পিসী।
এ তত্ত্ব পাঠালে হবে লোক হাসাহাসি ॥
রাধির শ্বশুর বাড়ি মোটে ভাল নয়।
রাধিটারও জ্ঞানগম্যি কিছু নাহি রয় ॥
কিন্তু পিসী আছে তব বিরাট সম্মান।
সেইভাবে দাও সব, বলে মোর প্রাণ ॥
তাহা বলি সেই ফর্দ নলিনী বাড়ায়।
মনে মনে হেসে আমি তাহে তৃপ্তি পাই ॥

ওটুকু সম্মান যদি নাহি দেওয়া হত।
তাহলে দুজনে কুরুক্ষেত্র বেঁধে যেত॥
সবাইকে কিছু কিছু দিয়ে অধিকার।
নিজেকে আলগা রেখে চলা দরকার॥
তাহলেই সব কাজ হবে সুষ্ঠু মত।
তা না হলে খটাখটি লাগিবে সতত॥
প্রসন্নমামার কন্যা সুশীলাদি নাম।
ওরফেতে মাকুদিদি তাঁর ডাকনাম॥
জয়রামবাটী তার পার্শ্ববর্তী গ্রাম।
বিশেষ সমৃদ্ধিশালী তাজপুর নাম॥
সেথায় কয়েক ঘর জমিদার রয়।
সেই বংশে মাকুদির ঘটে পরিণয়॥
বিভিন্ন কারণ হেতু বিবাহের পরে।
কদাচিৎ কখনো দিদি যান তাজপুরে॥
মাকুদির দায়িত্বও তাহারি কারণে।
জননী তুলিয়া নেন স্নেহভরা মনে॥
মাকুর কল্যাণ হেতু জননী সারদা।
শ্বশুর বাড়িকে তুষ্ট রাখেন সর্বদা॥
অভয় মামার কন্যা নাম রাধু দিদি।
তাঁর চেয়ে কিছু বড় হন মাকুদিদি॥
উনিশশ' উনিশ সনে জানুয়ারী শেষে।
সাঙ্গোপাঙ্গ সনে মাতা চলেছেন দেশে॥
বিষ্ণুপুর তাঁরা সবে আসি রেলযানে।
কোয়ালপাড়ার মঠে পৌঁছান গোযানে।
সেইস্থান রাধুদির ভাল লেগে যায়।
সেইহেতু সারদা মা থাকেন সেথায়॥
জননী থাকেন সেথা সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
নলিনীদি মাকুদিও রন সেইক্ষণে॥
রাধু দিদি, মাকুদিদি আসন্ন প্রসবা।
সেইহেতু যথারীতি পান যত্ন, সেবা॥
নলিনীদিদির মনে তুচ্ছ অছিলায়।
নানাবিধ ঈর্ষাদ্বেষ তবে এসে যায়॥
তাহার ধারণা জন্মে রাধুর উপর।
জননী বিশেষভাবে সদা যত্নপর॥
করেন রাধুর তরে বহু অর্থব্যয়।
অথচ মাকুর 'পরে দৃষ্টি নাহি রয়॥
ঈর্ষাপরায়ণ হলে দৃষ্টিদোষ জোটে।
আচ্ছন্ন করিয়া ঈর্ষা রাখে বুদ্ধি ঘটে॥
প্রথম প্রথম তিনি জননীকে কন।
রাধু তরে ব্যস্ত কেন হও সর্বক্ষণ॥

তার দেহে কোন রোগ নাই বিদ্যমান।
অকারণে করে শুধু অসুখের ভান॥
দাবানল সম ঈর্ষা সদা বেড়ে যায়।
ঈর্ষাপরবশে জীব বড় অসহায়॥
নলিনীদি সেইকালে যে কোন কারণে
করেন কলহ নিত্য ছোটমামী সনে॥
মাকুদিকে পরামর্শ দেন তদন্তরে।
অনুচিত পড়ে থাকা হেথা অনাদরে॥
যেহেতু হেথায় থেকে নাহি হবে ফল।
তার চেয়ে জয়রামবাটী চ'লে চল॥
অনন্তর জননীর অনুমতি বিনা।
জোগাড় করেন নিজে পাল্কি একখানা॥
মাকু ও তাহার পুত্র ন্যাড়াকে লইয়া।
জয়রামবাটী তবে গেলেন চলিয়া॥
তাহা শুনি মাতা কন দুঃখিত হৃদয়ে।
দেখা নাহি করে গেল যাবার সময়ে॥
ন্যাড়াকেও না করিয়ে প্রণাম আমাকে।
নিয়ে গেল হেথা হতে গ্রহের বিপাকে॥
মার পাশে রন তবে সন্তান বরদা।
তাহার উদ্দেশে কন জননী সারদা॥
তোমাদেরই কষ্ট বেড়ে গেল অতঃপর।
প্রত্যহ যাইতে হবে আনিতে খবর॥
কেহ যদি নাহি যায় খবরের তরে।
তাহা হলে অভিমান যাবে আরও বেড়ে॥
নলিনীর শুধু ঈর্ষা, অবিশুদ্ধ মন।
সেইহেতু নানা কষ্ট পায় সর্বক্ষণ॥
জননীর কৃপাধন্য সেন সুরেশ্বর।
বিষ্ণুপুরে তাঁহাদের অট্টালিকা ঘর॥
কলিকাতা হতে মাতা আসার সময়ে।
সাঙ্গোপাঙ্গ সনে যান ভক্তের আলয়ে॥
পরদিন প্রাতঃকালে সুরেশ্বর সনে।
আসেন জ্যোতিষী এক যে কোন কারণে॥
সেনবাবু কন তবে সবারে উদ্দেশি।
ইনি হন একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী॥
হাত দেখানোর রোগ সংক্রামক হয়।
একের জাগিলে ইচ্ছা সবে উপজয়॥
বিশ্বাস না থাকিলেও অজ্ঞাত কারণে।
হাতখানি চলে যায় জ্যোতিষীর পানে॥
জ্যোতিষী সেথায় হাত দেখেন যখন।
মাকু দিদি, রাধুদিদি আসেন তখন॥

রাধু হাত দেখে তিনি বলিলেন তবে।
সন্তান প্রসব দেখি সুখে নাহি হবে॥
মাকুদির তরে কন দুই তিন বার।
পরস্পর পুত্রে দেখা নাহি হবে আর॥
আতঙ্কিতা মাকুদিদি আকুলিত চিতে।
জননীকে বলি সব থাকেন কাঁদিতে॥
সব শুনি সারদা মা হয়ে স্নেহমনা।
নানাভাবে মাকুদিকে দিলেন সান্ত্বনা॥
অনন্তর জ্যোতিষীকে নিকটে ডাকিয়া।
বলিলেন সব কিছু শ্রবণ করিয়া॥
তোমার বয়স অল্প দেখিবারে পাই।
এভাবে ওসব বলা ভাল হয় নাই॥
গ্রহের অরিষ্ট যোগ যখন দেখিলে।
ভাল হত গোপনেতে মোদের বলিলে॥
যাহা হোক যা ঘটার ঘটেছে এবার।
জ্যোতিষের মতে বল এর প্রতিকার॥
ব্যবস্থাদি নাহি হলে প্রতিকার তরে।
তাহাকে সান্ত্বনা আমি দিব কি প্রকারে।
যা করার করুন পরে প্রভু ভগবান।
মানিতে হইবে ধ্রুব বিধির বিধান॥
জ্যোতিষী বলেন তবে সঙ্কল্পাদি করে।
শুনিতে হইবে চণ্ডী তিনদিন ধরে॥
মনে মনে করি পুনঃ সঙ্কল্প গ্রহণ।
করাইতে হবে সেথা হোম, স্বস্ত্যয়ন॥
ন্যাড়া নামে মাকু-পুত্র তবে বিদ্যমান।
সকলের প্রিয় পাত্র বড় ভক্তিমান॥
বছর আড়াই তিন বয়স তাহার।
এদিকে মাকুর পুত্র হইবে আবার॥
জ্যোতিষীর কথা তাহে করিয়া শ্রবণ।
ন্যাড়া তরে সকলেরি চিন্তান্বিত মন॥
কোয়ালপাড়ায় মাতা আসি তার পরে।
যাগযজ্ঞ করালেন মাকুদির তরে॥
পুনরায় ফিরে যাই পূর্বের কথায়।
জননী আছেন যবে কোয়ালপাড়ায়॥
নলিনীদি, মাকুদিদি পুত্র ন্যাড়া সনে।
জয়রামবাটিধামে রন সেইক্ষণে॥
মায়ের নির্দেশমত বরদা সন্তান।
প্রতিদিন তাঁহাদের দেখিবারে যান॥
তেরশ ছাব্বিশ সনে বৈশাখে গোড়ায়।
ফলমিষ্টি সাথে লয়ে গেলেন সেথায়॥

জয়রামবাটীধামে খবরাদি নিয়ে।
ব'ললেন মাকে আসি সভক্তি হৃদয়ে॥
ন্যাড়ার হয়েছে অল্প সর্দি, গলাব্যথা।
তাছাড়া সকলে ভাল রহিয়াছে সেথা॥
সন্ন্যাসী বৈকুণ্ঠ যিনি বিশিষ্ট ডাক্তার।
কোয়ালপাড়ায় তবে থাকা হয় তাঁর॥
নারায়ণ আয়েঙ্গার, ভক্ত একজন।
বাঙ্গালোর হতে সেথা আসেন তখন॥
বরদার কাছে সব শুনিবার পরে।
স্নেহভরে সারদা-মা বলেন তাহারে॥
আগামী কল্যই তুমি খুব ভোরে উঠি।
বৈকুণ্ঠকে নিয়ে যাবে জয়রামবাটী॥
ন্যাড়াকে দেখানো হলে না ফিরি দুপুরে।
বৈকালে ফিরিবে হেথা আহারাদি করে॥
পরের সকালে পোঁছি জয়রামবাটী।
দেখিলেন মাঠে ন্যাড়া করে ছোটাছুটি॥
তাহাদের দেখি ন্যাড়া উঠিল হাসিয়া।
কিন্তু তার কণ্ঠস্বর গিয়েছে বসিয়া॥
ন্যাড়াকে পরীক্ষা করি খুব ভালভাবে।
ডাক্তার বলেন তবে আকুলিত ভাবে॥
এইস্থানে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে।
এখনই মায়ের কাছে যেতে হবে ফিরে॥
তাড়াতাড়ি ঔষধাদি দেওয়া নাহি হলে।
মোদের প্রচেষ্টা সব যাইবে বিফলে॥
ডিপথেরিয়া নামে রোগ বড় মারাত্মক।
শিশুদের তরে তাহা মূর্ত কালান্তক॥
খুব অল্প শিশু বাঁচে ইহার কবলে।
মোটামুটি সবে মারা যায় এর ফলে॥
সব শুনি সারদা-মা বিচলিত হন।
তাহলে উপায় কিবা? বলেন তখন॥
তাহা হেরি আয়েঙ্গার সভক্তি অন্তরে।
বলিলেন জননীকে আকুলিত স্বরে॥
চিন্তা নাহি করো, মাগো, ইহার কারণে।
ব্যবস্থা করিব সব মোরা প্রাণপণে॥
এ রোগের ঔষধাদি না মিলে সেখানে।
তাহা শুধু পাওয়া যায় কলিকাতা স্থানে॥
আরামবাগের স্থিতি সাত ক্রোশ দূরে।
বরদা ছোটেন সেথা তার করিবারে॥
সন্ন্যাসী সারদানন্দে করা হলে তার।
ছুটিতে ছুটিতে তিনি ফিরেন আবার॥

প্রভাকর বাবু নামে বিশিষ্ট ডাক্তার।
আরামবাগেতে হয় নিবাস তাঁহার ॥
রাত্রেই ডাক্তারবাবু মণিবাবু সনে।
তাড়াতাড়ি আসিলেন ন্যাড়ার কারণে ॥
দানিলে 'ভেপার গ্যাস' যদি কমে যায়।
সেইহেতু দেন তাহা ন্যাড়ার গলায় ॥
শরৎ লভিয়া তার দ্রুততার সনে।
পাঠালেন ইন্‌জেকশন্ বশীশ্বর সনে ॥
ট্রেন হতে বিষ্ণুপুরে নামিয়া সকালে।
দ্রুতবেগে বশীশ্বর যান সাইকেলে ॥
অনন্তর মোটামুটি বেলা নয়টায়।
আকুলিত বশীশ্বর পেঁছান সেথায় ॥
দৈবের বিধান হায় খণ্ডিত না হয়।
ঔষধ দেবার আর অবস্থা না রয় ॥
রোগীর অবস্থা দ্রুত সঙ্কটের পানে।
ডাক্তারেরা তবু চেষ্টা করে প্রাণপণে ॥
সেদিন বৈকালে কন জননী সারদা।
পাল্কি ঠিক করে তুমি রাখিও বরদা ॥
ন্যাড়ার কারণে মোর উদ্বেলিত মন।
জয়রামবাটী প্রাতে করিব গমন ॥
কিন্তু ন্যাড়া সবাকার চেষ্টা ব্যর্থ করে।
চলে গেল পরলোকে মর্ত্যলোক ছেড়ে ॥
কোয়ালপাড়ায় ফিরি বৈকুণ্ঠ ডাক্তার।
সন্ধাকালে জানালেন দুঃখ সমাচার ॥
তাহা শুনি শোকাহতা জননী সারদা।
প্রাকৃত জনের মত কাঁদেন সর্বদা ॥
অনন্তর ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হয়।
রাত্রিকালে শ্রীপ্রভুর ভোগের সময় ॥
তখনও শোকের নাহি ঘটে অবসান।
বিলাপ করিয়া মাতা শুধু কেঁদে যান ॥
অগত্যা কর্তব্যবোধে ভক্ত একজন।
প্রভুর ভোগের কথা করান স্মরণ ॥
স্মরণ করানো মাত্র মাতা সেই ক্ষণে।
প্রভুভোগ দিতে যান নির্বিকার মনে ॥
অনন্তর সারদা-মা ন্যাড়ার বিষয়ে।
মাঝে মাঝে বলে যান সখেদ হৃদয়ে ॥
আশ্চর্য হইয়া সবে করিল দর্শন।
না করিলেন তবে আর জননী ক্রন্দন ॥
নিরপেক্ষ দ্রষ্টা যেন থাকি সাক্ষীরূপে।
দেখিতে থাকেন সব আপন স্বরূপে ॥

পরদিন আয়েঙ্গার ভক্তিভরা মনে।
করিলেন প্রশ্ন এক মায়ের চরণে ॥
ন্যাড়ার মৃত্যুতে, মাগো, কিসের কারণ।
প্রাকৃত জনের মত করিলে ক্রন্দন ॥
তাহা শুনি মাতা কন সুগম্ভীর স্বরে।
'লোকবত্তু' বর্তমানে রয়েছি সংসারে ॥
সংসার বৃক্ষের তলে বাস করা হলে।
যথারীতি ফলভোগ আসে তার ফলে ॥
প্রাকৃত জনের সম রয়েছি লীলায়।
সেহেতু তাদেরি মত আমি কেঁদে যাই ॥
পরদিন মাতা কন ন্যাড়ার বিষয়ে।
ছেলেটি জন্মিয়াছিল যোগভ্রষ্ট হয়ে ॥
আছিল সাধক ধ্রুব পূর্বের জীবনে।
কিছু ভোগ বাকি ছিল তার সেই ক্ষণে।
সেইটুকু ভোগ তার হয়ে গেল এবে।
পুনরায় ভবে জন্ম নাহি আর হবে ॥
এত অল্প বয়সের ছেলের ভিতরে।
এমতি সংস্কার শুভ না আসে গোচরে ॥
আনিয়া গুলঞ্চ ফুল রোজ কোথা হতে।
পূজিত আমার পা ন্যাড়া ভক্তিমতে ॥
বছর আড়াই-তিন মোটে বয়ঃক্রম।
তখনো হয়নি তার শুরু পাঠক্রম ॥
শরতে ডাকিত সে 'লাল মামা' বলে।
না জানে লিখিতে তবু চিঠি লেখা চলে
লিখিতে টেবিল চাই শরতের মত।
ভাঙ্গা বাক্স থাকে তাহে টেবিলের মত ॥
বাক্সটিকে সম্মুখেতে রাখিয়া যতনে।
শরতে লিখিত চিঠি রোজ একমনে ॥
না রাখি সম্বন্ধ কিছু কাগজের সনে।
লিখিত সংবাদ সব বাক্য উচ্চারণে ॥
মনীন্দ্র ও প্রভাকর সেদিন সন্ধ্যায়।
আসেন মায়ের কাছে লইতে বিদায় ॥
তখনো তাদের পাশে শোকার্ত হৃদয়ে।
জননী বলেন কথা ন্যাড়ার বিষয়ে ॥
ন্যাড়ার মৃত্যুর পরে কাটে দশদিন।
তবু অশ্রু মার চোখে আসে প্রতিদিন ॥
তাহা হেরি ভক্ত এক কন ভক্তিসনে।
সংসারীরা কষ্ট পায় পুত্রের মরণে ॥
সে কারণে তাহাদের কত কষ্ট হয়।
তাহাও বুঝিল এবে তোমার হৃদয় ॥

স্নেহভরে মাতা তবে বলেন উত্তরে।
সব কিছু ঠিক কথা যাহা বল মোরে॥
মানুষ করেছি আমি মাকুর সন্তানে।
তাহে কত কষ্ট আজি লভিতেছি প্রাণে॥
কভু কভু সারদা-মা কন স্নেহভরে।
'সীতাদেবী' বলে ন্যাড়া ডাকিত আমারে॥
মোর দাঁত পড়ে গেছে তাহারি কারণে।
একদিন বলে মোরে স্নেহভরা মনে॥
পিসিমা, তোমার দেখি ভেঙ্গে গেল দাঁত।
সেইহেতু লও তুমি মোর দুটি দাঁত॥
জয়রামবাটী হতে সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
একদা যাবেন মাতা কলিকাতা স্থানে॥
মায়ের জিনিসপত্র অতি যত্ন ভরে।
হইয়াছে তোলা সব গাড়ির উপরে॥
'ঠাকুরের বাক্স' শুধু রয়েছে পড়িয়া।
ন্যাড়া বাবু তার 'পরে রয়েছে বসিয়া॥
মূর্তিরূপে ভিতরেতে প্রভু নারায়ণ।
উপবিষ্ট বাক্স 'পরে শিশু নারায়ণ॥
তাহা হেরি সারদা-মা আনন্দে আকুলি।
শিশুনারায়ণ তরে দেন হাততালি॥

বছর খানেক যবে বয়স ন্যাড়ার।
হামা দিয়ে মার কাছে যায় একবার॥
তখন সকাল বেলা প্রভু ভোগ তরে।
সাজান নৈবেদ্য মাতা আবিষ্ট অন্তরে॥
মর্তমান কলাগুলি তবে ছাড়াইয়া।
রাখিতে থাকেন মাতা পাত্রে সাজাইয়া॥
শ্রীমান ন্যাড়ার তাহে পড়িলে নজর।
হামা দিয়ে তাহা নিতে হয় অগ্রসর॥
প্রভুকে প্রথমে নাহি করে নিবেদন।
মাতা তাহা কাহাকেও না দেন কখন॥
ন্যাড়াকে বলেন তাহে মাতা মিষ্ট স্বরে।
একটুকু থাকো বাবা, তুমি চুপ করে॥
শ্রীপ্রভুকে ইহা আগে করি নিবেদন।
তখন প্রসাদ তুমি করিবে ভক্ষণ॥
তাহাতে না হয়ে ক্ষান্ত ক্ষুদে পালোয়ান।
আরো জোরে হামা দিয়ে হয় আগুয়ান॥
সারদা-মা দেন তাকে সস্নেহে ঠেলিয়া।
ন্যাড়া কিন্তু তবু আসে অগ্রাহ্য করিয়া॥
জনৈক সেবক তাহা হেরিয়া সেথায়।
ন্যাড়াকে ধরিয়া দূরে নিয়ে যেতে চায়॥
তাহে বাধা দিয়ে মাতা সতৃপ্ত অন্তরে।
দিলেন একটি কলা শ্রীমানের তরে॥
'খা, গোপাল, খা' তবে বলেন জননী।
স্নেহে দীপ্ত হয়ে উঠে মার মুখখানি॥
ন্যাড়ার স্বরূপ জানি জননী সারদা।
তাহাকে গোপালরূপে দেখিতেন সদা॥
লোকবত্তু সারদা-মা সসীমার রূপে।
সেই সাথে রন স্থিতা অসীমা-স্বরূপে॥
সীমা ও অসীমারূপে তাঁর লীলাখেলা।
ধরায় অধরা রূপে চলে নরলীলা॥

সারদাপুঁথির কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পঠনে স্নিগ্ধ হয় মন প্রাণ॥
জননীর লীলাকথা হয় যেই স্থানে।
প্রভু রামকৃষ্ণ সদা রন সেইস্থানে॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা সবে লভিতে অপার।
'হরি রামকৃষ্ণ' জোরে বল তিনবার॥

উনিশ' তের সনে ফেব্রুয়ারী মাসে।
সারদা-মা উদ্বোধনে লীলার প্রকাশে॥
পাগলী ভাবেন তবে জননী সারদা।
ঔষধে রাধুকে বশে রাখেন সর্বদা॥
অথচ রাধুর তরে কিছু না রাখিয়া।
টাকাকড়ি মাতা সব দেন বিলাইয়া॥
সেইহেতু ছোট মামী যখন তখন।
মার 'পরে গালাগালি করেন বর্ষণ॥
একদা আহার পরে রাত্রির বেলায়।
গালাগালি চলে নানা কর্কশ ভাষায়॥
হইয়া উত্যক্ত মাতা বলেন তাঁহাকে।
না ভাবিবি কভু তুই সামান্য আমাকে॥
বাপান্ত মা-অন্ত গাল তুই যাস্ দিয়ে।
অপরাধ নাহি নিই কৃপার হৃদয়ে॥
গালাগালি তরে রাখি সুদৃঢ় প্রত্যয়।
কতিপয় শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়॥
যদি তোর অপরাধ নিই কোন বার।
তোর রক্ষা তরে কেহ না রহিবে আর॥
মানুষ না হয় তোর রাধু যতদিন।
তাহার কল্যাণে আমি রব ততদিন॥
তোর মেয়ে রবে তোরই জানিবি সদাই।
বদ্ধ নাহি রব আমি রাধুর মায়ায়॥
কভু না জড়াতে পারে মায়ায় আমাকে।
কর্পূরের মত উড়ে যাব কোন্ ফাঁকে॥

মায়ের সুদৃপ্ত বাণী করিয়া শ্রবণ।
পাগলী মামীর সুর পাল্টায় তখন॥
সেইক্ষণে শান্তসুরে বলেন পাগলী।
বাপান্ত মা-অন্ত বলে না দিয়েছি গালি॥
সব কিছু দিয়ে দাও যখন তখন।
সেহেতু তোমার তরে দুঃখ পায় মন॥
পাগলেরা কিনা বলে ভাবিয়া অন্তরে।
কিছু না বলেন মাতা গালাগালি তরে॥
জননীর উক্তিমতে পাগল মাতাল।
তাহাদের আচরণে নাহি থাকে তাল॥
একদিন সারদা-মা রঙ্গ ভরে কন।
মাতালের কি ধারায় থাকে আচরণ॥
কোন এক রাত্রিবেলা কামারপুকুরে।
খাওয়া-দাওয়া শেষে আমি শুয়ে আছি ঘরে॥
সেইকালে মাতালেরা চলে কয়জন।
তাহার ভিতর হতে বলে একজন॥
আমার পা-টা আজ খুঁজে নাহি পাই।
বলিতে পারিস্ ওটা যাইল কোথায়?।
গম্ভীর হইয়া তবে বলে অন্যজন।
লাহাদের দুর্গাপূজা হতেছে এখন॥
সর্বকিছু দেখে শুনে মোর মনে হয়।
দুর্গার নৈবেদ্যে পা-টা গিয়েছে নিশ্চয়॥
গল্পটি হইলে বলা মাতা হেসে যান।
সকলেই করে তবে তাহে যোগদান॥
জননীর লীলানাট্যে সময় সময়।
পাগলী মামীর উক্তি উপভোগ্য হয়॥
একদিন সারদা-মা আবিষ্ট হৃদয়ে।
প্রভুকে সাজাতে ব্যস্ত নানা পুষ্প দিয়ে॥
তাহা হেরি পাগলিনী বলেন সবারে।
তোমাদের মার কীর্তি দেখ ভাল করে॥
আপনার সোয়ামীকে আপনা-আপনি।
সাজাতে থাকেন ব্যস্ত সারদা-জননী॥
লীলানাট্যে ছোটমামী হন পাগলিনী।
মায়ের স্বরূপ কিন্তু জানিতেন তিনি॥
অর্থ নাহি চান কভু জননীর হতে।
দিলেও সে অর্থ নাহি নেন কোন মতে॥
ভবিষ্যৎ তরে অর্থ কিছু না রাখিয়া।
জননী সকল অর্থ দেন বিলাইয়া॥
ভবিষ্যতে জননীর কষ্ট হতে পারে।
সেই কথা জননীকে কন ক্ষোভভরে॥
মায়ের নূতন বাড়ি হইলে নির্মিত।
ছোটমামী বলিলেন হয়ে আনন্দিত॥
নির্মিত হইল বাড়ি অতীব সুন্দর।
এবারে করাও তুমি চব্বিশ-প্রহর॥
পাগলিনী ছোটমামী তাঁকে লক্ষ্য করে।
একদিন সারদা-মা কন কৃপাভরে॥
ও কি আর নাহি জানে স্বরূপ আমার।
তবু থাকে ঐ ভাবে কারণে লীলার॥
সীতাদেবী আদ্যাশক্তি মহামায়া হন।
এ তত্ত্ব জানিত ধ্রুব রাবণের মন॥
জানিতেন সীতাদেবী জগৎ-জননী।
সীতাকে হরিয়া তবু নিয়ে যান তিনি॥
নররূপে রামচন্দ্র ব্রহ্ম সনাতন।
এ কথাও জানিতেন নিশ্চয় রাবণ॥
সীতাদেবী বন্দী যবে অশোক কাননে।
ভিন্ন ভিন্ন রূপে যান রাবণ সেখানে॥
একদিন একজন বলেন তাঁহারে।
কেন নাহি যাও তুমি রামরূপ ধরে॥
উত্তরে রাবণ রাজা বলেন তখন।
রাম রূপ চিন্তা যবে করে মোর মন॥
ব্রহ্মপদ সেইক্ষণে তুচ্ছ হয়ে যায়।
পরস্ত্রীর তাহে স্থান না থাকে সেথায়॥
তবু রাম সনে যুদ্ধ করেন রাবণ।
এ সকলই হয় জেনো লীলার কারণ॥
তেরেশ ছাব্বিশ সনে নানা গোলমাল।
পাগলী মামীর নিত্য চলে গালাগাল॥
তাহা ছাড়া জননীরও স্বাস্থ্য ভাল নাই।
রাধুদির যন্ত্রণাও ক্রমে বেড়ে যায়॥
ছয়মাস পূর্বে তাঁর হয়েছে সন্তান।
তবু তিনি শয্যা ছেড়ে না হাঁটিতে চান॥
একদিন ছোটমামী রান্না করা কালে।
হঠাৎ ভাবেন তিনি আপন খেয়ালে॥
মন্মথকে বহুক্ষণ দেখি নাই আমি।
কি হল আবার তার জানে অন্তর্যামী॥
তাহা স্মরি জামাতাকে দেখিবার তরে।
খুঁজিতে থাকেন ব্যস্ত সেথা চারিধারে॥
না হেরিয়া মন্মথকে চিন্তা জাগে মনে।
হয়ত পুকুরে গেছে স্নানের কারণে॥
স্নানরত নাহি দেখে চিন্তা জাগে তবে।
নিশ্চয় মন্মথ আজ গ্যাছে জলে ডুবে॥

যাহা চিন্তা তাহা কাজ নামিয়া পুকুরে।
পাগলী খোঁজেন তাঁকে বহুক্ষণ ধরে॥
ব্যর্থকাম হয়ে তবে কাঁদিতে কাঁদিতে।
মার কাছে আসি কন আকুলিত চিতে॥
ওগো ঠাকুরঝি, মোর কি হবে উপায়।
মন্মথ গিয়েছে ডুবে আর বেঁচে নাই॥
বিচলিতা মাতা কন ডাকিয়া সবারে।
পাগলীর কথা সব শোন ভাল করে॥
সব শুনি সেবকেরা চিন্তান্বিত হন।
হরিপ্রেমানন্দ কিন্তু বলেন তখন॥
মন্মথকে দেখিয়াছি বেনের দোকানে।
সবাকার সাথে তাস খেলে সেইখানে॥
সেকথা শুনিয়া মাতা বলেন তখন।
তাড়াতাড়ি তাকে হেথা কর আনয়ন॥
জননীর সেবকেরা যাইয়া সত্বরে।
মন্মথকে আনিলেন চ্যাঙদোলা করে॥
ছোটমামী অপ্রস্তুত তাহে হয়ে যান।
গালি দিতে দিতে তবে করেন প্রস্থান॥
এমতি ঘটনা ঘটে প্রতিদিন ধরে।
সে সবের ঝাঁক আসে মায়ের উপরে॥
সর্বংসহা মাতা সব সহ্য করে যান।
পাগলের অত্যাচারে নাহি দেন কান॥
নানা জ্বালাতন সহ্য করি বারবার।
মার ধৈর্যচ্যুতি কিন্তু ঘটে একবার॥
ভক্তিভরে প্রণমিয়া জননী চরণে।
সেকথা বলিব এবে বেদনার্ত মনে॥
সেইকালে একদিন বৈকালবেলায়।
জননী কাটেন সব্জী বসি বারান্দায়॥
অকস্মাৎ পাগলিনী আসিয়া ভিতরে।
জননীকে কটুবাক্যে কন জোরে জোরে॥
আফিং খাইয়ে নিত্য আমার কন্যাকে।
পঙ্গু করে বশে তুমি রেখেছ তাহাকে॥
নাতি ও কন্যাকে মোর আমার নিকটে।
কিছুতেই যেতে নাহি দাও কোনমতে॥
উদাসীন মাতা তবে বলেন তাঁহাকে।
ঐ তো রয়েছে মেয়ে নিয়ে যা না তাকে॥
তোরই সামনে দেখ্ আছে তোর মেয়ে।
আমি কি তাহাকে কোথা রেখেছি লুকিয়ে ?।
জননীর হেরি তবে উদাসীন ভাব।
পাগলীর জ্বলে উঠে পাগল স্বভাব॥
পাগলামী উঠে তবে চরম সীমায়।
চ্যালা কাঠ নিয়ে মাকে মারিবারে যায়॥
মারমুখী মূর্তি হেরি সভয় অন্তরে।
সবারে ডাকেন মাতা আকুলিত স্বরে॥
তাড়াতাড়ি ছুটে এস কে আছ কোথায়।
তা না হলে মেরে দেবে পাগলী আমায়॥
বরদা পেঁছিয়া দেখে হয়ে বজ্রাহত।
জননীকে মারিবারে হয়েছে উদ্যত॥
তাহা হেরি নেন দ্রুত সে-কাঠ কাড়িয়া।
বাড়ি হতে তাঁকে দেন বাহির করিয়া॥
কাঁপিতে কাঁপিতে রাগে শ্রীবরদা কন।
এই বাড়ি তুমি আর না ঢুকো কখন॥
এই বাড়ি ঢুকিলেই শেষ হবে তুমি।
গুরুর কথাও তবে না মানিব আমি॥
উত্তেজিত কণ্ঠে তবে বলেন জননী।
কি করিতে গিয়েছিলি তুই পাগলিনী॥
যেই হাতে ধরেছিলি তুই চ্যালা কাঠ।
সেই হাত খসে তোর যাইবে নির্ঘাত॥
বলিবার পরক্ষণে মাতা শিহরিয়া।
করজোড়ে শ্রীপ্রভুকে বলেন ডাকিয়া॥
কি বলিয়া ফেলিলাম ক্রোধে আজি হায়।
এখন কি হবে প্রভু ইহার উপায় ?।
মুখে কভু অভিশাপ না হয় বাহির।
তাও আজ বলিলাম হইয়া অধীর॥
ভাল নাহি লাগে মোটে আর লীলাখেলা।
এইবার ভেঙ্গে প্রভু দাও সব খেলা॥
অত্যন্ত গর্হিত কর্মে লিপ্ত পাগলিনী।
তবু তার দুঃখে অশ্রু ফেলেন জননী॥
মায়ের করুণা হেরি পাগলীর তরে।
বরদা স্তম্ভিত হন আপন অন্তরে॥
মার লীলা সংবরণ তার কিছু পরে।
হইল গলিত কুষ্ঠ মামীর শরীরে॥
মারাত্মক সেই রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পায়।
হাতের আঙ্গুল গুলি তাহে খসে যায়॥
অল্প কাল ভুগিয়াই পুনঃ পাগলিনী।
লীলাপুষ্টি তরে যান যেথায় জননী॥
লোকবত্তু জননীর লীলা আচরণ।
প্রাকৃত জনের মত ধরণ-ধারণ॥
অনুস্যূত থাকে কিন্তু সবে নির্লিপ্ততা।
সীমা মাঝে ব্যাপ্ত যেন অসীমার কথা॥

করেন সকল কাজ মাতা অনুক্ষণ।
লিপ্ত রন তবু সিক্ত না হন কখন॥
তেরশ পঁচিশ সালে সারদা-জননী।
জয়রামবাটীধামে থাকিতেন তিনি॥
পৌষের প্রথম দিকে পূর্বাহ্নে একদা।
রোয়াকে বসিয়া রন জননী সারদা॥
সেবকেরা রন সবে হেথায় হোথায়।
কেহ বা থাকেন বসে সেথা বারান্দায়॥
মেজো মামা, সেজো মামা—কালী ও বরদা।
ধান তোলা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন সর্বদা॥
খামারে যাবার রাস্তা যা থাকে সেথায়।
সেই রাস্তা কালীমামার রহে সীমানায়॥
কালীমামা রাস্তা চেপে দিয়েছেন বেড়া।
বহুকষ্টে যাতে করা যায় চলাফেরা॥
অসুবিধা হয় তাহে বরদামামার।
সেহেতু বচসা শুরু হয় দোঁহাকার॥
প্রথমেতে চলে শুধু কথা কাটাকাটি।
তারপর মনে হয় হবে হাতাহাতি॥
তাহা হেরি সারদা-মা হয়ে আকুলিতা।
বিবাদ মিটাতে তবে চলিলেন সেথা॥
'তোরই অন্যায়' মাতা কন একজনে!
ধরিয়া রাখেন হাতে তবে অন্যজনে॥
উভয় ভাইকে মাতা কোলে পিঠে করে।
বড় করে তুলেছেন কত যত্ন ভরে॥
জননীর মধ্যস্থতা তাহার কারণে।
হাতাহাতি নাহি আর হয় সেইক্ষণে॥
তবুও সমানে চলে তর্জন গর্জন।
উভয়ে করেন বীরদর্পে আস্ফালন॥
সাধুরা আসিয়া পড়ে এমন সময়।
সেহেতু ঝগড়া নাহি অগ্রসর হয়॥
নিরুপায় দুই মামা, তবে ক্ষোভভরে।
গর্জিতে গর্জিতে যান নিজ নিজ ঘরে॥
মাতাও সেস্থান ত্যজি সক্রোধ বদনে।
ফিরিলেন ধীরে ধীরে আপন ভবনে॥
ফেরা সাথে মুহূর্তেই কর্পূরের মত।
জননীর যত রাগ হল বাষ্পীভূত॥
অনন্তর মাতা কন সহাস্য অন্তরে।
মহামায়া তাঁর মায়া কত শক্তি ধরে॥
গোটা পৃথিবীটা দেখ হেথা পড়ে রয়।
পড়িয়াও রবে তাহা সকল সময়॥
তবু জীব এইটুকু বুঝিতে না পারে।
তুচ্ছ জায়গার তরে হানাহানি করে॥
তাহা বলে সারদা-মা উঠেন হাসিয়া।
ক্ষোভ, রাগ সব যায় মুহূর্তে উবিয়া॥
উপস্থিত সকলেই বিস্মিত বদনে।
মায়ের নির্লিপ্ত ভাব হেরে সেইক্ষণে॥
জননীর নির্লিপ্ততা থাকে সর্বকাজে।
সীমা মাঝে অসীমার সুর নিত্য বাজে॥
পৌষ সংক্রান্তির দিনে দুপুরবেলায়।
পিঠা খেতে সন্তানেরা মার কাছে যায়॥
পুত্র অভিরুচি মত মাতা স্নেহভরে।
পিঠাপুলি তাহাদের দেন খাইবারে॥
রাধুদি ও মাকুদির শ্বশুরবাড়িতে।
সেইকালে তত্ত্ব আদি হবে পাঠাইতে॥
তখন পাগলীমামী নলিনীর সনে।
অতিশয় ব্যস্ত রন তাহারি কারণে॥
মাঝে মাঝে এটা ওটা জানার মানসে।
তাঁহারা শুধান আসি জননী-সকাশে॥
নির্লিপ্তভাবেতে সব করি প্রণিধান।
'হুঁ' 'না' শুধুমাত্র মাতা ব'লে যান॥
মায়ের নির্লিপ্তভাব করিয়া দর্শন।
বিরূপ মন্তব্য তাঁরা করেন তখন॥
তাহ হেরি মাতা কন সস্মিত বয়ানে।
দেখ মোর কত ছেলে রয় এইখানে॥
এদের যে কোন ভাবে খেতে দেওয়া হলে।
আনন্দ করেই তারা খাইবে সকলে॥
তোমাদের কিন্তু যদি আসে একজন।
থালা বাটি লাগে তবে ডজন ডজন॥
কোনভাবে কিছু যদি কম পড়ে যায়।
তাহা হলে নানা কথা উঠিবে সেথায়॥
ছেলেদের খাওয়া শেষে মাতা স্নেহভরে।
খাইবার তরে পান দিলেন সবারে॥
মাতা না ভাবেন কিন্তু ক্ষণেকেরও তরে।
তত্ত্ব পাঠাবার কথা জামাইয়ের ঘরে॥
সংসারী জীবনে থাকে নিত্য নানা দায়।
মায়াচক্রে পড়ি তারা বড় অসহায়॥
এসকল জানিয়াই জননী সারদা।
করুণা সংসারীদিকে করিতেন সদা॥
সেইহেতু সারদা-মা তাদের অভাবে।
দূরীভূত করিতেন যথাসাধ্য ভাবে॥

জননী থাকেন যবে কোয়ালপাড়ায়।
একদিন কালীমামা গেলেন সেথায়॥
ফেরা কালে তাঁর সাথে বরদা সন্তান।
জয়রামবাটীধামে পদব্রজে যান॥
হাঁটিতে হাঁটিতে মামা বলেন তাঁহারে।
নারায়ণ আয়েঙ্গার রন বাঙ্গালোরে॥
দিদির আশ্রিত ভক্ত বেশ ধনবান।
দিদি তরে থাকে তাঁর আন্তরিক টান॥
বলিয়াছিলেন তিনি সভক্তি অন্তরে।
কাটায়ে দেবেন কুয়ো খরচাদি করে॥
দিদির বাড়ির মুখে মোর স্থান রয়।
কুয়ো কাটা তরে তাহা নির্বাচিত হয়॥
জলের ব্যবস্থা হবে দিদির কারণে।
বড়ই ভাগ্যের কথা আমি ভাবি মনে॥
জমিটারও দাম খুব বেশী নাহি হবে।
কুয়ো হলে চিরস্থায়ী কীর্তি তার রবে॥
কুয়ো তরে কিছু নাহি শুনি বর্তমানে।
ভক্তের সদিচ্ছাটুকু কি হল কে জানে॥
সুমহান কার্যে সাদা লেগে থাকা চাই।
আয়েঙ্গার হতে অর্থ করহ আদায়॥
মামার মনেতে ইচ্ছা সুপ্ত হয়ে থাকে।
কয়েক হাজার টাকা নেব এই ফাঁকে॥
কিছু পরে মেজ মামা বলেন আবার।
ভক্তরা প্রণামী দেয় দিদিকে আমার॥
জমিয়ে সেসব অর্থ রাখা হত যদি।
তাহলে অনেক টাকা হত অদ্যাবধি॥
তাহা নাহি করে দিদি খেয়ালী অন্তরে।
খরচ করিয়া দেন অন্যদের তরে॥
দিদিকে অগাধ ভক্তি করে তব প্রাণ।
দিদিও তোমাকে স্নেহ সদা করে যান॥
আমাকে বলতো তুমি চুপি চুপি করে।
কাকে দিদি টাকা দেন বেশী বেশী করে॥
সব শুনি চুপ থাকে বরদা সন্তান।
তাহা হেরি অন্য সুরে মামা বলে যান॥
আমার ধারণা তুমি ভেবো মনে প্রাণে।
দিদির আসক্তি নাই তাই লোকে মানে।
প্রাকৃতের মত অর্থে আসক্তি থাকিলে।
এত মান্য দিদি নাহি পেতেন তাহলে॥
সেইহেতু বলি দিদি নহেন মানবী।
তিনি হন সর্বভাবে সত্যকার দেবী॥

বরদা, তোমরা ধন্য সত্যই জীবনে।
ঘরবাড়ি ছেড়ে আছ দিদির চরণে॥
কোয়ালপাড়ায় পরে ফিরিয়া সন্তান।
সারদা-মায়ের কাছে সব বলে যান॥
সব শুনি মাতা কন সহাস্য বদনে।
কেলে শুধু টাকা টাকা করে রাতে দিনে॥
সে প্রসঙ্গে সারদা-মা বলেন তখন।
মামা তরে উপযুক্ত প্রবাদ বচন॥

অর্থচিন্তা চমৎকারা।
বুদ্ধিমান হয় দিশেহারা॥

কিছু থামি সারদা-মা কন পুনরায়।
দিদিকে টাকার গাছ ওরা ভেবে যায়॥
তাহলেও কালী কিছু ভক্তি শ্রদ্ধা করে।
আপদে বিপদে ছুটে আসে মোর তরে॥
আর যারা বাকী থাকে তাহারা সকলে।
খুশী থাকে শুধু মাত্র টাকাকড়ি পেলে॥
রাধুর পুত্রের নাম শ্রীবনবিহারী।
'বুনো', 'বনো' ডাকনামে ডাকে স্নেহ করি॥
অন্নপ্রাশনের কাল যবে এসে যায়।
বরদাকে ডাকি মাতা বলেন সেথায়॥
মোর হাতে নাই এবে বেশী টাকাকড়ি।
বাজার করিবে তাহে তুমি যত্ন করি॥
বাজার করানো যদি হয় কালী দ্বারা।
খরচাদি হয়ে তবে যাবে মাত্রাছাড়া॥
এবার কোতুলপুর, আনুড় হইতে।
আনিবে বাজার করে তুমি নিজ হাতে॥
থাকিবে আনিতে বাকী অল্প কিছু যাহা।
কালীকে বলিয়া আমি আনাইব তাহা॥
না দিলে কালীকে কিছু বাজারের ভার।
আমার উপর চটে যাইবে আবার॥
কালীমামা প্রকৃতিতে রাশভারী হন।
সমীহ করেন সবে তাঁকে অনুক্ষণ॥
ছোটমামী, নলিনীদি, মাকু, রাধারাণী।
সকলেরি তাঁর হেতু সভীত পরানি॥
পাগলী করেন যবে খুব বাড়াবাড়ি।
সেইকালে মাতা যদি উঠেন উচ্চারি॥
কালীকে হউক ডাকা তবে একবার।
তখনি মামীর বন্ধ হয় চিৎকার॥
ভাই-এর প্রকৃতি স্মরি সারদা-জননী।
কালীকে পারতপক্ষে না চটাতেন তিনি॥

ব্যবস্থা বনুর তরে আছিল যেরূপ।
মার জন্মতিথিকালে ধরে অনুরূপ ॥
উৎসব তরে যাহা কেনা দরকার।
মামা লভিলেন পরে সে সর্বের ভার ॥
উৎসব তরে মামা সবে যত্নপর।
সকাল সন্ধ্যায় নেন সকল খবর ॥
জননীর জন্মতিথি তার কিছু আগে।
কালীমামা মাকে কন ভক্তি অনুরাগে ॥
তোমার এখানে এবে বহু লোকজন।
সমর্থ রাঁধুনি তাহে হবে প্রয়োজন ॥
জন্মতিথি তারো আর বেশী দেরী নাই।
উৎসবেও বহুলোক আসিবে হেথায় ॥
রাঁধুনি বামনী বুড়ী না পারিবে আর।
সমর্থ পাচক তাহে রাখা দরকার ॥
নানাবিধ কেনাকাটা শতেক বাহানা।
বাজার করারও বুদ্ধি চাই ঠিক জানা ॥
বরদা বয়সে অল্প সে পারিবে কত।
দুশ্চিন্তা সেহেতু মনে রয়েছে সতত ॥
মামাকে জননী তবে কন স্নেহ করি।
বাড়িতে মেয়ের পাল নিয়ে বাস করি ॥
সেইহেতু বলি আমি ভেবে সব দিক।
ব্যাটাছেলে হেথা রাখা নাহি হবে ঠিক ॥
বড় খাঁটি কথা তুই বলেছিস্ মোরে।
হেথায় ভক্তের ভিড় দিনে দিনে বাড়ে ॥
বরদা তো ছোট ছেলে কিবা বুদ্ধি তার।
কৌশলে করিতে হয় হাট ও বাজার ॥
সন্ধ্যাবেলা সারদা-মা বরদাকে কন।
সব কিছু ভেবে চিন্তে বলে মোর মন ॥
কোতলপুরের হাটে যাহা কিনিবার।
তার তরে দিতে হবে কালীকেই ভার ॥
কয়দিন হতে কালী তাহারি কারণে।
ঘুর ঘুর করিতেছে মোর সন্নিধানে ॥
বাজারের ভার তাকে দেওয়া নাহি হলে।
চটে-মটে কাণ্ড এক বাধাবে তাহলে ॥
মায়ের সেবক তবে বরদা ও হরি।
সেইকালে উভয়েই শুধু ব্রহ্মচারী ॥
সর্বদা তাঁদের থাকে ভক্তিভরা মন।
তাঁহাদের কেহ কিন্তু নহেন ব্রাহ্মণ ॥
পাচিকা বামুনী মাসী বয়সের ভারে।
না পারেন রান্নাবান্না বেশী করিবারে ॥
দু'তিন জনের ভাত তিনি রেঁধে যান।
আর সব রাঁধিতেন উভয় সন্তান ॥
পাড়াগাঁয়ে জাতপাত উগ্রমূর্তি ধরে।
মাতা তাহে রন সদা শঙ্কিত অন্তরে ॥
এই সব সামাজিক ঘরোয়া ব্যাপারে।
ঝামেলা না আসে যাতে কালীমামা তরে ॥
সেইহেতু মাতা চিন্তা করি বারবার।
মামাকেই দেন তবে বাজারের ভার ॥
বাজারের ভার পেয়ে মামা খুশী মনে।
করেন সকল কাজ পরম যতনে ॥
কালীমামা রান্নাবান্না সকল বিষয়ে।
রাখেন সজাগ দৃষ্টি খুব উৎসাহে ॥
মামার সেমতি চেষ্টা করি নিরীক্ষণ।
জননীরও হয় তবে খুশী ভরা মন ॥
সকলে আনন্দে তবে থাকে ভরপুর।
মামারই কারণে কিন্তু কেটে গেল সুর ॥
মামার হাতেই থাকে ব্যবস্থাদি যত।
সেইহেতু খুশী মনে থাকেন সতত ॥
দুপুরের পরে কিন্তু যে কোন কারণে।
নানাবিধ দুঃখ ক্ষোভ জাগে তাঁর মনে ॥
হয়তো আঘাত আসে কর্তৃত্বে তাঁহার।
সেইহেতু অভিমানে হয় মুখ ভার ॥
দিদিকে দানিব শিক্ষা ভাবিয়া অন্তরে।
আহার না করি মামা গেলেন খামারে ॥
সকলে বিশ্রামে যান আহার করিয়া।
মাতা কিন্তু তাঁর তরে থাকেন বসিয়া ॥
সন্ন্যাসী গোপেশ তবে পুছিলে কারণ।
ক্ষোভসনে সারদা-মা বলেন তখন ॥
যতেক নষ্টের মূলে কেলে মুখপোড়া।
অকারণে দুঃখ দিয়ে করে আধমরা ॥
খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে হেথা সবাকার।
আমি বসে আছি নিয়ে কেলের খাবার ॥
'আসি', 'আসি' বলে তবু না আসে আহারে
আমিও না যেতে পারি বিশ্রামের তরে ॥
সন্ন্যাসী গোপেশ তবে দুঃখিত অন্তরে।
মামাকে খোঁজার তরে গেলেন খামারে ॥
ক্ষোভ অভিমানে পূর্ণ ক্রোধের খেয়ালে।
খড় জড় করে যান মামা সেইকালে ॥
সন্ন্যাসী গোপেশও তবে নিষ্ঠাভরা মনে।
সেইকার্যে ব্রতী হন কালীমামা সনে ॥

জলের দাগের মত বামুনের রাগ।
কিছুক্ষণ পরে নাহি থাকে কোন দাগ॥
গোপেশকে কার্যে রত দেখিয়া সেথায়।
মুহূর্তে মামার রাগ বাষ্প হয়ে যায়॥
স্নেহসনে মামা তবে বলেন তাঁহারে।
কেন বাবা কর কাজ এত কষ্ট করে॥
গোপেশ সুযোগ লভি বলেন তখন।
আপনার ভাত নিয়ে মাতা বসে রন॥
সঙ্কুচিত হয়ে তবে বলিলেন তিনি।
তোমার সাথেই আমি যেতেছি এখুনি॥
ভাইকে পাইয়া মাতা খুশীভরা মনে।
ভোজন করান তাঁকে পরম যতনে॥
মার মনে ক্ষোভ আর দেখা নাহি যায়।
মনে হয় কভু যেন কিছু ঘটে নাই॥
ফাল্গুনের শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে।
শ্রীঠাকুর অবতীর্ণ হন ধরণীতে॥
জয়রামবাটীধামে তেরশ চব্বিশে।
জন্মতিথিকালে মাতা রন কৃপাবশে॥
শ্রীপ্রভুর জন্মতিথি তার কিছু আগে।
কালীমামা মাকে কন ভক্তি অনুরাগে॥
দিদি, তুমি এইবার রয়েছ হেথায়।
ঠাকুরেরও জন্মতিথি সমাগত প্রায়॥
তুমি আছ সেইহেতু বলে মোর মন।
আসিবে কুটুম্ব নানা, বহু ভক্তজন॥
খুব সমারোহে তাহে হোক্ উৎসব।
আমি তো রয়েছি দিদি, করে দেব সব॥
মামার সকল কথা করিয়া শ্রবণ।
সারদা-মা স্নেহভরে বলেন তখন॥
দেখ্ ভাই তোর মত নাই মোর ভক্তি।
তাছাড়া কোথায় আর সেরকম শক্তি॥
আমারও শরীর দেখ যেন প্রতিদিন।
ক্রমে ক্রমে হইতেছে ক্ষীণ, আরো ক্ষীণ॥
সেইহেতু ঠাকুরের তিথি উৎসব।
মহা সমারোহে করা না হবে সম্ভব॥
গ্রামেই কুমড়ো আলু যাহা পাওয়া যায়।
তা দিয়ে যে-কোন ভাবে সেরে দিবি ভাই॥
সেইমতে কালীমামা কোমর বাঁধিয়া।
নানা কাজ কর্মে সদা চলেন খাটিয়া॥
প্রভু উৎসব দিনে সারাদিন ভর।
তৃপ্তিতে খাওয়াতে সবে রন তৎপর॥

আগত সকলে গোণা না হয় সম্ভব।
'দীয়তাম্, ভুজ্যতাম্' শুধু উঠে রব॥'
রাঁচিতে থাকেন বহু মায়ের সন্তান।
জননীর শ্রীচরণে সদা ভক্তিমান॥
শ্রীমায়ের জন্মস্থান চিহ্নিত করিতে।
'মাকড়া' পাথর তাহে আসে রাঁচি হতে॥
চিহ্নিত করার তরে যেই স্থান রয়।
সেইস্থান মামাদের এজমালি হয়॥
তাহা দিতে দুই মামা নিমরাজী হন।
কালীমামা কিন্তু তাতে রাজী নাহি হন॥
সেহেতু পাথর দুটি বসান না হয়।
অনাদরে পথিপার্শ্বে তারা পড়ে রয়॥
তেরশ পঁচিশ সনে জননীর পাশে।
কালীমামা একদিন আছিলেন বসে॥
পৌষমাসে মাঝামাঝি শীতের সময়।
মামার মনটি তবে খুশীভরা রয়॥
একথা সেকথা হয় জননীর সনে।
মাতাও শোনেন সব সস্মিত বদনে॥
সেবক বরদা তবে আবদার করে।
মামাকে বলিয়া যান সভক্তি অন্তরে॥
ভাইয়ে ভাইয়ে কলহাদি সব গেছে দূরে।
বেড়াটিও বেঁধেছেন বেশ শক্ত করে॥
খামারেরও লেপা-মোছা হল সমাপন।
এবার খাওয়ান সবে করি নিমন্ত্রণ॥
জননী শুনিয়া সব কৌতুহলী মনে।
স্নেহভরে তাকালেন কালীমামা পানে॥
হাসিমুখে কালীমামা বলেন তখন।
এ ব্যাপারে কিবা আর বলিব এখন॥
এত অল্প বয়সেই সকলে তোমরা।
দিদির সেবার তরে সদা আত্মহারা॥
দিদির সন্তান সবে হও সত্যিকার।
পুত্রসম কাজ করে যাও অনিবার॥
সেইহেতু ঐ কথা মোরে বলিবার।
সর্বভাবে তোমাদের আছে অধিকার॥
কিন্তু কোন উপলক্ষ্য হেথা না আসিলে।
খাইয়ে আনন্দ তবে ঠিক নাহি মিলে॥
মাকড়া পাথর দুটি ছিল সেথা পড়ে।
তাহা হেরি মামা কন তার জের ধরে॥
এইতো পাথর দুটি হেথা পড়ে রয়।
জন্মস্থানে বসাইলে কত ভাল হয়॥

সন্ন্যাসী সারদানন্দে বলিয়া সত্বরে।
এ স্থান দিদির নামে নাও লিখে পড়ে॥
আমাদের থাকাকালে দিদির মন্দির।
নির্মিত হইবে সেথা উচ্চে তুলে শির॥
ভাবতো বরদা তুমি সে দিনের কথা।
খুশী করা সুমধুর আনন্দ-বারতা॥
দেশ শুদ্ধ লোক তবে পাবে নিমন্ত্রণ।
আনন্দ করিয়া সবে করিবে ভোজন॥
সেই সাথে কালীমামা জননীকে কন।
আমার অংশটি লিখে দিতেছি এখন॥
চিন্তা নাহি করো তুমি মোর প্রাপ্য তরে।
যা-খুশী শরৎ বাবা দেবেন আমারে॥
অন্য ভাইদের তুমি বল একবার।
যাহাতে বাগড়া তারা না দেয় আবার॥
সত্যি দিদি মোর ইচ্ছা হয় মনে প্রাণে।
ওটির ব্যবস্থা হয়ে যাক্ এই ক্ষণে॥
সাধারণ ভাবে মাতা সব শুনে যান।
না করেন তবে কোন মন্তব্য প্রদান॥
সন্ধ্যাকালে মার কাছে যাইলে বরদা।
স্নেহ সনে কন তবে জননী সারদা॥
যে সকল কথা আজ বলে গেল কালী।
শরৎকে চিঠি দিয়ে জানাও সকলি॥
কালীর সুমতি যবে হয়েছে এখন।
দেরী করা নাহি হবে উচিত তখন॥
সেজো ভাই তার এতে না হবে অমত।
প্রসন্নর বন্দোবস্ত করিবে শরৎ॥
কালীই বাগড়া দিত সকল বিষয়ে।
মনে হয় এবে সব যাবে ঠিক হয়ে॥
মায়ের নির্দেশমত সন্ন্যাসী শরতে।
সকলি জানানো হল চিঠি মারফতে॥
পরদিন কালীমামা আসিলে সকালে।
সারদা মা বলে যান তাঁকে কথাচ্ছলে॥
গতকাল রাত্রিতেই তোর কথামত।
শরতকে জানায়েছে সব কথা যত॥
কালীমামা সেই কথা করিয়া শ্রবণ।
জননীকে চুপি চুপি বলেন তখন॥
তুমি তো জানই দিদি আমার সংসার।
আয় কম, তবু ধরে বিরাট আকার॥
জমিটির ন্যায্য মূল্য যাহা ধার্য হবে।
আমাকে আলাদা কিছু দিও দিদি তবে॥
তাহা শুনি মাতা কন কৌতুকের বশে।
টের পেলে ওরা পুনঃ চেয়ে নাহি বসে॥
কার্যকালে দেখা গেল মামারা প্রত্যেকে।
চাহিলেন 'কিছু বেশী' ন্যায্য মূল্য থেকে॥
সন্ন্যাসী শরৎ তবু সুযোগ না ছাড়ি।
রেজিস্ট্রি করাইয়ে নেন জমি তাড়াতাড়ি॥
সেই জমি বন্দোবস্ত হইবার পরে।
সারদা-মা বলিলেন কুয়া কাটাবারে॥
মায়ের নির্দেশমত সেথা অগ্নিকোণে।
কুয়া কাটা শুরু হয় বৈশাখের দিনে॥
স্নেহ ভরে একদিন বলেন জননী।
সব ভাই কটি মোর রত্ন গুণমণি॥
জননীর সনে তাহে তাঁদের লীলায়।
টক মিষ্টি চানাচুর সম স্বাদ পাই॥
তাঁহাদের শ্রীচরণে জানাই প্রণাম।
জননীর স্নেহ যাতে পাই অবিরাম॥
তেরশ পঁচিশ সনে মহালয়া আগে।
বড় মামা মাকে কন ভক্তি অনুরাগে।
কলিকাতা হতে দিদি আসিলে হেথায়।
এই কালে মোরে যেতে হইবে সেথায়।
ছেলে পিলে সকলেই হেথা পড়ে রবে।
যা হয় ব্যবস্থা তুমি করে দিও তবে॥
কি আর বলিব আমি দুর্ভাগ্য আমার।
সকলি সুবিধা হবে কালীর এবার॥
জমি জমা নিয়ে দেশে ছেলেপিলে সনে।
সংসার চালাচ্ছে কালী আনন্দিত মনে॥
বয়স হইল এত তবু কষ্ট করে।
আমাকে থাকিতে হবে বিদেশেতে পড়ে॥
পৌঁছাইতে কথাগুলি কালীমামার কানে।
নাটকীয় ভাবে তিনি আসেন সেখানে॥
প্রসন্নমামাকে তবে উদ্দেশ করিয়া।
শ্লেষ ভরে সেইকালে বলেন উঠিয়া॥
তোমার উদ্দেশ্য সব ভাল ভাবে জানি।
টাকা আদায়ের তরে গাহিছ কাঁদুনি॥
থতমত খেয়ে তবে বড়মামা কন।
দেখ্ কালী, যাহা খুশী কর উচ্চারণ॥
দাদা বলে মান্য নাহি করিস্ খেয়ালে।
তবু শোন্ যাহা হয় সত্যি সর্বকালে॥
দিদির পরেই মোর হয় আগমন।
জানিবি আমার পরে তোর জন্মক্ষণ॥

আমার যা ভক্তি আছে দিদিদির উপরে।
সেইমত তোর কিছু না আসে গোচরে॥
চিনেছিস্ ভালভাবে দিদির টাকায়।
তাহা ছাড়া অন্য গুণ দেখিতে না পাই॥
প্রসন্ন মামার উক্তি করিয়া শ্রবণ।
ব্যঙ্গহাস্যে কালীমামা বলেন তখন॥
তোমার সকল কীর্তি বেশ জানি আমি।
দিদির কারণে বল কি করেছ তুমি ?।
সর্বদাই থাক তুমি গা ঢাকা দিয়ে।
পোহাই দিদির ঝক্কি সকল সময়ে॥
দিদির ভক্তেরা যাঁরা আসেন হেথায়।
তাঁহাদেরো দেখা শোনা আমি করে যাই॥
তাহা ছাড়া কত যত্ন করেছি ঠাকুরে।
খাইয়েছি তাঁকে আমি কত মাছ ধরে॥
তাঁহার ধারেও তুমি কভু না ঘেঁষিতে।
আজ কিনা ঘ্যান-ঘ্যান কর ন্যাকামিতে॥
আমাকেও কত ভালবাসিতেন তিনি।
সেকথা জানেন দিদি, আর আমি জানি॥
বড় মামা তাহা শুনি অনুরূপ ভাবে।
নানা কথা বলে যান আপন স্বভাবে॥
হাসিতে হাসিতে মাতা বলেন তখন।
ভাইগুলি সব মোর সত্যিই রতন॥
করেছিল গলাকাটা তপস্যা নিশ্চয়।
ওদের সংসারে তাহে আমি পড়ে রই॥
অভিজ্ঞা গৃহিণী যাঁরা রন পরিবারে।
রাখেন সজাগ দৃষ্টি সকল ব্যাপারে॥
বিভিন্ন ঝামেলা থাকে শতেক বাহানা।
আবদার করে তাতে নানা জনে নানা॥
হৈ চৈ হট্টগোল চলে সর্বক্ষণ।
তারই মাঝে করে যান যাহা প্রয়োজন॥

তেরশ ছাব্বিশ সালে মার জন্মতিথি।
সমারোহে উৎসব চলে যথারীতি॥
শত শত ভক্ত আসি তাহারি কারণে।
ভক্তি ভরে পূজা করে মায়ের চরণে॥
পূজা আয়োজন সাথে হতেছে রন্ধন।
কীর্তনীয়া করে সেথা ভজন-কীর্তন॥
প্রত্যেকেই ব্যস্ত থাকে ভিন্ন ভিন্ন কাজে।
জননীর জয়ধ্বনি উঠে মাঝে মাঝে॥
সন্তান-সম্ভবা হন সেজোমামী তবে।
অসুখ হইতে তিনি উঠেছেন সবে॥
উৎসব কাজে সব থাকে যত্নপর।
সেজোমামী 'পরে কেউ না রাখে নজর॥
অভিজ্ঞা গৃহিণী হন জননী সারদা।
সকল ব্যাপারে খোঁজ রাখেন সর্বদা॥
তাঁকে কেন্দ্র করে বহে আনন্দের ধারা।
তাহাতেও মাতা নাহি হন আত্মহারা॥
সেজোমামী তাঁর কথা চিন্তিয়া জননী।
পথ্যের জোগাড় তবে করেন আপনি॥
হইবে মাছের ঝোল তাহারি কারণে।
কুটিলেন মাছ নিজে অতীব যতনে॥
অনন্তর মাছ ধুয়ে আনিবার পরে।
করিলেন ঝোল রান্না সেজোমামী তরে॥
ঝোল রান্না হলে পর নিজেই জননী।
মামীকে সে ঝোল দিয়ে আসেন তখনি॥
অভিজ্ঞা গৃহিণীরূপে জননী সারদা।
তোমাকে প্রণাম, মাগো, জানাই সর্বদা॥
আমরাও মাগো নানা রোগে ভুগে যাই।
তুমি ছাড়া দেখিবার আর কেহ নাই॥
কৃপাদৃষ্টি রেখো মাগো তুমি স্নেহ করে।
প্রার্থনা জানাই তাহা ব্যাকুল অন্তরে॥

সারদা-পুঁথির কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পঠনে স্নিগ্ধ হয় মন প্রাণ॥
জননীর লীলাকথা হয় সেইস্থানে।
প্রভু রামকৃষ্ণ সদা রন সেইস্থানে॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা সবে লভিতে অপার।
'হরি রামকৃষ্ণ' জোরে বল তিনবার॥

শ্রীশ্রীসারদা-পুঁথি

জ্ঞানদায়িনী

(১)

জয় জয় শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন।
লীলার প্রকটহেতু মর্ত্যে আগমন॥

জয় জয় বিশ্বমাতা ব্রহ্মসনাতনী।
জয় জয় শ্যামাসুতা সারদা-জননী॥
সন্তানের পাপ-তাপ, যত কাদা-ধূলি।
মুছিয়া স্নেহের করে নাও কোলে তুলি॥

জয় জয় সত্যানন্দ প্রেমানন্দময়।
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয়॥
প্রেমের মূরতি তুমি, তুমি মোর সার।
তোমার চরণে রাজে অনন্ত সংসার॥

তুমি যারে কৃপা কর কে নাশিবে তারে
তোমার কৃপাই সার বিশ্ব চরাচরে॥

অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করিবারে।
অবতীর্ণা সারদা-মা ধরার মাঝারে॥
গোলাপ-মায়েরে প্রভু বলেন একদা।
জ্ঞান দায়িনীর রূপে এসেছে সারদা॥
সারদা স্বরূপে হয় দেবী সরস্বতী।
রূপ ঢাকি থাকে যেন সাধারণ অতি॥
রূপ ঢেকে কেন এবে এসেছেন তিনি।
তাহার উত্তরে কন প্রভু শিরোমণি॥
থাকিলেই রূপ কিছু অবিশুদ্ধ মন।
মলিন ভাবেতে তাহা দেখিত তখন॥
মহা অকল্যাণ তাহে হইত সবার।
সেইহেতু রূপ ঢেকে এসেছে এবার॥
একবার ইচ্ছা জাগে প্রভুর অন্তরে।
অলঙ্কার গড়া হোক জননীর তরে॥
ভাগিনা হৃদয়ে তবে কন প্রভু রায়।
অলঙ্কার তৈরী করে তুই নিয়ে আয়॥
সারদা ইহার নাম ভাবে সরস্বতী।
সেইহেতু সাজে গোজে হয় হৃষ্ট মতি॥
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বলেন সর্বদা।
মূর্তিমতী সরস্বতী, জননী সারদা॥
সরস্বতী শান্ত বলে মায়ের স্বভাব।
উপরে দেখিবে সদা মহাশান্ত ভাব॥

সুরেন্দ্রকুমার সেন বাল্যকাল হতে।
থাকিতে সচেষ্ট রন সদা ধর্মপথে॥
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বিশ্বজয় করি।
আমেরিকা হতে দেশে আসিলেন ফিরি॥
সুরেন্দ্রকুমার শুনি বিবেক আহ্বান।
চাহিলেন সমর্পিতে দেহমনপ্রাণ॥
পড়াশুনা ছাড়ি দিয়া ভক্তির আবেশে।
আসিলেন বিশ্বজয়ী বিবেকের পাশে॥
স্বামীজী বলেন যাহা করিতে তাঁহারে।
তাহাই করেন তিনি নিষ্ঠা সহকারে॥
বছর তিনেক পরে সেই ভক্ত বীর।
দীক্ষা ও সন্ন্যাস তরে হলেন অধীর॥
ভক্তটির নিষ্ঠাভক্তি দেখিয়া সতত।
স্বামীজীও দীক্ষা দিতে হলেন সম্মত॥
অনন্তর শুভদিনে দীক্ষার কারণে।
উপস্থিত থাকে ভক্ত স্বামীজী চরণে॥
স্বামীজীর কাছে দীক্ষা লভিবার তরে।
আরো কিছু ভক্ত থাকে সভক্তি অন্তরে॥
মঠের ঠাকুর ঘরে বিবেক সন্ন্যাসী।
ধ্যানস্থ হলেন নিজ আসনেতে বসি॥
অনন্তর অন্যদের দীক্ষা অবসানে।
সুরেনে ডাকিয়া কন গম্ভীর বয়ানে॥

আমি তোর গুরু নই বলিলেন প্রভু।
তার তরে দুঃখ তুই না করিবি কভু॥
আরো আমি জানিলাম প্রভুর বচনে।
মোর চেয়ে বড় গুরু লভিবি জীবনে॥
মর্মাহত হয়ে ভাবে সুরেন্দ্র কুমার।
স্বামীজীর চেয়ে বড় কে থাকিবে আর॥
অযোগ্য ভাবিয়া তিনি কৃপা নাহি করে।
অন্য কথা বলে ফাঁকি দিলেন আমারে॥
অনন্তর সেই ভক্ত দুঃখের আবেশে।
মঠ হ'তে ফিরে যায় আপনার দেশে॥
প্রভুর চরণে ভক্তি রাখি দিবানিশি।
গ্রামে তার দিন কাটে সুখে দুখে মিশি॥
একদা দেখেন স্বপ্ন তিনি রাত্রিকালে।
বসিয়া আছেন যেন ঠাকুরের কোলে॥
হেনকালে দেখে ভক্ত বিস্মিত বয়ানে।
জ্যোতির্ময়ী দেবী এক হাজির সেখানে॥
স্নেহঝরা কণ্ঠে তিনি বলেন সন্তানে।
মন্ত্র দিতে আসিয়াছি আমি এইস্থানে॥
উদাসীন হয়ে ভক্ত বলিল তখন।
ঠাকুরের কোলে আমি রয়েছি এখন॥
মন্ত্র তন্ত্র কিছু আমি নাহি চাই এবে।
প্রভুর কৃপায় পূর্ণ হয়ে আছি যবে॥
শুনেও সকল কথা দেবী জ্যোতির্ময়ী।
ভক্তটিরে মন্ত্র দিতে থাকেন আগ্রহী॥
অনন্তর সেই ভক্ত শুধান তাঁহারে।
কিবা পরিচয় তব বলহ আমারে॥
তদুত্তরে দেবী কন হয়ে হৃষ্ট মতি।
জেনে রেখো তুমি সদা আমি সরস্বতী॥
এর পর যাহা আমি করি উচ্চারণ।
তাহাই তোমার মন্ত্র জেনো সর্বক্ষণ॥
এই মন্ত্র জপ যদি কর নিষ্ঠাভরে।
জীবনে হইবে 'কবি' অতীব সত্বরে॥
তপস্যায় তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী হন যাঁরা।
শাস্ত্র মাঝে 'কবি' নামে পরিচিত তাঁরা।
একশত আটবার ক্রমের হিসাবে।
মোর দেওয়া মন্ত্র তুমি জপ করে যাবে॥
দেখাইয়া দিয়া আরো জপের পদ্ধতি।
অন্তর্হিতা হইলেন দেবী সরস্বতী॥
অনন্তর সেই ভক্ত কিছুদিন পরে।
স্বামীজীর পদপ্রান্তে আসেন বেলুড়ে॥

প্রণমিয়া স্বামীপদে ভক্তিভরা মনে।
বলিলেন স্বপ্নকথা উপেক্ষার সনে॥
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব করিয়া শ্রবণ।
স্বামীজী গম্ভীরকণ্ঠে বলেন তখন॥
শ্রীঠাকুর বলিতেন দেব স্বপ্ন যত।
সত্যরূপে আসে তারা জীবনে সতত॥
ইহাকেই স্বপ্নসিদ্ধ শাস্ত্রে বলা হয়।
বড়ই কৃপার কথা জানিবি নিশ্চয়॥
এই মন্ত্র জপিলেই তোর সব হবে।
ইহা ছাড়া আর কিছু করিতে না হবে॥
স্বামীজীর বাক্য শুনি সেই ভক্ত বলে।
মানুষেরা স্বপ্ন দেখে মনের খেয়ালে॥
অমূলক চিন্তা জাল যা থাকে হৃদয়ে।
তাহাই নিদ্রার কালে আসে স্বপ্ন হয়ে॥
কোনো মতে কিছুতেই স্বপ্নের উপর।
জীবনের যাত্রা পথে না করি নির্ভর॥
মন্ত্রের যদিবা কিছু থাকে প্রয়োজন।
আপনার হ'তে তাহা করিব গ্রহণ॥
স্বামীপাদ সব কথা করিয়া শ্রবণ।
গম্ভীর হইয়া আরও বলেন তখন॥
উপলব্ধি না করিয়া শুধু বই পড়ে।
নিজেকে বিরাট জ্ঞানী ভাবিস্ অন্তরে॥
বোধোদয় এ লেখা আছে ঈশ্বরের রূপ।
ভগবান নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ॥
মুখস্থ করিয়া তাহা শিশুদের দল।
ঈশ্বর তত্ত্বের কথা বলে অবিরল॥
তাহা শুনি বোদ্ধাজন হাসে মনে মনে।
তোকে দেখে সেই কথা আসিছে স্মরণে॥
'বোধোদয়' পড়ে নাহি হয় বোধোদয়।
অনুভূতি লাভ হলে ধর্মের উদয়॥
জেনে রাখ্ দেবস্বপ্ন সত্যের স্বরূপে।
প্রভুর কৃপায় তাহা আসে চুপে চুপে॥
স্বপ্নে পাওয়া সেই মন্ত্র নিষ্ঠা সহকারে।
বিশ্বাস রাখিয়া তুই যাবি জপ করে॥
করিলেই জপ তুই দিয়ে প্রাণমন।
সশরীরে মন্ত্রদাত্রী দেবেন দর্শন॥
বগলার অবতার আপন স্বরূপে।
বর্তমানে আবির্ভূতা সরস্বতী রূপে॥
ভিতরে সংহার মূর্তি প্রলয়ের ভাব।
বাহিরেতে বিরাজিত মহাশান্তভাব॥

বিশ্বাস স্থাপিয়া তুই আমার কথায়।
নিত্য জপ করে যাবি অতীব নিষ্ঠায়॥
সময়ে দর্শন পাবি গুরু-ইষ্ট রূপে।
জীবনে সার্থক হবি আপন স্বরূপে॥
অনন্তর সেই ভক্ত সভক্তি অন্তরে।
স্বামীজীর গ্রন্থাবলী নিত্য পাঠ করে॥
তার সাথে শ্রীপ্রভুর ধ্যান করে যান।
যেমতি চাহিত তাঁর ভক্তি ভরা প্রাণ॥
মাঝে মাঝে স্বপ্নে ভক্ত পান দেখিবারে।
শ্রীঠাকুর, স্বামীপাদ, তাঁদের দোঁহারে॥
ভক্তটির জীবনেও কালের প্রভাবে।
সাতটি বছর ক্রমে কাটে এইভাবে॥
তেরশত তের সনে দুর্গাপূজা তরে।
ভক্তের জাগিল ইচ্ছা যাইতে বেলুড়ে॥
শ্রীলাল বিহারী নামে জনৈক ডাক্তার।
পূজাকালে মঠে যেতে ইচ্ছা হল তাঁর॥
সেই মত ঠিক করি ভক্তি অনুরাগে।
মঠেতে পোঁছান তাঁরা দুর্গাপূজা আগে।
পূজা আদি সমাপন হইবার পরে।
উভয়ে গেলেন তাঁরা কামারপুকুরে॥
প্রভুস্থানে পোঁছাইয়া সভক্তি হৃদয়ে।
একদিন থাকিলেন তাঁহারা উভয়ে॥
অনন্তর ভক্ত দুটি শিবুদাদা সনে।
জয়রামবাটী যান মাতৃ সন্নিধানে॥
মাতৃধামে থাকিবার দ্বিতীয় দিবসে।
জননী শুধান ভক্তে স্নেহ পরবশে॥
যাহা চাবে তাই পাবে মোর কাছ হতে।
তুমি কি লইবে শক্তি ভক্তিযুত চিতে?।
সন্তান স্বরেন তবে দিলেন উত্তর।
সকলই নির্ভর করে তোমার উপর॥
যাহা পেলে ভাল হয় সেই অনুযায়ী।
স্বেচ্ছায় দানিও মোরে তুমি ইচ্ছাময়ী॥
সকল শুনিয়া মাতা কন স্নেহভরে।
কল্যই প্রস্তুত থেকো দীক্ষা লাভ তরে॥
সঙ্গেতে রাখিও কিছু ফুলের যোগাড়।
দীক্ষাকালে দেব আমি যাহা দরকার॥
সন্তান সুরেন লয়ে মার অনুমতি।
ডাক্তারকে আনিলেন সেথা দ্রুতগতি॥
ডাক্তারও সজলকণ্ঠে ভাসি অশ্রুনীরে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি কন জননীরে॥
আমি জানি, আমি তব অধম সন্তান।
তবু মাগো তুমি মোরে কর কৃপা দান।
জননীও কন তবে স্নেহঝরা মনে।
তোমারো হইবে দীক্ষা সুরেনের সনে॥
লক্ষ্মী পূর্ণিমার তিথি হয় পর দিন।
দীক্ষালাভ তরে তাহা বড় পুণ্যদিন॥
এই শুভ দিনে যদি কেহ দীক্ষা পায়।
সিদ্ধি আসে তার তরে অতীব ত্বরায়॥
পরদিন শুভক্ষণে সুরেন সন্তান।
প্রভুঘরে মার কাছে ভক্তিভরে যান॥
সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করি মায়ের চরণে।
বসিলেন করজোড়ে নির্দিষ্ট আসনে॥
দীক্ষাকালে মাতা তাঁর ডান হাত খানি।
রাখেন পুত্রের শিরে দক্ষিণা রূপিণী॥
বাঁ হাত চিবুকে রাখি মাতা কৃপা করে।
সন্তানে দিলেন মন্ত্র গম্ভীর অন্তরে॥
মন্ত্রটি শ্রবণমাত্র সন্তানের মনে।
স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাদি জাগে একক্ষণে॥
ভাবেতে বিহ্বল তনু, মন আত্মহারা।
সেইক্ষণে হন তিনি বাহ্যজ্ঞান হারা॥
বাহ্যজ্ঞান নাই কিন্তু সারাটি অন্তরে।
আনন্দের অনুভূতি প্রবাহ আকারে॥
স্বপ্নে দেখা দেবীমূর্তি জাগে তার মনে।
স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্র তাও আসে তার মনে॥
মার স্নেহস্পর্শে তবে মায়ের কৃপায়।
বিহ্বলিত পুত্র পুনঃ বাহ্যজ্ঞান পায়॥
প্রকৃতিস্থ হয়ে পুত্র দেখেন বিস্ময়ে।
মাতৃমূর্তি স্বপ্নমূর্তি আছে এক হয়ে॥
পুত্র তবে কয়, মাগো, স্বপনের ঘোরে।
পূর্বে লভেছিনু মন্ত্র আমার অন্তরে॥
শুনিয়াই মাতা কন আমার প্রত্যয়।
সেই মন্ত্র সাথে ইহা মিলেছে নিশ্চয়॥
এখনো দেখিতে পাও সুন্দর স্বপন।
যাহাতে তোমার ঘটে প্রভুর দর্শন॥
জননীর স্নেহবাক্য করিয়া স্মরণ।
আনন্দেতে পুত্র করে অশ্রু বরিষণ।
মনে মনে বলে তুমি স্নেহ সুরধুনী।
সারদার রূপে হও মাতা চিরন্তনী।
যুগযুগ ধরে তুমি অধম সন্তানে।
স্নেহচ্ছায়ে রাখিয়াছ অন্তরের টানে॥

তোমার নিকট আমি এইমাত্র চাই।
তব পদে ভক্তি যেন থাকে সর্বদাই॥
ভক্ত শিষ্যরূপে যারা আসে মার কাছে।
তাদের চারিটি ভাগে লওয়া যায় বেছে॥
প্রথম ভাগেতে থাকে সেসব সন্তান।
যারা পূর্বে স্বপ্নমাঝে লভেছে সন্ধান॥
স্বপ্নেতে দেখেছে তারা নিবিষ্ট হৃদয়ে।
প্রভু বা মায়েরে কিম্বা তাঁদের উভয়ে॥
তাহাদের মাঝে কেহ থাকে পুনরায়।
স্বপ্নের মাঝেই যারা দীক্ষামন্ত্র পায়॥
এইসব ভক্তদল প্রাণের আবেশে।
পূর্ব পরিচিত সম আসে মার পাশে॥
আর্তরূপে যাহাদের মাতৃপদে স্থিতি।
দ্বিতীয় ভাগেতে তারা লভে পরিচিতি।
নানারূপ দুঃখ ভোগ করিয়া জীবনে।
অব্যাহতি তরে আসে মাতৃসন্নিধানে॥
হয়তো মরণাপন্ন আছিল অসুখে।
কিম্বা নিত্য জ্বলে প্রাণ সংসারের দুখে॥
লভিতে শান্তির সুধা ছিন্নভিন্ন মনে।
আর্তিতে আসে তারা মায়ের চরণে॥
ঠাকুরের ভক্ত শিষ্য শোভে চারিধারে।
তারো বেশী থাকে সিক্ত মাতৃস্নেহধারে॥
তাঁহাদের কাছু হতে জননীর কথা।
শ্রবণ করেন লোকে লয়ে আকুলতা॥
এইভাবে মার কথা করিয়া শ্রবণ।
তৃতীয় দলের ভক্ত নিয়েছে শরণ॥
এই দলে আরো কিছু থাকেন সন্তান।
বই পড়ে মার কথা জানিবারে পান॥
শুনিয়া পড়িয়া কিম্বা যে কোনো প্রকারে।
মাতৃকৃপা পেতে ইচ্ছা জাগে প্রাণভরে॥
তারা ভাবে দীক্ষালাভ হ'লে মার হ'তে।
মৃত্যুঞ্জয়ী হব মোরা জীবনের পথে॥
চারিটি দলের ভক্ত তাদের মাঝারে।
ইহারা গরিষ্ঠ হয় সংখ্যার আকারে॥
আর এক দলেরও ভক্ত লভেছে শরণ।
তাহাদের এবে আমি দিব বিবরণ॥
জীবনের পথে তাঁরা চলেন স্বেচ্ছায়।
মার দেখা পান পথে মায়ের ইচ্ছায়॥
মাতৃকৃপা অকস্মাৎ লভিয়া জীবনে।
সমর্পিত হয়ে রন জননী চরণে॥

মার শিষ্য আসে সবে ভক্তি অনুরাগে।
তাহাদের ভাগ করা হল চারি ভাগে॥
স্মরণ রাখিতে হ'বে ভক্তের স্বভাবে।
এসব বিভাগ হয় মোটামুটিভাবে॥
নির্দিষ্ট দলের ভক্তে থাকয়ে লক্ষণ।
অন্য দলে যাহা শোভা পায় বিলক্ষণ॥
অধিকন্তু সকলেই ভক্তিযুত মনে।
মুমুক্ষুর রূপে আসে মায়ের চরণে॥
কি ভাবে আসিবে ভক্ত, কোন পথ ধরে।
জননী রাখেন তাহা সব ঠিক করে॥
ইচ্ছাময়ী তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয় সদা।
ভক্ত সাথে লীলা তরে জননী-সারদা॥
পুঁথিতে ভক্তের কথা বর্ণিবার সাধ।
ক্ষমা চাই ঘটে যদি ভক্ত অপরাধ॥
সকল ভক্তের পদে করিয়া প্রণাম।
তাঁদের আশিস ভিক্ষা মাগি অবিরাম॥
তাঁহাদের কৃপা হলে আমার প্রত্যয়।
জননীর আরো কৃপা লভিব নিশ্চয়॥
যদি কেহ ভালবাসে মায়ের সন্তানে।
জননী অত্যন্ত খুশী হন মনে প্রাণে॥
ভক্তের চরণে তাহে নমি পুনরায়।
তাঁদের আশিসে শক্তি আমি যেন পাই॥
সে শক্তি লভিয়া আমি গুরুর আদেশে।
লিখিব সারদা-পুঁথি ভক্তির আবেশে॥
প্রেমানন্দ দাশগুপ্ত বাড়ি বরিশালে।
দেখিলেন স্বপ্ন এক রজনীর কালে॥
মোটামুটিভাবে তবে রাত্রি তিনটায়।
জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি স্বপ্নে দেখা যায়॥
স্নেহঝরা কণ্ঠে তিনি বলেন সন্তানে।
এখনও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে এইখানে॥
বয়স হয়েছে তোর বহু পথ বাকি।
চুপচাপ থেকে দিস্ নিজেরেই ফাঁকি॥
অধরার দেশ হ'তে কত কষ্ট করে।
ধরায় এসেছি আমি সন্তানের তরে॥
অকাজের তাড়নায় নাহি ক'রে দেরী।
আমার নিকটে চলে আয় তাড়াতাড়ি॥
নিদ্রা অবসান হলে বুঝিল সন্তান।
সারদা-জননী হ'তে এসেছে আহ্বান॥
ইতঃপূর্বে সেই পুত্র তাহার জীবনে।
যায় নাই কোনো দিন মাতৃসন্নিধানে॥

তখনো মায়ের মূর্তি ফটোর আকারে।
ছাপা নাহি হয়েছিল ভক্তদের তরে॥
সেইহেতু সেই পুত্র জীবনে তখনো।
জননীর প্রতিমূর্তি দেখেনি কখনো॥
তবুও মায়ের টান বুঝিয়া অন্তরে।
জয়রামবাটী যান অতীব সত্বরে॥
মাতৃধামে পৌঁছিয়াই দেখেন সন্তান।
স্বপ্নে দৃষ্ট মূর্তিরূপে মাতা বিদ্যমান॥
জননী স্নানের পথে দ্বারের বাহিরে।
তাঁহারে দেখিয়া পুত্র ভাসে অশ্রুনীরে॥
পুত্রকে দেখিয়া কিন্তু মায়ের হৃদয়।
কোনো মতে কিছুমাত্র না লভে বিস্ময়॥
যুগে যুগে পরিচিত আত্মীয়ের মত।
পুত্রসাথে আলাপনে থাকেন নিরত॥
স্নেহঝরা কণ্ঠে মাতা বলেন সন্তানে।
আসিয়াছ কত কষ্টে মোর সন্নিধানে॥
অপেক্ষায় ছিনু আমি তোমারি কারণে।
ত্বরায় আসিব ফিরে স্নান সমাপনে॥
তুমিও সত্বর অতি স্নান আদি শেষে।
প্রভুর মন্দির দ্বারে থেকো যেন বসে॥
নিত্যকার প্রভুপূজা সমাপন করে।
তোমারে লইব ডাকি প্রভুর মন্দিরে॥
তুমি হও আদরের আমার সন্তান।
তোমারে করিব আজি মহামন্ত্র দান॥
প্রাণভরে আজি আমি করি আশীর্বাদ।
অন্তরে লভিবে তুমি প্রভুর প্রসাদ॥
সন্ন্যাসী তন্ময়ানন্দ মায়ের সন্তান।
মাতৃপদে সমর্পিত দেহ মন প্রাণ॥
সন্ন্যাসের পূর্বে যবে ছিলেন সংসারে।
দেখিলেন স্বপ্ন এক নিদ্রার মাঝারে॥
ঘর বাড়ী কোনো কিছু নাই কোনোখানে।
নিদ্রিত আছেন যেন ফাঁকা ময়দানে॥
হেনকালে জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী মহান।
আসিয়া সেথায় তারে করেন আহ্বান॥
মোর সাথে যদি তোর যেতে ইচ্ছা থাকে।
অবিলম্বে তবে তুই আয় মোর ডাকে॥
এমতি আহ্বান ভক্ত শুনি তিনবার।
'যাই' 'যাই' বলি শয্যা ত্যজিল তাহার॥
ক্ষিপ্রপদে পৌঁছে যায় দরজার ধারে।
ঘুমঘোরে দ্বার কিন্তু খুলিতে না পারে॥
জনৈক আত্মীয় তবে আসি সেই স্থানে।
ধরিয়া টানিল তারে পিছনের পানে॥
অবসাদে পরিপূর্ণ থাকি ঘুমঘোরে।
ঢুলিয়া পড়িল ভক্ত আত্মীয়ের 'পরে॥
হাবভাব দেখি জাগে সবার প্রত্যয়।
নিশি 'ডাক' দিয়েছিল তাহারে নিশ্চয়॥
এইমতি ঘটনার বছরেক পরে।
যন্ত্রণা হইল শুরু ভক্তের শরীরে॥
পেটের ভিতরে হয় অসহ্য বেদনা।
সেইকালে পান তিনি মৃত্যুর যন্ত্রণা॥
ডাক্তারেরা ঔষধাদি দেয় যত্ন করে।
ব্যথা কিন্তু নাহি কমে, দিনে দিনে বাড়ে।
একদিন ব্যথা জাগে অসহ্য আকারে।
নিদারুণ পীড়া ভক্ত, সহিতে না পারে॥
মনে ভাবে ভাল হয় হইলে মরণ।
আত্মহত্যা করে আমি ত্যজিব জীবন॥
সঙ্কল্প করিয়া স্থির রাতের গভীরে।
কলিকা ফুলের বীজ যায় আনিবারে॥
ভক্তটি আছিল যবে গাছের তলায়।
অলৌকিক বাণী তবে শুনিবারে পায়॥
দৈববাণী হয় সেথা সম্বোধি তাহারে।
কেন তোর ইচ্ছা আজি জাগে মরিবারে॥
তার চেয়ে গৃহ ছেড়ে হইলে সন্ন্যাসী।
কাটিয়া যাইবে তোর যত পাপরাশি॥
বলেছিনু এর আগে আসিবার তরে।
নাহি এসে তুই কিন্তু রয়ে গেলি ঘরে॥
সেইহেতু দেহে তোর রোগের সঞ্চার।
অসহ্য যাতনা তাহে হয় অনিবার॥
বাণেশ্বর শিবস্থানে ঔষধাদি খাবি।
তাহা খেলে অচিরেই সুস্থ হয়ে যাবি॥
ইহা শুনি সেই ভক্ত দেরী নাহি করে।
ধরিলেন হাঁটাপথ বাণেশ্বর তরে॥
পথিমধ্যে দেখিলেন সাধু দুইজন।
যাঁহারা ভক্তের কথা করেন শ্রবণ॥
অভয় দানিয়া তাঁরা কন স্নেহভরে।
শিবের কৃপায় সুস্থ হইবে অচিরে॥
বড়ডোঙ্গলের নাম শুনেছ নিশ্চয়।
সেথা বিদ্যমান রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়॥
আমাদের সাধু এক রন সেইস্থানে।
সুস্থ হ'য়ে যেও তুমি তাঁর সন্নিধানে॥

বাণেশ্বর ঔষধাদি করিয়া গ্রহণ।
বড়ডোঙ্গলের স্থানে করেন গমন ॥
আশ্রমে পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন চুপে।
স্বপ্নে দেখা মূর্তি সেথা রামকৃষ্ণরূপে ॥
বুঝিলেন করিবারে ভক্তেরে উদ্ধার।
ডেকেছেন রামকৃষ্ণ যুগ অবতার ॥
অতঃপর সেই ভক্ত কলিকাতা স্থানে।
ভক্তিভরে পৌঁছিলেন মাতৃসন্নিধানে ॥
জননী সারদা তবে কৃপার শরীরে।
ভক্তটিরে দীক্ষা দান করেন অচিরে ॥
দীক্ষা পরে ভক্ত পুনঃ জানায় প্রার্থনা।
ব্রহ্মচর্য দিয়ে মাগো পূরাও বাসনা ॥
মাতা শুনি কন তবে স্নেহের স্বভাবে।
আরো কিছুদিন তুমি থাক এইভাবে ॥
ধ্যান জপ করো নিত্য নাহি করে ভয়।
ব্রহ্মচর্য দীক্ষা দেব হইলে সময় ॥
জয়রামবাটীধামে কিছুদিন পরে।
জননী আসেন তবে লীলার শরীরে ॥
মার আগমন বার্তা করিয়া শ্রবণ।
জননীর কাছে যান করিতে দর্শন ॥
প্রণামাদি হলে শেষ শুধালেন মাতা।
এখন নাহি তো সেই নিদারুণ ব্যথা ॥
উত্তরে বলিল পুত্র তোমার কৃপায়।
শূল ব্যথা হতে আর কষ্ট নাহি পাই ॥
অধুনা ডহরকুণ্ডে খুলি বিদ্যালয়।
শিক্ষাদান করে আমি কাটাই সময় ॥
সস্নেহ বচনে তবে বলেন জননী।
বড় খুশী হইলাম সব কথা শুনি ॥
ঠাকুরের কাজ ভাবি নিষ্কাম অন্তরে।
এইসব কাজকর্ম তুমি যাও করে ॥
স্বাস্থ্যের উপর দৃষ্টি রেখো তার সাথে।
শূল ব্যথা যাতে নাহি আসে কোনমতে ॥
মাতৃপদে পুত্র তবে জানায় প্রার্থনা।
ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দিয়ে পূরাও বাসনা ॥
জননী হইয়া রাজী বলেন সন্তানে।
আগামীকল্যই তুমি এস মোর স্থানে ॥
মস্তকেতে রেখো শিখা মুণ্ডনের পরে।
কাপড় কৌপীন তুমি এনো সঙ্গে করে ॥
পরদিন সেই পুত্র বহুভাগ্যবলে।
ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা লভে মার পদতলে ॥

দীক্ষা শেষে সারদা-মা বলেন সন্তানে।
গায়ত্রী জপের ধারা শাস্ত্রের বিধানে ॥
প্রতিদিন ইষ্টমন্ত্র জপিবার আগে।
জপিবে গায়ত্রী মন্ত্র শ্রদ্ধা অনুরাগে ॥
সন্ন্যাসী তন্ময়ানন্দ কিছুদিন পরে।
মাতৃধামে আসিলেন সভক্তি অন্তরে ॥
সন্তান বন্দিলে মার চরণ কমল।
জননী আশিস দিয়ে শুধান কুশল ॥
উত্তরে বলেন পুত্র তোমার কৃপায়।
শূলব্যথা হ'তে আর কষ্ট নাহি পাই ॥
শূলের বেদনা মাগো পরম লগনে।
বন্ধুরূপে এসেছিল আমার জীবনে ॥
তাহারি কারণে নিত্য ভাবে মোর মন।
লভিয়াছি কৃপাময়ী তোমার দর্শন ॥
স্নেহঝরা কণ্ঠে তবে বলেন জননী।
তুমি হও আর্তভক্ত তাহা আমি জানি ॥
তোমার হৃদয়ে আছে ভক্তির আধার।
ভক্তি সাথে কর তুমি জ্ঞানের বিচার ॥
বাসিতে বড়ই ভাল বাল্যকাল হতে।
করিতে শিবের পূজা যথা বিধিমতে ॥
কেমনে জানিনু বলি তাহার উত্তরে।
তোমাকে দেখেই তাহা বুঝেছি অন্তরে ॥
সবার কল্যাণ হোক্ প্রভুর কৃপায়।
একান্ত প্রার্থনা মোর অন্তরে সদাই ॥
জননীর আরো এক লীলার ঘটনা।
পুঁথিমাঝে এবে তার করিব বর্ণনা ॥
প্রিয়বালা দেবী নামে মার ভক্তমেয়ে।
মাতৃপদে রাখে ভক্তি সতৃপ্ত হৃদয়ে ॥
শ্বশুর আলয়ে তিনি ছিলেন যখন।
তখনো হয়নি তাঁর মাতৃদরশন ॥
সেথায় একদা রাতে শ্রাবণের শেষে।
দেখিলেন স্বপ্ন এক ভাবের আবেশে ॥
স্বপনে দেখেন তিনি মানিয়া বিস্ময়।
প্রকাণ্ড সমুদ্র এক শুধু জলময় ॥
সুদৃশ্য বজরা সেথা জলের উপরে।
অনুপম ভঙ্গিমায় চলে ধীরে ধীরে ॥
শ্রীঠাকুর সেথা স্থিত জ্যোতির্ময়রূপে।
সন্ন্যাসী শিষ্যেরা পাশে থাকে চুপে চুপে ॥
প্রভুপাশে যাইবারে আকুলি বিকুলি।
জলেতে ঝাঁপায় কন্যা সব কিছু ভুলি ॥

বজরার পাশে দেখে সেথা আছে ভাসি।
পূতি গন্ধময় ঘৃণ্য বিষ্ঠা রাশি রাশি ॥
যাইতে করেন চেষ্টা বজরার 'পরে।
যাওয়া নাহি যায় কিন্তু ময়লার তরে ॥
দেখিয়া কন্যার কাণ্ড স্নেহযুক্ত চিতে।
বলিলেন শ্রীঠাকুর হাসিতে হাসিতে ॥
এখন হয়নি তোর আসার সময়।
হইলে সময় নিতে আসিব নিশ্চয় ॥
বিধবা হইয়া কন্যা কিছুকাল পরে।
আসিলেন পিত্রালয়ে শোকার্ত অন্তরে ॥
কৃপাময় ঠাকুরের ছবি একখানি।
কন্যাশয্যা পাশে পিতা রেখে দেন আনি ॥
বিধবা হওয়ার পরে বিহ্বলিত মনে।
হামেশাই শ্রীঠাকুরে দেখেন স্বপনে ॥
কোনোদিন শোয়ামাত্র, কভু শেষরাতে।
শ্রীপ্রভু হাজির হন কন্যা আঁখিপাতে ॥
জ্যোতির্ময় মূর্তিরূপে মুখে লয়ে হাসি।
দাঁড়াতেন সম্মুখেতে ছবি হতে আসি ॥
কভু কভু দুই চারি কথা বলে যান।
কভু বা হাসিয়া শুধু হন অন্তর্ধান ॥
একদা প্রার্থনা এক শিখানোর পরে।
প্রার্থনাটি করিবারে বলেন কন্যারে ॥
ইষ্টনাম উচ্চারিয়া তিনি অন্যদিনে।
কন্যারে বলেন জপ করো একমনে ॥
শুনিয়া সকল কথা কন্যাটির পিতা।
তাহার দীক্ষার তরে দেখান ব্যগ্রতা ॥
সকলেই বলিলেন খুব ভাল হয়।
সারদা-মা যদি দেন চরণে আশ্রয় ॥
তেরশ তেইশ সনে পৌষমাস করে।
কন্যাটি করিল যাত্রা জননীর তরে ॥
বহুদূরে অবস্থিত হবিগঞ্জ হ'তে।
কলিকাতা যান কন্যা খুল্লতাত সাথে ॥
চলিয়াছি আমি মোর মায়ের সকাশে।
ইহা স্মরি কন্যাটির নিদ্রা নাহি আসে ॥
অনন্তর পেঁাছি সবে কলিকাতা স্থানে।
খুল্লতাত চলে যান মাতৃ সন্নিধানে ॥
সব শুনি সারদা-মা দীক্ষার তারিখ।
কৃপা পরবশে তাহা করে দেন ঠিক ॥
দীক্ষার নির্দিষ্ট দিনে কন্যাটিরে লয়ে।
খুল্লতাত চলিলেন মায়ের আলয়ে ॥

উদ্বোধনে সারদা-মা থাকেন তখন।
সেথা তবে তাঁহাদের হল আগমন ॥
উদ্বোধনে পেঁাছি কন্যা উঠিলে উপরে।
জনৈকা মহিলা তাঁরে কন স্নেহভরে ॥
বাছা তুমি আসিয়াছ কত ভক্তি লয়ে।
জননী আছেন দেখ প্রভুর আলয়ে ॥
পথিমধ্যে যোগীন-মা দেখি কন্যাটিরে।
বুকেতে জড়ায়ে নেন ভাসি অশ্রুনীরে ॥
সর্বাঙ্গে আশিস দিয়ে জননীরে কন।
এমন সাত্ত্বিক মেয়ে দেখিনি কখন ॥
মেয়েটির চোখমুখ পবিত্রতা মাখা।
তোমার নিকটে এরে যায় নাকি রাখা ?।
শুনিয়া সকল কথা বলেন জননী।
পূর্ব হতে তাহারেই ভালভাবে জানি ॥
কন্যাটিরে রেখে দিলে বেশ ভাল হয়।
প্রভু ইচ্ছা পূর্ণ হবে সকল সময় ॥
কন্যাটি নমিল যবে আকুলি ব্যাকুলি।
মাতা তারে স্নেহভরে নেন বুকে তুলি ॥
জননীর স্নেহস্পর্শে হয়ে আত্মহারা।
কন্যাটি আনন্দে কাঁদে পাগলের পারা ॥
আনন্দের শিহরণ দেহমন জুড়ে।
সর্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে ভাবের প্রসারে ॥
মনে মনে বলে মাগো জননী আমার।
আপনারো হতে তুমি আরো আপনার ॥
অধম তনয়া আমি একান্ত অনাথা।
তবু তার তরে তব কত আকুলতা ॥
আসিবার পূর্বে মোর চিন্তা ছিল মনে।
তুমি কি দানিবে স্থান তোমার চরণে ॥
আসামাত্র দেখিলাম বিশ্বজোড়া কোলে।
বিশ্বপ্লাবী স্নেহ দিয়ে নিলে সেথা তুলে ॥
প্রার্থনা জানাই মাগো আকুলিত মনে।
শুদ্ধাভক্তি হয় যেন তোমার চরণে ॥
অতঃপর জননীকে কন্যাটি শুধায়।
দীক্ষাপূর্বে স্নান হেতু যাব কি গঙ্গায় ?।
সারদা-জননী তবে কন স্নেহভরে।
কিছুই করিতে নাহি হইবে তোমারে ॥
হেথায় পাত্রতে ভরা আছে গঙ্গাজল।
তার ছিটা নিলে শুদ্ধ রবে অবিরল ॥
অনন্তর গঙ্গাজল তার ছিটা দিয়া।
কন্যার পাশেতে মাতা বসেন আসিয়া ॥

আনন্দের শিহরণে হইয়া অধীর।
তখনো কাঁপিতে থাকে তাহার শরীর॥
দীক্ষাকালে সারদা-মা বামহাত দিয়ে।
কন্যারে জড়িয়ে রন সস্নেহ হৃদয়ে॥
প্রভু হতে যেই মন্ত্র পান স্বপ্নঘোরে।
তার সঙ্গে কিছু অংশ মাতা দেন জুড়ে॥
অংশ জুড়ে দেওয়া হলে বলেন জননী।
মোর তরে এই অংশ রেখেছেন তিনি॥
শ্রীপ্রভুর বাকী কাজ করাবার তরে।
জননীরে রেখে যান লীলার শরীরে॥
দিয়ে স্নেহ, দিয়ে কৃপা, দিয়ে ভালবাসা।
জননী পুরান নিত্য সন্তানের আশা॥
নিরুপমা রায় নামে মার ভক্তমেয়ে।
জীবনেতে হন ধন্য মার কৃপা পেয়ে॥
নবীনগঞ্জেতে পিতা করেন চাকুরি।
সেথায় আছিল কন্যা কিছু কাল ধরি॥
তাঁর ছোট জা' হ'তে সেইকালে তিনি।
লভিলেন প্রীতিপূর্ণ চিঠি একখানি॥
চিঠি হ'তে নিরুপমা ভক্তিযুত চিতে।
জননীর কৃপা কথা পারেন জানিতে॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া স্নেহসুরধুনী।
লীলার শরীরে তিনি সারদা-জননী॥
দেবরের জায়া তারে মাতা কৃপাভরে।
করেছেন মন্ত্রদান সস্নেহ অন্তরে॥
জায়ের ভাগ্যের কথা করিয়া শ্রবণ।
জননীর কৃপা তরে কাঁদে তাঁর মন॥
আপন ইচ্ছার কথা আকুলিত প্রাণে।
স্বামীকে জানান তিনি কলিকাতা স্থানে॥
চিঠি পেয়ে স্বামী লোক পাঠান সত্বরে।
কলিকাতাধামে স্ত্রীকে আনিবার তরে॥
কলিকাতাধামে,স্ত্রীর হলে আগমন।
স্বামী সাথে মার কাছে করেন গমন॥
বার কয় মার কাছে আসা যাওয়া হলে।
কন্যাটি প্রার্থনা করে নয়নের জলে॥
স্নেহময়ী মাগো তুমি দাও পদে স্থান।
কৃপায় মোদের তুমি কর দীক্ষাদান॥
জননীও কৃপাভরে হয়ে স্নেহমনা।
হলেন সম্মত তিনি পুরাতে প্রার্থনা॥
তাঁর স্বামী তাহা শুনি হয়ে হৃষ্টমতি।
মার হতে দীক্ষা নিতে দিলেন সম্মতি॥

নিজের বিষয়ে কিন্তু চিত্ত নহে স্থির।
সদাই করেন চিন্তা হইয়া অধীর॥
হেনকালে রাত্রিশেষে দেখেন স্বপনে।
আসীন ঠাকুর নিজে রত্ন সিংহাসনে॥
জ্যোতির্ময় প্রভুমূর্তি, জ্যোতিতে তাঁহার।
আলোকিত হয়ে গেছে সমগ্র আগার॥
সেথা হ'তে নামি প্রভু কন স্নেহভরে।
ওর হ'তে মন্ত্র নিতে কেন দ্বিধা ওরে?
ওর হ'তে মন্ত্র নিলে রাখিবি প্রত্যয়।
পুনর্জন্ম নাহি হবে অতীব নিশ্চয়॥
দ্বিধাশূন্য হয়ে তুই নিশ্চিন্ত অন্তরে।
ওর কাছে দীক্ষা নিবি অতীব সত্বরে॥
স্বপ্ন মাঝে লভি পুত্র দিব্য দরশন।
আনন্দিত হয়ে করে অশ্রুবরিষণ॥
উল্লাসে বলেন তিনি করি চিৎকার।
মার হ'তে দীক্ষা নিতে দ্বিধা নাহি আর॥
সারদা-মা বিশ্বমাতা বিশ্বের জননী।
অধম পুত্রেরও তরে স্নেহের জননী॥
দীক্ষা শেষে পুত্রে মাতা কন স্নেহভরে।
অপেক্ষা করিয়া আছি বহুদিন ধরে॥
দীক্ষা তরে তব মনে দ্বিধা ছিল ভারী।
সেইহেতু দীক্ষা নিতে হল তব দেরী॥
জননীর স্নেহ কথা করিয়া শ্রবণ।
মার পদতলে থাকে ধরিয়া চরণ॥
আকুলিত মনেপ্রাণে ভাসি অশ্রুনীরে।
অনন্তর করজোড়ে বলে জননীরে॥
ধরায় অধরা তুমি চেনায় অচেনা।
চিনিতে না পারে কেহ, নাহি দিলে চেনা॥
একান্ত অধম তবু তোমার সন্তান।
এমতি বিশ্বাসে মোর ভরে গেছে প্রাণ॥
তোমা সম মাতা যার কিসে তার ভয়।
তোমার আশিসে মাগো মোরা মৃত্যুঞ্জয়॥
প্রার্থনা জানাই আজি তোমার চরণে।
তব স্নেহ পাই যেন জীবনে মরণে॥
নামেতে সুরেনবাবু শিলঙেতে বাস।
প্রভু চিন্তা নিয়ে তাঁর কাটে বারোমাস॥
মাঝে মাঝে সেই ভক্ত দেখেন স্বপন।
যেইকালে শ্রীঠাকুর দিতেন দর্শন॥
স্বপনে দেখেন আরো ভক্তি যুত মনে।
জ্যোতির্ময়ী নারী এক ঠাকুরের সনে॥

তখনো মায়েরে ভক্ত দেখেনি কখন।
মায়ের কথাও কিছু করেনি শ্রবণ॥
নারীমূর্তি দেখি তাই ভাবিতেন মনে।
হয়তো স্ত্রীভক্ত কোনো শ্রীপ্রভুর সনে॥
অনন্তর জননীর লভিয়া সন্ধান।
মাকে পত্র দিতে ইচ্ছা করিল সন্তান॥
প্রাণের সকল কথা লিখি একে একে।
ভাবিলেন এইবার ফেলে দেব ডাকে॥
ফেলিতে যাইয়া চিন্তা জাগিল অন্তরে।
জননী তো জগদম্বা বিশ্বচরাচরে॥
তিনি হন আদ্যাশক্তি, তিনি অন্তর্যামী।
নিশ্চয় জানেন মাতা যাহা লিখি আমি॥
অনুরূপ চিন্তা করি চিঠি নাহি ফেলে।
রাখিয়া দিলেন তাহা বিছানার তলে॥
নামেতে দুর্গেশ দাস বড় ভক্তিমান।
মায়ের দর্শন পূর্বে মাতৃধামে পান॥
সুরেনের বন্ধু তিনি শিলঙেই বাস।
দোঁহামাঝে যোগাযোগ থাকে বারমাস॥
চিঠিলেখা হলে শেষে তার কিছু পরে।
দুর্গেশ দেখিল মাকে স্বপনের ঘোরে॥
জননী সস্নেহে তবে বলেন সন্তানে।
দেখ বাবা চিঠি এক আছে এইখানে॥
শিলঙ হইতে ভক্ত মোরে লিখিয়াছে।
পড়ে দেখ পত্রমধ্যে যাহা লেখা আছে॥
দেবস্বপ্ন কারে বলা নহে সমীচীন।
বন্ধু তাহে চুপ থাকে দুই চারিদিন॥
দুর্গেশের মনে তবে জাগিল প্রত্যয়।
সুরেন এচিঠি মায়ে লিখেছে নিশ্চয়॥
হৃদয়ে রাখিয়া এই একান্ত বিশ্বাস।
সুরেনের কাছে তাহা করেন প্রকাশ॥
সুরেন শুনিয়া তাহা ব্যাকুলিত চিতে।
চিঠি বের করে দেয় শয্যাতল হতে॥
দুর্গেশ দেখিল তাহা অবাক বিস্ময়ে।
স্বপ্নে দেখা চিঠিখানি আছে এক হয়ে॥
উভয়ে মায়ের স্নেহ করিয়া স্মরণ।
প্রেমে পূর্ণ হয়ে করে অশ্রু বরিষণ॥
অনন্তর সুরেনের ইচ্ছা জাগে প্রাণে।
অবিলম্বে যেতে হবে মাতৃসন্নিধানে॥
জননী সারদা তবে কিছুদিন ধরে।
সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে তিনি থাকেন কোঠারে

উড়িষ্যায় অবস্থিত কোঠার অঞ্চল।
সেখানে হাজির পুত্র লয়ে অশ্রুজল॥
পত্রকথা মাতৃপদে হলে নিবেদন।
সস্নেহে জানান মাতা সম্মতি লক্ষণ॥
মায়ের নাড়ির টান সন্তানের তরে।
পুত্র চিন্তা থাকে সদা যদিও সুদূরে॥
জননীর লীলাকথা করিলে শ্রবণ।
শুনিবার আরো ইচ্ছা জাগে অনুক্ষণ॥
এবার বর্ণিব আমি ভক্তি সহকারে।
আরেক ভক্তর কথা পুঁথির মাঝারে॥
নগেন্দ্র চৌধুরী নামে জনৈক সন্তান।
তখন শিলঙে তাঁর হয় অবস্থান॥
সুরেন, শ্রীশ, ইন্দু আরো ভক্তগণ।
শিলঙ শহরে তাঁরা থাকেন তখন॥
তাঁরা সবে জননীর আশ্রিত সন্তান।
মাতৃপদে মন রাখি কাজ করে যান॥
মাঝে মাঝে একসাথে হয়ে ভক্তিমনা।
শ্রদ্ধাভরে মার কথা করে আলোচনা॥
নগেন লভেনি কভু মায়ের দর্শন।
তবু মাঝে মাঝে সব করেন শ্রবণ॥
সুরেনাদি ভক্ত সব পাগলের পারা।
জননীর কথা বলে হয়ে আত্মহারা॥
শুনিয়া নগেন কিন্তু ভাবে মনে মনে।
মাকে এরা বড় উচ্চে রাখে অকারণে॥
রামকৃষ্ণ অবতার তাহার ঘরণী।
তিনিও যে অবতার তাহা নাহি মানি॥
এই চিন্তা সর্বদাই তাঁর মনে রাজে।
শ্রীহট্টে গেলেন তবে আপিসের কাজে॥
একদা স্বপনে সেথা দেখিবারে পান।
গঙ্গাতীরে পাকাগৃহে তাঁর অবস্থান॥
নিজে বঁটি ধরে সেথা হয়ে ভাগ্যহত।
আপনার গলা যেন কাটিতে উদ্যত॥
জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি আসি সেইকালে।
নিবৃত্ত করেন তাঁরে বাঁধি স্নেহজালে॥
আশ্চর্য ঘটনাখানি ঘটিবার পরে।
কলিকাতা যান তিনি পূজা অবসরে॥
একদা গঙ্গার পারে যাবেন বলিয়া।
খেয়ার নৌকায় তিনি ওঠেন বসিয়া॥
বরাহনগর থেকে নৌকা দেয় ছেড়ে।
বেলুড়ের পাশ দিয়ে যায় ধীরে ধীরে॥

অকস্মাৎ দেখে ভক্ত নয়ন বিস্ফারি।
মঠ পাশে স্বপ্নদৃষ্ট সেই পাকাবাড়ি॥
মাঝিরে বলিয়া তিনি নেমে তাড়াতাড়ি।
চলিলেন দ্রুতপদে যেথা সেই বাড়ি॥
ভক্তিভরে সেথা গিয়ে দেখিলেন তিনি।
স্বপ্নে দৃষ্ট মূর্তি ধরে সারদা-জননী॥
জননীরে হেরি চক্ষে অশ্রু অবিরাম।
সাষ্টাঙ্গ হইয়া পুত্র করিল প্রণাম॥
প্রণামের সাথে সাথে বুঝিল অন্তরে।
জীবনের সব দুঃখ দূরে গেল সরে॥
মাতা কৃপা করে যান আপন স্বভাবে।
জানিতে না পারি মোরা কখন কিভাবে॥
জননীর কৃপাধারা সদা যায় বহে।
মাতা পুত্রে থাকে নিত্য যোগসূত্র হয়ে॥
নিশিকান্ত নামে পুত্র যখন শয়নে।
অপরূপ দৃশ্য এক দেখেন স্বপনে॥
শক্তিপীঠ কালিঘাট মহাতীর্থস্থান।
আদ্যাশক্তি মহাকালী যেথা বিদ্যমান॥
স্বপনে দেখেন পুত্র তিনি কালীঘাটে।
দেবী তারে কোলে তুলে নেন চারিহাতে॥
নিশিকান্ত শিশু হয়ে যান সেই কালে।
যেমতি ছিলেন তিনি অতি বাল্যকালে॥
ক্ষেমঙ্করী কালী মূর্তি কিছুক্ষণ পরে।
প্রকটিত হইলেন নারীমূর্তি ধরে॥
সর্ব অঙ্গ হ'তে তাঁর ক্ষরে স্নেহধারা।
সেই স্নেহ লভি পুত্র হয় আত্মহারা॥
কোলে করি সেই মূর্তি কন স্নেহভরে।
কখনো না পাবে ভয় তোমার অন্তরে॥
তুমি হও আদরের আমার সন্তান।
তোমার রক্ষার্থে আমি সদা বিদ্যমান॥
অনন্তর মন্ত্র দিয়ে বলেন সন্তানে।
এই মন্ত্র জপ তুমি করো মনেপ্রাণে॥
এই মন্ত্র জপিলেই সব হয়ে যাবে।
চতুর্বর্গ ফল তুমি অনায়াসে পাবে॥
সন্তানে আশিস মাতা জানায় যখন।
সন্তানের নিদ্রা টুটি যাইল তখন॥
এতাদৃশ ঘটনার একমাস পরে।
জয়রামবাটী পুত্র যান ভক্তিভরে॥
মাতৃধামে পৌঁছি পুত্র ভাসি অশ্রুনীরে।
বড়মামা তাঁর গৃহে দেখে জননীরে॥

গৃহলক্ষ্মী মাতা নিত্য গৃহকর্মে রত।
আনাজ কুটিতে তবে ছিলেন ব্যাপৃত॥
আকুলিত হয়ে পুত্র দেখেন বিস্ময়ে।
স্বপ্নমূর্তি মাতৃমূর্তি আছে এক হয়ে॥
বঁটি খানি রাখি পাশে সারদা-জননী।
সন্তানে ডাকিয়া গৃহে যাইলেন তিনি॥
আবিষ্টের মত হয়ে ভাবের আবেশে।
নিথর হইয়া পুত্র থাকে মার পাশে॥
সন্তানে শুধান তবে মাতা স্নেহ ভরে।
কেমন করিয়া তুমি চিনিলে আমারে?
উত্তরে সন্তান কয় উষ্ণ আঁখিজলে।
চিনিতে কি পারি মাগো, চেনা নাহি দিলে?
কৃপা করে চিনায়েছ তুমি যতটুকু।
তোমারে চিনেছি জেনো আমি ততটুকু॥
উত্তর শুনিয়া মাতা সস্মিত বয়ানে।
সস্নেহ আদর দিতে থাকেন সন্তানে॥
জননীর স্নেহস্পর্শ লভি অবিরাম।
প্রকৃতিস্থ হ'য়ে পুত্র করিল প্রণাম॥
একদা জননী তবে কৃপার বয়ানে।
কৃতার্থ করেন পুত্রে মহামন্ত্র দানে॥
দীক্ষাদান তার পূর্বে মাতা স্নেহ ভরে।
বিভিন্ন তীর্থের জল দেন পুত্র 'পরে॥
অনন্তর সারদা-মা বলেন সন্তানে।
প্রণাম করহ তুমি প্রভু সন্নিধানে॥
যত পাপ করেছিলে জন্ম জন্মান্তরে।
পুড়ে শেষ হল আজি ভস্মের আকারে॥
বুঝিতে পারিবে এবে আপন স্বরূপে।
শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা জ্যোতিষ্মান রূপে॥
মায়ের কৃপার কথা বলা নাহি যায়।
যেবা আসে সেই সেথা পূর্ণ হয়ে যায়॥
জন্মজন্মান্তরে জীব যত পাপ করে।
সংস্কারের রূপে থাকে জীবের অন্তরে॥
তার বশে জন্মমৃত্যু ধরার মাঝারে।
কলুর বলদ সম শুধু ঘুরে মরে॥
সেইসব পাপ-তাপ মায়ের কৃপায়।
মুহূর্তেই তৃণসম ভস্ম হয়ে যায়॥
পাপ তাপ হ'তে পুত্রে জননী সারদা।
স্নেহকৃপা দিয়ে রক্ষা করেন সর্বদা॥
এমতি কৃপার ধারা এইমতি স্নেহ।
কোনো যুগে কোনো স্থানে দেখে নাই কেহ॥

গুরুনাথ নাম তার নাথ উপাধিতে।
নানা দুঃখে দুঃখী সদা মনের নিভৃতে॥
ছেলেটির অক্ষমতা অর্থ উপার্জনে।
সবে কটু কথা বলে তাহার কারণে॥
মাঝে মাঝে পিতামাতা উভয়েই তাঁরা।
গালাগালি দেন পুত্রে হয়ে দিশাহারা॥
অত্যাচারে অপমানে বুক ফেটে যায়।
তবু সব করে সহ্য হয়ে নিরুপায়॥
ঢাকার বিক্রমপুরে কাঁঠালতলিতে।
দেবীর মন্দির থাকে বনের নিভৃতে॥
বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ সেথা চারিধারে।
দিবসেই পূর্ণ যেন রাতের আঁধারে॥
বনদুর্গা নামে দেবী সেথা অধিষ্ঠিতা।
সকলেই বলে দেবী অতীব জাগ্রতা॥
অসহ্য হইলে কষ্ট সেই দুঃখী ছেলে।
সেইস্থানে গিয়ে কাঁদে মার পদতলে॥
গালাগালি তার তরে থাকে প্রতিদিন।
কোনরূপে এইভাবে কেটে যায় দিন॥
মাঝে মাঝে বনমধ্যে যায় যথারীতি।
মার পদে জানাইতে দুঃখের আকুতি॥
একদিন দ্বিপ্রহর, তার কিছু আগে।
করজোড়ে মার স্থানে থাকে অনুরাগে॥
তন্দ্রাঘোরে সেইকালে দেখিলেন তিনি।
সন্ন্যাসিনী সেথা এক গৈরিক-ধারিণী॥
সরু লালপেড়ে শাড়ি গৈরুয়া বরণ।
সন্ন্যাসিনী তাঁর অঙ্গে তাহাই বসন॥
বাঁ হাতে ত্রিশূল ধরা, চোখে স্নেহরাশি।
আশিস জানান পুত্রে তার কাছে আসি॥
শ্রীহস্ত বুলায়ে পুনঃ সন্তানের শিরে।
সন্ন্যাসিনী বলিলেন অতি ধীরে ধীরে॥
আর তোর কাঁদিবার নাহি প্রয়োজন।
তোর তরে চাকুরীর হবে আয়োজন॥
আশিস জানায়ে পুনঃ বেকার সন্তানে।
অকস্মাৎ অন্তর্হিতা হন সেইস্থানে॥
কিছুদিন পরে পুত্র দেবীর কৃপায়।
ছোটখাট কাজ তবে পেলেন ঢাকায়॥
অনন্তর সেই ভক্ত আরো কিছু পরে।
বদলি হইয়া যান রাঁচির শহরে॥
তেরশ তেইশ সনে দুর্গাপূজা তরে।
আসিলেন কলিকাতা পূজা অবসরে॥
দেখিবারে দুর্গাপূজা শাস্ত্রবিধি মতে।
বেলুড়ে গেলেন তিনি শ্রীপ্রভুর মঠে॥
সেইকালে সারদা-মা সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
কৃপা সুরধুনীরূপে রন উদ্বোধনে॥
একদিন জননীরে করিতে দর্শন।
উদ্বোধনে সেই পুত্র করেন গমন॥
সেথায় পৌঁছিয়া তিনি দেখেন বিস্ময়ে।
সন্ন্যাসিনী মূর্তি যেন সেথায় দাঁড়িয়ে॥
পূর্বে দেখা সন্ন্যাসিনী মুখচ্ছবি তাঁর।
জননীর মুখে যেন তাঁহারই আকার॥
ভাবেতে বিহ্বল হয়ে সন্তান তখন।
মায়ের চরণ শিরে করেন ধারণ॥
আকুলিত হয়ে পুত্র বলে মনে মনে।
কৃপা করে দিও ঠাঁই তোমার চরণে॥
অধম হলেও আমি সন্তান তোমার।
কৃপা করে নাও মাগো অধমের ভার॥
মুখে কিছু নাহি বলে সারদা জননী।
কৃপার কটাক্ষ পুত্রে দানিলেন তিনি॥
সেই পুত্র অনন্তর নয়নের জলে।
পুনরায় ফিরে যান নিজ কর্মস্থলে॥
রাঁচি পৌঁছে দেখা যায় উভয়সংকট।
মার তরে মন শুধু করে ছটফট॥
কর্মে নাহি বসে মন তবু নিরুপায়।
থেকে থেকে মন শুধু মার কাছে ধায়॥
হেনকালে বন্ধু এক প্রীতির স্বভাবে।
ট্রেনের টিকিট দেন অযাচিতভাবে॥
বন্ধুর টিকিট কাটা ছিল আগে হতে।
তার যাওয়া এবে নাহি হয় কোনোমতে॥
টিকিট হইবে নষ্ট নাহি গেলে কেহ।
সেই হেতু দেন তাহা দিয়ে প্রীতিস্নেহ॥
টিকিট পাইয়া ভক্ত হাতে চাঁদ পায়।
দেরী নাহি ক'রে তবে মার কাছে ধায়॥
জবা ও গোলাপ কুঁড়ি কিছু কিছু করে।
সযতনে নেন সঙ্গে জননীর তরে॥
ট্রেনে করি পৌঁছি ভক্ত হাওড়া স্টেশনে।
আকুলিত প্রাণে যান মায়ের চরণে॥
মার পাশে আসি ভক্ত ভাসি অশ্রুনীরে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম তবে করে জননীরে॥
অনন্তর সারদা-মা বলেন সন্তানে।
এইবার দীক্ষা তুমি লবে মোর স্থানে॥

তুমি হও কৃষ্ণ-মন্ত্রী মোর মনে হয়।
সেই মন্ত্রে দীক্ষা তুমি লভিবে নিশ্চয় ॥
পরদিন সেই ভক্ত মহাভাগ্যবলে।
লভিলেন স্থান মার চরণ কমলে ॥
বছর দুয়েক পরে ভক্ত পুনরায়।
স্ত্রী ও কন্যারে নিয়ে মার কাছে যায় ॥
যেন কত পরিচিত বহুদিন হ'তে।
জননীর আচরণ হয় সেইমতে ॥
ভক্ত-জায়াকেও মাতা সস্নেহ বয়ানে।
করিলেন চিরধন্য মহামন্ত্রদানে ॥
বিদায়ের কালে মাতা বলেন সস্নেহে।
সর্বদা বিশ্বাস রেখো আপন হৃদয়ে ॥
সর্বভাবে সর্বক্ষণে রেখো শুধু মনে।
আমি ও ঠাকুর থাকি তোমাদের সনে ॥
মায়ের অভয় বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আনন্দেতে করে সবে অশ্রু বরিষণ ॥
মিহির বড়াল নামে জনৈক সন্তান।
ভক্তি নিয়ে ভরা থাকে তাঁর মন প্রাণ ॥
সন্ন্যাসী শরৎ যিনি মায়ের দুলাল।
তাঁর সম্পর্কিত ভাই মিহির বড়াল ॥
জপ করিবার তরে হইয়া অধীর।
বই হ'তে মন্ত্র বেছে নিলেন মিহির ॥
পছন্দ মাফিক মন্ত্র বই হতে নিয়ে।
জপ করে যান তাহা সভক্তি হৃদয়ে ॥
কিছুকাল এইভাবে কাটিবার পরে।
একদা দেখেন তিনি স্বপনের ঘোরে ॥
জ্যোতির্ময়ী নারী এক আসি তার পাশে
মিহিরে সম্বোধি কন স্নেহের আবেশে ॥
বই হতে মন্ত্র যাহা করেছ গ্রহণ।
তাহা জপ তুমি আর না করো কখন ॥
তোমাকে যে মন্ত্র আমি এবে বলে যাই।
ভক্তিভরে সেই মন্ত্র জপিবে সদাই ॥
অতঃপর সেই মন্ত্র করি উচ্চারিত।
জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি হ'ন অন্তর্হিত ॥
মিহির বড়াল কিন্তু গ্রাহ্য নাহি করে।
পছন্দ মাফিক মন্ত্র যান জপ করে ॥
একদিন সেই ভক্ত যে কোনো কারণে।
সারদা-মায়ের কথা ভাবিলেন মনে ॥
সবে বলে রামকৃষ্ণ যুগ অবতার।
জননী সারদা হন ঘরণী তাঁহার ॥
অনেকেই বলে পুনঃ সারদা-জননী।
আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্বের জননী ॥
সত্য মিথ্যা নিরূপিত করিবার তরে।
একদা চলেন তিনি খেয়ালী অন্তরে ॥
মার কাছে পোঁছে তিনি দেখেন বিস্ময়ে।
স্বপ্নমূর্তি মাতৃমূর্তি আছে এক হয়ে ॥
সন্দেহের নিরসনে সন্তান মিহির।
মার পায়ে লুটে পড়ে হইয়া অধীর ॥
মনে মনে বুঝে নেয় জননী সারদা।
নানা ভাবে তারে রক্ষা করেন সর্বদা ॥
অনন্তর দীক্ষা তরে মায়ের চরণে।
প্রার্থনা জানান তিনি আকুলিত মনে ॥
জননীও পুত্র তরে হয়ে স্নেহমনা।
বলিলেন পূর্ণ হবে তোমার প্রার্থনা ॥
দীক্ষাকালে শোনে পুত্র বিস্মিত অন্তরে।
স্বপ্নে লব্ধ মন্ত্রখানি মাতা দেন তারে ॥
জননীর নিত্য স্নেহ করিয়া স্মরণ।
আনন্দেতে পরিপূর্ণ হয় প্রাণ মন ॥
সন্ন্যাসী প্রাণাত্মানন্দ মায়ের সন্তান।
ত্যাগব্রতী শুদ্ধ আত্মা মাতৃগত প্রাণ ॥
জননী থাকেন তবে কোয়ালপাড়ায়।
সেইস্থানে সেই পুত্র মার কৃপা পায় ॥
দোল পূর্ণিমায় মাতা বসি দীক্ষাসনে।
কোন্ মন্ত্র চাই বলি শুধান সন্তানে ॥
উত্তরে সন্তান তবে বলে করজোড়ে।
তব ইচ্ছা অনুযায়ী মন্ত্র দাও মোরে ॥
জননী শুধান পুনঃ স্নেহের সন্তানে।
নিয়েছ কি পূর্বে দীক্ষা আর কোনো স্থানে ?
সন্তান কহিল তবে ভক্তিযুত চিতে।
দীক্ষা কভু লই নাই অন্য কোথা হ'তে ॥
একমাস পূর্বে কিন্তু ভোরের বেলায়।
ঘুমঘোরে স্বপ্ন মাঝে মন্ত্র আমি পাই ॥
আর কোনো প্রশ্ন মাতা না কির সন্তানে।
ধ্যানস্থ হলেন তিনি বসি দীক্ষাসনে ॥
কিছুক্ষণ পরে মাতা স্নেহ পরবশে।
সন্তানে দিলেন দীক্ষা কৃপার আবেশে ॥
দীক্ষাদান পরে মাতা বলেন সন্তানে।
স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্র এবে বল মোর স্থানে ॥
তাহার উত্তরে পুত্র ভাসি অশ্রুনীরে।
করজোড়ে বলিলেন অতি ধীরে ধীরে ॥

যে মন্ত্রে আজিকে মোর হল দীক্ষালাভ।
সেই মন্ত্র স্বপ্নে আমি করেছিনু লাভ॥
সেই পুত্র বলে পুনঃ মায়ের আদেশে।
স্বপ্নে লব্ধ মন্ত্রখানি ভক্তির আবেশে॥
জননীও সন্তানেরে করি আশীর্বাদ।
খেতে দেন নানাবিধ প্রভুর প্রসাদ॥
নামেতে সুরেন্দ্রনাথ উপাধিতে রায়।
উদ্বোধনে মার কাছে মাঝে মাঝে যায়॥
জননীর কাছে পুত্র স্নেহের আধার।
সস্নেহে মিটান তার শত আবদার॥
এমতি অনেক কথা ভক্তি অনুরাগে।
সারদা-পুঁথির মাঝে বলা আছে আগে॥
ডাক্তারির পড়াশুনা হয় যেই কালে।
মেসে তার অবস্থান হয় সেই কালে॥
একদিন মেসে যবে নিদ্রায় মগন।
ভোরে পুত্র দেখিলেন অদ্ভুত স্বপন॥
কালীঘাটে মহাশক্তি তাঁর অবস্থান।
উদ্বোধন আলয়েতে মার বাসস্থান॥
উদ্বোধন কালীঘাটে যোগসূত্র হয়ে।
রক্তবর্ণ জ্যোতিরেখা সদা যায় বয়ে॥
সকালে করিয়া স্নান আকুলিত মনে।
ছুটিলেন সেই পুত্র মায়ের চরণে॥
মাতৃধামে পৌঁছিয়াই শুনিলেন তিনি।
কালীঘাটে গিয়েছেন সারদা জননী॥
নিরুপায় হয়ে পুত্র হতাশ অন্তরে।
ফিরিলেন মেসে পুনঃ আহারের তরে॥
সেই পুত্র পুনরায় বৈকাল বেলায়।
জননীর দর্শনার্থে উদ্বোধনে যায়॥
অনন্তর মার কাছে অবসর করে।
স্বপ্ন কথা বলিলেন সভক্তি অন্তরে॥
জ্যোতিরেখা সত্য কিনা জানার কারণে।
পুত্র করিলেন প্রশ্ন মায়ের চরণে॥
সঠিক উত্তর যাতে নাহি দিতে হয়।
লীলাময়ী ছলনার নিলেন আশ্রয়॥
স্নেহরোষে পুত্রে মাতা বলেন তখন।
ওসব খবরে তব কিবা প্রয়োজন॥
এখনো বালক তুমি আমি ভাবি তাই।
ছেলেমানুষের মতো থাকিবে সদাই॥
এইসব বলি মাতা ভাবেন অন্তরে।
নিশ্চয় সন্তান এবে যাবে চুপ করে॥

কিন্তু মা গো বড় ভুল করে তব প্রাণ।
বড়ই নাছোড়বান্দা তোমার সন্তান॥
নানাভাবে সেই পুত্র করে আবদার।
সত্য কি না বল মাগো বলে বার বার॥
নিরুপায় মাতা কন স্নেহ পরশনে।
ঠিক ঠিক হয় যাহা দেখেছ স্বপনে॥
সন্তানেরা জানে সবে সতত নিশ্চয়।
পুত্রকাছে জননীর নিত্য পরাজয়॥
উত্তর শুনিয়া পুত্র ভাবের আবেশে।
করিলেন প্রশ্ন এক মায়ের সকাশে॥
জানিতে বড়ই ইচ্ছা হয় মোর মনে।
কি ভাবেতে দীক্ষা তুমি দাও লোকজনে?
এই দীক্ষা দিই বলে সারদা-জননী।
সন্তানেরে দীক্ষামন্ত্র বলিলেন তিনি॥
এইভাবে সন্তানের দীক্ষা হয়ে যায়।
গর্বে পুত্র মেসে ফিরে যায় পুনরায়॥
কেহ কেহ দীক্ষামন্ত্র লভিয়া স্বপনে।
নিবেদিতে আসিতেন মায়ের চরণে॥
কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাতা প্রভুর বিধানে
সঙ্গে কিছু বীজমন্ত্র দিতেন সন্তানে॥
অন্য কিছুক্ষেত্রে কিন্তু জননী সারদা।
স্বপ্নমন্ত্র জপিবারে বলিতেন সদা॥
সবিশেষ ক্ষেত্রে মাতা গম্ভীর অন্তরে।
বলিতেন স্বপ্নমন্ত্র ভুলিতে সত্বরে॥
তার পরিবর্তে মাতা স্নেহ ভরা প্রাণে।
প্রভু নির্ধারিত মন্ত্র দিতেন সন্তানে॥
একদা জনৈক ভক্ত ভাসি অশ্রুনীরে।
স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্রকথা কন জননীরে॥
করজোড়ে সেই ভক্ত বলে পুনরায়।
তব কাছ হ'তে মাগো আমি দীক্ষা চাই॥
ভক্তের শুনিয়া কথা গম্ভীর অন্তরে।
ধ্যানস্থ থাকেন মাতা কিছুক্ষণ ধরে॥
অনন্তর সেই ভক্তে মাতা স্নেহভরে।
স্বপ্ন মন্ত্র তার অর্থ বলে দেন তারে॥
সেইদিন পূজা শেষে স্নেহ সুরধুনী।
ভক্তকে আরেক মন্ত্রে দীক্ষা দেন তিনি॥
দীক্ষা দিয়ে মাতা কন সকলের আগে।
স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্রজপ করো অনুরাগে॥
সেই মন্ত্র জপশেষে সভক্তি অন্তরে।
মোর দেওয়া মন্ত্রজপ করো নিষ্ঠাভরে॥

জপের সহিত ধ্যান করো অনুক্ষণ।
জীবনের পাপ তাপ কাটিবে তখন॥
আরো একজন ভক্ত কৃপাধন্য মনে।
প্রভু হতে মন্ত্রলাভ করেন স্বপনে॥
নিবেদিত হলে তাহা মাতৃসান্নিধানে।
সস্নেহে জননী তবে বলেন সন্তানে॥
শ্রীঠাকুর দিয়েছেন যাহা কৃপা করে।
সেইমন্ত্র জপ করো নিবিষ্ট অন্তরে॥
আমিও তোমাকে আজি দিব আরো কিছু।
সেই মন্ত্র জপ তুমি করো তার পিছু॥
অনন্তর সারদা-মা কৃপার বয়ানে।
ভক্তকে করেন ধন্য মহামন্ত্রদানে॥
একদা বালক এক বিহ্বলিত মনে।
স্নেহে ভরা শ্রীঠাকুরে দেখিল স্বপনে॥
প্রভু আসি নিজে কোলে রাখিয়া সন্তানে।
করিলেন চির ধন্য মহামন্ত্রদানে॥
জননী শুনিয়া সব কহিলেন তারে।
তুমি হও কৃপাসিদ্ধ প্রভুকৃপাভরে॥
তোমাকে নূতন কিছু নাহি দিব আর।
প্রভু দেওয়া মন্ত্র জপ করো বারবার॥
সেই মন্ত্র জপ তুমি করিলে সদাই।
অচিরে হইবে সিদ্ধ প্রভুর কৃপায়॥
একদা স্ত্রীভক্ত এক ভাবে ভরা মনে।
মার হতে মন্ত্র লাভ করেন স্বপনে॥
অনন্তর মহিলাটি ভাসি অশ্রুনীরে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কন জননীরে॥
মন্ত্রটির বীজ অংশ শুনেই জননী।
কৃপাভরে সেই ভক্তে বলেন তখনি॥
তুমি হও মোর কন্যা খুব ভক্তিমতি।
প্রভুর কৃপায় দেখ কত ভাগ্যবতী॥
ঠিক ঠিক মন্ত্র তুমি পেয়েছ স্বপনে।
সেই মন্ত্র জপ করে যেও এক মনে॥
ইহা হতে ভক্তি মুক্তি লভিবে সংসারে।
অন্য কিছু মন্ত্র আর না দিব তোমারে॥
স্বপ্নমন্ত্র যদি হয় শাস্ত্র বিধি ছাড়া।
কিম্বা যদি নাহি তোলে মার প্রাণে সাড়া॥
তাহা হলে স্বপ্নমন্ত্রে করি অস্বীকার।
মাতা দীক্ষা দেন পুনঃ সন্তানে তাঁহার॥
নামেতে যতীন্দ্রনাথ উপাধিতে রায়।
বীজ ছাড়া মন্ত্র এক স্বপনেতে পায়॥
মন্ত্র শুনি মাতা কন আমার প্রত্যয়।
বীজ ছাড়া দীক্ষামন্ত্র কভু নাহি হয়॥
অনন্তর সারদা-মা তাঁহার সন্তানে।
করিলেন স্নেহধন্য অন্য মন্ত্রদানে॥
জননীর ভক্ত মেয়ে কুসুমকুমারী।
যে কোনো সেবার কাজে আসে তাড়াতাড়ি॥
তাঁর কিছু কিছু কথা ভক্তি অনুরাগে।
সারদা-পুঁথিতে বলা হইয়াছে আগে॥
মার কাছে দীক্ষা নিতে ইচ্ছা তাঁর মনে।
কিন্তু নিতে দেরী হয় বিভিন্ন কারণে॥
ইতোমধ্যে রাত্রিকালে একদা মহিলা।
ঘুম ঘোরে দীক্ষামন্ত্র স্বপনে লভিলা॥
সেই মন্ত্র তিনি নিত্য জপ করে যান।
কিন্তু মনে কিছুতেই শান্তি নাহি পান॥
অনন্তর একদিন আসি শুভক্ষণে।
বলিলেন সব কথা মায়ের চরণে॥
মহিলাটি অবশেষে হয়ে ভক্তিমনা।
মার কাছে দীক্ষা তরে জানান প্রার্থনা॥
জননী বলেন তবে সকল শুনিয়া।
মন্ত্রটি দিয়েছে কেউ শত্রুতা করিয়া॥
তিন নাম দিয়ে মন্ত্র কখনো না হয়।
প্রভুর কৃপায় এবে আর নাহি ভয়॥
যেই শব্দগুলি তুমি স্বপনেতে পাও।
একেবারে সেইগুলি তুমি ভুলে যাও॥
অনন্তর সারদা-মা স্নেহভরা প্রাণে।
কন্যাকে করেন ধন্য যথা মন্ত্রদানে॥
মায়ের অন্তর হ'তে আসিলে প্রেরণা।
তবে দীক্ষা দেন মাতা করিয়া করুণা॥
দীক্ষাপূর্বে সারদা-মা বসি ধ্যানাসনে।
করেন প্রভুর ধ্যান যোগযুক্ত মনে॥
ধ্যানের মধ্যেই মাতা চান জানিবারে।
দীক্ষার্থীর দীক্ষামন্ত্র মনের মাঝারে॥
যাদের সংস্কার ভাল, যারা ভক্তিমান।
সহজে তাঁদের মন্ত্র জানিবারে পান॥
'এই মন্ত্র দাও' শব্দ উঠে মন হতে।
জননীও পুত্রে দীক্ষা দেন সেইমতে॥
কারো কারো ক্ষেত্রে কিন্তু বিপরীত ধারা।
কিছুতেই মাতা মনে নাহি পান সাড়া॥
বহুক্ষণ ধরে মাতা থাকেন ভাবিতে।
অবশেষে দীক্ষামন্ত্র দেখা দেয় চিতে॥

যাদের সংস্কার রাশি মোটে ভাল নয়।
তাহাদেরি তরে শুধু এইরূপ হয়॥
যাদের আধার ভাল তাহাদের তরে।
মন থেকে মন্ত্র ওঠে অতীব সত্বরে॥
দীক্ষার্থীর সংস্কারাদি সেই অনুসারে।
সদাই দিতেন দীক্ষা মাতা কৃপাভরে॥
জননীর লীলা মাঝে এমতি বিষয়ে।
অজস্র দৃষ্টান্ত মিলে সকল সময়ে॥
ভদ্রকুলবধূ এক বয়সে নবীনা।
মার কাছে মাঝে মাঝে করে আনাগোনা॥
অনন্তর স্নেহময়ী সারদা-জননী।
বধূটিরে দীক্ষা দান করিলেন তিনি॥
শ্বশুর আলয়ে কন্যা যান দীক্ষা শেষে।
সেথা ধ্যানজপ চলে ভক্তির আবেশে॥
সাধন ভজন নিত্য চলে অনুরাগে।
একদা সন্দেহ কিন্তু মনে তার জাগে॥
অমোঘ বিধান শাস্ত্রে থাকে নানাভাবে।
ইষ্টমন্ত্র জপ যেন হয় ঠিকভাবে॥
সঠিক হতেছে কিনা মন্ত্র উচ্চারণ।
তাহা ভাবি কন্যাটির দ্বিধাগ্রস্ত মন॥
বছর তিনেক বাদে চিন্তিত বদনে।
কন্যাটি আসিল পুনঃ মায়ের চরণে॥
শুনিয়া কন্যার চিন্তা জননী তখন।
বলেন তোমার মন্ত্র না বলো এখন॥
বহুদিন হয়ে গেল দীক্ষাদান পরে।
তোমার মন্ত্রের কথা মনে নাহি পড়ে॥
এখানে অপেক্ষা তুমি করো কিছুক্ষণ।
প্রভুকে জিজ্ঞাসা করি আসিব এখন॥
অনন্তর সারদা-মা চলি পূজা ঘরে।
সেথায় থাকেন বসি ধ্যানস্থ অন্তরে॥
কিছু পরে ফিরে আসি বলেন কন্যারে।
এই মন্ত্র পূর্বে আমি দিয়েছি তোমারে॥
কন্যাটিও ভক্তিভরে ভাসি অশ্রুনীরে।
একই মন্ত্রের কথা কন জননীরে॥
তাহা শুনি সারদা-মা বলেন তখন।
ঠিক মন্ত্র জপ তব হয় অনুক্ষণ॥
এই মন্ত্র জপ করে যাও নিষ্ঠাভরে।
তাহাতেই প্রভু কৃপা লভিবে অন্তরে॥
নামেতে রসিকলাল রায় উপাধিতে।
মাতৃধামে যান তিনি ভক্তির সহিতে॥
জননী-চরণে পৌঁছি হয়ে একমনা।
দীক্ষাতরে মার কাছে জানান প্রার্থনা॥
তাহা শুনি সারদা-মা শুধান সন্তানে।
তোমার বংশের মন্ত্র বল মোর স্থানে॥
সন্তানের জানা নাই বলিল যখন।
ধ্যানস্থ হইয়া মাতা থাকেন তখন॥
কিছুক্ষণ চুপ থেকে সারদা-জননী।
তাহাদের কুলমন্ত্র বলে দেন তিনি॥
অনন্তর কৃপাময়ী কৃপার বয়ানে।
সন্তানে করেন ধন্য সেই মন্ত্রদানে॥
গৃহে ফিরি সেই পুত্র পেলেন সন্ধান।
কুলমন্ত্রে করেছেন মাতা দীক্ষাদান॥
জননীর দর্শনের সত্যতা প্রমাণে।
মাতৃগর্বে গরবিত হয় মনে-প্রাণে॥
মায়ের স্ফটিক-স্বচ্ছ মনের মুকুর।
বিম্বিত থাকেন সেথা প্রাণের ঠাকুর॥
দীক্ষার্থীর ইষ্টরূপে ঠিক কোন্ জন।
তাহাও মুকুরে ধরা পড়ে অনুক্ষণ॥
ভক্ত শশীভূষণের বাড়ী বাগদায়।
একদা দীক্ষার্থী হয়ে মার কাছে যায়॥
প্রণমিয়া মাতৃপদে বলিল সন্তান।
শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিতে ইচ্ছা ধরে প্রাণ॥
তাহা শুনি মাতা কিন্তু কন স্নেহভরে।
দেখিতেছি রামচন্দ্র তোমার ভিতরে॥
তোমাদের বংশ মধ্যে আছে যত জনা।
সকলে কি রামচন্দ্রে করে উপাসনা?
রামমন্ত্রে শক্তিমন্ত্রে নাহি কোন ভেদ।
আত্যন্তিকে জেনো তাঁরা সকলি অভেদ॥
গহীনে সংস্কার তব শ্রীরামের তরে।
সেই হেতু রামমন্ত্র দিনু স্নেহভরে॥
সব কথা জানা গেল পরবর্তীকালে।
রামমন্ত্রে দীক্ষাপ্রাপ্ত বংশের সকলে॥
ব্যক্তিগত কুলগত সংস্কারের রূপে।
প্রত্যেকের ইষ্ট স্থিত আপন স্বরূপে॥
কেহ তাহা খেয়ালেই না করি স্বীকার।
ইচ্ছামত অন্য ইষ্টে করে অঙ্গীকার॥
আপনার চিন্তাজালে সবে ব্যস্ত থাকে।
কুলের দেবতা তারো খোঁজ নাহি রাখে॥
কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুনঃ কুলের সংস্কার।
নিজস্ব সংস্কার হতে আলাদা প্রকার॥

এ সকল কভু নাহি করে প্রভাবিত।
মার মনে ঠিক ইষ্ট হন উদ্ভাসিত॥
আপাত দৃষ্টিতে যদি মনে হয় ভুল।
আত্যন্তিকে দেখে কিন্তু তাহাই নির্ভুল॥
সারদা কিঙ্কর নাম উপাধিতে রায়।
তাহার জীবন চলে বৈষ্ণব ধারায়॥
দীক্ষাকালে মাতা কিন্তু কৃপার বয়ানে।
সন্তানে করেন ধন্য শক্তিমন্ত্রদানে॥
বিষ্ণুভক্তরূপে পুত্র ভাবে আপনারে।
মাতা কিন্তু শক্তিমন্ত্র দিলেন তাহারে॥
সন্দেহে আকুল তাহে হয় তাঁর মন।
তবু তাহা নিজ মনে রাখেন গোপন॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া সারদা-জননী।
অন্তর্যামীরূপে তাহা জানিলেন তিনি॥
বৈকালে পুত্রের সাথে পুনঃ দেখা হলে।
সন্তানে স্বতঃই মাতা কন স্নেহচ্ছলে॥
তোমারে করেছি আমি ঠিক মন্ত্রদান।
ইহাতেই হবে তব পরম কল্যাণ॥
অবশেষে জানা গেল সন্তানের ভুল।
মার দেওয়া মন্ত্র তাহা একান্ত নির্ভুল॥
সারদা কিঙ্কর তাঁর পূর্বপুরুষেরা।
শক্তিমন্ত্রে আছিলেন দীক্ষিত তাঁহারা॥
সারদাকিঙ্কর কিন্তু সাময়িকভাবে।
পড়েন খেয়ালবশে বৈষ্ণব প্রভাবে॥
মায়ের সন্তান তবে তাহারি কারণে।
নিজেকে বৈষ্ণবরূপে ভাবিতেন মনে॥
জননী দেখেন কিন্তু আপন অন্তরে।
পুত্রের সংস্কার যত যুগ যুগ ধরে॥
সেইহেতু সত্যবস্তু হয় প্রকটিত।
অন্যভাব দ্বারা নাহি হয় আচ্ছাদিত॥
মন্ত্র দীক্ষাদান পূর্বে স্নেহের প্রভাবে।
সন্তানে শুধান মাতা সাধারণভাবে॥
কোন্ মন্ত্রে দীক্ষা নিতে ইচ্ছা করে মন?
সেই কথা তুমি মোরে বলহ এখন॥
জননী শুনিয়া তাহা বসি ধ্যানাসনে।
দীক্ষার্থীর কিবা ইষ্ট দেখে নেন প্রাণে॥
ধ্যানযোগে দীক্ষামন্ত্র জানিয়া জননী।
সেইমতে দীক্ষা দেন স্নেহসুরধুনী॥
সুরেন্দ্রমোহন নামে ভক্ত একজনা।
দীক্ষা তরে মার কাছে জানান প্রার্থনা॥
কোন্ মূর্তি ভাল লাগে জিজ্ঞাসিত হয়ে।
জননীরে কন তিনি সভক্তি হৃদয়ে॥
উপবিষ্টা কালীমূর্তি সদাশিব ক্রোড়ে।
সেই মূর্তি ভাল লাগে ভাবিতে অন্তরে॥
জননী বলেন তবে দিয়ে স্নেহ ধারা।
শক্তি কি কখনো বাছা থাকে শিব ছাড়া?
তোমার শক্তির ঘর বোঝে মোর মন।
শক্তিমন্ত্রে দীক্ষাদান হইবে এখন॥
সেইমন্ত্রে সন্তানের দীক্ষাদান শেষে।
কাঁপিতে থাকেন পুত্র ভাবের আবেশে॥
ভাবেতে বিবশ তনু পরাণ বিহ্বল।
চোখ দিয়ে অশ্রু শুধু ঝরে অবিরল॥
তাহার শরীরে যেন তার মনে হয়।
সুতীব্র তড়িৎধারা প্রবাহিত রয়॥
পুত্র তবে মনে মনে করিল বিচার।
দীক্ষা সাথে তার দেহে শক্তির সঞ্চার॥
কিরূপ সজীব মন্ত্র কত শক্তি ধরে।
মুহূর্তেই তাহা পুত্র বুঝিল অন্তরে॥
বড়ই কঠিন কর্ম গুরু নির্বাচন।
পেশাদার গুরু মেলে যখন তখন॥
তাঁদের উদ্দেশ্য শুধু দীক্ষাদান করে।
অর্থ উপার্জন করা ভোগসুখ তরে॥
পথ দেখাইব বলে অন্ধ একজন।
আরেক অন্ধেরে লয়ে করেন গমন॥
এই কর্মে নীট্ ফল উভয়ে তাঁহারা।
খানা খন্দ মাঝে পড়ে হয় সর্বহারা॥
অসমর্থ দীক্ষাগুরু মেলে লাখে লাখে।
নিজে শুতে নাহি পায় শঙ্করাকে ডাকে॥
ইষ্টলাভ যদি কারো না হয় জীবনে।
কেমনে দেবেন তাহা তিনি অন্য জনে॥
উঁচু হতে নীচে জল প্রবাহিত হয়।
সেমতি গুরু ও শিষ্যে সকল সময়॥
গুরু যদি উচ্চভাবে নাহি রন স্থিত।
কিভাবে শিষ্যেতে শক্তি হ'বে প্রবাহিত?
উচ্চ তাপমাত্রাযুক্ত কোনো বস্তু হতে।
অন্যেতে বহিবে তাপ বিজ্ঞানের মতে॥
উচ্চশক্তি যুক্ত যদি গুরু নাহি হন।
শিষ্যে তব শক্তি কভু না করে গমন॥
সাধারণ শিক্ষাগুরু বিদ্যালয়ে যাঁরা।
শিক্ষালাভ করে তবে শিক্ষা দেন তাঁরা॥

জ্ঞান যদি নাহি থাকে শিক্ষকের মনে।
কিভাবে দিবেন শিক্ষা তিনি ছাত্রগণে ?
শ্রীঠাকুর যবে রন দক্ষিণ শহরে।
দলে দলে সেথা ভক্ত আসে ভক্তিভরে॥
একদিন শ্রীঠাকুর কৃপাভরে কন।
কিরূপে জীবের হয় বন্ধন মোচন॥
ভুবনমোহিনী মায়া তাঁহার বন্ধন।
মানুষে না পারে কভু করিতে মোচন॥
মুক্ত হবে একমাত্র প্রভুর কৃপায়।
সচ্চিদানন্দ ছাড়া অন্য গতি নাই॥
কিন্তু যিনি করেছেন ঈশ্বরকে লাভ।
সদগুরু রূপে তাঁর হয় আবির্ভাব॥
প্রভুর আদেশে তিনি হ'য়ে শক্তিমান।
প্রকটিত রন সদা হয়ে জ্যোতিষ্মান॥
এমতি গুরুই শুধু শিষ্যের বন্ধন।
পারেন আপন বলে করিতে মোচন॥
গুরু-শিষ্য তাঁরা যদি যোগ্য নাহি হন।
কাহারো না কাটে তবে ভবের বন্ধন॥
গুরু-শিষ্য দু'জনারই তাহে কষ্ট বাড়ে।
ছাড়িবারে চাহে কিন্তু ছাড়িতে না পারে॥
গুরু শিষ্য ভাগ্য কথা বুঝাবার তরে।
গল্প এক কন প্রভু কৌতুক অন্তরে॥
দিশা-জঙ্গলের তরে একদা সন্ধ্যায়।
পঞ্চবটী দিয়ে আমি ঝাউতলা যাই॥
যাইতে যাইতে কর্ণে পশিল আমার।
কোনো এক কোলা ব্যাঙ তার চীৎকার॥
মনে হল কোনো সাপ আহারের তরে।
রাখিয়াছে সেই ব্যাঙ তার মুখে ধরে॥
বহু পরে শুনি পুনঃ ফিরিবার পথে।
এখনো সে চীৎকার চলে একই মতে॥
তাহা শুনি মোর মনে জাগিল প্রত্যয়।
ঢোঁড়া সাপ কোলাব্যাঙে ধরেছে নিশ্চয়॥
শক্তিহীন সেই সাপ গিলিতে না পারে।
লোভের কারণে কিন্তু ব্যাঙে নাহি ছাড়ে॥
সাপ ব্যাঙ উভয়েই করে ছটফট।
উভয়ের জীবনেই বিষম সংকট॥
অক্ষম হলেও সাপ চায় গিলিবারে।
পলাইতে চায় ব্যাঙ পালাতে না পারে॥
তাহা দেখি ভাবি আমি জাত সাপ হলে।
তিন ডাকে চুকে যেত জ্বালা মূলে চুলে॥
ইহা শুনি মনে মনে বুঝহ সকলে।
কিবা দুরবস্থা হয় গুরু কাঁচা হলে॥
কাঁচা গুরু শক্তিহীন, সাধ্য নাই তার।
কোনমতে ঘুচাইতে শিষ্য-অহঙ্কার॥
সেই হেতু নাহি কাটে শিষ্যের বন্ধন।
কলুর বলদ সম চলে আবর্তন॥
অন্যদিকে শিষ্য যদি সদগুরু পায়।
তিন ডাকে অহঙ্কার তার ঘুচে যায়॥
অনায়াসে কাটে তার মায়ার বন্ধন।
প্রভুপ্রেমে পূর্ণ হয় তার দেহ মন॥
অকৃতার্থ ব্যক্তি যদি করে মন্ত্রদান।
জননীরো তার তরে একই বিধান॥
বলিতেন, এহেন গুরু করে ব্যবসায়।
দীক্ষা দিয়ে করে শুধু অর্থের উপায়॥
কিভাবেতে অর্থ লাভ হবে বেশী করে।
সেই চিন্তা থাকে সদা তাদের অন্তরে॥
তবু তাহে ভাল কিছু দেখে মোর মন।
ধরা মাঝে তাহাদেরো আছে প্রয়োজন॥
মানুষ করে না কিছু স্বভাবের টানে।
দীক্ষা হলে তাও তারা ডাকে ভগবানে॥
সেই হেতু ইহাতেও লভে উপকার।
মৃত্যুপরে পরজন্মে পায় ফল তার॥
এই কথা বলিলেও সকল সময়।
অযৌক্তিক কার্যে মাতা না দেন প্রশ্রয়॥
শিষ্য হতে দাবি দাওয়া মাত্রা ছাড়া হলে।
মার মত তাহে নাহি থাকে কোনো কালে॥
সন্তান তারকনাথ ভাসি অশ্রুনীরে।
একদিন লিখিলেন চিঠি জননীরে॥
তাতে লেখা থাকে, মাগো, আমি অসহায়।
কুলগুরু তাঁর দাবি ক্রমে বেড়ে যায়॥
যত দিই তত বেড়ে যায় তাঁর লোভ।
আরো বেশী নাহি দিলে তাঁর জাগে ক্ষোভ॥
এইরূপে অসহায় কি করিব আমি।
কৃপাকরে তাহা মোরে বলে দাও তুমি॥
তদুত্তরে সারদা-মা লিখেন সন্তানে।
কুলগুরু তরে ভক্তি রেখো তব প্রাণে॥
তাঁহার উচিত প্রাপ্য বছরে বছরে।
যথারীতি দেবে তুমি সভক্তি অন্তরে॥
অন্য কিছু দিতে যদি কুলায় শক্তিতে।
তাহাও করিবে দান বিনম্র ভক্তিতে॥

তাহাতেও গুরু যদি আরো অর্থ চায়।
এত টাকাকড়ি তুমি পাইবে কোথায় ?
সেই হেতু বার্ষিকাদি দেবে যথারীতি।
গুরুস্থানে রেখো তাহে অন্তরের প্রীতি ॥
একদা স্ত্রীভক্ত এক আন্তরিক টানে।
দীক্ষার্থিনী হয়ে যান মাতৃসন্নিধানে ॥
কৃপার আধার রূপে সারদা-জননী।
কন্যাটিকে কৃপাভরে দীক্ষা দেন তিনি ॥
তাহা শুনি কুলগুরু বিক্ষুব্ধ অন্তরে।
অভিশাপ বর্ষিলেন কন্যাটির 'পরে ॥
কুলগুরু অভিশাপ কি ঘটে না ঘটে।
এমতি দুশ্চিন্তা সদা থাকে মনপটে ॥
সশঙ্কিত হয়ে কন্যা হয়ে কম্পমান।
অভয়ার কাছে চিঠি লেখে একখান ॥
চিঠিতে লিখিয়া সব জানায় প্রার্থনা।
কৃপাকরে রক্ষা কর তুমি কৃপাননা।
তদুত্তরে বরাভয়া দিলেন অভয়।
অকারণ অভিশাপে নাহি কোনো ভয় ॥
প্রভুর শরণাগত হয়ে থাকে যারা।
ব্রহ্মশাপ আসিলেও অভী থাকে তারা ॥
আন্তরিক টান নিয়ে তুমি অবিরাম।
করে যাবে মনেপ্রাণে ঠাকুরের নাম ॥
শ্রীপ্রভুর নাম নিয়ে করি আশীর্বাদ।
প্রভুর কৃপায় পাবে অন্তরে প্রসাদ ॥
কেহ যদি দীক্ষা নেয় কাঁচা গুরুস্থানে।
শিষ্য তবে শান্তি কভু নাহি পায় প্রাণে ॥
কর্ণাটকুমার নামে জনৈক সন্তান।
বৈষ্ণব ভাবের পরে ছিল তার টান।
দীক্ষা তরে আকুলিত হ'লে প্রাণমন।
বৈষ্ণবের কাছে দীক্ষা করেন গ্রহণ ॥
দীক্ষালাভ করে নিজ জপ করে যান।
তবু তিনি কিছুতেই শান্তি নাহি পান ॥
দুইটি ভগিনী তাঁর ভাবে ভরা মনে।
মহাভাগ্যে স্থান পায় মায়ের চরণে ॥
জননীর কথাবার্তা ছিল তাঁর শোনা।
তাঁহার স্বরূপ কিন্তু আছিল অজানা ॥
অশান্ত কর্ণাট নানা তীর্থস্থানে যায়।
তবু ভক্ত কিছুতেই শান্তি নাহি পায় ॥
তেরশ একুশ তবে বাংলার সনে।
মেলা এক অনুষ্ঠিত হয় বৃন্দাবনে ॥

তীর্থমেলা দরশনে যদি শান্তি পাই।
সেকারণে ভাবিলেন বৃন্দাবনে যাই ॥
সেথায় যাবার পথে কলিকাতা ধামে।
গঙ্গাস্নান করি ভক্ত যান মাতৃধামে ॥
উদ্বোধনে পৌঁছিয়াই প্রণামের তরে।
নিরাসক্ত ভাবে তিনি গেলেন উপরে ॥
সেইকালে জননীর পঙ্কাসনে স্থিতি।
দূরে হতে মায়ে ভক্ত জানায় প্রণতি ॥
জননী সারদা তবে ছাড়িয়া আসন।
'পা ছুঁয়ে প্রণাম কর' বলেন তখন ॥
তাহা শুনি সেইপুত্র যাইয়া ভিতরে।
জননীরে প্রণমিল নিবিষ্ট অন্তরে ॥
প্রণামের সাথে সাথে ভক্তের হৃদয়।
অনুপম আনন্দেতে পরিপূর্ণ হয় ॥
ভক্ত তবে করজোড়ে জানান প্রার্থনা।
আশীর্বাদ করো মাগো হয়ে কৃপাননা ॥
শ্রীহস্ত তুলিয়া মাতা কন স্নেহভরে।
গোবিন্দের কৃপালাভ হউক অন্তরে ॥
জননীর আশীর্বাদ করিয়া গ্রহণ।
তীর্থ দরশনে পুত্র করেন গমন ॥
তীর্থহতে ফিরিলেন কিছুদিন পরে।
শান্তি তবু নাহি পান তাঁহার অন্তরে ॥
জীবনেতে আসে আরো পরীক্ষার দিন।
তাঁর পরিবার মারা গেল একদিন ॥
কিছুকাল পরে বুঝি আপন সংস্কার।
দারপরিগ্রহ তিনি করেন আবার ॥
দৈবের বিধানে কিন্তু বিবাহের পরে।
ভুতাবেশ দেখা দিল জায়ার শরীরে ॥
যদি কিছু ফল হয় তাহা ভাবি প্রাণে।
জায়ারে লইয়া যান নিজগুরু স্থানে ॥
সম্পন্ন করিয়া তবে সকল আচার।
একই মন্ত্রে দীক্ষা লভে তাঁর পরিবার ॥
তাহাতেও নাহি সারে জায়ার অসুখ।
কর্ণাটের মনে নিত্য থেকে যায় দুখ ॥
একদা প্রবিষ্ট ভূত বলিল তাহারে।
জননীর কাছে লয়ে চলহ আমারে ॥
তাঁহার দর্শন পেলে আমি মুক্তি পাব।
সেই কালে তোমারেও আমি ছেড়ে যাব ॥
তাহা শুনি তাঁরা যান ভক্তিযুত প্রাণে।
তেরশ তেইশ সালে মাতৃসন্নিধানে ॥

পুনঃ দীক্ষা মার হ'তে নিতে ইচ্ছা করে।
সঙ্কোচেতে ভক্ত কিন্তু বলিতে না পারে ॥
তাঁর পরিবার কিন্তু কিছুদিন পরে।
প্রণমিয়া জননীরে বলে ভক্তিভরে ॥
তুমি মাগো কৃপাময়ী বিশ্বের জননী।
অধমেরো তরে তুমি স্নেহ সুরধুনী ॥
অধম হলেও মোরা তোমার সন্তান।
কৃপা করে আমাদের দাও পদে স্থান ॥
প্রার্থনা শুনিয়া মাতা সস্নেহ অন্তরে।
কবে দীক্ষা হবে তাহা দেন ঠিক করে ॥
সেই কালে গোলাপ-মা শুনিয়া সকলি।
স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে উঠিলেন বলি ॥
মন্ত্র ভুলে গেছ বলে মোর মনে হয়।
কিম্বা গুরু ত্যাগ করে এসেছ নিশ্চয় ॥
এই সব আচরণ বেদবিধিহীন।
তোমাদের দীক্ষা পাওয়া নহে সমীচীন ॥
যদি দীক্ষা নাহি দেন আপত্তি শুনিয়া।
আশঙ্কায় পূর্ণ হয় কর্ণাটের হিয়া ॥
অনন্তর আতঙ্কিত পুত্র পুনরায়।
অশ্রুপূর্ণ আঁখি নিয়ে মার কাছে যায় ॥
মায়ের চরণে পোঁছি ভাসি অশ্রুনীরে।
করজোড়ে প্রশ্ন পুত্র করে জননীরে ॥
জানি মোরা হই তব অধম সন্তান।
আপত্তি শুনেও কি মা হবে দীক্ষাদান ?
বরাভয়া তবে কন দানিয়া অভয়।
তোমাদের দীক্ষা লাভ হইবে নিশ্চয় ॥
নির্দিষ্ট দীক্ষার দিনে গঙ্গাস্নান করে।
তোমরা দুজনে এসো দীক্ষালাভ তরে ॥
বধূটির দেহে কিন্তু দীক্ষা পূর্ব রাতে।
আসিল ভীষণ জ্বর কম্পনের সাথে ॥
বধূ দেহে ভুতাবেশ হইবার পর।
মাঝে মাঝে কম্প দিয়ে হ'ত তার জ্বর ॥
মায়ের আদেশ তবু করিয়া স্মরণ।
উভয়েই দীক্ষা দিনে করেন গমন ॥
গঙ্গায় করিয়া স্নান ভক্তিযুত মনে।
স্বামীস্ত্রী উভয়েই যান উদ্বোধনে ॥
অনন্তর সারদা-মা বাঁধি স্নেহজালে।
কর্নাট বাবুরে দীক্ষা দেন যথাকালে ॥
সেই ক্ষণে পরিবার ম্যালেরিয়া জ্বরে।
কাঁপিতেছিলেন থাকি পার্শ্ববর্তী ঘরে ॥

দীক্ষাতরে বধূটির আসিলে আহ্বান।
গোলাপ-মা কন নাহি হবে দীক্ষাদান ॥
একে তো এসেছ হেথা গুরু ত্যাগ করে।
গুরুমন্ত্র তাও জানি মনে নাহি পড়ে ॥
তাহাতে ভীষণ জ্বর হয়েছে আবার।
কিছুতেই দীক্ষা নাহি হইবে তোমার ॥
কৃপায় দেবেন বলে বধূটিকে দীক্ষা।
আসনে বসিয়া মাতা করেন প্রতীক্ষা ॥
নির্বিকার হয়ে মাতা থাকেন সেখানে।
সকলের কথাবার্তা আসে তাঁর কানে ॥
গোলাপ মায়ের ভয়ে বধূটি তখন।
অসহায় ভাবে করে অশ্রু বরিষণ ॥
মায়ের সেবিকা এক নামেতে সুধীরা।
সেই কালে সেই স্থানে করে ঘোরাফেরা ॥
মায়ের নাড়ীর টানে বোঝেন জননী।
গোলাপের ভয়ে নাহি আসে দীক্ষার্থিনী ॥
গম্ভীর হইয়া তবে সুধীরাকে কন।
বধূকে সত্বর হেথা কর আনয়ন ॥
জননীর বজ্রকণ্ঠ শ্রবণের পরে।
সভয়ে সকলে সেথা যায় চুপ করে ॥
বধূটিকে মাতা তবে কৃপার বয়ানে।
করিলেন চিরধন্য মহামন্ত্র দানে ॥
মার হতে বধূটির দীক্ষাদান পরে।
ভুতাবেশ বন্ধ হয় চিরদিন তরে ॥
জননীর ইচ্ছারূপে যাহা কিছু রয়।
অব্যর্থ অমোঘরূপে তাহা পূর্ণ হয় ॥
জননী সারদা যদি বলেন সন্তানে।
দীক্ষা লাভ হবে তব মোর সন্নিধানে ॥
তাহলে শতেক বাধা আসিলেও পথে।
জননী থাকেন স্থির আপনার মতে ॥
কর্নাট কুমার দোঁহে তাহার প্রমাণ।
শত বাধা তবু পায় মার পদে স্থান ॥
কর্নাটের কথা হতে আরো দেখা যায়।
কাঁচা গুরু হতে শিষ্য শান্তি নাহি পায় ॥
আরো দেখি বধূটির দীক্ষা লাভ পরে।
ভুতাবেশ চলে যায় চিরদিন তরে ॥
আদ্যাশক্তি সারদা-মা দক্ষিণারূপিণী।
সন্তানের সব ভার লইতেন তিনি ॥
দীক্ষা দেন মাতৃস্নেহে হয়ে ভরপুর।
সন্তানের আধিব্যাধি তাহে হয় দূর ॥
অশ্রু দিয়ে মাতৃপদে জানাই প্রার্থনা।
তব পদে দিও স্থান ওগো কৃপাননা ॥

শ্রীশ্রীসারদা-পুঁথি

জ্ঞানদায়িনী

(২)

জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন।
লীলার প্রকটহেতু মর্ত্যে আগমন ॥

জয় জয় বিশ্বমাতা ব্রহ্মসনাতনী।
জয় জয় শ্যামাসুতা সারদা-জননী ॥
সন্তানের পাপ-তাপ যত কাদা ধূলি।
মুছিয়া স্নেহের করে নাও কোলে তুলি ॥

জয় জয় সত্যানন্দ, প্রেমানন্দময়।
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয় ॥
প্রেমের মুরতি তুমি, তুমি মোর সার।
তোমার চরণে রাজে অনন্ত সংসার ॥

তুমি যারে কৃপা কর কে নাশিবে তারে!
তোমার কৃপাই সার বিশ্বচরাচরে ॥

শ্রীশ্যামাচরণ নামে জনৈক সন্তান।
রেঙ্গুনেতে হয় তাঁর চাকুরীর স্থান ॥
যোগশিক্ষা তরে ঝোঁক বাল্যকাল হতে।
করেন প্রচেষ্টা আদি, তিনি সেই মতে ॥
স্বামীজীর রাজযোগ করি অধ্যয়ন।
তীব্রভাবে সাধনেতে দেন তিনি মন ॥
প্রতিদিন তিন ঘণ্টা চলে প্রাণায়াম।
শীতগ্রীষ্ম কিছুতেই নাহিক বিরাম ॥
যোগশাস্ত্র মাঝে বলা আছে বারবার।
গুরু বিনা যোগশিক্ষা ভয়ের আগার ॥
শ্যামাচরণের কিন্তু চিন্তা অনারূপ।
ভাবেন সাধনা দিয়ে জানিব স্বরূপ ॥
সাধক সাধনা যদি করে নিষ্ঠাভরে।
নিশ্চিত জীবনে সিদ্ধি লভিবে অচিরে ॥
এই চিন্তা তাঁর মনে থাকে অবিরাম।
তাহে আরো বেশী করে চলে প্রাণায়াম ॥
সিদ্ধিলাভ দূরে থাক তাহার বদলে।
পড়িলেন সেই ভক্ত রোগের কবলে ॥
বিরামবিহীন পায় ভক্ত শুনিবারে।
নিদারুণ সোঁ সোঁ শব্দ কানের ভিতরে ॥
উঠা বসা চলাফেরা সকল সময়।
যন্ত্রণাদায়ক শব্দ কর্ণমাঝে হয় ॥

নানাবিধ চিকিৎসাদি চলে অবিরাম।
কিছুতেই ভক্ত কিন্তু না লভে আরাম ॥
সময়ের সাথে রোগ বাড়ে দিন দিন।
তার ফলে তনু তার হয়ে যায় ক্ষীণ ॥
উপায় না হেরি কিছু ভক্ত অবশেষে।
দীর্ঘ অবসর নিয়ে ফিরিলেন দেশে ॥
দেশে আসি কিছু সুস্থ হইবার পরে।
একদিন সেই ভক্ত গেলেন বেলুড়ে ॥
স্বামী প্রেমানন্দ যাঁর প্রেমে ভরা মন।
ভক্তটির কাছে সব করেন শ্রবণ ॥
অনন্তর কৃপাভরে বলিলেন তিনি।
আদ্যাশক্তি মহামায়া সারদা-জননী ॥
কৃপাময়ী সারদা-মা তাঁহার কৃপায়।
আধি ব্যাধি হতে জীব মুক্তি পেয়ে যায়
জয়রামবাটী স্থিত বাঁকুড়া জেলায়।
সারদা-মা বর্তমানে আছেন সেথায় ॥
সন্তানের মত হয়ে ভক্তিভরা প্রাণে।
অবিলম্বে চলে যাও মাতৃ-সন্নিধানে ॥
শ্রীপ্রভুর নামে আমি করি আশীর্বাদ।
প্রভুর কৃপায় পাবে মায়ের প্রসাদ ॥
অনন্তর সেই ভক্ত দেরী নাহি করে।
চলিলেন মাতৃধামে আবিষ্ট অন্তরে ॥

মাতৃধামে পৌঁছিয়াই ভক্ত তাড়াতাড়ি।
ধূলির উপরে সেথা দেয় গড়াগড়ি ॥
গড়াগড়ি দিয়ে ভক্ত দেখেন বিস্ময়ে।
তাহার সকল রোগ গেছে দূর হয়ে ॥
কিছু পরে জননীর লভিয়া দর্শন।
আনন্দেতে পুত্র করে অশ্রুবরিষণ ॥
দুই-চারি দিন পরে ভক্তিযুত মনে।
প্রার্থনা জানায় পুত্র মায়ের চরণে ॥
তুমি হও আদ্যাশক্তি, তুমি বিশ্বেশ্বরী।
যোগীদের কাছে তুমি হও যোগেশ্বরী ॥
বড়ই বাসনা জাগে যোগশিক্ষা তরে।
ধন্য হব যদি শিক্ষা দাও কৃপা করে ॥
পুত্রের প্রার্থনা কথা শুনিয়া জননী।
গম্ভীর বয়ানে তারে বলেন তখনি ॥
তোমার দেহ ও মন করিয়াছ ক্ষীণ।
সেইহেতু যোগশিক্ষা নহে সমীচীন ॥
তাহা শুনি পুত্র বলে মনের ব্যথায়।
তবে কি আমার কোনো নাহিক উপায় ॥
বরাভয়া কন তবে দানিয়া অভয়।
সবকিছু বলে দিব হইলে সময় ॥
পরদিন সারদা-মা কৃপার বয়ানে।
পুত্রে ধন্য করিলেন মহামন্ত্র দানে ॥
দীক্ষাশেষে সারদা-মা বলেন তাঁহারে।
দুইবেলা জপ তুমি করো সংখ্যা ধরে ॥
ত্রি-সন্ধ্যা জপের তরে জানালে প্রার্থনা।
বলেন সন্তানে মাতা হয়ে স্নেহমনা ॥
তোমার চাকুরি আছে, রয়েছে সংসার।
সেইহেতু জপ তুমি করো দুইবার ॥
তাহাই যথেষ্ট হবে প্রভুর কৃপায়।
তব ইচ্ছা পূর্ণ তাহে হইবে সদাই ॥
পথে-ঘাটে যবে তুমি করিবে গমন।
সেইকালে শ্রীঠাকুরে করিবে স্মরণ ॥
পূজা করিবারে যদি মনে ইচ্ছা জাগে।
পূজার যোগাড় তবে করো অনুরাগে ॥
ধূপ দীপ ফুল ফল জুটে যায় যাহা।
প্রভুর সম্মুখে তুমি রেখে দেবে তাহা ॥
অনন্তর ভক্তিভরে প্রণাম করিবে।
শুধুমাত্র তাহাতেই পূজা সিদ্ধ হবে ॥
পূজা তরে এইমত সহজ বিধান।
শুনিয়া পুত্রের কিন্তু ভরে নাকো প্রাণ ॥

সন্দেহের নিরসন করিবার তরে।
বেলুড়েতে যান তিনি কিছুদিন পরে ॥
প্রেমানন্দ মহারাজে প্রণামের শেষে।
জিজ্ঞাসেন পূজাবিধি দ্বিধার আবেশে ॥
জননীর উক্তি যাহা পূজাবিধি তরে।
মহারাজও সেই বিধি দেন নিষ্ঠাভরে ॥
তাহা শুনি সন্দেহের হল অবসান।
মাতৃপ্রেমে পরিপূর্ণ হলেন সন্তান ॥
মাতৃধামে সেই পুত্র ছিলেন যখন।
মাতা কন পুরীধামে করিও গমন ॥
সম্মুখে আষাঢ় মাস রথের সময়।
সেইকালে দর্শনেতে মহাপুণ্য হয় ॥
নূতন অচেনা স্থানে অপটু শরীরে।
অসুবিধা হতে পারে অতিরিক্ত ভিড়ে ॥
এইসব যুক্তি দিয়ে বলিল সন্তান।
অন্যকালে পুরীধামে যাব প্রভুস্থান ॥
জননী শুনিয়া কন লইয়া প্রত্যয়।
নিশ্চয় যাইবে পুরী রথের সময় ॥
বলরাম বসুদের নিজস্ব ভবন।
সেথা আছে নাম যার শশীনিকেতন ॥
সে স্থানের ম্যানেজার তার সন্নিধানে।
মোর চিঠি নিয়ে যাবে থাকার কারণে ॥
মনে রেখো কৃপাময় প্রভুর কৃপায়।
প্রার্থনায় সব বাধা দূর হয়ে যায় ॥
অনন্তর সেই ভক্ত মার চিঠি লয়ে।
চলিলেন পুরীধামে শঙ্কিত হৃদয়ে ॥
শশীনিকেতনে পৌঁছি দেখিলেন তথা।
তিল ধারণের স্থান নাহি আর সেথা ॥
কিন্তু সেই ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে।
ব্যবস্থার তরে যান মার চিঠি পেয়ে ॥
মায়ের আশিস আর প্রভুর কৃপায়।
অন্যস্থানে থাকিবার স্থান জুটে যায় ॥
স্বামী প্রেমানন্দ তবে দৈবের বিধানে।
রথের সময় বলে ছিলেন সেখানে ॥
ভক্তে দেখি বাবুরাম বলেন তখন।
শুভদিনে জগন্নাথে করো আলিঙ্গন ॥
সর্বত্র পাহারা থাকে রথের দিবসে।
যেতে কেহ নাহি পায় জগন্নাথ পাশে ॥
বাবুরাম মহারাজ প্রভুর সন্তান।
তাঁহার ইচ্ছার শক্তি কর অবধান ॥

বাধা শূন্য হয়ে ভক্ত প্রবেশি মন্দিরে।
জগন্নাথে আলিঙ্গন করে অশ্রুনীরে॥
নির্বিঘ্নে দর্শন আদি সব কিছু হলে।
জননীরে লেখে চিঠি নয়নের জলে॥
নামেতে সুরেন ঘোষ বয়সে নবীন।
হাজির বেলুড় মঠে হয় একদিন॥
সঙ্গে তার থাকে আরো তিন-চারিজন।
সকলেরি এক সাথে হয় আগমন॥
সকলেই কলেজেতে করে পাঠাভ্যাস।
তাদের মিলেছে তবে গ্রীষ্ম অবকাশ॥
প্রেমানন্দ মহারাজ তার কিছু আগে।
ময়মনসিংহে যান কৃপা অনুরাগে॥
প্রেমানন্দ-প্রেমরজ্জু তাহার বন্ধনে।
এসব সন্তান তবে বাঁধা পড়ে মনে॥
তাঁহার প্রেমের কথা করিয়া স্মরণ।
প্রভুমঠে তাহাদের হয় আগমন॥
তেরশ একুশ সাল গ্রীষ্মের সময়।
মাসেক থাকিতে মঠে মনে ইচ্ছা রয়॥
প্রেমানন্দ মহারাজ, তাঁহাদের দেখে।
সকলেরে বুকে স্থান দেন হাসিমুখে॥
প্রতিদিন গঙ্গাতীরে দিবা অবসানে।
প্রেমানন্দ মহারাজ থাকেন সেখানে॥
সন্তানেরা বসি সেথা তাঁর পাদদেশে।
প্রভু কথা শুনে যায় ভাবের আবেশে॥
ধীরানন্দ তাঁর নাম ছিল কৃষ্ণলাল।
জননীর কাছে নিত্য স্নেহের দুলাল॥
প্রেমানন্দ মহারাজ কয়দিন পরে।
ধীরানন্দে বলিলেন সপ্রেম অন্তরে॥
অক্ষয় তৃতীয়া হয় বড় শুভদিন।
পঞ্জিকার মতে তাহা হয় পরদিন॥
এইসব ভক্তদের কাল শুভদিনে।
নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে মায়ের চরণে॥
এহেন ভাগ্যের কথা করিয়া শ্রবণ।
আনন্দেতে পূর্ণ হয় তাহাদের মন॥
কৃষ্ণলাল মহারাজ অতীব প্রত্যুষে।
চলেন তাদের নিয়ে কলিকাতাদেশে॥
প্রথমেই কালীঘাটে পেঁাছিয়া সকলে।
ভক্তিভরে সবে স্নান করে গঙ্গাজলে॥
কালীঘাট শক্তিপীঠ মহাতীর্থস্থান।
মহাকালী তাঁর যেথা নিত্য অবস্থান॥

অনন্তর সবে তারা মন্দিরেতে আসি।
জননীর পূজা দেয় অশ্রুনীরে ভাসি॥
পূজাশেষে তারা সবে বাহিরে আসিয়া।
মায়ের করিল ধ্যান সেথায় বসিয়া॥
পূজা ধ্যান দর্শনাদি হলে সমাপন।
উদ্বোধনে মার কাছে করিল গমন॥
মাতৃধামে পেঁাছি তারা দেখিল বিস্ময়ে।
নানাবিধ ভক্তে বাড়ি আছে পূর্ণ হয়ে॥
কিছুক্ষণ কেটে গেলে জনৈক সন্ন্যাসী।
তাঁদের উদ্দেশ করি বলিলেন আসি॥
মায়ের আদেশ এবে তোমরা সকলে।
একে একে চলে যাবে মার পদতলে॥
অনন্তর একজনে স্নেহযুত মনে।
উপরেতে নিয়ে যান মায়ের চরণে॥
সুরেশের তরে ডাক আসে তার পরে।
তাহা শুনি সেই পুত্র যায় ত্বরা করে॥
পেঁাছামাত্র পুত্রে মাতা কন স্নেহবশে।
এস বাবা তুমি হেথা বস মোর পাশে॥
মাতৃস্নেহে পূর্ণ থাকি পুত্র অবিরাম।
মার পায়ে মাথা রাখি করিল প্রণাম॥
মাতা তবে স্নেহভরে তুলিয়া সন্তানে।
বসিতে বলেন তারে পাশের আসনে॥
অনন্তর কৃপাময়ী কৃপার বয়ানে।
সন্তানে করেন ধন্য মহামন্ত্র দানে॥
মহামন্ত্র লভি পুত্র হয় আত্মহারা।
আনন্দেতে চক্ষু হতে বয় অশ্রুধারা॥
অনন্তর সেই পুত্র বৈকালবেলায়।
জননীরে প্রণমিতে যায় পুনরায়॥
জননীর পাদপদ্মে রাখি তার শির।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমে পুত্র হইয়া অধীর॥
প্রণত হইবামাত্র সারদা-জননী।
স্নেহস্পর্শ দিয়ে পুত্রে তুলে নেন তিনি॥
জননী শ্রীহস্ত রাখি সন্তানের শিরে।
আশীর্বাদ করিলেন প্রাণের গভীরে॥
অনন্তর মার কাছে বলিল সন্তান।
পড়াশুনা তরে মোর মেসে অবস্থান॥
মেসে থাকি ধ্যান জপ না হ'বে সময়ে।
তাহাতে আতঙ্ক জাগে আমার হৃদয়ে॥
ধ্যানজপ ঠিক যদি না করিতে পারি।
তাহাতে পাপের ভার মোর যাবে বাড়ি॥

দৃঢ়কণ্ঠে মাতা তবে বলেন সন্তানে।
পশিতে না পারে পাপ মোর পুত্র স্থানে ॥
স্নান করে শ্রীঠাকুরে করিবে প্রণাম।
প্রভুর স্মরণ চেষ্টা করো অবিরাম ॥
অবসর পাইলেই তুমি একমনে।
প্রার্থনা জানাবে তবে প্রভুর চরণে ॥
ঘুম হ'তে উঠে করো প্রভুর স্মরণ।
প্রভুরে নমিয়া রাত্রে করিবে শয়ন ॥
চিন্তা নাহি করো তুমি এসব কারণে।
তুমি জেনো এসে গেছ প্রভুর চরণে ॥
ধ্যানজপ সবকিছু প্রভু কৃপান্তরে।
আসিতে পেরেছ হেথা সেই কৃপাভরে ॥
প্রাণ দিয়ে আজি আমি করি আশীর্বাদ।
অন্তরে লভিবে তুমি প্রভুর প্রসাদ ॥

স্নেহময়ী জননীর দীক্ষাদান রীতি।
সহজিয়া মাঝে থাকে অন্তরের প্রীতি ॥
অনুষ্ঠান বহুলতা নাহি পায় স্থান।
মাতৃস্নেহ সর্বভাবে থাকে বিদ্যমান ॥
সাধারণ ভাবে মাতা দুপুরের আগে।
সবারে দিতেন দীক্ষা কৃপা অনুরাগে ॥
ঠাকুরের নিত্যপূজা সমাপন করে।
দীক্ষার্থীকে ডাকিতেন প্রভুর মন্দিরে ॥
মায়ের সম্মুখে কিম্বা তাঁর বামপাশে।
থাকিত আসন পাতা মায়ের সকাশে ॥
বসিলে আসন 'পরে দীক্ষার্থী সন্তান।
ধ্যানে দীক্ষামন্ত্র মাতা জানিবারে পান ॥
অনন্তর আচমন করাইয়া সন্তানে।
করিতেন ধন্য তারে মহামন্ত্র দানে ॥
মোটামুটি সবক্ষেত্রে আচমন কালে।
মন্ত্রপাঠ নাহি হয় আচারের ছলে ॥
কোন কোন ক্ষেত্রে মাতা করিয়া বিচার।
অনুষ্ঠিত করাতেন বৈদিক আচার ॥
আশুতোষ সেনগুপ্ত তার দীক্ষা তরে।
বৈদিক মন্ত্রের পাঠ হয় নিষ্ঠা ভরে ॥
গৌরীকান্ত তাঁরে দীক্ষা হইল যখন।
স্থাপনা করিতে ঘট বলেন তখন ॥
যদিও মনুষ্যরূপে সকলে অভিন্ন।
তাদের সংস্কার কিন্তু হয় ভিন্ন ভিন্ন ॥
কোনো কোনো দীক্ষার্থীর থাকয়ে অন্তরে।
আচারের তরে নিষ্ঠা প্রবল আকারে ॥
সে সব দীক্ষার্থী তরে সারদা-জননী।
আচারের অনুষ্ঠান করাতেন তিনি ॥
স্থান কাল পাত্র মাতা না আনি বিচারে।
কৃপা পরবশে দীক্ষা দেন নির্বিচারে ॥
মাতা তাহে সকলেরে কন বার বার।
মূল্যহীন শুধুমাত্র বাহ্যিক আচার ॥
শ্রীঠাকুরে সকলের অন্তরের ধন।
প্রেমাভক্তি দিয়ে তারে করিও আপন ॥

প্রেমাভক্তি তার ফল বোঝাবার তরে।
শ্রীঠাকুর বলিতেন দৃষ্টান্ত আকারে ॥
গোরুর যেমতি প্রিয় জাব খোল মাখা।
সেমতি প্রভুর প্রিয় ভক্তি প্রেমে মাখা ॥
ব্রজলীলা মাঝে যত রাখালের দল।
কৃষ্ণসাথে সখারূপে খেলে অবিরল ॥
কেহ বা চড়ায় ঘাড়ে, কেহ ঘাড়ে চড়ে।
কখনো তাহার সাথে মারামারি করে ॥
কখনো কৃষ্ণের সাথে করে ছোটাছুটি।
কখনো যমুনাজলে খায় লুটোপুটি ॥
খেতে খেতে কোনো কিছু যদি ভাল লাগে।
তাহাই কৃষ্ণকে খেতে দেয় অনুরাগে ॥
কৃষ্ণকে সবাই বলে আমার আমার।
যিনি প্রভু পরমেশ বিশ্বের আধার ॥
ব্রজধামে রাখালেরা দিয়ে প্রেমভাব।
মোহনিয়া কৃষ্ণধনে করেছিল লাভ ॥
প্রেমাভক্তি আসিলেই প্রভুর কৃপায়।
একান্ত আপনভাবে শ্রীপ্রভুরে পায় ॥
ধ্যানজপ আচারাদি যত আয়োজন।
করা হয় প্রভুপদে যাতে থাকে মন ॥
আচারে বিচার রবে বিচারে আচার।
পথভ্রষ্ট তবে নাহি হইবেক আর ॥
ভাবালু ভক্তের দল অনেক সময়।
আচারে উদ্দেশ্য ভাবি আঁকড়িয়া রয় ॥
আচারের আয়োজন প্রভুপ্রীতি তরে।
প্রভুপ্রীতি, ফলে যেন শাঁসের আকারে ॥
আচার সর্বস্ব হয়ে থাকে শুধু যারা।
খোলকেই নিয়ে শুধু তৃপ্ত থাকে তারা ॥

রাজেন্দ্রকুমার দত্ত ভাবের আবেশে।
লিখিলেন চিঠি এক জননী সকাশে ॥
চিঠিতে জানান তিনি করিয়া বিনয়।
যজ্ঞ উপবীত নিতে বড় ইচ্ছা হয় ॥

সেইমত উপবীত হইলে আমার।
জন্মিবে গায়ত্রীজপে মোর অধিকার ॥
তুমি মাগো যদি মোরে দাও অনুমতি।
তাহা হলে পৈতা নেওয়া হবে সেইমতি ॥
উত্তরে লেখেন মাতা সস্নেহ অন্তরে।
কি আর বলিব আমি পৈতা নেওয়া তরে ॥
উপবীত নেওয়া কোনো মন্দ কাজ নয়।
সামাজিক আচরণে তার পরিচয় ॥
যাহা ভাল বোঝ সবে আপন হৃদয়ে।
সেমতি সিন্ধান্ত নিও এসব বিষয়ে ॥
হুজুগে পড়িয়া পৈতা না ক'রো ধারণ।
পৈতা নিলে ঠিক ঠিক করো আচরণ ॥
জেনো সদা ইষ্টমন্ত্র সকলের সার।
কোনো মন্ত্র কভু নয় সমান তাহার ॥
যে কোনো মন্ত্রই জপ করিবার আগে।
নিজ ইষ্ট মন্ত্রজপ করো অনুরাগে ॥
সোনা ফেলে কাচে যাতে মন নাহি যায়
সারদা-মা সেই কথা বলেন সদাই ॥
জীবনে উদ্দেশ্য হয় ঈশ্বরকে লাভ।
যাতে গড়ে ওঠে তাঁহে প্রেমের স্বভাব ॥
সকলের কর্মধারা হবে সেই মতে।
আত্যন্তিকে যাহা নিয়ে যাবে প্রভুপথে ॥
দুইদলে মাঠে খেলা হয় ফুটবল।
বেশী গোল যারা দেয় জেতে সেই দল ॥
চেষ্টা তাহে করে যায় তাহারা সকলে।
ঢোকাবে কিভাবে বল বিপক্ষের গোলে ॥
পাস দেওয়া, হেড্‌করা বিবিধ কৌশল।
সবার উদ্দেশ্য যাতে গোলে যায় বল ॥
প্রভু লাভ তরে কর্ম যাহা প্রয়োজন।
সেমতি কর্মই শুধু করে যেন মন ॥
শাস্ত্রপাঠ করি লোকে পারে জানিবারে।
ঈশ্বর আছেন এই বিশ্ব চরাচরে ॥
এই জ্ঞান লাভ করি শাস্ত্র পাঠ হতে।
প্রভুলাভ তরে কর্ম হবে নিষ্ঠামতে ॥
কিন্তু কেহ শুধু যদি শাস্ত্র পড়ে যায়।
শাস্ত্রজ্ঞান বাড়ে কিন্তু প্রভু নাহি পায় ॥
ধর্মের সাধন পথে সুস্থ দেহ মন।
সাধকের কাছে তার আছে প্রয়োজন ॥
এর তরে চিন্তা কিন্তু রবে ততটুকু।
প্রভুপথে প্রয়োজন হয় যতটুকু ॥
কিন্তু যদি কেহ ভাবে সদাই শরীর।
সাধক না হয়ে ব্যক্তি হবে কুস্তিগীর ॥
প্রাণায়াম আসনাদি করিলে সাধন।
মোটামুটিভাবে সুস্থ থাকে দেহমন ॥
তাদেরও সাধন কিন্তু হবে সেই রূপে।
প্রভু পথে যাতে থাকে সহায়ক রূপে ॥
উনিশশ'তের সালে জানুয়ারী মাসে।
কাশীধামে রন মাতা লীলার বিকাশে ॥
শান্তানন্দ সেইকালে ভক্তিযুত প্রাণে।
করিলেন প্রশ্ন এক মাতৃ সন্নিধানে ॥
প্রতিদিন প্রাণায়াম করি কিছু করে।
উচিত কি হয় তাহা বলে দাও মোরে ॥
শুনিয়া বলেন মাতা সস্নেহ অন্তরে।
প্রণোয়াম করো কিন্তু অল্প স্বল্প করে ॥
গরম হইবে মাথা হলে মাত্রাছাড়া।
একথা স্মরণে রেখে রেখো কর্মধারা ॥
মন যাতে স্থির হয় তাহারি কারণে।
সাধকেরা প্রাণায়াম রাখেন সাধনে ॥
আপনা-আপনি যদি স্থির হয় মন।
প্রাণায়াম তরে তবে নাহি প্রয়োজন ॥
পূর্বের সন্ন্যাসী পুনঃ কোয়ালপাড়ায়।
ভক্তিচিতে নম্রশিরে মার কাছে যায় ॥
সাষ্টাঙ্গে বন্দিয়া তবে ভাসি অশ্রুনীরে।
বলিলেন করজোড়ে তিনি জননীরে ॥
রাখিতে শরীর সুস্থ কিছুদিন হতে।
আসন অভ্যাস করি যথা বিধিমতে ॥
যে সব আসন আমি রোজ রোজ করি।
আহার্য্য হজম তাতে হয় তাড়াতাড়ি ॥
আরো কথা আসনের করিলে সাধন।
ব্রহ্মচর্য্যে সহায়তা লভে মোর মন ॥
তাহা শুনি মাতা তারে ধীরে ধীরে কন।
আসন করিলে শুধু দেহে থাকে মন ॥
সতর্ক থাকিবে সদা আসনের কালে।
যাতে মন বন্ধ নাহি থাকে দেহজালে ॥
আসন ছাড়িলে পাছে স্বাস্থ্য ভেঙে যায়।
তাহা বুঝে অল্পস্বল্প করিবে সদাই ॥
মনে রেখো আসনাদি নিজস্ব স্বরূপে।
প্রভুপথে সর্বদাই থাকে গৌণরূপে ॥
মুখ্যরূপে একমাত্র শ্রীপ্রভুর নাম।
তাহাতেই পাবে সব, পাবে প্রাণারাম ॥

নাম হতে ভক্তি মুক্তি সব লাভ হয়।
প্রভুলীলা মাঝে তার আছে পরিচয়॥
ঈশ্বরকোটির রূপে প্রভুর লীলায়।
আটজন কৃপাভরে আসেন ধরায়॥
যোগানন্দ, মহারাজ তাহে একজন।
অর্জুন যোগীনরূপে প্রভুর বচন॥
স্বামীজীও বলিতেন ঋষির স্বভাবে।
যোগীন ইন্দ্রিয়জিৎ হয় সর্বভাবে॥
চৌদ্দ কি পনের তবে বয়স তাঁহার।
প্রথম রিপুর তরে মনে চিন্তাভার॥
যোগীন যাঁহার বাড়ী দক্ষিণ শহরে।
আসিতেন মাঝে মাঝে তবে প্রভু তরে॥
নামকরা হঠযোগী নারায়ণ নামে।
থাকিতেন সেইকালে পঞ্চবটী স্থানে॥
আসনাদি নেতি ধৌতি, অনেকে দেখিয়া।
আসা-যাওয়া করে সেথা আশ্চর্য হইয়া॥
সেইকালে যোগানন্দ সাগ্রহ অন্তরে।
যোগশিক্ষা ইচ্ছা নিয়ে যাতায়াত করে॥
প্রথম রিপুরে সদা রাখিতে দমনে।
হঠযোগ প্রয়োজন ভাবিতেন মনে॥
তিনি আরো ভাবিতেন হঠযোগ দিয়ে।
ঈশ্বর-দর্শন হয় সঠিক হৃদয়ে॥
যোগানন্দ অনুরূপ চিন্তা করি মনে।
একদা বলেন তিনি প্রভুর চরণে॥
কামের তাড়না যাতে নাহি আসে কভু।
এমন উপায় কিছু বলে দাও প্রভু॥
তাঁহার ধারণা ছিল প্রভু কৃপা ভারে।
আসনের কথা কিছু বলিবেন তাঁরে॥
কিম্বা কোনো প্রাণায়াম সবিশেষ ভাবে।
শিখায়ে দেবেন তাঁরে উপায় হিসাবে॥
এইসব নাহি বলে প্রভু কন, ওরে।
লইবি হরির নাম খুব বেশী করে॥
হরিনাম করিলেই হরির কৃপায়।
রিপু টিপু সবকিছু চুপ মেরে যায়॥
প্রভুবাণী যোগীনের মনে নাহি ধরে।
সেই হেতু ভাবিলেন আপন অন্তরে॥
প্রভুর অজানা আছে হঠযোগ ক্রিয়া।
সেইহেতু নাহি কন এসব প্রক্রিয়া॥
শুধু হরি নামে যদি কাম দূরে যায়।
তবে এত লোকে কেন ফল নাহি পায়॥

একদা যোগীন পরে বাড়ি হ'তে এসে।
প্রথমে হাজির হন হঠযোগী পাশে॥
হঠযোগী নানাজনে বলে নানা কথা।
যোগীন শোনেন তাহা লয়ে আকুলতা॥
যোগানন্দে শ্রীঠাকুর দেখিয়া সেখানে।
হাতে ধরে নিয়ে যান মন্দিরের পানে॥
চলিতে চলিতে প্রভু বলেন সন্তানে।
কি কারণে গিয়েছিলি তুই ওর স্থানে॥
যারা সদা শুধুমাত্র হঠযোগ করে।
তাদের নজর শুধু দেহের উপরে॥
দেহকে ছাড়িয়া তারা দেহীরে না চায়।
সেইহেতু ভগবানে তারা নাহি পায়॥
হরিনাম মহৌষধি সর্বরোগ তরে।
আধি ব্যাধি পাপ-তাপ সব যায় দূরে॥
এবারেও যোগানন্দ অহং প্রভাবে।
পুনরায় আপনারে বুদ্ধিমানভাবে॥
ভাবিলেন প্রভু পাশে নাহি আসি পাছে।
সেইহেতু এইসব কন মোর কাছে॥
ভক্ত ভগবান লীলা বড়ই জটিল।
সাধারণভাবে তাহে বড় গরমিল॥
শ্রীঠাকুর যুগশ্রেষ্ঠ যুগ অবতার।
ঈশ্বর কোটীর রূপে যোগীন তাঁহার॥
ফুল ফুটিবার আগে যেথা ধরে ফল।
জন্ম হতে যাঁরা নিত্য সিদ্ধ অবিচল॥
তাঁহাদেরও অবিশ্বাস প্রভু বাক্য 'পরে।
এসকলি হয় জেনো লীলাপুষ্টি তরে॥
অবিশ্বাস নাহি এলে না আসে বিশ্বাস।
আঁধারের পরে যথা আলোর প্রকাশ॥
মোদের শিক্ষার তরে তাঁহাদের লীলা।
কৃপা করে দিও প্রভু বিশ্বাসের ভেলা॥
কিছু পরে যোগীনের মনে চিন্তা ভাসে।
না করে পরীক্ষা কেহ সিদ্ধান্তে কি আসে॥
প্রভুবাক্য তার রীতি বলিবার আগে।
হরিনাম করা হোক তীব্র অনুরাগে॥
হরিনামে দেখা যাক ফলের উদয়।
তাহাতেই মিটে যাবে সকল সংশয়॥
অনন্তর যোগানন্দ নিবিষ্ট অন্তরে।
তীব্রভাবে হরিনাম যান নিত্য করে॥
অচিরেই যোগানন্দ লভিলেন ফল।
বুঝিলেন হরিনাম একান্ত সম্বল॥

জানিলেন শ্রীঠাকুর সহজিয়া রূপে।
সবারে করিতে ত্রাণ এসেছেন চুপে॥
মনে মনে শ্রীঠাকুরে করিয়া প্রণাম।
অবিরাম নিয়ে যান নিজ ইষ্ট নাম॥
ত্যাগব্রতী সন্তানেরা অনেকেই পরে।
সন্ন্যাস জননী হ'তে নেয় ভক্তি ভরে॥
রামকৃষ্ণসঙ্ঘে থাকে বিশিষ্ট নজির।
সন্ন্যাসেতে দীক্ষা দিতে যবে হয় স্থির॥
সন্ন্যাসের কালে গুরু নিজে হাতে করে।
গৈরিক বসন শিষ্যে দেন কৃপাভরে॥
লভিলে গুরুর হাতে গৈরিক বসন।
সন্ন্যাসে শিষ্যের দীক্ষা হয় সেইক্ষণ॥
বিরজারহোম তাহে বাহ্যিক আচার।
অধিকন্তু রূপে তাহা শোভে অনিবার॥
প্রভু পরমেশ তবে লীলার শরীরে।
কাশীপুরে রন তিনি অসুখের তরে॥
শ্রীপ্রভুর ত্যাগী, গৃহী সকল সন্তান।
যথাসাধ্য সেবা করে দিয়ে মন প্রাণ॥
ত্যাগীদের মধ্যে যিনি সু-প্রবীন অতি।
শ্রীবুড়ো গোপাল নামে তাঁর পরিচিতি॥
একবার ইচ্ছা তাঁর জাগিল অন্তরে।
দানকার্য্য করিবেন সাধুদের তরে॥
গঙ্গাসাগরের মেলা অতীব নিকটে।
কলিকাতাধামে তাহে সাধুগণ জোটে॥
রুদ্রাক্ষের মালা সাথে গৈরিক বসন।
সাধুদের দিতে ইচ্ছা করে তাঁর মন॥
শ্রীঠাকুরে সেই ভক্ত কন করজোড়ে।
যেমতি তাঁহার ইচ্ছা জেগেছে অন্তরে॥
সব শুনি প্রভু কন সস্নেহ বয়ানে।
সাধু খুঁজিবারে তুই যাবি কোনখানে?
দ্বাদশ আদিত্যরূপে সাধু বারোজন।
আমারেই সার করি থাকে সর্বক্ষণ॥
বিবেক বৈরাগ্য তাহে ত্যাগ তিতিক্ষায়।
তাহাদের তুল্য সাধু দেখিতে না পাই॥
জলন্ত ভাস্কর সম তাহারা অচিরে।
আঁধার করিবে দূর বিশ্বচরাচরে॥
রুদ্রাক্ষের মালা সাথে গেরুয়া বসন।
বারোটা হিসাবে তুই কর আনয়ন॥
নরেন, রাখাল, লাটু, হরি, বাবুরাম।
তারক, যোগীন তাহে কালী গুণধাম॥
শরৎ, গিরিশ, তুই, নিরঞ্জনে ধরে।
বারোজন সাধু হয় লীলাপুষ্টি তরে॥
তাঁহাদের সকলেরে করিয়া আহ্বান।
নিজ হাতে করে যাব গৈরিক প্রদান॥
গেরুয়াবসন তারা এমতি লভিলে।
সন্ন্যাসেতে অভিষিক্ত হইবে সকলে।
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘমাঝে সেই দিন হতে।
সন্ন্যাসের অভিষেক হয় এইমতে॥
জননীও এইভাবে বিবেকী সন্তানে।
করিতেন চিরধন্য সন্ন্যাস প্রদানে॥
বিরজাহোমের তরে বলিলে সন্তান।
বলিতেন মঠে গিয়ে ক'রো অনুষ্ঠান॥
সন্ন্যাসী কৈবল্যানন্দ সন্ন্যাসের পরে।
সাধন ভজন তরে থাকেন বেলুড়ে॥
বিরজার কথা কেহ বলিলে সন্তানে।
তিনি লিখিলেন চিঠি মাতৃ সন্নিধানে॥
অনেকেই হেথা মাগো বলে বার বার।
সম্পন্ন বিরজাহোম কর এইবার॥
আমার তেমন ইচ্ছা নাই তার তরে।
কি করিব তুমি বলে দাও কৃপা করে॥
জননীও তদুত্তরে লেখেন তখন।
তোমারে দিয়েছি সব যাহা প্রযোজন॥
বলিতেছে যবে ওরা বিরজার তরে।
তাহাও করিতে পার যদি ইচ্ছা করে॥
সন্ন্যাসে বিরজাহোম তাহার বিধান।
অধিকন্তু রূপে তাহা গৌণ অনুষ্ঠান॥
তীর্থ, ব্রত সব লোকে করে যেইভাবে।
তুমিও বিরজাহোম করো সেইভাবে॥
'বিধেয়ের রূপে থাকে যত অনুষ্ঠান।
উদ্দেশ্যের রূপে কিন্তু প্রভু ভগবান॥
সর্বদাই তুমি মনে রাখিও বিচার।
প্রভুনাম, প্রভুকৃপা একমাত্র সার॥
শত শত সন্তানেরা কৃপা লাভ আশে
আসিতেন আর্তি নিয়ে জননী সকাশে॥
স্থানকাল পাত্র আদি না আনি বিচারে।
কৃপা পরবশে দীক্ষা দেন নির্বিচারে॥
অনেক সময় মাতা নিজেই যাচিয়া।
করিতেন কৃপাধন্য পুত্রে দীক্ষা দিয়া॥
জনৈক বৈকুণ্ঠ বাবু কর্ম ব্যপদেশে।
করেন কটকে বাস উড়িষ্যা প্রদেশে॥
জননী সারদা যবে ছিলেন কোঠারে।
একদা বৈকুণ্ঠ যান মাকে দেখিবারে॥
দুই-চারিদিন থাকি জননীরে কন।
আগামী প্রভাতে বাড়ি ফিরিব এখন॥
তাহা শুনি সারদা-মা কন স্নেহভরে।
কাল তুমি থেকে হেথা যেও তার পরে॥
এই কথা শুনি পুত্র ভক্তি নম্র শিরে।
প্রণমিয়া মাতৃপদে চলেন বাহিরে॥

কিছু পরে সেই স্থানে জনৈক সন্ন্যাসী।
তাঁহারে উদ্দেশ করি বলিলেন আসি॥
অসীম মায়ের দয়া তোমার উপরে।
অযাচিত-ভাবে যাহা আসে পুত্র তরে॥
স্নান আদি সমাপনে সকালবেলায়।
প্রস্তুত হইয়া তুমি আসিবে হেথায়॥
'কারে দয়া বলে' তাহা না জানিয়া মনে।
প্রস্তুত হইয়া পুত্র থাকে পরদিনে॥
হেনকালে রাধুদিদি আসিয়া সেখানে।
বৈকুণ্ঠকে নিয়ে যান মাতৃ সন্নিধানে॥
সন্তানে হেরিয়া মাতা স্নেহ সুরধুনী।
'তুমি কি লইবে মন্ত্র ?' শুধালেন তিনি॥
তাহা শুনি সেই পুত্র ভাসি অশ্রুনীরে।
করজোড়ে কহিলেন তিনি জননীরে॥
কিছু নাহি জানে তব অবোধ সন্তান।
যদি ইছা হয় তবে কর তাহা দান॥
তাহা শুনি কৃপাময়ী শুধান সন্তানে।
কোন্ মন্ত্র নিতে ইচ্ছা হয় তব প্রাণে॥
কিছুই জানিনা আমি বলিলে সন্তান।
ধ্যানে তাঁর মন্ত্র মাতা জানিবারে চান॥
ধ্যান যোগে জানি তাহা সারদা-জননী।
সেই মন্ত্রে পুত্রে দীক্ষা দিলেন তখনি॥
তেরশ সতেরো সালে মাঘ মাস যবে।
শুক্লা সপ্তমীতে দীক্ষা লভিলেন তবে॥
জননী সারদা হতে সন্তানের দল।
অযাচিত ভাবে কৃপা লভে অবিরল॥
অহেতুকী এত দয়া এত কৃপা স্নেহ।
পৃথিবীর ইতিহাসে দেখে নাই কেহ॥
মা, মা, বলে থাক সদা মার মুখ চেয়ে।
যাহা কিছু প্রয়োজন লভিবে হৃদয়ে॥
সন্তানের কল্যাণার্থে যাহা প্রয়োজন।
জননী রাখেন সদা তার আয়োজন॥
জয় জয় সারদা-মা স্নেহ সুরধুনী।
কৃপা করি স্নেহ অঙ্কে রাখিও জননী॥
বয়সের মাপকাঠি না আনি বিচারে।
কৃপায় দিতেন দীক্ষা মাতা কৃপা ভারে॥
কৃপাময়ী সারদা-মা সস্নেহ হৃদয়ে।
বালকেও দেন দীক্ষা অনেক সময়ে॥
জননী সারদা তবে সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
লীলার প্রকট হেতু রন উদ্বোধনে॥

ভক্তিভরে আসে এক বালক একদা।
উদ্বোধনে যেথা স্থিতা জননী সারদা॥
বয়স বছর বারো অনুমান মত।
প্রণাম করিল আসি হয়ে ব্যাকুলিত॥
বালক পড়িয়া থাকি মার পদতলে।
মাতৃপদ সিক্ত করে নয়নের জলে॥
শুধু শোনা যায় তার আকুল ক্রন্দন।
কিছুতেই নাহি ছাড়ে মায়ের চরণ॥
কি কারণে কাঁদে তাহা শুধালে সবাই।
আকুলি বালক বলে 'মার কৃপা চাই'॥
বয়সে প্রবীন যারা বুদ্ধিতে সেয়ানা।
ভাবিল বালক উক্তি কারো কাছে শোনা॥
তাহা চিন্তি অন্য সবে তাচ্ছিল্যের ভরে।
তাহারে ফেলিয়া যায় কাজকর্ম তরে॥
সেইকালে মায়ে-পোয়ে কিছু কথা হল।
সানন্দে বালক তবে বাড়িতে ফিরিল॥
পরদিন জননীর জনৈক সেবক।
দেখিল রোয়াকে বসে রয়েছে বালক॥
অনেকেই বসে থাকে রোয়াকের ধারে।
সেহেতু না পুছে কিছু গেলেন বাজারে॥
ফিরিবার পথে তিনি দেখেন সম্মুখে।
বালক বাজার পানে যায় হাসিমুখে॥
জিজ্ঞাসিয়া জানিলেন বিস্মিত অন্তরে।
দীক্ষা দিয়েছেন মাতা তারে কৃপাভরে॥
এখন মায়ের জন্য যায় আনিবারে।
ফলমিষ্টি যাহা কিছু মিলিবে বাজারে॥
শুনিয়া সকল কিছু কৌতুহলী মনে।
তাড়াতাড়ি ফিরিলেন তিনি উদ্বোধনে॥
সন্ধান করিয়া তিনি জানিবারে পান।
কি ভাবেতে দীক্ষা পেল বালক সন্তান॥
সেবক বাজারে গেলে সারদা-জননী।
রাধুর সাহায্যে তারে ডেকে নেন তিনি॥
বালক আসিবামাত্র মাতৃ সন্নিধানে।
করেছেন ধন্য তারে মহামন্ত্র দানে॥
বালক পাইয়া কৃপা সতৃপ্ত অন্তরে।
ফলমিষ্টি আনিবারে গেছে মার তরে॥
সাক্ষাতে মায়েরে তবে বলিল সেবক।
যারে দীক্ষা দিলে সেতো নিতান্ত বালক॥
কারে দীক্ষা বলে আর কিবা দীক্ষা মর্ম।
এইসব বোঝা নয় বালকের কর্ম॥

তবু আজি তাহারেই দীক্ষা দিলে তুমি।
সম্পূর্ণ অক্ষম তাহা বুঝিবারে আমি॥
তাহার উত্তরে মাতা কন স্নেহ ভরে।
ভাব দেখি কত টান তাহার অন্তরে॥
বালক হয়েও কাল ধরিয়া চরণ।
'কৃপা চাই' বলে কত করিল ক্রন্দন॥
সংসার অরণ্যে পড়ি বাসনার ফাঁদে।
বিষয় আশয় তরে অনেকেই কাঁদে॥
বল দেখি কয়জন এসেছে গোচরে।
আকুলি যাহারা কাঁদে ঠাকুরের তরে?
শুভমতি কিবা দেখ বালকের প্রাণে।
আকুলিত হয়ে চায় প্রভু ভগবানে॥
দীক্ষার গভীর তত্ত্ব করিয়া শ্রবণ।
জানিল কিভাবে সত্য বুঝে মার মন॥
বয়সের মাপকাঠি, পাত্রের বিচার।
মায়ের দৃষ্টির কাছে সকলি অসার॥
অন্তরের টান তারে সর্বশ্রেষ্ঠ গণি।
অন্তরের সারবস্তু দেখেন জননী॥
জননীর স্নেহধন্য সন্তান বরদা।
মায়ের সেবকরূপে থাকেন সর্বদা॥
পূর্বাশ্রমে বাড়ি ছিল কোয়ালপাড়ায়।
প্রভুমঠ বিরাজিত আছয়ে যেথায়॥
তেরশ উনিশ সনে জন্মাষ্টমী আগে।
উদ্বোধনে রন মাতা কৃপা অনুরাগে॥
বরদাও সেইকালে সেবানিষ্ঠ প্রাণে।
থাকিতেন উদ্বোধনে মাতৃ-সন্নিধানে॥
তখন বয়স তেরো নিতান্ত বালক।
তবু তার মনে জ্বলে ত্যাগের পাবক॥
একদা মায়েরে তিনি কন ভক্তিভরে।
দীক্ষা নিতে মাগো মোর বড় ইচ্ছা করে॥
আমি জানি আমি তব অধম সন্তান।
তবু মাগো কৃপা করে দাও পদে স্থান॥
সেইকালে গোলাপ-মা থাকিয়া সেখানে।
শুনিলেন সব কথা বিস্মিত বয়ানে॥
স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলেন তখন।
এতটুকু ছেলে তার দীক্ষা নিতে মন॥
এত অল্প বয়সেই মন্ত্র নিলে পরে।
নির্ঘাত ভুলিবে মন্ত্র দিন দুই পরে॥
মায়ের বাপের বাড়ি তোমাদেরি দেশে।
দেখে শুনে সেথা দীক্ষা নেবে অবশেষে॥

গোলাপ-মা এইসব সজোরে বলিয়া।
সেথা হতে অন্য কাজে গেলেন চলিয়া॥
অনন্তর মাতা কন স্নেহের আবেশে।
গোলাপের কথা শুনে আমি মরি হেসে॥
কেহ যদি ভাল কিছু শেখে বাল্যকালে।
চিরদিন গাঁথা তাহা থাকে চিত্ত মূলে॥
অনুরূপ আছে জানি প্রভুর বচন।
সরিষা-পুঁটুলি সম মানুষের মন॥
সরিষা ছড়ানো হ'লে কুড়ানো কঠিন।
সেমতি মনও ইষ্টে নাহি হয় লীন॥
বালক বয়সে মন থাকে তার পাশে।
সেইহেতু প্রভুচিন্তা হয় অনায়াসে॥
এখন যতটা পারে করুক বরদা।
আমিতো তাহার তরে রয়েছি সর্বদা॥
অনন্তর সারদা-মা পূজা অবসানে।
জন্মাষ্টমী দিনে দীক্ষা দিলেন সন্তানে॥
করিতে বলেন জপ মাতা যেই ভাবে।
দেখেন সন্তানও জপ করে সেই ভাবে॥
তাহা হেরি সারদা-মা কন গর্বভরে।
দেখেছ রেখেছে পুত্র সব মনে করে॥
বয়সে বালক তাতে কিবা আসে যায়।
সব ঠিক হয়ে যাবে প্রভুর কৃপায়॥
যাহা কিছু পরে আরো হইবে করিতে।
তাহাও শিখায়ে আমি দেবো বিধিমতে॥
সন্তান শুনিয়া তাহা আকুলি বিকুলি।
কাঁদিতে কাঁদিতে নেয় মার পদধূলি॥
স্নেহ চুমা খেয়ে মাতা বলেন ঠাকুরে।
আমার সন্তানে রক্ষা করো কৃপাকরে॥
ইহকাল পরকাল পুত্রের আমার।
দয়া করে নিও তুমি সব কিছু ভার॥
শিরে হাত রাখি তবে করি আশীর্বাদ।
পুত্রে খেতে দেন মাতা পান্তুয়া প্রসাদ॥
বয়সে বালক তাই স্বভাব লজ্জায়।
মার কাছ হতে পুত্র খেতে নাহি চায়॥
লজ্জাবোধ দেখি মাতা বলেন সন্তানে।
প্রসাদ খাইতে হয় দীক্ষা অবসানে॥
প্রসাদ দানিয়া মাতা খেতে দেন জল।
মাতৃস্নেহ পুত্রে সিক্ত করে অবিরল॥
সন্ন্যাসী সারদানন্দ থাকেন যেখানে।
দিক্ষীত সন্তান তবে গেলেন সেখানে॥

সন্ন্যাসীরে প্রণমিলে উষ্ণ আঁখিজলে।
প্রবীন সন্ন্যাসী তাঁরে নেন বুকে তুলে॥
নবীনে আশিস দিয়ে বলেন প্রবীন।
মাতৃচিন্তা অন্তরেতে করো নিশিদিন॥
মার সেবা তরে যদি কাঁদে পুত্রপ্রাণ।
জেনো তবে সেই হয় যথার্থ্য সন্তান॥
সেবা কাছে ভক্তি মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
সেবাতেই ভক্ত কাছে প্রভু বাঁধা রয়॥
বয়সের মাপকাঠি বিচার না করে।
জননী সন্তানে দীক্ষা দেন স্নেহভরে॥
কিছু কিছু ব্যতিক্রমও এর দেখা যায়।
প্রার্থনা করেও যেথা দীক্ষা নাহি পায়॥
সাত আট বছরের জনৈক সন্তান।
একদিন ভক্তিভরে মার কাছে যান॥
তাহার দীক্ষার কথা উঠিলে জননী।
কিছুতেই রাজী তাহে নাহি হন তিনি॥
স্নেহভরে সারদা-মা বলেন সবারে।
ছেলেটি বড়ই ছোট শিশু একেবারে॥
সেহেতু এখন তার দীক্ষা নাহি হবে।
ভক্তদাস হয়ে ছেলে বেঁচে থাক ভবে॥
উপযুক্ত অধিকারী দেখিলে জননী।
কৃপায় সন্তানে দীক্ষা দিতেন তখনি॥
শিলঙে থাকিত তবে জনৈক সন্তান।
মায়ের একান্ত ভক্ত মাতৃগত প্রাণ॥
ভক্ত ভগবানে লীলা চলে প্রতিদিন।
সেই লীলাতত্ত্ব বোঝা বড়ই কঠিন॥
কখনো চুম্বক হয়ে প্রভু ভক্তে টানে।
কখনো বা বিপরীতে যান ভক্ত পানে॥
কখনো ভক্তের ভক্তি করিতে নিরীক্ষা।
নানাভাবে ভক্তে প্রভু করেন পরীক্ষা॥
বিপরীতে ভক্ত কভু জানিবারে চান।
ভক্ততরে শ্রীপ্রভুর কতদূর টান॥
সেইহেতু লীলানাট্যে সপ্রেম অন্তরে।
পরীক্ষার্থী রূপে ভক্ত বসান প্রভুরে॥
শিলঙের ভক্তটির ভাবে ভরা মন।
তখনো না লভে মার চাক্ষুষ দর্শন॥
সুদৃঢ় বিশ্বাস তার সারদা-জননী।
আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্বের জননী॥
লীলা পুষ্টি তরে কিন্তু করিলেন পণ।
এখন যাব না আমি করিতে দর্শন॥
আমার বিশ্বাস যদি হয় সত্যকার।
অন্যন দর্শন স্বপ্নে পাব সাতবার॥
জননীরে সাতবার দেখিলে স্বপনে।
যাইব তখন আমি মাতৃদরশনে॥
পুত্র পরীক্ষক বলে হয়ে নিরুপায়।
জননী পরীক্ষা দিতে চলেন কৃপায়॥
পুত্রতরে সারদা-মা কৃপার আধার।
সন্তানে দর্শন স্বপ্নে দেন সাতবার॥
অনন্তর সেই ভক্ত করে পরিপাটি।
মাতৃদরশনে যান জয়রামবাটী॥
দুই চারিদিন পুত্র থাকি মার পাশে।
প্রস্তুত হলেন তিনি ফিরিবার আশে॥
বিদায়ের পূর্বে পুত্র ভক্তিযুত মনে।
প্রণমিতে যান তবে মায়ের চরণে॥
পুত্রে হেরি মাতা কন স্নেহের আবেশে।
দীক্ষাটা নিয়েই যেয়ো আপনার দেশে॥
নির্বিকারে পুত্র তবে বলেন তাঁহারে।
কলিকাতাতেও পরে দীক্ষা হতে পারে॥
শুনিয়াও তাহা মাতা বলেন সন্তানে।
আজিকেই দীক্ষা নিয়ে যাবে নিজস্থানে॥
ইতিমধ্যে প্রসাদাদি করেছ গ্রহণ।
দূষনীয় নয় তাহা দীক্ষার কারণ॥
অনন্তর সারদা-মা কৃপার বয়ানে।
সন্তানে করেন ধন্য মহামন্ত্র দানে॥
মার কৃপা কালাকাল'না আনি বিচারে।
অভিষিক্ত করে পুত্রে সদা নির্বিকারে॥
জননীর কৃপা হ'লে সস্নেহ অন্তরে।
দীক্ষার্থীরে দীক্ষা দেন পথেরই উপরে॥
গঙ্গাজল নাই যাহে হবে আচমন।
বসিবার তরে সেথা না থাকে আসন॥
তবু সেথা নেমে আসে কৃপা সুরধুনী।
বিশ্বপ্লাবী কৃপা নিয়ে সারদা-জননী॥
সেই যুগে মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণের দল।
দেশের মুক্তির তরে যুঝে অবিরল॥
ব্রিটিশ শাসক তবে নির্মম স্বভাবে।
তাহাদিকে নিপীড়িত করে নানাভাবে॥
কাহারে ফাটকে রাখে কারে দেয় ফাঁসি।
কেহ বা নজরেবন্দী থাকে দিবানিশি॥
পুলিশের হেফাজত সুকঠিন স্থান।
সেথা হতে মুক্তি পায় বালক সন্তান॥

বালক পাইয়া মুক্তি একদা সন্ধ্যায়।
মার কাছে আসিলেন কোয়ালপাড়ায় ॥
প্রণমিয়া মাতৃপদে বলিল সন্তান।
মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্র তুমি কর মোরে দান ॥
স্নেহময়ী জননীও সস্নেহ অন্তরে।
সহজে হলেন রাজী দীক্ষাদান তরে ॥
সন্তানে বলেন মাতা স্নেহের বয়ানে।
তোমার হইবে দীক্ষা রাত্রি অবসানে ॥
পুলিশ সজাগ বড় থাকে সেইকালে।
প্রভুমঠে খোঁজ নিত্য নেয় রাত্রিকালে ॥
পুত্রকে রাত্রিতে যদি মঠে রাখা হয়।
বিপদের সম্ভাবনা সেথা জেগে রয় ॥
সেইহেতু আগন্তুকে সশঙ্কিত মনে।
অন্যস্থানে রাখা হল অতীব গোপনে ॥
জগদম্বা মঠে মাতা থাকেন তখন।
অন্য এক গৃহে তবে রাধুদিদি রন ॥
পরদিন সারদা-মা অতীব প্রভাতে।
রাধুরে দেখিতে যান বরদার সাথে ॥
মাঝপথে জননীর আসিল গোচরে।
বালক স্নানান্তে আসে সেই পথ ধরে ॥
আলপথে প্রণমিয়া ভক্তির আবেশে।
সন্তান দাঁড়িয়ে থাকে জননী সকাশে ॥
সারদা-মা কন তবে বরদা সন্তানে।
তাড়াতাড়ি জল কিছু আন এই স্থানে ॥
গেলাসে করিয়া জল আনিল বরদা।
আসন খুঁজিতে ব্যস্ত জননী সারদা ॥
মাঠের মাঝেই সেথা খড় ছিল পড়ে।
অচিরেই মার তাহা পড়িল নজরে ॥
মাতা তবে কন, খড় দাও দুই আঁটি।
তাতেই বসিব মোরা করে পরিপাটি ॥
আলপথে এই ভাবে বসিয়া জননী।
সন্তানে সস্নেহে দীক্ষা দিলেন তখনি ॥
বিশ্বজুড়ে মার স্নেহ থাকে ছড়াছড়ি।
সেই স্নেহ লাভে নাহি থাকে কড়াকড়ি ॥
বিষ্ণুপুর যাহা হয় গুপ্ত বৃন্দাবন।
পিতৃধাম হতে সেথা মার আগমন ॥
জননী সারদা তবে সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
কলিকাতা যাত্রাপথে ছিলেন স্টেশনে ॥
স্টেশনেই কৃপাময়ী সারদা-জননী।
পশ্চিমা কুলিরে দীক্ষা দিলেন তখনি ॥
সবিস্তারে এই কথা ভক্তি অনুরাগে।
সারদা-পুঁথির মাঝে বলা আছে আগে ॥
সেইহেতু বেশী বলা নাহি হল আর।
মন তুমি শুধু দেখ মায়ের আচার ॥
দীক্ষাস্থান রূপে থাকে স্টেশন প্রাঙ্গণ।
দীক্ষা কাল রূপে সেথা অপরাহ্ন ক্ষণ ॥
পাত্ররূপে কুলি এক অচেনা অজানা।
সেক্ষেত্রেও মাতৃস্নেহ নাহি শোনে মানা ॥
স্থান কাল পাত্র কভু না আনি বিচারে।
মাতৃস্নেহ বাধাহীন বহে শতধারে ॥
অহেতুকী মার কৃপা তাহার শ্রবণে।
অহেতুকী ভক্তি হয় মায়ের চরণে ॥
মার লীলা কথা মনে বাড়ায় তিয়াসা।
যত শোনে তত বাড়ে শোনার পিপাসা ॥
জয়রামবাটীধামে তখন জননী।
নিত্য প্রবাহিত সেথা স্নেহ সুরধুনী ॥
কুটিরের চাল হতে যেথা জল পড়ে।
লোকমুখে ছাঁচতলা নাম তাহা ধরে ॥
একদিন সারদা মা বৈকাল বেলায়।
যেথা রয় ছাঁচতলা থাকেন সেথায় ॥
ভক্তগণ একে একে আসি অবিরাম।
জননীকে করে যায় সেখানে প্রণাম ॥
সর্বশেষে একজন আসিয়া সেথায়।
মায়ের চরণ ধরি শুধু কেঁদে যায় ॥
কি কারণে কাঁদে তাও মুখে নাহি বলে।
মায়ের চরণ শুধু ভাসে অশ্রুজলে ॥
তাহার মনের ভাব বুঝিয়া জননী।
সবারে সরিয়া যেতে বলিলেন তিনি ॥
সারদা-মা সেইভাবে থাকি সেইস্থানে।
দীক্ষাদান করিলেন দীনার্ত সন্তানে ॥
ছাঁচতলা তাও দেখ হল দীক্ষা স্থান।
কভু কেহ এই ধারা দেখিতে না পান ॥
পুঁথিতে বর্ণিব আরো কৃপার কাহিনী।
যেখানে জননী সদা দক্ষিণা রূপিনী ॥
জগদ্ধাত্রী পূজাকালে ভক্তিযুত মনে।
অনেকেই এসে থাকে মায়ের চরণে ॥
জনৈক বালক তবে রাঁচি হতে আসে।
মায়ের নিকট হতে দীক্ষালাভ আশে ॥
অতীব পূজার ভিড়ে নবীন সন্তান।
মার কাছে দীক্ষা ইচ্ছা বলিতে না পান ॥

বয়সে বালক বোধে অন্যেরা সকলে।
কিছুতেই তার কথা না আনে আমলে ॥
এইভাবে ক্রমে ক্রমে কাটে প্রতিদিন।
অবশেষে এসে যায় বিদায়ের দিন ॥
মার কাছে হতে সবে লইতে বিদায়।
রাঁচির ভক্তরা সবে মার কাছে যায় ॥
সেদিন আছিল জ্বর মায়ের শরীরে।
সেইহেতু মাতা নাহি আসেন বাহিরে ॥
তখন ভোরের বেলা নয়নের জলে।
বারান্দায় উপস্থিত থাকেন সকলে ॥
একে একে সবে গিয়ে মাতৃ সন্নিধানে।
প্রণাম করিয়া আসে ভক্তিযুত প্রাণে ॥
ছেলেটির পালা এলে যাইয়া ভিতরে।
কাঁদিতে লাগিল সেথা কেবলই অঝোরে ॥
জননীর শ্রীচরণে রাখি তার মাথা।
শুধুই কাঁদিয়া চলে লয়ে আকুলতা ॥
অন্তরেতে মা, মা বুলি চোখে অশ্রুজল।
অসহায় সন্তানের একান্ত সম্বল ॥
মায়ের নাড়ির টান সন্তানের তরে।
সস্নেহে তোলেন মাতা পুত্রে হাত ধরে ॥
মধুক্ষরা কণ্ঠে তবে বলেন সন্তানে।
কাঁদিতেছ কেন বাছা কিসের কারণে ?।
মন্ত্র নিতে ইচ্ছা যদি জাগে তব মনে।
তাহাও তোমারে আমি দেব এই ক্ষণে ॥
সন্তানের ইচ্ছা তাই জানিয়া জননী।
সেইস্থানে সেইভাবে দীক্ষা দেন তিনি ॥
জয়রামবাটীধামে চলে মার লীলা।
ভানুপিসী নামে সেথা জনৈকা মহিলা ॥
ভক্তিমতি গোপীভাবে রন বিভাবিতা।
শ্রীপ্রভুর লীলানাট্যে আছে তাঁর কথা ॥
স্নেহ ভালবাসা তাঁর জননীর তরে।
মাতাও করেন কৃপা সস্নেহ অন্তরে ॥
ভক্ত মাঝে পুরাতন কথা কন তিনি।
একদা কিভাবে দীক্ষা দিলেন জননী ॥
গ্রামের বালিকা এক ছিল সেইকালে।
মার সাথে 'সই' পাতা হয় বাল্যকালে ॥
একদা তিনি ও মা মিলি দুইজনে।
পাশাপাশি শয্যা 'পরে ছিলেন শয়নে ॥
শায়িতা থেকেই মাতা প্রীতিপূর্ণ প্রাণে।
সখীরে করেন ধন্য মহামন্ত্র দানে ॥

কাশীধাম ব্যতিরেকে মাতা সর্বস্থানে।
সন্তানে দিতেন দীক্ষা কৃপার বয়ানে ॥
কাশীধামে কেন নাহি হয় দীক্ষা দান।
সেই প্রশ্ন করিলেন জনৈক সন্তান ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া সারদার রূপে।
তাহার উত্তরে তিনি কন চুপে চুপে ॥
শিবক্ষেত্র কাশীধামে সদা বিশ্বনাথ।
জগতের গুরুরূপে অনাথের নাথ ॥
শিবক্ষেত্রে আমা হ'তে হলে দীক্ষাদান।
সদ্যমুক্তি লভিবেক দীক্ষিত সন্তান ॥
তাহা মোরা ভালভাবে জানিগো জননী।
তুমি হও মহামায়া বিশ্বপ্রসবিনী ॥
রামকৃষ্ণ বিশ্বনাথ, তুমি মহেশ্বরী ॥
বিশ্বেশ্বর তার পাশে তুমি বিশ্বেশ্বরী ॥
বিশ্বেশ্বরী হতে দীক্ষা লভিলে সন্তান।
সদ্যমুক্তি লভিবেক শিবের বিধান ॥
প্রভুজন্মতিথি বিনা যে কোনো দিবসে।
জননী দিতেন দীক্ষা কৃপা পরবশে ॥
এর ব্যতিক্রম আছে মায়ের লীলায়।
জন্মতিথিতেও যেথা পুত্র দীক্ষা পায় ॥
যখন মাদ্রাজমঠে থাকেন জননী।
প্রভু জন্মতিথিতেও দীক্ষা দেন তিনি ॥
অনুরূপ তিথিতেই আরও একবার।
কৃপাভরে দীক্ষা দেন জননী আমার ॥
রোগগ্রস্ত পুত্র এক ব্যথাভরা প্রাণে।
পৌঁছিলেন কায়ক্লেশে মাতৃসন্নিধানে ॥
নীচ বংশোদ্ভব পুত্র শিক্ষা দীক্ষা হীন।
টাকাকড়ি বিষয়েও একেবারে দীন ॥
করজোড়ে থাকে সদা লয়ে অশ্রুজল।
অভাগা পুত্রের যাহা একান্ত সম্বল ॥
সন্তানের দুঃখে কাঁদে জননীর প্রাণ।
প্রভুজন্ম তিথিতেই হয় দীক্ষা দান ॥
বুঝে নেয় সন্তানের আকুল পরানি।
আর কেহ না থাকিলেও আছেন জননী ॥
সর্বহারা নিঃস্ব যেবা কেউ নাই যার।
তারো তরে সারদা-মা স্নেহের আধার ॥
মায়ের স্নেহের কথা ভাবি অনুক্ষণ।
আনন্দেতে পুত্র করে অশ্রু বরিষণ ॥
জননী কিভাবে কারে কৃপা করে যান।
জানেন তিনিই কিছু যিনি কৃপা পান ॥

কৃপার কটাক্ষে কারে কৃপাদান হয়।
সস্মিত বদন পুনঃ কারো তরে রয়॥
কেহ পায় কৃপা স্পর্শে কেহ বা স্বপনে।
কেহ পায় যোগমার্গে ধ্যানের গহীনে॥
কেহ পায় লাঠি ঠুকে কেহ গেয়ে গান।
কেহ বা ডাকাত রূপে মার কৃপা পান॥
অনুপম মাতৃস্নেহ বিভিন্ন আকারে।
অনুস্যূত থাকে নিত্য বিশ্বচরাচরে॥
অন্নদাচরণ নামে জনৈক সন্তান।
পূর্ববঙ্গে বরিশালে তাঁর বাসস্থান॥
একবার মনে তাঁর বড় ইচ্ছা জাগে।
যাইতে মায়ের কাছে ভক্তি অনুরাগে॥
বড়দিনে হয় ছুটি সেই অবসরে।
মাতৃদরশনে যান আবিষ্ট অন্তরে॥
সঙ্গেতে পুলিনবাবু আরেক সন্তান।
জননীর তরে তাঁরো আকুলিত প্রাণ॥
পথিমধ্যে ঠিক তাঁরা করেন দুজনে।
মনোবাঞ্ছা বলা নাহি হবে অন্যজনে॥
নিজ নিজ প্রার্থনাদি যাহা আছে মনে।
নিবেদিত হবে শুধু মায়ের চরণে॥
প্রভু লীলাকথা যত পুস্তক আকারে।
অন্নদার ছিল পড়া নিষ্ঠা সহকারে॥
প্রভুবাণী পাঠ করে তাঁর মনে হয়।
বকলমা দেওয়া তাহে বরিষ্ঠ নিশ্চয়॥
সেইহেতু সেই পুত্র ভাবে মনে মনে।
ইহাই চাহিব শুধু মায়ের চরণে॥
কলিকাতা এসে তাঁরা গঙ্গাস্নান করে।
মাতৃধামে পেঁাছিলেন নিবিষ্ট অন্তরে॥
মার দ্বারী, মার ভারী শরৎ সন্ন্যাসী।
তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসেন আসি॥
পরিচয় পেয়ে তিনি সস্মিত অন্তরে।
তাদিকে সেবক সহ পাঠান উপরে॥
উপরে পেঁাছিয়া তবে দেখেন অন্নদা।
আবক্ষ ঘোমটা দিয়ে জননী সারদা॥
মায়ের শ্রীমুখ তাহে দেখা নাহি যায়।
সেহেতু দাঁড়ায়ে রন ঘোর হতাশায়॥
দাঁড়ায়ে থাকেন শুধু না করি প্রণাম।
চক্ষু হতে ঝরে পড়ে অশ্রু অবিরাম॥
সেবক দেখিয়া তাহা কন ক্ষোভ ভরে।
দাঁড়িয়ে আছেন কেন প্রণাম না করে॥
এভাবে থাকিলে মার কষ্ট হয় ভারী।
সেহেতু প্রণাম করে নেন তাড়াতাড়ি॥
শুনিয়া অন্নদা তাহা ভক্তিযুত মনে।
আপেল রাখিল এক মায়ের চরণে॥
অনন্তর মার পদে রাখি তার শির।
কাঁদিতে থাকেন তিনি হইয়া অধীর॥
তার সাথে মনে মনে জানায় প্রার্থনা।
স্নেহময়ী মাগো তুমি, তুমি কৃপাননা॥
তোমার অসীম কৃপা সন্তানের তরে।
আমার 'বকলমা' তুমি নাও কৃপা ভরে॥
উর্ধ্বমুখে চাহি পুত্র দেখিল তখন।
জননীর স্নেহমাখা সস্মিত বদন॥
আবক্ষ ঘোমটা তাও মাথার উপরে।
কৃপার কটাক্ষ শুধু সন্তানের তরে॥
মায়ের নয়নে দীপ্ত স্নেহ রাশি রাশি।
তাঁহার বদনে শুধু অনুপম হাসি॥
তাহা হেরি পুত্র বুঝে তাহার প্রার্থনা।
পূর্ণ করেছেন মাতা হয়ে কৃপাননা॥
কোনো কথা মুখে নাহি হয় মায়ে পোয়ে।
তবু নানা কথা হয় বিনা বাক্য ব্যয়ে॥
বেতার তরঙ্গ থাকি অদৃশ্য আকারে।
আলোকের গতিবেগে ধায় চারিধারে॥
তাহেই রেডিও যন্ত্র হয় ঝঙ্কারিত।
বিনা বাক্যে পুত্রহৃদি যথা সুভাষিত॥
গানগেয়ে অনেকেই মার কৃপাপান।
এমতি ধারার বহু আছে উপাখ্যান॥
সারদাপুঁথির মাঝে ভক্তি অনুরাগে।
পদ্মবিনোদের কথা বলা আছে আগে॥
মাতৃধাম তার পাশে পথের উপরে।
নিশীথে ধরিল গান আকুলিত স্বরে॥
পানোন্মত্ত অবস্থায় হেথা সেথা থাকে।
স্নেহভরে কেহ কভু তারে নাহি ডাকে॥
শুধুমাত্র গান গেয়ে উষর জীবনে।
তিনিও হলেন ধন্য মাতৃ কৃপাধনে॥
অন্তিমেতে মুখে শুধু রামকৃষ্ণ নাম।
মৃত্যুশেষে পেঁাছে যান রামকৃষ্ণধাম॥
তারা-সুন্দরী নামে জনৈকা মহিলা।
তাঁরো কথা পুঁথিতেই আছে পূর্বে বলা॥
থিয়েটারে অভিনেত্রী তবু গেয়ে গান।
মাতৃকৃপা লভি প্রাণে ধন্য হয়ে যান॥

এখন হইবে বলা কেমন ধারায়।
মার হ'তে দীক্ষা কন্যা করেন আদায়॥
বসন্তকুমার নামে জনৈক সন্তান।
পূর্ববঙ্গ হতে আসি মার কাছে যান॥
জননী সারদা তবে তাঁহার সন্তানে।
করিলেন চিরধন্য মহামন্ত্র দানে॥
স্বামীর হইলে দীক্ষা তাঁহার ঘরণী।
উপরেতে যান যেথা সারদা জননী॥
প্রার্থনা জানালে কন্যা দীক্ষার কারণে।
জননী বলেন তারে উদাসীন মনে॥
তোমারে দানিতে দীক্ষা ইচ্ছা নাহি যায়।
কিছু নাহি মনে ক'রো আমি নিরুপায়॥
অনেক সন্ন্যাসী সাধু থাকেন বেলুড়ে।
সেথা গিয়ে দীক্ষা নেবে যদি ইচ্ছা করে॥
মার কথা শুনে কন্যা করে অশ্রুপাত।
বিনামেঘে তার শিরে যেন বজ্রাঘাত॥
কন্যাটি বলেন তবে কাঁদিতে কাঁদিতে।
কত কষ্টে আসিয়াছি আমি বাড়ি হতে॥
চরণে আশ্রয় পাব নিয়ে আশা প্রাণে।
ধার কর্জ করিয়াও এসেছি এখানে॥
তুমি যদি স্থান নাহি দাও কৃপা করে।
কোন্ মুখে প্রাণ নিয়ে যাব বাড়ী ফিরে?।
নাহি যাব দীক্ষা নিতে আর কোনো স্থানে।
পড়িয়া থাকিব আমি তব সন্নিধানে॥
কন্যার জেদের কথা শুনি বারবার।
সক্ষোভ অন্তরে মাতা কন আরবার॥
বড়ই নাছোড়বন্দা বাঙালেরা সবে।
কিছুতেই হেথা হতে দীক্ষা নাহি হবে॥
ঠাকুরের আর কি, নিজে আগে গিয়ে।
আছেন আরামে সব মোর ঘাড়ে দিয়ে॥
অনন্তর সারদা-মা দ্বিধাযুক্ত মনে।
বসিলেন প্রভুঘরে পূজার আসনে॥
সত্যিই নাছোড়বান্দা যতেক বাঙাল।
তারা কিন্তু মাগো তব স্নেহের কাঙাল।
মার কথা শুনি কন্যা নয়নের জলে।
শুধু গড়াগড়ি দেয় পড়িয়া ভূতলে॥
দুঃসহ যাতনা বুকে শোকে মুহ্যমান।
ভূমিতে পড়িয়া কন্যা ধরিলেন গান॥

"যে হয় পাষাণের মেয়ে
তাঁর কাছে কি দয়া থাকে,
দয়াহীনা না হলে কি
লাথি মারে নাথের বুকে?
দয়াময়ী নাম জগতে,
দয়ার লেশ মা নাই তোমাতে,
গলে পর মুণ্ডমালা,
পরের ছেলের মাথা কেটে।
মা মা বলে যত ডাকি,
শুনেও তা মা শোন নাকি
আমি এমনি লাথিখেগো
তবু দুর্গা বলে ডাকি।"

অন্তরে আকুল কান্না চোখে অশ্রুজল।
আকুলিত ভাবে কন্যা গায় অবিরল॥
মায়ের নাড়ির টান নিত্য অসহায়।
পূজার আসন ছাড়ি আসেন সেথায়॥
ভূমি হতে তুলি কন্যা স্নেহস্পর্শ দিয়ে।
বিগলিতা মাতা কন সস্নেহ হৃদয়ে॥
তুই মোর পাগলীমেয়ে বড় ভক্তিমতী।
সঙ্গীতের কণ্ঠ তোর হয় মিষ্ট অতি॥
অন্তরে আকুতি রাজে চোখে অশ্রুজল।
প্রভুর কৃপায় তুই হইবি সফল॥
পূজা ছেড়ে আসি যাচ্ছি তোর গান শুনি।
আরো তুই শোনা গান দুই চারিখানি॥
আরো কিছু গান মাতা করিয়া শ্রবণ।
প্রভুপূজা তরে মাতা করেন গমন॥
কন্যাটিরও আনন্দেতে পরিপূর্ণ দিল।
বুঝে নেয় এবে কাজ হইবে হাসিল॥
পূজা শেষে কন্যা পুনঃ জানালে প্রার্থনা।
দীক্ষা দিতে রাজী হয়ে যান কৃপাননা॥
কোন্ দিনে দীক্ষা হবে তাহা ঠিক করে।
মুখের প্রসাদী পান দিলেন সাদরে॥
সেই বিদ্যা বিদ্যা নামে হয় অভিহিত।
যার বলে প্রভুপদে মন হয় স্থিত॥
'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরঃ' শাস্ত্রের বিধান।
দেখ তার হাতেনাতে মিলিল প্রমাণ॥
কন্যা শুধু গান গেয়ে মায়ের সকাশে।
আদ্যাশক্তি তাঁর কৃপা পায় অনায়াসে॥
উপাধিতে চক্রবর্তী নামেতে নরেশ।
একদা যাইতে চান জননীর দেশ॥
পূর্বহতে জননীর কৃপাধন্য তিনি।
নরেশে বড়ই স্নেহ করেন জননী॥

কৃষ্ণলাল মহারাজ তাঁহার আদেশে।
দুইটি বন্ধুকে নিয়ে যান মার পাশে॥
বন্ধু দুটি তাহাদের ভক্তি অনুরাগে।
মার হতে দীক্ষা নিতে বড় ইচ্ছা জাগে॥
তেরশ ছাব্বিশ সনে পৌষ সংক্রান্তিতে।
মাতৃধামে পৌঁছিলেন ভক্তিযুতচিতে॥
স্নানশেষে তাঁহাদিকে নাহি করে দেরী।
মার কাছে নিয়ে যান সেবক কিশোরী॥
প্রণামাদি সব কিছু হলে সমাপন।
কিশোরী মায়ের কাছে করে নিবেদন॥
এরা দুইজন ভক্ত বড় আশা করে।
এসেছে তোমার কাছে দীক্ষালাভ তরে॥
তুমি যদি কৃপা করে কর দীক্ষাদান।
কৃতার্থ হবে তবে তোমার সন্তান॥
সেবকের কথা শুনি মাতা কন তবে।
মোর কাছে তাহাদের দীক্ষা নাহি হবে॥
কৃষ্ণলাল মহারাজ করেছে প্রেরণ।
শুনিয়াও ক্ষোভে মাতা বলেন তখন॥
আমার শরীর সুস্থ নহে বর্ত্তমানে।
সেইহেতু দীক্ষা নাহি হবে মোর স্থানে॥
নরেশ দর্শকরূপে থাকে চুপ করে।
ভয়ে কিছু নাহি বলে বন্ধুদের তরে॥
নিদারুণ দুঃসংবাদ করিয়া শ্রবণ।
ভক্তদুটি করে শুধু অশ্রু বরিষণ॥
অনন্তর জননীরে নমি পুনরায়।
কিশোরীর সাথে সবে বাহিরেতে যায়॥
পথে ইচ্ছা জেগেছিল নরেশের মনে।
সংক্রান্তিতে পিঠে খাব মায়ের সদনে॥
দুপুরে দেখিল পুত্র বিস্মিত অন্তরে।
পাতে পিঠা পড়িয়াছে ভোজনের তরে॥
পিঠাসাথে নাহি দুধ, যেই পুত্র ভাবে।
তখনি সেবকে মাতা বলেন স্বভাবে॥
ছেলেদের শুধু পিঠে দিয়েছ আহারে।
দুধ নিয়ে এস তুমি তাড়াতাড়ি করে॥
মায়ের স্নেহের ধারা করি নিরীক্ষণ।
মাতৃগর্বে পরিপূর্ণ হয় তাঁর মন॥
অন্তরে ভাবেন পুত্র জননী আমার।
সন্তানের তরে নিত্য স্নেহের আধার॥
সন্তানের আবদার শতেক বাহানা।
তাহাও পুরাণ মাতা হয়ে স্নেহাননা॥
সেহেতু বলিব আমি মায়ের চরণে।
যাতে মাতা দীক্ষা দেন বন্ধু দুইজনে॥
অনন্তর অপরাহ্নে জননী সকাশে।
বলিতে থাকেন পুত্র ভক্তির আবেশে॥
জানি মোরা হই তব অধম সন্তান।
তবু তব স্নেহ সদা থাকে বিদ্যমান॥
বড় আশা করে মাগো তারা দুইজনে।
এসেছে আশ্রয় আশে তোমার চরণে॥
তুমি কৃপা করিবেনা করিয়া শ্রবণ।
অঝোরে করিছে শুধু অশ্রু বরিষণ॥
আমিও প্রার্থনা করি সভক্তি অন্তরে।
তাহাদের দীক্ষা তুমি দাও কৃপা করে॥
তুমি যদি ভার নাহি লও কৃপাভরে।
কে আর লইবে ভার বিশ্বের মাঝারে॥
সব শুনি সারদা-মা বলেন তখন।
বাছারা কাঁদিছে বড় করিয়া শ্রবণ॥
তাহাদেরো দীক্ষা তরে বলিতেছ তুমি।
দারুণ চিন্তায় তাহে পরিয়াছি আমি॥
দেখ বাছা তাহাদের দেহ শুদ্ধ নয়।
সেইহেতু মোর মনে জেগেছে সংশয়॥
যেহেতু দীক্ষার তরে কাঁদিছে সতত।
উপায় বলিয়া দিই আমি সেইমত॥
এইস্থান শিবপুরী জানিও নিশ্চয়।
ত্রিরাত্রি থাকিলে হেথা দেহ শুদ্ধ হয়॥
সেমতি হেথায় তবে থাকুক সন্তান।
তারপরে তাহাদের হবে দীক্ষাদান॥
দীক্ষাদিতে ইচ্ছা নাই অসুস্থ শরীর।
তবুকান্না শুনে মাতা হলেন অধীর॥
তব আচরণে মাগো বড় মজা পাই।
পুত্রকান্না কাছে তুমি অতি অসহায়॥
যদুনাথ বাবু নামে জনৈক সন্তান।
কলিকাতা শহরেতে তাঁর বাসস্থান॥
জননীর কৃপাধন্য ভক্তির আধার।
মায়ের দর্শন তিনি পান বহুবার॥
ভাব ভক্তি দেখিলেই কাহারও অন্তরে।
মার কাছে তারে নিয়ে যান প্রীতি-ভরে॥
তাঁহার সংস্রবে আসি অনেক সন্তান।
কৃপাধন্য হয়ে পায় মাতৃপদে স্থান॥
জনৈক জ্ঞানেন্দ্র বসু বড় ভক্তিমান।
চট্টগ্রাম শহরেতে তাঁর বাসস্থান॥

যদুনাথ বাবু সাথে ছিল জানাশোনা।
মাঝে মাঝে তাঁর কাছে হত আনাগোনা॥
চট্টগ্রামে জ্ঞানবাবু ভাবেন একদা।
একবার যাব যেথা জননী সারদা॥
প্রার্থনা জানাবো আমি আকুলিত মনে।
যাহাতে আশ্রয় পাই তাঁহার চরণে॥
অতঃপর সেই ভক্ত কলিকাতা এসে।
উঠিলেন পুরাতন বন্ধুর আবাসে॥
অনন্তর অপরাহ্ণে সভক্তি হৃদয়ে।
পৌঁছিলেন উদ্বোধনে মায়ের আলয়ে॥
উদ্বোধনে পৌঁছি তাঁরা অতীব সত্বরে।
জননীকে প্রণমিতে গেলেন উপরে॥
প্রণমিয়া যদুবাবু করি হাতজোড়।
জননীর দরশনে থাকেন বিভোর॥
সেইকালে জ্ঞানবাবু বলেন তাঁহারে।
মাকে তুমি বলে দাও মোর দীক্ষা তরে॥
তদুত্তরে "তুমি বল" করিয়া শ্রবণ।
আকুলিত হয়ে শুরু করেন ক্রন্দন॥
করজোড়ে হাঁটুগেড়ে ভাসি অশ্রুনীরে।
ভক্তবর জ্ঞানবাবু কন জননীরে॥
অধম সন্তান আমি জানাই প্রার্থনা।
কৃপা করে পূর্ণ কর মনের বাসনা॥
মোর মনে এই ইচ্ছা জাগিছে সদাই।
যাতে মা তোমার হতে আমি দীক্ষা পাই॥
জ্ঞানবাবু উচ্চারিয়া এই কথাগুলি।
কাঁদিতে থাকেন আরো আকুলি বিকুলি॥
পুত্রের ক্রন্দন শুনি সারদা-জননী।
স্নেহভরে সন্তানেরে বলিলেন তিনি॥
তোমার ক্রন্দনে হৃদি বিগলিত হয়।
প্রভুর কৃপায় দীক্ষা লভিবে নিশ্চয়॥
তোমরা সকলে এবে নীচে যাও চলে।
দীক্ষা কবে হবে তাহা দিব আমি বলে॥
তাহা শুনি সকলেই আনন্দেতে ভাসি।
নীচের অফিস ঘরে বসিলেন আসি॥
সন্ন্যাসী অরূপানন্দ কিছুক্ষণ পরে।
সপ্রেমে বলেন আসি জ্ঞানবাবু তরে॥
আগামী মঙ্গলবার সকালবেলায়।
গঙ্গাস্নান করি তুমি আসিবে হেথায়॥
জ্ঞান তুমি সত্যি সত্যি বড় ভাগ্যবান।
সেইদিন মার হ'তে হবে দীক্ষাদান॥

সব শুনি জননীরে নমি মনে মনে।
সকলেই ফিরে যান তাঁদের সদনে॥
সন্ন্যাসী তন্ময়ানন্দ আকুলিত প্রাণে।
একদিন আসিলেন মাতৃ সন্নিধানে॥
সস্টাঙ্গে প্রণাম করি ভাসি অশ্রুনীরে।
করজোড়ে সেই পুত্র বলে জননীরে॥
বড়ই বিপদে মাগো পড়িয়াছি আমি।
কৃপাময়ী কৃপা করে রক্ষা কর তুমি॥
মাঝে মাঝে ধ্যানজপ করার সময়।
প্রথম রিপুর চিন্তা উপস্থিত হয়॥
আশীর্বাদ তুমি মোরে দাও কৃপা করে।
যাহাতে ওসব চিন্তা না জাগে অন্তরে॥
বরাভয়া সারদা-মা বলেন তখন।
এর তরে চিন্তা নাহি করিও কখন॥
সঞ্চিত সংস্কার যত তাহার কারণে।
মাঝে মাঝে রিপুগুলি আসে তব মনে॥
সহজে কি কেউ কভু ছেড়ে দিতে চায়?
প্রত্যেকে আপন পানে টেনে নিয়ে যায়॥
অনন্তর সারদা-মা সন্তানের শিরে।
রাখিয়া শ্রীহস্তখানি বলেন গম্ভীরে॥
আশীর্বাদ করে দিনু আমি এইক্ষণে।
ঐসব চিন্তা আর না আসিবে মনে॥
সন্তানের কান্না শুনি স্নেহ স্পর্শ দানে।
কৃপাসিন্ধ করিলেন জননী সন্তানে॥
এমন কৃপার বন্যা দেখা নাহি যায়।
মার কাছে চাহিলেই পুত্র তাহা পায়॥
জননীর শ্রীচরণে এই ভিক্ষা চাই।
তাঁর পদে শুদ্ধাভক্তি যেন আমি পাই॥
সারদা-পুঁথির কথা শোন ভক্তিভরে।
শুদ্ধাভক্তি উপজিবে তোমার অন্তরে॥
বড় সুকঠিন হয় ইষ্ট দরশন।
ধ্যান করে সদা যাহে মুনিঋষিগন॥
যুগে যুগে চলে ধ্যান হয়ে একমনা।
সহজে তবু না পুরে মনের বাসনা॥
এই যুগে দেখ কত সহজ উপায়।
মার কৃপাস্পর্শে পুত্র ইষ্ট দেখা পায়॥
জনৈক সন্তান তবে ভক্তিভরা প্রাণে।
দীক্ষা আশে আসিলেন মাতৃসন্নিধানে॥
স্নেহময়ী জননীও দেন ঠিক করে।
আসিবে কখন পুত্র দীক্ষালাভ তরে॥

প্রাচীন শ্মশানঘাট নিমতলা নামে।
গঙ্গাতীরে অবস্থিত কলিকাতা স্থানে॥
শ্মশান পবিত্র স্থান ভাবি মনে মনে।
সেইস্থানে যান তিনি দীক্ষাপূর্ব দিনে॥
সেথা বসি ভাবিলেন ভক্তি অনুরাগে।
গঙ্গাস্নান করিবেন দীক্ষালাভ আগে॥
আপন সংকল্প তবে বলিলেন আসি।
উদ্বোধনে যেথা রন শরৎ সন্ন্যাসী॥
সেই ভক্ত দেহে নিত্য অসুখের তরে।
স্নান নাহি করিতেন বহুদিন ধরে॥
পরদিন উদ্বোধনে আসিয়া সন্তান।
সব ভুলে মাথা ধুতে কলঘরে যান॥
গঙ্গাস্নান নাহি করে দেখিয়া সন্ন্যাসী।
স্নেহরোষে সেইভক্তে বলিলেন আসি॥
ওরে আহাম্মক তুই সব ভুলে গেলি।
দীক্ষাপূর্বে গঙ্গাস্নান নাহি করে এলি?।
সন্ন্যাসী শরৎ তবে সস্মিত বদনে।
পাঠালেন গঙ্গাস্নানে সেবকের সনে॥
গঙ্গাস্নান সমাপনে আসি উদ্বোধনে।
দীক্ষা তরে রন বসে আকুলিত মনে॥
সেইকালে মনে চিন্তা করেন সন্তান।
জানিনাকো কোন্ মন্ত্রে হবে দীক্ষাদান॥
এতদিন ইষ্ট বলি ভেবেছি যাঁহারে।
জননী কি তাঁকে নাহি দেবেন আমারে?।
এই সব নানা চিন্তা আসে তার মনে।
হেনকালে পড়ে ডাক দীক্ষার কারণে॥
মার কাছে পৌঁছি তবে আকুলি বিকুলি।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি নেয় পদধূলি॥
জননী আশিস দিয়ে বলেন সন্তানে।
আসন লইয়া বস মোর সন্নিধানে॥
কিছু পরে সারদা-মা দীক্ষার সময়।
কৃপাস্পর্শ দেন পুত্রে হইয়া তন্ময়॥
অনন্তর মাতা কন গম্ভীর বয়ানে।
দেখ দেখি কিবা ভাসে তোমার নয়নে॥
বরাবর যেই ইষ্ট ভেবেছ অন্তরে।
নিশ্চয় দেখিছ তাঁকে দিব্যমূর্তি ধরে॥
মাতৃস্পর্শে পুত্র করে ইষ্ট দরশন।
শরীরে পুলক জাগে প্রাণে শিহরণ॥
দীক্ষাশেষে দিব্যভাবে হইয়া তন্ময়।
নেশায় থাকেন যেন সকল সময়॥
জগৎ সংসার জ্ঞান থাকে লুপ্ত হয়ে।
আনন্দের স্রোত ধারা যায় সদা বয়ে॥
আহারের কাল তবে সমাগত প্রায়।
সন্তান বসিয়া তবু উঠিতে না চায়॥
সন্ন্যাসী শরৎ তাহা হেরি স্নেহভরে।
জলের ঝাপটা দিয়ে বসান আহারে॥
বিহ্বলিত পুত্র তবে বৈকাল বেলায়।
বেলুড়ে প্রভুর মঠ, গেলেন সেথায়॥
বাবুরাম মহারাজ দেখিয়া তাঁহারে।
স্বামী শিবানন্দে তাহা কন প্রেমভরে,॥
আদ্যাশক্তি সারদা-মা তাঁর স্নেহরাশি।
বিশ্বপ্লাবী হয়ে তাহা হয় বিশ্বগ্রাসী॥
ছেলেটির দেহে মনে আনন্দের ধারা।
মাতৃপ্রেমে পূর্ণ হয়ে থাকে আত্মহারা॥
জয়-মা, জয়-মা ছাড়া বলিতে না পারি॥
মনে রেখো আমরাও সন্তান তোমারি॥
সন্তানের পাপতাপ যত কাদা ধূলি।
মুছিয়া স্নেহের করে নিও কোলে তুলি॥
কলিকাতা স্থানে মার জনৈক সন্তান।
সংসারে থেকেও সদা মাতৃগত প্রাণ॥
একদিন সেইভক্ত ব্যাকুল অন্তরে।
মার কাছে হাঁটু গেড়ে কন করজোড়ে॥
মাগো তুমি কৃপা করে কর আশীর্বাদ।
অপার্থিব আনন্দের যাতে পাই স্বাদ॥
বরাভয়া কন তবে দানিয়া অভয়।
সব হবে, সব পাবে হইলে সময়॥
সংসারে দায়িত্ব এবে তোমার উপরে।
তুমি না দেখিলে সব যাবে ছারেখারে॥
দেখনি শোলের ধাড়ি নিয়ে ছানাগুলি।
সজাগ দৃষ্টিতে থাকে সদাই আগুলি॥
সেই ধাড়িটিকে যদি কেহ নিয়ে যায়।
অন্যান্য মাছেরা তবে ছানাগুলি খায়॥
সেইহেতু অপার্থিব আনন্দের তরে।
ব্যস্ত নাহি হয়ো তুমি তোমার অন্তরে॥
মায়ের অভয় বাক্য শুনিয়া সেথায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্র বলে পুনরায়॥
সবই আমি বুঝি মাগো, যাহা বল তুমি।
বড় ধৈর্যহারা তবু হইয়াছি আমি॥
অপার্থিব আনন্দের ধারা ও প্রকৃতি।
সেইসব জানিবারে ইচ্ছা হয় অতি॥

ধন্য হব আমি মাগো তোমার কৃপায়।
মিনিট পাঁচেক-ও যদি সেই বস্তু পাই ॥
তাহলে ব্যাপার খানা বুঝিবে হৃদয়।
যাহা তুমি দিবে পুনঃ হইলে সময় ॥
প্রার্থনা শুনিয়া মাতা কৃপার বয়ানে।
পুত্রশিরে জপ করি যান অন্যস্থানে ॥
মুহূর্তেই বুঝে পুত্র কৃপার মহিমা।
ধরায় অধরা যাহা সীমায় অসীমা ॥
সিদ্ধির নেশার মত আবেশের ঘোরে।
রেলিং-এর পাশে পুত্র থাকে করজোড়ে ॥
ভাবের আবেশে পুত্র ভাসি অশ্রুনীরে।
আশেপাশে চারিদিকে দেখে জননীরে ॥
মা-ময় হয়েছে যেন সমগ্র জগৎ।
শুধু মা, মা বলে পুত্র করে দণ্ডবৎ ॥
মিনিট কয়েক পরে ঘোর কেটে যায়।
স্বাভাবিক দৃষ্টি পুত্র পুনঃফিরে পায় ॥
জননীর স্পর্শমাত্রে লভিল সন্তান।
অপার্থিব আনন্দের দিব্য অবদান ॥
মায়ের অভয় কৃপা লভিয়া অন্তরে।
নিশ্চিন্ত হইয়া পুত্র ফিরে যায় ঘরে ॥
সান্নিধ্য অথবা স্পর্শ অথবা দর্শনে।
মাতৃকৃপা প্রবাহিত হয় পুত্র মনে ॥
উহাদেরও ব্যতিরেকে মাতা দূরে হতে।
পাঠান কৃপার ঢেউ মাতৃবক্ষ হতে ॥
সন্ন্যাসী বিজ্ঞানানন্দ মাতৃগতপ্রাণ।
প্রভুমঠে অনুপম তাঁর অবদান ॥
বেলুড়েতে শ্রীমন্দির মনোহর অতি।
সন্ন্যাসী বিজ্ঞানানন্দ তাহার স্থপতি ॥
ভক্তিভরে প্রণমিলে তাঁহার চরণে।
উপজিবে শুদ্ধাভক্তি সাধকের মনে ॥
জননীর কৃপাধারা বুঝাতে সবারে।
একদা সন্ন্যাসী কন ভক্তি সহকারে ॥
তখনো দেখিনি মাকে তাহার কারণে।
একদিন পৌঁছিলাম আমি উদ্বোধনে ॥
জননী উপরে আমি নীচের তলায়।
অকস্মাৎ হৃৎপদ্ম মোর ফুটে যায় ॥
আকাশেতে সূর্য থাকে পদ্ম থাকে জলে
সূর্যের উদয় সাথে পদ্ম আঁখি মেলে ॥
কারো হৃদে মার কৃপা হইলে উদিত।
সঙ্গে সঙ্গে হৃদিপদ্ম হয় বিকশিত ॥

আরো দেখো তপনের হইলে উদয়।
মুহূর্তেই অন্ধকার দূরীভূত হয় ॥
সেইমত সারদা-মা থাকিলেও দূরে।
তাঁর কৃপা দূর করে মনের আঁধারে ॥
মাতৃকৃপা আসি নিত্য মাতৃবক্ষ হতে।
কৃপাস্নাত করে রাখে সমগ্র জগতে ॥
বিরাট জলের ট্যাঙ্ক থাকে উচ্চ স্থানে।
জলে পরিপূর্ণ হয়ে লোকের কল্যাণে ॥
ট্যাঙ্ক সাথে থাকে যুক্ত নানাদিকে কল।
কল খুলে প্রয়োজনে লোকে নেয় জল ॥
বিভিন্ন রকম পাত্র কলে যুক্ত হলে।
আয়তন অনুযায়ী পূর্ণ হয় জলে ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া সারদা-জননী।
অসীম শক্তির ট্যাঙ্ক শক্তি নির্ঝরিণী ॥
মার সাথে ভক্তিসনে কেহ যুক্ত হলে।
পরিপূর্ণ হন তিনি কৃপার সলিলে।
যাহার যেমন পাত্র আয়তন মত।
মায়ের কৃপায় পূর্ণ থাকয়ে সতত ॥
অধিক বিভবযুক্ত পরিবাহী হ'তে।
বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটে বিজ্ঞানের মতে।
সেই পরিবাহী হ'তে সঠিক কৌশলে।
ব্যাটারিও চার্জ হয় তাহে যুক্ত হ'লে ॥
ব্যাটারিতে চার্জ দেওয়া মাঝে মাঝে হ'লে।
চার্জের শক্তিতে তাহা বহুদিন চলে ॥
অসীম আধানযুক্ত জননী সারদা।
তাঁর স্পর্শে শক্তি লভে সন্তান সর্বদা ॥
আধারের অনুযায়ী সবে শক্তি পায়।
ক্রমাগত ব্যবহারে, তাহা কমে যায় ॥
মার কৃপাস্পর্শ পুনঃ লভিলে সন্তান।
পাত্র অনুযায়ী শক্তি তিনি পেয়ে যান ॥
সেই শক্তি ব্যবহারে শেষ হয়ে এলে।
পুনরায় পূর্ণ হয় মার কাছে গেলে ॥
মায়ের চরণ স্পর্শ হলে একদিন।
আনন্দের জের তার থাকে বহুদিন ॥
শ্রীযুত যতীন্দ্র দত্ত মায়ের সন্তান।
বছরেতে একদিন মার কাছে যান ॥
তাহারি কারণে শুধু সারাটি বছর।
আনন্দেতে পূর্ণ থাকে তাঁহার অন্তর ॥
মায়ের কৃপার ট্যাঙ্ক অসীম অব্যয়।
কৃপাধারা বহে তবু শেষ নাহি হয় ॥

জননীর স্নেহস্পর্শে তাঁহার সকাশে।
দুর্লভ দর্শন পুত্র লভে অনায়াসে॥
এমতি কথার এবে দিব বিবরণ।
জননীর লীলাকথা শোনো দিয়া মন॥
শৈশবে মা-হারা এক বালক সন্তান।
পুঁথি পড়ে মার কথা জানিবারে পান॥
গর্ভধারিণীরও নাম সারদা আছিল।
তাহে তার মনে এক ভাব উপজিল॥
সুদৃঢ় প্রত্যয়ে ভাবে অন্তরে সদাই।
ফিরিয়া পেয়েছি মাকে আমি পুনরায়॥
মার লীলা সংবরণ তার কিছু আগে।
একদিন মাতৃধামে যায় অনুরাগে॥
জননী অসুস্থা হয়ে আছেন শয্যায়।
বালক ব্যাকুল হ'য়ে মার কাছে যায়॥
মাকে দেখি পুত্র হয় আনন্দে মগন।
জননীও তারে দেন স্নেহ পরশন॥
আকুলি বিকুলি পুত্র বালক স্বভাবে।
জননীর সেবা করে যায় নানাভাবে॥
কখনো বাতাস করে হাতে পাখা নিয়ে।
কখনো চরণ সেবা করে নিষ্ঠা দিয়ে॥
মায়ের ইঙ্গিত ক্রমে বালক সন্তান।
রাত্রিতে সেবক রূপে করে অবস্থান॥
যোগীন-মা সেইকালে সেবিকার রূপে।
জননীর সেবা করে যান চুপে চুপে॥
গভীর রাত্রির কালে বালক সন্তান।
মার পদসেবা করে দিয়ে মনপ্রাণ॥
হেনকালে জননীর চরণ-পরশে।
বালক হইল মগ্ন ভাব পরবশে॥
নানা দেবদেবীচিন্তা যেই জাগে মনে।
তখনি তাঁদের দেখে মায়ের বদনে॥
অভেদ গুরু ও ইষ্ট চিন্তা এলে প্রাণে।
যুগলেতে রাধাকৃষ্ণ দেখে মার স্থানে॥
অভেদ ঠাকুর ও মা যেই ভাবে চুপে।
জননীকে দেখে তবে রামকৃষ্ণ রূপে॥
কালীরূপে মাকে প্রভু করেছেন পূজা।
অতএব সারদা-মা কালী চতুর্ভুজা॥
এই চিন্তা সাথে সাথে ভাসি অশ্রুনীরে।
চতুর্ভুজা কালীরূপে দেখে জননীরে॥
কালীরূপ দেখে পুত্র ভয় পায় মনে।
জননী করেন শান্ত স্নেহ পরশনে॥

অবশেষে চিন্তা এক জাগে তার প্রাণে।
রাধাই সারদারূপে স্থিতা বর্তমানে॥
অনুরূপ চিন্তা সাথে দেখিবারে পায়।
সারদার স্থানে রাধা রাজিতা সেথায়॥
জননীকে রাধারূপে দর্শনের পরে।
পুত্রকে বলেন মাতা সস্নেহ অন্তরে॥
জন্মেছ বৈষ্ণববংশে বিধির বিধানে।
পূর্বের সুকৃতি বহু আছে তব প্রাণে॥
এই সব কারণেই জেনো সর্বক্ষণ।
লভিয়াছ তুমি আজ রাধার দর্শন॥
রাধারূপে যদি মোরে দেখ আরবার।
জননী বলিয়া মোরে নাহি ডেকো আর॥
মায়ের চরণস্পর্শে কৃপার প্রকাশে।
দুর্লভ দর্শন পুত্র লভে অনায়াসে॥
এত কৃপা এত দয়া এত মাতৃস্নেহ।
পৃথিবীর ইতিহাসে দেখে নাই কেহ॥
কৃপাময়ী সারদা-মা কৃপাস্পর্শ ভরে।
গৃহীসন্তানেও দেন সন্ন্যাস অন্তরে॥
নারদ ঋষির ক্ষেত্রে অন্তর-সন্ন্যাস।
ভেকের আকারে নাহি থাকে বহির্বাস॥
অন্তরে গেরুয়াধারী ত্যাগে মহিয়ান।
সদাই মধুর কণ্ঠে হরিগুণ গান॥
একদা উমেশবাবু ভক্তিভরা প্রাণে।
আকুলিত হয়ে যান মাতৃ সন্নিধানে॥
জয়রামবাটীধামে পেঁছিয়া তখন।
সাষ্টাঙ্গে বন্দিল পুত্র মায়ের চরণ॥
অনন্তর করজোড়ে ভাসি অশ্রুনীরে।
আকুলিত কণ্ঠে তিনি কন জননীরে॥
আমার জননী তুমি স্নেহের আধার।
তোমার স্নেহের কভু নাহি পারাপার॥
জানি আমি হই তব অধম সন্তান।
তবু জানি তব স্নেহ সদা বিদ্যমান॥
সংসারী হইয়া আমি গৃহে আছি পড়ে।
সন্ন্যাস লইতে মাগো তবু ইচ্ছা করে॥
কৃপা করে তুমি মোরে নাহি দিলে কিছু।
কোথায় যাইব আমি কার পিছু পিছু?।
তাহা শুনি মাতা কন স্নেহের বয়ানে।
তোমারে যাইতে নাহি হ'বে অন্যস্থানে॥
আসিবে আগামীকাল পূজার সময়।
যাহা পারি তাহা তবে দানিব নিশ্চয়॥

পরদিন সেই পুত্র ব্যাকুল অন্তরে।
মার নেয় পদধূলি গিয়ে পূজাঘরে॥
সারদা-জননী তবে বলেন সন্তানে।
আসন লইয়া তুমি বস এইস্থানে॥
এইবার শ্রীপ্রভুকে করিয়া স্মরণ।
গঙ্গাজল নিয়ে তুমি কর আচমন॥
ভাবাবেশে মাতা তবে গম্ভীর অন্তরে।
শ্রীহস্ত বুলায়ে দেন সন্তান শরীরে॥
তার সাথে সারদা-মা আপনার মনে।
কিছু যেন বলে যান প্রভুর চরণে॥
অবশেষে কৃপাময়ী বলেন সজোরে।
ঠাকুর সন্ন্যাস দাও সন্তান অন্তরে॥
জননীর স্নেহস্পর্শে প্রভুর কৃপায়।
অন্তর সন্ন্যাস পুত্র অনায়াসে পায়॥

সারদা পুঁথির কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পঠনে স্নিগ্ধ হয় মন প্রাণ॥
জননীর লীলাকথা হয় যেইস্থানে।
প্রভু রামকৃষ্ণ সদা রন সেইস্থানে॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা সবে লভিতে অপার।
'হরি রামকৃষ্ণ' জোরে বল তিনবার॥

শ্রীশ্রীসারদা-পুঁথি

জ্ঞানদায়িনী

(৩)

জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন।
লীলার প্রকটহেতু মর্ত্যে আগমন॥

জয় জয় বিশ্বমাতা ব্রহ্মসনাতনী।
জয় জয় শ্যামাসুতা সারদা-জননী॥
সন্তানের পাপ-তাপ, যত কাদা-ধূলি।
মুছিয়া স্নেহের করে নাও কোলে তুলি
জয় জয় সত্যানন্দ প্রেমানন্দময়।
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয়॥
প্রেমের মূরতি তুমি, তুমি মোর সার।
তোমার চরণে রাজে অনন্ত সংসার॥

তুমি যারে কৃপা কর কে নাশিবে তারে।
তোমার কৃপাই সার বিশ্ব চরাচরে॥

মাতা কৃপা করে যান আপন স্বভাবে।
সন্তানেরা তাহা নিত্য পায় নানাভাবে॥
আশা নাহি করিলেও কৃপার কারণে।
সন্তান আশ্রয় লভে মায়ের চরণে॥
ত্যাগব্রতী সিদ্ধানন্দ মায়ের সন্তান।
একদা বিনম্রচিত্তে মার কাছে যান॥
শ্রীযুত ভুপেন্দ্রনাথ বাল্যবন্ধু তাঁর।
দোঁহামাঝে প্রেমপ্রীতি আছিল অপার॥
তিনিও বন্ধুর সাথে ভক্তিযুত মনে।
আকুলিত হয়ে যান মাতৃদরশনে॥
সন্ন্যাসীর পথে হয় চিন্তার উদয়।
মার কৃপা বন্ধু পেলে খুব ভাল হয়॥
মায়ের সকাশে পৌঁছি উভয়ে তাঁহারা।
জননীরে প্রণমিয়া হয় আত্মহারা॥
মাতৃপদে কোনো কিছু বলিবার আগে।
সন্ন্যাসীকে কন মাতা স্নেহ অনুরাগে॥
এই ছেলেটির যাতে দীক্ষালাভ হয়।
তাহাই বলিতে ইচ্ছা মনে তব রয়॥
ছেলেটির মন ভাল, কোন চিন্তা নাই।
তাহার হইবে দীক্ষা প্রভুর কৃপায়॥
শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ তবু ভাবে মনে।
'মোর স্থান নাহি হবে মায়ের চরণে॥
একান্ত অধম আমি, আমি ভক্তিহীন।
দুর্ভাগ্য আমার সাথে থাকে চিরদিন॥
মাতৃইচ্ছা থাকিলেও দুর্দৈব কারণে।
বাধাবিঘ্ন তরে স্থান না পাব চরণে॥
নির্দিষ্ট দীক্ষার দিনে ভক্তিভরা প্রাণে।
অনেকেই দীক্ষাতরে থাকে সেই স্থানে॥
কিন্তু দেখ সেই পুত্র মায়ের কৃপায়।
প্রথমেই মার হতে দীক্ষা পেয়ে যায়॥
জননী করিলে ইচ্ছা স্নেহকৃপাভারে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাহা রোধিতে না পারে॥
মায়ের ইছাই পূর্ণ হয় সর্বভাবে।
'মা' 'মা' বলে ডাক শুধু শিশুর স্বভাবে
যাগযজ্ঞ ধ্যান জপ না পারিবে মন।
সেইসব করিবারও নাই প্রয়োজন॥
মায়ের নাড়ির টান সন্তানের তরে।
যখনই যা প্রয়োজন লভিবে সত্বরে॥
জয় জয় স্নেহমাখা জননী সারদা।
রাখিও সন্তানে তব চরণে সর্বদা॥
সন্তানের অন্তরের আকুল প্রার্থনা।
পূরণ করেন মাতা হয়ে কৃপাননা॥
মুখ ফুটে বলিবারও নাই প্রয়োজন।
পুত্রের চাহিদা মতো থাকে আয়োজন॥

তখনো হয়নি দেখা দীক্ষার্থীর সনে।
তবু মাতা দীক্ষা দিতে থাকেন আসনে ॥
রমনীমোহন নামে জনৈক সন্তান।
দীক্ষা নিতে থাকে সদা অকুলিত প্রাণ ॥
ছাত্রকাল হইতেই ভক্তি অনুরাগে।
সদ্ গুরু হতে দীক্ষা নিতে ইচ্ছা জাগে ॥
শিক্ষকের কাছ হতে যখন তখন।
ঠাকুর-শ্রীমার কথা করেন শ্রবণ ॥
জননী সারদা তবে প্রকট লীলায়।
তাঁর হ'তে মন্ত্র নিতে বড় ইচ্ছা যায় ॥
নিজেকে অযোগ্য বলি ভাবে মনে মনে।
তাহে নাহি যায় পুত্র মাতার চরণে ॥
জনৈক গম্ভীরানাথ প্রবীন সন্ন্যাসী।
অনেকেই দীক্ষা নেন তাঁর কাছে আসি ॥
রমনীরও সেইকালে মনে ইচ্ছা জাগে।
তাঁর কাছে হ'তে দীক্ষা নেবে অনুরাগে ॥
কিছুকাল পরে কিন্তু বার্তা আসে কানে।
সন্ন্যাসী গতাসু তবে কালের বিধানে ॥
যেটুকু আছিল আশা তাও গেল সরে।
বড়ই আঘাত তাহে পাইল অন্তরে ॥
অনন্তর সেই পুত্র ভাবে মনে মনে।
একবার যাব আমি মাতৃ দরশনে ॥
অযোগ্য আমার দীক্ষা হবে না নিশ্চয়।
তবু ভাগ্যবলে যদি মাকে দেখা হয় ॥
অবিলম্বে সেই পুত্র আকুলিত প্রাণে।
ঢাকা হতে চলিলেন মাতৃ সন্নিধানে ॥
আপনাকে হতভাগ্য ভাবি মনে মনে।
বাড়ির বাহিরে থাকে বিরস বদনে ॥
প্রায় এক ঘণ্টা বাদে অধীর অন্তরে।
যাইলেন সেই পুত্র বাড়ির ভিতরে ॥
জ্ঞানানন্দ মহারাজে দেখি সেইস্থানে।
প্রণমিল সেই পুত্র আকুলিত প্রাণে ॥
সেবক সন্ন্যাসী তবে কন স্নেহভরে।
হেথায় আসিলে তুমি এত দেরী করে ॥
সকাল থেকেই মাতা কন বার বার।
আসিতেছে দীক্ষা তরে সন্তান আমার ॥
পুজাশেষ হয়ে গ্যাছে তবু দীক্ষাসনে।
জননী আছেন বসে তোমারই কারণে ॥
তাড়াতাড়ি স্নান আদি করি সমাপন।
দীক্ষাতরে মার কাছে করহ গমন ॥

তাহা শুনি সেই পুত্র হাতে চাঁদ পায়।
চক্ষু হ'তে অশ্রু ঝরে অজস্র ধারায় ॥
অনন্তর কৃপাময়ী সস্মিত বয়ানে।
সন্তানে করেন ধন্য মহামন্ত্র দানে ॥
দীক্ষাশেষে সেই পুত্র ভাবে বারবার।
জননী সারদা মোর কৃপার আধার ॥
দেখা না হতেই মাতা মোর দীক্ষা তরে।
দীক্ষাসনে বসে রন সস্নেহ অন্তরে ॥
ভক্তের লভিলে কৃপা প্রভুকৃপা হয়।
ভক্তিশাস্ত্র এই কথা বার বার কয় ॥
ভক্তমাল গ্রন্থে এক আছে বিবরণ।
ভক্ত ত্রিলোচনে যেথা শ্রীঠাকুর কন ॥
"আমারে যে ভজে মাত্র তারে নাহি ভজি।
যে মোর ভকতে ভজে তারে নাহি ত্যজি ॥"
সংসারে মায়ের কাছে সন্তান সন্ততি।
আপনারও চেয়ে তারা হয় প্রিয় অতি ॥
পুত্র-কন্যাদিকে কেহ ভালবাসে যদি।
মার কাছে সেও প্রিয় থাকে নিরবধি ॥
সাধারণ মাতা যদি ধরে এই রূপ।
ভাব দেখি বিশ্বমাতা তাঁর প্রতিরূপ ॥
আদ্যাশক্তি বিশ্বমাতা বিশ্ব প্রসবিনী।
লীলার প্রকট হেতু সারদা-জননী ॥
জননী সারদা তাঁর সন্তান নিচয়।
নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁরা মার কাছে রয় ॥
সন্তানের পাপ তাপ লইয়া আপনি।
তাহাদিগে সুখে সদা রাখিতেন তিনি ॥
পুত্রসুখ তরে যদি কেহ কিছু করে।
তাকেও করেন কৃপা মাতা স্নেহ ভরে ॥
একান্ত সেবক রূপে মার দ্বারী ভারী।
জননীর প্রিয় পুত্র শরৎ বিহারী ॥
তাঁর সেবা করা হলে কিবা ফল হবে
সেইকথা সারদা-মা বলিলেন সবে ॥
শরৎ আমার হয় অন্তরের ধন।
শরতের তরে স্নেহ রাজে অনুক্ষণ ॥
তার পায়খানা যদি কেহ সাফ করে।
নিশ্চিত প্রভুর কৃপা লভিবে অন্তরে ॥
জননীর লীলামাঝে বহু দেখা যায়।
ভক্তের করিলে সেবা মার কৃপা পায় ॥
অনেকেই ভক্তদের উপদেশ মত।
কাজ করিবার চেষ্টা করেন সতত ॥

প্রসন্ন হইয়া তাহে মাতা কৃপাননা।
অবিলম্বে পূরাতেন তাদের কামনা ॥
মার প্রিয় ভক্ত সাথে যদি কেহ আসে।
মার হ'তে দীক্ষা তার হয় অনায়াসে ॥
সন্ন্যাসী তন্ময়ানন্দ মাতৃগত প্রাণ।
করেন ডহরকুণ্ডে তিনি শিক্ষাদান ॥
জনৈক ছাত্রকে লয়ে সন্ন্যাসী সন্তান।
ভক্তিভরে একদিন মার কাছে যান ॥
ছেলেটির দীক্ষা নিতে বড় ইচ্ছা মনে।
সন্ন্যাসী বলিল তাহা জননী চরণে ॥
সন্তানের কথা শুনে সারদা-জননী।
স্নেহভরে ছেলেটিকে বলিলেন তিনি ॥
বলেছে যখন তোর গুরু মহাশয়।
কালই তোর দীক্ষা হবে জানিবি নিশ্চয় ॥
শুনিয়া তন্ময়ানন্দ ভাসি অশ্রুনীরে।
সঙ্কোচের ভরে তিনি কন জননীরে ॥
তোমার হইলে ইচ্ছা হবে দীক্ষা দান।
আমার কথায় তুমি কেন দেবে কান ?।
সস্মিত বদনে মাতা বলেন তখন।
সন্তানেরা হয় মোর আদরের ধন ॥
ছেলের আব্দার কত আসে নানাভাবে।
তাহাও মানিতে হয় মায়ের স্বভাবে ॥
ছেলেরা হইলে বড় প্রভুর কৃপায়।
মায়েরা করেন কাজ তাদের কথায় ॥
পরদিন যথারীতি কৃপার বয়ানে।
ছাত্রকে করেন ধন্য মাতা দীক্ষাদানে ॥
মায়ের স্নেহের কথা করিয়া স্মরণ।
ছাত্র ও শিক্ষক থাকে আনন্দে মগন ॥
ডাকাতির কালে শুধু পশে কর্ণপুটে।
ধরো বাঁধো নির্বিচারে নাও লুটে পুটে ॥
জগন্মাতা সারদার স্নেহের ভাণ্ডার।
অমূল্য রতনে পূর্ণ জগতের সার ॥
অনুপম রূপে ধন্য ডাকাতি তাহার।
যাহাতে লুটিতে পারে মায়ের ভাণ্ডার ॥
এমতি ডাকাত বাবা ডাকাতি জীবনে।
লুটিয়া নিলেন তিনি মাতৃস্নেহ ধনে ॥
জননী হাঁটিয়া যান সূর্য অস্তপাটে।
ছাজির ডাকাতবাবা তেলেভোলা মাঠে ॥
ধরিলেন জননীরে আকুলতা দিয়ে।
পিতৃস্নেহ রজ্জু দিয়ে বাঁধেন হৃদয়ে ॥
ডাকাত তাহার সাথে মায়ের কৃপায়।
মাতৃস্নেহে স্নেহধন্য শিশু হয়ে যায় ॥
শিশুর অক্ষম হস্ত জননী অন্তরে।
কৃপাণেরও তুলনায় বেশী শক্তি ধরে ॥
ডাকাত সে হস্ত দিয়ে থাকি নির্বিকার।
লুটেপুটে নেয় মার স্নেহের ভাণ্ডার ॥
লুট করে ডাকাতের সীমাহীন সুখ।
লুট হয় তবু মার নাহি কোনো দুখ ॥
ভাণ্ডার লোটার পরে আকুলি বিকুলি।
জড়ালেন মাতৃপদে স্নেহের শিকলি ॥
স্নেহের শিকলি দেখ কিবা শক্তি ধরে।
সারদা-মা থাকিলেন বাঁধা চিরতরে ॥
এইমতি ঘটনার বাকী অংশ যাহা।
পুঁথিমাঝে অন্যস্থানে বলা আছে তাহা ॥
ডাকাত বাবারে আমি নমি বারবার।
যাহাতে লুটিতে পারি মায়ের ভাণ্ডার ॥
অক্ষয় কুমার সেন মাতৃগত প্রাণ।
একদা স্বপনে তিনি দেখিবারে পান ॥
প্রেমময় শ্রীঠাকুর স্নেহের বয়ানে।
বন্ধ হয়ে রয়েছেন তিনি কোনো স্থানে ॥
চিঠিতে জানালে তাহা জননী চরণে।
উত্তরে লেখেন মাতা তাহার কারণে ॥
লীলাময় শ্রীঠাকুর সর্বশক্তিমান।
শক্তিতে কেহই তাঁর নহেক সমান ॥
ভক্তের ভক্তিতে শুধু ভক্তের সকাশে।
শ্রীঠাকুর রন নিত্য বন্ধ প্রেমপাশে ॥
বলির ভক্তিতে বাঁধা পড়ি অনুক্ষণ।
পাতালে বলির গৃহে দ্বারী হয়ে রন ॥
বিল্বমঙ্গলের কথা ভক্তি অনুরাগে।
পুঁথিমাঝে কিছু কিছু বলা আছে আগে ॥
যাহাতে অশিব কিছু দেখিতে না পায়।
হইলেন অন্ধ তাহে আপন ইচ্ছায় ॥
বাহিরের চক্ষু দিয়ে দেখিতে না পান।
অন্তরের চক্ষু তাহে আরো জ্যোতিষ্মান ॥
নিত্য লীলাময় ধাম সেই বৃন্দাবনে।
অন্ধ হয়ে যান তিনি কৃষ্ণ দরশনে ॥
ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে রন বৃন্দাবনে আসি।
রাধাকৃষ্ণ গীতি গান আনন্দেতে ভাসি ॥
রোদ বৃষ্টি শীত গ্রীষ্ম করিয়া উপেক্ষা।
কৃষ্ণ দরশন তরে করেন অপেক্ষা ॥

কভু খাদ্য জোটে কভু চলে অনাহার।
তাহাতে থাকেন তিনি হয়ে নির্বিকার॥
একদা অভুক্ত হয়ে রন পথি 'পরে।
আসেন শ্রীকৃষ্ণ তবে সেথা কৃপা করে॥
গোপশিশু বেশে তিনি ভক্তটিকে কন।
রোদে তুমি অনাহারে আছ বহুক্ষণ॥
স্নেহভরে অন্ন তাই আমার জননী।
তোমার ভোজন তরে পাঠালেন তিনি॥
তুমি তবে তাড়াতাড়ি বৃক্ষের ছায়ায়।
আসিয়া আহার কর বসিয়া সেথায়॥
সেই ভক্তবর কিন্তু বুঝিল অন্তরে।
এসেছেন কৃষ্ণ সেথা ভক্তে কৃপা করে॥
মনে মনে সেইভক্ত ভাবেন উপায়।
ছলেবলে যাতে সেথা কৃষ্ণে ধরা যায়॥
অনন্তর সেইভক্ত সকরুণ স্বরে।
ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণকে কন ধীরে ধীরে॥
বাছাধন তুমি আহা কতকষ্ট করে।
আনিয়াছ অন্নজল হতভাগ্য তরে॥
আমি অন্ধ হয়ে আছি দৈবের বিধানে।
সেইহেতু যেতে নাহি পারি সেই স্থানে॥
লক্ষ্মীসোনা নিয়ে চল মোরে হাত ধরে।
বৃক্ষের ছায়ায়, যেথা খাব তৃপ্তি করে॥
বামহস্ত তাহে কৃষ্ণ দেন বাড়াইয়া।
হেসে কন, এস তুমি তর্জনী ধরিয়া।
ছল করি ভক্তে কৃষ্ণ নাহি দেন ধরা॥
তারও চেয়ে আরো ছল জানে ভক্ত যারা॥
ভক্ত তবে গোপপুত্রে কন স্নেহ করি।
দেখিতে না পাই তাহে কি প্রকারে ধরি ?।
নাগালের মধ্যে আসি ধর তুমি হাত।
ক্ষুধার্ত আমার ভাগ্যে তবে জোটে ভাত॥
ভক্তের চাতুরী থাকে আকৃতি আকারে।
চতুরের শিরোমণি ধরিতে না পারে॥
ভক্তের কথায় ভুলি কৃষ্ণভগবান।
ধরিতে ভক্তের হাত আরো কাছে যান॥
ভক্তের নাগাল মধ্যে আসেন যখনি।
মুহূর্তে তাঁহারে ভক্ত ধরিল তখনি॥
সুদরিদ্র ব্যক্তি যদি স্পর্শমণি পায়।
মৃতব্যক্তি পুনঃ যদি প্রাণ ফিরে পায়॥
তাহা হলে যে আনন্দ তাহাদের হয়।
আনন্দ তাহারো বেশী ভক্তে উপজয়॥

কৃষ্ণ কহে কেন তুমি রাখিয়াছ ধরে ?
তুমি হাত ছেড়ে দাও আমি যাব ঘরে॥
ভক্ত বলে এই হাত চিনি ভালভাবে।
নানাস্থানে নানা চুরি করে নানাভাবে॥
কখনো নবনী চুরি সখাদের সনে।
কখনো রাধার মন বসি বেণুবনে॥
গোপীদের বস্ত্র তাহে তাহাদের মন।
নির্লজ্জ হইয়া তাও করেছে হরণ॥
ধন মান পরিজন থাকিবার পুরী।
ভক্তের যা কিছু থাকে সব করে চুরি॥
সর্বস্ব চুরির ফলে ভক্ত বসে পথে।
সেই হাত ছাড়া নাহি হবে কোনমতে॥
বেগতিক দেখে কৃষ্ণ হয়ে নিরুপায়।
জোর করে ভক্ত হতে ছাড়া পেতে চায়॥
সেইহেতু দোঁহা মাঝে টানাটানি বাড়ে।
তবু কৃষ্ণ কিছুতেই ছাড়াতে না পারে॥
'হাত ভেঙে গেলে মোর যন্ত্রনা ভীষণ'।
এই বলে শুরু করে কপট ক্রন্দন॥
হঠাৎ ক্রন্দনে ভক্ত ছেড়ে দেয় হাতে।
মুহূর্তেই কৃষ্ণ তবে চলেন তফাতে॥
দূরে থাকি ভক্তে কৃষ্ণ কন রঙ্গকরে।
রাখিতেতো পারিলে না তুমি মোরে ধরে॥
ছাড়ায়ে এলাম আমি দেখহ কেমনে।
কত বড় বাহাদুর ভাব মনে মনে॥
শ্রীকৃষ্ণের ব্যঙ্গ কথা করিয়া শ্রবণ।
প্রেমভরে ভক্তবর বলেন তখন॥
চাতুরী করিয়া তুমি হাতছাড়া হলে॥
হৃদয় হইতে তুমি যাবে কোন ছলে ?।
ভালভাবে জানি তব সব জারিজুরি।
হৃদি হতে যদি যাও, বুঝি বাহাদুরী॥
তাহাতে অক্ষম তুমি, তুমি নিরুপায়।
প্রেমপাশে বন্ধ তুমি থাকিবে সদাই॥
হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥
ভক্তহৃদি ছেড়ে যাওয়া সত্যি সুকঠিন।
প্রেমপাশে বন্ধ রণ প্রভু চিরদিন॥
বাগ্দী ডাকাতের কথা ভক্তিযুত প্রাণে।
পুঁথির মাঝারে বলা আছে স্থানে স্থানে॥
এইক্ষেত্রে বাগ্দী পিতা লাঠি ঘাড়ে করে।
মাতৃকৃপা লভিলেন আপন অন্তরে॥

অন্যক্ষেত্রে কিন্তু এক বাগ্দীর সন্তান।
মার কাছে লাঠি ঠুকে মার কৃপা পান॥
ভূষণ পুইল্যা নামে বাগ্দীর সন্তান।
একদিন ভক্তিভরে মার কাছে যান॥
তাঁহার মামার নাম শিবদাস হয়।
স্থানীয় অঞ্চলে তাঁর জমিদারী রয়॥
সেই হেতু শিবদাস আপন অঞ্চলে।
আছিলেন পরিচিত বাগ্দীরাজা বলে॥
যতীন্দ্র বিমল হন শিবদাস খুড়া।
দলুই উপাধিধারী উভয়ে তাঁহারা॥
যতীন্দ্র ও শিবদাস তাঁরা দুইজনে।
মায়ের আলয়ে যান ভূষণের সনে॥
একান্তে কামনা থাকে তাঁদের অন্তরে।
জননীর কাছ হতে দীক্ষা লাভ তরে।
জয়রামবাটীধামে পোঁছিয়া সকলে।
প্রণমিল মাতৃপদে নয়নের জলে॥
জননীরে কন তবে ভূষণ সন্তান।
কৃপাভরে আমাদের কর দীক্ষাদান॥
সেইকালে পল্লীগ্রাম বড় অনুদার।
ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব না করে বিচার॥
জাতপাত ছোঁয়াছুঁয়ি খণ্ড আচরণ।
তাহাই ধর্মের রূপে করে বিচরণ॥
সমাজপতিরা তবে কথায় কথায়।
যুক্তিহীনভাবে সদা জাত নিতে চায়॥
বাগ্দীর সন্তানে সেথা হলে দীক্ষাদান।
সমাজ হয়ত দেবে নির্মম বিধান॥
হয়ত তাহারা মাকে দেবে ঠেকো করে।
মামারাও সেই সাথে হবে একঘরে॥
অথবা করিবে ধার্য মার জরিমানা।
জরিমানা অর্থ পেলে হবে খানা-পিনা॥
জননী অরাজী হলে এসব কারণে।
ভূষণ বলিল তবে সক্ষোভ বচনে॥
বলিহারি যাই মাগো তোমার আচারে।
বাগ্দী দীক্ষাযোগ্য নয় তোমার বিচারে॥
দীক্ষা দিলে তুমি হবে বাগ্দীর জননী।
বড়ই লজ্জার কথা আমি মনে গণি॥
কিন্তু সেই তেলেভোলা তাহার মাঝারে।
বাগ্দীকে বলিলে পিতা কিসের বিচারে ?।
বাগ্দীকে বলিতে পিতা লজ্জা নাহি করে।
যত লজ্জা জাগে তব বাগ্দী পুত্র তরে ?।
সন্তান তালিকা হতে বাগ্দী গেলে বাদ।
জগন্মাতা নাম তব হবে বরবাদ॥
যুক্তিপূর্ণ ভক্তিমাখা পুত্র কথা শুনি।
আনন্দেতে পূর্ণ হন সারদা-জননী॥
সন্তানের আবদারে সস্মিত বয়ানে।
তাদের করেন ধন্য মহামন্ত্র দানে॥
শ্রীযুত গিরিশ ঘোষ একথা শুনিয়া।
ভাবোন্মত্ত হ'য়ে ক'ন হাসিয়া হাসিয়া॥
ধন্যরে বাগ্দীর পো, ধন্য জোর বুকে।
আদায় করিলি কৃপা শুধু লাঠি ঠুকে ?।
যেমতি জননী তাঁর তেমতি সন্তান।
লীলা হেরি আনন্দেতে পূর্ণ হয় প্রাণ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া তাঁহার কৃপায়।
ভক্তিভরে কেহ কেহ শ্রীপ্রভুকে পায়॥
সেই সব ধন্য জন প্রভুর আদেশে।
জীবের কল্যাণে রন সদ্‌গুরু বেশে॥
সে গুরুর কৃপা শিষ্য লভিলে জীবনে।
কৃপাবলে লাভ করে অমূল্য রতনে॥
মহামায়া কৃপাধন্য গুরুর কৃপায়।
আশ্রিত শিষ্যেরা সবে ভক্তি, মুক্তি পায়॥
এইমত গুরুতেই যদি ফল লভে।
ভাব ফল আদ্যাশক্তি গুরুরূপে যবে॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া জ্ঞান প্রদায়িনী।
প্রকট লীলায় তিনি সারদা-জননী॥
জীবের কল্যাণ তরে গুরু ইষ্ট রূপে।
সারদা-মা অবিভূর্তা লীলার স্বরূপে॥
শ্রীগুরু মূর্তিতে তাঁর আবির্ভাব ফলে।
ভক্তি মুক্তি পায় সব অতি অবহেলে॥
গুরুরূপী আদ্যাশক্তি তাঁহার কৃপায়।
আশ্রিত সন্তান সবে বুকে বল পায়॥
ধ্যান জপ ভক্তি মুক্তি ঈশ্বর দর্শন।
অনায়াসে এই সব লভে ভক্তগণ॥
গুরুরূপী মাতৃপদে লভিয়া আশ্রয়।
'আমি মুক্ত' শিষ্যমনে সদা জেগে রয়॥
আশ্রিত সন্তান সবে হেলায় খেলায়।
ভবনদী পার হয় মায়ের কৃপায়॥
মায়ের কৃপায় লভে ভক্তি মুক্তি ধন।
অন্তিমেতে সবে পায় প্রভুর দর্শন॥
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল।
মুঠোর মধ্যেই তাহা থাকে অবিরল॥

জীবের মুক্তির চাবি জননীর হাতে।
দীক্ষা দিয়ে 'তুমি মুক্ত' কন সাথে সাথে।
কপালমোচন রূপে থাকেন জননী।
বিধির বিধান তাও কেটে দেন তিনি॥
কোনো চেষ্টা নাহি করে জলবিন্দু গণ।
সূর্যের কারণে করে ঊর্ধ্বেতে গমন॥
সেইমত জননীর আশ্রিত সন্তান।
নিজে চেষ্টা না করিলেও সব কিছু পান।

মুক্তেশ্বরানন্দ নামে জনৈক সন্তান।
অতি বাল্যকালে তিনি প্রভুমঠে যান॥
বাবুরাম মহারাজ বলেন একদা।
উদ্বোধনে রয়েছেন জননী সারদা॥
ললিতেরা দীক্ষা তরে মার কাছে যায়।
তাহাদের সাথে তুইও বলি হয়ে আয়॥
সেই ভক্ত সেইকথা করিয়া শ্রবণ।
বলি হতে মার কাছে করিল গমন॥
তেরশ একুশ সনে অক্ষয় তৃতীয়া।
সেই দিন পুত্রে দীক্ষা দেন মহামায়া॥
দীক্ষালাভ হইবার মাস দুই পরে।
একদা দেখিল পুত্র স্বপনের ঘোরে॥
সারদা-মা আসি যেন বলেন সন্তানে।
বিবাহ করিতে হবে তোমাকে জীবনে॥
ইহজন্ম শেষজন্ম নহেক তোমার।
মাদ্রাজে ব্রাহ্মন বংশে জন্মিবে আবার॥
নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন কথা করিয়া শ্রবণ।
আতঙ্কিত পুত্র শুধু করেন ক্রন্দন॥
প্রবীন সন্ন্যাসী এক শুনি স্বপ্নকথা।
ভীতিগ্রস্ত সন্তানকে বলিলেন তথা॥
শ্রীঠাকুর সারদা-মা যাহা কিছু কন।
সত্যরূপে তাহা দেখা দেয় অনুক্ষণ॥
স্বপ্নেও না কন এঁরা কভু মিথ্যাকথা।
নিশ্চয় স্বপ্নের বার্তা লভিবে পূর্ণতা॥
তাহা শুনি সন্তানের ভয় আরো বাড়ে।
চোখে নিদ্রা নাহি আসে, অরুচি আহারে
এইভাবে দুশ্চিন্তায় কাটে তার দিন।
ক্রমে ক্রমে তার দেহ হয় আরো ক্ষীণ॥
লজ্জায় বিষণ্ণচিত্তে আতঙ্কিত মনে।
একদা গেলেন তিনি মায়ের চরণে॥
প্রণমিয়া মাতৃপদে প্রাণ মন দিয়ে।
জিজ্ঞাসিল জননীরে আকুল হৃদয়ে॥
স্বপনের মাঝে মাগো তুমি বল যাহা।
আমাদের জীবনে কি সত্য হয় তাহা?।
তদুত্তরে 'সত্য হয়' করিয়া শ্রবণ।
সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া ধরে মায়ের চরণ॥
অভাগা পুত্রের যাহা একান্ত সম্বল।
সে চরণে ফেলে শুধু তপ্ত অশ্রুজল॥
আকুলি বিকুলি পুত্র ভাসি অশ্রুনীরে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব বলে জননীরে॥
কিছুতেই নাহি ছাড়ি অভয় চরণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্র জননীরে কন॥
কৃপা করে রক্ষ মাগো আমি নিরুপায়।
তুমি ছাড়া ত্রিভুবনে মোর কেহ নাই॥
সন্তানের কান্না শুনি জননী হৃদয়।
আকুলিত পুত্রস্নেহে বিগলিত হয়॥
ভূমিশয্যা হ'তে পুত্রে তুলিয়া যতনে।
স্নেহ চুমা খান মাতা সতৃপ্ত বদনে॥
অনন্তর বরাভয়া দিলেন অভয়।
স্বপ্নের কথায় আর নাহি করো ভয়॥
আমার কথায় আর বিবাহ না হবে।
স্বাধীন হয়েই তুমি চিরদিন রবে॥
আরো বলি জন্ম নাহি হবে আরবার।
ইহজন্মে শেষজন্ম হইবে তোমার॥
মায়ের অভয় শুনি নাচিতে নাচিতে।
প্রভুমঠে ফিরে পুত্র আনন্দিত চিতে॥

অন্যদিন সেই পুত্র বলে জননীরে।
বিশেষ একটি প্রশ্ন জেগেছে অন্তরে॥
তোমার নিকট হতে যারা দীক্ষা লভে।
তাদের কি পুনরায় জন্ম নাহি হবে?।
মাতা ও রাখাল ছাড়া অন্য কোন জন।
কাহারেও দীক্ষা নাহি দিতেন তখন॥
সন্তানের প্রশ্ন শুনি স্নেহভরা মনে।
সারদা-মা বলিলেন গম্ভীর বদনে॥
রাখাল, আমার হাতে দীক্ষা নিবে যারা।
পুনরায় জন্ম নাহি লভিবেক তারা॥
কিন্তু জেনো কারো কারো পুনর্জন্ম হবে
শ্রীঠাকুর পুনঃ যবে আসিবেন ভবে॥

জননীর সেই পুত্র বালক বয়সে।
রগচটা আছিলেন স্বভাবের বশে॥
কৃষ্ণলাল মহারাজ সস্নেহ অন্তরে।
ভক্তের কল্যাণ হেতু রাখেন নজরে॥

সবা সাথে যাতে নাহি করে মেলামেশা।
সেমতি বলেন ভক্তে দিয়ে ভালবাসা ॥
কিন্তু সেই ভক্ত তার বয়সের দোষে।
আদেশ অগ্রাহ্য করি সবা সাথে মেশে ॥
পরস্পর আচরণে না থাকিলে মিল।
সামান্য কারণে শুরু হয় গরমিল ॥
অপরের সাথে তাহে হয় চটাচটি।
তাহা হতে মাঝে মাঝে হয় হাতাহাতি ॥
উপস্থিত প্রবীণেরা অতি তাড়াতাড়ি।
সেথা আসি বন্ধ করে দেন মারামারি ॥
মাঝে মাঝে ঘটনাদি চলে এইভাবে।
তবু ঠিক নাহি করে আপন স্বভাবে ॥
কৃষ্ণলাল মহারাজ বড় নিষ্ঠাবান।
বিশিষ্ট সেবকরূপে মাতৃগতপ্রাণ ॥
অল্প বয়সের যারা সাধু ব্রহ্মচারী।
তাদের রাখেন সদা স্নেহ যত্ন করি ॥
একদিন সেই ভক্ত মিলি কয়জনে।
জননীরে প্রণমিতে আসে উদ্বোধনে ॥
প্রণামের পরে নীচে আসিলে নামিয়া।
কৃষ্ণলাল সেই ভক্তে বলেন ডাকিয়া ॥
মুক্তেশ্বরানন্দ তুমি এস একবার।
তোমারে ডাকেন হেথা জননী আবার ॥
যেতে যেতে পুত্র লিপ্ত থাকে চিন্তাজালে।
নির্ঘাত বকুনি আজ আমার কপালে ॥
মোর আচরণ যাহা মোটে ভাল নয়।
মহারাজ বলেছেন মায়েরে নিশ্চয় ॥
শিক্ষিকার রূপে মাতা তুলনাবিহীনা।
পুত্র ভাল হবে কিসে থাকে ভাল জানা ॥
মন্দকে বলিলে মন্দ বকাবকি হলে।
মন্দ আরো মন্দ হয়ে যায় তার ফলে ॥
মনস্তত্ত্ববিদ্যামতে তাহার কারণ।
সংক্ষেপে তাহারি এবে দিব বিবরণ ॥
একগুঁয়ে যারা হয়, যারা অহংকারী।
আপন অহং-এ তারা রাখে সর্বোপরি ॥
অহং সত্তারে তার ক্ষুন্ন করিবারে।
যদি কেহ সে কারণে বকাবকি করে ॥
তাহলে সে সত্তা আরো ওঠে শিং তুলে।
হিতবাক্য সব কিছু দূরে দেয় ফেলে ॥
আপনার মনে বলে, দেখ বাহাদুরী।
আমারো উপরে কিনা চলে জারিজুরি ॥

অপরের ইচ্ছা ছিল যাতে হয় হিত।
হিতের বদলে কিন্তু ঘটে বিপরীত ॥
অন্য ধারা লোক থাকে যাহারা দুর্বল।
নিজেদের সর্বদাই ভাবে হীনবল ॥
তাদের দোষের জন্য বকাবকি হলে।
হতাশ নয়নে তারা ভাসে অশ্রুজলে ॥
মনে মনে বলে তারা কি করি উপায়।
ভাল কিছু করিবার কোনো সাধ্য নাই ॥
হীনমন্যতায় তারা ভুগি নিশিদিন।
দিনে দিনে হয়ে পড়ে আরো দীনহীন ॥
রাখিতে না পারে তারা নিজেতে বিশ্বাস।
সেইহেতু তাহাদের ঘটে সর্বনাশ ॥
কোনো ছাত্র অঙ্কে যদি সত্যি কাঁচা রয়।
কাঁচা কাঁচা বলিলেই পাকা নাহি হয় ॥
তাকে যদি বার বার বলা হয় গাধা।
তোর দ্বারা কোনো কাজ হবে নাকো সাধা ॥
তাহা হলে সেই ছাত্র গাধাই থাকিবে।
তার সাথে গোরু ভেড়া এসে যোগ দেবে ॥
আত্ম অবিশ্বাস ভাব ছাত্রের জীবনে।
সতত‌ই জেগে রবে তাহারি কারণে ॥
সেইহেতু ক্রমে যবে তার মনোবল।
সব কাজে সর্বভাবে হইবে বিফল ॥
যে শিক্ষার ফলে ছাত্র বিশ্বাস হারায়।
তাহাকে কখনো শিক্ষা নাহি বলা যায় ॥
সুদক্ষ শিক্ষক যিনি ছাত্র হিতে রত।
অক্ষম ছাত্রকে ভালবাসেন সতত ॥
অন্তরে দরদ নিয়ে, দিয়ে ভালবাসা।
ছাত্রের হতাশ মনে এনে দেন আশা ॥
অনেক ভুলের মাঝে কিছু ঠিক পেলে।
তাহাই শিক্ষক সদা ধরিবেন তুলে ॥
বলিবেন এইতো রে হয়েছে সঠিক।
আর কিছু খাটিলেই সব হবে ঠিক ॥
ঠিকমত পড়াশুনা আগে হয় নাই।
তাই তোর কিছু কিছু ভুল থেকে যায় ॥
মাস দুই খাটিলেই পাশ করে যাবি।
আর কিছু পরিশ্রমে 'লেটার' পাইবি ॥
যথেষ্ট পড়ার বুদ্ধি তোর মাঝে রয়।
জেনে রাখ্ ইহা মোর সুদৃঢ় প্রত্যয় ॥
শিক্ষকের কথা শুনি প্রাণে জাগে আশা।
ক্রমে ক্রমে অঙ্ক তরে জন্মে ভালবাসা ॥

আতঙ্কের স্থানে লভি আনন্দের স্বাদ।
আরো অঙ্ক কষে পায় অন্তরে প্রসাদ ॥
ক্রমে ক্রমে সেই ছাত্র ভাল হয়ে যায়।
মন্দকেও এই ভাবে ভাল করা যায় ॥
স্রোতকে দানিলে বাধা আড়ো জোর বাড়ে।
খুব জোরে স্রোত হ'লে বাঁধ ভেঙে পড়ে ॥
স্রোতের সম্মুখ বাঁধে বহু কষ্ট আসে।
ফেরানো স্রোতের মোড় যায় অল্পায়াসে ॥
স্রোতরূপে মানুষের প্রবৃত্তি বাসনা।
আপন গতিতে চলে নাহি শোনে মানা ॥
ভালবাসা দিয়ে স্রোতে মোড় ফিরাইলে।
ক্রমে ক্রমে সেই স্রোত শুভপথে চলে ॥
জননীর বিশ্বজুড়ে পুত্র শত শত।
তাদের কল্যাণে মাতা থাকেন সতত ॥
জন্ম জন্মান্তর ধরে সঞ্চিত সংস্কার।
বিভিন্ন পুত্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার ॥
কেহ চলে পুণ্য পথে, পাপ পথে কেহ।
সকলেরি তরে কিন্তু থাকে মাতৃস্নেহ ॥
পাপেরে করেন ঘৃণা, স্নেহ পাপী তরে।
স্নেহ পেয়ে আশা জাগে পাপীর অন্তরে ॥
মায়ের কৃপায় ভাল হইব নিশ্চয়।
আত্মবিশ্বাসের ভাব তাহে উপজয় ॥
ক্রমে ক্রমে সেই পুত্র পাপ পথ ছাড়ি।
প্রেমে পূর্ণ হয়ে চলে প্রভুপথ ধরি ॥
প্রত্যেকের হৃদে রন প্রভু ভগবান।
আপন জ্যোতিতে তিনি চির জ্যোতিষ্মান ॥
প্রবৃত্তি বাসনা যত মৃত্তিকার রূপে।
মানুষের অন্তরকে ঢেকে রাখে চুপে ॥
মৃত্তিকার আবরণ যদি যায় সরে।
উদ্ভাসিত হন প্রভু সন্তান অন্তরে ॥
জননীর কৃপাধন্য যতেক সন্তান।
আবরণ মুক্ত হয়ে শ্রীপ্রভুরে পান ॥
পুনরায় ফিরে যাই পূর্বের কথায়।
মুক্তেশ্বরানন্দ যবে উপরেতে যায় ॥
তাহাকে দেখেই মাতা কন স্নেহভরে।
'কেষ্টলাল, বলছিলে তুমি এর তরে ? ॥
এতো খুব ভাল ছেলে, বৃহৎ আধার।
দেখিতেছি পুনর্জন্ম নাহি হ'বে আর ॥
তাহা ছাড়া এযে মোর স্নেহের সন্তান।
মোর তরে ধরে কত আন্তরিক টান ॥

ছেলের আছিল শঙ্কা বকুনির তরে।
বকুনির স্থানে দেখে আসে স্নেহ ঝরে ॥
জননীর স্নেহ বাক্যে বুক ভরে যায়।
আকুলিতভাবে মার চরণে লুটায় ॥
স্নেহস্পর্শে সযতনে তুলিয়া সন্তানে।
স্নেহচুমা খান মাতা স্নেহের বয়ানে ॥
অনন্তর করস্থিত জপমালাখানি।
রাখেন পুত্রের শিরে সারদা-জননী ॥
শিরে জপ করে মাতা বলেন ঠাকুরে।
আমার ছেলের রাগ দাও দূর করে ॥
স্নেহঝরা কণ্ঠে তবে বলেন সন্তানে।
রাগকে চন্ডাল রূপে সকলেই জানে ॥
আমিতো তোমার মা, তুমি মোর ছেলে।
পুত্র দোষ করিলেই মাকে মন্দ বলে ॥
তুমি যবে মারামারি কর ক্রোধবশে।
অন্যেরা আসিয়া সবে আমাকেই দোষে ॥
ছেলেকি কখনো করে সেইরূপ কাজ।
যাহাতে তাহার মাকে পেতে হয় লাজ ? ।
তুমিতো আমার ছেলে, কত ভালবাস।
আন্তরিক টান নিয়ে তুমি হেথা আস ॥
আমি জানি এর পর মোর মুখ চেয়ে।
ক্রোধকে কখনো স্থান না দেবে হৃদয়ে ॥
যারা তব সঙ্গীরূপে থাকে বিদ্যমান।
তারাও আশ্রিত মোর, আমার সন্তান ॥
প্রভুভক্তরূপে তারা সকলেই রয়।
সবার প্রকৃতি কিন্তু তবু এক নয় ॥
একই প্রকৃতি হলে মনে থাকে মিল।
বিরুদ্ধ প্রকৃতি সাথে ঘটে গরমিল ॥
সেই ভাবে বুঝে শুনে করো মেলামেশা।
সর্বোপরি প্রভুপদে রেখো ভালবাসা ॥
অবশেষে পুত্রে মাতা করি আশীর্বাদ।
দিলেন সস্নেহে খেতে প্রভুর প্রসাদ ॥
অতঃপর সেই পুত্র সদা ভাবে মনে।
মাতা যেন সুখী হন মোর আচরণে ॥
করিব না সেই কাজ কারণে যাহার।
অন্তরে পাবেন কষ্ট জননী আমার ॥
কিবা অপরূপ দেখ মার শিক্ষাধারা।
ক্রোধী ছেলে মাতৃপ্রেমে হল আত্মহারা ॥
এইবার হবে সেই বিবরণ দান।
বরাভয় যে ভাবেতে লভেন সন্তান ॥

বলরাম বসু হন ভক্ত শিরোমণি।
মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ তাঁহার ঘরণী॥
শ্রীপ্রভুর থাকে যত সন্তান-সন্ততি।
তাঁহাদের তরে তিনি সদা স্নেহমতী॥
ব্রহ্মানন্দ মহারাজ প্রভুর সন্তান।
মাঝে মাঝে বসু গৃহে হয় অবস্থান॥
মুক্তেশ্বরানন্দ, তিনি সেবকের রূপে।
মহারাজ, তাঁর সেবা করে যান চুপে॥
ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কিছুদিন ধরে।
ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন থাকি বসুঘরে॥
ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, তাঁর সন্নিধানে।
ভক্তটিও থাকিতেন সেবার কারণে॥
সেথা থাকি সেই ভক্ত ধ্যান জপ করে।
কিছুতেই শান্তি কিন্তু না পান অন্তরে॥
মাতৃধাম উদ্বোধন, বসুগৃহ হতে।
মিনিট কয়েক মাত্র হয় হাঁটাপথে॥
জননীও সেইকালে ইষ্টগোষ্ঠী সনে।
স্নেহ সুরধুনী রূপে রন উদ্বোধনে॥
সংসারে সন্তান কভু কিছু নাহি পেলে।
প্রথম ক্ষোভের কোপ মার 'পরে চলে॥
রাগারাগি কান্নাকাটি মান-অভিমান।
নির্বিচারে মার 'পরে চালায় সন্তান॥
আপনার অক্ষমতা দোষ ত্রুটি যত।
স্নেহবশে মার ঘাড়ে চাপায় সতত॥
পুত্র শান্তি নাহি পায় ইচ্ছা অনুযায়ী।
এর তরে ভাবে পুত্র জননীই দায়ী॥
মার সাথে চলে তাহে মান অভিমান।
সেইহেতু মার কাছে আর নাহি যান॥
অতি সন্নিকটে তবে থাকেন জননী।
বছর তিনেক তবু নাহি যান তিনি॥
তাঁর মনে এক চিন্তা জাগিছে সদাই।
দিয়েছেন মন্ত্র মাতা আমারে কৃপায়॥
তবুও এমনি মোর হয় মতিগতি।
মহামন্ত্র পাইয়াও না হয় উন্নতি॥
আমার জীবন এবে হয়েছে বিফল।
মার কাছে গিয়ে আর কিবা হবে ফল?
প্রবীণ সন্ন্যাসী এক তাঁর উপদেশে।
লিখিলেন চিঠি এক মায়ের উদ্দেশে॥
জননীগো তুমি মন্ত্র দিলে কৃপা করে।
কিছুতেই তবু শান্তি না লভি অন্তরে॥
ঠিকমত তপস্যাদি করিতে না পারি।
মন্ত্রটি ফেরৎ তাহে নাও কৃপা করি॥
চিঠি লেখা হইবার কয়দিন পরে।
জননী ডাকেন পুত্রে সস্নেহ অন্তরে॥
পুত্র তবে আসিলেই মাতৃ সন্নিধানে।
জননী সন্তানে কন স্নেহের বয়ানে॥
দেখ বাবা সূর্য থাকে আকাশের 'পরে।
জল কিন্তু পৃথিবীতে থাকে নিচে পড়ে॥
জলের স্বভাব ধর্ম নিচু দিকে যাওয়া।
মনেরো স্বভাব থাকে ভোগমুখী হওয়া॥
সূর্যকে ডাকিয়া কিন্তু জল নাহি বলে।
তুমি ওগো কৃপা করে নাও মোরে তুলে॥
সূর্যের স্বভাব হ'ল জলে বাষ্প করে।
আপন নিয়মে তাহা তুলিবে উপরে॥
মহামন্ত্র যাহা তুমি পেয়েছ জীবনে।
সময়ে তাহারি তরে শান্তি পাবে মনে॥
শ্রীঠাকুর নিয়েছেন তোমাদের ভার।
এখন সকল কিছু দায়িত্ব তাঁহার॥
কৃপা সূর্যরূপে থাকি প্রভু অন্তর্যামী।
মনকেও করিবেন কালে ঊর্ধ্বগামী॥
ধ্যান জপ করিবার নাই প্রয়োজন।
তোমার সকল ভার নিলাম এখন॥
বরাভয়া কাছ হতে অভয় লভিয়া।
আনন্দেতে সেই পুত্র গেলেন ফিরিয়া॥
নলিনবিহারী নামে জনৈক সন্তান।
মাঝে মাঝে ভক্তিভরে মার কাছে যান॥
তারো মনে চিন্তারাশি জাগে একদিন।
মার কাছে আসা যাওয়া হল এতদিন॥
দীক্ষালাভও করিলাম জননীর হতে।
তবুও উন্নতি নাহি বুঝি কোনোমতে॥
মাতৃকৃপা লভিয়াও ভাবি অনুক্ষণ।
তেমনি রয়েছি আমি ছিলাম যেমন॥
একদা আবেগভরে মার কাছে আসি।
বলিলেন সব কথা লয়ে দুঃখ রাশি॥
তদুত্তরে সারদা-মা বলেন তখন।
চিন্তাগ্রস্ত যেন নাহি হয় তব মন॥
উন্নতি হয়েছে যাহা তোমার মাঝারে।
অবিলম্বে তাহা মন ধরিতে না পারে॥
মনে কর রাত্রিকালে খাটের উপরে।
নিদ্রামগ্ন হয়ে তুমি আছো ঘুম ঘোরে॥

সেইকালে খাটশুদ্ধ তোমাকে তুলিয়া।
লোকজন অন্যস্থানে আসিল রাখিয়া॥
ঘুম ভাঙ্গা সাথে সাথে তোমার অন্তর।
বুঝিতে অক্ষম রবে সেই স্থানান্তর॥
কাটিলে ঘুমের ঘোর পরিষ্কার ভাবে।
তখনি বুঝিবে সব স্বাভাবিক ভাবে॥
এখন রয়েছ বদ্ধ মায়া মোহ ডোরে।
নেশাগ্রস্ত হয়ে যেন বাসনার ঘোরে॥
কতদূর এগিয়েছ তুমি এই ফাঁকে।
বুঝিতে পারিবে যদি ঘোর নাহি থাকে॥
প্রভু দেওয়া সিদ্ধমন্ত্র আমি দিই সদা।
চুপে চুপে তাহা কাজ করিবে সর্বদা॥
না বুঝিলেও এই কথা রেখো তুমি মনে।
সেই মন্ত্র কাজ করে চলেছে গোপনে॥
শ্রীইন্দু ভূষণ নামে জনৈক সন্তান।
শিলঙ্ শহরে হয় তাঁর কর্মস্থান॥
তেরশ সতেরো সনে কালীপূজা কালে।
বাঁধা পড়িলেন তিনি মাতৃ স্নেহজালে॥
সারদা-মা কৃপাভরে তাঁহার সন্তানে।
করিলেন চিরধন্য মহামন্ত্র দানে॥
দীক্ষালাভ করিবার কিছুদিন পরে।
মার কাছে আসিলেন সভক্তি অন্তরে॥
জননীকে কন তবে কথায় কথায়।
সাংসারিক ঝঞ্ঝাটের সীমা নাহি পাই॥
তাহার উপর মাগো রয়েছে চাকুরী।
ধ্যান জপ তাহে ঠিক করিতে না পারি॥
সেইহেতু নাহি হয় মনের উন্নতি।
চিন্তা জাগে কিবা হবে মোর শেষ গতি॥
বরাভয়া কন তবে দানিয়া অভয়।
প্রভুর কৃপায় রেখো সুদৃঢ় প্রত্যয়॥
এখন করিয়া যাও যাহা আসে প্রাণে।
অন্তিমে যাইবে ধ্রুব শ্রীপ্রভুর স্থানে॥
অন্তিম কালেতে প্রভু আসিয়া আপনি।
সবারে কৃপায় লয়ে যাইবেন তিনি॥
সত্যের স্বরূপ যিনি জগতের প্রভু।
তাঁর কথা মিথ্যা নাহি হইবেক কভু॥
সেই পুত্র পুনরায় ভাসি অশ্রুনীরে।
করিলেন ভক্তিভরে প্রশ্ন জননীরে॥
যাহাদের দীক্ষা তুমি দিয়েছ কৃপায়।
তাহারা কি পুনঃ নাহি জন্মিবে ধরায় ?।
উত্তরে বলেন মাতা যারা মন্ত্র লভে।
তাহাদের আর কভু জন্ম নাহি হবে॥
অন্তরে বিশ্বাস সবে রেখো সর্বক্ষণে।
সর্বদাই একজন আছেন পিছনে॥
জননী থাকেন যবে কোয়ালপাড়ায়।
আরো একবার পুত্র গেলেন সেথায়॥
প্রণমিয়া মাতৃপদে বলেন তখন।
করা নাহি হয় কিছু সাধন ভজন॥
সেইহেতু চিন্তা মোর জাগে প্রতিদিন।
বস্তু লাভ নাহি হবে মোর কোনোদিন॥
বরাভয়া কন তবে দানিয়া আশ্বাস।
আমার উপরে তুমি রাখিও বিশ্বাস॥
তোমাকে করিতে কিছু নাহি হবে আর।
আমি করে দেব সব বদলে তোমার॥
মায়ের অভয় বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আনন্দেতে পুত্র করে অশ্রু বরিষণ॥
একদা পাটনা হতে জিতেন্দ্র মোহন।
কোয়ালপাড়ার মঠে করেন গমন॥
কৃপাময়ী সারদা-মা স্নেহের বয়ানে।
ইষ্টগোষ্ঠী সাথে তবে থাকেন সেখানে॥
জনৈক সন্তান সেথা জননীরে কন।
বড়ই চঞ্চল মাগো হয় মোর মন॥
কিছুতেই নাহি থাকে স্থির একস্থানে।
উপায় বলিয়া দাও কৃপার বয়ানে॥
বিভিন্ন বিষয়ে শুধু ছোটে ফাঁকে ফাঁকে।
কিছুতেই একস্থানে স্থির নাহি থাকে॥
কি করিব তাহা আমি ভেবে নাহি পাই।
কৃপা করে তুমি মাগো বলহ উপায়॥
তদুত্তরে সারদা-মা কৃপাভরে কন।
ঠাকুরের নাম তুমি করো অনুক্ষণ॥
ঝড়ের প্রকোপে যথা মেঘ যায় কেটে।
সেমতি বিষয়মেঘ নামে যায় টুটে॥
তখন জিতেন বাবু কন করজোড়ে।
কিছুতেই কামভাব নাহি যায় দূরে॥
কৃপা করে কৃপাময়ী বলে দাও তুমি।
রিপুরে করিব দূর কি-প্রকারে আমি ?।
তাহা শুনি সারদা-মা কন স্নেহভরে।
কামভাব কভু নাহি যায় একেবারে॥
কিছু কিছু থাকিবেই থাকিলে শরীর।
প্রভুনাম করে যাও হবে ধীর স্থির॥

ধূলিপড়া পড়িলেই সাপের মাথায়।
মোটামুটিভাবে সাপ স্থির হয়ে যায়॥
সেমতি প্রভুর নাম যদি করা হয়।
তাহলে রিপুর কোপ স্তব্ধ হয়ে রয়॥
ডাক্তার উমেশচন্দ্র মায়ের সন্তান।
ময়মনসিংহ হতে মার কাছে যান॥
জয়রামবাটীধামে জননী তখন।
ভক্তিভরে সেথা তাঁর হয় আগমন॥
একদিন সেই পুত্র কন করজোড়ে।
কিছু কথা জানিবারে বড় ইচ্ছা করে॥
ঠাকুরের বাণী 'যাঁরা তাঁর কাছে যাবে।
তাহাদের কভু জন্ম আর নাহি হবে'॥
পেয়েছে আশ্রয় যারা নিকটে তোমার।
তাদেরো কি পুনর্জন্ম নাহি হবে আর?
পুনর্জন্ম নাহি হবে বলিলে জননী।
পুনরায় আরো প্রশ্ন করিলেন তিনি॥
তোমা হতে দীক্ষালাভ করিয়াছে যারা।
ধ্যান জপ পূজা যদি নাহি পারে তারা॥
তাহা হলে তাহাদের কি হবে উপায়।
তাহাও জানিতে মাগো বড় ইচ্ছা যায়॥
তাহা শুনি মাতা কন হয়ে স্নেহমনা।
তোমরা তাহার তরে না করো ভাবনা॥
চিরশান্তিময়রূপী রামকৃষ্ণধাম।
রেখেছেন তৈরী করে প্রভু গুণধাম॥
কামনা বাসনা যত রয়েছে অন্তরে।
পূরণ করিয়া তাহা নাও ইচ্ছা ভরে॥
অন্তিমেতে উচ্চারিয়া রামকৃষ্ণ নাম।
তোমরা পেঁাছিয়া যাবে রামকৃষ্ণধাম॥
অনুপম মাতৃনিষ্ঠ কিশোরী সন্তান।
মায়ের সেবক রূপে সদা বিদ্যমান॥
সন্তানেও স্নেহময়ী জননী সারদা।
পক্ষপুটে রাখি রক্ষা করেন সর্বদা॥
একদিন কিশোরীও ভাসি অশ্রুনীরে।
কথার প্রসঙ্গক্রমে কন জননীরে॥
স্নেহময়ী মাগো তুমি স্নেহের আধার।
তুমি ছাড়া মোর তরে কেহ নাহি আর॥
মাঝে মাঝে মন হয় যেরূপ চঞ্চল।
তাহাতে দারুণ চিন্তা জাগে অবিরল॥
সর্বদাই তাহে মাগো আশঙ্কাতে থাকি।
ভয় হয় শেষ কালে ডুবে যাব নাকি?॥
বরাভয়া কন তবে নাহি করো ভয়।
রক্ষা করিবেন প্রভু সকল সময়॥
প্রভুর সন্তান সবে প্রভুর কৃপায়।
যে কোনো বিপদ হতে সদা রক্ষা পায়॥
শ্রীপ্রভুর কৃপাধন্য আমার সন্তান।
চির অভীঃ হয়ে তুমি রবে বিদ্যমান॥
গগন নামেতে মার জনৈক সন্তান।
অতিবাল্যে পান তিনি মাতৃপদে স্থান॥
কোয়ালপাড়ায় তাঁর আছিল আলয়।
সেথা থাকি মার সাথে যোগাযোগ হয়॥
ঋতানন্দ নাম হয় সন্ন্যাসের পরে।
মার চিন্তা জাগে সদা তাঁহার অন্তরে॥
প্রভু মঠ বিরাজিত কোয়ালপাড়ায়।
বাল্যকালে সেই পুত্র থাকেন সেথায়॥
জয়রামবাটীধামে থাকিলে জননী।
প্রায় প্রতিদিন সেথা যাইতেন তিনি॥
মার তরে শাকসব্জী যোগাড় করিয়া।
লইয়া যেতেন তিনি ঝুড়িতে ভরিয়া॥
তাছাড়া পূজার পুষ্প করিয়া চয়ন।
একসাথে নিয়ে সব যেতেন গগন॥
সঙ্গের জিনিষগুলি রাখিয়া যতনে।
সাষ্টাঙ্গে বন্দিত পুত্র মায়ের চরণে॥
জননীও স্নেহচুমা খান স্নেহভরে।
অনন্তর গুড়মুড়ি খেতে দেন তারে॥
একদিন পথিমাঝে পুত্র ভাবে মনে।
করিব আজিকে প্রশ্ন মায়ের চরণে॥
শুধাব কিরূপ হবে সাধন ভজন।
যাহাতে লভিব আমি প্রভুর দর্শন॥
মাতৃধামে পেঁাছি তবে বৈকাল বেলায়।
দেখিলেন মালা হাতে মাতা বারান্দায়॥
মার কাছে পেঁাছিয়াই প্রশ্ন যায় ভুলি।
আকুলিতভাবে নেন মার পদধূলি॥
অনন্তর করজোড়ে ভাসি অশ্রুনীরে।
কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি কন জননীরে॥
অবোধ বালক আমি অধম সন্তান।
তব পদ ছাড়া মোর নাহি আর স্থান॥
জ্ঞান ভক্তি কিছু নাই আমার অন্তরে।
তবু মোর সব ভার নাও কৃপা করে॥
তাহা শুনি সারদা-মা দিলেন অভয়।
নাহি কেঁদো বাছা তুমি নাহি করো ভয়॥

নিয়েছি তোমার ভার বহুদিন হতে।
প্রভুর কৃপাও জেনো আছে সেই মতে ॥
আরো কিছুদিন পরে সন্তান গগন।
স্নেহময়ী জননীরে দেখিল স্বপন ॥
সেইকালে মাতা যেন কন স্নেহভরে।
ব্রহ্মচর্য লও তুমি দেরী নাহি করে ॥
হরি মহারাজ সব করিয়া শ্রবণ।
বলিলেন মার কাছে কর নিবেদন ॥
জননী শুনিয়া সব সস্মিত বদনে।
স্নেহভরে বলিলেন সন্তান গগনে ॥
কাল আমি পূজাঘরে থাকিব যখন।
নূতন কাপড় নিয়ে আসিও তখন ॥
পরদিন সেই পুত্র প্রভুর কৃপায়।
চিরতরে মার পদে স্থান পেয়ে যায় ॥
দীক্ষাকালে সারদা-মা স্নেহের বয়ানে।
প্রভুমূর্তি দেখাইয়া বলেন সন্তানে ॥
কৃপাময় শ্রীঠাকুরে বল করজোড়ে।
আমার সকল ভার দিলাম তোমারে ॥
অনন্তর পুত্রকরে দিয়ে বস্ত্রখানি।
আবিষ্ট অন্তরে তবে বলেন জননী ॥
প্রভুর চরণে তুমি রাখিও বিশ্বাস।
প্রাণের ভিতরে আজি দিলাম সন্ন্যাস ॥
সেইকালে সেই পুত্র ভাবে দিশাহারা।
আনন্দেতে পরিপূর্ণ পাগলের পারা ॥
জননীর কৃপাধন্য হইল যেদিন।
এই ভাব থাকে পরে আরো কয় দিন ॥
বৈকুণ্ঠ নামেতে মার জনৈক সন্তান।
একদা বিমর্ষ মনে উদ্বোধনে যান ॥
আকুলিত ভাবে নমি জননীরে কন।
অভাগা সন্তানে দয়া করিবে কখন ? ॥
অধরা হইয়া ধরা নাহি দিতে চান।
বড়ই হেঁয়ালী পূর্ণ জননীর প্রাণ ॥
কেহ কিছু চাহিলেই অতীব কৌশলে।
প্রভুরে দেখায়ে দেন নানা ছলে বলে ॥
'কখন করিবে কৃপা ?' তাহার উত্তরে।
জননী বলেন পুত্রে 'ডাকহ ঠাকুরে' ॥
সাধন ভজন করি সৎসঙ্গে রবে।
ঠাকুরকে ডাকিলেই সব তুমি পাবে ॥
যেমতি জননী তাঁর সন্তান তেমতি।
বৈকুণ্ঠ বলেন তবে ক্ষোভভরে অতি ॥

এই সব অছিলায় কিছু নাহি দিলে।
যেমন ছিলাম পূর্বে তেমনি রাখিলে ॥
নিজে নাহি দিয়ে কিছু বলে নানা কথা।
ভুলিয়ে রাখিতে চাও নাহি বুঝে ব্যথা ॥
দেখি নাই কভু আমি তোমার ঠাকুরে।
তুমি তাহে বল নিজে সন্তানের তরে ॥
অযোগ্য হয়েও তব লভিয়াছি দয়া।
সেইহেতু কিছু করে দাও মহামায়া ॥
তদুত্তরে মাতা কন নাহি দিয়ে ধরা।
একান্ত কর্তব্য হয় জপধ্যান করা ॥
সেই সব না করিলে নিত্য নিষ্ঠাভরে।
কিরূপে লভিবে শান্তি তোমার অন্তরে ॥
পুত্র তবে বলে মাগো জানাবারে চাই।
জপ টপ করিবার আর ইচ্ছা নাই ॥
আমার যেটুকু সাধ্য আমার বিচারে।
জপধ্যান করিয়াছি সেই অনুসারে ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ আছিল যেমতি।
ধ্যানজপ করিয়াও রয়েছে সেমতি ॥
হতাশ অন্তরে আমি দেখিবারে পাই।
মনের ময়লা মোর কিছু কাটে নাই ॥
তদুত্তরে পুনঃ মাতা বলেন সন্তানে।
মনের ময়লা কাটে নিত্য জপ ধ্যানে ॥
পাগলামি নাহি করে তাহা করে যাবে।
প্রভুর কৃপায় তবে মনে শান্তি পাবে ॥
উত্তেজিত পুত্র তবে বলে পুনর্বার।
সাধনা করিতে নাই ক্ষমতা আমার ॥
জপধ্যান করিবার চেষ্টা করা হলে।
বিভিন্ন কুচিন্তা সব আসে দলে দলে ॥
মন তাহে হয়ে যায় ভীষণ চঞ্চল।
এইরূপ ইতিহাস চলে অবিরল ॥
শোনো মা তোমাকে আমি বলি সাফ কথা।
তুমি দূর করে দাও মোর আবিলতা ॥
যাহাতে কুচিন্তা মোর আর নাহি জাগে।
সাধনা করিতে পারি ভক্তি অনুরাগে ॥
তাহা যদি তুমি নাহি দাও কৃপা করে।
তাহলে তোমার মন্ত্র তুমি নাও ফিরে ॥
শুনিয়াছি জপ শিষ্য নাহি করে যদি।
গুরুকে ভুগিতে হয় তাহে নিরবধি ॥
মোর তরে তুমি কষ্ট পাইবে সদাই।
সেইহেতু মন্ত্র আমি ফিরে দিতে চাই ॥

শুনিয়া সকল কথা সারদা-মা কন।
তোমাদের কথা আমি ভাবি অনুক্ষণ॥
প্রভু করেছেন কৃপা তোমাদের আগে।
আমিও আকুল থাকি স্নেহ অনুরাগে॥
বলিতে বলিতে মার চোখে আসে জল।
স্নেহ সুরধুনী স্নেহে হলেন বিহ্বল॥
গম্ভীর হইয়া মাতা বলিলেন তবে।
মন্ত্রজপ তোমাকে আর করিতে না হবে॥
মায়ের কথার মর্ম না বুঝি সন্তান।
নিদারুণ ভয়ে হয় আতঙ্কিত প্রাণ॥
ভাবিলেন সব শেষ হ'ল আজি হতে।
ফিরায়ে নিলেন মন্ত্র মোর কাছ হতে॥
প্রাণের আবেগ সহ ব্যাকুল অন্তরে।
পুত্র কয় মাগো তুমি নিলে সব কেড়ে?।
এখন কি করি আমি ভাবি অশ্রু জলে।
নিশ্চিত যাইব এবে আমি রসাতলে॥
এই কথা সারদা-মা করিয়া শ্রবণ।
অতীব সুদৃঢ়কণ্ঠে বলেন তখন॥
যাহারা ডেকেছে মোরে কভু মাতা বলে।
কিছুতেই তারা নাহি যাবে রসাতলে॥
এসেছে সন্তানরূপে যারা মোর কাছে।
জেনো তুমি তাহাদের মুক্তি হয়ে আছে॥
বিধির নাহিক সাধ্য কোথা কোনো কালে।
যাহাতে আমার পুত্রে দেবে রসাতলে॥
তুমি মোর পুত্র, আমি জননী তোমার।
নিশ্চিত হইয়া থাক মোরে দিয়ে ভার॥
সর্বদা স্মরণ আরো রেখো মনে মনে।
ঠাকুর আছেন সদা তোমার পিছনে॥
সময় আসিলে তিনি আমার সন্তানে।
লইয়া যাবেন ধ্রুব তাঁর সন্নিধানে॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া আপন কৃপায়।
জননী সারদা রূপে আসেন লীলায়॥
অবতীর্ণা লীলাদেহে গুরুশক্তিরূপে।
স্নেহঘন মূর্তিময়ী কৃপার স্বরূপে॥
গুরুরূপে সারদা-মা কপালমোচন।
শিষ্যের ভাগ্যের লিপি করেন খণ্ডন॥
কৃপা ভালবাসা তাহে স্নেহ দিয়ে সদা।
শিষ্যকে করেন রক্ষা জননী সারদা॥
শিষ্যের অর্জিত পাপ জন্ম জন্ম ধরে।
সংস্কারের রূপে থাকে শিষ্যের অন্তরে॥
তাহাদের পাপ তাপ যত আধি ব্যাধি।
গ্রহণ করেন মাতা নিজে নিরবধি॥
নানাবিধ কষ্ট হতে মায়ের কৃপায়।
দুর্বল শিষ্যেরা তাহে অব্যাহতি পায়॥
কিন্তু সেই পাপ তাপ গ্রহণের ফলে।
মায়ের শরীর পড়ে রোগের কবলে॥
অসহ্য যন্ত্রণা মাতা পান রোগ হতে।
বুঝেও নিবৃত্ত নাহি হ'ন কোনোমতে॥
ইহকাল পরকাল সকলের ভার।
জননী নিতেন তাহা কৃপায় অপার॥
লীলা সংবরণ পূর্বে মাতা উদ্বোধনে।
শয্যাশায়ী হয়ে রন রোগের কারণে॥
আশ্রিত সন্তান এক ভাবে সেই স্থানে।
বড়ই নিশ্চিন্তে থাকি মাতৃ সন্নিধানে॥
মার তিরোধানে আমি হব নিরাশ্রয়।
ভবিষ্যৎ চিন্তা করে প্রাণে জাগে ভয়॥
পুত্রের মনের ভাব জানিয়া জননী।
অভয় দানিয়া তবে বলিলেন তিনি॥
চিন্তা নাহি করো বাছা তোমার অন্তরে।
চিরকাল রব আমি তোমাদের তরে॥
লীলাদেহে না থাকিলেও থাকি সূক্ষ্ম দেহে।
মোর পুত্রদিকে রক্ষা করিব সস্নেহে॥
তারা সবে মুক্ত নাহি হবে যতদিন।
ছুটি না মিলিবে জেনো মোর ততদিন॥
বড় সুকঠিন কর্ম হয় দীক্ষা দান।
শিষ্য পাশে সদা আমি করি অবস্থান॥
লীলাময় শ্রীঠাকুর লীলার স্বভাবে।
নানা জনে খেলাচ্ছেন তিনি নানা ভাবে॥
সে সমস্ত যত টাল আসে মোর ঘাড়ে।
সামলাতে হয় তাহা সব নির্বিচারে॥
যাদের আপন বলে করেছি গ্রহণ।
তাদের করিব রক্ষা আমি সর্বক্ষণ॥
যতক্ষণ ইষ্টলাভ তারা নাহি করে।
ততক্ষণ রব নিত্য তাহাদের তরে॥
শিষ্যদের যাতে হয় সর্বদা কল্যাণ।
সারদা-মা তাহে সদা জপ করে যান॥
শেষদিকে জননীর শরীর দুর্বল।
তবুও মায়ের জপ চলে অবিরল॥
রাত্রিবেলা প্রয়োজনে সেবক ডাকিলে।
অবিলম্বে এক ডাকে মার সাড়া মিলে॥

বহুবার তাহা হেরি বিস্মিত বদনে।
সেবক করেন প্রশ্ন মায়ের চরণে ॥
তুমি কি মা নিদ্রা নাহি যাও রাত্রিকালে ?
কিম্বা নিদ্রা নাহি আসে নয়নের কোলে ? ।
কি কারণে জেগে তুমি থাক সর্বক্ষণ।
তাহাই জানিতে ইচ্ছা করে মোর মন ॥
সেবকের প্রশ্ন শুনে সারদা-জননী।
স্নেহ বিগলিত কণ্ঠে বলিলেন তিনি ॥
কি আর করিব বাবা আমি নিরুপায়।
ছেলেরা আকুল হয়ে দীক্ষা নিয়ে যায় ॥
পরবর্তীকালে কিন্তু তাহারা অনেকে।
মায়া মোহে বদ্ধ হয়ে লক্ষ্য ভুলে থাকে ॥
নিয়মিত জপ ধ্যান কেহ নাহি করে।
কেহ বা মোটেই তাহা কভু নাহি করে ॥
যাদের নিয়েছি ভার আপনার বলে।
আমাকে দেখিতে হয় তাদের সকলে ॥
তাহাদের তরে জপ করি সর্বক্ষণে।
প্রার্থনা জানাই সাথে প্রভুর চরণে ॥
হে ঠাকুর কৃপাময়, কৃপার আধার।
কৃপা করে নিও মোর পুত্রদের ভার ॥
ইহকাল পরকাল তাদের সকলি।
তোমার চরণে আমি দিয়েছি অঞ্জলি ॥
এ সংসারে দুঃখ কষ্ট সদা লেগে রয়।
তাহাদের আর যেন আসিতে না হয় ॥
ওদের চৈতন্য দিয়ে করো কৃপা দান।
অন্তিমেতে লভে যেন তব পদে স্থান ॥
জনৈক ভক্তকে মাতা বলেন একদা।
তোমাদের কথা আমি চিন্তা করি সদা ॥
যখন সকল ভার দিয়েছ আমারে।
করিতে হবে না তবে কিছুই তোমারে ॥
তোমার যা কিছু করা হবে প্রয়োজন।
সকলি করিব আমি জেনো সর্বক্ষণ ॥
মায়ের অভয় বাক্য সন্তানের তরে।
শ্রবণ করিয়া তবে ভক্ত প্রশ্ন করে ॥
তোমার যেখানে যত রয়েছে সন্তান।
তাদের তরেও কি মা একই বিধান ? ।
তদুত্তরে সারদা-মা কন স্নেহভরে।
আমাকে খাটিতে হয় সকলেরই তরে ॥
সত্য ইহা সন্তানেরা আছে নানা স্থানে।
সকলের নাম সদা নাহি পড়ে মনে ॥
আমার মনেতে আসে যার যার নাম।
তাহাদের তরে জপ করি অবিরাম ॥
যাহাদের নাম মোর মনে নাহি আসে।
প্রার্থনা করিয়া বলি শ্রীপ্রভুর পাশে ॥
নানা স্থানে আছে মোর সন্তানের দল।
সকলের তরে চিন্তা জাগে অবিরল ॥
সবাকার নাম কিন্তু মনে নাহি পড়ে।
তাদের দেখিও সদা তুমি কৃপা করে ॥
তাহারা যাহাতে লভে শান্তি ও কল্যাণ।
সেমতি করিও তুমি ওগো ভগবান ॥
বিশ্বেশ্বরানন্দ নামে সন্ন্যাসী সন্তান।
মায়ের একান্ত প্রিয় মাতৃগত প্রাণ ॥
একদিন সেই পুত্র সভক্তি অন্তরে।
বলিলেন জননীরে আবদার করে ॥
দীক্ষিত ভক্তের সংখ্যা যদি বেশী হয়।
তাদের সবার কথা মনে নাহি রয় ॥
সবার মঙ্গল চিন্তা তাহে গুরুভাবে।
সম্ভব না হয় কভু সংখ্যার প্রভাবে ॥
তাহা ভাবি সর্বদাই মোর মন বলে।
সর্বভাবে ভাল হয় শিষ্য কম হলে ॥
সন্তানের সব কথা করিয়া শ্রবণ।
স্নেহভরে সারদা-মা বলেন তখন ॥
শ্রীঠাকুর প্রেমময় প্রভু ভগবান।
সর্ব কাজে মেনে চলি তাঁহার বিধান ॥
তিনি বলে যান মোরে সপ্রেম অন্তরে।
পাপী তাপী সকলের আশ্রয়ের তরে ॥
তাঁহার আদেশ মত আমিও সদাই।
সাধ্যমত ঠাকুরের কাজ করে যাই ॥
আরো কত কথা প্রভু বলেন অন্তরে।
নিষেধ না আসে কিন্তু কভু দীক্ষা তরে ॥
তাঁর ইচ্ছা না থাকিলে আমার প্রত্যয়।
শ্রীঠাকুর বাধা তাহে দিতেন নিশ্চয় ॥
তাছাড়া যাদের দীক্ষা দিই স্নেহভরে।
তাদের সকল ভার দিই প্রভু 'পরে ॥
প্রতিদিন বলি আমি প্রভু সন্নিধানে।
কৃপা করে দেখো মোর সকল সন্তানে ॥
তাছাড়া ভক্তেরা লভে যে সকল মন্ত্র।
সে সকলি জেনো মনে হয় সিদ্ধ মন্ত্র ॥
এইসব সিদ্ধ মন্ত্র প্রভু কৃপা করে।
বলিয়াছিলেন মোরে লীলার শরীরে ॥

বিশেষ কৃপার শক্তি সিদ্ধমন্ত্র রূপে।
শিষ্যের অন্তরে কাজ করে যায় চুপে ॥
তাহাতেই ক্রমে ক্রমে প্রভুর কৃপায়।
ভক্তি মুক্তি ঋদ্ধি সিদ্ধি সব পেয়ে যায় ॥
তেরশ তেইশ সনে মাতা কৃপা করে।
শারদীয়া পূজাকালে গেলেন বেলুড়ে ॥
অষ্টমীতে শত শত ভক্ত অবিরাম।
মায়ের চরণ ছুঁয়ে করিল প্রণাম ॥
যোগীন-মা দেখিলেন তার কিছু পরে।
গঙ্গাজল পায়ে মাতা দেন বারে বারে ॥
তাহা হেরি যোগীন-মা সশঙ্কিত হয়ে।
জননীরে কন তিনি সভক্তি হৃদয়ে ॥
কি হল মা, কেন তুমি কিসের কারণে।
বারবার গঙ্গাজল দিতেছ চরণে ?।
এইভাবে ঠাণ্ডা জল দিলে বারবার।
নির্ঘাত লাগিবে ঠাণ্ডা শরীরে তোমার ॥
তদুত্তরে সারদা-মা কন সেবিকারে।
ইহার কারণ রূপে কি বলি তোমারে ?।
প্রণাম যখন করে শুদ্ধ ভক্তজন।
জুড়াইয়া যায় মোর দেহ প্রাণ-মন ॥
অন্যভাবে থাকে আরো কিছু কিছু জন।
বড় কষ্ট পাই তারা ছুঁইলে চরণ ॥
তাহাদের স্পর্শে দেহ যায় যেন জ্বলে।
সেইহেতু বারবার ধুই গঙ্গাজলে ॥
পাপ তাপ নিয়ে কষ্ট পান সর্বক্ষণ।
একই ধারায় তবু মার আচরণ ॥
জননী অসুস্থা হয়ে থাকেন শয্যায়।
তথাপি সন্তান সবে মার কৃপা পায় ॥
সন্তানের পাপ তাপ করিয়া গ্রহণ।
মার দেহে রোগজ্বালা থাকে সর্বক্ষণ ॥
জয়রামবাটীধামে একবার মাতা।
ম্যালেরিয়া জ্বরে রন হয়ে শয্যাগতা ॥
ভীষণ দুর্বল দেহ অসুখের তরে।
হাঁটিতে পারেন কিছু বহু কষ্ট করে ॥
সন্ন্যাসী সারদানন্দ দরদী সন্তান।
মার কষ্ট দেখি কাঁদে তাঁর মন-প্রাণ ॥
ভক্তদের পাপ তাপ গ্রহণের ফলে।
জননী পড়েন সদা রোগের কবলে ॥
কৃপাময়ী মার দেহে চলে রোগ ভোগ।
ভক্তেরা করিলে স্পর্শ বেড়ে যায় রোগ ॥
দীক্ষাদান কার্য সদা রোগ বৃদ্ধি করে।
সন্ন্যাসী এসব কথা ভাবিল অন্তরে ॥
মায়ের সেবক যারা মাতৃ সন্নিধানে।
সন্ন্যাসী তাদের কন আকুলিত প্রাণে ॥
আমরা করিব চেষ্টা বিভিন্ন প্রকারে।
যাহাতে জননী দেহে রোগ নাহি বাড়ে ॥
দীক্ষাদান দর্শনাদি আমার প্রত্যয়।
জননীর দেহে রোগ বাড়ায় নিশ্চয় ॥
সেহেতু এসব বন্ধ থাক্ কিছুদিন।
সেমতি সকলে চেষ্টা করো প্রতিদিন ॥
সেবকেরা চেষ্টা তাহে করে প্রাণপণে।
যাতে কেহ নাহি যায় মায়ের চরণে ॥
দর্শনাদি বন্ধ আছে এমন সময়।
জনৈক দীক্ষার্থী সেথা উপস্থিত হয় ॥
পূর্ববঙ্গে বরিশাল সেই স্থান হতে।
আসিয়াছে সেই ভক্ত আকুলিত চিতে ॥
ভক্তটি দর্শন চায় আকুলিত ভাবে।
সেবকেরা বাধা দেন প্রেমের স্বভাবে ॥
দুই দলে কথাবার্তা হয় জোরে জোরে।
জননী শোনেন তাহা থাকিয়া ভিতরে ॥
অনন্তর সারদা-মা দুর্বল শরীরে।
আলুথালু ভাবে কষ্টে আসেন বাহিরে
সেবক উদ্দেশে মাতা বলেন তখন।
কেন বন্ধ কর তুমি ভক্ত আগমন ?।
সেবক কিশোরী তবে কন করজোড়ে।
অসুস্থ রয়েছ মাগো বহুদিন ধরে ॥
সন্ন্যাসী সারদানন্দ তোমার সন্তান।
তোমার অসুখে তিনি বড় কষ্ট পান ॥
দর্শনাদি হইলেই তোমার শরীরে।
কষ্টকর রোগজ্বালা আরো যায় বেড়ে ॥
সেইহেতু মহারাজ আমাদের কন।
এখন না দিও কারে করিতে দর্শন ॥
সব শুনি মাতা কন সদৃপ্ত অন্তরে।
আমরা এসেছি শুধু ভক্তদের তরে ॥
শরতের কথা মত দীক্ষা বন্ধ রবে।
এই মত কথা কভু মানা নাহি হবে ॥
দূর হতে কত কষ্টে এসেছে সন্তান।
আগামীকল্যই তার হবে দীক্ষাদান ॥
অসুস্থ দেহেই মাতা কৃপায়িত প্রাণে।
সন্তানে করেন ধন্য মহামন্ত্র দানে ॥

মাতা নিত্য কষ্ট পান আছে তাঁর জানা।
কেন কষ্ট পান তাও না থাকে অজানা॥
ভক্তদের পাপ তাপ করিয়া গ্রহণ।
জননীর রোগজ্বালা চলে সর্বক্ষণ॥
তবু সদা ভক্তদের সাধিতে কল্যাণ।
প্রাণপণে পরিশ্রম নিত্য করে যান॥
মাঝে মাঝে পরিশ্রম এত যায় বেড়ে।
পরিশ্রান্ত হয়ে মাতা কন ক্ষোভভরে॥
হয়ত ভক্তের দল এল এই ক্ষণে।
আরেক ভক্তের দল আসে পরক্ষণে॥
সারাদিন সদা যেন কুস্তি করে যাই।
মুহূর্ত বিশ্রাম তাও আমি নাহি পাই॥
প্রভুর ইচ্ছায় আমি রাধু রাধু করে।
রেখেছি আমার মন সংসারের 'পরে॥
মাঝে মাঝে তবু মোর এত কষ্ট হয়।
যাহার কারণে দেহ আর নাহি বয়॥
মায়ের উক্তিতে থাকে কষ্টের আভাস।
তবু তাহে বিরক্তির না থাকে প্রকাশ॥
হয়ত তাহারি পরে পরের দিবসে।
জননীর কাছে কোনো ভক্ত নাহি আসে॥
তাহা হেরি সারদা-মা দুঃখিত অন্তরে।
প্রভুকে করিয়া লক্ষ্য কন প্রেমভরে॥
তুমি বলেছিলে মোরে কৃপার বয়ানে।
নিযুক্ত থাকিতে সদা জগত কল্যাণে॥
আজ কিন্তু সারাদিন ভক্ত নাহি এল।
আজিকার দিন মোর বৃথা চলে গেল॥
কেহ নাহি এল বলে হতাশার সুরে।
জননী হাঁটেন শুধু ঘরে ও বাহিরে॥
ঠিক তার পরদিন ভক্ত তিনজন।
মাতৃধামে আসি বন্দে মায়ের চরণ॥
ভক্তদের দেখি মার মুখে ফোটে হাসি।
উথলিয়া উঠে তাহে মাতৃ স্নেহ রাশি॥
দীক্ষা দিলে মার দেহে আসে নানা রোগ।
তবু কেন দীক্ষা দেন আসে অনুযোগ॥
তদুত্তরে কন তবে জননী সারদা।
সকলেরে মন্ত্র দিই দয়ায় সর্বদা॥
দীক্ষার্থীরা দীক্ষা তরে কাঁদে মোর স্থানে।
ক্রন্দন শুনিয়া দয়া জাগে মোর প্রাণে॥
দয়া বিগলিতা হয়ে আমি কৃপাভরে।
দীক্ষার্থীকে করি ধন্য দীক্ষা দান করে॥
মন্ত্রদানে শিষ্যদের পাপ তাপ যত।
গ্রহণ করিতে হয় আমাকে সতত॥
সেইহেতু মোর দেহে রোগ বেড়ে যায়।
দীক্ষাদান করে মোর কোনো লাভ নাই॥
আমি জানি সকলের দেহ একদিন।
কালবশে পঞ্চভূতে হইবে বিলীন॥
আমারও দেহের লয় হবে এইভাবে।
কোনো ভাবে চিরস্থায়ী করা নাহি যাবে॥
যখন যাবেই দেহ তাই ভাবি মনে।
এদের কল্যাণ হোক আমার কারণে॥
যাদের সংস্কার হয় ভীষণ মলিন।
যারা পাপ কার্যে লিপ্ত থাকে প্রতিদিন॥
তাহাদেরি কেহ কেহ আসি দীক্ষাতরে।
আমাকে ভীষণভাবে জ্বালাতন করে॥
মাঝে মাঝে এইরূপ লোকের জ্বালায়।
ত্যক্ত হয়ে তাহাদের মন্ত্র দিয়ে যাই॥
তাহাদের পাপ নিয়ে আমার শরীরে।
রোগজ্বালা দেখা দেয় ভীষণ আকারে॥
কাশীধামে যবে রন জননী সারদা।
কথার প্রসঙ্গে তবে বলেন একদা॥
আমি তো জীবনে পাপ করি নাই কভু।
তারো বাড়া মোরে স্পর্শ করেছেন প্রভু॥
তবু সদা শিষ্য পাপ করিয়া গ্রহণ।
নানা রোগে জর্জরিত থাকি অনুক্ষণ॥
মোর মন ঊর্ধ্বগামী সদা হতে চায়।
প্রভুপদে যাতে লীন আমি হয়ে যাই॥
শিষ্যের কল্যাণে তবু আমি জোর করে।
মনকে ধরিয়া রাখি লীলার শরীরে॥
কোয়ালপাড়ায় মাতা থাকেন যখন।
ভক্তিভরে পুত্র এক বলিল তখন॥
যেহেতু ভক্তের স্পর্শে রোগে হও সারা।
সেহেতু উচিত নয় ভক্তে স্পর্শ করা॥
করুণারূপিনী তবে কন স্নেহভরে।
আমরা এসেছি বাবা জগতের তরে॥
মোরা যদি পাপ তাপ না করি গ্রহণ।
পাপীদের পাপ তবে নেবে কোন্ জন?।
একদা উল্লেখ করি মার অসুস্থতা।
জনৈক সন্তান বলে লয়ে আকুলতা॥
মাগো আমি তব মুখে করেছি শ্রবণ।
তব দেহে রোগজ্বালা কি তার কারণ॥

শিষ্যদের পাপ তাপ যত আধিব্যাধি।
গ্রহণ করেই রোগ তব নিরবধি॥
আন্তরিক নিবেদন তোমার চরণে।
তুমি যেন নাহি ভুগো আমার কারণে॥
মোর কর্মভোগ যাহা তুমি কৃপা করে।
করাইয়া নিও ভোগ আমার শরীরে॥
রোগভোগে কর্মভোগ নষ্ট হয়ে যায়।
সেইহেতু রোগভোগ মোর দেহে চাই॥
শুনিয়া করুণাময়ী কন তাড়াতাড়ি।
মা হ'য়ে সে কথা কভু বলিতে না পারি॥
আমি ভুগি তাহে মোর দুঃখ কিছু নাই।
তোমরা ভুগিলে কষ্ট আমি বেশী পাই॥
রোগভোগে মার কষ্ট দেখি দিনে দিনে।
আর এক সন্তান মাকে বলে অন্যদিনে॥
তব কষ্টে বড় কষ্ট পাই মা অন্তরে।
তোমার কষ্টটা মোরে দাও কৃপা করে॥
সচকিতা সারদা-মা বলেন সন্তানে।
এমতি না বলো কভু মোর সন্নিধানে॥
পুত্রের হইলে কষ্ট মার কষ্ট বাড়ে।
মা কি নিজের কষ্ট পুত্রে দিতে পারে?।
ত্বরায় সারিয়া যাব কোনো ভয় নাই।
কুশলে তোমরা থাক প্রভুর কৃপায়॥
শিষ্যদের পাপ নিয়ে সারদা-জননী।
নানাবিধ অসুখেতে ভুগিতেন তিনি॥
স্নেহ কৃপা দিয়ে তবু জননী সারদা।
পাপী ভাল হবে কিসে ভাবেন সর্বদা॥
কৃপাননা সারদা-মা সদা স্নেহচ্ছলে।
পাপীকে করেন কৃপা ঘৃণার বদলে॥
অভিজাত বংশোদ্ভব জনৈকা মহিলা।
আছিলেন নিষ্ঠাবতী দীনে দানশীলা॥
কর্মের বিপাকে তিনি দৈব প্রভাবেতে।
কুপ্রবৃত্তি তার বশে গেলেন বিপথে॥
প্রভুর কৃপায় তিনি কিছুকাল পরে।
বুঝিতে পারেন ভ্রম আপন অন্তরে॥
সবে তাঁরে করে ঘৃণা করে দূরদূর।
তাঁর মন দুঃখে আরও হয় ভরপুর॥
অসহায়া নারী তবে ভাবে অশ্রুজলে।
ত্যজিব ঘৃণার প্রাণ জাহ্নবী সলিলে॥
সারদা-মায়ের কথা ছিল তাঁর জানা।
মাঝে মাঝে মার কাছে হ'ত আনাগোনা॥

মৃত্যুপূর্বে ভাবিলেন গিয়ে মাতৃধাম।
দূর হতে দিয়ে যাব শেষের প্রণাম॥
লজ্জা অবনতা হয়ে ছিন্ন ভিন্ন প্রাণে।
পেঁীছিলেন উদ্বোধনে মাতৃ সন্নিধানে॥
প্রভুর মন্দির হতে থাকিয়া তফাতে।
প্রণমিলা মাতৃপদে তপ্ত অশ্রুপাতে॥
করজোড়ে মহিলাটি ভাসি অশ্রুনীরে।
নিজের দুঃখের কথা বলে জননীরে॥
মাগো আমি বড় পাপী আজি অসহায়।
আমি জানি মোর আর নাহিক উপায়॥
বড় অপবিত্র তাহে বুঝেছি অন্তরে।
প্রবেশ অযোগ্য আমি পবিত্র মন্দিরে॥
পাপী তাপী উদ্ধারিণী, কৃপা সুরধুনী।
আদ্যাশক্তি মহামায়া সারদা-জননী॥
কন্যাটির দুঃখ মাতা করিয়া শ্রবণ।
তাহাকে কৃপার অঙ্কে করেন গ্রহণ॥
সারদা-মা কন তবে কৃপাক্ষরা স্বরে।
এস মা ভিতরে তুমি প্রভুর মন্দিরে॥
পাপের স্বরূপ তুমি বুঝিয়াছ মনে।
অনুতাপ অশ্রু তাহে তোমার নয়নে॥
শুনিয়া তোমার কষ্ট কাঁদে মোর প্রাণ।
আজিকে তোমারে মন্ত্র করিব প্রদান॥
নির্ভয় হইয়া তুমি দিয়ে প্রাণ, মন।
সবকিছু প্রভুপদে কর সমর্পণ॥
প্রভু নামে সব পাপ দূরে সরে যাবে।
প্রভুর কৃপায় তুমি মনে শান্তি পাবে॥
কৃপা গঙ্গা পেয়ে কন্যা গঙ্গার বদলে।
চির শান্তি লভিলেন হৃদয় কমলে॥
বিগলিত করুণায় স্নেহ সুরধুনী।
অবতীর্ণা লীলাদেহে সারদা-জননী॥
নির্বিকারে নির্বিচারে হয়ে আত্মহারা।
জননী সন্তানে দেন সেই স্নেহধারা॥
পাপী তাপী সকলেই তাদের জীবনে।
পরম আশ্রয় লভে মায়ের চরণে॥
ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ব্রজের রাখাল।
জননীর আদরের স্নেহের দুলাল॥
তাঁর হতে চিঠি নিয়ে ভক্ত তিনজন।
একদা মায়ের কাছে করেন গমন॥
সারদা-মা সেইকালে কৃপার হৃদয়ে।
ইষ্টগোষ্ঠী সনে রন পিতার আলয়ে॥

মাতৃধামে পৌঁছি তবে সেই ভক্তদল।
চিঠি দিয়ে বন্দে মার চরণ কমল ॥
প্রার্থনা জানায় তবে তারা করজোড়ে।
আমাদের দীক্ষা মাগো দাও কৃপা করে ॥
অনন্তর সবে তারা নমি পুনরায়।
জলযোগ করিবারে অন্যস্থানে যায় ॥
রাখালের চিঠিখানি ভক্তদের তরে।
শ্রবণ করিয়া মাতা কন খেদ করে ॥
বিদেশ হইতে পত্র পাঠায় যতনে।
নানাবিধ ভাল দ্রব্য জননী সদনে ॥
সেথায় রাখাল কিনা মোরে ভালবেসে।
দীক্ষা তরে ইহাদের পাঠাইল শেষে ॥
এদের অশুদ্ধ দেহ পাপে ভরা মন।
পাপ কাজ নিয়ে এরা থাকে অনুক্ষণ ॥
রাখাল বিদেশ হতে ভক্তিভরা প্রাণে।
পাঠালো তাদেরি কিনা মোর সন্নিধানে ॥
সেই ভক্তদল তবে স্নান সমাপনে।
আসিয়া বন্দিল পুনঃ মায়ের চরণে ॥
সারদা-মা তাহাদের বলিলেন তবে।
মোর হতে তোমাদের দীক্ষা নাহি হবে ॥
অনেক সন্ন্যাসী সাধু রয়েছে বেলুড়ে।
সেথা দীক্ষা নিতে পার যদি ইচ্ছা করে ॥
তাহা শুনি ভক্তগণ দুঃখিত অন্তরে।
মায়ের আদেশ মত গেলেন বাহিরে ॥
কিছুপরে আসি পুনঃ অশ্রুসিক্ত মনে।
নিবেদিল দীক্ষা তরে মায়ের চরণে ॥
তাহাদের সব কথা শুনেও জননী।
পুনরায় অসম্মতি জানালেন তিনি ॥
বহুক্ষণ চিন্তা করি মাতা অবশেষে।
দীক্ষা দিতে রাজী হন কৃপার আবেশে ॥
অনন্তর সারদা-মা সে সব সন্তানে।
কৃপাধন্য করিলেন মহামন্ত্র দানে ॥
তাদের সঞ্চিত পাপ যুগ যুগ ধরে।
সকলি নিলেন মাতা কৃপার অন্তরে ॥
প্রভুর উদ্দেশে মাতা বলেন তখন।
তব ইচ্ছা পূর্ণ প্রভু হোক সর্বক্ষণ ॥
আমার শরীরখানি রবে যত দিন।
তব কাজ করে আমি যাব ততদিন ॥
একদা বেলুড় মঠে বারান্দার 'পরে।
ছিলেন রাখালরাজ নিবিষ্ট অন্তরে ॥
শরৎ, তারক তাহে বাবুরাম সনে।
তাঁরাও ছিলেন সেথা বসি সেই ক্ষণে ॥
উপরের ঘটনার সব বিবরণ।
ভক্তমুখে তাঁরা সব করেন শ্রবণ ॥
মায়ের অসীম কৃপা স্মরিয়া অন্তরে।
রাখাল থাকেন স্তব্ধ বহুক্ষণ ধরে ॥
প্রেমময় বাবুরাম ভাসি অশ্রুনীরে।
ভাবে গদগদ কণ্ঠে কন করজোড়ে ॥
বরাভয়া রক্ষাময়ী জননী সারদা।
কৃপায় করেন রক্ষা মোদের সর্বদা ॥
যে সকল বিষ মাতা করেন গ্রহণ।
ভাষায় না যাবে বলা সে সব কখন ॥
সামান্য এসব বিষ যদি মোরা খাই।
জ্বলে পুড়ে তবে মোরা হয়ে যাব ছাই ॥
জীবন্ত কৃপার রূপে সারদা-জননী।
আচণ্ডালে নির্বিচারে দীক্ষা দেন তিনি ॥
সকলের আনা দ্রব্য খাইয়া স্বয়ম্।
বেমালুম সব কিছু করেন হজম ॥
উপাধিতে আয়েঙ্গার নাম নারায়ণ।
করেন মায়ের চিন্তা তিনি সর্বক্ষণ ॥
মহীশুর রাজ্যে তিনি রাজ কর্মচারী।
ছুটি পেলে মার কাছে যান তাড়াতাড়ি ॥
উপার্জিত ধন বহু শ্রদ্ধান্বিত মনে।
নিবেদন করিতেন জননী চরণে ॥
বড়ই দরদী ভক্ত শিশুসম প্রাণ।
মার কাছে তিনি যেন ভক্ত হনুমান ॥
মাতৃদেহে রোগজ্বালা কেন বিদ্যমান।
তাহার কারণ তিনি জানিবারে পান ॥
ভক্তেরা বলেন তাঁকে জানিও নিশ্চয়।
স্পর্শাদির ফলে পাপ সঞ্চারিত হয় ॥
যখন তখন কেহ করিলে প্রণাম।
পাপ নিয়ে মার কষ্ট বাড়ে অবিরাম ॥
তাহা শুনি সেই ভক্ত স্থির করে মনে।
প্রণামের কালে নাহি স্পর্শিব চরণে ॥
সকল শুনিয়া মাতা কন স্নেহ ভরে।
সবে পাপ মুক্ত হয় মোরে স্পর্শ করে ॥
মোরা যদি পাপ তাপ না করি গ্রহণ।
সে সব লইতে বল আছে কোন্ জন ? ।
নির্বিচারে নিয়ে পাপ কৃপার স্বভাবে।
হজম করিতে পারি বেমালুমভাবে ॥

পাপী তাপী উদ্ধারিতে ভাসি কৃপানীরে।
আমরা এসেছি জেনো, লীলার শরীরে॥
এত কৃপা, এত স্নেহ সকল সন্তানে।
কোনো যুগে কেহ নাহি পায় কোনোখানে॥
জননী সারদা মাগো কৃপার আধার।
তোমার চরণে মোরা নমি বার বার॥
প্রার্থনা জানাই মোরা নয়নের জলে।
রাখিও মোদের সদা স্নেহের অঞ্চলে॥
বহু বহু ভক্ত আসে বহু দেশ হতে।
জয়রামবাটীধামে মার কৃপা পেতে॥
তাহাদের আগমন অন্তরে জানিয়া।
বহুক্ষেত্রে পূর্ব হ'তে রাখেন বলিয়া॥
নামেতে মাখনলাল দত্ত উপাধিতে।
চলেন মায়ের কাছে ভক্তিভরা চিতে॥
মাতৃধামে পুত্রটির পৌঁছিবার আগে।
কেদারের মাকে মাতা কন স্নেহরাগে॥
আজিকে সন্তান এক বড় কষ্ট করে।
আসিতেছে মোর কাছে দীক্ষালাভ তরে॥
কিছুবাদে দেখে সবে বিস্মিত পরাণে।
সন্তান মাখন দত্ত হাজির সেখানে॥
আরো একদিন সেথা অপরাহ্ণ কালে।
অন্তর্যামী সারদা-মা বলেন সকলে॥
প্রভুর জনৈক ভক্ত আসিবে সন্ধ্যায়।
তাহে কিছু বেশী রুটি করে রাখা চাই॥
দেখা গেল মাতৃধামে সন্ধ্যা অবসানে।
জনৈক মহেন্দ্র নাথ হাজির সেখানে॥
কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাতা না দেখি সন্তানে।
বলে দেন পুত্র ইচ্ছা কৃপার বয়ানে॥
উপরের ভক্তটির বাড়ি বরিশালে।
কৃপাধন্য হয়ে রন মার স্নেহজালে॥
তেরশত বিশসনে ফাল্গুনের শেষে।
উদ্বোধনে যান তিনি দীক্ষার উদ্দেশ্যে॥
তখনো হয়নি তাঁর মাতৃ দরশন।
পরিচয় পত্র নিয়ে তাহে আগমন॥
সন্ন্যাসী অরূপানন্দ নিয়ে চিঠিখানি।
উপরে যাইয়া মাকে শোনালেন তিনি॥
চিঠি শুনে জগন্মাতা কন কৃপাভরে।
দীক্ষার উদ্দেশ্য হয় প্রভুলাভ তরে॥
জীবনে সরলভাবে দিয়ে প্রাণ, মন।
ভক্তিভরে করে যাবে সাধন ভজন॥
দীক্ষাকালে দেখি আমি সকল সময়।
কুলগুরু বৃত্তি যাতে নষ্ট নাহি হয়॥
কুল গুরুকেও পুত্র ভক্তি করে যদি।
নিয়মিত বার্ষিকাদি দেয় সাধ্যাবধি॥
তাহা হলে সেই ক্ষেত্রে কৃপার বয়ানে।
করিব তাহারে ধন্য আমি দীক্ষা দানে॥
সন্ন্যাসী অরূপানন্দ আসি ভক্ত পাশে।
জানালেন সব কথা মায়ের আদেশে॥
মহেন্দ্র হইয়া রাজী মায়ের কথায়।
সন্ন্যাসীর সাথে তবে মার কাছে যায়॥
দুই দিন পরে মাতা মহেন্দ্র সন্তানে।
চিরধন্য করিলেন মহামন্ত্র দানে॥
সপ্তাহখানেক ব্যাপী দীক্ষালাভ পরে।
আনন্দ প্রবাহ বহে সন্তান অন্তরে॥
মাস দুই পরে তবে মহেন্দ্র ঘরণী।
মার হতে দীক্ষা তরে আসিলেন তিনি॥
তাহারে দেখিবামাত্র সারদা-মা কন।
শিশুপুত্র আছে তব বলে মোর মন॥
তাহারে অন্যের পাশে রাখি অযতনে।
উচিত হয়নি আসা দীক্ষার কারণে॥
তাহা শুনি সেই কন্যা কন করজোড়ে।
খোকাকে এসেছি রাখি আমি বাসা ঘরে
বয়ঃক্রম তার মাত্র তিনমাস হয়।
নোংরা করে দেয় যদি তাহে জাগে ভয়॥
শুনিয়া জননী সব কন স্নেহভরে।
শিশু সবে নারায়ণ রেখো মনে করে॥
তোমার পুত্রেও তুমি নারায়ণ জ্ঞানে।
সদাই করিও সেবা ভাবেভরা প্রাণে॥
শিশুটির কষ্ট ভাবি কাঁদে মোর প্রাণ।
তাড়াতাড়ি তার পাশে করহ প্রস্থান॥
খোকা সাথে এসো তুমি চারিদিন পরে।
তখন লভিবে কৃপা তোমার অন্তরে॥
মহেন্দ্র নীচেতে থাকি ভাবে অনুক্ষণ।
জননী করেন স্নেহ মোরে সর্বক্ষণ॥
জননী প্রসাদ যদি দেন খেতে খেতে।
তাহলে বিশ্বাস মোর রবে দৃঢ়মতে॥
অনন্তর সেই পুত্র যাইয়া উপরে।
দেখেন সন্দেশ এক মাতা রন ধরে॥
খাইতে খাইতে মাতা স্নেহের বয়ানে।
সন্দেশের বাকী অংশ দিলেন সন্তানে॥

মায়ের প্রসাদ লভি অনুরূপ ভাবে।
আনন্দে কাঁদেন পুত্র ভক্তির প্রভাবে॥
অনন্তর সারদা মা কন স্নেহভরে।
বৌমাকে নিয়ে তুমি যাও ত্বরা করে॥
চারদিন পরে তুমি বৌমাকে নিয়ে।
তার দীক্ষা তরে এসো প্রভুর আলয়ে॥
চারদিন পরে দীক্ষা শুনি অকারণে।
অমূলক নানাচিন্তা জাগে ভক্তমনে॥
কিন্তু পরে দেখা গেল দৈব পরমতে।
স্ত্রীর দীক্ষা আগে নাহি হত কোনমতে॥
অন্তর্যামী জননীরে করিয়া স্মরণ।
আনন্দেতে পুত্র করে অশ্রু বরিষণ॥
দীক্ষালাভ তার হতে বছরেক পরে।
জয়রামবাটী পুত্র যায় ভক্তিভরে॥
কন্যারা পিতার গৃহে স্বচ্ছন্দ স্বাধীন।
নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে থাকে নিশিদিন॥
জয়রামবাটীধামে মাতাও সেমতি।
স্বচ্ছন্দ স্বাধীনভাবে রন হৃষ্টমতি॥
ভক্তরাও জননীরে এই পল্লীদেশে।
লভেন ঘনিষ্ঠভাবে মুক্ত পরিবেশে॥
অনেকেই তাহে সেথা সভক্তি অন্তরে।
লভিতে মায়ের স্নেহ যান কষ্ট করে॥
মহেন্দ্র সন্তানও তবে পৌঁছিয়া সেথায়।
একান্ত আপনভাবে জননীরে পায়॥
পুত্রের আহারকালে জননী সারদা।
সস্নেহে খাওয়ান পুত্রে থাকিয়া সর্বদা॥
মাতৃস্নেহ লভি পুত্র হয় আত্মহারা।
আনন্দেতে চক্ষু বেয়ে বহে অশ্রুধারা॥
সেইপুত্র মনে মনে ভাবিল একদা।
আদ্যাশক্তি মহামায়া জননী সারদা॥
জয়রামবাটীধামে মার জন্মস্থান।
মহাশক্তিপীঠ রূপে মহাতীর্থস্থান॥
এইস্থানে কেহ যদি ধ্যান জপ করে।
শতগুণ ফল তাহে লভিবে অন্তরে॥
অনুরূপ চিন্তা করি সেই ভক্তবর।
সারাদিন ধ্যানজপ করে নিরন্তর॥
সন্তানের সেই কার্য্য করিয়া শ্রবণ।
পুত্রকে সম্বোধি মাতা বলেন তখন॥
তুমি জান আমি হই জননী তোমার।
তুমি হও আদরের সন্তান আমার॥

সন্তানের যাহা কিছু হয় প্রয়োজন।
মাতাই রাখেন নিত্য তার আয়োজন॥
হেথা এত ধ্যান জপ নাহি দরকার।
পুত্রতরে আমি করি যা কিছু করার॥
এসেছ মায়ের কাছে সভক্তি অন্তরে।
হেথা শুধু খাও দাও থাক স্ফূর্তি করে॥
মোর পুত্র তাহাদের নাহি কোনো ভয়।
এইটুকু অন্তরেতে রাখিও প্রত্যয়॥
কত বড় বুকভরা আশ্বাসের বাণী।
এ যে মোর স্নেহঝরা সারদা জননী॥
পরদিন পুত্র ইচ্ছা করে মনে মনে।
সচন্দন পুষ্প দিব মায়ের চরণে॥
পরক্ষণ পুত্রটির শঙ্কা জাগে প্রাণে।
কিভাবে যোগাড় হবে তাহা এই স্থানে॥
শঙ্কা সাথে সেই পুত্র দেখিল বিস্ময়ে।
সচন্দন পুষ্প সাথে আসে ছোট মেয়ে॥
বালিকা সম্বোধি তাঁরে বলিল তখন।
ফুল ও চন্দন মাতা করেছে প্রেরণ॥
জননীকে পূজিবারে যদি তুমি চাও।
দেরী নাহি করে তুমি মার কাছে যাও॥
কল্পতরু জননীর ভাবি স্নেহকথা।
সন্তানের অন্তরেতে জাগে আকুলতা॥
সচন্দন পুষ্প আর অশ্রুধারাসনে।
আকুলি পূজিল পুত্র মায়ের চরণে॥
ললিৎমোহন সাহা পূর্ববঙ্গ হতে।
মার কাছে আসিলেন ভক্তিযুত চিতে॥
তেরশ বাইশ সাল সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
জননী সারদা তবে রন উদ্বোধনে॥
জননীরে প্রণমিয়া সভক্তি অন্তরে।
মার কাছে সেই পুত্র রন করজোড়ে॥
অনন্তর সারদা-মা বলেন সন্তানে।
সত্যকে ধরিয়া সদা রেখো মনে প্রাণে॥
শ্রীঠাকুর বলিতেন সবে বার বার।
তপস্যা সত্যের সম নাহি কিছু আর॥
কলিতে সত্যকে যদি কেহ থাকে ধরে।
অনায়াসে সেইভক্ত লভিবে ঈশ্বরে॥
জননী বলেন দেখ প্রভুর জীবনে।
কি আঁটই না ছিল তাঁর সত্য আচরণে॥
তাহা মোরা জানি মাগো জানি ভালভাবে।
ঠাকুরের সত্য নিষ্ঠা আপন স্বভাবে॥

সত্যরূপী শ্রীঠাকুর সত্যের স্বরূপ।
সত্যের মূরতি তিনি, তিনি অপরূপ ॥
যুগ অবতার রূপে প্রভু পরমেশ।
লীলায় আসেন ধরি রামকৃষ্ণ বেশ ॥
যত দেব দেবী আর যত অবতার।
তাঁদেরি সমষ্টিরূপে যুগ অবতার ॥
অবতীর্ণ হন প্রভু কৃপার অন্তরে।
তাঁহার সকল কার্য লোকশিক্ষা তরে ॥
মনিলাল নাম তার মল্লিক উপাধি।
প্রভুপদে ভালবাসা না রাখে অবধি ॥
সিঁদুরে পটীতে তাঁর বিরাট আলয়।
মাঝে মাঝে ব্রাহ্মদের সেথা সভা হয় ॥
বারশ নব্বই সনে মার্গশীর্ষমাসে।
এমতি সভায় সবে আনন্দেতে ভাসে ॥
কেশব বিজয় আদি ব্রাহ্মভক্তগণ।
ভক্তিভরে করে সদা প্রভুকে স্মরণ ॥
সবাকার আমন্ত্রণে প্রাণের ঠাকুর।
উপস্থিত রন সেথা প্রেমে ভরপুর ॥
কথায় কথায় তিনি বলেন সবারে।
কলিযুগে সত্য কথা তপস্যা আকারে ॥
সত্যকে আঁকড়ি যদি থাকে কোন জন।
ঈশ্বর লভিবে সে, বলে মোর মন ॥
সত্য বাক্যে যদি কারো আঁট নাহি থাকে।
সব কিছু নষ্ট তার হয় সেই ফাঁকে ॥
সেইহেতু সদা আমি আমার জীবনে।
সত্যকে আঁকড়ি থাকি সত্যের কারণে ॥
'বাহ্যে যাব' এই কথা যদি বলে ফেলি।
বাহ্যে না পেলেও বাহ্যে যাব আমি চলি ॥
এইমত না করিলে মনে.জাগে ভয়।
কখন সত্যের আঁট মোর নষ্ট হয় ॥
তপস্যার কালে আমি মায়ের চরণে।
সঁপেছিনু সত্য ছাড়া আর সব ধনে ॥
বলেছিনু পাপ পুণ্য সব তুমি নাও।
তাহার বদলে মোরে শুদ্ধাভক্তি দাও ॥
শুচি ও অশুচি আর জ্ঞান ও অজ্ঞান।
ভালমন্দ তাও সঙ্গে করেছি প্রদান ॥
তাদের বদলে আমি জানাই প্রার্থনা।
শুদ্ধাভক্তি দাও মোরে ওগো কৃপাননা ॥
সংসারের সব কিছু শুধু সত্য ছাড়া।
সঁপেছিনু যার পদে হয়ে আত্মহারা

মাতৃপদে সত্য যদি হয় সমর্পিত।
দেওয়ার সত্যতা তবে কোথা রবে স্থিত ?।
সত্যকে থাকিলে ধরে সত্যকেই পায়।
সত্যকে ছাড়িলে কিন্তু সব ভেসে যায় ॥
প্রভু পরমেশ তুমি ওগো ভগবান।
সত্যনিষ্ঠা কৃপা করে কর তুমি দান ॥
প্রেমময় শ্রীঠাকুর, তোমার কৃপায়।
সত্যরূপী তোমাকেই যেন আমি পাই ॥
জয়রামবাটীধামে সভক্তি অন্তরে।
জগদ্ধাত্রী পূজা হয় তিন দিন ধরে ॥
তেরশ পনেরো সালে জনৈক সন্তান।
দীক্ষা আশে পূজাকালে মাতৃধামে যান ॥
জননী সারদা তবে কৃপার বয়ানে।
সন্তানে করেন ধন্য মহামন্ত্র দানে ॥
অনন্তর সেইভক্ত মায়ের আদেশে।
কামারপুকুরে যান ভক্তির আবেশে ॥
সেজোমামা সহ দলে আরো কয়জন।
প্রভুস্থানে সকলেই করেন গমন ॥
সাথীরূপে সেথা এক সন্ন্যাসীর সনে।
ভক্তের বচসা হয় সামান্য কারণে ॥
কামারপুকুর হতে সেজো মামা ফিরে।
বচসার কথা বলে দেন জননীরে ॥
সারদা-মা সব কথা করেন শ্রবণ।
তবু কারে কিছু নাহি বলেন তখন ॥
জগদ্ধাত্রী প্রতিমার সম্মুখে সন্ধ্যায়।
প্রাণভরে সেই ভক্ত গান গেয়ে যায় ॥
ভাবে গদগদ কণ্ঠ চোখে অশ্রুজল।
মনের উল্লাসে গান করে অবিরল ॥
জননীও গানগুলি করিয়া শ্রবণ।
হইলেন সেইকালে আনন্দে মগন ॥
গান গাওয়া শেষ হলে স্নেহের বয়ানে।
মধুক্ষরা কণ্ঠে মাতা বলেন সন্তানে ॥
আনন্দের ভাব রাজে তোমার অন্তরে।
ভক্তিভাবে ভরা গান কণ্ঠ হতে ঝরে ॥
মায়ের সম্মুখে গান গাহিলে যেমতি।
আনন্দেতে চিরকাল কাটাবে সেমতি ॥
ঠাকুরের খুব দয়া তোমার উপরে।
বাল্যকাল হ'তে তাহে কাঁদ প্রভু তরে ॥
বিবাদের কথা আমি করেছি শ্রবণ।
তার জন্য চিন্তা নাহি করো অনুক্ষণ ॥

তবু বলি সর্বদাই দিয়ে মন প্রাণ।
তিনটি বিষয় হতে রবে সাবধান॥
প্রথমতঃ নদীতীরে যদি হয় বাস।
যে কোনো সময়ে বন্যা আনে সর্বনাশ
দ্বিতীয়তঃ সাপ হ'তে রবে হুঁসিয়ার।
কখন ছোবল দেবে ঠিক নাহি তার॥
তৃতীয়তঃ সাধু হতে রবে সাবধান।
তাহাদের অভিশাপে ঘটে অকল্যাণ॥

জানিতে না পার তুমি সাধুর কথায়।
কিভাবেতে অমঙ্গল কিসে এসে যায়॥
সেইহেতু সর্বদাই থাকি করজোড়ে।
তুষিবে সাধুরে তুমি সভক্তি অন্তরে॥
অবজ্ঞার ভাব যেন কভু নাহি জাগে।
সাধুকে নমিবে সদা ভক্তি অনুরাগে॥
প্রাণ খুলে আজি আমি করি আশীর্বাদ
প্রভুর কৃপায় পাবে অন্তরে প্রসাদ॥

সারদাপুঁথির কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পঠনে স্নিগ্ধ হয় মন প্রাণ॥
জননীর লীলাকথা হয় যেইস্থানে।
প্রভু রামকৃষ্ণ সদা রন সেইস্থানে॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা সবে লভিতে অপার।
'হরি রামকৃষ্ণ' জোরে বল তিনবার॥

শ্রীশ্রীসারদা-পুঁথি

জ্ঞানদায়িনী

(৪)

জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন।
লীলার প্রকট হেতু মর্ত্যে আগমন॥

জয় জয় বিশ্বমাতা ব্রহ্মসনাতনী।
জয় জয় শ্যামাসুতা সারদা-জননী॥
সন্তানের পাপ-তাপ যত কাদা ধূলি।
মুছিয়া স্নেহের করে নাও কোলে তুলি॥

জয় জয় সত্যানন্দ, প্রেমানন্দময়।
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয়॥
প্রেমের মূরতি তুমি, তুমি মোর সার।
তোমার চরণে রাজে অনন্ত সংসার॥

তুমি যারে কৃপা কর কে নাশিবে তারে।
তোমার কৃপাই সার বিশ্বচরাচরে॥

ডাক্তার উমেশ নামে জনৈক সন্তান।
ময়মনসিংহ হতে মার কাছে যান॥
একদিন সেই ভক্ত ভক্তিভরা প্রাণে।
করিলেন প্রশ্ন এক মাতৃসন্নিধানে॥
ভক্তি ও মুক্তির মাঝে কি পার্থক্য রয়।
তাহাই জানিতে মাগো বড় ইচ্ছা হয়॥
অনুত্তরে মাতা কন গম্ভীর হৃদয়ে।
মুক্তি দেওয়া যায় জেনো যে কোন সময়ে॥
কোন ভক্তে ভক্তি যদি দেন ভগবান।
ভক্তপাশে প্রভু তবে বাঁধা পড়ে যান॥
ঈশ্বর সহজে তাহে নাহি দেন ভক্তি।
যে কোন মুহূর্তে কিন্তু দেওয়া যায় মুক্তি॥
কথাশুনি ভক্তমনে জাগিল প্রত্যয়।
জননীর ইচ্ছামাত্র মুক্তিলাভ হয়॥
ডাক্তার উমেশ মার বিশিষ্ট সন্তান।
ভক্তিভরে মার কাছে মাঝে মাঝে যান॥
কোয়ালপাড়ায় তবে অসুস্থা জননী।
সেইকালে মার কাছে আসিলেন তিনি॥
একদিন সেই পুত্র সভক্তি অন্তরে।
সরবত বানালেন জননীর তরে॥

সরবতে মিষ্টি ঠিক আছে কিনা আছে।
সংশয়ের দোলা তবে জাগে হৃদি মাঝে॥
ঠিক মিষ্ঠি যদি নাহি থাকে সরবতে।
মার খাওয়া তবে নাহি হবে তৃপ্তিমতে॥
সেইহেতু চেখে তিনি দেখিলেন আগে।
মাকে খেতে দেন তবে ভক্তি অনুরাগে॥
কিন্তু পরে ভক্তটির সদা চিন্তা জাগে।
উচিত হল কি খাওয়া জননীর আগে?।
গুরু ইষ্ট তরে যাহা থাকে ভোগ রাগ।
অনুচিত হয় খাওয়া তার অগ্রভাগ॥
ব্যতিক্রম ঘটিলেই ঘটে প্রত্যবায়।
এমতি বিধান সদা শাস্ত্র মাঝে রয়॥
সেইহেতু চিন্তাক্লিষ্ট থাকি মনে প্রাণে।
ভক্তটির কাটে দিন মাতৃসন্নিধানে॥
অল্পদিন পরে কিন্তু জননী সারদা
নিজ হতে স্নেহভরে বলেন একদা॥
যদি তব ভালবাসা থাকে কারো 'পরে।
তাদের করিবে সেবা সপ্রেম অন্তরে॥
তাহাদের কিছু খেতে দিতে হলে আগে।
নিজে চেখে দেখে নিও প্রেম অনুরাগে॥

মায়ের আশ্বাস বাণী করিয়া শ্রবণ।
আনন্দেতে পূর্ণ হয় সন্তানের মন॥
অনন্তর সেই পুত্র ভাসি অশ্রুনীরে।
সরবত চাখার কথা বলে জননীরে॥
তাহা শুনি সারদা-মা বলেন আবার।
ঠিক হয়েছিল বাবা তোমার আচার॥
যাহারা প্রেমের পাত্র অন্তরের ধন।
তাহাদের তরে শুধু প্রেম আচরণ॥
যাহারা দূরের বস্তু তাহাদের তরে।
সেবা পূজা দেয় লোকে শাস্ত্রবিধি ধরে॥
ব্রজের রাখাল যত শ্রীকৃষ্ণ রতনে।
বাঁধিয়া রাখিত সদা প্রেমের বন্ধনে॥
অহেতুকী ভালবাসা সকল আচার।
প্রেমে পূর্ণ হয়ে থাকে করে একাকার॥
শাস্ত্রবিধি জপ তপ নিষ্ঠা আচরণ।
সে সবের কোন কিছু নাহি প্রয়োজন॥
রাখালেরা সকলেই প্রেমের আবেশে।
আপনার মত ভাবি যায় ভালবেসে॥
খেতে খেতে কোনো ফল যদি ভাল লাগে।
তাহাই কৃষ্ণকে খেতে দেয় অনুরাগে॥
প্রভু হন পিতামাতা বন্ধু সবাকার।
আপনার হ'তে তিনি আরো আপনার॥
আপনজনকে সদা আপনার ভাবে।
রাখিবে আপন করে প্রেমের স্বভাবে॥
অন্য একদিন পুত্র ভক্তিভরা মনে।
রাখেন জিজ্ঞাসা এক জননী চরণে।
রাস্তাঘাটে যবে মাগো করি চলাচল।
কত শত লোকজনে দেখি অবিরল॥
কারে কারে দেখামাত্র কিন্তু মনে হয়।
তাহাদের সাথে যেন কত পরিচয়॥
পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া পারি জানিবারে।
তাহারা সকলে থাকে ভক্তের আকারে॥
তাহাদের মধ্যে কেহ প্রভুর সন্তান।
অন্যেরা চরণে তব লভিয়াছে স্থান॥
পরিচিত মনে হয় হলেও অজানা।
কেন তাহা হয় মাগো নাহি মোর জানা॥
মধুক্ষরা কণ্ঠে মাতা বলেন তখন।
তাহার কারণ তুমি করহ শ্রবণ॥
শ্রীঠাকুর বলিতেন যত ভক্তদল।
পুকুরেতে শোভে যেন কলমীর দল॥
ডগাগুলি ভিন্ন কিন্তু অভিন্ন গোড়ায়।
অন্তরেতে যোগাযোগ সদা থেকে যায়॥
সেমতি যাহারা ভক্ত হয় শ্রীপ্রভুর।
তাহারা প্রভুর সুরে থাকে ভরপুর॥
সেই সুর রাজে জেনো তোমারো অন্তরে।
তাল মান গুণে লয়ে অভিন্ন আকারে॥
ভক্তসুরে তব সুরে ঘটে অনুনাদ।
সেই হেতু লভ তুমি অন্তরে প্রসাদ॥
তোমরা সকলে হও প্রভুস্নেহ মাখা।
একই গাছের যথা শাখা ও প্রশাখা॥
ডালপালাগুলি সদা এক হয়ে রয়।
তেমতি তোমরা হয়ে থাক প্রভুময়॥
তোমাদের সকলের থাকে প্রভুপ্রীতি।
সেইহেতু দেখা সাথে জাগায় সম্প্রীতি॥
ডাক্তার উমেশবাবু অন্য একদিনে।
মায়েরে করেন প্রশ্ন ভাবে ভরা মনে॥
যাহারা প্রভুর কাছে করিত গমন।
তাহাদের হবে মুক্তি প্রভুর বচন॥
তোমার নিকটে যারা যাতায়াত করে।
তাহাদের কিবা গতি হবে মৃত্যুপরে ?।
তাহাদেরো হবে মুক্তি করিয়া শ্রবণ।
আরেক জিজ্ঞাসা পুত্র করেন তখন॥
যাহারা নির্বাণ মুক্তি পেতে নাহি চায়।
কি গতি তাদের হবে তোমার কৃপায়॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া সারদা-জননী।
গম্ভীর অন্তরে তবে বলিলেন তিনি॥
যাহারা প্রভুকে ভক্তি করে মনে প্রাণে।
নিত্যভক্ত রূপে তারা রবে প্রভুস্থানে॥
সেথায় বিরহ নাই, নাই রোগ শোক।
প্রেমে পূর্ণ হয় সেই রামকৃষ্ণ লোক॥
সেইলোক শ্রীঠাকুর কৃপার অন্তরে।
তৈরী করে রেখেছেন তোমাদের তরে॥
প্রভুর সকল ভক্ত ছাড়ি ধরাধামে।
নিত্যভক্ত রূপে যাবে সেই নিত্যধামে॥
আমার সন্তান হয়ে নাহি করো ভয়।
তোমরা প্রভুকে পাবে রাখিও প্রত্যয়॥
পুনরায় সেই ভক্ত জননীকে কয়।
বিশেষ সমস্যা জাগে ধ্যানের সময়॥
গুরুমূর্তি ইষ্ট মূর্তি তাঁহারা উভয়ে।
উদিত হইতে চান ধ্যানের সময়ে॥

উভয়ের একই সাথে ধ্যান নাহি হয়।
কি করিব বলে দাও ধ্যানের সময়॥
তাহা শুনি সারদা-মা বলেন উত্তরে।
এর তরে চিন্তা তুমি না করো অন্তরে॥
ধ্যানের প্রথম দিকে সাধকের মনে।
গুরুমূর্তি ইষ্টমূর্তি আসে একসনে॥
একাগ্র হইলে মন চিত্ত হলে স্থির।
গুরু কিম্বা ইষ্ট মূর্তি রবেন হাজির॥
ধ্যানলোকে যেই মূর্তি হবেন উদিত।
তাতেই একাগ্রভাবে রবে অবস্থিত॥
অনুপম মার কথা করিয়া শ্রবণ।
সেই পুত্র আনন্দেতে থাকেন মগন॥
সেই ভক্ত জননীরে পুনঃ প্রশ্ন করে।
যামিনী নামেতে ভৃত্য থাকে মোর ঘরে॥
তাঁহাকে দিয়েছ দীক্ষা অসীম কৃপায়।
তার হ'তে সেবা কি মা আর নেওয়া যায়?।
তদুত্তরে মাতা কন আপন স্বভাবে।
তার হতে সেবা তুমি নেবে সখ্যভাবে॥
মায়ের প্রতিটি কথা অমৃত সমান।
শুনিলেই তৃপ্ত হয় ব্যথাক্লিষ্ট প্রাণ॥
সারদা-পুঁথির কথা করিলে শ্রবণ।
প্রভুর কৃপায় পাবে মায়ের চরণ॥
জননীর কৃপাদান অদ্ভুত ব্যাপার।
অধিকারী ভেদে ধরে বিভিন্ন আকার॥
স্থান কাল পাত্রভেদে সারদা-জননী।
যার যাহা ধাতে সয় তাহা দেন তিনি॥
জন্ম জন্মান্তর হতে মনুষ্য জীবনে।
সংস্কার সঞ্চিত থাকে মনের গহীনে॥
তারও সাথে যুক্ত থাকে মনের প্রকৃতি।
ভিন্নস্থানে ভিন্নকালে ভিন্ন মতিগতি॥
পরিবেশ তারও থাকে বিশেষ প্রভাব।
এই তিনে তৈরী হয় কর্মের স্বভাব॥
কাহারো কর্মেতে ঝোঁক থাকে দৃঢ়ভাবে।
কাহারো জীবনে তাহা বিপরীত ভাবে॥
কাহারো সংসার ধর্মে থাকয়ে বাসনা।
কেহ চায় ত্যাগী হতে হয়ে দৃঢ়মনা॥
জ্ঞান চর্চা করিবারে কারো ইচ্ছা জাগে।
কেহ ভক্ত হতে চায় নিষ্ঠা অনুরাগে॥
কেহ যোগী হতে চায় নিরোধিয়া মন।
কেহ বা সেবার কথা ভাবে অনুক্ষণ॥
বাহিরে তাহারা ধরে মনুষ্য আকৃতি।
অন্তরে তাদের কিন্তু বিভিন্ন প্রকৃতি॥
মানুষের পরিবেশ প্রকৃতি সংস্কার।
মাতা শিক্ষা দেন সব করিয়া বিচার॥
কাহারে বলেন মাতা কর্ম করিবারে।
অন্যেরে বলেন পুনঃ তাহা ছাড়িবারে॥
কোন কোন পুত্রে মাতা বলেন আবার।
বিবাহ করিয়া তুমি করহ সংসার॥
অন্যেরে বলেন মাতা বিয়ে করা ভুল।
তাহা হয় সব কিছু অনর্থের মূল॥
আপাতদৃষ্টিতে কিন্তু অনেক সময়।
মার কথা উল্টোপাল্টা বলে মনে হয়॥
গভীর বিচারে কিন্তু জাগিবে সম্বিৎ।
সারদা-মা কি নিপুণ মনস্তত্ত্ববিদ॥
আধারের ভেদাভেদ বিচারি সর্বদা।
সন্তানে দিতেন শিক্ষা জননী সারদা॥
এমতি ঘটনা কিছু গুরুর কৃপায়।
সারদা-পুঁথির মাঝে বলিবারে চাই॥
ভাগবত, ভক্তদল আর ভগবান।
পরস্পর তুল্যমূল্য সমান সমান॥
সকলের শ্রীচরণে নমি ভক্তিভরে।
লিখে যাই পুঁথি আমি আবিষ্ট অন্তরে॥
পুনরায় ফিরে যাই পূর্বের কথায়।
মার উপদেশ যেথা বিভিন্ন ধারায়॥
নলিনবিহারী নামে জনৈক সন্তান।
ভক্তিভরে মাঝে মাঝে মার কাছে যান॥
একদা আছেন যবে মাতৃসন্নিধানে।
সেইকালে ভক্ত এক আসে সেইখানে॥
আসিয়া সাষ্টাঙ্গে বন্দি মায়ের চরণ।
মার কাছে করজোড়ে করে নিবেদন॥
কাজকর্ম করিবার মনে ইচ্ছা জাগে।
কাজকর্মে না থাকিলে ভাল নাহি লাগে॥
মনে হয় বৃথা গেল আমার জীবন।
কি করিব কৃপা করে বলহ এখন॥
তাহা শুনি সারদা-মা কন কৃপাভরে।
ঠিক ইচ্ছা জাগিয়াছে তোমার অন্তরে॥
কর্ম না করিলে কভু আমার প্রত্যয়।
কাহারো শরীর মন শুদ্ধ নাহি হয়॥
করহ দশের সেবা হইয়া নিষ্কাম।
তাহা হলে পূর্ণ হবে তব মনস্কাম॥

ভক্তটি চলিয়া গেলে তার পরক্ষণে।
আসেন সন্ন্যাসী এক মায়ের চরণে॥
শ্রীপ্রভুর সেবাশ্রমে থাকি দিবানিশি।
রোগীদের সেবাকার্য করেন সন্ন্যাসী॥
সেকাজ করিতে আর ভাল নাহি লাগে।
জননীরে কন তাহে ভক্তি অনুরাগে॥
প্রেমময় শ্রীঠাকুর প্রভু শিরোমণি।
তুমি হও আদ্যাশক্তি সারদা-জননী॥
তোমাদের দোঁহাকার অসীম কৃপায়।
হেসে খেলে আমাদের দিন কেটে যায়॥
বর্তমানে এক চিন্তা জাগে মোর মনে।
সেইহেতু আসিয়াছি তোমার চরণে॥
সেবাশ্রমে করি কাজ নিষ্ঠা অনুরাগে।
গু-মুত ঘাঁটিতে আর ভাল নাহি লাগে॥
এইমতি সমস্যায় তুমি কৃপা করে।
কি করা উচিত তাহা বলে দাও মোরে॥
সব শুনি সারদা-মা সস্মিত বয়ানে।
স্নেহঝরা কণ্ঠে তবে বলেন সন্তানে॥
ঠিকই বুঝেছ বাবা তোমার অন্তরে।
আর কিছু নাহি হবে, ঐ সব করে॥
অনিত্য এ কাজকর্ম অনিত্য সংসার।
প্রভুপদে ভাব ভক্তি একমাত্র সার॥
ঐ সব ছাড়ি এবে কর জপধ্যান।
যাতে ভাব ভক্তি হয় কাটিয়া অজ্ঞান॥
প্রভুর কৃপায় পাবে অন্তরে প্রসাদ।
প্রভুপদে ভক্তি হোক করি আশীর্বাদ॥
একই দিনে একই স্থানে মাতা দুইজনে।
বলিলেন দুইভাবে কর্মের কারণে॥
একজনে বলিলেন কর্ম করিবারে।
অন্যজনে মাতা কন তাহা ছাড়িবারে॥
আপাতদৃষ্টিতে উল্টা-পাল্টা মনে হয়।
গভীর চিন্তায় কিন্তু জাগায় বিস্ময়॥
ঔষধ খাওয়ার তরে রোগীদের দল।
ডাক্তারের সন্নিকটে আসে অবিরল॥
ডাক্তার পরীক্ষা আদি করিয়া প্রত্যেকে।
উপযুক্ত ঔষধাদি দেন একে একে॥
যদিও সকল রোগী আসে একই স্থানে।
ঔষধ বিভিন্ন হয় রোগের নিদানে॥
ভবরোগে রোগী সব অনুরূপ ভাবে।
জননীর কাছে আসে দীনার্ত স্বভাবে॥

সঠিক নির্ণয় করি রোগীর প্রকৃতি।
জননী সবারে দেন ঔষধ সেমতি॥
যাহার কর্মের তরে বাসনা প্রবল।
তাহারে বলেন কর্ম কর অবিরল॥
কর্মের বাসনা যার হইয়াছে ক্ষয়।
তাহারে বলেন—'থাক প্রভুতে তন্ময়'॥
আগন্তুক সবে ধরে ভক্তের আকৃতি।
কিন্তু তবু তাহাদের বিভিন্ন প্রকৃতি॥
তাদের প্রকৃতি মত জননী সারদা।
উপযুক্ত নির্দেশাদি দিতেন সর্বদা॥
যত ভাবি বিস্ময়েতে হই অন্যমনা।
মার প্রতি বাক্যে কত গভীর দ্যোতনা॥
করিতে বলেন কর্ম সন্তানে তাহার।
কর্মের বাসনা যার প্রবল আকার॥
কিন্তু দেখ সেই কর্ম বলেন করিতে।
যাহাতে দশের সেবা হয় কর্ম হতে॥
সাধারণ ভাবে মোরা জানি অনুক্ষণ।
জাগতিক কর্ম আনে কর্মের বন্ধন॥
দশের কারণে কিন্তু যদি কর্ম হয়।
সেইসব কর্ম সদা করে কর্মক্ষয়॥
সন্ন্যাসী অরূপানন্দে জননী সারদা।
স্নেহভরে কর্মতত্ত্ব বলেন একদা॥
সাধারণ কর্ম আনে কর্মের বন্ধন।
কর্ম দ্বারা হয় পুনঃ কর্মের খণ্ডন॥
তাহা শুনি সেই পুত্র কন জননীরে।
প্রশ্ন এক জাগিয়াছে আমার অন্তরে॥
কর্মের খণ্ডন হয় কারণে তাহার।
কি ভাবেতে হয় বল জননী আমার॥
তদুত্তরে সারদা-মা বলেন তখন।
সৎকার্যে কেটে যায় কর্মের বন্ধন॥
অনরূপ কার্যে বাড়ে পুণ্যের সঞ্চয়।
সেই পুণ্যে পূর্ব পাপ হয়ে যায় ক্ষয়॥
স্বার্থবুদ্ধি লয়ে যারা সদা কর্ম করে।
কর্মই তাদের থাকে বন্ধন আকারে॥
দশের কারণে কর্ম সৎকার্য রূপে।
কর্মের বন্ধন কেটে দেয় চুপে চুপে॥
কাটিলে এমতিভাবে কর্মের বাসনা।
প্রভুতরে জাগে তবে অন্তরে কামনা॥
জাগতিক কর্মক্ষয়ে পুণ্যের প্রভাবে।
প্রভুকে ডাকিতে পারে একনিষ্ঠভাবে॥

বাসনা কর্মের তরে নাহি হলে লয়।
কর্মকে ছাড়িতে বলা উচিত না হয়॥
কর্মের বাসনা যার অন্তরে প্রবল।
বসিলেও ধ্যানে সদা খেলে ফুটবল॥
নানাভাবে কর্মচিন্তা আসে তার মনে।
কিছুতেই তার মন নাহি বসে ধ্যানে॥
ভক্তিমান নৃপ এক করেন রাজত্ব।
সকলেই ভণে তাঁর দয়ার মহত্ত্ব॥
শত্রু কাছে যম তিনি, পিতা প্রজা পাশে।
দীন দুঃখী সবে দান পায় অনায়াসে॥
একদা সন্ন্যাসী এক ভাবে ভরা মনে।
আসিলেন সেই রাজ্যে রাজ দরশনে॥
সেবা ও ভক্তিতে তিনি বিগলিত হয়ে।
নৃপতিরে বলিলেন সস্নেহ হৃদয়ে॥
তোমার দেখিয়া ভক্তি আমি ভাবি প্রাণে।
সব কিছু ছাড়ি এবে ডাক ভগবানে॥
বিশ্বের বিধাতা যিনি প্রেমের ঈশ্বর।
তিনি হন সকলের একান্ত নির্ভর॥
নির্জন অরণ্যে মোর আছে তপোবন।
মোর সাথে সেথা তুমি করহ গমন॥
তাহা শুনি সেই নৃপ কন করজোড়ে।
দৃঢ়ভাবে বদ্ধ আমি আছি কর্মডোরে॥
প্রবল কর্মের ইচ্ছা আজো প্রকটিত।
তাহা ছাড়ি ধ্যানে মন নাহি রবে স্থিত॥
বনে যদি যাই আমি সকল ছাড়িয়া।
বনেই গড়িব রাজ্য নূতন করিয়া॥
কর্মপাশ ছিন্ন নাহি হয় যতক্ষণ।
কর্ম ছাড়ি ধ্যান নাহি হবে ততক্ষণ॥
কর্মক্ষয় ঘটিয়াছে যাদের অন্তরে।
তাদের বলেন মাতা ধ্যান জপ তরে॥
কি গভীর তত্ত্ব মাগো বাণীতে তোমার।
বিস্ময়ে তোমারে আমি নমি বারবার॥
কৃপায় কাটিয়ে দিয়ে কর্মের বন্ধন।
অভাগা সন্তানে তব দাও ভক্তিধন॥
অন্তর্যামী জননীর আরো আচরণ।
পুঁথির মাঝারে এবে দিব বিবরণ॥
দিব্যচক্ষে সন্তানের দেখি ভবিষ্যৎ।
সারদা-মা বলিতেন আপনার মত॥
অধিকারী ভেদে মাতা বলেন কাহারে।
বিবাহ করিয়া তুমি থাকহ সংসারে॥
জননী বলেন কিন্তু ত্যাগব্রতী জনে।
জীবের যতেক দুঃখ বিবাহ কারণে॥
বিবাহ না করিলেই না থাকে বন্ধন।
ইচ্ছা হলে দিতে পারে ঈশ্বরেতে মন॥
বিবাহ প্রসঙ্গ তুলি জননী সারদা।
সন্তান অরূপানন্দে বলেন একদা॥
বিবাহ না করো তুমি, না করো সংসার।
তাহা হলে চিন্তা কিছু নাহি রবে আর॥
যেথায় থাকিবে তুমি সেথায় স্বাধীন।
বিবাহ করিলে রবে চির পরাধীন॥
বিবাহে বন্ধন আসে, আসে শোক তাপ।
জীবনে বিবাহ করা হয় মহাপাপ॥
আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকে সংসারীর দল।
নানারূপ কষ্ট তারা পায় অবিরল॥
জীবনে যাহারা থাকে বিবাহ না করে।
ঘুমিয়ে তাহারা বাঁচে সদা হাঁফ ছেড়ে॥
পিতৃধামে যবে রন জননী সারদা।
সন্তান মনসা নামে আসেন একদা॥
প্রণমিয়া জননীরে কন করজোড়ে।
দীক্ষা ও গৈরিক মাগো দাও কৃপা করে॥
জননীও পরদিন সস্মিত বয়ানে।
সন্তানে করেন ধন্য ত্যাগমন্ত্র দানে॥
আহ্লাদিত সেই পুত্র সেদিন সন্ধ্যায়।
বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গান গেয়ে যায়॥
অন্তরেতে 'মা' 'মা' বুলি চোখে অশ্রুজল।
অবোধ পুত্রের যাহা একান্ত সম্বল॥
অশ্রুভরা কণ্ঠ দিয়ে ব্যাকুল অন্তরে।
নীচে লেখা গান দুটি গায় প্রাণভরে॥
"আর কিছু নাই সংসারের মাঝে,
কেবল শ্যামা সার রে। ***"
"মন ছাঁচে তোমায় ফেলে শ্যামা,
মনোময়ী মূর্তি আজ লব তুলে।***"
জননীও বসে থাকি আপন আলয়ে।
শুনিতে থাকেন গান সতৃপ্ত হৃদয়ে॥
রাধুদিদি, মাকুদিদি, মামীরা অনেকে।
সেথায় শোনেন গান তাহারা প্রত্যেকে॥
গান শেষে মামীদের মধ্যে একজন।
জননীকে ক্ষোভভরে বলেন তখন॥
ছেলেটি বড়ই ভাল কত গুণ ধরে।
ঠাকুরঝি তাহারে কিনা দিলে সাধু করে॥

শুনিয়া মামীর কথা তাহে সায় দিয়ে।
মাকুদিদি বলিলেন সক্ষুব্ধ হৃদয়ে॥
পিসিমার কাণ্ড দেখে আমি ভাবি মরে।
ভাল ভাল ছেলেদের দেয় সাধু করে॥
সন্তানের পিতামাতা কত কষ্ট করে।
সন্তানে মানুষ করে তিল তিল করে॥
সন্তান হইলে বড় তার পিতা মাতা।
রাখেন অনেক আশা লয়ে আকুলতা॥
পিতামাতা ঘরবাড়ি সব কিছু ফেলে।
আজ কিনা সাধু হয়ে গেল সেই ছেলে॥
পিতামাতা তাহাদের বিবিধ আশায়।
জলাঞ্জলি দিয়ে কিনা সাধু হয়ে যায়॥
এখন হয়ত উনি গিয়ে হৃষীকেশে।
কাটাবেন ভিক্ষা করে সন্ন্যাসীর বেশে॥
কিম্বা কোনো সেবাশ্রমে করিয়া গমন।
রোগীর ময়লা ঘেঁটে কাটাবে জীবন॥
অনন্তর জননীরে সেথা লক্ষ্য করে।
বলিতে থাকেন পুনঃ সক্ষুব্ধ অন্তরে॥
সংসার সৃজন হয় মহামায়া-কর্ম।
বিবাহাদি করাটাই সংসারের ধর্ম॥
তুমি যদি এইভাবে দাও সাধু করে।
মহামায়া চটে যাবে তোমার উপরে॥
সাধু হ'তে ইচ্ছা যদি থাকে কারও প্রাণে।
তাহারা হউক সাধু গিয়ে অন্যস্থানে॥
তুমি সাধু করে দাও তাহে আমি রাগি।
কি কারণে হতে যাবে নিমিত্তের ভাগী॥
সকল শুনিয়া মাতা বলেন সবারে।
দেবশিশু হয় এরা ধরার মাঝারে॥
সংসারে অসার ভাবে প্রভুর কৃপায়।
এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু নাই॥
সংসারে ফুলের মত পবিত্র থাকিয়া।
মৃত্যুশেষে প্রভুপাশে যাইবে চলিয়া॥
সংসারের কত সুখ দেখিলি জীবনে।
তবুও পবিত্রভাব না আনিলি মনে॥
তোদের সংসারে থাকি তোদের জ্বালায়।
ত্যক্ত ও বিরক্ত মোর হাড় জ্বলে যায়॥
অন্তরে না বুঝে কিছু মহামায়া কর্ম।
মুখেতে বলিস্ শুধু সংসারীর ধর্ম॥
কিছু থামি সারদা-মা বলেন তখন।
সংসারের খাটি কথা করহ শ্রবণ॥

ঈশ্বরে ডাকুক কিম্বা না ডাকুক তাঁরে।
অর্ধমুক্ত থাকে যারা বিবাহ না করে॥
যে সময়ে ভগবানে দিতে চাবে মন।
সেই পথে দ্রুত তবে করিবে গমন॥
যাহাদের জীবনেতে থাকে মহাপাপ।
তারাই বিবাহ করে লভে শোক তাপ॥
আষ্টে-পৃষ্ঠে মায়াপাশে বাঁধা থাকে তারা।
কলুর বলদ সম ঘুরে হয় সারা॥
কভু যদি ভগবানে চায় ডাকিবারে।
বন্ধন কারণে তারা ডাকিতে না পারে॥
সংসারীরা পিষ্ট হয় সংসারের চাকে।
যেমতি নিয়ত কষ্ট হয় কুম্ভীপাকে॥
বদ্ধজীব চিরবদ্ধ থাকে মায়াজালে।
বিপদেও হুঁস নাহি হয় কোনোকালে॥

একদা শ্রীপ্রভু কন ভক্তের মাঝারে।
বিভিন্ন শ্রেণীর লোক থাকয়ে সংসারে॥
কেহ থাকে নিত্যজীব কেহ বদ্ধরূপে।
কেহ থাকে মুক্ত কিম্বা মুমুক্ষুর রূপে॥
সবাই ধারণ করে মনুষ্য আকৃতি।
ভিন্ন ভিন্ন হয় কিন্তু তাদের প্রকৃতি॥
নিত্যজীব যাঁরা হন তাঁরা কোনোকালে।
বদ্ধ নাহি হয়ে যান সংসারের জালে॥
শুকদেব নারদাদি মুনিঋষিগণ।
নিত্যজীবরূপে সদা করেন ভ্রমণ॥
মায়াজাল হতে যারা মুক্তি পেতে চায়।
তাঁদের মুমুক্ষুরূপে বলেন সবাই॥
মুমুক্ষুর দল হ'তে দুই চারিজন।
ঈশ্বরের কৃপাহেতু লভে মুক্তি ধন॥
এইভাবে মায়া হতে যারা মুক্ত হয়।
সংসারে তাদের সবে মুক্তজীব কয়॥
চুপ চাপ যারা বদ্ধ থাকে মায়াজালে।
তাহাদের বদ্ধজীব সকলেই বলে॥
মাছ ধরিবার তরে জেলেরা পুকুরে।
সেথায় জলের মধ্যে জাল দেয় ছুঁড়ে॥
যাহারা সেয়ানা মাছ তারা কোনো কালে॥
বদ্ধ নাহি হয়ে যায় জেলেদের জালে॥
সেয়ানা মাছের মত নিত্য জীব যাঁরা।
মায়াজালে বদ্ধ কভু নাহি হন তাঁরা॥
জালে বদ্ধ তবু যারা মুক্তি পেতে চায়।
তাহারা ভূষিত হয় মুমুক্ষু আখ্যায়॥

সেইদলে কিছু মাছ বহু চেষ্টামতে।
জাল ছিঁড়ে কোনোভাবে পারে মুক্ত হতে॥
এইভাবে জাল হতে যারা মুক্ত হয়।
তাহাদিকে মুক্তজীব সকলেই কয়॥
বদ্ধজীব বদ্ধ হয়ে জালের ভিতরে।
বেহুঁস হইয়া থাকে মায়ার সংসারে॥
জালে বদ্ধ থাকে তবু হুঁস নাহি থাকে।
মুক্তি চেষ্টা কভু নাহি করে কোনো ফাঁকে॥
তাদের সম্মুখে যদি হয় হরিকথা।
তাহা ছাড়ি তারা চলে যায় অন্য কোথা॥
তারা বলে এই কালে, ধর্মকথা নয়।
হরিনাম করা যাবে মৃত্যুর সময়॥
মরণের কালে কিন্তু কয় অন্য কথা।
গৃহ পরিবার তরে জাগে আকুলতা॥
হয়ত প্রদীপ এক জ্বলে জোরমতে।
বদ্ধজীব তাহে কয় মৃত্যু শয্যা হতে॥
বেশী তেল পুড়ে যাবে যদি জ্বলে জোরে।
কমিয়ে সলিতাখানি দাও ত্বরা করে॥
অন্তিম শয়নে থাকি মৃত্যুর শয্যায়।
স্ত্রীপুত্রের কথা ভাবি করে হায় হায়॥
কি হবে তাদের দশা যদি যাই মারা।
কাঁদিতে কাঁদিতে বলে হয়ে আত্মহারা॥
বিষয়ের চিন্তা শুধু জাগে অবিরাম।
মরণকালেও নাহি করে হরিনাম॥
বদ্ধজীব বদ্ধ থাকি মায়ার সংসারে॥
কর্মহেতু নানাভাবে দুঃখভোগ করে॥
যে কারণে অবিরাম দুঃখ পায় তারা।
সেই কর্ম পুনরায় করিবে তাহারা॥
কাঁটাঘাস খেতে খেতে দর দর ক'রে।
উটের বদন হতে আসে রক্ত ঝ'রে॥
এমতি খাওয়ায় কষ্ট পায় বারে বারে।
তবু কাঁটা ঘাস খাওয়া উট নাহি ছাড়ে॥
সেমতি সংসারী জীব নানা কষ্ট পায়।
তবু নাহি চিন্তা করে মুক্তির উপায়॥
হয়ত ছেলেটি যায় অকালেতে মারা।
তার দুঃখে পিতামাতা হয় দিশাহারা॥
কিম্বা সেই পিতামাতা অনেক সময়।
কন্যার বিবাহ দিতে সর্বস্বান্ত হয়॥
বিবেক-বৈরাগ্য তবু না জাগে অন্তরে।
ছেলেমেয়ে হয় পুনঃ বছরে বছরে॥

বদ্ধজীব এত কষ্ট পায় মনেপ্রাণে।
তবু তারা কভু নাহি ডাকে ভগবানে॥
অনিত্যরে নিত্য ভাবে নিত্যে পরাঙ্মুখ।
সেইহেতু বদ্ধজীব সদা পায় দুখ॥
তাহাদের হুঁস নাহি হয় কোনো কালে।
জন্মে জন্মে বদ্ধ তারা থাকে মায়াজালে॥
সারদা-মা সেই কথা বলেন সবারে।
শ্রীঠাকুরও কন তাহা ভক্তের মাঝারে॥
তেরশ বাইশ সনে জনৈক সন্তান।
জয়রামবাটীধামে মার কাছে যান॥
যুবক সন্তান তবে এম. এ. পাশ করি।
প্রধান শিক্ষকরূপে করেন চাকুরি॥
বহু ছাত্র সাহায্যাদি লভি তাঁর হতে।
বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে বিধিমতে॥
শিক্ষিত যুবক পূর্ব সুকৃতির ফলে।
আশ্রয় লভেন মার চরণ কমলে॥
জননীরে সেই ভক্ত সদা ভক্তি করে।
মাতাও রাখেন বাঁধি তাকে স্নেহডোরে॥
সেইকালে কোনো এক ধনীগৃহ হতে।
বিবাহ প্রস্তাব আসে ভক্তটির সাথে॥
যৌতুকে অঢেল অর্থ তারা দিতে চায়।
যাহাতে অর্থের কষ্ট কভু নাহি পায়॥
যুবকের মনে থাকে ত্যাগের বাসনা।
মাঝে মাঝে তবু জাগে সংসার কামনা॥
যৌতুকে টাকার অঙ্ক শুনি সেইকালে।
বিবাহ করিতে ভক্তে বলেন সকলে॥
ভক্তটিও দ্বিধাগ্রস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে।
কি করা উচিত শুধু চিন্তে মনে মনে॥
অবশেষে সেই ভক্ত হয়ে নিরুপায়।
অন্ধকারে আলো যিনি তাঁর কাছে যায়॥
সাষ্টাঙ্গে বন্দিয়া মার চরণ কমল।
মাতৃপদে নিবেদন করেন সকল॥
অনন্তর সেই ভক্ত কন করজোড়ে।
কি করিব এবে মাগো বলে দাও মোরে॥
সব শুনি মাতা কন সস্নেহ অন্তরে।
তুমিতো রয়েছ বাছা ভাল কাজ ধরে॥
বিদ্যাদান করিতেছ প্রভুর কৃপায়।
গরীব ছাত্রও বহু সাহায্যাদি পায়॥
তাহাদের ভাল হবে লভি তব দান।
তোমারো হইবে তাহে অশেষ কল্যাণ॥

সৎকার্যে সৎভাবে দিন কেটে যাবে।
অন্তরে সদাই তুমি প্রভুকৃপা পাবে॥
এইসব ছাড়ি কেন বিবাহের ছলে।
দগ্ধ হ'তে যাবে তুমি সংসার অনলে ?।
ভক্তটি বলিল তবে মোর ভয় লাগে।
মাঝে মাঝে মনে মাগো ভোগচিন্তা জাগে॥
উদ্বেলিত হয় মন অনেক সময়।
সেইহেতু হৃদে মোর সদা জাগে ভয়॥
কৃপা করে তুমি মাগো বলহ আমারে।
জীবনে রহিবে যাহা কল্যাণ আকারে॥
কৃপাননা সারদা-মা দানিয়া অভয়।
বলিলেন কিছুতেই নাহি করো ভয়॥
নিশ্চিন্ত হইয়া থাক বিবাহ না করে।
লভিবে প্রভুর কৃপা সদাই অন্তরে॥
আরো বলি তুমি নিত্য রাখিও প্রত্যয়।
কলিতে মনের পাপ পাপ নাহি হয়॥
মায়ের অভয় বাণী করিয়া শ্রবণ।
সেই ভক্ত অভীঃ হয়ে করেন গমন॥
সারাটি জীবন পরে মায়ের কৃপায়।
হেসে খেলে মুক্তভাবে তাঁর কেটে যায়॥
ত্যাগব্রতী তাঁহাদের জননী সারদা
ত্যাগ ও বৈরাগ্য কথা বলেন সর্বদা॥
বলিতেন বিয়ে করা হয় মহাপাপ।
বাড়ায় বন্ধন শুধু আনে শোক তাপ॥
আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা তারা থাকে মায়াডোরে
বেহুঁস হইয়া নিত্য থাকে মোহ ঘোরে॥
এইভাবে জন্মে জন্মে কেটে যায় দিন।
ধ্যানজপ করা তবে হয় সুকঠিন॥
ত্যাগ ও বৈরাগ্য কথা কিন্তু নির্বিচারে।
কভু নাহি বলিতেন জননী সবারে॥
অভিজ্ঞ ডাক্তার সম জননী সারদা।
উপযুক্ত উপদেশ দিতেন সর্বদা॥
অতীত ও বর্তমান তাহে ভবিষ্যৎ।
দিব্যচক্ষে দেখি সব মাতা দেন মত॥
ভোগের বাসনা যার অন্তরে প্রবল।
যে ব্যক্তি সংসার চিন্তা করে অবিরল॥
তাহারে বলেন মাতা কৃপার অন্তরে।
সংসারে থাকহ তুমি বিবাহাদি করে॥
বিবাহ করিবে কিনা কালের প্রভাবে।
অধিকারী ভেদে মাতা কন ভিন্নভাবে॥

শ্রীমতী সুশীলা দেবী মার ভক্ত মেয়ে।
এসেছেন মার কাছে সভক্তি হৃদয়ে॥
তাঁহার সন্তানও পূর্ব সুকৃতির বলে।
লভেন আশ্রয় মার চরণ কমলে॥
পুত্রের বিবাহ তরে সব কথা শুনি।
সুশীলারে ধীরে ধীরে বলেন জননী॥
সন্তানের আগাগোড়া ভাবি ভবিষ্যৎ।
সন্তান করুক বিয়ে এই মোর মত॥
প্রভুপুত্র যাহাদের খুব উঁচুঘর।
সাধু হতে পারে তারা ছাড়ি বাড়িঘর॥
সেইসব ত্যাগব্রতী প্রভুর কৃপায়।
সকল বন্ধন হ'তে মুক্ত হয়ে যায়॥
এ সংসার সদা পূর্ণ ভোগের ইন্ধনে।
অধিকাংশ জন্ম নেয় ভোগের কারণে॥
কারো মনে থাকে যদি ভোগের বাসনা।
ভোগ নাহি পেলে সদা রহিবে বিমনা॥
বিবেক বৈরাগ্য জাগে ভোগ অবসানে।
তবে কেহ যেতে পারে প্রভু সন্নিধানে॥
সেই হেতু বলি আমি বিবাহাদি করে।
তোমার সন্তান এবে থাকুক সংসারে॥
একেবারে কেটে যাক ওর সব ভোগ।
তার ব্যতিক্রমে আসে অশেষ দুর্ভোগ॥
ভোগক্ষেত্র সংসারেতে ভোগ শেষ হলে।
প্রভুকে ডাকিতে পারে নয়নের জলে॥
প্রভুকে যে ধরে থাকে তার নাহি ভয়।
প্রভু রক্ষা করিবেন সন্তানে নিশ্চয়॥
বিয়ে করা মহাপাপ বলেন জননী।
বিবাহ করিতে তবু বলিলেন তিনি॥
জননী দেখেন সদা পুত্রের অন্তর।
সেইমত ঔষধাদি দেন অতঃপর॥
একদা জনৈক ভক্ত ভক্তিভরা মনে।
প্রণাম করিল আসি মায়ের চরণে॥
অনন্তর সেই ভক্ত বলে করজোড়ে।
সংসারে থাকিব আমি বিবাহ না করে॥
দিব্যচক্ষে দেখি মাতা পুত্রের অন্তর।
ধীরে ধীরে সেই পুত্রে কন অতঃপর॥
সব কিছু ভাবি মনে হইল আমার।
বিবাহ করাই হবে উচিত তোমার॥
সংসারে সকল কিছু দুটি দুটি করে।
চোখ কান হাত পা সব জোড়ে জোড়ে॥

সেমতি জগতে থাকে পুরুষ প্রকৃতি।
বিবাহ করিলে তবে কি হইবে ক্ষতি ॥
সেই ভক্তে দেখা যায় পরবর্তী কালে।
থাকিতে আবদ্ধ হয়ে বিবাহের জালে ॥
জননীর মনোভাব নির্দিষ্ট ব্যাপারে।
অধিকারী ভেদে তাহা ভিন্নরূপ ধরে ॥
সেইহেতু অনেকের অনেক সময়।
জননীর চিন্তাধারা জাগায় সংশয় ॥
বিবাহ ব্যাপারে মাতা বলেন কাহারে।
বিবাহ করিয়া তুমি থাকহ সংসারে ॥
আবার কাহারে কন বিয়ে করা পাপ।
তাহা হতে বন্ধনাদি যত শোক তাপ ॥
মায়ের সেবিকা কন্যা রায় মন্দাকিনী।
একদা সপ্রশ্নচিত্তে বলিলেন তিনি ॥
সুদৃঢ় সংশয় মাগো জেগেছে অন্তরে।
কৃপা করে তুমি তাহা দাও দূর করে ॥
সকল সন্তান তব সকল সময়।
সমান তোমার কাছে বলে মনে হয় ॥
কিন্তু দেখি যে সন্তান সভক্তি অন্তরে।
তব অনুমতি চায় বিবাহের তরে ॥
সে সন্তানে তুমি মাগো হয়ে হৃষ্টমতি।
বিবাহ করার তরে দাও অনুমতি ॥
যে সব সন্তান পুনঃ বৈরাগ্যের ভারে।
ত্যজিবারে চায় এই অনিত্য সংসারে ॥
তাহাদিকে তুমি সদা বল বারবার।
মায়ায় রচিত এই অনিত্য সংসার ॥
ভোগে মত্ত হয়ে থাকে যাহারা সংসারে।
সংসার অনলে তারা যায় ছারে খারে ॥
অনিত্য সংসার সুখ মনে ত্যাগ করে।
ত্যাগপথে রবে সদা শ্রীপ্রভুরে ধরে ॥
সকলেই স্নেহপুষ্ট সন্তান তোমার।
উপদেশ কেন তবে বিভিন্ন প্রকার ?।
সকলের ভাল হয় যেই পথে চলা।
তোমারও উচিত হবে সেইরূপ বলা ॥
এমতি সংশয়ে পূর্ণ আছে মোর মন।
কৃপা করে তাহা মাগো করহ ছেদন ॥
সব শুনি সারদা-মা সেই কন্যাটিরে।
গম্ভীর বয়ানে তবে কন ধীরে ধীরে ॥
ভোগের বাসনা যার অন্তরে প্রবল।
তাহাকে ত্যাগের কথা বলে নাহি ফল ॥
'ত্যাগ পথ ধরে যাও' যদি বলি তারে।
তবু যাবে ভোগ পথে আপন সংস্কারে ॥
অন্যদিকে যারা বহু সুকৃতির ফলে।
থাকিতে না চায় আর মায়ার কবলে ॥
ত্যজিয়া অনিত্য সুখ অনিত্য সংসার।
প্রভুরে করিতে চায় জীবনের সার ॥
তাদের অন্তর মাঝে হেরি ব্যাকুলতা।
আনন্দে শোনাই সদা ত্যাগের বারতা ॥
তাহাদের আমি নিত্য করি আশীর্বাদ।
যাহাতে অন্তরে পায় প্রভুর প্রসাদ ॥
যদিও সন্তান রূপে সকলে অভিন্ন।
তথাপি সংস্কার রাশি হয় ভিন্ন ভিন্ন ॥
অধিকারী ভেদ সাথে বুঝে পরিবেশ।
ভিন্নজনে ভিন্নভাবে দিই উপদেশ ॥
গুরুরূপে সারদা-মা স্নেহের বয়ানে।
উপযুক্ত শিক্ষা দেন দীক্ষিত সন্তানে ॥
সন্ন্যাসী তন্ময়ানন্দ মায়ের সন্তান।
মাতৃপদে সমর্পিত দেহমন প্রাণ ॥
করেন মায়ের চিন্তা আকুলিত ভাবে।
মাতাও করেন স্নেহ সবিশেষভাবে ॥
মাঝে মাঝে দেখা দেয় শূলের বেদনা।
তাহাতে সন্ন্যাসী পান বিশেষ যাতনা ॥
পুত্রের অসুখ কথা ভাবিয়া জননী।
সন্ন্যাস দানের পর বলিলেন তিনি ॥
তোমার ব্যথার জন্য ভাবি সদা আমি।
বেশী খাটুনির কাজ না করিবে তুমি ॥
পচা বাসী খাদ্য কভু না কারো গ্রহণ।
খাইবে প্রভুকে আগে করি নিবেদন ॥
দেহ সুস্থ ভালভাবে থাকিবে সেথায়।
বসবাস করো তুমি সেই জায়গায় ॥
আশ্রমে থাকার আগে বলে রেখো তুমি।
বেশী খাটাখাটি কভু পারিব না আমি ॥
ভুল বোঝাবুঝি তরে অনেক সময়।
ঝগড়া বিবাদ বহু আশ্রমেতে হয় ॥
মন কষাকষি কিম্বা বিবাদাদি করে।
কখনো না থেকো তুমি আশ্রমেতে পড়ে ॥
সেহেতু আশ্রমে থাকা যদি না পোষায়।
চলে গিয়ে থেকো তুমি অন্য জায়গায় ॥
কোয়ালপাড়ায় থাকে প্রভু মঠবাড়ি।
অনেকে থাকেন সেথা পূর্বাশ্রম ছাড়ি ॥

সন্ন্যাসী তন্ময়ানন্দ মায়ের আদেশে।
থাকিতেন সেই মঠে তপস্যা উদ্দেশ্যে॥
আশ্রমে থাকেন যাঁরা তাঁহাদের তরে।
আশ্রম অধ্যক্ষ কাজ দেন ভাগ করে॥
তন্ময়ানন্দের ভাগে পড়ে হাঁড়িমাজা।
বর্ষায় সেহেতু ধরে হাতে পায়ে হাজা॥
চলাফেরা কাজকর্মে অনেক সময়।
হাজা-র কারণে তাঁর খুব কষ্ট হয়॥
একদা তন্ময়ানন্দ ভাসি অশ্রুনীরে।
জয়রামবাটীধামে কন জননীরে॥
হাতে পায়ে হাজা মোর হাঁড়ি হাণ্ডা মেজে।
বড় কষ্ট পাই মাগো আমি সেই কাজে॥
বড়ই দুর্বল আমি, অসুখের তরে।
কি করিব এবে আমি বল কৃপা করে॥
পুত্রের অবস্থা দেখি সারদা-জননী।
দুঃখ করে সেইকালে বলিলেন তিনি॥
বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কেহ টকের জ্বালায়।
আবাস গড়িয়া তোলে তেঁতুলতলায়॥
তোমারো অবস্থা সেই ব্যক্তির সমান।
তোমার কষ্টেতে মোর ফেটে যায় প্রাণ॥
সহিবেনা এত কষ্ট দুর্বল শরীরে।
ডহরকুণ্ডতে যাও থাকিবার তরে॥
পড়াইবে ছাত্র সেথা তব সাধ্যমত।
সেইসাথে ধ্যান জপ করিবে সতত॥
মায়ের কৃপার বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আনন্দেতে পুত্র করে অশ্রু বরিষণ॥
অন্তরের অন্তস্থলে বুঝিল সন্তান।
তার তরে জননীর অন্তরের টান॥
জননীর পদপ্রান্তে নমি পুনরায়।
মায়ের নির্দেশমত সেই স্থানে যায়॥
মানুষেরা ধরে সবে অভিন্ন আকৃতি।
কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয় তাদের প্রকৃতি॥
বিষয়ী বিষয় আশে করে ঘুরঘুর।
সেই চিন্তা নিয়ে সদা থাকে ভরপুর॥
ধর্মকথা বলিলেও নাহি শোনে তাহা।
সর্বদাই বলে সবে ভালবাসে যাহা॥
তেরশ পঁচিশ সালে মার দেশ হতে।
মহিলারা কিছু যায় মায়ের নিকটে॥
সারদা-জননী তবে রন উদ্বোধনে।
বর্ষীয়সী মহিলারা পৌছান সেখানে॥
মায়ের ব্যবস্থামত দর্শনের তরে।
তাঁরা যান কালীঘাট, দক্ষিণ শহরে॥
পরেশনাথের যেথা আছয়ে মন্দির।
সেখানেও যান তাঁরা দিন করে স্থির॥
একদিন তাঁরা সবে গেলেন বেলুড়ে।
সেথায় প্রভুর মঠ দেখিবার তরে॥
প্রভুমঠবাড়ি সেথা করিয়া দর্শন।
মার কাছে পুনঃ তারা করেন গমন॥
কিসব দেখিল সেথা তাহার উত্তরে।
জনৈকা মহিলা তবে কন বুকভরে॥
দেখার কথায় মাগো কি বলি তোমায়।
এত বড় বড় গোরু কভু দেখি নাই॥
যেমতি সুন্দর গোরু রয়েছে বেলুড়ে।
দেখিতে না পাবে তাহা সারা দেশ ঘুরে
সকৌতুকে সারদা-মা শুধান তখন।
তোমরা কি প্রভুর ঘরে করনি গমন ?।
ঠাকুরের ব্যবহৃত যতেক সম্ভার।
সাধুরা রেখেছে যত্নে করিয়া যোগাড়॥
এইসব অপরূপ অমূল্য রতন।
তাহাও কি তোমাদের ঘটেনি দর্শন ?।
তাহা শুনি মহিলাটি বলে পুনরায়।
বেলুড়েতে সব কিছু দেখেছি সবাই॥
তোমার স্বদেশ হতে আসিয়াছি শুনে।
সাধুরা দেখালো সব অতীব যতনে॥
সাধু ব্রহ্মচারী তারা সশ্রদ্ধ অন্তরে।
খাওয়াইল আমাদের কত যত্ন করে॥
সুরধুনী ঘাট হতে থাকিয়া বেলুড়ে।
দেখিয়াছি সবে মোরা দক্ষিণশহরে।
বহু কিছু সেইস্থানে দেখেছি সবাই।
কিন্তু এত ভাল গোরু কভু দেখি নাই॥
জননী ভাবেন তবে হইয়া গম্ভীর।
তাদের বিষয় চিন্তা কত সুগভীর॥
সকলেই যাবে মারা কিছুদিন পরে।
তবুও বিষয় চিন্তা সতত অন্তরে॥
প্রভুগৃহ, সাধুসন্ত সবে দিয়ে বাদ।
মনেতে কেবলি জাগে গোরুর সংবাদ॥
সারদা জননী তাই বিষয়ীর কাছে।
ঈশ্বরের কথা নাহি বলিতেন যেচে॥
পিতৃধামে একদিন ইষ্টগোষ্ঠী সঙ্গে।
জননী থাকেন ব্যস্ত ঈশ্বর প্রসঙ্গে॥

জনৈক বিষয়ী লোক আলোচনাক্ষণে।
আসিয়া হাজির হয় জননী চরণে ॥
তারে দেখি বন্ধ করে ঈশ্বরের কথা।
জননী করেন শুরু বৈষয়িক কথা ॥
অনুরূপে অন্যদিন অসুস্থ শরীরে।
শায়িতা থাকেন মাতা শয্যার উপরে ॥
দুজন সন্ন্যাসী তবে সভক্তি অন্তরে।
মহাভাগ্যে জননীর পদসেবা করে ॥
জননীও সেইকালে কৃপার বয়ানে।
প্রভুর লীলার কথা বলেন সন্তানে ॥
প্রেমময় শ্রীঠাকুর দক্ষিণ শহরে।
কত কৃপা ধরিতেন ত্যাগীদের তরে ॥
নরেন শরৎ আদি বিবেকী সন্তানে।
করিতেন উপযুক্ত নানা শিক্ষাদানে ॥
সেসব সন্তান সনে প্রভু শিরোমণি।
সেথায় তান্ত্রিক চক্র রচিতেন তিনি ॥
এসব কাহিনী মাতা বলেন যখন।
জনৈক গৃহস্থ ভক্ত আসিল তখন ॥
তার আসা সাথে সাথে লীলাময়ী মাতা।
সে প্রসঙ্গ বন্ধ করে কন অন্য কথা ॥
সরস্বতী স্বরূপিনী বিজ্ঞান-দায়িনী।
লীলার শরীরে তিনি সারদা-জননী ॥
নানা জনে নানা প্রশ্ন করে নানাভাবে।
জননী উত্তর দেন আপন স্বভাবে ॥
মায়ের উত্তর সদা সহজ সরল।
তবু তাহা অর্থপূর্ণ থাকে অবিরল ॥
অসম্ভব বলে প্রশ্ন মনে হতে পারে।
তবু তারো সমাধান দেন স্নেহ করে ॥
জয়রামবাটীধামে মায়ের আলয়।
নির্বিচারে সেই স্থান সবার আশ্রয় ॥
নলিনীদি, মাকুদিদি প্রভৃতি মেয়েরা।
একদা সেথায় গল্পে হন মাতোয়ারা ॥
মহিলা মহলে যাহা সাধারণ রীতি।
পরনিন্দা পরচর্চা চলে সেইমতি ॥
বিবিধ প্রসঙ্গ চলে কিছু নহে বাদ।
কাহারো প্রশংসা হয়, কারো অপবাদ ॥
হেনকালে প্রশ্ন জাগে তাঁহাদের মনে।
কোন্ অপবাদ ভাল মনুষ্য জীবনে ॥
কেহ বলে অবাস্তব এই প্রশ্ন হয়।
অপবাদ নিন্দনীয় সকল সময় ॥

নিশ্চয় উত্তর আছে কেহ বলে যান।
কিছুতেই এর নাহি ঘটে সমাধান ॥
অনন্তর সকলেই হয়ে নিরুপায়।
উপস্থিত হইলেন জননী যেথায় ॥
সেথা পৌঁছি নলিনীদি ভক্তিভরে কন।
সবিশেষ প্রশ্ন নিয়ে এসেছি এখন ॥
অপবাদ, তার মধ্যে কোন্ অপবাদ।
অপবাদী মনে দেয় আনন্দের স্বাদ ?।
তদুত্তরে সারদা-মা বলেন সকলে।
সম্পদের অপবাদে সবে ভাল বলে ॥
'উনি বেশ ধনী' বলা হলে কোন জনে।
সে ব্যক্তি বড়ই খুশী হয় মনে মনে ॥
বাহিরে দেখাতে পারে দীনতা বা রোষ।
অন্তরেতে লভে কিন্তু অতীব সন্তোষ ॥
উত্তরে সন্তুষ্ট তবে হইয়া সকলে।
প্রণমিলা জননীর চরণ কমলে ॥
এসব কথার পরে বলেন জননী।
উত্তর প্রশ্নের এক বলতো নলিনী ॥
কোন্ জিনিষের তরে হয়ে একমনা।
ঈশ্বরের কাছে তুই জানাবি প্রার্থনা ?।
প্রশ্ন শুনি নলিনীদি বলেন তখন।
পিসিমা উত্তর মোর করহ শ্রবণ ॥
মানুষ যাহাতে সুখে থাকিবারে পায়।
সেমতি প্রার্থনা আমি করিব সদাই ॥
সেই সাথে জানাইব প্রভুর চরণে।
জ্ঞানভক্তি তুমি প্রভু দাও মোর মনে ॥
তাহা শুনি সারদা-মা কন ধীরে ধীরে।
প্রভুকে বলিবে সদা ভাসি অশ্রুনীরে ॥
প্রভু আমি তব পদে জানাই প্রার্থনা।
কৃপা করে তুমি মোরে দাও নির্বাসনা ॥
সকল দুঃখের মূল মনের বাসনা।
তারি তরে বারবার চলে আনাগোনা ॥
যে কোনো বাসনা যদি মনে থেকে যায়।
মুক্তিপথে তাহা সদা আনে অন্তরায় ॥
নির্বাসনা নিজ মনে হইবে যখনি।
মায়ার সংসারে মুক্তি লভিবে তখনি ॥
একদা জনৈক ভক্ত ভক্তিভরামনে।
প্রশ্ন এক করিলেন জননী চরণে ॥
সকাম প্রার্থনা যদি জানাই ঈশ্বরে।
সমীচীন হবে কি তা বলে দাও মোরে ॥

তদন্তরে সারদা-মা বলেন সন্তানে।
সকাম প্রার্থনা নাহি করো প্রভুস্থানে॥
বড় অল্প বুদ্ধি ধরে মনুষ্য আধার।
কি চাহিতে কি চাহিবে ঠিক নাহি তার॥
অন্য কিছু নাহি চেয়ে হয়ে একমনা।
চাহিবে আকুলভাবে ভক্তি নির্বাসনা॥
সেমতি প্রার্থনা যদি কর অনিবার।
লভিবে পরম বস্তু জীবনে তোমার॥
যে ভাবেতে কথা কন জননী সারদা।
শ্রীপ্রভুও সেইমতি বলিতেন সদা॥
শ্রীঠাকুর লীলাদেহে দক্ষিণ শহরে।
তাঁহার প্রতিটি কার্য লোকশিক্ষা তরে॥
কিরূপে প্রার্থনা করা হয় সমীচীন।
প্রভু তাহা ভক্তগণে কন একদিন॥
সাধনার কালে আমি জননী চরণে।
আঁখিজলে বলেছিনু আকুলিতমনে।
অষ্টসিদ্ধি, শতসিদ্ধি, দেহসুখ আর।
লোকমান্য চাহেনা মা অন্তর আমার॥
এ সকল কোনোকিছু না চাহে হৃদয়।
তব পাদপদ্মে যেন শুদ্ধাভক্তি হয়॥
প্রভু চান শুদ্ধাভক্তি হয়ে একমনা।
মাতা কন সেই স্থানে ভক্তি নির্বাসনা॥
আপাতদৃষ্টিতে কিন্তু অনেক সময়।
বাণী দুটি ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়॥
কিন্তু যদি চিন্তা করি সুগভীরভাবে।
দেখা যাবে বাণী দুটি তুল্যমূল্যভাবে॥
তের শত তের সালে ভক্তিভরা প্রাণে।
থাকেন অরূপানন্দ মাতৃসন্নিধানে॥
পিতৃধামে সেইকালে থাকেন জননী।
প্রবাহিত হয় সেথা স্নেহসুরধুনী॥
সেইকালে 'উদ্বোধন' লোকশিক্ষা আশে।
মঠ হতে প্রকাশিত হয় মাসে মাসে॥
রামকৃষ্ণ কথামৃত অমৃত সম্ভার।
মাঘ মাসে থাকে ছাপা কিছু অংশ তার॥
একদা অরূপানন্দ 'উদ্বোধন' নিয়ে।
করিতে থাকেন পাঠ ভক্তি নিষ্ঠা দিয়ে॥
কথামৃত অংশ পত্র পড়েন যখন।
জননী সপ্রেমে তাহা করেন শ্রবণ॥
একস্থানে লেখা ছিল গিরিশের কথা।
অহেতুকী ভক্তি তরে তাঁর আকুলতা॥

তাহা শুনি প্রভু কন জেনে রেখো স্থির।
অহেতুকী ভক্তি হয় ঈশ্বরকোটীর॥
জীবকোটী যারা হয় তাদের জীবনে।
কভু লাভ নাহি হয় শুদ্ধাভক্তি ধনে॥
সন্তান অরূপানন্দ তাহা পাঠ করে।
মায়েরে করেন প্রশ্ন ব্যাকুল অন্তরে॥
ঈশ্বরকোটীর হয় শুদ্ধা ভক্তি লাভ।
জীবকোটী তাহা কেন নাহি করে লাভ ?।
উত্তরে জননী কন হয়ে স্নেহমনা।
শুদ্ধাভক্তি নাহি হয় থাকিতে কামনা॥
ঈশ্বরকোটীরা সবে হয় পূর্ণকাম।
তাহাদের নাহি থাকে অন্য মনস্কাম॥
বাসনা কামনা যদি থাকে কারো মনে।
অহেতুকী ভক্তি কভু না আসে জীবনে॥
নির্বাসনা কভু হলে প্রভুর কৃপায়।
অহেতুকী ভক্তিধনে অনায়াসে পায়॥
নির্বাসনা তাহা থাকে কারণ স্বরূপে।
অহেতুকী ভক্তি আসে তার ফল রূপে॥
ফল ও কারণ সদা অচ্ছেদ্য আকারে।
একের ভিতরে অন্য থাকে সূক্ষ্মাকারে॥
মার বাণী মাঝে কত গভীর দ্যোতনা।
ভাবিতে ভাবিতে তাহা হই অন্যমনা॥
নির্বাসনা সাধনার সর্বশেষ ভাব।
কাঁচা মনে তাহা কভু নাহি হয় লাভ॥
সাধনার শুরুকালে সাধকের মনে।
বিবিধ বিষয় আশা আসে ক্ষণে ক্ষণে॥
অভ্যাস যোগের সদা করিলে সাধনা।
দূরীভূত হয় ক্রমে সেসব কামনা॥
শুরুতে সাধক যদি ভাবে মনে মনে।
নির্বাসনা হয়ে আমি যাব এইক্ষণে॥
তাহা হলে কোনো কিছু লাভ নাহি হয়।
শুধু তার চিন্তারাজ্যে ঘটে বিপর্যয়॥
নানা প্রতিক্রিয়া মনে আসে নানাভাবে।
হয়তো পাগল হয় তাহার প্রভাবে॥
সাধনা উচিত করা সাধ্য অনুযায়ী।
জীবনে প্রভাব তার হয় চিরস্থায়ী॥
ক্রমে ক্রমে আরো বেশী হইলে মগন।
সূক্ষ্ম হ'তে আরো সূক্ষ্ম হবে তার মন॥
বাড়িবে ধ্যানের শক্তি, বাড়িবে ধারণা।
প্রভুর কৃপায় শেষে হবে নির্বাসনা॥

অধিকারী ভেদে তাহে সারদা-জননী।
ভিন্নজনে ভিন্নভাবে বলিতেন তিনি॥
একান্ত নির্ভরকারী বিশিষ্ট সন্তানে।
জননী বলেন পুনঃ স্নেহের বয়ানে॥
তোমার যখন যাহা হবে দরকার।
নিশ্চয় চাহিয়া নেবে নিকটে আমার॥
তাহা শুনি পুত্র বলে হয়ে ভক্তিমনা।
উচিত কি হবে মাগো সকাম প্রার্থনা?।
উত্তরে জননী কন জোরের সহিত।
চাহিলে আমার কাছে না হবে অহিত॥
'আমি মা'—তোমাদের, তোমরা সন্তান।
তোমাদের তরে নিত্য অন্তরের টান॥
মোর কাছে চাহিলেই সব কিছু পাবে।
মার কাছে না চাহিয়া কার কাছে যাবে?।
কি গভীর স্নেহঝরা মায়ের আশ্বাস।
মন শুধু মাতৃপদে রাখহ বিশ্বাস॥
জীবনে যখনি যাহা হবে প্রয়োজন।
মার কাছে চাহিলেই লভিবে তখন॥
সারদাপুঁথির-কথা অমৃত সমান।
শুনিলেই মাতৃস্নেহে স্নিগ্ধ হয় প্রাণ॥

অন্তর্যামিনী রূপে সারদা-জননী।
ভক্তদের মনোইচ্ছা পূরাতেন তিনি॥
মাতৃধাম উদ্বোধনে নীচের তলায়।
একদা মহেন্দ্রনাথ থাকেন সেথায়॥
আসিলে প্রসাদ সেথা কিছুক্ষণ পরে।
মহেন্দ্র খেলেন তাহা সুভক্তি অন্তরে॥
প্রসাদের তরে কিন্তু মনে চিন্তা রয়।
মায়েরি প্রসাদ কিংবা অন্য কিছু হয়॥
কিছু পরে সেই পুত্র ভক্তিযুত চিতে।
জননীর কাছে যান প্রণাম করিতে॥
মহেন্দ্র উপরে উঠি দেখেন বিস্ময়ে।
সন্দেশ হাতেতে মাতা আছেন দাঁড়িয়ে॥
তাহা হতে কিছু মাতা করিয়া গ্রহণ।
সন্তানেরে খাইবারে দিলেন তখন॥
সন্দেহের নিরসনে ভাবেভরা মনে।
সাষ্টাঙ্গে বন্দিল পুত্র মায়ের চরণে॥

জনৈক প্রফুল্লচন্দ্র মায়ের সন্তান।
একদিন অপরাহ্ণে উদ্বোধনে যান॥
সঙ্গে থাকে গব্যঘৃত মৃত্তিকার ভাঁড়ে।
আর কিছু মিষ্টান্নাদি মার সেবা তরে॥
সন্তান প্রফুল্লচন্দ্রে দেখিয়া তথায়।
একজন ব্রহ্মচারী আসেন সেথায়॥
দ্রব্যগুলি দিয়ে ভক্ত ব্রহ্মচারী করে।
বলিলেন আনিয়াছি জননীর তরে॥
হাতে নিয়ে দ্রব্যগুলি সেই ব্রহ্মচারী।
উপরেতে চলে যান নাহি করে দেরী॥
তারপরে চিন্তা কিন্তু জাগে ভক্ত প্রাণে।
সেগুলি পৌঁছিল কিনা মাতৃ সন্নিধানে॥
জননীরে প্রণমিতে ভক্তিভরা মনে।
বহুভক্ত সমাগম হয় সেই দিনে॥
ভক্তটিও প্রণমিয়া চিন্তিত অন্তরে।
সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুনঃ ফিরিলেন ঘরে॥
পরদিন প্রাতঃকালে ভক্ত পুনরায়।
মায়ের দর্শন তরে উদ্বোধনে যায়॥
প্রণাম জানালে ভক্ত মায়ের চরণে।
তাহাকে বলেন মাতা সস্মিত বদনে॥
গব্যঘৃত ভক্তিভরে এনেছিল যাহা।
ঐ দেখ ঐ স্থানে রাখা আছে তাহা॥
তাহা শুনি ভক্তটির অপার বিস্ময়।
না বলিতেই মাতা তার ঘোচান সংশয়॥

অন্তর্যামিনীরূপে জননী সারদা।
পুত্রের সংশয় দূর করেন সর্বদা॥
জনৈক সুরেনবাবু মায়ের সন্তান।
মাঝে মাঝে ভক্তিভরে মার কাছে যান॥
জয়রামবাটীধামে থাকেন জননী।
সেইস্থানে একবার আসিলেন তিনি॥
আসনেতে উপবিষ্ট জননী সারদা।
তাঁর পাশে সেই পুত্র থাকেন একদা॥
রামকৃষ্ণপুঁথি মাঝে আছে বিবরণ।
জননীর পদতল রক্তিম বরণ॥
তাহা স্মরি পুত্র ভাবে হইয়া বিহ্বল।
কিভাবেতে দেখা যায় মার পদতল॥
পুত্রের চিন্তার সাথে সারদা-জননী।
প্রসারিত করে দেন চরণ দুখানি॥
সে রাঙা চরণ হেরি হইয়া বিহ্বল।
চরণে মস্তক রাখি কাঁদে অবিরল॥
মনে মনে বলে মাগো স্নেহ সুরধুনী।
তোমার কৃপায় মোর আকুল পরাণি॥
কোনো ইচ্ছা সন্তানের জাগিলে অন্তরে।
অন্তর্যামিনী তাহা দাও পূর্ণ করে॥

তব পদে বারবার জানাই প্রণাম।
তব পদে ভক্তি যেন থাকে অবিরাম॥
ভগবান দীনবন্ধু দীনের সহায়।
দীন নাহি হলে তাঁকে পাওয়া নাহি যায়॥
অন্তরের অভিমান অহঙ্কার ভাব।
সত্য সত্য দূর হলে আসে দীনভাব॥
শ্রীদুর্গাচরণ নাগ ভক্ত চূড়ামণি।
বলরাম বসুও হন ভক্ত শিরোমণি॥
দীনতার প্রতিমূর্তি তাঁহারা উভয়ে।
করজোড়ে রন সদা আপ্লুত হৃদয়ে॥
জননীও সেইহেতু তাঁদের দুজনে।
কৃপা করে স্থান দেন আপন চরণে॥
মার কাছে আসিলেই নাগ মহাশয়।
ভাবে পূর্ণ হয়ে রন সকল সময়॥
এখানে ফেলিতে পা অন্যস্থানে পড়ে।
কাঙালের সম সদা রন করজোড়ে॥
মুখে শুধু মা মা বুলি, চোখে অশ্রুজল।
সে দীন পুত্রের যাহা একান্ত সম্বল॥
কৃপাময়ী সারদা-মা সে দীন সন্তানে।
স্বহস্তে খাইয়ে দেন স্নেহের বয়ানে॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্ব-প্রসবিনী।
লীলার শরীরে তিনি সারদা-জননী॥
নাগমহাশয় দেখ কত ভাগ্যবান।
জগম্মাতা হাত হতে তিনি খেতে পান॥
নাগমহাশয়ে আমি নমি বারবার।
দীনভাব যাহে জাগে অন্তরে আমার॥
বলরামবসু গৃহে সারদা-জননী।
মাঝে মাঝে লীলাদেহে থাকিতেন তিনি।
জগম্মাতা তাঁর যেথা হয় অবস্থান।
ত্রিভুবনে তাহা হয় মহা-তীর্থস্থান॥
দীনতার প্রতিমূর্তি বসু বলরাম।
মার কৃপা তাহে তিনি পান অবিরাম॥
অহঙ্কারশূন্য হলে কাহারো অন্তর।
দীনতার ভাব হৃদে জাগে অতঃপর॥
শূন্য থাকে সে কারণে তাহার হৃদয়।
মার কৃপাবারি লভি পরিপূর্ণ হয়॥
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখি প্রকৃতি সতত।
পূর্ণ করে দিতে চায় শূন্য স্থান যত॥
কূপ কিম্বা পৃথিবীর অভ্যন্তর হতে।
নলকূপে জল তোলা হয় বিধিমতে॥

স্বাভাবিক অবস্থায় যন্ত্রটির নল।
বায়ু দিয়ে পরিপূর্ণ থাকে অবিরল॥
বারিপূর্ণ অবস্থায় যন্ত্রটির নলে।
জল নাহি জমা হয় জানেন সকলে॥
নলটিকে বায়ুশূন্য করা হয় যদি।
বারিপূর্ণ সেইযন্ত্র রবে নিরবধি॥
অভিমান অহঙ্কার বাষ্পের আকারে।
পরিপূর্ণ করে রাখে মোদের অন্তরে॥
অহঙ্কার বাষ্পে পূর্ণ থাকে যতক্ষণ।
কৃপাবারি হৃদে নাহি পশে ততক্ষণ॥
অহঙ্কার চলে গেলে থাকে শূন্যস্থান।
কৃপাবারি আসি পূর্ণ করে সেইস্থান॥
পুনরায় ফিরে যাই পূর্ব সূত্র ধরে।
মার কৃপা যেথা নিত্য দীনভক্ত তরে॥
জয়রামবাটীধামে ধুমধাম করে।
জগদ্ধাত্রী পূজা হয় বছরে বছরে॥
সেই পূজাকালে মাতা সাধারণভাবে।
পিতৃধামে থাকিতেন ভক্তির স্বভাবে॥
একবার সারদা-মা যে কোনো কারণে।
সেথা নাহি গিয়ে তিনি রন উদ্বোধনে॥
জগদ্ধাত্রীপূজা দিনে সকালবেলায়।
বহুভক্ত জননীরে প্রণমিতে যায়॥
সেইকালে সেথা এক ব্রাহ্মণ সন্তান।
বিশেষ প্রার্থনা লয়ে মার কাছে যান॥
সাষ্টাঙ্গে বন্দিয়া মার চরণ কমলে।
করজোড়ে কন তিনি নয়নের জলে॥
মা-গো আমি দীন হীন অধম সন্তান।
তবু তব পদে তুমি দানিয়াছ স্থান॥
বড়ই গরীব আমি তবু ইচ্ছা জাগে।
জগদ্ধাত্রী পূজিবারে ভক্তি অনুরাগে॥
মোর ভগ্ন জীর্ণ গৃহে সাধ্য অনুসারে।
মায়েরে পূজিব আজি দীন উপচারে॥
প্রার্থনা জানাই মাগো আকুলি বিকুলি।
পুত্রগৃহে তুমি আজি দেবে পদধূলি॥
এই কথাগুলি পুত্র বলে জননীরে।
করজোড়ে থাকে সেথা ভাসি অশ্রুনীরে॥
পুত্রের আকুল কান্না করিয়া শ্রবণ।
দীনার্তি হারিণী মাতা বলেন তখন॥
পুনরায় এসো তুমি অপরাহ্নকালে।
যাইতে করিব চেষ্টা আমি সেইকালে॥

মায়ের আশ্বাস বাণী শুনিয়া সন্তান।
জননীরে নমি পুনঃ গৃহে ফিরে যান॥
জগদ্ধাত্রী পূজা তরে সারদা-জননী।
সারাদিন উপবাসী রহিলেন তিনি॥
বৈকালবেলায় মাতা আকুলিত মনে।
হাজির হলেন ভক্ত জননী চরণে॥
সন্তানে দেখিয়া মাতা কন স্নেহভরে।
সাঙ্গোপাঙ্গ সনে এবে যাব তব ঘরে॥
রাজবল্লভ-পাড়ায় ভক্তের আলয়।
উদ্বোধন হতে তাহা বেশী দূরে নয়॥
সাঙ্গোপাঙ্গ সবাসাথে সস্মিত বদনে।
গাড়ি করে মাতা যান পুত্রের সদনে॥
গাড়ি হতে নামিতেই ভক্তটির মাতা।
জননীর শ্রীচরণে রাখিলেন মাথা॥
অনন্তর জননীর চরণ কমল।
প্রক্ষালিত করে দেন দিয়ে গঙ্গাজল॥
জননীর পাদোদক ভক্তেরা সকলে।
খাইলেন ভক্তিভরে নয়নের জলে॥
ভক্তটির বৃদ্ধা মাতা ব্যাকুল অন্তরে।
গলবস্ত্র হয়ে তবে কন করজোড়ে॥
তুমি হও বিশ্বমাতা বিশ্বের জননী।
সারদার রূপে তুমি কৃপা সুরধুনী॥
বড়ই গরীব মাগো বড় দীনহীন।
নাহি জানি শাস্ত্রবিধি, মোরা ভক্তিহীন॥
তবু তুমি বিশ্বপ্লাবী পুত্রস্নেহ তরে।
আসিয়াছ দীনহীন সন্তানের ঘরে॥
শ্রীচরণে বারবার জানাই প্রণাম।
তব পদে ভক্তি যেন থাকে অবিরাম॥
বাড়িখানি জীর্ণ শীর্ণ স্বল্প পরিসর।
তবু সেথা জননীর সতৃপ্ত অন্তর॥
অনন্তর সারদা-মা ভক্তিভরা প্রাণে।
গেলেন বাড়ির মধ্যে প্রতিমা যেখানে॥
দেবীকে প্রণাম করি মাতা স্নেহাননা।
প্রণামীর স্বরূপেতে দেন ষোল আনা॥
কণিকা প্রসাদ তবে করিয়া গ্রহণ।
গৃহের সম্মুখে মাতা বসেন তখন॥
গৃহমধ্যে জগদ্ধাত্রী মৃন্ময়ী স্বরূপে।
অদূরে চিন্ময়ী মূর্তি সারদার রূপে॥
চিন্ময়ী মৃন্ময়ী মাঝে চলে নিত্যলীলা।
সতত মধুর হয় এই দিব্যখেলা॥

অনন্তর সেই বৃদ্ধা ভাসি অশ্রুনীরে।
গলবস্ত্র হয়ে তবে কন জননীরে॥
আশীর্বাদ করো মাগো ছেলেকে তোমার।
বড় সাধ জাগে তার পূজা করিবার॥
বাড়িঘর ভাঙাচোরা অর্থবল নাই।
মার পূজা হল শুধু তোমার কৃপায়॥
মায়ের পূজার তরে যাহা দরকার।
নিজেই সেসব বস্তু করেছে যোগাড়॥
সবশুনি সারদা-মা কন স্নেহভরে।
ভাল কাজ হ'ল জেনো মার পূজা করে॥
মা যখন এসেছেন আলয়ে তোমার।
বাড়িঘর সবকিছু হবে এইবার॥
তোমার ছেলেটি হয় খুব ভক্তিমান।
মোর স্নেহ তারো তরে থাকে বিদ্যমান॥
যাত্রাকালে মাতা কন হয়ে হৃষ্টমতি।
হয়েছে প্রতিমাখানি মনোহর অতি॥
মায়ের মুখের ভাব যেন স্নেহে ভরা।
ভক্তের পূজায় সব হয় মধুক্ষরা॥
সবার উপরে হয় দীন হীন ভাব।
ঘটিয়াছে তারি তরে মার আবির্ভাব॥
তাহা মোরা জানি মাগো খুব ভাল করে।
তারই তরে আবির্ভূতা হলে ভক্তঘরে॥
অশ্রুজল একমাত্র পূজা উপচার।
লভিলে তাহেই তুমি আনন্দ অপার॥
অহঙ্কারশূন্য হলে কাহারো হৃদয়।
তোমার কৃপায় তাহা পরিপূর্ণ হয়॥
নামেতে অঘোরনাথ ঘোষ উপাধিতে।
আসেন মায়ের কাছে ভক্তিভরা চিতে॥
কথামৃত পাঠে তিনি জানিবারে পান।
বিষয়ীর স্পর্শে প্রভু বড় কষ্ট পান॥
অনুরূপ লোক কেহ ছুঁইলে চরণ।
মনে হত যেন হল বৃশ্চিক দংশন॥
সেইহেতু সেই ভক্ত মনে মনে ভাবে।
জননীও কষ্ট পান অনুরূপ ভাবে॥
মোর হতে মার কষ্ট যাতে নাহি হয়।
সেমতি কর্মই করা উচিত নিশ্চয়॥
অনুরূপ কথা ভক্ত চিন্তি অবিরাম।
জননীরে দূরে হতে করিল প্রণাম॥
সেইকালে সারদা-মা সস্নেহ অন্তরে।
উপবিষ্টা আছিলেন, আসনের 'পরে॥

অন্তরের দীনভাব হেরিয়া জননী।
সন্তানের সন্নিকটে আসিলেন তিনি ॥
শ্রীহস্ত রাখিয়া তবে সন্তানের শিরে।
আশিস জানান মাতা সতৃপ্ত অন্তরে ॥

সারদা-পুঁথির কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পঠনে স্নিগ্ধ হয় মন প্রাণ ॥
জননীর লীলা কথা হয় যেইস্থানে।
প্রভু রামকৃষ্ণ সদা রন সেইস্থানে ॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা সবে লভিতে অপার।
'হরি রামকৃষ্ণ' জোরে বল তিনবার ॥

শ্রীশ্রীসারদা-পুঁথি

জ্ঞানদায়িনী

(৫)

জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন।
লীলার প্রকটহেতু মর্ত্যে আগমন॥

জয় জয় বিশ্বমাতা ব্রহ্মসনাতনী।
জয় জয় শ্যামাসুতা সারদা-জননী॥
সন্তানের পাপ-তাপ যত কাদা ধূলি।
মুছিয়া স্নেহের করে নাও কোলে তুলি॥
জয় জয় সত্যানন্দ, প্রেমানন্দময়।
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয়॥
প্রেমের মূরতি তুমি, তুমি মোর সার।
তোমার চরণে রাজে অনন্ত সংসার॥

তুমি যারে কৃপা কর কে নাশিবে তারে!
তোমার কৃপাই সার বিশ্বচরাচরে॥

মহাশক্তি স্বরূপিনী জননী সারদা।
পুত্রের কল্যাণে রত থাকেন সর্বদা॥
সন্তানের প্রয়োজন শত আব্দার।
পূরণ করেন সদা জননী আমার॥
লঘুতো প্রকাশ কিন্তু কথা, আচরণে।
না হত সম্ভব কভু মায়ের চরণে॥
উদ্বোধনে কর্মচারী শ্রীচন্দ্রমোহন।
মার কাছে নানা কাজে করেন গমন॥
যেমতি ঘরের ছেলে থাকে মার পাশে।
সেমতি তিনিও বাঁধা রন স্নেহপাশে॥
নানাবিধ কাজকর্মে যাহা প্রয়োজন।
তারি তরে মার কাছে করেন গমন॥
মাতাও সহজ ভাবে সকলি শুনিয়া।
আদেশ নির্দেশ যত দিতেন বলিয়া॥
সেইহেতু চন্দ্রমনে সুদৃঢ় প্রত্যয়।
মার হতে কিছুতেই নাহি পাব ভয়॥
যে কোনো কার্যের কথা অতি অনায়াসে।
বলিতে পারিব আমি মায়ের সকাশে॥
একদিন শুদ্ধানন্দ প্রজ্ঞানন্দ সনে।
বৈশাখের শেষাশেষি যান গঙ্গাস্নানে॥
পূর্বাহ্ণ সময় তবে বেলা দশটায়।
শ্রীচন্দ্র থাকেন বসে রোয়াকে সেথায়॥
উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিয়া তাহারে।
শুদ্ধানন্দ বলিলেন কৌতুক অন্তরে॥
প্রসাদের লোভে তুমি যখন তখন।
মায়ের নিকটে কর সদাই গমন॥
জননী সকাশে আরো তুমি অনর্গল।
নানাবিধ কথাবার্তা বল অবিরল॥
মার তরে কথা এক আমি বলি যাহা।
সক্ষম হবে কি তুমি বলিবারে তাহা?।
'কেন পারিব না' তাহা করিয়া শ্রবণ।
শুদ্ধানন্দ সেই পুত্রে বলেন তখন॥
জননী সকাশে তুমি লয়ে আকুলতা।
'মাগো, আমি মুক্তি চাই' বল এই কথা।
সে বীর পুঙ্গব বলে শুনিয়া তখনি।
এই কথা বলে আমি আসিব এখনি॥
দ্রুতপদে সেই বীর গিয়ে উদ্বোধনে।
দেখিলেন জননীরে পূজার আসনে॥
যেইমাত্র পূজাগৃহে ঢুকিলেন ধীরে।
ভীষণ কাঁপুনি শুরু হইল শরীরে॥
অনন্তর কিছু পরে থাকি পূজাসনে।
সারদা-মা তাকালেন গম্ভীর বয়ানে॥
এমতি চাহনি মার দেখে সেই বীর।
কাঁপিতে থাকেন আরো হইয়া অধীর॥

'কি চাই তোমার চন্দ্র ?' শুধালে জননী
মুক্তি কথা বলিবারে না পারেন তিনি ॥
ভীতিগ্রস্ত কিছু পরে পূর্বের অভ্যাসে।
বলিলেন আসিয়াছি প্রসাদের আশে ॥
ইঙ্গিতে দেখায়ে তবে প্রসাদ যেথায়।
পূজায় দিলেন মন মাতা পুনরায় ॥
যে কাঁপুনি শুরু হয় চন্দ্রের অন্তরে।
সে কাঁপুনি চলে কিন্তু বহুক্ষণ ধরে ॥
সেইপুত্র কিন্তু বুঝে নেয় ভালভাবে।
মাকে কিছু বলা নাহি যাবে হাল্কাভাবে ॥
জননীর সন্তানেরা থাকে বিশ্বজুড়ে।
কেহ বা নিকটে অতি কেহ বা সুদূরে ॥
মার কৃপাধন্য তবু তাদের সংস্কার।
পূর্ব কর্মমতে ধরে বিভিন্ন আকার ॥
জনৈক পুত্রের তবে নবীন বয়সে।
নৈতিক পতন ঘটে সংস্কারের বশে ॥
শ্রীযুত মহেন্দ্র গুপ্ত তাহা হেরি কন।
মার কাছে ভক্ত যেন না করে গমন ॥
তাহা শুনি মাতা কন সকরুণভাবে।
ছেলেটি মেখেছে কাদা সংস্কার প্রভাবে ॥
আমার সন্তান যদি মাখে কাদাধূলি।
কখনো তাহারে আমি নাহি দেব ফেলি ॥
তার ধূলো কাদা সদা ঝাড়িয়া যতনে।
কোলে তুলে নেব আমি সতৃপ্ত বদনে ॥
দেখ মন কি গভীর মায়ের আশ্বাস।
মৃতব্যক্তি পুনঃ যেন ফিরে পায় শ্বাস ॥
জনৈকা মহিলা ভক্ত বহু ভাগ্যবলে।
লভেন আশ্রয় মার চরণ কমলে ॥
সংস্কারের বশে কিন্তু পরবর্তীকালে।
জড়িত হলেন তিনি ঘৃণ্য মোহজালে ॥
সাধু ও স্ত্রীভক্ত সবে তার আগমনে।
অতীব বিরক্ত সদা হন মনে মনে ॥
বলরাম বসু জায়া খুব ভক্তিমতী।
জননীর শ্রীচরণে তাঁর সদা মতি ॥
জননীও সর্বদাই সবিশেষভাবে।
করিতেন স্নেহ তাঁরে কৃপার স্বভাবে ॥
বসুজায়া একদিন মহিলার তরে।
গোলাপ-মায়েরে কন সংক্ষুব্ধ অন্তরে ॥
মহিলাটি এইভাবে যদি আসে যায়।
তাহা হলে আমি নাহি আসিব হেথায় ॥

তাহা শুনি সারদা-মা তাহার উত্তরে।
সকলে শোনায়ে কন দৃঢ়তার সুরে ॥
যাহারা আমার কাছে লভেছে আশ্রয়।
তাহারা আসিবে হেথা সকল সময় ॥
একের আসায় যদি অন্য কোনো জন।
আমার নিকটে আর না আসে কখন ॥
তাহা হলে আমি তাহে কি করিব আর।
ত্যজিব না কভু কিন্তু আশ্রিতে আমার ॥
আশ্রিতের তরে দেখ মার কৃপাধারা।
শতধারে প্রবাহিত ধরায় অধরা ॥
হইয়া শরণাগত সকল সময়।
এক মনে সবে নাও মায়ের আশ্রয় ॥
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যাহা প্রয়োজন।
অনায়াসে সব কিছু পাবে তব মন ॥
সারদাপুঁথির কথা অমৃত সমান।
ভক্তিভরে শোনো যত মায়ের সন্তান ॥
ডাক্তার উমেশ চন্দ্র তাঁর মৃত্যুস্থানে।
গ্রহযোগ ভাল নয় কোষ্ঠীর বিধানে ॥
তাহা শুনি মাতা কন উত্তেজিতভাবে।
ভুলে যাও কোষ্ঠী কথা দ্বিধাহীনভাবে ॥
প্রভুর আশ্রয়ে থাকে যে সকল জন।
তাদের খণ্ডিত হয় বিধির লিখন ॥
তারো বাড়া দৃঢ়ভাবে রাখিও প্রত্যয়।
তাহাদের এই জন্মে শেষ জন্ম হয় ॥
তাহা শুনি কেহ কেহ বিস্মিত অন্তরে।
জননীর শ্রীচরণে কন ভক্তি ভরে ॥
কামনা বাসনা বহু অনেকের মনে।
ছোটাছুটি করে তারা তাহারি কারণে ॥
কামনার বশে জীব যাতায়াত করে।
কলুর বলদ সম সদা ঘুরে মরে ॥
তাহাদেরো এই জন্ম শেষ জন্ম হবে।
কিভাবে সম্ভব তাহা বলে দাও তবে ॥
তদুত্তরে মাতা কন দানিয়া অভয়।
রবে না বাসনা কোনো মৃত্যুর সময় ॥
প্রভুর কৃপায় তবে তোমরা সকলে।
লভিবে আশ্রয় তাঁর চরণ কমলে ॥
কত জন্ম জন্মান্তর ঘোরাফেরা করে।
পোঁছে গেছ অবশেষে আপনার ঘরে ॥
মুনি, ঋষি, সাধু, সন্ত, জন্ম জন্ম ধরে।
যেই ধন নাহি পায় তপস্যাদি করে ॥

কৃপাময় শ্রীপ্রভুর কৃপার প্রকাশে।
তোমরা পাইবে তাহা অতি অনায়াসে॥
শারীরিক, মানসিক দুর্বলতা নানা।
নানাজনে নানাভাবে দেয় নিত্য হানা॥
সেইহেতু অনেকেই থাকিলেও মন।
না পারে করিতে নিত্য সাধন ভজন॥
সন্ন্যাসী প্রেমেশানন্দ ভক্তির আধার।
বড়ই দুর্বল কিন্তু হৃদিযন্ত্র তাঁর॥
সেইহেতু সেই পুত্র ইচ্ছা অনুসারে।
নানাবিধ তপস্যাদি করিতে না পারে॥
ত্যাগব্রতী অনন্তর ভাসি অশ্রুনীরে।
আপনার অক্ষমতা কন জননীরে॥
তদন্তরে মাতা কন দানিয়া অভয়।
কিছুতেই তুমি আর নাহি করো ভয়॥
'মা' বলে বিশ্বাস যবে রাখিয়াছ মনে।
লভিবে সকল কিছু তুমি প্রয়োজনে॥
শচীবালা একদিন জননীরে কন।
সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকে মন॥
ধ্যান জপে অবসর তাহে নাহি পাই।
ভেবে মরি মোর তবে কি হবে উপায়?।
বরাভয়া তবে কন হয়ে স্নেহবতী।
তোমরা সকলে হও সন্তান-সন্ততি॥
পিতামাতা তাঁহাদের যাহা থাকে ধন।
আইনেই পায় তাহা পুত্র কন্যাগণ॥
সেইমতি আমাদেরো যা কিছু সঞ্চয়।
তাহার মালিক হবে তোমরা নিশ্চয়॥
ভারগ্রস্ত তাহে নাহি থাকি চিন্তাভারে।
প্রভুর শরণ নিয়ে থাকহ সংসারে॥
বিভিন্ন সময়ে মাতা বিভিন্ন সন্তানে।
দ্বিধাশূন্য করিতেন অভয় প্রদানে॥
কাহারে বলেন মাতা কি করিবে তুমি।
তোমারি কারণে জপ করে যাই আমি॥
গোকুলদাস দে নামে জনৈক সন্তানে।
কৃপাময়ী মাতা কন স্নেহের বয়ানে॥
কৃপাময় শ্রীঠাকুর তাঁহার উপর।
প্রাণ মন দিয়ে সদা করিও নির্ভর॥
জীবনে যা কিছু তব হবে প্রয়োজন।
শ্রীঠাকুর রাখিবেন তার আয়োজন॥
উপাধিতে সরকার উপেন্দ্র নামেতে।
একদা তাহারে মাতা কন স্নেহমতে॥

ধ্যান জপ করিবারে নাহি চাও যদি।
করায়ে নিবেন তাহা প্রভু নিরবধি॥
লক্ষ্মীকান্ত দত্ত নামে জনৈক সন্তানে।
স্নেহভরে মাতা কন দীক্ষা অবসানে॥
সংসারেতে বেশী নাহি হবে জপ তপ।
সংখ্যায় দ্বাদশ বার করো তুমি জপ॥
সন্তান শৌর্যেন্দ্র হাতে থাকে বাতব্যাধি।
তাহা হতে কষ্ট তিনি পান নিরবধি॥
হাত নাড়া কষ্টকর অসুখের তরে।
সেইহেতু মাতা কন কৃপার অন্তরে॥
কর জপ নাহি হবে অসুখ-কারণে।
রুদ্রাক্ষের মালা গেঁথে লইবে যতনে॥
জপ করিবার তরে জপের মালায়।
রুদ্রাক্ষ থাকিবে জেনো পঁচিশ সংখ্যায়॥
রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে তুমি সারাদিনে।
একবার করো জপ ভক্তিভরা মনে॥
তার সাথে ভক্তিভরে তুমি সর্বক্ষণ।
চেষ্টা করো শ্রীপ্রভুর স্মরণ মনন॥
নানাজনে নানাভাবে জননী সারদা।
অধিকারী ভেদে কথা বলেন সর্বদা॥
কাহারে বলেন মাতা সদ্য শান্তি তরে।
একমনে সদা যাও ধ্যান জপ করে॥
সারদা-মা কারো দেখি সমর্পিত মন।
স্বেচ্ছায় বকলমা তার করেন গ্রহণ॥
যার যাহা ধাতে সয় সেই অনুযায়ী।
করিতে বলেন শিষ্যে মাতা কৃপাময়ী॥
বড়ই গভীর তত্ত্ব হয় গুরুবাদ।
গুরুকৃপা ব্যতিরেকে সবি বরবাদ॥
সদ্‌গুরু তিনি হন শক্তির আধার।
আশ্রিত শিষ্যের নেন সবকিছু ভার॥
পূর্বেকার সংস্কারের যতেক সঞ্চয়।
গুরু কৃপাতেও তাহা হয়ে যায় ক্ষয়॥
শিষ্য তরে ইষ্ট মূর্তি গুরু মূর্তিরূপে।
আবির্ভূত হন সদা কৃপার স্বরূপে॥
শিষ্যকে মানুষগুরু মন্ত্র দেন কানে।
সেথায় জগতগুরু তাহা দেন প্রাণে॥
সংসার সমুদ্র হয় দুস্তর দুর্বার।
জীবনের তরণীতে গুরু কর্ণধার॥
ইহকাল পরকাল শিষ্যের তাঁহার।
কৃপায় শ্রীগুরু নেন সবকিছু ভার॥

ঋদ্ধি, সিদ্ধি, মুক্তি, ভক্তি তাও কৃপা করে।
সময় হইলে দেন শিষ্যের অন্তরে॥
অভেদ গুরু ও ইষ্ট সকল সময়।
এইভাবে সর্বকালে সর্বশাস্ত্র কয়॥
সিদ্ধিলাভে শিষ্য দেখে আবিষ্ট অন্তরে।
গুরুদেব মিশে যান ইষ্টের শরীরে॥
কৃপায় করেন গুরু ইষ্টমন্ত্র দান।
তাহাতেই শিষ্য শেষে লভে ভগবান॥
সদ্‌গুরু ঈশ্বরের প্রতিভূ স্বরূপে।
শিষ্য তরে রন সদা শ্রীগুরুর রূপে॥
গুরুসেবা গুরুচিন্তা গুরুপদ সার।
ইহা ছাড়া ধরামাঝে সকলি অসার॥
সকলেই একমাত্র গুরুর কৃপায়।
জীবনের সারবস্তু জ্ঞান ভক্তি পায়॥
ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধব শ্রদ্ধান্বিত প্রাণে।
একদা করেন প্রশ্ন কৃষ্ণ ভগবানে॥
হে দেব, অচ্যুত, প্রভু ওগো ভগবান।
সকলের আদিরূপে তুমি বিদ্যমান॥
সনাতন ধর্মবার্তা জানিবার তরে।
জেগেছে আকুল ইচ্ছা আমার অন্তরে॥
যদি তাহা কৃপা করে বল দয়াময়।
তাহলে টুটিবে ধ্রুব আমার সংশয়॥
অনন্তর ভগবান স্নেহের প্রকাশে।
বলিতে থাকেন বার্তা উদ্ধব সকাশে॥
অন্য অন্য নানা বার্তা বলিবার পরে।
বলেন আমিই গুরু হই চরাচরে॥
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।২৭
তাবদ্ পরিচরেদ্ভক্তঃ শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়কঃ।
যাবদ্ ব্রহ্ম বিজানীয়াম্মামেব গুরুমাদৃতঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৮।৩৯
আচার্য্য বলিয়া সদা আমাকে জানিবে।
আচার্য্যকে অবজ্ঞাদি কভু না করিবে॥
গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি যেন নাহি আসে।
গুরু সর্বদেবময় আমার প্রকাশে॥
গুরু হতে ব্রহ্মজ্ঞান লভিবার তরে।
সেবিবে তাঁহারে সদা সশ্রদ্ধ অন্তরে॥
হইয়া অসূয়াশূন্য ভক্তির প্রকাশে।
কৃতাঞ্জলি হয়ে সদা রবে তাঁর পাশে॥

গুরুর হইলে কৃপা সব লাভ হয়।
আমিই গুরুর রূপে জানিবে নিশ্চয়॥
ইষ্টমন্ত্র তাহা শিষ্য লভি গুরু হতে।
তাহারি আশ্রয়ে যেতে পারে ধর্মপথে॥
দেহশুদ্ধি ইষ্টলাভ এসবের তরে।
দীক্ষালাভ প্রয়োজন হয় চরাচরে॥
একদা অরূপানন্দ কৌতুহলী মনে।
রাখিলেন প্রশ্ন এক জননী চরণে॥
জানিতে বড়ই ইচ্ছা হয়েছে আমার।
কি কারণে মন্ত্র নেওয়া হয় দরকার ?।
মন্ত্রজপ নাহি করে তাহার বদলে।
'মা কালী' 'মা কালী' শুধু যদি কেহ বলে
তাহা হলে কিবা তার হবে পরিণতি।
সেকথা জানিতে মাগো ইচ্ছা হয় অতি॥
সকল শুনিয়া মাতা গম্ভীর অন্তরে।
সন্তান অরূপানন্দে বলেন উত্তরে॥
দীক্ষালাভ নাহি হলে জানিও নিশ্চয়।
ইষ্টনিষ্ঠা ইষ্টলাভ কভু নাহি হয়॥
মন্ত্রজপ যদি করা হয় নিষ্ঠাভরে।
সেইমন্ত্র শিষ্যদেহ দেয় শুদ্ধ করে॥
অন্তঃ দেহের শুদ্ধি কারণে তাহার।
মানুষের দীক্ষালাভ হয় দরকার॥
হরিনাম নিয়ে রন নারদ সর্বদা।
প্রভু তরে বৈকুণ্ঠেতে গেলেন একদা॥
নারায়ণ শ্রীচরণ তাঁর সন্নিধানে।
নারদ বসিয়া রন বিহ্বলিত প্রাণে॥
কথাবার্তা সবকিছু হলে সমাপন।
প্রণমিয়া ঋষি পুনঃ করেন গমন॥
নারদ সেস্থান হতে করিলে প্রস্থান।
মা-লক্ষ্মীকে বলিলেন প্রভু ভগবান॥
নারদ বসিয়া হেথা ছিল যেইস্থানে।
গোবর ছিটায়ে শুদ্ধ কর সেই স্থানে॥
শ্রীপ্রভুর বার্তা শুনি সবিস্মিত মনে।
বলিলেন লক্ষ্মীমাতা পুনঃ নারায়ণে॥
এমতি আদেশ তব শুনিয়া ঠাকুর।
বিস্ময়ে হৃদয় মোর হয় ভরপুর॥
নারদ পরম ভক্ত বলে জানি আমি।
গোময় ছিটাতে তবু বল কেন তুমি ?।
কমলার প্রশ্ন শুনি প্রভু নারায়ণ।
সস্মিত বদনে তবে বলেন তখন॥

নারদ পরমভক্ত নাহি তাহে ভুল।
মোর নাম করে সদা তাহাও নির্ভুল॥
নারদ এখনো তবু অদীক্ষিত রয়।
মন্ত্র নাহি নিলে দেহ শুদ্ধ নাহি হয়॥
অশুদ্ধ দেহের স্পর্শে অশুদ্ধ যে স্থান।
গোময়ে করিবে শুদ্ধ শাস্ত্রের বিধান॥
মার কথা হতে জানি অদীক্ষিত জনে।
ইষ্টনিষ্ঠা, ইষ্ট দেখা না লভে জীবনে॥
বাণীতে নিহিত তত্ত্ব অতীব গভীর।
মানুষের মন কভু নাহি থাকে স্থির॥
নিবিষ্ট না থাকি মন নির্দিষ্ট বিষয়ে।
ছুটিবারে চায় সদা বিভিন্ন বিষয়ে॥
মনের প্রভাবে জীব হয়ে নিরুপায়।
একে ছাড়ি অন্য পানে নিত্য ধেয়ে যায়॥
কভু বলে কালী, কালী, কভু বলে হরি।
কভু বলে রাধা, রাধা অন্যে পরিহরি॥
একাগ্রতা নাহি আসে তাহারি কারণে।
ভাবসিদ্ধি নাহি জোটে সঠিক জীবনে॥
সেই ব্যক্তি তাহে পরে আশাহত হয়ে।
সবকিছু ছেড়ে দেয় হতাশ হৃদয়ে॥
অনেক তরণী থাকে নদী পারাপারে।
যে কোনো নৌকায় ব্যক্তি যায় অন্য পারে॥
কিন্তু যদি ভিন্ন নায়ে পা রাখিয়া চলে।
পারে নাহি গিয়ে ব্যক্তি পড়ে যায় জলে॥
গন্তব্য স্থানেতে তার যাওয়া নাহি হবে।
দীক্ষাহীনও সেইমত ইষ্ট নাহি পাবে॥
আর এক গভীর তত্ত্ব থাকে দীক্ষাদানে।
শিষ্যে গুরু দেখে নেন অন্তর্দৃষ্টিদানে॥
মনের অধ্যাসহেতু অনেক সময়।
কাচকে কাঞ্চন বলে মনে ভুল হয়॥
কিন্তু যাঁর মন হয় অধ্যাসবিহীন।
সতত দেখেন তিনি যাহা সমীচীন॥
শিষ্যের সংস্কার থাকে যুগ যুগ ধরে।
ভিন্নকালে ভিন্ন চিন্তা যাতায়াত করে॥
কখনো কালীকে ইষ্ট ভাবে মনে মনে।
সামান্য বাধাতে ছোটে হরির চরণে॥
একে ছেড়ে অন্যে ধরা চলে যথারীতি।
দানা নাহি বাঁধে তাহে মনে ইষ্টপ্রীতি॥
সকৃতার্থ গুরু কিন্তু ধ্যানস্থ অন্তরে।
শিষ্যের সঠিক ইষ্ট পান জানিবারে॥

অনন্তর গুরুদেব শিষ্যে দীক্ষাকালে।
সঠিক ইষ্টের বার্তা দেন তিনি বলে॥
কিভাবে সাধনা হবে ইষ্টলাভ তরে।
তাহাও শিষ্যকে বলে দেন কৃপাভরে॥
জগন্নাথধামে যদি কেহ যেতে চায়।
প্রথমে জানিতে হয় সেস্থান কোথায়॥
কোন্‌পথে যেতে হবে তাও জানা হলে।
গন্তব্যে পেঁৗছাতে ব্যক্তি সেই পথে চলে॥
ক্রমে ক্রমে সে পথের হলে অবসান।
জগন্নাথধামে তবে তিনি পেঁৗছে যান॥
গুরু হতে শিষ্য লভি ইষ্টের খবর।
সাধনার পথ জেনে নেয় অতঃপর॥
গুরুর নির্দেশ মত একাগ্র অন্তরে।
লক্ষ্যবস্তু লাভে চলে ঠিক পথ ধরে॥
সাধনার অবসানে গুরুর কৃপায়।
সেই শিষ্য চিরকাম্য ইষ্টে পেয়ে যায়॥
নিষ্ঠার অভাবে কিছু লাভ নাহি হয়।
একদা বলেন তাহা প্রভু দয়াময়॥
নিষ্ঠাহীন ব্যক্তি কাজে কিছু বাধা পেলে।
অন্যকাজ তরে চলে সেই কাজ ফেলে॥
তাতেও সামান্য বাধা যদি পুনঃ পায়।
তাহাও ছাড়িয়া তবে অন্য কাজে যায়॥
জীবনে যে ব্যক্তি শুধু ঘোরাঘুরি করে।
সফলতা কভু নাহি আসে তার তরে॥
মনে কর কোনো ব্যক্তি জলের আশায়।
নির্দিষ্ট স্থানেতে কূপ খুঁড়িবারে যায়॥
খুঁড়িতে করিয়া শুরু দেখে কিছু পরে।
রয়েছে কাঁকড় সেথা বাধার আকারে॥
মনে ভাবে এইস্থানে জল নাহি পাব।
সেইহেতু কেন আর বৃথা খেটে যাব॥
কূপ কাটা বন্ধ তাহে করি সেইস্থানে।
সেইকাজ শুরু পুনঃ করে অন্যস্থানে॥
সামান্য বাধারো যদি সেথা দেখা পায়।
'জল নাহি পাব' ভেবে অন্যস্থানে যায়॥
এইভাবে ছোটাছুটি চলে অবিরল।
সে ব্যক্তি না লভে কভু পানীয়ের জল॥
অকৃতার্থ সেই ব্যক্তি কভু নাহি হত।
যদি কাজ করে যেত ঠিক বিধিমত॥
কোথায় উচিত হবে কূপের খনন।
সঠিক জানেন তাহা বিশেষজ্ঞ জন॥

সেমতি লোকের হতে, কূপ খোড়া আগে।
পরামর্শ নিতে হত নিষ্ঠা অনুরাগে ॥
সেই অনুযায়ী কার্যে হইয়া সফল।
যথারীতি পেয়ে যেত পানীয়ের জল ॥
অনুরূপে গুরু হতে হ'লে দীক্ষালাভ।
বিধিমত সাধনায় ঘটে ইষ্টলাভ ॥
তেরশ উনিশ সালে মাঘমাস শেষে।
সারদা-মা উদ্বোধনে কৃপার আবেশে ॥
সেথায় অরূপানন্দ ভক্তিভরা মনে।
একদিন বলিলেন জননী চরণে ॥
প্রশ্ন এক জাগে মাগো আমার অন্তরে।
তার সমাধান তুমি দাও কৃপা করে ॥
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ শিব অবতার।
বিশ্বপ্রেমে পরিপূর্ণ কৃপার আধার ॥
জীবের দুঃখেতে হয়ে বিগলিত প্রাণ।
করেছেন বহুলোকে তিনি মন্ত্রদান ॥
তুমিও সর্বদা লয়ে কৃপাভরা মন।
করিতেছ, মন্ত্রদান যখন তখন ॥
দীক্ষার্থী সকলে যেন ভিক্ষার্থীর প্রায়।
দুই এক টাকা নিয়ে নিতেছে বিদায় ॥
মন্ত্রলাভ করে তারা সবে যায় চলে।
তুমি ভুলে যাও তাহা তাহারাও ভোলে ॥
আপাতদৃষ্টিতে কিন্তু মোর মনে হয়।
লোকটি যেমন ছিল তেমনই রয় ॥
তোমা হ'তে মন্ত্র নিয়ে তাহারা কি পায়।
তাহাই জানিতে মাগো মোর ইচ্ছা যায় ॥
ধরাছোঁয়া নাহি দিয়ে প্রথমে জননী।
ধীরে ধীরে সেই পুত্রে বলিলেন তিনি ॥
আগুন জ্বালানো হলে আলোর সন্ধানে।
বাদুলে পোকার দল আসে সেইস্থানে ॥
সেমতি ভক্তের দল আলোকের আশে।
দীক্ষার্থী হইয়া সদা আসে মোর পাশে ॥
কিছু থামি সারদা-মা গম্ভীর বয়ানে।
নিগূঢ় দীক্ষার তত্ত্ব বলেন সন্তানে ॥
দীক্ষাদান নাহি হয় কাঙালী বিদায়।
মন্ত্রের মাধ্যমে শিষ্য প্রাণে শক্তি পায় ॥
জন্ম জন্মান্তরে শিষ্য যত পাপ করে।
গ্রহণ করেন তাহা গুরু কৃপাভরে ॥
গুরু হওয়া জীবনেতে বড়ই কঠিন।
শিষ্য পাপ নিতে যাহে হয় প্রতিদিন ॥

দীক্ষাহেতু শিষ্যটির পাপ সমুদয়।
গুরুর গ্রহণে তাহা হয়ে যায় ক্ষয় ॥
ভক্তবর শ্রীনারদ ভক্তিভরা প্রাণে।
বলিলেন একদিন প্রভু ভগবানে ॥
অগতির গতি তুমি, তুমি সর্বসার।
তোমার কৃপায় পূর্ণ জগৎ সংসার ॥
উত্তম দীক্ষার বিধি জানিবার তরে।
একান্ত জেগেছে ইচ্ছা আমার অন্তরে ॥
তোমার চরণে মম এ প্রার্থনা রয়।
কৃপা করে ইচ্ছা পূর্ণ কর দয়াময় ॥
নারদের বাক্যে তুষ্ট হয়ে ভগবান।
বলিলেন স্নেহভরে দীক্ষার বিধান ॥
দিব্যং জ্ঞানং হি যা যদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপক্ষয়ন্তু যা।
সৈব দীক্ষেতি সম্প্রোক্তা, বেদতন্ত্র বিশারদৈঃ ॥
দেবীভাগবত ১২।৭।৫

যে দীক্ষায় সবপাপ হয়ে যায় ক্ষয়।
সত্ত্বময় দিব্যজ্ঞান যাহে লাভ হয় ॥
বেদতন্ত্র বিশারদ পণ্ডিত সকল।
তাহাকেই দীক্ষা নামে কন অবিরল ॥
জননীও এই কথা বলেন সবারে।
শিষ্যপাপ চলে যায় গুরুর আধারে ॥
শিষ্যদের পাপ তাপ গ্রহণের ফলে।
আমি নিত্য কষ্ট পাই রোগের কবলে ॥
শিষ্য যদি করে পাপ দীক্ষালাভ পরে।
গুরুকে ভুগিতে জেনো হয় তারো তরে ॥
সেহেতু রাখাল মোর বলে বারবার।
মন্ত্রদিলে রোগ আসে শরীরে আমার ॥
মন্ত্রের নামেই মোর গায়ে আসে জ্বর।
মন্ত্র দিতে হলে আমি সদা পাই ডর ॥
কিছু থামি সারদা-মা বলেন আবার।
শিষ্যের উন্নতি হয় যেমতি সংস্কার ॥
যাহার সংস্কার ভাল, প্রভুপদে মতি।
উন্নতি জীবনে তারা লভে দ্রুতগতি ॥
সংস্কার যাদের থাকে বিপরীত ক্রমে।
তাদের উন্নতি কিন্তু হয় ক্রমে ক্রমে ॥
দীক্ষা তরে গুরুশক্তি শিষ্যে চলে যায়।
গুরুতে শিষ্যেরো শক্তি আসে পুনরায় ॥
দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য ভাল হলে সত্যিকার।
লভেন শিষ্যের হতে গুরু উপকার ॥

এমতি কথাও কন রামকৃষ্ণ রায়।
যুগ অবতার রূপে প্রকট লীলায়॥
'কি উপায় সংসারীর' প্রশ্ন করা হলে।
শ্রীঠাকুর ভক্তদের কন স্নেহচ্ছলে॥
বিশ্বাস গুরুর বাক্যে রাখিবে সতত।
তাঁর বাক্য অনুযায়ী রবে কর্মরত॥
গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি না করিও কভু।
থাকেন গুরুর রূপে জগতের প্রভু॥
গুরুর কৃপায় হয় ইষ্টকে দর্শন।
লীন হ'য়ে যান গুরু ইষ্টতে তখন॥
সরল বিশ্বাস থাকে গুরু বাক্যে যদি।
সকলি সম্ভব তবে হয় নিরবধি॥
যেমতি বিশ্বাসে শিষ্য ইষ্টলাভ করে।
গুরুও দর্শন কভু পান তার তরে॥
সেযুগে থাকেন এক গুরু মহাশয়।
বহু শিষ্য শিষ্যা তবে সেথা দীক্ষা লয়॥
গরীব বিধবা এক যথা বিধিমতে।
দীক্ষা লাভ করিলেন সেই গুরু হতে॥
বিধবার বিশ্বাস ধরে সহজ সরল।
গুরুবাক্যে সেই ধারা রাখে অবিরল॥
সেইকালে জন্ম নেয় গুরুর নন্দন।
শিষ্যেরা সকলে তাহে আনন্দিত মন॥
পুত্রের বয়স যবে মাস পাঁচ ছয়।
অন্নপ্রাশনের তবে বন্দোবস্ত হয়॥
শিষ্যশিষ্যা যত তাঁর ছিল সেইখানে।
সকলেই যথাসাধ্য সম্ভারাদি আনে॥
আছিল একটি গাই বিধবার ঘরে।
এক ঘটি দুধ তাহে আনে যত্ন করে॥
গুরুর আছিল আশা শিষ্যাটি তাঁহার।
যত দুধ দই লাগে নেবে তার ভার॥
একঘটি দুধ মাত্র দেখি তার স্থলে।
বিরক্ত হইয়া তিনি দেন তাহা ফেলে॥
ক্রোধোন্মত্ত গুরু আরো কহিলেন ক্ষোভে।
মরিতে পারিস্ নাকো তুই জলে ডুবে?।
ইহাই গুরুর আজ্ঞা ভাবিয়া অন্তরে।
বিধবা নদীতে যায় ডুবিবার তরে॥
বিশ্বাসে হইয়া তুষ্ট প্রভু নারায়ণ।
বিধবাকে সেই কালে দিলেন দর্শন॥
প্রসন্ন হইয়া তবে প্রভু ভগবান।
দধিপাত্র তারে এক করিলেন দান
বলিলেন এই পাত্র গুরুস্থানে দিবে।
যতই চাহিবে দধি তত বাহিরিবে॥
পাত্র লভি গুরুহৃদে জন্মিবে সন্তোষ।
থাকিবে না তোমা 'পরে আর কোনো রোষ।
বিধবা পাত্রটি লয়ে দিলে গুরুস্থানে।
আশ্চর্য্য হলেন বড় তিনি মনে প্রাণে॥
অনন্তর সব কিছু শুনি বিবরণ।
শিষ্যা সাথে নদীতীরে করেন গমন॥
সেথা পৌঁছি গুরুদেব বলেন শিষ্যারে।
প্রভুকে দর্শন তুমি করাও আমারে॥
প্রভুর দর্শন যদি মোর নাহি হয়।
নদীতে ডুবিয়া প্রাণ ত্যজিব নিশ্চয়॥
শিষ্যাটি শুনিয়া তাহা আকুলিত মনে।
সরল বিশ্বাস সাথে ডাকে নারায়ণে॥
প্রাণের আকুল ডাক করিয়া শ্রবণ।
শিষ্যাকে দিলেন দেখা প্রভু নারায়ণ॥
শিষ্যা দেখে কিন্তু গুরু দেখিতে না পায়।
সেহেতু প্রভুকে শিষ্যা বলে পুনরায়॥
তব অদর্শনে যদি গুরু মারা যান।
নদীতে আমিও তবে বিসর্জিব প্রাণ॥
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু কৃপায় তখন।
গুরুদেবে একবার দিলেন দর্শন॥
গল্প কথা হলে শেষ বলেন ঠাকুর।
সরল বিশ্বাস দেখ যায় কতদূর॥
গুরু ভক্তি তরে শিষ্যা লভে ইষ্টধন।
গুরুও শিষ্যার তরে লভেন দর্শন॥
ভাল শিষ্য হতে হয় গুরুর কল্যাণ।
যেমতি হেথায় লাভ হল ভগবান॥
উপকার পান গুরু শিষ্য ভাল হলে।
এমতি ঘটনা লেখা আছে ভক্তমালে॥
স্বাভাবিক সদাচারী সাধু মীননাথ।
প্রভুচিন্তা নিয়ে তাঁর কাটে দিনরাত॥
নামেতে গোরক্ষনাথ তাঁর শিষ্য হয়।
একনিষ্ঠ গুরুভক্তি সদা জেগে রয়॥
উভয়ে সাধনসিদ্ধ উভয়ে নিষ্কাম।
জীবে দয়া, বিষ্ণুপ্রীতি রাখে অবিশ্রাম॥
একদা উভয়ে তাঁরা কৃপার হৃদয়ে।
অতিথি হ'লেন এক রাজার আলয়ে॥
সেই রাজা বিষয়েতে বড় মত্ত ছিল।
তাহা হেরি গুরু হৃদে দয়া উপজিল॥

শিষ্যকে সম্বোধি তবে মীননাথ কন।
রাজাকে করিতে ভাল থাকিব এখন॥
শিষ্যটি বলেন তবে ভক্তিভরা প্রাণে।
উচিত না হবে থাকা অবৈষ্ণব স্থানে॥
শিষ্যের নিষেধ বাক্যে নাহি দিয়ে কান।
মীননাথ মোহবশে সেথা থেকে যান॥
সৎসঙ্গ করিলেই হয় স্বর্গবাস।
অসতের সঙ্গে সদা ঘটে সর্বনাশ॥
অবৈষ্ণব আচরণ রাজার হৃদয়ে।
থাকেন বিষয়ে মত্ত সকল সময়ে॥
এমতি কুসঙ্গ লয়ে থাকি দিনরাত।
বিষয়েতে বন্ধ হয়ে যান মীননাথ॥
মোহগ্রস্ত মীননাথে মায়ায় ধরিল।
রাজার কন্যারে তবে বিবাহ করিল॥
শ্রীগুরুকে কৃষ্ণপথে আনিবার তরে।
গোর্খনাথ থাকি সেথা বহু চেষ্টা করে॥
চেষ্টায় বিফল হয়ে, হয়ে নিরুপায়।
রাজার আলয় ত্যজি শিষ্য চলে যায়॥
প্রভুচিন্তা নিয়ে শিষ্য থাকে অনুক্ষণ।
গুরুর কারণে কিন্তু ভারাক্রান্ত মন॥
সেই শিষ্য পুনরায় কিছুদিন পরে।
গুরুর খোঁজেতে যান চিন্তিত অন্তরে॥
নগরে পোঁছিয়া তিনি পেলেন খবর।
কালগ্রস্ত হয়েছেন সেই নৃপবর॥
অপুত্রক সেই রাজা তাহারি কারণে।
মীননাথ বসেছেন রাজ সিংহাসনে॥
পুত্র পরিবার নিয়ে বিষয়ীর মত।
বিষয়েতে বন্ধ হয়ে রন অবিরত॥
বহুকষ্টে গুরুসাথে ঘটিলে দর্শন।
গুরুদুঃখে পরিপূর্ণ হয় শিষ্যমন॥
গুরুকে তত্ত্বের কথা বলা নাহি সাজে।
সেইহেতু শিষ্যমনে অন্য পন্থা রাজে॥
গুরুকে সাষ্টাঙ্গে বন্দি বলে করজোড়ে।
কৃপায় অনেক তত্ত্ব বলেছিলে মোরে॥
শিখেছি কি না শিখেছি তাহা ঠিকমত।
সেরূপ সংশয় মোর চিত্তে অবিরত॥
সেইসব তত্ত্বকথা যাহা আছে মনে।
একে একে ব'লে যাব তোমার চরণে॥
সেসব শুনিয়া প্রভু তুমি কৃপাভরে।
আমার হইলে ভুল দেবে শুদ্ধ করে॥

শিষ্য তবে বলে যান ভক্তিভরা মনে।
সাংখ্যতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব সনে॥
এইসব তত্ত্বকথা তাহার শ্রবণে।
গুরু মনে পূর্ব স্মৃতি আসিল স্মরণে॥
মীননাথ দগ্ধ হন অনুতাপানলে।
বিবেক-বৈরাগ্য দীপ উঠে পুনঃ জ্বলে॥
সেইক্ষণে মীননাথ নাহি করে দেরী।
চলিলেন শিষ্য সাথে কাটি মায়াবেড়ী॥
উভয়ের কণ্ঠে রাজে কৃষ্ণ গুণগান।
গুরু শিষ্যে পরানন্দে পথে হেঁটে যান॥
চলিতে চলিতে পথ কিছুক্ষণ পরে।
শিষ্যকে বলেন গুরু সিগ্ধ অন্তরে॥
শিষ্য হয়ে তুই মোরে করিলি উদ্ধার।
কৃষ্ণপদে ভক্তি ফিরে পাইনু আবার॥
ভালভাবে বুঝিয়াছে আমার হৃদয়।
কুসঙ্গীর সঙ্গ কভু উচিত না হয়॥
কালসর্প তারো বাড়া কুসঙ্গীরা সবে।
তাহা হতে সবে সদা সাবধান রবে॥
কাহারে দংশন যদি করে আশীবিষ।
মন্ত্র দিয়ে দূর করা যায় সেই বিষ॥
কুসঙ্গীর সঙ্গ বিষে না থাকে ঔষধি।
সেই বিষে জর্জরিত করে নিরবধি॥
আরো এক কথা আজি বোঝো মোর প্রাণ।
শিষ্য ভাল হলে হয় গুরুরো কল্যাণ॥
সন্তান অশোককৃষ্ণ ত্যাগী ব্রহ্মচারী।
মায়ের আশ্রয় নেন গৃহ পরিহরি॥
মায়ের কারণে ভক্তি আকুলিতভাবে।
মাতাও করেন স্নেহ সবিশেষভাবে॥
অশোকের জন্মদাতা প্রবীণ বয়সে।
কিছু রোগ ভোগে মারা যান কালবশে॥
সারদা-মা সেইকালে ইষ্টগোষ্ঠীসনে।
স্নেহ প্রতিমূর্তি রূপে রন উদ্বোধনে॥
তেরশ ছাব্বিশ সনে চৈত্রের প্রথমে।
ভক্তিভরে সেই পুত্র যান মাতৃধামে॥
পোঁছিয়া অশোককৃষ্ণ সেই উদ্বোধনে।
সাষ্টাঙ্গে বন্দেন তিনি মায়ের চরণে॥
অনন্তর সেই পুত্র নত নম্রশিরে।
পিতার মৃত্যুর কথা কন জননীরে॥
তাহা শুনি সারদা-মা কৃপার বয়ানে।
বাড়ি ও মায়ের কথা শুধান সন্তানে॥

সকল শুনিয়া তবে বলেন অধরা।
কিভাবে উচিত হ'বে সব কাজ করা॥
গর্ভধারিণীর সেবা চলিবে কিভাবে।
তাহাও বলেন মাতা স্নেহের স্বভাবে॥
মায়ের স্নেহের কথা করিয়া স্মরণ।
আনন্দেতে পুত্র করে অশ্রুবরিষণ॥
শিষ্যদের পাপ নিয়ে জননী সারদা।
নানাবিধ অসুখেতে ভোগেন সর্বদা॥
সেইকালে সারদা-মা বড়ই দুর্বল।
চলাফেরা করিবারো নাহি পান বল॥
তাহা হেরি অশ্রুজলে বলেন সন্তান।
তোমার অসুখে মাগো কাঁদে মনপ্রাণ॥
আমাদের তপস্যার বিশেষ অভাব।
মহামায়া তারো থাকে প্রচণ্ড প্রভাব॥
মনে কোনো দুর্বলতা এসেছে যখনি।
তোমাকে বলিয়া রক্ষা পেয়েছি তখনি॥
তুমি না থাকিলে মাগো হব নিরাশ্রয়।
কোথায় তলিয়ে যাব সদা জাগে জয়॥
সন্তানের কাছ হতে চিন্তাবাক্য শুনি।
দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন সারদা-জননী॥
প্রভুর ইচ্ছায় যদি না থাকে শরীর।
চিন্তায় তোমরা তবু না হবে অধীর॥
কৃপায় নিয়েছি আমি যাহাদের ভার।
সকলেই জেনো হয় একান্ত আমার॥
যতদিন ভক্তিমুক্তি তারা নাহি পায়।
ততদিন কিছুতেই মোর ছুটি নাই॥
সূক্ষ্ম দেহে থাকি আমি দেহ অবসানে।
সদাই করিব রক্ষা আশ্রিত সন্তানে॥
দীক্ষাদান হইলেই শিষ্য সবাকার।
গুরুকে লইতে হয় ভালমন্দ ভার॥
বড়ই দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্র দেওয়া হয়।
শিষ্যের সকল বোঝা ঘাড়ে নিতে হয়॥
প্রতিদিন কতচিন্তা শিষ্যদের তরে।
জাগরূক থাকে সদা আমার অন্তরে॥
তোমার-পিতার মৃত্যু করিয়া শ্রবণ।
তোমা তরে চিতাগ্রস্ত হল মোর মন॥
মনে হল ছেলেটাকে ঠাকুর আবার।
ফেলিলেন কোন্ এক পরীক্ষা মাঝার॥
কিভাবে কাটাবে সব সেমতি চিন্তায়।
তোমার বাড়ির কথা পুছিনু তোমায়॥
যতেক চিন্তার কথা বুঝিলে অন্তরে।
আমার চিন্তার ভার যেত কম পড়ে॥
শ্রীঠাকুর সর্বদাই লীলার স্বভাবে।
নানাজনে খেলাচ্ছেন তিনি নানাভাবে॥
যাদের আপন বলে করেছি গ্রহণ।
ফেলিতে নারিব আমি তাদের কখন॥
প্রভুলীলা যাহা চলে সকল সময়।
টাল সামলাতে তার আমাকেই হয়॥
মায়ের আশ্বাসবাণী সন্তানের তরে।
ভয়শূন্য করে দেয় সন্তান অন্তরে॥
মায়ের অভয় লভি ভক্তিভরা মনে।
অশ্রুসিক্ত করে পুত্র জননী চরণে॥
পূর্ব সুকৃতির বলে জনৈক সন্তান।
জননীর কাছ হতে মহামন্ত্র পান॥
কিছুদিন পরে মহাকালের ইচ্ছায়।
মানসিক ভারসাম্য শিষ্যটি হারায়॥
সেমতি অবস্থা নিয়ে শিষ্যটি একদা।
আসিলেন যেথা রন জননী সারদা॥
অনন্তর সেই ভক্ত খেয়ালে আপন।
জপমালা মার কাছে করে প্রত্যর্পণ॥
জনৈক সন্ন্যাসী তবে পুছে জননীরে।
জপমালা সাথে মন্ত্র দিয়েছে কি ফিরে?।
তদুত্তরে মাতা কন রাখহ প্রত্যয়।
মোর দেওয়া মন্ত্র কভু ফেরত না হয়॥
বড়ই সজীব মন্ত্র আমি দিই যাহা।
প্রভু হতে পূর্বে আমি লভিয়াছি তাহা॥
মোর দেওয়া মহামন্ত্র আপন স্বরূপে।
শিষ্যমনে কাজ সদা করে চুপে চুপে॥
ভালবাসা যদি কভু গুরুতে জন্মায়।
শিষ্য তাহা কিছুতেই কভু না হারায়॥
ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী পূজা করিবার।
পূজার পদ্ধতি থাকে বিভিন্ন প্রকার॥
পূজার মন্ত্রও তাহে ভিন্ন ভিন্ন হয়।
এমতি বিধান সর্বশাস্ত্র মাঝে রয়॥
ইষ্টমন্ত্র কিন্তু হয় সকলের সার।
সেই মন্ত্রে পূজা করা যায় সবাকার॥
জনৈক মহিলা ভক্ত আসি উদ্বোধনে।
ভক্তিভরে বলিলেন মায়ের চরণে॥
অনেকেই শিবপূজা করে নিষ্ঠা ভরে।
আমারো সেমতি ইচ্ছা জেগেছে অন্তরে॥

শিবপূজা মন্ত্র কিন্তু নাহি জানি আমি।
কৃপা করে সেই মন্ত্র বলে দাও তুমি ॥
তদুত্তরে মাতা কন রাখহ প্রত্যয়।
মোর দেওয়া মন্ত্র দিয়ে সব পূজা হয় ॥
দুর্গাপূজা কালীপূজা, আরো পূজা সব।
ইষ্টমন্ত্র দিয়ে করা হইবে সম্ভব ॥
যদি কারো মনে তবু অন্য ইচ্ছা জাগে।
বই হতে শিখে তাহা নেবে অনুরাগে ॥
সবকিছু ভেবে কিন্তু বলি আরবার।
তোমাদের ওসবের নেই দরকার ॥
যদি তুমি কর পূজা পদ্ধতি হিসাবে।
আচারেই রবে মন নিষ্ঠা দূরে যাবে ॥
ইষ্টমন্ত্র উচ্চারিয়া অন্তরের টানে।
তোমরা পূজিবে সদা প্রভু ভগবানে ॥
এইভাবে পূজা আদি করিলে সদাই।
ভক্তি মুক্তি সব আসে প্রভুর কৃপায় ॥
প্রভুভোগ দেওয়া হবে কোন্ মন্ত্র দিয়ে।
শুধান জনৈক ভক্ত সভক্তি হৃদয়ে ॥
তদুত্তরে সারদা-মা বলেন তখন।
ইষ্টমন্ত্র দিয়ে ভোগ করো নিবেদন ॥
সরল অন্তরে সদা রাখিও প্রত্যয়।
ইষ্টমন্ত্রে ভোগ পূজা সব কিছু হয় ॥
শ্রীঠাকুর আমাদের আপনার জন।
তার তরে ভালবাসা শুধু প্রয়োজন ॥
তেরশ পঁচিশ সনে শারদীয়া মাসে।
থাকেন অরূপানন্দ জননী সকাশে ॥
উদ্বোধনে প্রভুঘরে পূর্বাহ্নে একদা।
কাটেন পূজার ফল জননী সারদা ॥
জনৈক ভক্তের লেখা পত্র একখান।
জননীকে সেই পত্র পড়িয়া শোনান ॥
পত্রে লেখা থাকে আমি এতকাল ধরে।
প্রভুকে ডাকিয়া গেছি সচেষ্ট অন্তরে ॥
তবু না লভিনু কিছু আমার জীবনে।
তাহে না ডাকিব আর আমি ভগবানে ॥
সব শুনি মাতা কন সন্ন্যাসী সন্তানে।
চিঠির উত্তরে লিখে দাও ভক্তস্থানে ॥
শ্রীঠাকুর বলিতেন প্রভু ভগবান।
সৃষ্টিতে অসীম রূপে সদা বিদ্যমান ॥
শুকদেব ব্যাসদেব ঈশ্বরের কাছে।
ডেঁয়ো পিঁপড়ের মত তারা সব রাজে ॥
তাঁদেরি অবস্থা যদি হয় এইমতি।
সামান্য জীবেরা তবে হয় তুচ্ছ অতি ॥
রয়েছে অনন্ত তাঁর বিশ্ব চরাচরে।
কিছু লোক না ডাকিলেও না আসে গোচরে
অনেকেই নাহি রাখে প্রভুপদে মতি।
তাহাতে তাঁহার কিছু নাহি হয় ক্ষতি ॥
তুমি যদি নাহি ডাক প্রভু ভগবানে।
তোমারি দুর্ভাগ্য তবে জেনো মনে প্রাণে ॥
প্রভুর বিরাট মায়া তাহার কবলে।
জীবেরা সংসারে ঘোরে সবকিছু ভুলে ॥
'আমরা রয়েছি বেশ'—ভাবে জীবগণ।
'বেশ থাক' প্রভু তাহে বলেন তখন ॥
সেদিনেই মোটামুটি দশ ঘটিকায়।
জনৈক গৃহস্থ ভক্ত আসেন সেথায় ॥
ভক্তিভরে প্রণমিয়া জননীরে কন।
এখনো না পাই কেন প্রভুর দর্শন ?
তদুত্তরে মাতা কন ডেকে যাও সদা।
ক্রমে ক্রমে সেই বস্তু লভিবে একদা ॥
যুগ যুগান্তর ধরে মুনি ঋষি কত।
সব ছাড়ি তপস্যায় থাকেন নিরত ॥
অনেকে প্রভুর দেখা তবু নাহি পান।
বড়ই কঠিন কর্ম পাওয়া ভগবান ॥
তপস্যাদি নাহি করে কিম্বা স্বল্প করে।
এমতিই পেতে চাও তোমরা ঠাকুরে ?
নিষ্ঠাভরে ধ্যান জপ সাধন ভজন।
প্রভুর কৃপার লাগি করো অনুক্ষণ ॥
এইজন্মে ইষ্টলাভ যদি নাহি হয়।
অন্য কোনো জন্মে পাবে হইলে সময় ॥
ইষ্টলাভ এত সোজা নাহি হয় কভু।
অনেক তপস্যা শেষে দেখা দেন প্রভু ॥
তবু জেনো এই যুগে প্রভুর কৃপায়।
ঠাকুরের সোজা পথে অল্পায়াসে পায় ॥
ভক্তটি বাহিরে গেলে কিছুক্ষণ পরে।
সারদা-জননী তবে কন ক্ষোভ করে ॥
গণ্ডা গণ্ডা সন্তানের জন্মদাতা হয়ে।
সদামত্ত হয়ে থাকে সংসার বিষয়ে ॥
সেই মতি অবস্থায় আশ্চর্য্য কথন।
কেন নাহি পাই মোরা প্রভুর দর্শন ? ।
মহিলারা অনেকেই কৌতুহলী প্রাণে।
করিতেন প্রশ্ন আসি প্রভু সন্নিধানে ॥

'না যায় ঈশ্বরে কেন আমাদের মন।
মন কেন স্থির ভাবে না থাকে কখন' ?।
তদুত্তরে শ্রীঠাকুর বলিতেন ধীরে।
এখনো আঁতুর গন্ধ রয়েছে শরীরে ॥
দেহ হতে সেইগন্ধ আগে যাক্ দূরে।
তবেই সমর্থ হবি ডাকিতে ঠাকুরে ॥
এইজন্মে হলে কিছু সাধন ভজন।
পরজন্মে তাহে আরো যুক্ত হবে মন ॥
এইভাবে ক্রমেক্রমে জন্ম জন্মান্তরে।
চিত্তশুদ্ধ হলে পাবি প্রাণের ঈশ্বরে ॥
কিছু থামি সারদা-মা কন পুনরায়।
নরলীলা কালে দেখা অনায়াসে যায় ॥
লীলাদেহে হেথা আমি আছি বর্তমানে।
অনায়াসে পাবে দেখা এলে এই স্থানে ॥
প্রভুকে চাক্ষুষদেখা অতীব বিরল।
দেখা যাবে যদি থাকে বহু ভাগ্যবল ॥
গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ যখন ঢাকায়।
প্রভুকে দেখেন তবে প্রভুর কৃপায় ॥
নরেন দর্শন আদি যা লভে অন্তরে।
তাহাও ঠাকুর তারে দেন কৃপা করে ॥
সাধারণভাবে যারা হয় ভক্তজন।
স্বপনে হয়ত পায় প্রভুর দর্শন ॥
অতি সুবিরল ক্ষেত্রে যারা ভাগ্যবান।
তারা দেখে দেহধারী প্রভু ভগবান ॥
উত্তেজিত কণ্ঠে মাতা কন পুনরায়।
ধ্যান কেন নাহি হয় অনেকে শুধায় ॥
মন যদি শুদ্ধ হয়, না থাকে কামনা।
অনায়াসে হয় তবে ধ্যান ও ধারণা ॥
যদি বসা হয় জপে সেই অবস্থায়।
আপনা আপনি তবে জপ হয়ে যায় ॥
গরগর করে নাম অন্তস্তল হতে।
সতত উঠিয়া আসে বিনা চেষ্টামতে ॥
আলস্য করিয়া ত্যাগ নির্দিষ্ট সময়ে।
সাধন করিতে হয় নিবিষ্ট হৃদয়ে ॥
বিবিধ ফিকির ফন্দি খোঁজে সদা মন।
যাতে না করিতে হয় সাধন ভজন ॥
সেইহেতু সর্বদাই মনে জোর করে।
উচিত তপস্যা করা সূচী অনুসারে ॥
নহবতে ছিনু যবে প্রভুর সেবায়।
উঠিতাম রাত্রিকালে তিন ঘটিকায় ॥
প্রাতঃকৃত্য স্নান আদি সমাপন করে।
একাসনে থাকিতাম ধ্যানজপ তরে ॥
শরীর খারাপ ছিল কারণে তাহার।
উঠিতে হইল দেরী একদা আমার ॥
সেই দেরী ক্রমে ক্রমে আরো বেড়ে যায়।
একদা উঠিতে দেখি মোটে ইচ্ছা নাই ॥
সকল চিন্তিয়া তবে করিলাম স্থির।
আলস্যের বশে এবে আমার শরীর ॥
তখন আলস্য ত্যজি মনে জোর করে।
উঠিতে লাগিনু পুনঃ পূর্বসূচী ধরে ॥
অতঃপর দেখিলাম দুই চারি দিনে।
সকল হয়েছে ঠিক অভ্যাসের গুণে ॥
ধ্যান জপ পূজা আদি যথা সূচীধরে।
অভ্যাস রাখিতে হয় সদা রোক করে ॥
কি বয়সে সমীচীন সাধন ভজন।
কৃপাময়ী সারদা-মা তদুত্তরে কন ॥
ধ্যান জপ তীর্থে যাওয়া আরো কর্ম যত।
প্রথম বয়সে করা উচিত সতত ॥
প্রথম বয়স কালে মনে থাকে বল।
সমর্থ শরীরো তার বিরাট সম্বল ॥
কফ্ শ্লেষ্মা পরিপূর্ণ হয় বৃদ্ধকালে।
কোনো কাজ তাহে নাহি হয় সেই কালে ॥
প্রথম বয়সে দেখ আমি বারেবারে।
পায়ে হেঁটে পেঁছে গেছি দক্ষিণ শহরে ॥
অনুরূপভাবে পূর্বে ভাবে ভরা প্রাণে।
দর্শন করেছি আমি বহু তীর্থস্থানে ॥
দুর্বল শরীর সেথা মোর বর্তমানে।
অদূরেও যেতে হ'লে যাই পাল্কী যানে ॥
সেইহেতু সকলেরে বলি প্রতিদিন।
প্রথম বয়সে সব করা সমীচীন ॥
প্রভুমঠে যাহাদের হয় অবস্থান।
প্রথম কালেই তারা ডাকে ভগবান ॥
ধ্যানজপ পূজা আদি নিষ্ঠার আবেশে।
তাহাও তাহারা করে প্রথম বয়সে ॥
এইভাবে তপস্যাদি সাধন ভজন।
ঠিক ঠিক হইতেছে বলে মোর মন ॥
উদ্দেশি অরূপানন্দে মাতা কিছু পরে।
তপস্যা করার কথা কন স্নেহ ভরে ॥
ধ্যান জপ পূজা আদি সাধন ভজন।
এ বয়সে করে নেবে যাহা প্রয়োজন ॥

বিশেষ না হয় কিছু জেনো বৃদ্ধকালে।
যা পার করিতে তাহা কর এইকালে ॥
সন্ন্যাসী অরূপানন্দ অন্য একদিনে।
ভক্তলেখা চিঠি মাকে শোনান যতনে ॥
কৃষ্ণলাল মহারাজো ভক্তির আবেশে।
আছিলেন সেইকালে জননী সকাশে ॥
চিঠিতে জনৈক ভক্ত লেখে জননীরে।
মন স্থির নাহি হয় ধ্যানজপ তরে ॥
এতদিন গেল তবু আমার জীবনে।
ধন্য নাহি হইলাম প্রভুর দর্শনে ॥
শুনিয়া এসব কথা তাহার উত্তরে।
উত্তেজিতভাবে মাতা কন ক্ষোভ করে ॥
হাজার বিশেক জপ রোজ করা হলে।
ধ্যান জপে মনস্থির হইবে তাহলে ॥
এইভাবে জপ করে হয়েছি সফল।
হাতে হাতে বাস্তবিক লভিয়াছি ফল ॥
হিজিবিজি নানা কথা লিখিবার আগে।
এসব দেখুক করে শ্রদ্ধা অনুরাগে ॥
প্রত্যহ করিলে জপ নিষ্ঠা সহকারে।
মনস্থির হয়ে যাবে সেই অনুসারে ॥
তাহা নাহি করে কেহ শুধু বলে যায়।
মনস্থির নাহি হয়, শান্তি নাহি পাই ॥
জনৈক মায়ের ভক্ত আসি উদ্বোধনে।
প্রণমিয়া বলিলেন মায়ের চরণে ॥
বলিয়াছ প্রতিদিন ধ্যান জপ তরে।
কিভাবে করিব বলে দাও কৃপাভরে ॥
শুনিয়া সকল কথা কৃপার বয়ানে।
স্নেহময়ী সারদা-মা বলেন সন্তানে ॥
করজপ মালাজপ ভক্তগণ করে।
চঞ্চল মনকে স্থির করিবার তরে ॥
এদিকে ওদিকে মন সদা যেতে চায়।
ঐসব করিলে মন প্রভুদিকে ধায় ॥
করিতে করিতে জপ স্থির হলে মন।
ভক্ত লভে শ্রীপ্রভুর রূপ দরশন ॥
ভক্ত ডুবে যায় তবে ধ্যানের গভীরে।
বাহিরের হুঁশ সুপ্ত হয় ধীরে ধীরে ॥
ধ্যানেতে হইয়া থাকে তন্ময় যখন।
ভক্তমনে জপ আর না থাকে তখন ॥
আসল হইল ধ্যান সাধন-ভজনে।
ভালভাবে হলে ধ্যান শান্তি পাবে মনে ॥

সদাই চঞ্চলমন স্বভাবে আপন।
কিছুতেই স্থির নাহি হতে চায় মন ॥
প্রথম প্রথম তাই কিছুক্ষণ ধরে।
করিবে ধ্যানের চেষ্টা শ্বাস বন্ধ করে ॥
এসকল ঠিকভাবে যদি করা হয়।
মন ক্রমে স্থির হয়ে যাইবে নিশ্চয় ॥
শ্বাস বন্ধ করে ধ্যান হবে অল্পক্ষণ।
গরম হইবে মাথা হলে বেশীক্ষণ ॥
জপ ধ্যান সেবা পূজা ঈশ্বর দর্শন।
সকলের মূলে কিন্তু মানুষের মন ॥
স্বভাবচঞ্চল মন যদি স্থির হয়।
সকলি পাইবে তবে রাখিও প্রত্যয় ॥
একদা তন্ময়ানন্দ ভাবেভরা প্রাণে।
করিলেন প্রশ্ন এক মাতৃ সন্নিধানে ॥
বিশ্বমাতা লীলাদেহে সারদা-জননী।
তুমি হও আদ্যাশক্তি ব্রহ্ম সনাতনী ॥
যাহারা তোমার শিষ্য ভাবে মোর মন।
তাহাদের ধ্যান জপ কিবা প্রয়োজন ?।
তাহা শুনি মাতা কন স্নেহের স্বভাবে।
কথাটি হলেও সত্য ভাব ধীরভাবে ॥
রাঁধিবার সম্ভারাদি থাকিলেও ঘরে।
খেতে হয় যথারীতি রন্ধনাদি করে ॥
রন্ধনাদি করে সারা, যে যত সকালে।
তৃপ্তি করে খেতে পায় সে তত সকালে ॥
দেরী করে রান্না হলে খাইবে সন্ধ্যায়।
আলস্যে না হলে রান্না খেতে নাহি পায় ॥
শুনিয়া সন্ন্যাসী তবে কন ভক্তিভাবে।
বুঝিতে নারিনু কথা আমি ঠিকভাবে ॥
তদুত্তরে মাতা কন শিষ্যেরা সবাই।
রন্ধন সম্ভাররূপে মহামন্ত্র পায় ॥
যে করিবে খুব বেশী মন্ত্রের সাধন।
সে লভিবে তাড়াতাড়ি প্রভুর দর্শন ॥
হৈ চৈ করে যারা কাটায় সময়।
সাধন ভজনে সদা মগ্ন নাহি রয় ॥
তাহাদেরো লাভ কিন্তু হবে দেরী করে।
অন্ততঃ দর্শন তারা পাবে মৃত্যুপরে ॥
তোমরা সন্ন্যাসী সবে ত্যাগের আধার।
সাধন ভজন তরে ছেড়েছ সংসার ॥
ত্যাগব্রতী সকলেই নিবিষ্ট হৃদয়ে।
প্রভুপদে রবে মগ্ন একনিষ্ঠ হয়ে ॥

ধ্যান জপে যে সময়ে নাহি যাবে মন।
প্রভু কাজ নিষ্ঠা ভরে করিবে তখন॥
বিশ্বেশ্বরানন্দ নামে সন্ন্যাসী সন্তান।
ভাগ্যবলে মার হ'তে মহামন্ত্র পান॥
মার কাছে তিনি খুব আদরের ধন।
জননীরো পদে পুত্র রাখে সদা মন॥
একদা সন্ন্যাসী পুত্র ভাবেভরা প্রাণে।
জানান প্রার্থনা এক মাতৃ সান্নিধানে॥
যাহাতে না টান থাকে কোনো কিছু 'পরে
সেইরূপ সর্বত্যাগী করে দাও মোরে॥
তাহা শুনি মাতা কন প্রভুর কৃপায়।
সর্বত্যাগী হয়ে তুমি রয়েছ সদাই॥
শিং নাহি বের হয় সর্বত্যাগী হলে।
বিবেক বৈরাগ্যবানে সর্বত্যাগী বলে॥
জয়রামবাটীধামে আর এক সময়ে।
শুধান মায়েরে পুনঃ সভক্তি হৃদয়ে॥
পূজা জপ ধ্যান হলে সকল সময়।
তবে কি প্রভুকে কেহ লভিবে নিশ্চয় ?।
তাহা শুনি তিনবার দৃঢ়তার সনে।
'ও সবে কভু না হয়' বলেন সন্তানে॥
তাঁহারি কৃপাতে শুধু তাঁকে লাভ হয়।
এই কথা মনে রেখো সকল সময়॥
পূজা, জপ, ধ্যান তবু করিবে সদাই।
মনের ময়লা সব তাতে কেটে যায়॥
নাহি আসে প্রভু কৃপা অবিশুদ্ধ মনে।
শুদ্ধ মনে পেতে পারে প্রভু ভগবানে॥
নাড়িতে নাড়িতে ফুল ঘ্রাণ বের হয়।
চন্দন ঘষিলে যথা গন্ধ বাহিরয়॥
সেমতি ঈশ্বর তত্ত্ব হলে আলোচিত।
তত্ত্বজ্ঞান ভক্তহৃদে হয় প্রকাশিত॥
নির্বাসনা হতে যদি পার কোনক্ষণে।
ভগবান লাভ তবে হবে সেইক্ষণে॥
জননীর স্নেহধন্য সন্ন্যাসী সন্তান।
শান্তানন্দ একদিন মার কাছে যান॥
মায়েরে শুধান তবে ভক্তিভরা ভাবে।
জীবন যাপন করা উচিত কিভাবে ?।
তদুত্তরে সারদা-মা কন স্নেহভরে।
ধ্যান জপ প্রভু কাজ সদা যাবে করে॥
প্রার্থনা করিবে তুমি ব্যাকুলিত মনে।
রাখিবে নিজেকে যুক্ত স্মরণ মননে॥
তাহা শুনি শান্তানন্দ কন ভক্তিভারে।
দুর্বল মানুষ কিছু করিতে না পারে॥
বিশ্বের বিধাতারূপে প্রভু ভগবান।
করাচ্ছেন সব তিনি, বলে মোর প্রাণ॥
তাহা শুনি মাতা কন, ইহা সত্যি কথা।
সকলের কর্তা প্রভু—বিশ্বের বিধাতা॥
সবকিছু করাচ্ছেন সকল সময়।
জীবের এমতি কিন্তু বোধ নাহি রয়॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ভাবে মনে মনে।
করিতেছি নিজে আমি যা কিছু জীবনে॥
'আমি, আমি' ভাবে সদা অহঙ্কার ভরে।
না করে নির্ভর তারা প্রভুর উপরে॥
ভরসা তাঁহার 'পরে রাখে যেইজন।
তাহাকে করেন রক্ষা প্রভু সর্বক্ষণ॥
প্রভুর শরণাগত থাকিলে জীবনে।
তাঁহার কৃপায় জীব শান্তি পায় মনে॥
পুত্র পুনঃ কন, মাগো, তুমি কৃপাভরে।
কুলকুণ্ডলিনী দাও জাগরিত করে॥
সারদা-মা কন তবে জাগিবে নিশ্চয়।
ধ্যান জপ করা হলে আসিলে সময়॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া তাঁহারি কৃপায়।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তি তাহা জেগে যায়॥
সাধকের সেই শক্তি জাগিবে যখনি।
তার পূর্বে শোনা যাবে অনাহত ধ্বনি॥
আপনা আপনি তাহা কভু নাহি জাগে।
ধ্যান জপ করে যাও সদা অনুরাগে॥
করিতে করিতে ধ্যান মন স্থির রবে।
তখন ছাড়িতে ধ্যান ইচ্ছা নাহি হবে॥
যেদিন হবে না ধ্যান যে কোন কারণে।
তখন করিবে জপ একনিষ্ঠ মনে॥
শাস্ত্রেতে 'জপাৎ সিদ্ধিঃ' বলে বারবার।
জপ হতে সব পাওয়া যায় অনিবার॥
সাধন-ভজন করা ভাল কোন্ স্থানে।
তাহার উত্তরে মাতা বলেন সন্তানে॥
পোঁতা চারাগাছ ছোট থাকে যতদিন।
বেড়া দেওয়া প্রয়োজন হয় ততদিন॥
তা না হলে খেয়ে নেয় গরু ও ছাগলে।
ক্ষতি না করিতে পারে গাছ বড় হলে॥
সেমতি সাধক মন প্রথমের দিকে।
থাকিলে বিষয় মাঝে ধায় চারিদিকে॥

সেইহেতু সেইকালে সাধন ভজন।
নির্জ্জন স্থানেতে করা হয় প্রয়োজন॥
সাধন ভজন করে পাকা হলে মন।
মোটামুটি অবিচল থাকে অনুক্ষণ॥
বিভিন্ন লোকেরও সাথে মেলামেশা হলে।
পাকা মনে যথারীতি প্রভুচিন্তা চলে॥
শ্রীঠাকুর বলিতেন তাহে বারবার।
নির্জনে সাধন করা খুব দরকার॥
অশিব চিন্তার তরে যদি জাগে ভয়।
কিম্বা কিছু জানিবার যদি ইচ্ছা হয়॥
তখন বিরলে থাকি অশ্রুসিক্ত মনে।
প্রার্থনা জানাতে হয় প্রভুর চরণে॥
এইরূপ করিলেই প্রভুর কৃপায়।
মনের ময়লা যত সব কেটে যায়॥
যাহা কিছু জানিবার মনে ইচ্ছা করে।
তাহাও বুঝিয়ে প্রভু দেন কৃপাভরে॥
কিছু থামি সারদা-মা বলেন আবার।
সাধন ভজন করা খুবই দরকার॥
ধ্যান জপ করে যাবে শ্রদ্ধান্বিত মনে।
ঠাকুরের কাজ তাও করো নিষ্ঠা সনে॥
খুব উঁচু সুরে বাঁধা না থাকিলে মন।
সর্বদাই ধ্যান জপ না পারে কখন॥
সাধন ভজন ফাঁকে তাহারি কারণে।
করিবে প্রভুর কাজ সমর্পিত মনে॥
একাকী থাকিলে বসি অনেক সময়।
হিজিবিজি নানা চিন্তা মনে উপজয়॥
লিপ্ত তাহে কিছু কিছু হলো প্রভুকাজে।
আসিতে না পারে মনে চিন্তা আজে-বাজে॥
ত্যাগব্রতী সেই পুত্র আরেক দিবসে।
বলিলেন জননীকে ক্ষোভ পরবশে॥
এতদিন হল মাগো ছেড়েছি সংসার।
অদ্যাবধি তবু কিছু না হল আমার॥
পূর্ববৎ আছি বলে মোর মনে হয়।
সেহেতু অন্তরে মাগো সদা জাগে ভয়॥
বরাভয়া কন তবে স্নেহের সন্তানে।
হতাশার চিন্তা কভু না আনিও মনে॥
সংসারে ঝঞ্ঝাটপূর্ণ জবালা শত শত।
সংসারীরা তাহে বদ্ধ হয় অবিরত॥
কত বড় ভাগ্য দেখ প্রভুর কৃপায়।
সেই সব জবালা হতে পেয়েছ রেহাই॥

সন্তান যোগীন মোর লয়ে আকুলতা।
সদাই বলিত তার অন্তরের কথা॥
সন্ন্যাসী হয়েছি মোরা ছাড়ি গৃহপাট।
পোহাতে না হয় তাহে শতেক ঝঞ্ঝাট॥
ধ্যান জপ পূজা আদি করি বা না করি।
শান্তিতে ঘুমানো যায় চিন্তা পরিহরি॥
একান্ত সেবকরূপে সন্তান বরদা।
জননীর সেবাকার্যে থাকেন সর্বদা॥
মাতৃপদে সমর্পিত দেহ মন প্রাণ।
জননীরও কৃপাধন্য স্নেহের সন্তান॥
তেরশ ছাব্বিশ সনে সারদা জননী।
জয়রামবাটীধামে থাকিতেন তিনি॥
একদিন ভক্তদের চিঠিপত্র পড়ে।
মাকে শোনান পুত্র সভক্তি অন্তরে॥
চিঠিপত্র সবকিছু পড়া শেষ হলে।
জননীকে বলিলেন নয়নের জলে॥
আমি তব ভক্তিহীন অধম সন্তান।
কৃপায় দিয়েছ তবু তব পদে স্থান॥
কিন্তু মাগো জপধ্যানে নাহি বসে মন।
জপধ্যান করিতেও না পারি তেমন॥
সকল শুনিয়া মাতা গম্ভীর বয়ানে।
ধীরে ধীরে বলিলেন স্নেহের সন্তানে॥
জপ ধ্যান করে থাকে অনেকে জীবনে।
বল দেখি তাহা করে কিসের কারণে?॥
শুনিয়া সন্তান তবে থাকে তুষ্ণীভাবে।
তদন্তরে মাতা কন আপন স্বভাবে॥
ছেলেদের চিঠিপত্র করিয়া শ্রবণ।
চঞ্চল হয়েছে বুঝি তোমাকার মন?॥
মোর কাজ করে থাক তোমরা সকলে।
তোমাদের বিনে তাই মোর নাহি চলে॥
ধ্যান জপ করে লোকে যাহা লাভ করে।
তারও চেয়ে ঢের বেশী পেতেছ অন্তরে॥
আমার কথার 'পরে রাখহ প্রত্যয়।
বুঝিতে পারিবে সব হইলে সময়॥
ইহকাল-পরকাল সকলি তোমার।
কৃপায় ঠাকুর নিজে নিয়েছেন ভার॥
জয়রামবাটীধামে আরেক দিবসে।
নানা কথাবার্তা হয় মা'র কাছে বসে॥
সন্তান বরদা তবে কন করজোড়ে।
আমার সন্দেহ এক দাও দূর করে॥

সন্ন্যাসী কেশবানন্দ বলেন সতত।
এইসব কাজ কর্মে খাটো অবিরত ॥
তাহলেই যথারীতি যাহা প্রয়োজন।
আপনা আপনি তাহা লভিবে জীবন ॥
তাহা শুনি সারদা-মা বলেন তখন।
কাজ কর্ম করা হলে ভাল থাকে মন ॥
ধারণা অন্তরে তবু রাখিও তোমার।
জপ ধ্যান প্রার্থনাও খুবই দরকার ॥
জীবনের তরী ছোটে কর্মের প্রবাহে।
ধ্যান জপ হালরূপে ঠিক রাখে তাহে ॥
ঠিকভাবে নৌকাহাল ধরা নাহি হলে।
গন্তব্যেতে নাহি পৌঁছি ডুবে যায় জলে
সারাদিনে না হলেও সকাল সন্ধ্যায়।
জপ ধ্যান করিবারে রোজ বসা চাই ॥
সারাদিন কাজ কর্ম যাহা করা হয়।
বিচার করিবে তাহা সন্ধ্যার সময় ॥
তাহা হলে সেইকালে ধ্যানমগ্ন চিতে।
ভালমন্দ কর্মগুলি পারিবে বুঝিতে ॥
তারপর সূক্ষ্মভাবে করিবে বিচার।
গতকাল কিবা ছিল মনের আচার ॥
তারসাথে আজিকার করিলে তুলনা।
কিরূপ মনের গতি লভিবে ধারণা ॥
অনন্তর জপ শুরু হবে নিষ্ঠাভরে।
জপ সাথে ধ্যান চেষ্টা রাখিবে অন্তরে ॥
ধ্যানের শুরুতে কিন্তু অনেক সময়।
প্রভুর শ্রীমুখ শুধু উদ্ভাসিত হয় ॥
অনন্তর স্থির যবে হয়ে যায় মন।
পুরাপুরি তবে তাঁর হয় দরশন ॥
জপ ধ্যান না করিলে সকাল সন্ধ্যায়।
কাজ কর্ম যাহা কর বুঝা নাহি যায় ॥
সকল শুনিয়া পুত্র নত নম্র শিরে।
পুনরায় ভক্তিভরে কন জননীরে ॥
কেহ কেহ বলে মাগো, অনেক সময়।
কাজ কর্মে ধর্মলাভ কভু নাহি হয় ॥
সর্বদাই জপ ধ্যান সাধন-ভজন।
করিলেই পাওয়া যাবে প্রভুর দর্শন ॥
এই সব নানা ভাবে শুনি নানা কথা।
আমার অন্তরে মাগো জাগে বিহ্বলতা ॥
কিছু থামি সারদা-মা গম্ভীর বয়ানে।
তদুত্তরে বলিলেন স্নেহের সন্তানে ॥

যারা বলে তারা সবে বুঝিল কিভাবে।
কিসে নাহি হবে আর কিসে সব হবে ?।
কয়েক দিনের জন্য জপধ্যান হলে।
সব কিছু লাভ হবে বলা নাহি চলে ॥
আসল কথা কি জানো—আপন চেষ্টায়।
প্রভুর দর্শন কভু নাহি পাওয়া যায় ॥
মহামায়া নিজে পথ নাহি দিলে ছেড়ে।
কিছুই না হবে জেনো শত চেষ্টা করে ॥
একমাত্র মহামায়া তাঁহারই কৃপায়।
ঋদ্ধি সিদ্ধি ভক্তি মুক্তি সবই পাওয়া যায় ॥
অধুনা দেখিলে তুমি ভক্ত একজন।
ধ্যান জপে কিবা ফল লভিছে এখন ॥
জোর করে বেশী বেশী ধ্যান জপ করে।
মাথাটি বিগড়ে এবে আছে চুপ করে ॥
যে-কোন কারণে মাথা বিগড়ায় যদি।
জীবনে দুঃখের আর না থাকে অবধি ॥
ইস্কুপের প্যাঁচ যেন মস্তকে সবার।
যে প্যাঁচ ঘোরানো যায় এধার ওধার ॥
একপ্যাঁচ আলগা হলে হইবে পাগল।
কিম্বা মহামায়া-ফাঁদে রবে অবিরল ॥
সেই ফাঁদে বদ্ধ তবু ভাবে তার প্রাণ।
মোর মত কেহ আর নাহি বুদ্ধিমান ॥
কিন্তু প্যাঁচ উল্টোদিকে ঠিক করা হলে।
শান্তি ও আনন্দ পায় ঠিক পথে চলে ॥
স্মরণ মনন সাথে হয়ে একমনা ॥
'সদ্ বুদ্ধি দাও, প্রভু'—জানাবে প্রার্থনা ॥
সর্বদাই ধ্যান জপ সাধন ভজন।
করিতে সমর্থ হয় অতি অল্প জন ॥
হয়ত প্রথম দিকে কিছু কিছু পারে।
অতঃপর পূর্ণ হয়ে যায় অহঙ্কারে ॥
কিম্বা তার মন ভরে উঠে হতাশায়।
অশান্তিতে ভোগে নিত্য বিবিধ চিন্তায় ॥
আলগা পেলেই মন চঞ্চল স্বভাবে।
বাধায় যতেক গোল সদা নানাভাবে ॥
মনকে আলগা কিম্বা নাহি রেখে ফাঁকা।
ঢের ভাল হয় তাকে কর্মে লিপ্ত রাখা ॥
আমার নরেন তাহে ভাবি অনুক্ষণ।
করিয়াছে সেবাকার্য তাহার পত্তন ॥
নলিনীদিদিকে লক্ষ্য করিয়া জননী।
কিছু থামি পুনরায় বলিলেন তিনি ॥

কাজ ছাড়া শুধু বসে থাকি সর্বক্ষণ।
হইয়াছে মন তার অশুদ্ধ এখন॥
অশান্তি বলিয়া শুধু করে চিৎকার।
শুচিবাই দিন দিন আরো বাড়ে তার॥
এত কিছু দেখিয়াও চৈতন্য না লভে।
আমি তো অশান্তি কভু নাহি দেখি ভবে॥
তেরশ উনিশ সালে আষাঢ়ের শেষে।
সারদা-মা রন তবে কলিকাতা দেশে॥
একদা অরূপানন্দে সকাল বেলায়।
নানা কথা সারদা-মা বলেন কৃপায়॥
সেইকালে নলিনীদি গঙ্গাস্নান করে।
মাতৃধাম উদ্বোধনে আসেন উপরে॥
অসুস্থ শরীর তবু কেন গঙ্গাস্নান।
সেই কথা নলিনীরে জননী শুধান॥
নলিনীদি কন তবে উত্তরে তাহার।
পায়খানা তাহা নাহি ছিল পরিষ্কার॥
সেইহেতু শুচিশুদ্ধ হইবার তরে।
গিয়েছিনু তদন্তর গঙ্গাস্নান তরে॥
কলে নাইলেই হত—বলিলে সন্তান।
জননীও নলিনীকে পুনঃ বলে যান॥
আজিকে শরীর ভাল নাই ঠিকমত।
কলে নেয়ে গঙ্গাজল স্পর্শিলেই হত।
শুনিয়া নলিনী কন সক্ষুব্ধ হৃদয়ে।
পায়খানা ধুইয়াছি আমি জল দিয়ে॥
এর পরে যদি নাহি হত গঙ্গাস্নান।
কিছুতেই শুদ্ধ নাহি হত দেহখান॥
তাহা শুনি মাতা কন গম্ভীর বদনে।
শুদ্ধ বা অশুদ্ধ ভাব সবকিছু মনে॥
পায়খানা সেইস্থানে ঢেলেছিস্ জল।
ছুঁস্ নাই বিষ্ঠা তবু দ্বিধা অবিরল॥
বিষ্ঠা ছুঁইলেও তাহে কিবা ক্ষতি হয়।
পেটের মধ্যেও সদা বিষ্ঠা ভরা রয়॥
শ্রীঠাকুর বলিতেন পাচিয়া সতত।
খাদ্যদ্রব্য বিষ্ঠারূপে হয় পরিণত॥
ডাল, ভাত, তরকারি, ছানা ও মাখন।
গামলায় রেখে দাও করিয়া যতন॥
দুই-চারি দিন যদি এইভাবে রয়।
বিষ্ঠাবৎ হয় তাহা পূতিগন্ধময়॥
কিছু থামি মাতা পুনঃ বলিলেন কথা।
দেশেতে শুকনো বিষ্ঠা থাকে যথা তথা॥
মাড়িয়ে গিয়েছি আমি তাহা কতবার।
'গোবিন্দ' বলিয়া শুদ্ধ হয়েছি আবার॥
মানুষ অশুদ্ধ কিম্বা শুদ্ধ থাকে মনে।
মনেতেই সবকিছু, রেখো সদা মনে॥
আগে-ভাগে করে দোষী মন আপনার।
সে মনে দেখিতে পায় দোষ সবাকার॥
পরের দেখিলে দোষ তার ক্ষতি নাই।
আপনারই ক্ষতি তাহে ঘটে সর্বদাই॥
আমার স্বভাব সদা বাল্যকাল হতে।
অপরের দোষ কভু না পাই দেখিতে॥
এতটুকু যদি কেহ করে মোর তরে।
তার উপকার আমি সদা যাই করে॥
মনেতেই সবকিছু করিয়া শ্রবণ।
সন্তান অরূপানন্দ বলেন তখন॥
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বলিতেন সবে।
মনেরই কারণে নানা চিন্তাবুদ্ধি রবে॥
গৃহ হতে চুরি করে যদি চোর ভাগে।
পরিণত মনে তবে চোর চিন্তা জাগে॥
শিশুমনে চোরবুদ্ধি কিছু নাহি থাকে।
সেইহেতু একই কার্যে চোর নাহি দেখে॥
তার সমর্থনে মাতা বলেন তখন।
সব কিছু শুদ্ধ দেখে যার শুদ্ধ মন॥
গোলাপ-মা সেইকালে আসিলে সেখানে।
তাঁরে দেখি মাতা পুনঃ বলেন সন্তানে॥
ঠাকুরের কৃপাধন্যা গোলাপ আমার।
জানিবে বড়ই শুদ্ধ মনটি তাহার॥
একদিন বৃন্দাবনে মাধব-মন্দিরে।
গিয়েছিনু শ্রীমাধব দর্শনের তরে॥
সন্তান যোগীন, কালী, আরো সাধু ছেলে।
গোলাপ প্রভৃতি আরও থাকে সেইদলে॥
প্রাঙ্গনে অনেকে দেখে বিমর্ষ অন্তরে।
কাহাদের ছেলে সেথা গেছে নোংরা করে॥
'বিষ্ঠা, বিষ্ঠা' এই কথা মুখেতে সবার।
সচেষ্ট না হয় কেহ তাহা ফেলিবার॥
গোলাপ দেখিয়া তাহা নির্বিকার মনে।
ফেলিবার তরে চেষ্টা করিল যতনে॥
সেথায় ন্যাকড়া কিছু নাহি ছিল বলে।
নিজের নূতন ধুতি ছিঁড়িল সবলে॥
অতঃপর তাহা দিয়া সনিষ্ঠা অন্তরে।
গোলাপ মুছিয়া স্থান পরিষ্কার করে॥

অন অন্য স্ত্রীলোক যারা ছিল সেইকালে।
যথারীতি বলে যায় তাহারা সকলে॥
পরিষ্কার করে যেবা নিজ বস্ত্র ছিঁড়ে।
নিশ্চয় তাহারই ছেলে গেছে নোংরা করে॥
তাহা শুনি আমি বলি নয়নের জলে।
দেখহ মাধব, এরা কোন্ কথা বলে॥
কিছু পরে অন্যদল বলিল সেথায়।
সাধুলোক ইহাদের ছেলেপিলে নাই॥
মন্দিরে রয়েছে বিষ্ঠা তাহারি কারণে।
নানা অসুবিধা জাগে মাধব-দর্শনে॥
দর্শনের অসুবিধা দূর করিবারে।
করেছেন পরিষ্কার তাঁরা নির্বিচারে॥
কিছু থামি সারদা-মা পুনরায় কন।
বড় শুদ্ধ হয় জেনো গোলাপের মন॥
গঙ্গাঘাটে যদি থাকে বিষ্ঠা আদি পড়ে।
গোলাপ দেখিলে দেয় পরিষ্কার করে॥
ন্যাকড়া দিয়ে মুছে বিষ্ঠা দেয় দূরে ফেলে
সেস্থান ধুইয়া পরে দেয় গঙ্গাজলে॥
গঙ্গাঘাটে স্নান তরে আসে বহুজন।
তাদের সুবিধা হয় উহার কারণ॥
শান্তিতে তাহারা সবে গঙ্গাস্নান করে।
গোলাপেরো শান্তিলাভ হয় তার তরে॥
জন্মে জন্মে থাকে যদি সাধন-ভজন।
ইহজন্মে তবে লাভ হয় শুদ্ধমন॥
তেরশত বিশ সনে সারদা-জননী।
জয়রামবাটীধামে আছিলেন তিনি॥
তখন আষাঢ় মাস বর্ষার সময়।
অরূপানন্দেরো তবে সেথা থাকা হয়॥
একদা দুপুরে সবে আহারেতে রত।
নলিনীদি সেইকালে হন উপনীত॥
সিক্ত বস্ত্র পরিধানে পেঁছি মার পাশে।
বলিতে থাকেন তিনি অতি ক্লিষ্ট ভাষে॥
প্রস্রাব করিল কাক কাপড়ে আমার।
তাই স্নান করিলাম আমি আরবার॥
বিস্মিত হইয়া তবে মাতা কন তারে।
বুড়ো হতে চলিলাম বয়সের ভারে॥
'কাকেতে প্রস্রাব করে' কভু শুনি নাই।
আশ্চর্য হয়েছি তাহে এমতি কথায়॥
অশুদ্ধ মনের রোগ হয় শুচিবাই।
যতই বাড়াবে তারে তত বেড়ে যায়॥

ভক্তিমান কৃষ্ণ ঘোস তাহার ভগিনী।
শুচিবায়ুগ্রস্তা বড় আছিলেন তিনি॥
গঙ্গাগর্ভে থাকিয়াই ডুবিবার পরে।
সকলেরে প্রশ্ন করা হয় বারে বারে॥
ডুবেছে কি মোর টিকি ঠিক ভাল করে।
যখন ছিলাম ডুবে জলের ভিতরে॥
'ডুবিয়াছে ঠিকভাবে' করেও শ্রবণ।
দ্বিধাগ্রস্ত থাকে তার খুঁতখুঁতে মন॥
অশুদ্ধ হইলে মন শুচিবাই আসে।
কিছুতেই দূরে নাহি যায় অল্পায়াসে॥
তখন অরূপানন্দ কন ভক্তিভরে।
শিবানন্দ মহারাজে দেখেছি বেলুড়ে॥
ভজা, গজা আরো নামে অনেক কুকুর।
স্বামী শিবানন্দ পাশে করে ঘুরঘুর॥
সেসব কুকুরে তিনি ঘাঁটাঘাঁটি করে।
সামান্য লইয়া জল যান পূজাঘরে॥
তাহা শুনি মাতা কন প্রসন্ন বদনে।
স্বতন্ত্র তাদের কথা সদা ভেবো মনে॥
তাদের সাধুর মন কত শুদ্ধ হয়।
সেইসাথে গঙ্গাতীরে তারা সদা রয়॥
গঙ্গাতীরে থাকে যারা তাহারা দেবতা।
গঙ্গাস্নানে দূরে যায় যত মলিনতা॥
রোজ রোজ গঙ্গাস্নান যদি করা হয়।
রোজকার পাপ রোজ হয়ে যায় ক্ষয়॥
সেইকালে নলিনীদি কন ক্ষোভ করি।
গোলাপদিদির কাণ্ডে আমি ভেবে মরি॥
পায়খানা সাফ করি স্নান নাহি করে।
কাপড় ছেড়েই তিনি যান পূজাঘরে॥
অনন্তর পূজা তরে তিনি সেইভাবে।
কাটিতে থাকেন ফল নির্বিকারভাবে॥
থাকিতে না পেরে আমি বলেছিনু তাঁরে।
গঙ্গাস্নান করে তুমি এস ত্বরা করে॥
তদুত্তরে বলে কিনা, তোর ইচ্ছা হলে।
শ'খানেক ডুব দিয়ে আয় গঙ্গাজলে॥
কি কথায় কি উত্তর ভাব দেখি পিসি।
গোলাপদিদির কাণ্ড ভাবি দিবানিশি॥
তাহা শুনি সারদা-মা কন তদুত্তরে।
গোলাপের মন বাঁধা থাকে উচ্চস্তরে॥
বড় শুদ্ধ মন তার তাই নির্বিকার।
শুচি ও অশুচি তরে না আনে বিচার॥

প্রভুর কৃপায় এই দুঃখময় ভবে।
গোলাপের পুনর্জন্ম আর নাহি হবে
শ্রীঠাকুরও মাঝে মাঝে কন ভক্তজনে।
শুচিবাই ভাল নয় কাহারো জীবনে॥
হাজরাকে একদিন কন কৃপা করে।
মন হতে শুচিবাই দাও দূর করে॥

শুচিবাই গ্রাস করে রাখে যাহাদের।
জ্ঞানলাভ কভু নাহি হয় তাহাদের॥
জীবনেতে ততটুকু পালিবে আচার।
মোটামুটি যতটুকু হয় দরকার॥
আচারের আচরণে হলে বাড়াবাড়ি।
আচার থাকিবে শুধু জ্ঞান দিবে পাড়ি

সারদাপুঁথির কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পঠনে স্নিগ্ধ হয় মন প্রাণ॥
জননীর লীলাকথা হয় যেইস্থানে।
প্রভু রামকৃষ্ণ সদা রন সেইস্থানে॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা সবে লভিতে অপার।
'হরি রামকৃষ্ণ' জোরে বল তিনবার॥

শ্রীশ্রীসারদা-পুঁথি

জ্ঞানদায়িনী

(৬)

জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন।
লীলার প্রকটহেতু মর্ত্যে আগমন॥

জয় জয় বিশ্বমাতা ব্রহ্মসনাতনী।
জয় জয় শ্যামাসুতা সারদা-জননী॥
সন্তানের পাপ-তাপ, যত কাদা ধূলি।
মুছিয়া স্নেহের করে নাও কোলে তুলি॥

জয় জয় সত্যানন্দ প্রেমানন্দময়।
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয়॥
প্রেমের মূরতি তুমি, তুমি মোর সার।
তোমার চরণে রাজে অনন্ত সংসার॥

তুমি যারে কৃপা কর কে নাশিবে তারে।
তোমার কৃপাই সার বিশ্ব চরাচরে॥

ভক্তের জাতি নাই

জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা নানা সঙ্কীর্ণতা।
সনাতন হিন্দুধর্মে আনে আবিলতা॥
ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব না জানি বিচারে।
জাতি যদি মত্ত থাকে সঙ্কীর্ণ আচারে॥
ধর্মের প্রভাব তবে দূরে যায় সরে।
সঙ্কীর্ণতা সে-জাতিকে রাখে পঙ্গু করে॥
পল্লীর সমাজে তবে সবিশেষভাবে।
এইমত আচরণ থাকে নানাভাবে॥
সামাজিক ক্ষেত্রে মাকে অনেক সময়।
এইসব সঙ্কীর্ণতা মেনে নিতে হয়॥
জননী হৃদয় তবু নাহি দেয় সায়।
সুযোগ সুবিধা মত তাহা দেখা যায়॥
জননীর ব্যবহারে ভক্তদের সনে।
সঙ্কীর্ণতা স্থান কভু নাহি পায় মনে॥
আসিয়াছে যুগী ভক্ত নাম পীতাম্বর।
দীক্ষাতরে বাগ্দীভক্ত আসে অতঃপর॥
আমজাদ সাথে আসে তুঁতেদের দল।
সকলেই মার স্নেহ লভে অবিরল॥
ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন পরিধান।
মাতৃস্নেহে তার তরে নাহি ব্যবধান॥
মা-মা বলে যারা আসে তাদের সবারে।
অভিষিক্ত করে দেন মাতৃস্নেহ ধারে॥
এমতি অনেক কথা ভক্তি অনুরাগে।
সারদা-পুঁথির মাঝে বলা আছে আগে॥
জগদ্ধাত্রী পূজাকালে জননী সারদা।
পিত্রালয়ে থাকা চেষ্টা করেন সর্বদা॥
তেরশ বাইশ সনে অনুরূপ দিনে।
সারদা-মা রন সেথা সাঙ্গোপাঙ্গ সনে॥
পূজার তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার সময়।
অনুপম নিষ্ঠাভরে সন্ধ্যারতি হয়॥
সাধু ও ভক্তেরা তবে মিলিয়া সকলে।
আসিয়া বন্দিল মার চরণ কমলে॥
মামার বৈঠকখানা যেথায় অদূরে।
অনন্তর সকলেই যান সেই ঘরে॥

বাদ্যযন্ত্র যোগে সেথা অশ্রু সিক্ত স্বরে।
ভক্তেরা ধরেন গান আকুল অন্তরে॥

মাকে দেখবো বলে ভাবনা
কেউ কর়ো নাকো আর
সে যে তোমার আমার মা শুধু নয়
জগতের মা সবাকার।
অস্পৃশ্য চণ্ডাল হতে ব্রাহ্মণাদি সকল জেতে
একবার মা বলে যে ডাকে
কভু হয় না নিষ্ফল তার।
ছেলের মুখে মা, মা বুলি
শুনবেন বলে ভবরাণী
আড়াল থেকে শোনেন পাছে
দেখলে না ডাকে আর।

গানখানি বারবার সবে সমস্বরে।
করতালি সহযোগে গায় ভক্তিভরে॥
বাহ্যজ্ঞানশূন্য তবে যতেক সন্তান।
আনন্দে বিভোর হয়ে গেয়ে যায় গান॥
মেয়েদের সাথে থাকি পার্শ্ববর্তী ঘরে।
মাতাও শোনেন গান সতৃপ্ত অন্তরে॥
রাত্রিকালে সারদা-মা সস্মিত বয়ানে।
গানের প্রসঙ্গে কন বরদা-সন্তানে॥
সন্ধ্যাকালে গানখানি জমেছিল বেশ।
গানের প্রতিটি বাক্যে ভাবের আবেশ॥
ভক্তেরা সকলে হয় মায়ের সন্তান।
না থাকে তাদের কোন জাতি ব্যবধান॥
সকল ছেলেই এক মায়ের সকাশে।
অভিন্ন হইয়া বাঁধা থাকে স্নেহপাশে॥
আমার সতত ইচ্ছা জাগে স্নেহভারে।
একই পাত্রে খেতে দিই সন্তান সবারে॥
কিন্তু এই পোড়া দেশে রয়েছে সদাই।
জাত পাত ব্যবধান জাতের বড়াই॥
যাহোক মুড়িতে বলে কোন দোষ নাই।
একপাত্র হতে তাহে খাইবে সদাই॥
আগামী কল্যই প্রাতে স্মরিয়া ঠাকুরে।
চলিয়া যাইবে তুমি কামারপুকুরে॥
সত্য ময়রার সেথা রয়েছে দোকান।
জিলিপি তাহার তৈরী ধরে উচ্চমান॥
দু'সের জিলিপি বেশ বড় বড় দেখে।
আনিবে খরিদ করে তুমি সেথা থেকে॥
পরদিন মিষ্টি এলে মাতা তদন্তরে।
শ্রীপ্রভুর ভোগে তাহা দেন প্রেমভরে॥

অনন্তর মাতা এক বিরাট থালায়।
বহু মুড়ি চুড়ো করে রাখেন তথায়॥
সাজিয়ে জিলিপিগুলি তার চারিধারে।
পাঠিয়ে দিলেন তাহা ভক্তদের তরে॥
ভক্তেরা সেথায় ছিল দশ বারো জন।
সেই বস্তু পেয়ে তারা আনন্দে মগন॥
মহানন্দে সকলেই করে হুড়োহুড়ি।
একসাথে পাত্র হতে খায় তাড়াতাড়ি॥
জননী থাকিয়া তবে পার্শ্ববর্তী ঘরে।
দেখিতে থাকেন তাহা সতৃপ্ত অন্তরে॥
মার কাছে সন্তানেরা সর্বথা সমান।
জাতিভেদ কিছু নাহি থাকে বিদ্যমান॥
নাহি থাকে জাতিভেদ ভক্তের মাঝার।
শ্রীঠাকুরও বলিতেন তাহা বারবার॥
একদিন রামকৃষ্ণ প্রভু ভগবান।
দেখিতে সার্কাস খেলা কলিকাতা যান॥
সার্কাস গড়ের মাঠে করিয়া দর্শন।
বলরামগৃহে প্রভু করেন গমন॥
সেইকালে ভক্ত এক শুধান ঠাকুরে।
কি উপায়ে জাতিভেদ চলে যাবে দূরে॥
তদুত্তরে শ্রীঠাকুর বলেন কৃপায়।
ভক্তি হয় একমাত্র তাহার উপায়॥
কাহারো জীবনে যদি ভক্তি উপজয়।
দেহ, মন, আত্মা তার সব শুদ্ধ হয়॥
ঈশ্বরের সাথে শুধু ভক্তির বেসাতি।
সেহেতু ভক্তেরা সবে হয় এক জাতি॥
প্রভুস্মরে পূর্ণ থাকে তাহাদের প্রাণ।
গুণগতভাবে তাহে তাহারা সমান॥
গৌর, নিতাই সদা দিয়ে হরিনাম।
আচণ্ডালে দানিতেন কোল অবিরাম॥
হরিনামে পাপ তাপ সব দূরে যায়।
প্রভুপদে ভক্তি জন্মে নামের কৃপায়॥
ভক্তিহীন ব্রাহ্মণেরা না থাকে ব্রাহ্মণ।
চণ্ডাল ব্রাহ্মণ হয় লভি ভক্তিধন॥
অস্পৃশ্য জাতিরো কেহ ভক্তি লভে যদি।
শুদ্ধ ও পবিত্র তবে থাকে নিরবধি॥
সেইহেতু তোমাদের বলি পুনরায়।
ভক্তি হলে জাতিভেদ তাহা উঠে যায়॥
বিশিষ্ট স্তরের লোক মায়ের ভক্তেরা।
ক্রমে তাহা বুঝে নেয় গ্রামবাসী যারা॥

শ্রীঠাকুর বলিতেন যুগের কারণে।
দৈববাণী শোনা নাহি যায় সাধারণে॥
কভু কভু সত্য কথা আসে বের হয়ে।
প্রকৃত পাগল কিম্বা শিশুমুখ দিয়ে॥
একদিন সারদা-মা বৈকালের দিকে।
ভক্ত সাথে বসে রন বাড়ির রোয়াকে॥
তাহারি নিকটে সেথা রাস্তার উপরে।
পাড়ার ছেলেরা সব খেলাধুলা করে॥
সেইকালে জননীর কিছু ভক্ত জন।
সেই পথ দিয়ে হেঁটে করেন গমন॥
জনৈক বালক তবে দেখিয়া সকলে।
'ওরা কারা ?' এই প্রশ্ন করে সঙ্গীদলে॥
উত্তরে বালক এক বিজ্ঞের মতন।
'জানিস্ না, ওরা ভক্ত' বলিল তখন॥
প্রথম বালক তবে পুছে পুনরায়।
তাহাদের কিবা জাতি, জানিস্ কি ভাই ?।
সুবিজ্ঞ বালক পুনঃ অতীব গম্ভীরে।
'ওরা হয় ভক্তলোক' বলিল উত্তরে॥
তাহা শুনি মাতা কন—'অনেক সময়'।
ঠিক কথা শিশুমুখ হতে বের হয়॥
বুঝিয়া নিয়েছে ওরা সরল অন্তরে।
ভক্তেরা জাতিতে এক হয় সর্বস্তরে'॥
জ্ঞানে কর্মে গরীয়ান যাঁরা নিষ্ঠাবান।
জননী তাঁদের সদা দিতেন সম্মান॥
ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র না আনি বিচারে।
জননী করেন ভেদ গুণ অনুসারে॥
তেরশ পঁচিশ সালে শারদীয়া দিনে।
রাধুদিদি রোগে পড়ে রন উদ্বোধনে॥
শ্যামাদাস বাচস্পতি জন্ম বৈদ্যকুলে।
সুবিখ্যাত কবিরাজ তিনি সেইকালে॥
জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিতুল্য আচারে বিচারে।
ওষধাদি দেন তিনি নিষ্ঠা সহকারে॥
দিদির অসুখ তার চিকিৎসা কারণে।
কবিরাজ মহাশয় আসেন সেখানে॥
ওষধাদি দেওয়া হলে বলেন জননী।
উঁহাকে প্রণাম তুমি কর রাধারাণী॥
তাহা শুনি রাধুদিদি সভক্তি হৃদয়ে।
প্রণাম করেন তবে পায়ে নত হয়ে॥
কবিরাজ মহাশয় করিলে গমন।
কেহ কেহ মাকে প্রশ্ন করিল তখন॥

ব্রাহ্মণ শরীর মাগো ধরে রাধারাণী।
কবিরাজে অব্রাহ্মণ বলে মোরা জানি॥
রাধুকে বলিলে তবু করিতে প্রণাম।
সেইহেতু দ্বিধা প্রাণে জাগে অবিরাম॥
উত্তরে গম্ভীরভাবে বলেন জননী।
কবিরাজ মহাশয়ে বৈদ্য বলে জানি॥
অতীব সুবিজ্ঞ তিনি কর্মে নিষ্ঠাবান।
গুণ কর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ সমান॥
আচারবিহীন হলে বলে মোর মন।
হলেও ব্রাহ্মণজন্ম না থাকে ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণের কাজ যদি করে অব্রাহ্মণে।
লভিবেক ব্রাহ্মণত্ব সেই কর্মগুণে॥
বাচস্পতি মহাশয় কর্মের কারণে।
ব্রাহ্মণের তুল্য হয়ে থাকেন জীবনে॥
প্রণম্যে প্রণাম করা হলে ভক্তিভরে।
মানুষ কল্যাণ লভে সতত অন্তরে॥
সর্বদাই ব্রহ্মচিন্তা করে যাঁর মন।
শব্দ অর্থ অনুযায়ী তিনিই ব্রাহ্মণ॥
কিন্তু যদি খোলে কেহ জুতার দোকান।
আচারে হবেন তিনি মুচির সমান॥
থাকিলে ব্রাহ্মণতুল্য আচার বিচার।
অব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণত্বে লভে অধিকার॥
বিশ্বামিত্র মহারাজ ছিলেন ক্ষত্রিয়।
তিনিও তপস্যা করে হলেন শ্রোত্রিয়॥
দ্বাপরেতে গীতামুখে কৃষ্ণ ভগবান।
অর্জুনকে অনুরূপ কথা বলে যান॥
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪।১৩

গুণ ও কর্মের ঠিক ভাগ অনুসারে।
চারিটি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে সংসারে॥
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তাহে শূদ্রগণ।
চারিটি বর্ণের রূপে কাটান জীবন॥
ভিন্ন জনে ভিন্ন কাজ করেন সংসারে।
বর্ণের বিভাগ হয় সেই অনুসারে॥
সত্ত্ব, রজ, তম নামে এই গুণত্রয়।
বিদ্যমান থাকে জীবে সকল সময়॥
কর্মে লিপ্ত হয় জীব গুণ অনুসারে।
কর্মেরও বিভাগ হয় সেমতি বিচারে॥
সত্ত্বগুণ যদি থাকে সবিশেষভাবে।
তিনি গণ্য হইবেন ব্রাহ্মণ হিসাবে॥

তাঁহাদের কর্ম হবে ধ্যান আরাধনা।
শাস্ত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন আর অধ্যাপনা॥
প্রথম দুইটি গুণ পরাক্রান্ত হলে।
তাদের ক্ষত্রিয় নামে সকলেই বলে॥
দেশের সুরক্ষা তাহে প্রজার পালন।
ক্ষত্রিয়ের কর্মরূপে থাকে সর্বক্ষণ॥
রজ, তম পরাক্রান্ত যাহাদের মাঝে।
তাহারা বৈশ্যের রূপে সদাই বিরাজে॥
কৃষিকর্ম, গোরক্ষণ তাহে ব্যবসায়।
এ সকল বৈশ্যকর্মরূপে শোভা পায়॥
তম গুণে পরিপূর্ণ যাহাদের মন।
তাহারা শূদ্রের রূপে, শাস্ত্রের বচন॥
রাখিয়া ভক্তির ভাব সতত অন্তরে।
সবার করিবে সেবা তারা নিষ্ঠাভরে॥
প্রকৃত বর্ণের ভাগ শাস্ত্রের বিচারে।
করিতে হইবে সদা গুণ অনুসারে॥
জন্মসূত্রে নাহি রবে বর্ণে অধিকার।
তাহাতে যদি না থাকে বর্ণের আচার॥
বৈদিক যুগের শেষে ঘটে অবক্ষয়।
জন্মসূত্রে ব্যক্তি লভে বর্ণ পরিচয়॥
কর্ম নাহি করিয়াও বর্ণ অনুসারে।
অনেকেই থাকে তাহা জন্মের বিচারে॥
তাহা হতে জাতিভেদ বিষের আকারে।
প্রবিষ্ট হইয়া যায় সমাজ শরীরে॥
তারি তরে দেখা দেয় বিষময় ফল।
হিন্দুর সমাজ হয় বড়ই দুর্বল॥
জাতিভেদে মাতা কন অব্রাহ্মণ জন।
ব্রাহ্মণ আচার হেতু হইবে ব্রাহ্মণ॥
এইভাবে মানা হলে মার উপদেশ।
জাতিভেদ দোষ হতে মুক্ত হবে দেশ॥

অশ্বিনী কুমার দত্ত বরিশালে বাড়ি।
জ্ঞানবান, ভক্তিমান, পর-উপকারী॥
শ্রীঠাকুর যবে রন দক্ষিণ শহরে।
একদা আসেন সেথা সপ্রেম অন্তরে॥
নানা রঙ্গ, নানা তত্ত্ব, নানা কথা শেষে।
বলেন অশ্বিনীবাবু প্রভুর উদ্দেশে॥
আজিকে জেগেছে বড় ইচ্ছা জানিবার।
এখনো কি জাতিভেদ আছে আপনার॥
তাহা শুনি প্রভু কন হাস্য সহকারে।
জাতিভেদ আছে তাও বলি কি প্রকারে?।
ইদানিং গিয়ে আমি কেশবের বাড়ি।
না শুধিয়ে জাতপাঁত খেয়েছি চচ্চড়ি॥
তবু একদিন হেথা গ্রীষ্মের সময়।
দেখিলাম হইতেছে বরফ বিক্রয়॥
বিক্রেতার রূপে এক দাড়িওলা ছিল।
তাহা হেরি খেতে মোর ইচ্ছা নাহি হল॥
তাহার একটু পরে ভক্ত একজন।
বরফ তাহারি হতে করে আনয়ন॥
সেইকালে কোন দ্বিধা না আনি হৃদয়ে।
ক্যাচর-ম্যাচর করে খেলাম চিবিয়ে॥
কিছু থামি পুনঃ কন প্রভু শিরোমণি।
জাতিভেদ খসে যায় আপনা-আপনি॥
নারিকেল বেল্লো যবে শুষ্ক হয়ে যায়।
গাছ হতে সময়েতে তাহা খসে যায়॥
সেমতি জীবনে কারো হইলে সময়।
জাতিভেদ সেই বোধ আর নাহি রয়॥
অনেকে হুজুগে বহু বাহাদুরী ভরে।
জাতিভেদ তাড়াইতে চায় জোর করে॥
ছাড়ানো হইলে বেল্লো করে তাড়াহুড়া।
গাছটি হইয়া যায় ক্ষতচিহ্নে ভরা॥
জাতিভেদ দূর করা হলে সেইভাবে।
সমাজদেহেও নানা ক্ষত থেকে যাবে॥
শুষ্ক বেল্লো খসে যায় স্বাভাবিকভাবে।
জাতিভেদও দূরে চলে যাবে সেই ভাবে॥

নারিকেল বেল্লো থাকে জাতিভেদ রূপে।
সমাজ শরীর সেথা বৃক্ষের স্বরূপে॥
সজীব সবুজ বেল্লো থাকে যতদিন।
গাছের আহার্য তৈরী করে ততদিন॥
গাছটিরও শ্বাসকার্য পাতার মাধ্যমে।
এসব কারণে গাছ বাড়ে ক্রমে ক্রমে॥
কিন্তু যদি সেই বেল্লো শুষ্ক হয়ে যায়।
তাহা হতে গাছ আর পুষ্টি নাহি পায়॥
যেহেতু বেল্লোর আর নাহি প্রয়োজন।
গাছ তাহা ত্যজিবার করে আয়োজন॥
গুণ কর্ম অনুসারে জাতির বিভাগ।
স্বকর্মে সবার পূর্বে ছিল অনুরাগ॥
যে কর্মে যাহার থাকে রুচি ও ক্ষমতা।
প্রত্যেকে করিত তাহা লয়ে নিপুণতা॥
যেহেতু সকল কর্ম হত সুষ্ঠুভাবে।
সমাজও লভিত পুষ্টি সামগ্রিকভাবে॥

যখন সমাজ দেহ কালের প্রভাবে।
জাতিভেদ হতে আর পুষ্টি নাহি পাবে॥
তখন সমাজ দেহ নির্বাক অন্তরে।
আপনা আপনি তাহা দেবে ত্যাগ করে॥

শ্রীযুত অধর সেন বেনেটোলা বাড়ি।
সরকারী বিভাগেতে করেন চাকুরি॥
আজীবন কৃতি ছাত্র বড় ভক্তিমান।
তাহাকে করেন স্নেহ প্রভু ভগবান॥
একদিন শ্রীঠাকুর সস্নেহ অন্তরে।
'পরম আত্মীয় তুমি'—বলেন অধরে॥
তাঁহাকে ঠাকুর কন আরেক সময়।
মোর আড্ডাখানা হয় তোমার আলয়॥
অনুরূপ স্নেহধন্য দেখা মেলা ভার।
অধরের পদে আমি নমি বারবার॥
জাতিতে সোনার বেনে আচারে ব্রাহ্মণ।
প্রভুপদে সমর্পিত দেহ প্রাণ মন॥
শ্রীঠাকুর বহুবার ইষ্টগোষ্ঠীসনে।
এসেছেন কৃপাভরে অধর-ভবনে॥
বারশত একানব্বই বাংলার সনে।
আশ্বিনের মাঝামাঝি একাদশী দিনে॥
দক্ষিণ শহর হতে প্রভু ভগবান।
অধরের আলয়েতে কৃপা করে যান॥
ভক্তদলে আছিলেন চাটুজ্জে কেদার।
বড় ভক্তিমান তবু মনে অনুদার॥
ইষ্টগোষ্ঠী কীর্তনাদি হলে সমাপন।
ভক্তদের সেবা তরে চলে আয়োজন॥
অধর সোনার বেনে, কেদার ব্রাহ্মণ।
সেইহেতু কেদারের দ্বিধাগ্রস্ত মন॥
জাত চলে যেতে পারে যদি সেথা খান।
তাহা চিন্তি আগে ভাগে চলে যেতে চান॥
প্রভুকে প্রণমি তবে বলেন কেদার।
অনুমতি দিলে আমি যাব এইবার॥
সেক্ষণে অধর আসি কন করজোড়ে।
কৃপায় আসুন সবে প্রসাদের তরে॥
ভক্তের প্রার্থনা শুনি প্রভু ভগবান।
কেদারে ডাকিয়া সাথে যথাস্থানে যান॥
সেথায় খাইতে দেখি প্রভু ভগবানে।
কেদারও খেলেন সেথা ভক্তিভরা প্রাণে॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে তবে আহারের শেষে।
প্রভুকে কেদার কন ভক্তির আবেশে॥
দ্বিধাগ্রস্ত ছিল মন আহারের তরে।
সে কারণে ক্ষমা প্রভু কর কৃপা করে॥
ভক্তের উচিত খাওয়া হইবে কোথায়।
তাহার প্রসঙ্গে তবে কন প্রভু রায়॥
জাতিতে চণ্ডাল তবু যদি ভক্ত হয়।
তারও অন্ন খাওয়া তবে যাইবে নিশ্চয়॥
চণ্ডাল হইলে ভক্ত অন্ন খাওয়া যায়।
কি গভীর তত্ত্ব থাকে প্রভুর কথায়॥
শুধু জন্মসূত্রে কেহ ব্রাহ্মণ না রয়।
কর্ম অনুযায়ী হবে বর্ণ পরিচয়॥
ব্রাহ্মণের মত কারো হলে আচরণ।
অব্রাহ্মণও সেই গুণে হবেন ব্রাহ্মণ॥
ভক্তিমার্গে খাদ্যাখাদ্য তাহার বিচার।
নিষ্ঠাভরে পালনীয় অবশ্য আচার॥
আহার হইলে শুদ্ধ চিত্ত শুদ্ধ হয়।
চিত্তশুদ্ধি হলে চিন্তা থাকে প্রভুময়॥

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ
সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ।
ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৭/২৬

আশ্রয়, নিমিত্ত, জাতি—এই তিন দোষে
আহার দূষিত হয়ে যায় সবিশেষে॥
রসুন, পেঁয়াজ আদি অশুচি খাবার।
জাতি দুষ্ট বলে ভক্ত না করে আহার॥
কেশ, ধূলি এইসব পড়িলে আহারে।
নিমিত্ত দোষেতে দুষ্ট বলা হয় তারে॥
অশুচি যাহার মন স্পর্শেতে তাহার।
আশ্রয় দোষেতে দুষ্ট হইবে আহার॥
ভক্তিলাভ করিলেই শুদ্ধ হয় মন।
তাঁর স্পর্শে খাদ্য দুষ্ট না হবে তখন॥
সেহেতু চণ্ডালও যদি ভক্তিলাভ করে।
তাঁহার প্রদত্ত অন্ন ভক্ত খেতে পারে॥
সারদাপুঁথির কথা অমৃত সমান।
শুনিলেই তৃপ্ত হয় দেহ মন প্রাণ॥

সন্ন্যাসীর কর্তব্য

জ্ঞান ও বিজ্ঞানদাত্রী সারদা-জননী।
তাঁহার প্রতিটি বাক্য হীরকের খনি॥
জননীর কথাগুলি সহজ সরল।
তত্ত্ব ও দ্যোতনাপূর্ণ থাকে অবিরল॥
সন্ন্যাসীরা কিভাবেতে চলিবে জীবনে।
জননী বলেন তাহা সস্নেহ বদনে॥

ত্যাগব্রতী সদা রবে প্রভুর প্রসঙ্গে।
নাহি রবে, নাহি যাবে গৃহীদের সঙ্গে ॥
শান্তানন্দ সন্ন্যাসীর মনে ইচ্ছা জাগে।
বারাণসীধামে যেতে ভক্তি অনুরাগে ॥
সন্ন্যাসীর সেই ইচ্ছা করিয়া শ্রবণ।
জনৈক গৃহস্থ ভক্ত বলেন তখন ॥
বাড়ির সকলে মোরা তীর্থযাত্রা তরে।
মুক্তিতীর্থ কাশীধামে যাইব সত্বরে ॥
আমাদের সাথে যদি করেন গমন।
আপনার খরচাদি করিব বহন ॥
সেই কথা ক্রমে এলে মায়ের গোচরে।
শান্তানন্দে ডেকে মাতা কন দৃঢ় স্বরে ॥
কাশীধামে যেতে চাও শুনিয়াছি আমি।
সাধু হয়ে গৃহীসঙ্গে কেন যাবে তুমি ?।
একই সাথে যাবে বলে তাহারা তোমারে।
'এটা কর, ওটা কর' বলিতেও পারে ॥
সন্ন্যাসী হইয়া তুমি গৃহীর কারণে।
সে-সব করিতে যাবে কোন্ প্রয়োজনে ?।
কাশী তরে রেলভাড়া যাহা দরকার।
প্রভুর কৃপায় ঠিক জুটিবে তোমার ॥
কখনো না যাবে তবু গৃহীদের সনে।
গৃহীসঙ্গে আবিলতা এসে যায় মনে ॥
সন্ন্যাসী তন্ময়ানন্দ কৌতুহলী বশে।
করিলেন প্রশ্ন এক জননী সকাশে ॥
উচিত কি বাড়ি যাওয়া সন্ন্যাসের পরে।
আমাকে বলিয়া তাহা দাও কৃপা করে ॥
তাহা শুনি সরদা-মা সন্ন্যাসী সন্তানে।
উত্তরে বলেন ধীর গম্ভীর বয়ানে ॥
সন্ন্যাসীরা কিছুতেই বাড়ি নাহি যাবে।
শাস্ত্রের বিধান সদা থাকে এইভাবে ॥
সন্ন্যাসী হয়েও যদি কেহ বাড়ি যায়।
শাস্ত্রের বিরুদ্ধ তাহা জানিবে সদাই ॥
সেদিকে নিশ্চিন্ত তুমি কেহ নাই ঘরে।
পিছটান নাহি থাকে পূর্বাশ্রম তরে ॥
আত্মীয় স্বজন যদি থাকে পূর্বাশ্রমে।
উচিত না হবে যাওয়া সেথা কোনক্রমে ॥
আত্মীয় দেখিলে মনে জাগে পূর্বকথা।
তাহাতে জাগাতে পারে সংসার মমতা ॥
নিঃশেষে ভুলিতে হবে গৃহ পরিজন।
নিজের দেহেরও কথা না হবে স্মরণ ॥

সেমতি হলেই তবে প্রভুর কৃপায়।
প্রভুর দর্শন লভি ধন্য হয়ে যায় ॥
জনৈক ভক্তের দীক্ষা হলে বিধিমতে।
লভেন গৈরিক বস্ত্র মার কাছ হতে ॥
অসুস্থ হইলে পুত্র কালের বিধানে।
ঠাঁই-নাড়া তরে তিনি যান নানাস্থানে ॥
সে সময়ে নাহি থাকি শ্রীপ্রভুর মঠে।
থাকিতেন গৃহীঘরে নিজ ইচ্ছামতে ॥
রোগমুক্ত হইবার কিছুদিন পরে।
আশ্রমে না গিয়ে তিনি যান নিজ ঘরে ॥
অনন্তর মার কাছে একদা যাইয়া।
নিজের গৈরিক বস্ত্র দেন ফিরাইয়া ॥
ছেলেটি চলিয়া গেলে তার কিছু পরে।
দুঃখ করে মাতা কন ছেলেটির তরে ॥
গেরস্তর অন্নে বুদ্ধি হয়েছে মলিন।
সেই অন্ন কভু খাওয়া নহে সমীচীন ॥
ত্যাগীর সম্বন্ধ রাখা গৃহীদের সনে।
অত্যন্ত গর্হিত কর্ম শাস্ত্রের বচনে ॥
বিষয়ী লোকের হাওয়া অতীব খারাপ।
জাগায় ভোগের চিন্তা, আনে পাপ তাপ ॥
বিষয়ীর সঙ্গ আনে বিষয় কামনা।
ব্যক্তিমনে বিষয়ের চিন্তা দেয় হানা ॥
বশিষ্ট শ্রীরামে কন উপদেশচ্ছলে।
কি অবস্থা যারা পড়ে বিষয় কবলে ॥
যৎ কিঞ্চিদপি সংকল্পাৎ নরো দুঃখে নিমজ্জতি।

যোগবাসিষ্টসার, ১।১৭

স্বল্প মাত্রা বিষয়ের চিন্তা করা হলে।
সে ব্যক্তি নিমগ্ন হয় দুঃখের সলিলে ॥
বিষয়ের চিন্তা স্বল্প হলেও প্রথমে।
সে চিন্তা বিস্তার লাভ করে ক্রমে ক্রমে ॥
তার পরাক্রমে ব্যক্তি হয়ে অসহায়।
লক্ষ্যচ্যুত হয়ে সদা নিম্নমুখে ধায় ॥

লক্ষ্যচ্যুতং চেদ্ যদি চিত্তমীষদ্
বহির্মুখং সন্নিপতেত্ততস্ততঃ।
প্রমাদতঃ প্রচ্যুতকেলিকন্দুকঃ
সোপানপঙ্‌ক্তৌ পতিতো যথা তথা ॥

বিবেকচূড়ামণি, ৩২৫।

অসাবধানতাহেতু যদি হাত হতে।
লোহার গোলক পড়ে যায় সোপানেতে ॥

তাহা হলে সে গোলক সোপান বাহিয়া।
ক্রমে ক্রমে আরও নিম্নে পড়ে গড়াইয়া॥
সেমতি কাহারো চিত্তে উদিলে বিষয়।
ক্রমে ক্রমে চিত্ত আরও অধোগামী হয়॥
বিষয় হইতে ছোটে সংলগ্ন বিষয়ে।
লক্ষ্যচ্যুত চিত্ত তবে যায় শেষ হয়ে॥
অসতের সঙ্গ হলে নরকে গমন।
সৎসঙ্গে স্বর্গবাস প্রবাদ বচন॥
এসব বিষয়ে মাতা বলেন যেমতি।
ভাগবত গ্রন্থতেও আছয়ে সেমতি॥

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য-প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎ-সঙ্গাদ্ যথা পুংসো
যথা তৎসঙ্গি সঙ্গতঃ॥
সত্যং শৌচং দয়া মৌনং
বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি
যৎ-সঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩/৩১/৩৫,৩৩

ভগবান শ্রীকপিলে মাতা দেবহূতি।
কহিলেন, বল পুত্র মানুষের গতি॥
নানা তত্ত্ব নানা কথা বলার মাঝারে।
সঙ্গদোষ কথা প্রভু বলেন মাতারে॥
স্ত্রীসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গী সঙ্গ এই দুই হতে।
মোহ ও বন্ধন আসে সবিশেষ মতে॥
অন্য কিছু নাহি আনে এরূপ বন্ধন।
অসতের সঙ্গ হয় নাশের কারণ॥
সত্য, শৌচ, দয়া, বুদ্ধি, যশ, ক্ষমা, হ্রী।
তার সনে শম, দম, ঐশ্বর্য ও শ্রী॥
এই সব যত থাকে সদ্‌গুণরাশি।
অসতের সঙ্গ দেয় সেসব বিনাশি॥
সেহেতু ঈশ্বর পথে যেতে চায় যারা।
অসতের সঙ্গ কভু না করিবে তারা॥
অন্যদিকে সাধুসঙ্গে কিবা ফল হয়।
ভগবান কন তাহা আরেক সময়॥

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য-সংবিদো
ভবন্তি হৃৎ-কর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫।২৫

সাধু সঙ্গে ঈশ্বরের লীলাকথা হয়।
যাহা শুনে তৃপ্তি লভে কর্ণ ও হৃদয়॥
সে সব পবিত্র কথা শুনিতে শুনিতে।
শ্রদ্ধা, রতি, ভক্তি ক্রমে জাগে ভক্তচিতে॥

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য
সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি
মনোব্যাসসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২৬।২৬

অসতের সঙ্গ ত্যজি থাকি সৎসঙ্গে।
বুদ্ধিমান রন সদা ঈশ্বর-প্রসঙ্গে॥
সৎকথা শুনিলেই হয় ভক্তিমনা।
মন হতে দূরে যায় বিষয় বাসনা॥

মহানুভাব-সম্পর্ক
কস্য নোন্নতিকারকঃ।
অশুচ্যাপি পয়ঃ প্রাপ্য
গঙ্গাং যাতি পবিত্রতাম্॥

বৃহদারণ্যক-বার্তিক, ২।৪।৪৭

অপবিত্র জলধারা মিশিলে গঙ্গায়।
পবিত্রতা লাভ তার তাহে ঘটে যায়॥
সেমতি সাধুর সঙ্গ যদি করা হয়।
সবার উন্নতি তাহে সকল সময়॥
সাধুসঙ্গ হেতু ফল অতীব মহান।
একথা বলেন সদা কৃষ্ণ ভগবান॥

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি
ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন
দর্শনাদেব সাধবঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৪৮।৩১

নির্দিষ্ট সলিল মাত্র তীর্থ নাহি হয়।
নির্মিত হলেই মূর্তি দেবতা না রয়॥
সেবিত হইলে তারা দীর্ঘকাল ধরে।
পবিত্র করিতে পারে তারা তারপরে॥
কিন্তু যদি কভু ঘটে সাধুর দর্শন।
সঙ্গে সঙ্গে তাহা হয় শুদ্ধির কারণ॥
সঙ্গদোষ কি ভীষণ বোঝাবার তরে।
একদা শ্রীম-এ প্রভু কন স্নেহ ভরে॥
গর্ভিণী বাঘিনী এক সুযোগ মতন।
ছাগলের পাল দেখে হানে আক্রমণ॥

তখন জনৈক ব্যাধ থাকিয়া অদূরে।
মারিয়া ফেলিতে তাকে জোরে তীর ছুঁড়ে॥
গর্ভিণী বাঘিনী যার পেটে ছানা ছিল।
মৃত্যুকালে ভয় পেয়ে তাহা প্রসবিল॥
মাতৃহারা ব্যাঘ্রশিশু বড় অসহায়।
ছাগলের সেইদলে তাহে থেকে যায়॥
প্রথমে ছাগীর দুধ খেয়ে বড় হয়।
বড় হয়ে ঘাস খায় ক্ষুধার সময়॥
ছাগলেরি মত সেও ভ্যা ভ্যা করে।
শেয়ালও করিলে তাড়া ভয়ে যায় দূরে॥
দেখহ সঙ্গের দোষ হয় কি ভীষণ।
ব্যাঘ্রশিশু ছাগতুল্য করে আচরণ॥
সেমতি বিষয়ীসঙ্গে থাকে কেহ যদি।
কামিনী-কাঞ্চন ঘাস খাবে নিরবধি॥
সামান্য জীবের মত আচরণ করে।
পলাইবে ভ্যা ভ্যা করে সভীত অন্তরে॥
সাধুসঙ্গে কিবা ফল বোঝাবার তরে।
প্রভু কন, গিয়েছিনু আমি যাদুঘরে॥
কিছু কিছু দেখা শেষে দেখি তারপর।
জীবজন্তু গাছপালা হয়েছে পাথর॥
বহুযুগ থাকি তারা পাথরের স্তরে।
সঙ্গগুণে পরিণত হয়েছে পাথরে॥
সেমতি থাকিলে কেহ সদা সাধুসনে।
সে ব্যক্তিও সাধু হয়ে যাবে সঙ্গগুণে॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ভক্ত কৃষ্ণদাস।
অনুপম ভাবে তাহা করেন প্রকাশ॥
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধুসঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়॥

মধ্যলীলা, ২২।৫৪

জনৈক সাধুকে দেখি জননী সারদা।
কিভাবে চলিবে সাধু বলেন একদা॥
সাধুর চলার পথ বড়ই পিছল।
সেইহেতু সাবধানে রবে অবিরল॥
কুকুরের বগলস তাকে রক্ষা করে।
সেমতি গৈরিক বস্ত্র হয় সাধু তরে॥
মন্দ কাজে সর্বদাই যেতে চায় মন।
ভাল কাজে অজুহাত আসে অনুক্ষণ॥
সেইহেতু ভাল কাজ করিবার তরে।
ঐকান্তিক যত্ন, রোখ রাখিবে অন্তরে॥

রাস্তা দিয়ে কোনস্থানে যাইবে যখন।
অন্যদিকে দৃষ্টি যেন না যায় তখন॥
পায়ের অঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া।
প্রভুকে স্মরণে রাখি যাইবে হাঁটিয়া॥
ত্যাগের আদর্শরূপে সন্ন্যাসীরা সবে।
সেইহেতু সাবধানে সর্বদাই রবে॥
বিবেক-বৈরাগ্য যেন থাকে সদা ঘিরে।
নারীদের দিকে কভু না তাকাবে ফিরে॥
কাঠের পুতুলও যদি নারীর আকারে।
উপুড় হইয়া থাকে রাস্তার উপরে॥
সন্ন্যাসী উল্টিয়ে তবু তাহা না দেখিবে।
প্রভুকে চিন্তায় রাখি হাঁটিতে থাকিবে॥
শুকদেব পরীক্ষিতে কন সেইমতে।
সেইসব কথা লেখা আছে ভাগবতে॥

পদাপি যুবতীং ভিক্ষু
নঃ স্পৃশেৎ দারবীমপি।
স্পৃশন্ করীব বধ্যেত
করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।৮।১৩

দারুময়ী নারীকেও সাধুভিক্ষুগণ।
পা দিয়েও স্পর্শ নাহি করিবে কখন॥
করিণীর অঙ্গসঙ্গ লালসার তরে।
অকালে হারায় প্রাণ করী গর্তে পড়ে॥
সন্ন্যাসীরো যদি থাকে অনুরূপ আশ।
জীবনে ঘটিবে তবে মহা সর্বনাশ॥
জয়রামবাটীধামে জননী সারদা।
সন্ন্যাসী প্রসঙ্গে আরও বলেন একদা॥
অর্থ হতে আসে লোভ, আসে পাপ, তাপ।
সাধু কাছে অর্থ থাকা অত্যন্ত খারাপ॥
'চাকি' হতে হতে পারে প্রাণের সংশয়।
সকলই ঘটাতে পারে যে কোন সময়॥
পুরীতে সমুদ্রতীরে শিষ্যদের সনে।
থাকিতেন সাধু এক তপস্যা কারণে॥
সাধুটির কাছে কিছু ছিল টাকাকড়ি।
লভিল দু'জন শিষ্য সন্ধান তাহারি॥
লোভে পড়ে সাধুটিকে করিয়া নিধন।
টাকা নিয়ে শিষ্য দু'টি করে পলায়ন॥
সকল দুঃখের মূলে কামিনী-কাঞ্চন।
সেহেতু রাখিতে হয় সতর্কিত মন॥

প্রেমময় শ্রীঠাকুর দক্ষিণ শহরে।
নিত্যগোপালের প্রতি কন কৃপাভরে॥
সন্ন্যাসীর তরে থাকে অমোঘ বিধান।
স্ত্রীজাতি হইতে সদা রবে সাবধান॥
সত্যিকার ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী যাহারা।
নারীদের চিত্রপটও দেখিবে না তারা॥
স্ত্রীলোক যদিও খুব ভক্তিমতী হয়।
তবু মেশামেশি কভু উচিত না হয়॥
জিতেন্দ্রিয় হইলেও লোকশিক্ষা তরে।
পালিবে এসব বিধি, ত্যাগী যত্ন করে॥
সন্ন্যাসী জগৎগুরু ত্যজিবে বাসনা।
সন্ন্যাসীর ত্যাগ যেন থাকে ষোল আনা॥
সর্বত্যাগী সাধুদিকে যদি সদা দেখে।
শিখিবে করিতে ত্যাগ তবে অন্য লোকে॥
বিশালক্ষীর দ' হয় মেয়েরা সকলে।
যে কেহ পড়িবে সেথা ডুবিবে অতলে॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু সেই দহে পড়ে খাবি খায়।
সামান্য জীবেরা তবে কত অসহায়॥
নিষ্ঠাবান যোগমার্গী মহিমাচরণ।
মাঝে মাঝে প্রভুকাছে করেন গমন॥
একদা শ্রীপ্রভু তাঁকে বলেন কৃপায়।
কি উপায়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়॥
স্ত্রীলোক হইতে খুব রবে সাবধান।
ব্যতিরেকে কভু নাহি হবে ব্রহ্মজ্ঞান॥
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কিন্তু আমার বিচারে।
বড়ই কঠিন কর্ম থাকিয়া সংসারে॥
কাজলের গৃহমধ্যে যদি কেহ থাকে।
সেয়ানা হলেও কালি লাগে কোন্ ফাঁকে
নিষ্কামেরও কাম জাগে যুবতীর সনে।
সেহেতু স্ত্রীলোকে দূরে রাখিবে যতনে॥
স্ত্রীলোকে আসক্ত সাধু যদি কভু হয়।
বড়ই গর্হিত তাহা সর্বশাস্ত্রে কয়॥
থুথু খাওয়া জঘন্য আচার।
সন্ন্যাসীর পক্ষে নারী সেমতি আকার॥
দুরাচারী ভিক্ষুকথা বলিবার তরে।
দেবর্ষি নারদ কন প্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠিরে॥

য প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্বং
ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ।
যদি সেবত তান্ ভিক্ষুঃ
স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১৫।৩৬

বমন করিয়া যারা পুনঃ তাহা খায়।
অতীব নির্লজ্জ তারা বলেন সবাই॥
সেমতি নির্লজ্জ হয় সেই ভিক্ষুগণ।
ভোগে লিপ্ত হতে চায় যাহাদের মন॥
সন্ন্যাসীরা লয়ে সদা একনিষ্ঠ মন।
সর্বথা করিবে ত্যাগ কামিনী-কাঞ্চন॥
স্ত্রীসঙ্গ যেভাবে সাধু পরিহার করে।
সেমতি কাঞ্চনও ত্যাগ হবে নিষ্ঠাভরে॥
থাকিলেই টাকা কাছে আসে অহঙ্কার।
হিসাব, দুশ্চিন্তা, ক্রোধ, মনের বিকার॥
মেঘ এসে সূর্যে ঢেকে দেয় যেইভাবে।
অর্থও বিবেকসূর্যে ঢাকে সেইভাবে॥
নিজের মঙ্গল আর লোকশিক্ষা তরে।
কামিনী কাঞ্চন সাধু ত্যজিবে অন্তরে॥
সকল দুঃখের মূলে কামিনীতে টান।
না পাবে এসব লোক কভু ভগবান॥
কামিনী আসক্ত হলে সব বৃথা হয়।
ভাগবত গ্রন্থ মাঝে তাহা লেখা রয়॥

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা
কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন
স্ত্রীভির্যস্য মনোহৃতম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২২।১২

অধ্যয়ন, জ্ঞান-বিদ্যা, তপস্যা, সন্ন্যাস।
বাক্যের সংযম তাহে নির্জনেতে বাস॥
এসবি তাদের বৃথা যাহাদের মন।
কামিনী মোহিনীবলে করেছে হরণ॥
মায়ের প্রতিটি বাক্য অমৃত সমান।
শুনিলেই শক্তি লভে দুর্বলের প্রাণ॥
সন্তান অশোককৃষ্ণ ত্যাগী ব্রহ্মচারী।
জননীর শ্রীচরণে ভক্তি রাখে ভারী॥
কিভাবে থাকিব মাগো? শুধালে সন্তান।
তদুত্তরে বরাভয়া পুত্রে বলে যান॥
প্রভুপদে সর্বদাই রেখো ভালবাসা।
আলফাল্ নানা কথা না করো জিজ্ঞাসা॥
একটা জিনিস যেথা হজম না হয়।
দশটা জিনিস যদি সেথা মনে রয়॥
তখন এটা না ওটা এই চিন্তা রবে।
একনিষ্ঠ ধ্যান জপ আর নাহি হবে॥

যে অমূল্য ধন তুমি পেয়েছ জীবনে।
সব ভুলি লিপ্ত রবে তাহারি সাধনে ॥
জপ ধ্যান করে যাবে, সৎসঙ্গে রবে।
অহঙ্কার তাকে মাথা তুলিতে না দেবে ॥
কাহার সন্তান আমি আশ্রিত কাহার ?
এই চিন্তা রেখো সদা মনেতে তোমার ॥
যখনি কুভাব কোন এসে যাবে মনে।
তখনি বুঝাবে তুমি মনকে যতনে ॥
যুগ অবতাররূপে প্রভু ভগবান।
আমি হই স্নেহধন্য তাঁহার সন্তান ॥
তাঁহার সন্তান হয়ে নীতিপথ ছাড়ি।
হীনকাজ কভু আমি করিতে কি পারি ?।
এই চিন্তা রাখিবারে হইলে সফল।
অন্তরে লভিবে শান্তি, মনে পাবে বল ॥
গুরুরূপে আদ্যাশক্তি জননী সরদা।
সন্ন্যাসী তন্ময়ানন্দে বলেন একদা ॥
ঠাকুরের মূর্তি চিন্তা করো ধ্যানকালে।
প্রার্থনা জানাবে তাঁরে নয়নের জলে ॥
সর্বদাই ধ্যানচিন্তা না পারিবে মন।
খুব করে জপ তবে করিবে তখন ॥
লাখ লাখ জপ যদি পার করিবারে।
লভিবে সকলি যাহা বলেছি তোমারে ॥
কিছু থামি মাতা কন প্রভুপ্রীতি ভরে।
তুমি পড়ে যাবে গীতা সভক্তি অন্তরে ॥
প্রত্যহ অন্ততঃ পক্ষে একটি অধ্যায়।
গীতা হতে ভক্তিভরে পাঠ করা চাই ॥
যেদিন কাজের চাপে না পাবে সময়।
সেদিন পড়িবে শুধু শ্লোক কতিপয় ॥
অন্ততঃ দু-তিন ঘণ্টা বসি ধ্যানাসনে।
ধ্যান জপ করে যাবে তুমি একমনে ॥
যাহাতে না হয় কষ্ট ধ্যানের সময়।
সেরূপ আসন ঠিক করিবে নিশ্চয় ॥
ঝিনু ঝিনু করিলে পা অভ্যাস অভাবে।
বদল করিয়া পা আবার বসিবে ॥
অভ্যাস সুদৃঢ় হলে আমার প্রত্যয়।
ব্যথা নাহি হবে আর ধ্যানের সময় ॥
তেরশ পঁচিশ সনে ভাদ্রমাস যবে।
উদ্বোধনে সরদা-মা থাকিতেন তবে ॥
মায়ের আশ্রিত এক সন্ন্যাসী সন্তান।
একদিন অপরাহ্ণে মার কাছে যান ॥

ভক্তিভরে প্রণমিয়া উষ্ণ আঁখিজলে।
বলিলেন জননীর চরণ-কমলে ॥
মাঝে মাঝে অশান্তিতে ভরে আসে মন।
ইষ্টধ্যান তাও নাহি হয় সর্বক্ষণ ॥
মাঝে মাঝে দেখি আমি ধ্যানের সময়।
নানাবিধ বাজে চিন্তা উপস্থিত হয় ॥
পূর্বে প্রায় লভিতাম বিবিধ দর্শন।
দর্শনাদি সেইরূপ না হয় এখন ॥
তুমি ছাড়া মোর মাগো আর কেহ নাই।
কি করিলে শান্তি পাব বলহ আমায় ॥
আশিস জানিয়ে মাতা কাতর সন্তানে।
তদুত্তরে বলিলেন স্নেহের বয়ানে ॥
ধ্যান জপ তরে সদা বলিতেন প্রভু।
প্রতিদিন দর্শনাদি নাহি হয় কভু ॥
ছিপ ফেলে বসিলেই রুইমাছ তরে।
প্রত্যহ সে মাছ ছিপে ধরা নাহি পড়ে ॥
টোপ ফেলে রোজ রোজ বসিয়া থাকিলে।
কোনদিন হয়ত বা রুই মাছ মিলে ॥
কভু কভু মাছ ছিপে ধরা নাহি পড়ে।
সে ব্যক্তি নিষ্ঠায় তবু থাকে ছিপ ধরে ॥
সেমতি প্রত্যহ তুমি নির্দিষ্ট সময়ে।
করিয়া যাইবে ধ্যান নিষ্ঠাযুক্ত হয়ে ॥
প্রভুকৃপা অনায়াসে 'ক্ষণে' পাওয়া যায়।
কখন আসিবে ক্ষণ বলা নাহি যায় ॥
অনুকূলে সময়কে বলা হয় 'ক্ষণ'।
তাহার বিষয়ে এক আছে প্রবচন ॥
'যা না করে ধনে জনে।
তা করে ক্ষণের গুণে ॥'
ধ্যান জপ তারও থাকে প্রশস্ত সময়।
সাধারণভাবে ক্ষণ ভোরবেলা হয় ॥
ভিন্ন স্থানে সেই ক্ষণ আসে ভিন্নক্ষণে।
কৃপার প্রবাহ জোরে বয় সেইক্ষণে ॥
ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সস্নেহ হৃদয়ে।
একদা শিষ্যকে কন ক্ষণের বিষয়ে ॥
ভদ্রকে রয়েছি আমি করি জপধ্যান।
ক্ষণের বিষয়ে মোর নাহি আসে জ্ঞান ॥
একদিন শয্যা ত্যাজি রাত্রি দুইটায়।
ধ্যানে বসামাত্র তাহা খুব জমে যায় ॥
তাহা হতে সেইকালে বোঝে মোর মন।
সেথা রাত্রি দুইটায় আসে সেই ক্ষণ ॥

কিছু থামি মহারাজ বলেন সন্তানে।
বিভিন্ন সময়ে ক্ষণ আসে ভিন্ন স্থানে ॥
বৃন্দাবনে সেই ক্ষণ মহানিশা কালে।
পুরীধামে আসে তাহা অপরাহ্ন কালে ॥
বারাণসীধামে আসে সেই মহাক্ষণ।
ব্রাহ্মমুহূর্তের কালে বলে মোর মন ॥
বেলুড় মঠেতে তাহা ভোর চারিটায়।
ভুবনেশ্বরেও ক্ষণ একই কালে যায় ॥
এইসব তীর্থস্থানে ক্ষণের সময়।
স্নতীর কৃপার ধারা প্রবাহিত হয় ॥
বসিলে এসব কালে ধ্যান জপ আশে।
ধ্যান জপ জমে যায় অতি অল্পায়াসে ॥
স্নেহধন্য শান্তানন্দ সন্ন্যাসী সন্তান।
একদিন ভক্তিভরে মার কাছে যান ॥
মাতৃপদে প্রণমিয়া শুধান তখন।
জপকালে মগ্ন নাহি হয় কেন মন ?।
তদুত্তরে মাতা কন স্নেহ পরবশে।
জপে মগ্ন হয় মন অভ্যাসের বশে ॥
না বসিলেও মন জপে তাহা না ছাড়িবে।
তোমার কর্তব্য-কর্ম তুমি করে যাবে ॥
দীপশিখা থাকে সদা বাতাসে চঞ্চল।
তাহা না থাকিলে শিখা হবে অচঞ্চল ॥
কামনা বাসনা ঝঞ্ঝা থাকিয়া অন্তরে।
মনুষ্য মনকে সদা চঞ্চলিত করে ॥
সতত অভ্যাস ফলে মনে শক্তি হবে।
আপনা আপনি তবে মন স্থির রবে ॥
ভগবান অর্জুনকে গীতামুখে কন।
পরমাত্মা তাতে স্থির রেখো সদা মন ॥
অর্জুন বলেন তবে, হে মধুসূদন।
স্বভাব চঞ্চল হয় মানুষের মন ॥
মহাশক্তিধর যত ইন্দ্রিয় নিচয়।
তারা দৃঢ় বিক্ষেপক মোর মনে হয় ॥
বাতাসকে রুদ্ধ রাখা কঠিন যেমতি।
মনকে সংযত রাখা দুঃসাধ্য সেমতি ॥

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ
প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে
বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ গীতা ৬।৩৪

ভগবান কন তবে, শোন মহাবীর।
মনের প্রকৃতি হয় সদাই অস্থির ॥
সংশয়বিহীনভাবে মোর মনে হয়।
মনকে দমন করা কঠিন নিশ্চয় ॥
অভ্যাস বৈরাগ্য ভরে সদা চেষ্টা হলে।
মনকে তখন কিন্তু জয় করা চলে ॥

অসংশয়ং মহাবাহো।
মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়
বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে

শ্রীমদ্ভগবদ গীতা ৬।৩৫

খেলুড়ের খেলা দেখে জননী সারদা।
অভ্যাসের কত শক্তি বলেন একদা ॥
পূজনীয় কালীমামা তাঁহার সন্তান।
জননীর ভ্রাতুষ্পুত্র ভুদেব শ্রীমান ॥
তাঁহার বিবাহ হবে কারণে সেমতি।
নানাবিধ উৎসব চলে যথারীতি ॥
সবারে আশ্চর্য করি জনৈক খেলুড়ে।
ভাঙ্গিল পাথর এক তার বুকে করে ॥
সুরেন, দেবেন আরো সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
মাতাও দেখেন তাহা বিস্মিত নয়নে ॥
পাথর ভাঙ্গার খেলা হলে অবসান।
অবাক হইয়া মাতা সুরেনে শুধান ॥
তাহাদের খেলা দেখে আমি আত্মহারা।
এর তরে মন্ত্র-তন্ত্র জানে কি উহারা ?।
উত্তরে সুরেন কন ভক্তিভরা মনে।
মন্ত্র-তন্ত্র ওরা মাগো কিছু নাহি জানে ॥
খেলুড়েরা নিষ্ঠাভরে বহুদিন ধরে।
অভ্যাস করেছে খেলা কত কষ্ট করে ॥
নিয়ত অভ্যাস ফলে তাহারা এখন।
এমতি কঠিন কাজ করে সমাপন ॥
এরূপ কাহিনী এক করেছি শ্রবণ।
তোমার চরণে তাহা করি নিবেদন ॥
ছিলেন সাহেব এক আমেরিকা দেশে।
দেখাতেন খেলা এক অভ্যাসের বশে ॥
একটি বাছুরে তিনি রোজ কোলে করে।
চরানোর তরে নিয়ে যেতেন অদূরে ॥
যথারীতি সে বাছুর দিনে দিনে বাড়ে।
সাহেব তখনো কোলে নিয়ে যান তারে ॥

যত্ন পেয়ে সে বাছুর ষাঁড় হয় কালে।
তখনও সাহেব তারে নিয়ে যান কোলে॥
সকলে আশ্চর্য ইহা করিয়া দর্শন।
অভ্যাসে সম্ভব হত, বলে মোর মন॥
তাহা শুনি মাতা কন গম্ভীর অন্তরে।
দেখহ অভ্যাসযোগ কত শক্তি ধরে॥
জপেরো অভ্যাস যদি হয় এইভাবে।
মানুষ লভিবে সিদ্ধি তাহার প্রভাবে॥
মানুষের মন হয় সতত অস্থির।
অভ্যাসের বশে তাও হয়ে যায় স্থির॥
অভ্যাসের কত শক্তি বোঝাবার তরে।
শ্রীঠাকুরও গল্পচ্ছলে কন কৃপা করে॥
সার্কাসের খেলা চলে কলিকাতা মাঠে।
ঠাকুর দেখিতে তাহা যান ভক্তসাথে॥
রঙ্গভূমি মাঝে নানা সার্কাসের খেলা।
আশ্চর্য তাদের মধ্যে ঘোড়া নিয়ে খেলা॥
বৃত্তাকার পথ থাকে রঙ্গস্থান মাঝে।
ঝোলানো লোহার রিং সেথা মাঝে মাঝে
দুরন্ত বেগেতে ঘোড়া বন্‌বন্‌ ঘোরে।
এক পায়ে বিবি থাকে ঘোড়ার উপরে॥
যখন রিং-এর নীচে ঘোড়া ছুটে যায়।
ঘোড়া হতে সেই বিবি তখন লাফায়॥
রিং-এর ভিতর দিয়া পার হয়ে গিয়ে।
অশ্বপৃষ্ঠে থাকে পুনঃ সেই এক পায়ে॥
এই খেলা যথারীতি চলে বারবার।
দর্শকেরা পান সবে আনন্দ অপার॥
খেলা সাঙ্গ হলে পর আসিয়া বাহিরে।
শ্রীম-এ বলেন প্রভু অতীব গম্ভীরে॥
দেখিলে বিবির খেলা ঘোড়ার উপরে।
এক পায়ে থাকে তবু নাহি যায় পড়ে॥
অতি সুকঠিন কর্ম এইভাবে ঘোরা।
সামান্য ভুলেই বিবি যেতে পারে মারা॥
তবু দেখ করে ইহা কত অনায়াসে।
সম্ভব হয়েছে ইহা নিয়ত অভ্যাসে॥
অভ্যাস করিলে কিছু কেহ নিষ্ঠাভরে।
সেই ব্যক্তি লভে শক্তি তাহার অন্তরে॥
মানুষের মন থাকে সদাই চঞ্চল।
অভ্যাসের বশে তাহা হয় অচঞ্চল॥

নাম-বীজের শক্তি

তেরশ' উনিশ সনে ফাল্গুনে গোড়ায়।
জননী আসেন তবে কোয়ালপাড়ায়॥
সন্ন্যাসী অরূপানন্দ মাতৃগত প্রাণ।
মায়ের সেবকরূপে সেথা সঙ্গে যান॥
বটফল হতে বীজ বাহির করিয়া।
একদা বলেন মাকে সে বীজ আনিয়া॥
লাল শাক তার বীজ কত ছোট হয়।
তারও চেয়ে ছোট এই বীজ সমুদয়॥
কিন্তু মাগো, কি আশ্চর্য এ বীজ পুঁতিলে।
প্রকান্ড বটের বৃক্ষ হয় যথাকালে॥
তাহা শুনি সারদা-মা বলিলেন তবে।
বীজ হতে বড় বৃক্ষ কেন নাহি হবে?।
ভাব দেখি কিবা ঘটে জীবের স্বভাবে।
শ্রীপ্রভুর নাম বীজ তাহার প্রভাবে?।
প্রভুর নামের বীজ কতটুকু হয়।
তাহা হতে ভাব, ভক্তি, প্রেম উপজয়॥
ঈশ্বরের নাম বীজ কত শক্তি ধরে।
শ্রীঠাকুরও কন তাহা দক্ষিণ শহরে॥
অধরকুমার সেন খুব ভক্তিমান।
একদা তাহাকে কন প্রভু ভগবান॥
ঈশ্বরের নাম বীজ খুব শক্তি ধরে।
মানুষের অবিদ্যাদি দেয় নাশ করে॥
কোমল গাছের বীজ অঙ্কুরও কোমল।
শক্ত মাটি ভেদ তবু করে অবিরল॥
পাতকী অন্তর হয় পাষাণের সম।
তাও ভেদি নাম বীজ উঠিতে সক্ষম॥
নাম বীজ তার জোরে পাপ-তাপ ছোটে।
ঈশ্বরের কৃপাবারি জমে হৃদি ঘটে॥
গীতামুখে ভগবান অর্জুনকে কন।
বীজরূপে গোটা বিশ্বে থাকি সর্বক্ষণ॥

বীজং মাং সর্বভূতানাং
বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
শ্রীমদ্ভগবদগীতা ৭।১০

প্রাচ্যের দর্শন শাস্ত্র পোষে অভিমত।
নাম রূপাত্মক হয় সমগ্র জগৎ॥
সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম আপন স্বরূপে।
অভিব্যক্ত করিলেন নামাত্মক রূপে॥
নাম হতে আসে 'ব্যক্ত' রূপের আকার।
যাহা হতে দৃশ্যমান জগৎ সংসার॥

বিবিধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সমুদয়।
প্রত্যেকে ব্রহ্মের তারা 'ব্যক্ত রূপ' হয়॥
জগতের অভিব্যক্তি তাহার কারণ।
অনন্ত অব্যক্তরূপী 'স্ফোট'-এর স্ফুরণ॥
'স্ফোট' অর্থে 'শব্দ ব্রহ্ম'—শক্তির আধান।
নাম বা ভাবের যাহা হয় উপাদান॥
প্রথমে নিজেকে স্ফোট-এ পরিণত করে।
ভগবান স্থূলরূপ ধরিলেন পরে॥
স্ফোটের বাচক শব্দ নামবীজ হয়।
ঘনীভূত হয়ে শক্তি তার মাঝে রয়॥
সেইহেতু নামবীজ এত শক্তি ধরে।
মুহূর্তে কোমল করে কঠিন অন্তরে॥
না জেনেও নামবীজ হলে উচ্চারিত।
বক্তাহৃদে ব্রহ্মবিদ্যা হয় প্রকাশিত॥
দেবদত্ত নামে এক ছিলেন ব্রাহ্মণ।
পুত্র না থাকায় তাঁর দুঃখপূর্ণ মন॥
করিলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ দিয়ে মন প্রাণ।
উতথ্য নামেতে তিনি লভেন সন্তান॥
ঋষিশাপে সেই পুত্র মহামূর্খ হয়।
তিরস্কৃত হন তাহে সকল সময়॥
উতথ্যের বয়ঃক্রম দ্বাদশ হইলে।
মনস্তাপে গৃহ ছাড়ি বনে যান চলে॥
গভীর অরণ্য মধ্যে যেথা গঙ্গাতীর।
রচিলেন সেথা এক পাতার কুটির॥
'কহিব না মিথ্যা কথা' চিন্তি মনে মনে।
ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে থাকেন সেখানে॥
একদা শূকর এক নিষাদের শরে।
বিদ্ধ হয়ে এসে পড়ে উতথ্য গোচরে॥
রুধিরাক্ত কলেবর ভয়ে কম্পমান।
আকুলিত হয়ে কাঁদে শূকরের প্রাণ॥
শূকরের কষ্ট দেখি করুন অন্তরে।
উতথ্য স্বভাববশে 'ঐ ঐ' করে॥
'ঐ' ঐ'' হয় সারস্বতী বীজ।
'ঐ ঐ' সে হিসাবে বিন্দু হীন বীজ॥
উতথ্যের সেই তত্ত্ব নাহি ছিল জানা।
স্বভাবে বলেন যাহা হয়ে আর্তমনা॥
না বুঝে উতথ্য যাহা করে উচ্চারণ।
দেবী তুষ্টা হন তাহা করিয়া শ্রবণ॥
সেই হেতু উতথ্যকে দেবী ভগবতী।
দানিলেন ব্রহ্মবিদ্যা হয়ে দয়াবতী॥

বাণাহতং বীক্ষ্য দয়াম্বিতেন,
কোলং তদন্তে সমুদাহৃতং বচঃ।
তেন প্রসন্না নিজবীজতঃ শিবা,
বিদ্যাং দুরাপাং প্রদদৌ চ তস্মৈ॥

দেবী ভাগবত ৩।১১।৩৮

বিন্দুহীন নাম বীজ হলে উচ্চারিত।
তাহাতেই ব্রহ্ম বিদ্যা হয় উদ্ভাসিত॥
নামবীজ তার শক্তি হয় সীমাহীন।
নামবীজে প্রভু রন সদা সমাসীন॥

নাম জপ—নাম মাহাত্ম্য

ভক্ত শিষ্য সকলেরে জননী সারদা।
নাম জপ করিবারে বলিতেন সদা॥
বলিতেন নাম জপে দেহ শুদ্ধ হয়।
কর্মপাশও কেটে যায় রাখিও প্রত্যয়॥
ভক্তদের কল্যাণার্থে সারদা জননী।
অবিরাম নাম জপ করিতেন তিনি॥
কাশীধামে যবে রন জননী-সারদা।
ত্যাগব্রতী শান্তানন্দ শুধান একদা॥
অনুরাগ বিনা যদি কেহ জপ করে।
সাধক তাতেও ফল পাবে কি অন্তরে?।
তদুত্তরে মাতা কন খুব ভাল হয়।
অনুরাগ ভরে যদি জপ করা হয়॥
তবু জেনো কোন ভাবে হলে জপ করা।
তাতেও লভিবে ফল অমৃতের ধারা॥
জলের ভিতরে যদি নাম ইচ্ছা করে।
ভিজিবে তোমার বস্ত্র জলে নামা তরে॥
কিন্তু যদি কেহ দেয় জলেতে ফেলিয়া।
সেক্ষেত্রেও বস্ত্র তব যাইবে ভিজিয়া॥
সেমতি যে কোন ভাবে যদি জপ করে।
নিশ্চিত লভিবে ফল সে ব্যক্তি অন্তরে॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে প্রভু নাম উচ্চারিলে।
ভাগবতে লেখা আছে কিবা ফল মিলে॥

অজ্ঞানাদথবাজ্ঞানাৎ
উত্তমঃ শ্লোকনাম যৎ।
সংকীর্তিতমঘং পুংসো
দহেদেধো যথানলঃ॥
যথাগদং বীর্যতমমু
উপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।

অজানাতোঽপ্যাত্মগুণং
কুর্য্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।১৮, ১৯

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অগ্নি কাষ্ঠে নিক্ষেপিলে।
কাষ্ঠরাশি দগ্ধ হয়ে যায় তার ফলে ॥
সেমতি প্রভুর নাম হলে উচ্চারিত।
সঞ্চিত পাপের রাশি হয় দগ্ধীভূত ॥
অজ্ঞাতে ঔষধ কেহ করিলে সেবন।
ঔষধের ফল কিন্তু ফলে সর্বক্ষণ ॥
সে ভাবেই উচ্চারিত হলে প্রভুনাম।
নামের অবশ্য ফল ফলে অবিরাম ॥
তেরশ পঁচিশ' সনে জননী কৃপায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ সনে রন কোয়ালপাড়ায় ॥
বছরের শেষাশেষি জনৈক সন্তান।
মহাভাগ্যে মার হতে মহামন্ত্র পান ॥
যাত্রাকালে শুধে ভক্ত আকুলিত মনে।
কি উপায়ে পাব মাগো, ভাব-ভক্তি ধনে ?।
ছোট এক ঘড়ি ছিল ঘরের ভিতরে।
ঘড়িটি দেখায়ে মাতা বলেন উত্তরে ॥
যেইভাবে করিতেছে ঘড়ি টিক টিক।
নাম করে যাবে সদা সেইভাবে ঠিক ॥
তাহাতেই ভক্তি মুক্তি সব কিছু পাবে।
জপ ছাড়া আর কিছু করিতে না হবে ॥
যুগশ্রেষ্ঠ অবতার মোর প্রভুরায়।
নাম জপে সব হয় বলেন সদাই ॥
জনৈক ভক্তকে প্রভু দক্ষিণ শহরে।
নাম জপ তার ফল কন স্নেহভরে ॥
নির্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা হলে।
শাস্ত্র মতে তাহাকেই জপ করা বলে ॥
এক মনে সদা যদি জপ করা হয়।
ভক্ত হৃদে ভাব, ভক্তি ক্রমে উপজয় ॥
করিতে থাকিলে জপ দিবস সন্ধ্যায়।
প্রভুর সাক্ষাৎকার শেষে ভক্ত পায় ॥
গঙ্গাগর্ভে কড়িকাঠ থাকে নিমজ্জিত।
হারানোর ভয়ে রাখা হয় শৃংখলিত ॥
শিকলের এক প্রান্ত জলের ভিতরে।
তাহার অপর প্রান্ত বাঁধা থাকে তীরে ॥
কেহ যদি শিকলের পাব ধরে ধরে।
ক্রমে ক্রমে যেতে থাকে জলের ভিতরে ॥
তাহা হলে অন্তিমেতে পেঁছিবে সেথায়।
কড়ি কাঠ নিমজ্জিত রয়েছে যেথায় ॥
সেইরূপে মগ্ন হয়ে জপিলে সদাই।
প্রভুর সাক্ষাৎকার তাও মিলে যায় ॥
নামেতে অঘোরমণি জনৈকা ব্রাহ্মণী।
মা বলে ডাকেন তাঁকে প্রভু শিরোমণি ॥
কত ভাগ্যবতী তিনি ভাবি মনে মনে।
নয়নের জলে নমি তাঁহার চরণে ॥
বাল্যকালে পতিহারা হইবার পরে।
কামারহাটিতে তিনি রন গঙ্গাতীরে ॥
নির্জন বাগান মধ্যে থাকিবার ঘর।
নাম জপে কাটে প্রায় চব্বিশ প্রহর ॥
সর্বদাই জপ করে যায় তাঁর মন।
তাহা হতে পান তিনি গোপাল রতন ॥
ভক্তদের মাঝে কন প্রভু শিরোমণি।
কামারহাটিতে থাকে বিধবা ব্রাহ্মণী ॥
প্রতিদিন জপ করে যায় নিষ্ঠামতে।
গোপাল সাক্ষাৎকার লভে তাহা হতে ॥
গোপাল বেড়ায় কভু বামনীর সনে।
কভু খায় সর ননী সতৃপ্ত বদনে ॥
কভু করে ছোটাছুটি, ঝাঁপাই-ঝোড়াই।
বামনীর কোলে উঠে কভু মাই খায় ॥
বামনী গোপালে পায় শুধু জপ করে।
জপ হতে লভে ভক্ত সকলি অন্তরে ॥
কৃপাময় শ্রীঠাকুর একদা কৃপায়।
ইষ্টগোষ্ঠী তরে যান বেলঘরিয়ায় ॥
প্রভুকে করেন প্রশ্ন সেথা একজন।
মোরা পাপী, কিবা গতি মোদের এখন ?।
আকুলিত প্রশ্ন শুনি প্রভু ভগবান।
পাপীর উপায় বার্তা তিনি বলে যান ॥
ঈশ্বরের নামগুণ করিলে কীর্তন।
দেহের সকল পাপ করে পলায়ন ॥
পাখী সব বসে থাকে বৃক্ষের উপরে।
হাততালি দেওয়া হলে তারা যায় উড়ে ॥
দেহবৃক্ষে পাপ পাখি বসে থাকে যারা।
সেমতি নামের শব্দে উড়ে যায় তারা ॥
কিছু থামি শ্রীঠাকুর কন পুনরায়।
মেঠো পুকুরের মাঝে জল দেখা যায় ॥
সূর্যের তাপেতে সেই পুকুরের জল।
আপনা-আপনি শুষ্ক হয় অবিরল ॥

পাপরূপ জল থাকে পাপীর পুকুরে।
প্রভু নাম কীর্তনেই তাহা যায় উড়ে॥
সেইহেতু সদা আমি বলি বার বার।
নাম জপে পাবে সব যা কিছু পাবার॥
অন্য একদিন প্রভু দক্ষিণ শহরে।
নামের মাহাত্ম্য কথা কন কৃপা করে॥
ঈশ্বরের নাম জপ করিলে সদাই।
মনেতে সঞ্চিত পাপ সব কেটে যায়॥
ভোগ ইচ্ছা, কাম, ক্রোধ যত রিপুগণ।
তারাও নামের গুণে করে পলায়ন॥
তাহা শুনি ভক্ত এক কন প্রভুবরে।
করিতে তাঁহার নাম ইচ্ছা নাহি করে॥
তাহা শুনি শ্রীঠাকুর ভক্তে বলে যান।
মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী প্রভু ভগবান॥
প্রার্থনা জানাবে তাঁকে ব্যাকুল অন্তরে।
যাতে মনে জাগে রুচি প্রভুনাম তরে॥
বিকারে অল্পও রুচি থাকিলে আহারে।
রোগীর বাঁচার আশা করেন ডাক্তারে॥
বিকারে অরুচি ভাব আসিলে তাহার।
রোগীর বাঁচার পথ নাহি থাকে আর॥
তন্নামে অরুচি হলে না থাকে উপায়।
অল্পও থাকিলে রুচি পথ পাওয়া যায়॥
দুর্গানাম, শিবনাম কিম্বা কৃষ্ণ নাম।
যে কোন নামেই ডেকে যাবে অবিরাম॥
নামে অনুরাগ যদি দিন দিন বাড়ে।
বিকার কাটিয়া ধ্রুব যাইবে সত্বরে॥
ঈশ্বরের কৃপালাভ প্রভুনাম গুণে।
তাহলে হবেই হবে তোমার জীবনে॥
জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন।
বৈষ্ণব শাস্ত্রের মতে ভক্তির কারণ॥
নামে রুচি তাহে মূল কাণ্ড রূপ ধরে।
ডালপালা রূপে অন্যে থাকে পরস্পরে॥
নাম বৃক্ষে ডালপালা থাকে প্রসারিত।
ভাব, ভক্তি, প্রেম ফলে হয় সুশোভিত॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেম অবতার।
ধরাধামে অবতীর্ণ হরিতে ভুভার॥
কলি জীব তরে তিনি বলেন সদাই।
হরিনাম বিনা কারো অন্য গতি নাই॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
বৃহন্নারদীয় বচন

হরি, হরি, হরিনাম কলিতে উপায়।
ইহা ছাড়া অন্য গতি নাই, নাই, নাই॥
উপরে বর্ণিত শ্লোক মাঝারে তাহার।
'হরের্নাম' এই শব্দ থাকে তিনবার॥
তিন সত্য করা হয় অনেক সময়।
যাহাতে অন্যের জাগে সুদৃঢ় প্রত্যয়॥
কলিজীবে যাহে জন্মে সুদৃঢ় প্রতীতি।
'হরের্নাম' তিনবার উক্ত সেই মতি॥
একমাত্র হরিনাম কলির উপায়।
'কেবলম্' সেই শব্দ প্রকাশে তাহাই॥
সেই অর্থ আরো বেশী নিশ্চিত করিতে।
'এব' যুক্ত 'হরের্নাম' শব্দের সহিতে॥
কলিযুগে ইহা ছাড়া অন্য গতি নাই।
শ্লোকের দ্বিতীয় অংশ সেমতি বুঝায়॥
'নাস্তি এব' এই অংশ হেথা পুনর্বার।
'সুদৃঢ় প্রত্যয়' অর্থে থাকে তিনবার॥
হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ঠিক অনুপাতে।
মিশে জল তৈরী করে বিজ্ঞানের মতে॥
যদি শুধু বলা হয় 'জল তৈরী হয়'।
আরও কিছু হয় কিনা—জাগায় সংশয়॥
কিন্তু যদি বলা হয় জল তৈরী সাথে।
অন্য কিছু তৈরী নাহি হয় কোন মতে॥
তাহলে সুদৃঢ়ভাবে জাগিবে প্রত্যয়।
তাদের মিশ্রণে শুধু জল তৈরী হয়॥
মোটরে চাপিয়া কেহ চলে কোন স্থানে।
পথি মোড়ে বহু রাস্তা দেখে একস্থানে॥
কেহ যদি বলে দেয় এইদিকে গেলে।
সময়ে পৌঁছিবে তুমি গন্তব্যের স্থলে॥
শুনিয়াও সেইকথা থাকিবে সংশয়।
অন্য পথে গেলে যাওয়া হয় কি না হয়?।
কিন্তু যদি বলে দেয় এই পথ যাবে।
অন্যেরা গন্তব্যস্থলে কভু না পৌঁছিবে॥
তাহা হলে সেই ব্যক্তি কাটাবে সংশয়।
সেই পথ ধরে যাবে লভিয়া প্রত্যয়॥
অনুরূপভাবে যদি কেহ বলে যায়।
'হরি, হরি, হরিনাম কলিতে উপায়'॥
তাহা হলে মনে চিন্তা আসিতেও পারে।
হরি ছাড়া অন্য গতি থাকিতেও পারে॥
কিন্তু যদি বলা হয় অন্য গতি নাই।
নিশ্চিত বুঝিবে তবে হরিই উপায়॥

শ্রীতুলসীদাস সদা রাম-পরায়ণ।
রচিলেন প্রেমভরে তিনি রামায়ণ॥
কলিতে উদ্ধার পেতে কি আছে উপায়।
তাহাতে তুলসীদাস বলেন সদাই,॥
এহি কলিকাল ন সাধন পূজা
যোগ যজ্ঞ জপ তপ ব্রত পূজা।
রাম হি সুমিরিয় গাইয় রাম হি
সন্তত শুনিয় রামগুণ ভ্রামহি॥

জীবের উদ্ধরহেতু এই কলিকালে।
যোগ, যাগ, ব্রত, পূজা, তপ নাহি চলে॥
রাম নাম, রাম চিন্তা, রাম গুণ গান।
কলিযুগে উদ্ধারার্থে একান্ত বিধান॥
গীতায় বিভূতি যোগে কন ভগবান।
সর্বত্র বিভূতিরূপে আমি বিদ্যমান॥
নানাবিধ যাগ যজ্ঞ থাকে ভিন্নরূপে।
যজ্ঞ মধ্যে থাকি আমি জপযজ্ঞ রূপে॥
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি...

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ১০।২৫

শাস্ত্র মাঝে, আপ্তবাক্যে পাই অবিরাম।
কলিতে লইবে সদা শ্রীপ্রভুর নাম॥
কলিযুগে প্রভুনাম শক্তির আধার।
একান্ত সম্বলরূপে সর্বসাধ্যসার॥
প্রভুনাম করিলেই সদা নিষ্ঠা ভরে।
ভাব, ভক্তি সবকিছু লভিবে অন্তরে॥
জননীও এইকথা বলিতেন সবে।
জপ ছাড়া আর কিছু করিতে না হবে॥
নামের মাহাত্ম্য লেখা আছে ভাগবতে।
শুকদেব যাহা কন রাজা পরীক্ষিতে॥
নিশ্চিত জানিও বিষ্ণু নাম-সংকীর্তন।
বিশ্বের মঙ্গলরূপ, মঙ্গল কারণ॥
গুরুতর পাপী ব্যক্তি শুধু নাম দ্বারা।
পাপ হতে মুক্তি পায়, লভে ভক্তিধারা॥
একবার হরিনাম যত পাপ হরে।
পাপীদের সাধ্য নাই তত পাপ করে॥
নাম্নো হি যাবতী শক্তিঃ
পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্তুং ন শক্নোতি
পাতকীং পাতকঃ নরঃ॥
শাস্ত্রবচন।

কান্যকুব্জ অধিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ।
অজামিল নাম তার পাপে ভরা মন॥
ধর্মপত্নী ত্যাগ করি সদাচারহীন।
দাসীতে আসক্ত হয়ে থাকে প্রতিদিন॥
হীন কার্য দ্বারা করি অর্থ উপার্জন।
নির্বাহ করিত সদা ভরণ পোষণ॥
ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের দশ পুত্র হয়।
সবার কনিষ্ঠ তাহে প্রিয় অতিশয়॥
খেয়ালের বশে কিম্বা যে কোন কারণে।
নারায়ণ বলি ডাকে কনিষ্ঠ সন্তানে॥
ছেলেটিকে অজামিল বড় ভালবাসে।
তাহাকে ডাকিয়া সদা আনন্দেতে ভাসে॥
জীব তরে সদা ব্যপ্ত থাকে মৃত্যুজাল।
ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের আসে মৃত্যুকাল॥
দেহ, মন সাথে বাক্য তাহারা সকলে।
পূর্ণভাবে গ্রস্ত থাকে পাপের কবলে॥
সেইহেতু যমদূত আসে তিনজন।
বিভৎস বিকটমূর্তি ভীষণ দর্শন॥
বাঁধিতে উদ্যত তবে হয় কালপাশে।
তাহা দেখি অজামিল কাঁপে মহাত্রাসে॥
সেইকালে শিশুপুত্রে দেখিয়া অদূরে।
নারায়ণ বলি তাকে ডাকিল কাতরে॥
নারায়ণ উচ্চারিত হইল যখনি।
চারিজন বিষ্ণুদূত আসেন তখনি॥
বিষ্ণুদূত যমদূতে করেন জিজ্ঞাসা।
কি কারণে পাশ নিয়ে হইয়াছে আসা?।
তাহা শুনি যমদূত কন রোষভরে।
অজামিলে বেঁধে নিয়ে যাব যমঘরে॥
সারাটি জীবন ধরে এই অজামিল।
সর্বভাবে সর্বপাপে হয়েছে আবিল॥
ত্যজিয়াছে পিতামাতা, ভার্যা পরিণীতা।
দাসীপ্রীতি কামাসক্ত আছিল সর্বথা॥
শাস্ত্রবিধি না মানিয়া সারাটি জীবন।
করেছে অশুচিপথে অর্থ উপার্জন॥
আত্মকৃত পাপ হতে লভিতে নিষ্কৃতি।
প্রায়শ্চিত্ত তাও নাহি করেছে দুর্মতি॥
যমদূত হতে সব করিয়া শ্রবণ।
বলিতে থাকেন তবে বিষ্ণুদূতগণ॥
প্রায়শ্চিত্ত করে নাই ইহা সত্য নয়।
তাহা ছাড়া সব বাক্যে হয়েছে প্রত্যয়॥

আশ্চর্য হইয়া তবে যমদূতগণ।
শুধালেন, প্রায়শ্চিত্ত করেছে কখন ?।
বিষ্ণুদূতগণ তবে বলেন উত্তরে।
প্রেমময় নারায়ণ ব্যাপ্ত চরাচরে॥
ব্রতযজ্ঞে হয় শুধু পাপাদির ক্ষয়।
পাপের প্রবৃত্তি কিন্তু নষ্ট নাহি হয়॥
বিনাশিয়া পাপরাশি প্রবৃত্তির সনে।
হরিনাম প্রভুপ্রীতি এনে দেয় মনে॥
অজ্ঞানে, প্রমাদে কিম্বা পরিহাস ছলে।
কেহ যদি একবার নারায়ণ বলে॥
তাহলেও সেই ব্যক্তি একই ফল পায়।
মুহূর্তেই সব পাপ ভস্ম হয়ে যায়॥
মৃত্যুকালে পাপে পূর্ণ এই অজামিল।
অনুরূপ প্রায়শ্চিত্তে হয়েছে সামিল॥
তাহা ছাড়া বহুবার পুত্রবুদ্ধিমতে।
বলিয়াছে নারায়ণ আকুলিতচিতে॥
পুত্রবুদ্ধিমতে তাহা ছিল উচ্চারিত।
তবু তাহে নামাভাস হয়েছে কীর্তিত॥
তারও তরে প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে তাহার।
বিনষ্ট হইয়া গেছে যত পাপভার॥
অজামিল নামনিষ্ঠ, নাম-পরায়ণ।
করেছেন কৃপা তাকে প্রভু নারায়ণ॥
সেহেতু তাহার গতি নহে যমলোকে।
আমরা তাহাকে নিয়ে যাব বিষ্ণুলোকে॥
অজামিল মৃত্যুকালে পুত্রবুদ্ধিমতে।
ডেকেছিল নারায়ণে ভক্তিহীন চিতে॥
তাহাতেই অজামিল নাম মহিমায়।
ধন্য হয়ে বৈকুণ্ঠেতে অনায়াসে যায়॥
তাহলে যাহারা নাম করে শ্রদ্ধা সনে।
তারা তো নিশ্চিত যাবে প্রভুর চরণে॥
কারো কারো মনে কিন্তু প্রশ্ন এসে যায়
একবার নামে যদি সব পাপ যায়॥
তাহা হলে বারবার নাম উচ্চারণ।
ভক্তেরা করিয়া যান কিসের কারণ ?।
নিঃসন্দেহে একবার নাম উচ্চারণ।
সর্বপাপ নষ্ট করে, শাস্ত্রের বচন॥

"হরিস্মরণ মাত্রেন
মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ।"

একবার মাত্র দীপ প্রদর্শিত হলে।
যাবতীয় অন্ধকার দূরে যায় চলে॥
অনুরূপে নাম করা হলে একবার।
নষ্ট হয়ে যায় যত পাপ পূর্বেকার॥
দীপকে ধরিয়া যদি সদা রাখা হয়।
অন্ধকার আসিবার না পাবে সময়॥
অনুরূপভাবে নাম হলে বারবার।
পশিতে না পারে কভু পাপ পুনর্বার॥
যেমতি ভোজনকালে প্রতি গ্রাস সাথে।
তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় একসাথে॥
সেমতি হরির নাম করার সময়।
ভক্তি, ভাব, অনাসক্তি ভক্তে উপজয়॥

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিঃ
অন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ
পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪২

সেইহেতু সারদা-মা কন কৃপা করে।
বারবার নাম করে যাও নিষ্ঠাভরে॥
সুগভীর তত্ত্ব কিবা মায়ের কথায়।
ভাবিলেও কেহ তার তল নাহি পায়॥
সারদাপুঁথির কথা শোন ভক্তি ভরে।
নামে রুচি দানিবেন মাতা কৃপা করে॥
বারশ নব্বই সনে মাঘ মাস শেষে।
দক্ষিণ শহরে প্রভু লীলার আবেশে॥
সেইকালে শ্রীঠাকুর ভক্তের মাঝারে।
নামের শক্তির কথা কন কৃপা করে॥
অভেদ নাম ও নামী সকল সময়।
নামী হতে নাম কিন্তু কভু কম নয়॥
বলেন তুলসীদাস তাঁর রামায়ণে।
নামী হতে নাম বড় জীবের কারণে॥

রাম এক তাপস তিয়তারী
নাম কোটিফল সুমতি সুধারী।
ভজেউ রাম—আপু ভব চাপু
ভব ভয় ভঞ্জন নাম প্রতাপ॥

রামজী করেন শুধু অহল্যা উদ্ধার।
রামনামে কোটি পাপী তরয়ে সংসার॥
নামীদ্বারা হরধনু ভঙ্গ একবার।
ভবভয় ভঙ্গ হয় নামে লক্ষবার॥

প্রভুনাম তাঁর হয় অসীম ওজন।
ভক্তমালে আছে লেখা তার বিবরণ॥
গ্রামের বণিক এক যে-কোন কারণে।
বিলাতে থাকেন স্বর্ণ সাধু-সন্ত জনে॥
ছিলেন কৃষ্ণের ভক্ত সাধু বামদেব।
তাঁহার দৌহিত্ররূপে প্রেমী নামদেব॥
নামদেব মুখে সদা কৃষ্ণগুণ গান।
কৃষ্ণপ্রীতি তরে তাঁর দেহমন প্রাণ॥
তাঁহার ভক্তির জোরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং।
নিজ হস্তে দুগ্ধ নিয়ে করেন সেবন॥
নামদেব কৃষ্ণপ্রেমী ভক্তির আধার।
তাঁহার চরণে আমি নমি বারবার॥
সত্যিকার খাঁটি সাধু নামদেবে জানি।
বণিক শ্রদ্ধায় তাঁকে ডাকিলেন আনি॥
অনন্তর নামদেবে সে বণিক কয়।
দান করা হলে ঘটে পুণ্যের সঞ্চয়॥
কিছু স্বর্ণ তুমি যদি নাও কৃপা করে।
বড়ই কৃতার্থ আমি হইব অন্তরে॥
হরিভক্তিহীন হয়ে বণিক প্রবর।
আত্মশ্লাঘা নিয়ে দানে হয় তৎপর॥
অহঙ্কার দূর হয়ে যাতে ভক্তি হয়।
নামদেব তাহে কন করিয়া বিনয়॥
লেখা আছে কৃষ্ণনাম তুলসী পাতায়।
এর সম পরিমাণ স্বর্ণ নিতে চাই॥
শুনিয়া বণিক কয় হাস্য করে অতি।
এর তরে স্বর্ণ হবে এক দুই রতি॥
এতটুকু স্বর্ণ নিয়ে কিছু নাহি হবে।
এর তরে সকলেই আমাকে নিন্দিবে॥
তার চেয়ে সোনা তুমি চাও বেশী করে।
আমিও দানিব তাহা কৃতার্থ অন্তরে॥
এর বেশী প্রয়োজন নাহিক আমার।
এই কথা নামদেব কন বারবার॥
অগত্যা বণিক তবে তুলাযন্ত্র আনি।
রাখিলেন একদিকে সেই পত্র খানি॥
তুলাযন্ত্রে অন্যদিকে সোনা দুইরতি।
রাখিয়া দেখেন তাহা কম হয় অতি॥
আরও রতি দুই সোনা করিয়া স্থাপন।
দেখা যায় তবু কম হইল ওজন॥
ক্রমে ক্রমে সোনা দেওয়া হয় পাঁচ সের।
তবুও ফলের নাহি ঘটে হেরফের॥
সঞ্চিত সমস্ত সোনা চাপাবার পরে।
দেখা গেল ওজনেতে তবু কম পড়ে॥
প্রতিশ্রুতি হবে ভঙ্গ সেইমতি ভয়ে।
আনে সব অলঙ্কার যা ছিল আলয়ে॥
যথারীতি সে ওজন তবু কম পড়ে।
তাহে অন্য হতে সোনা আনে কর্জ করে॥
তাহাতেও একই ফল আসিলে গোচরে।
নামদেবে সে বণিক কয় করজোড়ে॥
সনাম তুলসীপত্র তাহার ওজনে।
অসমর্থ স্বর্ণ দিতে হয়েছি জীবনে॥
ইহার কারণ আমি বুঝিতে না পারি।
অজ্ঞান আমাকে তাহা বল কৃপা করি॥
বামদেব কন তবে হয়ে কৃপাবান।
বিশ্বপিতা, বিশ্বস্রষ্টা কৃষ্ণ ভগবান॥
ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে প্রতি রোমকূপে তাঁর।
ওজনে না হবে কিছু সমান তাঁহার॥
নাম সাথে নামী সদা রন বিদ্যমান।
সেহেতু কিছু না থাকে নামেরও সমান॥
নামী হতে নাম ন্যূন কভু নাহি হয়।
মহাভারতেরও মাঝে সেই কথা রয়॥
হৃদয়ে ধারণ করি শ্রীগুরু চরণ।
সে-গাথার এবে আমি দিব বিবরণ॥
সিঁদ কাঠি, আড় কাঠি, থাকে কত কাঠি।
সবার উপরে কিন্তু নারদের কাঠি॥
কন্যা ঘরে মাসী তিনি বর ঘরে পিসি।
কলহ বাঁধাতে সুখ পান দিবানিশি॥
সংযোজন, বিযোজন যাহা প্রয়োজন।
নিয়োজন করা তরে চলে আয়োজন॥
তার কথা এর কাছে এর কথা তারে।
চালান করেন সদা টীকা সহকারে॥
একদা রুক্মিনী সাথে কৃষ্ণ ভগবান।
ভ্রমণ করেন যেথা শোভিত উদ্যান॥
পারিজাত পুষ্প এক আনি স্বর্গ হতে।
নারদ শ্রীকৃষ্ণে তাহা দেন ভক্তিমতে॥
হৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণ তাহা করিয়া গ্রহণ।
প্রেমভরে রুক্মিনীকে করেন অর্পণ॥
তাহা হেরি মুনি চড়ি ঢেঁকির উপরে।
সত্যভামা পাশে যান অতীব সত্বরে॥
প্রসঙ্গ উল্লেখ আর টীকা সহকারে।
রুক্মিনী পাইল পুষ্প বলেন তাহারে॥

কামিনী মানিনী সদা আপন স্বভাবে।
ভয়ঙ্কর হয় তাহা সতীন প্রভাবে॥
মোর চেয়ে বেশী ভালবাসে সতীনেরে।
ইহা শুনি সত্যভামা ভাসে অশ্রুনীরে॥
কৃষ্ণে নানা গালি দেন হয়ে আত্মহারা।
মাঝে মাঝে পড়ে রন হয়ে জ্ঞানহারা॥
সত্যভামা কষ্ট দেখি মনে মনে হাসি।
সটীকা বলেন সব কৃষ্ণ পাশে আসি॥
কথা চালাচালি হলে সুনিপুণভাবে।
দাম্পত্য কলহ জমে উঠে ভালভাবে॥
নিরুপায় হয়ে তবে কৃষ্ণ ভগবান।
সত্যভামা তুষ্টি তরে স্বর্গধামে যান॥
কঠিন সমরে জিতি সেথা ইন্দ্র সাথে।
স্বর্গ হতে আনিলেন বৃক্ষ পারিজাতে॥
সত্যভামা স্থানে তাহা করিয়া স্থাপন।
করিলেন মানিনীর সে মান ভঞ্জন॥
সত্যভামা বৃক্ষ পান ঋষির কারণে।
সেহেতু রাখেন ভক্তি তাঁহার চরণে॥
সত্যভামাকে তবে কন ঋষিবর।
সুবিশেষ ব্রত এক কর অতঃপর॥
ব্রহ্মাণ্ড দানের ফল এই ব্রতে মিলে।
জগত ঘোষিবে যশ সেমতি করিলে॥
পুলোমা-নন্দিনী, স্বাহা, গিরিরাজ-কন্যা।
এ ব্রত প্রত্যেকে করি হলেন অনন্যা॥
নিষ্ঠায় এ ব্রত করি পুলোমা-নন্দিনী।
ইন্দ্রকে লভিয়া স্বামী হলেন ইন্দ্রানী॥
ব্রত করে স্বাহাদেবী অগ্নির গৃহিনী।
হইলেন সর্বভাবে স্বামী সোহাগিনী॥
নিষ্ঠায় পার্বতীদেবী এ ব্রত আচরি।
শিবকে লভিয়া স্বামী হন মহেশ্বরী॥
এই ব্রত তুমি যদি কর নিষ্ঠাভরে।
কৃষ্ণকে লভিবে স্বামী জন্ম-জন্মান্তরে॥
অজস্র সতীন তব আছে আমি জানি।
এই ব্রতে রবে সদা কৃষ্ণ-সোহাগিনী॥
সতীন হাজার ষোল তাহারা সকলে।
তব ভাগ্যে ঈর্ষাভরে যাবে সদা জ্বলে॥
ব্রতের বিধানও বেশী নহেক কঠিন।
ব্রাহ্মণে করিবে দান যাহা সমীচীন॥
যাতে কভু নাহি যান তোমাকে ছাড়িয়া।
ব্রতকালে কৃষ্ণধনে রাখিবে বাঁধিয়া॥
তোমা তরে কৃষ্ণ এনেছেন পারিজাতে।
বাঁধিয়া রাখিবে তাঁকে সেই বৃক্ষ সাথে॥
ব্রত শেষে শ্রীকৃষ্ণকে করে দেবে দান।
এমতি সহজ হয় ব্রতের বিধান॥
সতীনেরা হবে জব্দ আর কিবা চাই।
সত্যভামা সেইক্ষণে রাজী হয়ে যায়॥
রঙ্গপ্রিয় রঙ্গনাথ রঙ্গেভরা মন।
স্বেচ্ছায় আপন অঙ্গে নিলেন বন্ধন॥
সেই ব্রতে পুরোহিত নারদ আপনি।
অং বং নানা মন্ত্র বলে যান তিনি॥
পুলকিতা সত্যভামা রাখি আয়োজন।
মুহূর্তেই দেন সবি যাহা প্রয়োজন॥
ধন ধান্য হেম ধেনু নানা রত্নযান।
ব্রতের সামগ্রীরূপে দান করে যান॥
যতেক সতীন তবে বিরস বদনে।
বসিয়া থাকেন সেথা ব্যথাক্লিষ্ট মনে॥
যজ্ঞ শেষে মুনি কন কৃষ্ণে কর দান।
সত্যভামা বলিলেন, করিলাম দান॥
'স্বস্তি' বলে সেই দান করিয়া গ্রহণ।
ঘুচায়ে দিলেন ঋষি কৃষ্ণের বন্ধন॥
শ্রীকৃষ্ণে বলেন তবে সতৃপ্ত বদনে।
তোমাকে পেয়েছি আমি চল মোর সনে॥
সুবাধ্য বালক-সম কৃষ্ণ ভগবান।
নারদের সাথে তবে হেঁটে চলে যান॥
কি হইতে কি হইল বুঝিতে না পারি।
সত্যভামা ধূলি 'পরে দেন গড়াগড়ি॥
জ্ঞানহারা হলে তিনি থাকেন পড়িয়া।
জ্ঞান এলে কৃষ্ণ পিছে চলেন ছুটিয়া॥
কৃষ্ণের মহিষী যত হতভম্ব হয়ে।
ছোটেন কৃষ্ণের পিছে ব্যাকুল হৃদয়ে॥
দ্বারকাপুরীর আরও অধিবাসীগণ।
তারাও আকুলি পিছে করেন গমন॥
সত্যভামারে দেখি আসিতে পিছনে।
নারদ দেখান ভয় ঘূর্ণিত লোচনে॥
দিশাহারা সত্যভামা কন ক্রোধ করি।
ঘূর্ণিত লোচনে তব আমি নাহি ডরি॥
বড় জোর ক্রোধে তুমি ভস্ম করে দিবে।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ হতে তাহা ভাল হবে॥
ভণ্ডামিতে পরিপূর্ণ না বুঝি তোমারে।
ব্রতে রাজী হয়েছিনু বাক্য অনুসারে॥

বলেছিলে এই ব্রত নিষ্ঠা অনুরাগে।
পার্বতী, শচী ও স্বাহা করেছিল আগে॥
আমার কৃষ্ণকে তুমি নিয়ে যাও সনে।
তাহারা স্বামীকে ফিরে পাইল কেমনে॥
তাহা শুনি শ্রীনারদ বলেন তখন।
স্বাহাস্বামী সর্বভুক অগ্নি হুতাশন॥
চারি মুখে সব কিছু গ্রাসেন উদরে।
সেইহেতু ফিরে দিনু শঙ্কিত অন্তরে॥
শচীপতি পুরন্দর সহস্র লোচন।
বড়ই আয়েশে তিনি কাটান জীবন॥
উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত কিম্বা রথ ছাড়া।
অল্পও হাঁটিতে হলে হন দিশাহারা॥
আমি ঘুরি সর্বলোকে হেথায় হোথায়।
ফ্যাসাদ বাড়িবে বলে ইন্দ্রে ফেলে যাই॥
পার্বতীর স্বামী ভোলা মহেশ্বর।
শ্মশানে মশানে বাস তাঁর নিরন্তর॥
সর্বাঙ্গে বিভূতি মাখা ফণিরা ভূষণ।
গাঁজা, সিদ্ধি, ভাঙ্গে নিষ্ঠা বলদ বাহন॥
আচারের তরে তাঁর না থাকে আচার।
তাঁকে নিয়ে কিবা কাজ হইত আমার ?।
সেইহেতু তাঁর তরে না করি অপেক্ষা।
রাখিয়া গেলাম তাঁকে করিয়া উপেক্ষা॥
কিন্তু দেখ তব স্বামী শ্রীকৃষ্ণ রতন।
কোথাও না পাব আমি তাঁহার মতন॥
রূপে গুণে তেজোবলে তুলনাবিহীন।
তাঁহার ধ্যানেই লিপ্ত থাকি নিশিদিন॥
এ হেন পরশমণি দানের স্বরূপে।
লভিয়া তাঁহাকে পুনঃ ছাড়িব কিরূপে ?।
তাহা শুনি সত্যভামা করি হায় হায়।
পড়িলেন ভূমিতলে যেন মৃতপ্রায়॥
সত্যভামা মহিষীরে মৃতপ্রায় দেখি।
বলেন শ্রীকৃষ্ণ তবে নারদেরে ডাকি॥
আমার বদলে দাও বিকল্প বিধান।
তা না হলে মহিষীর থাকিবে না প্রাণ॥
নারদ বলেন তবে ছেড়ে দিতে পারি।
রত্নরাজি পাই যদি সমান তোমারি॥

তাহা শুনি সত্যভামা যেন লভি প্রাণ।
ত্বরায় আপন কক্ষে করেন প্রস্থান॥
স্বর্ণ অলঙ্কার তাঁর রত্ন আভরণ।
সকলি করেন সেথা তিনি আনয়ন॥
তুলাযন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে রাখি একদিকে।
রত্নরাজি সবকিছু দেন অন্যদিকে॥
তুলাযন্ত্রে যেইদিকে রন দামোদর।
স্থাণুবৎ থাকে তাহা ভূমির উপর॥
অন্যান্য মহিষী সেথা ষোড়শ হাজার।
তাহা হেরি রত্ন আনে যা ছিল যাহার॥
তাহাতেও নীচু ফল থাকে পূর্ববৎ।
কৃষ্ণসহ তুলাপাত্র থাকে স্থাণুবৎ॥
কুবেরের ধন ছিল কৃষ্ণের ভাণ্ডারে।
সে সকলি রাখা হয় তুলার উপরে॥
দ্বারকাবাসীরো যত ছিল রত্নধন।
সে সকলও রাখা হল করি আনয়ন॥
রাখা হয় রত্নরাজি পর্বত প্রমাণ।
ওজনে না হয় তবু কৃষ্ণের সমান॥
তদন্তরে অন্য কিছু না হেরি উপায়।
সকলে কাঁদিতে থাকে পাগলের প্রায়॥
ভক্ত শ্রীউদ্ধব তবে ভাবেন অন্তরে।
বিশ্বপিতা, বিশ্বস্রষ্টা কৃষ্ণ চরাচরে॥
ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে প্রতি লোমকূপে তাঁর।
কিছু না হইতে পারে সমান তাঁহার॥
কিন্তু তিনি কৃপাভরে কন বারবার।
নাম ছাড়া মোর হতে বড় নাহি আর॥
তাহা চিন্তি একখানি তুলসী পাতায়।
লিখিলেন কৃষ্ণনাম যতনে সেথায়॥
অনন্তর ফেলে দিয়ে যত রত্নধনে।
সনাম তুলসীপত্র রাখেন সেখানে॥
মুহূর্তেই দেখে সবে বিস্মিত অন্তরে।
কৃষ্ণসহ তুলাপাত্র উঠেছে উপরে।
তুলসীপত্রের 'পরে লেখা কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হতে বেশী ভারী থাকে অবিরাম॥
বিস্মিত অন্তরে সবে বুঝিল সঠিক।
কৃষ্ণ হতে কৃষ্ণনাম হয় যে অধিক॥

সনাম তুলসীপত্র অমূল্য রতনে।
নারদ ধরেন শিরে বিহ্বলিত মনে॥
বীণাযন্ত্র সহযোগে গেয়ে হরিনাম।
নারদ শ্রীকৃষ্ণে রাখি করেন প্রস্থান॥
নারদীয় ভক্তি হয় সার কলিযুগে।
সর্বদা করিবে নাম প্রীতি অনুরাগে॥
শুধুমাত্র নাম যদি কেহ যায় করে।
ভাব ভক্তি সব কিছু লভিবে অন্তরে॥
কলিযুগে নাম হয় সহজ উপায়।
এই কথা সারদা-মা বলেন সদাই॥
নাম জপ, নাম চিন্ত, নাম কর সার।
পতিত পাবনী নাম সর্বসাধ্যসার॥

সারদা-পুঁথির কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পঠনে স্নিগ্ধ হয় মন প্রাণ॥
জননীর লীলা কথা হয় যেইস্থানে।
প্রভু রামকৃষ্ণ সদা রন সেইস্থানে॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা সবে লভিতে অপার।
'হরি রামকৃষ্ণ' জোরে বল তিনবার॥

শ্রীশ্রীসারদা-পুঁথি

জ্ঞানদায়িনী

(৭)

জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন।
লীলার প্রকট হেতু মর্ত্যে আগমন

জয় জয় বিশ্বমাতা ব্রহ্মসনাতনী।
জয় জয় শ্যামাসুতা সারদা-জননী॥
সন্তানের পাপ-তাপ যত কাদা ধূলি।
মুছিয়া স্নেহের করে নাও কোলে তুলি॥

জয় জয় সত্যানন্দ, প্রেমানন্দময়।
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয়॥
প্রেমের মূরতি তুমি, তুমি মোর সার।
তোমার চরণে রাজে অনন্ত সংসার॥

তুমি যারে কৃপা কর কে নাশিবে তারে।
তোমার কৃপাই সার বিশ্বচরাচরে॥

ভক্তিতেই সব পাওয়া যায়

জনৈকা মহিলাভক্ত আসিলে একদা।
সস্নেহে তাহাকে কন জননী-সারদা॥
মন্ত্র তন্ত্র গৌণবস্তু ভক্তিই আসল।
শ্রদ্ধা-ভক্তি আসিলেই পাবে সব ফল॥
গুরু, ইষ্ট সবকিছু ঠাকুরেরি মাঝে।
তিনি সব, তাঁর মাঝে সকলি বিরাজে॥
প্রেমময় শ্রীঠাকুরও ভক্তির বিষয়ে।
কৃপা করে একদিন বলেন শ্রীম-এ॥
ভক্তিপথে থাকিলেই সব পাওয়া যায়।
ব্রহ্মজ্ঞানও পেতে পারো ভক্তির রাস্তায়॥
তাঁর তরে জাগিলেই ভালবাসা-ভাব।
কিছুরই না থাকে আর জীবনে অভাব॥
একদিন উপবিষ্টা দেবী ভগবতী।
কার্তিক গণেশও পাশে রন হৃষ্টমতি॥
রত্নময় হার দেখি মায়ের গলায়।
উভয়েরই মনে তাহা পেতে ইচ্ছা যায়॥
'আমি নেব' 'আমি নেব' বলিলে দুজনে।
ভগবতী কন তবে সস্নেহ বচনে॥
গোটা ব্রহ্মাণ্ডকে আগে প্রদক্ষিণ করে।
যে চাহিবে রত্নহার আমি দিব তারে॥
শোনামাত্র শ্রীকার্তিক দেরী নাহি করে।
ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে যান ময়ূরের 'পরে॥
শ্রীগণেশ জানিতেন জননীর মাঝে।
ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু সতত বিরাজে॥
ভক্তিভরে এই কথা চিন্তি অবিরাম।
প্রদক্ষিণ করি মাকে করেন প্রণাম॥
প্রসন্ন হইয়া তবে দেবী স্নেহচ্ছলে।
পরিয়ে দিলেন হার গণেশের গলে॥
কার্তিক ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসি বহু পরে।
বিস্ময়ে দেখিল দাদা আছে হার পরে॥
কিছু থামি প্রভু কন, সাধনা-জীবনে।
কেঁদে কেঁদে বলেছিনু মায়ের চরণে॥
বেদ ও বেদান্ত সাথে তন্ত্র ও পুরাণে।
যা আছে জানিয়ে দাও কৃপার বয়ানে॥
জননী জানিয়ে সব দিয়েছেন মোরে।
দর্শনাদি তাও বহু এসেছে গোচরে॥
সেইহেতু বলি আমি মায়ের কৃপায়।
ভক্তিপথে থাকিলেই সব পাওয়া যায়॥

প্রেমাভক্তি

সারদা-মা একদিন করেন প্রকাশ।
জপ-তপ দ্বারা কেটে যায় কর্মপাশ॥
প্রেমাভক্তি ছাড়া কভু বৈধী আচরণে।
কেহ নাহি ধন্য হয় প্রভুর দর্শনে॥
আপনারও হতে তিনি আপনার জন।
সেইভাবে মন যেন ভাবে সর্বক্ষণ॥
আপনজনের তরে না লাগে আচার।
প্রেম ভালবাসা সেথা সর্বসাধ্যসার॥
যোগ, যাগ, ধ্যান, জপ, সাধন, ভজন।
ব্রজের রাখাল সবে না করে কখন॥
তবু তারা কৃষ্ণরূপী ব্রহ্ম-সনাতনে।
কিরূপে করিল লাভ, কিসের কারণে ?।
সখারূপে, বন্ধুরূপে যতেক রাখাল।
ভালবেসে কৃষ্ণসনে কাটাইত কাল॥
'আয়রে, নেরে, খারে' এই আচরণে।
তারা সবে পেয়েছিল সেই কৃষ্ণধনে॥
জননী অসুস্থা বলে সেবার কারণে।
থাকেন সরলাদেবী তবে উদ্বোধনে॥
একদিন শ্রীপ্রভুকে অন্নভোগ দিতে।
সরলাকে কন মাতা স্নেহযুত চিতে॥
কি ভাবেতে ভোগ দিব ? এই প্রশ্ন শুনি।
তদুত্তরে বলিলেন সারদা-জননী॥
আসন পাতিয়া ভোগ রাখি নিষ্ঠাভরে।
'এস, বস, নাও, খাও' বলিবে ঠাকুরে॥
আন্তরিকভাবে তুমি ভাবিবে তখন।
'এসেছেন, বসেছেন, খাচ্ছেন এখন'॥
বাহিরের লোক যদি আসে কোনক্ষণে।
তাহাকে তুষিতে হয় আদরে যতনে॥
আপনার হতে প্রভু আরও আপনার।
সেইহেতু মন্ত্র-তন্ত্র নাহি দরকার॥
শ্রীপ্রভুকে ভোগ-রাগ দেবার সময়।
জননীরও এই মত আচরণ হয়॥
ভোগ ঘরে ভোগ-রাগ সুসজ্জিত করে।
যেতেন প্রভুর পাশে সলজ্জ অন্তরে॥
সলজ্জ বধূর মত বলিতেন তবে।
দেরী নাহি করে তুমি খেতে এস এবে॥
গোপাল বিগ্রহ পাশে করিয়া গমন।
স্নেহভরে কন, এস, খাইবে এখন॥
এইভাবে সকলেরে ডাকিয়া জননী।
খাইবার তরে নিয়ে যাইতেন তিনি॥
এমতি আচার হেরি সদা হত মনে।
ঠাকুরেরা সব যেন আসেন পিছনে॥
জননীর অনুরূপ আরও আচরণ।
সারদাপ্রদীপের মাঝে দিব বিবরণ॥
জগদ্ধাত্রী পূজাকালে জননী আমার।
জয়রামবাটীধামে রন একবার॥
সপ্তমী পূজার দিনে নিত্য পূজা তরে।
সকাল সকাল মাতা যান প্রভুঘরে॥
যথারীতি নিত্যপূজা হলে সমাপন।
নৈবেদ্য সাজায়ে মাতা বলেন তখন॥
জগদ্ধাত্রী পূজা আজ, যেতে হবে মোরে।
সেইহেতু খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি করে॥
মৃদুস্বরে আরও কথা হয় প্রভুসনে।
যেমতি সকলে কয় আপনার জনে॥
প্রভুকে এমতিভাবে যদি ভাবা হয়।
শ্রীপ্রভুর প্রীতি তবে মিলিবে নিশ্চয়॥
মায়ের সকল কর্ম লোকশিক্ষা তরে।
সুগভীর তত্ত্ব থাকে প্রতিটি আচারে॥
প্রেমী ভক্ত পাশে প্রভু একান্ত তাহার।
জলে জল মিশি যথা জলে জলাকার॥
খোল মাখা জাব যদি দেওয়া হয় ধরে।
তাহা গরু খায় সদা গপ্ গপ্ করে॥
প্রেমাভক্তি দিয়ে সিক্ত সেমতি সকলি।
গ্রহণ করেন প্রভু আকুলি বিকুলি॥
ত্যজি দুর্যোধন দত্ত বিবিধ সম্ভার।
বিদুরের খুদ-অন্নে জন্মে প্রীতি তাঁর॥
সেমতি খিচুড়ি রান্না যদি প্রেমে হয়।
তাহা খেতে শ্রীপ্রভুর তর নাহি সয়॥
বৈধী বিধি নাহি মানি নাহি করে স্নান।
সপ্রেমে হলেই রান্না প্রভু প্রীতি পান॥
নামেতে করমা-বাঈ বড় ভক্তিমতী।
জগন্নাথ তরে সদা অন্তরের প্রীতি॥
শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী বিবিধ আচার।
প্রভুসেবা কালে মনে না জাগে তাহার॥
জগন্নাথে ভাবি নিত্য আপনার জন।
সেমতি তাঁহার সেবা চলে অনুক্ষণ॥
সকালে ভোজন পেতে যদি হয় দেরী।
ক্ষুধায় অতীব কষ্ট পাবেন শ্রীহরি॥

সেইহেতু সকালেই স্নান নাহি করে।
খিচুড়ি চাপায়ে দেন শ্রীপ্রভুর তরে॥
আদা, হিং, মশলাপাতি, দিয়ে গব্য ঘৃত।
করেন খিচুড়ি রান্না স্বাদেতে অমৃত॥
রান্না হলে সেখানেই প্রেম প্রীতি সাথে।
থালায় ঢালিয়া খেতে দেন জগন্নাথে॥
প্রভুও মন্দির হতে আসিয়া সত্বরে।
তৃপ্তি ভরে খেয়ে তাহা যান পুনঃ ফিরে॥
প্রত্যহ খিচুড়ি খাওয়া চলে যথারীতি।
প্রভুর এমতি ভোগে বড়ই পীরিতি॥
একদা বৈরাগী এক দৈবের বিধানে।
করমার গৃহ যেথা আসেন সেখানে॥
মহিলার ভক্তি দেখি সতৃপ্ত হৃদয়ে।
অতিথি হইয়া রন তাঁহার আলয়ে॥
বৈধী ভক্ত সেথা কিন্তু লভেন বিস্ময়।
স্নান নাহি করে প্রভুভোগ রান্না হয়॥
ইহা অনাচার ভাবি কন মহিলারে।
প্রভুভোগ দেওয়া বিধি অতীব আচারে॥
প্রাতে চুলা চোকা করি স্নান সমাপনে।
উচিত পাকাদি করা প্রভুর কারণে॥
বিধিমতে ভোগরান্না করি সমাপন।
আচারে করিতে হয় তাহা নিবেদন॥
এই মত আচারেই জাগে প্রভুপ্রীতি।
তা নাহলে অপরাধ বাড়ে যথারীতি॥
ভক্তিমতী কন তবে শুনি কথা তাঁর।
অজ্ঞান মহিলা আমি না জানি আচার॥
আপনার কথামত আচারের সাথে।
কাল হতে ভোগ আমি দিব জগন্নাথে॥
পরদিন সেইমত আচরণ তরে।
খেচরান্ন রান্না শেষ হয় দ্বিপ্রহরে॥
ভোগ নিবেদন তবে হলে জগন্নাথে।
শ্রীঠাকুর আসিলেন সেথা সাথে সাথে॥
দেরীতে ক্ষুধায় কষ্ট পেলেন ঠাকুর।
মহিলার মন তাহে দুঃখে ভরপুর॥
সেইকালে ভোগ দেওয়া হয় শ্রীমন্দিরে।
খিচুড়ি খাইয়া তাহে চলেন সত্বরে॥
আচমন করিবারও না ছিল সময়।
হাতে মুখে খেচরান্ন তাহে লেগে রয়॥
কারণ বৃত্তান্ত সব জানিবার তরে।
শ্রীপ্রভুকে সেবকেরা পুছে করজোড়ে॥
প্রার্থনা শুনিয়া তবে কন প্রভুরায়।
করমার গৃহে আমি রোজ খেতে যাই॥
প্রত্যহ সকালে রান্না করি প্রেমভরে।
খিচুড়ি অমৃততুল্য খেতে দিত মোরে॥
আচারী বৈরাগী এক আসিয়া সেথায়।
বিশুষ্ক আচার বিধি তাহারে শেখায়॥
রান্না হতে দেরী হয়ে যায় সেইহেতু।
আমিও অতীব কষ্ট পাই ক্ষুধাহেতু॥
করমার প্রীতি-সিক্ত সুস্বাদু খিচুড়ি।
খাইবার তরে গিয়েছিনু তাড়াতাড়ি॥
এদিকে তোমরা হেথা আকুল অন্তরে।
আমারে ডাকিতে থাক খাইবার তরে॥
সেইহেতু খাওয়া সেথা সমাপন করি।
আচমন নাহি করে আসি তাড়াতাড়ি॥
করমাকে বলো তার ভোগে পাই প্রীতি।
পূর্ববৎ রান্না যেন করে যথারীতি॥
তাহলে ক্ষুধায় আমি কষ্ট নাহি পাব।
এখানেও ভোগ কালে পুনঃ এসে যাব॥
প্রেম প্রীতি দিয়ে যেথা থাকে আয়োজন।
আচারের সেথা কোন নাহি প্রয়োজন॥
ঈশ্বরকে ভালবাসা একমাত্র সার।
এই কথা শ্রীঠাকুরও কন বারবার॥
তাঁহার উপরে কারো ভালবাসা এলে।
পণ্ডিতেরা তাহাকেই রাগ-ভক্তি বলে॥
স্বয়ম্ভুলিঙ্গের মত রাগ ভক্তি হয়।
তার জড় খুঁজিলেও সেথা না মিলয়॥
কাশী তক সে লিঙ্গের জড় প্রসারিত।
কাশীপতি বিশ্বনাথ যেথা বিরাজিত॥
আচারে প্রাধান্য দিয়ে ভালবাসা বিনে।
জপ তপ করে থাকে অনেকে জীবনে॥
আচারবিধির সাথে তপস্যাদি হলে।
তাহাকেই পণ্ডিতেরা বৈধী ভক্তি বলে॥
বৈধী ভক্তি আসা তরে না লাগে সময়।
যে কোন মুহূর্তে তাহা পুনঃ পায় লয়॥
কামনাবিহীন ভক্তি অহৈতুকী ভক্তি।
প্রভু তরে থাকে সদা প্রেম অনুরক্তি॥
দেহ সুখ, টাকাকড়ি, পরলোকে মুক্তি।
নাহি চায় থাকে যার অহৈতুকী ভক্তি॥
এমতি ভক্তিই সার, এর বাড়া নাই।
আত্মস্বার্থে প্রভু হতে কিছু নাহি চায়॥

আসিলে কামনা নিয়ে বাবুর সকাশে।
তাহাদের বাবু কিন্তু ভাল নাহি বাসে॥
বাবুপাশে আগমন হইলে তাহার।
সর্বদাই বাবু হন ভীষণ ব্যাজার॥
তারে দেখি সেই বাবু বিরক্তির ঝাঁঝে।
'আবার আসিছে দেখ'-কন সভা মাঝে॥
বাবুকে দেখিতে শুধু হয় যার আসা।
তারই তরে বাবুটির থাকে ভালবাসা॥
প্রহ্লাদের শুদ্ধাভক্তি নির্মল নিষ্কাম।
প্রভু তরে ভালবাসা থাকে অবিরাম॥
কিছু থামি রামকৃষ্ণ প্রভু ভগবান।
মণিকে উদ্দেশ করি পুনঃ বলে যান॥
ভালবাস বলে তুমি আস এইখানে।
কোন কিছু নাহি চাও স্বার্থবুদ্ধি টানে॥
আমাকে দেখিতে চাও সপ্রেম অন্তরে।
মোর মনও থাকে তাহে তোমার উপরে॥
কিছুদিন দেরী হলে আসিতে এখানে।
তোমা তরে নানা চিন্তা জাগে মোর প্রাণে॥
তাহা মোরা জানি প্রভু সকল সময়।
প্রেমে বদ্ধ থাক সদা হয়ে প্রেমময়॥
অহৈতুকী ভক্তি প্রেম তাহার বিষয়ে।
আদ্যাশক্তি ভগবতী কন হিমালয়ে॥

অধুনা পরাভক্তিস্তু
প্রোচ্যমানং নিবোধমে।
মদ্ গুণ শ্রবণং নিত্যং
মম নামানুকীর্তনম্॥
কল্যাণগুণরত্নানাম্
আকরায়াং ময়ি স্থিরম্।
চেতসো বর্তনঞ্চৈব
তৈলধারাসমং সদা॥
হেতুস্তু তত্র কো বাপি
ন কদাচিদ্ভবেদপি।
সামীপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্য-
সালোক্যানাং ন চেষণা॥
দেবী ভাগবতম্ ৭৷৩৭৷১১,১২,১৩

আমাকে কল্যাণরূপী ভাবি সর্বক্ষণ।
তৈলধারাবৎ চিত্ত রবে সংস্থাপন।
মন্নাম কীর্তন সাথে মদ্‌গুণ শ্রবণ।
এ সমস্ত হয় পরাভক্তির লক্ষণ॥

সামিপ্য, সাযুজ্য, সার্ষ্টি, সালোক্যের তরে।
কিম্বা মুক্তি তরে স্পৃহা না থাকে অন্তরে॥
আমার সেবাকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া সতত।
পরা-ভক্ত থাকে সদা মোর সেবারত॥
একদা কপিলে কন মাতা দেবহূতি।
ভক্তিতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হয় অতি॥
ভগবান শ্রীকপিল বলেন তখন।
ভক্তি মধ্যে শুদ্ধাভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ধন॥
সমুদ্রের অভিমুখে অবিচ্ছিন্নভাবে।
গঙ্গাধারা ছুটে চলে আপন স্বভাবে॥
সেইভাবে শুদ্ধভক্ত তার ভক্তিধারা।
মোর পানে ছোটে সদা হয়ে আত্মহারা॥
আমার সেবাকে করি একান্ত সম্বল।
মদ্‌গত চিত্ত হয়ে থাকে অবিরল॥
সালোক্য, সামিপ্য আদি পঞ্চবিধ মুক্তি।
তাহা নাহি চায় যার থাকে শুদ্ধাভক্তি॥
পঞ্চবিধ মুক্তি আমি করিলেও দান।
কভু তাহা নিতে নাহি চাহে ভক্তপ্রাণ॥

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য
সামিপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি
বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত ৩৷২৯৷১৩

অন্তরে কভু না রাখি স্বার্থসিদ্ধি আশা।
শুধু ইষ্টপ্রীতি তরে রাখে ভালবাসা॥
ইষ্টসেবা পথে যদি হয় বিঘ্নকর।
প্রেমানন্দকেও ভক্ত করে অনাদর॥
কৃষ্ণের সারথি হন শ্রীযুত দারুক।
শুদ্ধাভক্তি কৃষ্ণ তরে সদা জাগরুক॥
একদা দারুক নিয়ে ভক্তিভরা মন।
করিতে থাকেন কৃষ্ণে চামর ব্যজন॥
হেনকালে প্রেমানন্দ তাহার উদয়ে।
দারুকের দেহ যায় জড়বৎ হয়ে॥
সেহেতু কৃষ্ণকে পাখা না পারে করিতে।
তাহারি কারণে দুঃখ জাগে ভক্ত চিতে॥
প্রেমানন্দ হয় সেথা সেবা বিঘ্নকারী।
সেহেতু দারুক নিন্দা করেন তাহারি॥
কতভাগ্যে প্রেমানন্দ তাহার উদয়।
সেবা বিঘ্নকারী হলে তাও কাম্য নয়॥

ইষ্টতুষ্টি ভক্ত কাছে সদা কাম্য ধন।
সর্বভাবে তাহে লিপ্ত থাকে সর্বক্ষণ॥
চন্দ্রকান্তি নামে এক গন্ধর্ব তনয়া।
তাঁকে দেখা দেন কৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া॥
কৃষ্ণ দরশন তরে নয়নের জল।
পরম আনন্দ হেতু ঝরে অবিরল॥
কৃষ্ণ দরশনে তাহা বাধা দেয় বলে।
চন্দ্রকান্তি নিন্দিলেন প্রেম অশ্রুজলে॥
ভক্ত যদি ভগবানে করেন দর্শন।
ভগবানও সেকারণে আনন্দিত হন॥
চুম্বকে লোহায় টান সমান সমান।
সেইমত হয় যেথা ভক্ত ভগবান॥
কৃষ্ণে নাহি দেখা যায় অশ্রুর কারণে।
কৃষ্ণ তাহে দুঃখ পান, কন্যা ভাবে মনে॥
কৃষ্ণের আনন্দ পথে অশ্রু বিঘ্নকারী।
সেইহেতু নিন্দা কন্যা করেন তাহারি॥
প্রেমময় শ্রীঠাকুর সাঙ্গোপাঙ্গসনে।
একদিন এসেছেন গিরিশ সদনে॥
প্রভুকে গিরিশ তবে কন করজোড়ে।
একাঙ্গী প্রেমের তত্ত্ব বল কৃপা করে॥
গিরিশের সেই প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ।
শ্রীঠাকুর তদুত্তরে বলেন তখন॥
শুধু একদিকে যদি ভালবাসা থাকে।
সকলে একাঙ্গী প্রেম বলেন তাহাকে॥
দৃষ্টান্ত হিসাবে জল নাহি চায় হাঁসে।
হাঁস কিন্তু নিজ সুখে জল ভালবাসে॥
সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থার রূপে।
প্রেমের বিভাগ আরও থাকে তিন রূপে॥
সাধারণী প্রেমে শুধু নিজ সুখ চায়।
অন্যে সুখী হল কিনা না রাখে চিন্তায়॥
চন্দ্রাবলী তাঁর প্রেম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।
দৃষ্টান্ত স্বরূপে তাহা সাধারণী প্রীতি॥
সমঞ্জসা প্রেমে ইচ্ছা প্রেমিকের মনে।
প্রেমাস্পদও হোক্ সুখী মোর সুখ সনে॥
মোটামুটিভাবে ভাল সমঞ্জসা প্রীতি।
সর্বোত্তম হয় কিন্তু সমর্থার রীতি॥
মোর প্রেমাস্পদ যেন সদা পান সুখ।
মোর যাহা হয় হোক্ তাহে নাই দুখ॥
সমর্থা প্রেমেতে চিন্তা থাকে এই ধারা।
প্রেমাস্পদ সুখী হলে হয় আত্মহারা॥

শ্রীমতীর প্রেম ধরে সমর্থার রীতি।
কৃষ্ণ প্রীতি ঘটিলেই পান বেশী প্রীতি॥
গোপীরাও আত্মসুখে সদা পরাঙ্মুখ।
কৃষ্ণসুখ তরে তাঁরা সতত উন্মুখ॥
লজ্জা, ভয়, অপমান, গৃহ পরিজন।
কৃষ্ণের কারণে সবই দেন বিসর্জন॥
নাহি চান স্বর্গ, মুক্তি, কিম্বা আত্মজ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রীতি একমাত্র তাঁহাদের ধ্যান॥
শুদ্ধভক্ত তাঁহারাও অনুরূপভাবে।
ইষ্টপ্রীতি তরে কাজ করেন স্বভাবে॥
কৃষ্ণ দেখা দিয়ে ভক্তে দিতে চায় বর।
তখনও কৃষ্ণের প্রীতি চায় ভক্তবর॥
কেদার নামেতে রাজা বড় ভক্তিমান।
তপস্যা করিয়া তিনি পান ভগবান॥
ভক্তিমতী কন্যা তাঁর ছিল বৃন্দানামে।
লক্ষ্মী অংশে জন্ম তাঁর হয় ধরাধামে॥
বাল্যকাল হতে তিনি কৃষ্ণ পরায়ণা।
কৃষ্ণকে ভজেন সদা হয়ে একমনা॥
অনন্তর একদিন দৈবের বিধানে।
আসেন দুর্বাসা মুনি কন্যা সন্নিধানে॥
সুযোগ্য আধার হেরি সেই মহামুনি।
কৃষ্ণমন্ত্রে কন্যাটিকে দীক্ষা দেন তিনি॥
মহামন্ত্র লভি কন্যা কৃষ্ণলাভ তরে।
গৃহজন ত্যজি যান বনের ভিতরে॥
মহারণ্যে প্রবেশিয়া সেই ভক্তিমতী।
সুকঠোর তপস্যায় হইলেন ব্রতী॥
অন্নজল ত্যজি রন তপস্যা মগন।
মনে শুধু এক চিন্তা কৃষ্ণ নারায়ণ॥
তপস্যায় তুষ্ট হয়ে প্রভু ভগবান্।
দেখা দিয়ে কন্যাটিকে বর দিতে চান॥
করজোড়ে বৃন্দা তবে কন ভগবানে।
সুরভিত বন এক হোক্ এইস্থানে॥
ছয়টি ঋতুর সেথা রবে সমাবেশ।
ফলে ফুলে রবে পূর্ণ সদা সেই দেশ॥
পাখীর কাকলীপূর্ণ আকাশ বাতাস।
উদ্ভাসিত হয়ে রবে সেথা বারোমাস॥
সেই বনে তুমি প্রভু প্রেমের আধার।
পরমকান্তার সনে করিবে বিহার॥
নিত্যলীলা সেথা যেন চলে চিরদিন।
সেই বন ছেড়ে নাহি যাবে কোনদিন॥

ইহাই একান্তভাবে প্রার্থনা আমার।
তাহা যেন পূর্ণ হয় কৃপায় তোমার ॥
প্রভু ভগবান তবে বৃন্দাকে শুধান।
এমতি প্রার্থনা কেন চাহে তব প্রাণ ?।
নাহি চাও ধন মান গৃহ পরিজন।
নাহি চাও স্বর্গসুখ, ভক্তি মুক্তি ধন ॥
প্রার্থিত বিহারে মোর সুখ উপজিবে।
তাহাতে বলতো তুমি কি ফল লভিবে ?।
তদুত্তরে বৃন্দা তবে কন পুনরায়।
তব সুখে সুখ আমি লভি সর্বদাই ॥
আনন্দে যুগলে তুমি করিবে বিহার।
তাহাই চরমপ্রাপ্তি জীবনে আমার ॥
সম্প্রীত হইয়া তবে প্রভু ভগবান।
কহিলেন, করিলাম ঐ বর দান ॥
চন্দ্রসূর্য ধরাধামে রবে যতদিন।
নিত্যলীলাস্থলী ইহা রবে ততদিন ॥
এই বন পরিচিত হবে তব নামে।
বৃন্দাবন [illegible] নাম হবে ধরাধামে ॥
পরম পবিত্র স্থান হবে বৃন্দাবন।
সদাই লভিবে শান্তি হেথা সর্বজন ॥
শুদ্ধ ভক্ত তারা সদা নিষ্কাম অন্তরে।
গুরুইষ্ট সেবা করে যায় প্রেমভরে ॥
যাহাতে প্রসন্ন তাঁরা থাকেন সর্বদা।
অনুরূপ কাজ ভক্ত করে যান সদা ॥
বর্তমান ভবিষ্যৎ চিন্তা নিজতরে।
কখনো না মারে উঁকি ভক্তের অন্তরে ॥
সেবা ধ্যান সেবা জ্ঞান সেবা করি সার।
শুদ্ধ ভক্ত পান নিত্য আনন্দ অপার ॥
তেরশ ছাব্বিশ সনে সারদা-জননী।
জয়রামবাটীধামে থাকিতেন তিনি ॥
ভক্তদের পাপ-তাপ করিয়া গ্রহণ।
মার লীলা দেহে নানা রোগ সংক্রমণ ॥
শরীর দুর্বল বলে জননী সারদা।
বারান্ডায় শয্যা 'পরে থাকেন একদা ॥
মায়ের আশিসধন্য বরদা সন্তান।
জননীর পদসেবা তবে করে যান ॥
নানাবিধ চিঠিপত্র আসে ভক্ত হতে।
মাতাকে শোনান পত্র তাহা ভক্তি মতে ॥
মার কাছে জেনে নিয়ে কি হবে উত্তর।
চিঠির উত্তরে লেখা হয় অতঃপর ॥

ভক্তদের চিঠিপত্রে নানা প্রশ্ন থাকে।
বরদা দেখিয়া তাহা কন জননীকে ॥
আমি তো রয়েছি মাগো তব সন্নিধানে।
তেমন জিজ্ঞাসা কিছু নাহি জাগে প্রাণে ॥
জপ ধ্যান প্রতিদিন সময় অভাবে।
তাও নাহি করা হয় নিয়মিতভাবে ॥
তবু যেন কিবা এক আনন্দ নেশায়।
ভরপুর থাকি সদা দিন কেটে যায় ॥
ভবিষ্যতে কি ঘটিবে বুঝিতে না পারি।
কি হবে তাহাও মোটে চিন্তা নাহি করি ॥
সস্মিত বদনে মাতা বলেন তখন।
বল দেখি কোন্ বস্তু চায় তব মন ?।
উত্তরে বরদা কন হয়ে জোড় পানি।
কি চাই আমার মাগো তাও নাহি জানি ॥
উত্তর শুনিয়া তবে কৃপার অন্তরে।
সন্তানে সম্বোধি মাতা কন ধীরে ধীরে ॥
ভবিষ্যৎ তরে চিন্তা না করিবে কভু।
সময়ে সকলি দান করিবেন প্রভু ॥
আমার সকল কাজ কর যেইভাবে
নিষ্ঠায় সেসব করে যাও সেইভাবে ॥
যারা হয় ঠাকুরের আপনার জন।
প্রভু দেন তাহাদের যাহা প্রয়োজন ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া জননী আমার।
কিছু থামি বরদাকে বলেন আবার ॥
ধ্যান, জপ, বিচারাদি সবে যায় করে।
যাহে চিত্তশুদ্ধি জাগে সাধক অন্তরে ॥
তার সাথে যাতে কাটে মনের সংশয়।
অনিত্য জিনিসে যাতে মন নাহি রয় ॥
মনের বিক্ষিপ্তভাব যাতে দূরে যায়।
প্রভুলাভ হয় যাতে প্রভুর কৃপায় ॥
কিন্তু কিসে সেই কৃপা আসিবে কখন।
জানেন একান্তভাবে যাঁর কৃপাধন ॥
তবু জেনো একমাত্র সেবার কারণে।
সর্বাপেক্ষা প্রসন্নতা জাগে প্রভুমনে ॥
অরণ্যের পশুপক্ষী জীবজন্তু যত।
সেবা পেলে তাহারাও হয় বশীভূত ॥
সেইহেতু মনে তুমি রাখিবে সদাই।
সেবা হতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই ॥
সেবাতেই সদা তুষ্ট প্রভু ভগবান।
সেবারই কারণে তিনি বাঁধা পড়ে যান ॥

প্রভুপ্রীতি তরে কর্ম্ম প্রেমনাম ধরে।
সেবারূপে সেই প্রেম থাকে প্রভুতরে॥
কিভাবে হবেন সুখী মোর প্রেমময়।
একমাত্র এই চিন্তা ভক্ত মনে রয়॥
চাওয়া-চাওয়ি এই প্রশ্ন না জাগে কখন।
যাহারা একান্তভাবে আপনার জন॥
আপনারও হতে ভাবি আরও আপনার।
প্রভু সেবা করে যায় ভক্ত অনিবার॥
অন্যদিন সেইপুত্র দিবা অবসানে।
উপস্থিত হইলেন মাতৃসন্নিধানে॥
প্রণমিয়া মাতৃপদে সভক্তি অন্তরে।
করিলেন প্রশ্ন এক থাকি করজোড়ে॥
মহাপুরুষেরা যবে লীলাদেহে রন।
অনেকেই সেবা তরে থাকেন তখন॥
কিন্তু মাগো দেখা যায় অনেক সময়।
সেবকের মনে ঘটে দুর্ব্বুদ্ধি-উদয়॥
জানিতে কারণ তার বড় ইচ্ছা করে।
কেন তাহা হয় বলে দাও কৃপাভরে॥
সন্তানের প্রশ্নশুনি কৃপা-সুরধুনী।
ধীরে ধীরে তদুত্তরে বলিলেন তিনি॥
সুকৃতির বলে লভি সেবা অধিকার।
কারও মনে জেগে উঠে ক্ষুদ্র অহঙ্কার॥
সেবকের অহঙ্কার যদি বেড়ে যায়।
গুরুকে পুতুল সম নাচাইতে চায়॥
উঠিতে, বসিতে, খেতে সকল সময়।
নিজের কর্তামি ভাব সেব্য 'পরে রয়॥
অহং-এই থাকে মত্ত সেবা-বরবাদ।
সেইহেতু ঘটে তার সেবা-অপরাধ॥
অহঙ্কারে পূর্ণ হলে সেবকের মন।
সেই অপরাধে ঘটে তাহার পতন॥
অনেক সময় কিন্তু আরেক কারণে।
পতন ঘটিতে পারে সেবকের মনে॥
মহান পুরুষ কিম্বা যাঁরা অবতার।
সকলেই তাঁরা হন শক্তির আধার॥
তাঁহাদের চারিদিকে অনেক সময়।
ঐশ্বর্যের ছটা এক উদ্ভাসিত রয়॥
সেই ছটা দেখে যারা আসে সেবা তরে।
তাহাতেই থাকি মত্ত তারা ডুবে মরে॥
নিশাকর প্রতিবিম্ব পূর্ণিমার রাতে।
পুকুরের জলে দেখি সফরীরা মাতে॥
প্রতিবিম্ব-চাকচিক্যে ভুলিয়া তাহারা।
সারারাত্রি লাফালাফি করে হয় সারা॥
চাঁদকে তাহারা ভাবি আপনার জন।
তাকে নিয়ে মত্ত তারা থাকে সর্বক্ষণ॥
কিন্তু ভোরে সেই চাঁদ যবে অস্ত যায়।
মাছগুলি পূর্বাবস্থা পুনঃ ফিরে পায়॥
কিন্তু মোহে লাফালাফি সারারাত্রি করে।
বিবশ হইয়া যায় অবসাদ ভরে॥
সেইমতি চাকচিক্যে থাকিলে মগন।
দুর্বুদ্ধিতে পূর্ণ হয় সেবকের মন॥
লাভের আশায় থাকি সেবা পড়ে বাদ।
তার ফলে ঘটে যায় জীবনে প্রমাদ॥
কিন্তু যারা আপনার ভুলি সুখ দুখ।
প্রভুর সেবায় থাকে সতত উন্মুখ॥
শ্রীপ্রভুকে ভাবি অতি আপনার জন।
তাঁর তৃপ্তি তরে সেবা করে অনুক্ষণ॥
তাদের পতন জেনো নাহি হয় কভু।
করেন তাদের রক্ষা সতত শ্রীপ্রভু॥
শ্রীপ্রভুর প্রসন্নতা তাহার বিধান।
সর্বভাবে সেইকথা ভাবে যেন প্রাণ॥
মনে প্রাণে থাকি সদা গুরু অনুগত।
করিবে গুরুর সেবা গুরু ইচ্ছামত॥
জননীর লীলা চিত্রে এমতি ঘটনা।
থাকিবে পুঁথির মাঝে তাহার বর্ণনা॥
যোগমায়া রাধারাণী তাঁহার সন্তান।
কোয়ালপাড়ায় হয় তার জন্মস্থান॥
বন ও জঙ্গলে ভরা সেইস্থান থাকে।
বুনো, বোনো বলে তাহে শিশুটিকে ডাকে॥
জয়রামবাটীধামে জননী সারদা।
বৈকালে কাপড় কাচি আসেন একদা॥
শারীরিক দুর্বলতা তাহার কারণে।
বারান্দায় সারদা-মা থাকেন শয়ানে॥
ঘেরা মশারির মধ্যে শয্যার উপরে।
রাধুর খোকাটি সেথা থাকে নিদ্রাঘোরে॥
একান্ত সেবকরূপে বরদা সন্তান।
জননীর পদসেবা তবে করে যান॥
হেনকালে খোকাটির ভেঙ্গে যায় ঘুম।
শুরু হয়ে যায় তার কাঁদিবার ধুম॥
ক্রন্দন শুনিয়া মাতা বলেন সন্তানে।
বোনোকে রাখিয়া এস রাধু সন্নিধানে॥

খোকাটি শুইয়া থাকে দেওয়ালের ধারে।
তার পাশে সারদা-মা শয্যার উপরে॥
শিশুকে আনার তরে করিলে গমন।
যেতে হবে জননীকে করিয়া লঙ্ঘন॥
না গেলে আদেশ মার মানা নাহি হয়।
সেকথা বরদা তবে জননীরে কয়॥
তাহা শুনি সারদা-মা বলেন সন্তানে।
আমাকে ডিঙিয়ে তুমি যাও সেইস্থানে॥
অন্তরে প্রণাম করি খোকা স্থানে যাবে।
বলিতেছি আমি তাহে দোষ নাহি হবে॥
বরদা সঙ্কোচে তবু বলে বারেবারে।
তোমাকে লঙ্ঘিয়া নাহি যাব অন্য পারে॥
অসুবিধা হইলেও সারদা-জননী।
সরায়ে নিলেন তবে চরণ দুখানি॥
অনন্তর সারদা-মা বলেন সন্তানে।
খোকাকে সত্বরে দিয়ে এসো রাধুস্থানে॥
খোকাকে রাখিয়া এলে মায়ের আদেশে।
বরদাকে কন মাতা স্নেহের আবেশে॥
যদি দোষ হয়ে থাকে তাহার কারণে।
পদধূলি নাও তুমি প্রণমি চরণে॥
আকুলিতভাবে পুত্র বন্দিলে চরণ।
স্নেহ চুমা খেয়ে মাতা শ্রীপ্রভুকে কন॥
ইহারা আমার ছেলে মোর কাছে রয়।
ইহাদের অপরাধ যেন নাহি হয়॥
কিছু থামি সারদা-মা বলেন আবার।
গুরুসেবা অপরাধ বিবিধ প্রকার॥
গুরুকে, ছায়াকে, তাঁর দ্রব্যকে লঙ্ঘন।
কিম্বা তাঁর বাক্য যদি না করে পালন॥
বৈষ্ণবশাস্ত্রের মতে সেসব কারণে।
সেবা অপরাধ ঘটে শিষ্যের জীবনে॥
এইসব থাকে নানা শাস্ত্রের বিধান।
সবার উপরে কিন্তু আন্তরিক টান॥
গুরুর দরদী হয়ে তাঁর ইচ্ছা মত।
সাহায্য করিবে তাঁকে হয়ে অনুগত॥
কর্মে যেন হয় তাঁর কষ্টের আসান।
সেবার উদ্দেশ্য শুধু আনন্দ বিধান॥
তাহা নাহি করে যদি আত্ম পরবশে।
উল্টো কাজ করে শিষ্য অহঙ্কার দোষে॥
তাহলে সে কর্মে গুরু রুষ্ট হন মনে।
মহা প্রত্যবায় ঘটে তাহার কারণে॥

এই দেখ বর্তমানে দুর্বল শরীরে।
কত কষ্ট পাই আমি উঠা-বসা তরে॥
আমার ইঙ্গিত বুঝে অতীব সত্বরে।
খোকাকে আনিতে যদি পণ্ডিতি না করে॥
সকল হাঙ্গামা তাহা হলে মিটে যেত।
দুর্বল শরীরও মোর কষ্ট নাহি পেত॥
বুক দিয়ে ভালবেসে তাঁকে সুখী করা।
এমতি উদ্দেশ্যে যেন হয় সেবা করা॥
'তব প্রীতি তরে আমি সদা ভালবাসি'।
গুরু ইষ্ট সর্বাপেক্ষা তাহে হন খুশী॥
সেবা মাঝে থাকে যদি আন্তরিক টান।
তাহাতেই সদা তুষ্ট প্রভু ভগবান॥
রুগ্নদেহে শ্রীঠাকুর মোর প্রভু রায়।
কাশীপুরে সেইকালে থাকেন লীলায়॥
মাঝে মাঝে কাশি হত কারণে তাহার।
মাথায় করিত জ্বালা প্রভুর আমার॥
যন্ত্রণা লাঘব তরে সদা অনুক্ষণ।
প্রভুশিরে পাখা করা হত প্রয়োজন॥
তখন ফাল্গুন মাস পূর্ণিমার দিন।
রঙ খেলা নিয়ে সবে মত্ত সেইদিন॥
প্রভুর সেবক যাঁরা তারাও সকলে।
আবীর খেলার তরে নীচে যান চলে॥
মণীন্দ্র ও হরিপদ নামে দুইজন।
প্রভু পাশে সেইকালে করে আগমন॥
খোকা, পতু ডাকনাম হয় যথাক্রমে।
দশ কি এগারো মোটে তারা বয়ঃক্রমে॥
শ্রীপ্রভুর পদসেবা করে একজন।
প্রভুকে ব্যজন তবে করে অন্যজন॥
হাত ধরে আসিলেই কিছুক্ষণ পরে।
অন্য হাতে ধরি পাখা হাওয়া যায় করে॥
কখনো বদল করি নেয় সেবাভার।
পাখা ছাড়ি তুলে নেয় পদসেবা ভার॥
বাহিরে সবাই মত্ত রঙের খেলায়।
এরা কিন্তু নিষ্ঠাভরে সেবা করে যায়॥
স্নেহ পরবশে তবে বলেন ঠাকুর।
রঙ খেলা নিয়ে আজি সবে ভরপুর॥
এমতি সময়ে আজি তোরা দুইজনে।
আবির খেলিতে যা আনন্দিত মনে॥
সলজ্জ বদনে তবে মাথা নীচু করে।
তাহা শুনি পতু কয় সুগভীর স্বরে॥

আপনি আছেন হেথা একা একা পড়ি।
খেলিতে না যাব মোরা আপনাকে ছাড়ি॥
এখানেই আছি মোরা এখানেই রব।
আপনার সেবা ছাড়ি কোথা নাহি যাব॥
পতু ও মণীন্দ্র তবে আবিষ্ট অন্তরে।
সেবাকার্য করে যায় আরও জোরে জোরে॥
কিছুতেই নাহি গেল প্রভুকে ছাড়িয়া।
তাহা হেরি প্রেমে পূর্ণ হয় প্রভু হিয়া॥
সপ্রেমে সজলকণ্ঠে কন সেইক্ষণে।
এরা সেই রামলালা সেবার কারণে॥
কত ছোট ছেলে তবু আমাকে না ফেলে।
আমোদের তরে নীচে নাহি গেল চলে॥
একথা বলার সাথে প্রভুর নয়ন।
প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল তখন॥
সেবাতে হইয়া মুগ্ধ নয়নের জলে।
শ্রীঠাকুর তাহাদিকে নেন বুকে তুলে॥
দেখ শুন প্রভু সেবা কত শক্তি ধরে।
প্রভুকে আপন করে রাখে চিরতরে॥
সেইহেতু সারদা-মা কন বারবার।
সেবাতেই সদা তুষ্ট ঠাকুর আমার॥
পতু ও মণীন্দ্র পদে জানাই প্রণাম।
প্রভুসেবা শক্তি যাতে পাই অবিরাম॥
সবকিছু ত্যাগ করি প্রভুর কৃপায়।
সদানিষ্ঠ থাকি যেন প্রভুর সেবায়॥
সেবা ধ্যান, সেবা জ্ঞান, সেবা সর্বসার।
সেবাতেই বাঁধা রন ঠাকুর আমার॥
সেবাতেই সর্বাপেক্ষা প্রভু তুষ্ট হন।
কিরূপেতে হয় তাহা কিসের কারণ ?।
ধ্যান জপ নানাবিধ সাধন ভজনে।
কোন কিছু পাব ইচ্ছা থেকে যায় মনে॥
দেহসুখ, লোকমান্য গৃহ পরিজন।
নিম্নস্তরে সাধকেরা চায় অনুক্ষণ॥
যেসব সাধক থাকে কিছু উচ্চস্তরে।
স্বর্গসুখ, নানা লোক পেতে ইচ্ছা করে॥
আরো উচ্চস্তরে গেলে পেতে চায় মন।
ভক্তি, মুক্তি, ভাবসিদ্ধি, সমাধি রতন॥
এরাও কামনা রূপ ধরে সূক্ষ্মভাবে।
সাধকেরা যাহা চেয়ে থাকে নানাভাবে॥
সুগভীর ভাবে যদি চিন্তা করা হয়।
দেখা যাবে কিছু পেতে বাঞ্ছা তাহে রয়॥
কিন্তু ভক্তি-মুক্তি-আদি বাঞ্ছা যদি থাকে।
প্রেমাভক্তি কভু নাহি আসে কোন ফাঁকে॥

> ভক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ
> পিশাচী হৃদি বর্ততে।
> তাবদ্ভক্তি সুখস্যাত্র
> কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥
> ভক্তি রসামৃত সিন্ধু (পূর্ব বিভাগ) ২।১৬

ভক্তি-মুক্তি পেতে ইচ্ছা কামনা স্বরূপে।
হৃদয়েতে থাকে তাহা পিশাচীর রূপে॥
এমতি পিশাচী যদি কারো হৃদে রয়।
প্রেমাভক্তি কভু তাহে নাহি উপজয়॥
সূক্ষ্মভাবে কামনাও যে সবেতে রয়।
সে সকল সর্বশ্রেষ্ঠ কভু নাহি হয়॥
আত্মসুখ তরে ইচ্ছা তারে বলে কাম।
ইষ্টপ্রীতি তরে ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
প্রেমী ভক্ত আত্মসুখ দিয়ে বিসর্জন।
ইষ্টসেবা নিয়ে লিপ্ত থাকে অনুক্ষণ॥
কিভাবেতে ইষ্ট সদা পাইবেন সুখ।
দেহ মন প্রাণ থাকে তাহাতে উন্মুখ॥
অহংকার শূন্য হয়ে আকুলিত মনে।
সমর্পিত থাকে সদা ইষ্টের চরণে॥
সালোক্য, সামিপ্য, সার্ষ্টি সারূপ্য, সাযুজ্য।
শাস্ত্র মতে ইহারাই হয় মুক্তি পঞ্চ॥
ইষ্টের সেবায় চিত্ত লিপ্ত রাখে যারা।
পঞ্চবিধ মুক্তি কভু নাহি চায় তারা॥
সেইহেতু সারদা-মা বলেন স্বয়ম্।
অহৈতুকী ইষ্টসেবা হয় সর্বোত্তম॥
অহৈতুকী সেবা-ভক্তি সকল সময়।
আরেক কারণে তাহা সর্বোত্তম হয়॥
শ্রবণ, কীর্তন আর প্রভুর স্মরণ।
পাদসেবনের সাথে অর্চন, বন্দন॥
তার সাথে দাস্য, সখ্য, আত্ম-নিবেদন।
এগুলি ভক্তির হয় নবধা লক্ষণ॥
শ্রবণ, কীর্তন আদি এসকল কাজে।
সুপ্তভাবে আত্মইচ্ছা অন্তরে বিরাজে॥
নিষ্ঠায় আপন ইচ্ছা রাখি বলবতী।
প্রভুর কারণে ভক্ত করে সেইমতি॥
সেবকেরা এইসব করে নিষ্ঠাভরে।
তার সাথে সদা মন রাখে সেব্য 'পরে॥

কখন কি হবে কোথা সেব্য-প্রয়োজন।
তাহাতে সজাগ থাকে সেবকের মন ॥
যখন চলেন পথে সেব্য প্রভু রায়।
সেবকের দৃষ্টি থাকে চৌদিকে সদাই ॥
যাহাতে প্রভুর কোন কষ্ট নাহি হয়।
সে কারণে সর্বভাবে তার চেষ্টা রয় ॥
ডাকিবেন সেবকেরে প্রভু কোন্ ক্ষণে।
কর্ণকে সজাগ তাহে রাখে সর্বক্ষণে ॥
প্রভুর মনের ইচ্ছা বুঝি আগে ভাগে।
প্রভুপ্রীতি তরে কর্ম করে অনুরাগে ॥
যাহাতে প্রসন্ন প্রভু সর্বভাবে রন।
সেভাবে সেবক কর্ম করে সর্বক্ষণ ॥
সেবাতে প্রভুর ইচ্ছা থাকে বলবতী।
সেবা-ভাব হয় তাহে সর্বোত্তম অতি ॥
অহেতুকী সেবা শ্রেষ্ঠ আরেক কারণে।
তাহাই বর্ণিব এবে ভক্তিভরা মনে ॥
প্রয়োজনে সেবা তরে হয়ে নির্বিকার।
সেবকেরা নাহি মানে শাস্ত্রের আচার ॥
শাস্ত্রের নিষেধ-বিধি নানা ভাবে রয়।
বৈধীভক্ত মানে তাহা সকল সময় ॥
আচার সর্বস্ব হয় তাদের বিচারে।
লঙ্ঘন না করে তাহে শাস্ত্রের আচারে ॥
কিন্তু সেবা অহেতুকী নিয়ে থাকে যারা।
প্রভুপ্রীতি বাঞ্ছা তরে থাকে আত্মহারা ॥
তাহাতে শাস্ত্রের বিধি হলেও লঙ্ঘিত।
অপরাধ ভয়ে কভু না হয় চিন্তিত ॥
প্রভুসুখ তার তরে কোটি অপরাধ।
সেবকের মনে কভু না আনে প্রমাদ ॥
কিন্তু নিজসুখ তরে সেবকের মন।
অতি তুচ্ছ অপরাধও না করে কখন ॥
না থাকে সেবক মনে স্বার্থচিন্তা লেশ।
প্রভু তরে থাকে শুধু সেবার আবেশ ॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেম অবতার।
পাপী তাপী জীবগণে করেন উদ্ধার ॥
মহাক্ষেত্র পুরীধামে শ্রীপ্রভু একদা।
প্রেমোন্মত্ত হয়ে নৃত্য করেন সর্বদা ॥
নৃত্যগীতে পরিশ্রান্ত আহারের পরে।
শুইয়া পড়েন তিনি গম্ভীরার দ্বারে ॥
একান্ত সেবক তাঁর শ্রীগোবিন্দ নামে।
প্রভু সেবা নিয়ে লিপ্ত থাকে মনে প্রাণে ॥

প্রসাদের পরে প্রভু করিলে শয়ন।
গোবিন্দ প্রত্যহ করে শ্রীঅঙ্গ সেবন ॥
মহাপ্রভু নিদ্রামগ্ন হইবার পরে।
গোবিন্দ প্রস্থান করে ভোজনের তরে ॥
প্রতিদিন সেবকের থাকে এই রীতি।
উদ্দেশ্য একান্তভাবে শ্রীপ্রভুর প্রীতি ॥
সেদিন সেবক হেরে চিন্তিত অন্তরে।
শায়িত আছেন প্রভু গোটা দ্বার জুড়ে ॥
গোবিন্দ বলিল তবে প্রভুর চরণে।
ভিতরে যাইতে দাও সেবার কারণে ॥
প্রভু কন, বড় ক্লান্ত নড়িতে না পারি।
যাহা খুশী কর তুমি ইচ্ছা অনুসরি ॥
তাহা শুনি বহির্বাস শ্রীঅঙ্গে রাখিয়া।
সেবক ভিতরে যায় প্রভুকে লঙ্ঘিয়া ॥
অনন্তর শ্রীগোবিন্দ ভক্তিভরা মনে।
কটি, পৃষ্ঠ চাপি দেয় পদসেবা সনে ॥
মধুর মর্দনে প্রভু-ক্লান্তি দূরে যায়।
শ্রীপ্রভু হলেন মগ্ন গভীর নিদ্রায় ॥
প্রভুনিদ্রা ভঙ্গ হলে দণ্ড দুই পরে।
গোবিন্দে দেখেন প্রভু ঘরের ভিতরে ॥
সেবকে দেখিয়া সেথা কন গোরারায়।
এখনও বসিয়া কেন রয়েছ হেথায় ? ।
নিদ্রাগত আছিলাম আমি বহুক্ষণ।
ভোজনার্থে তবু কেন না কর গমন ? ।
উত্তরে সেবক তবে কয় করজোড়ে।
শায়িত আছিলা তুমি গোটা দ্বার জুড়ে ॥
যেতে নাহি পারি আমি করিয়া লঙ্ঘন।
সেহেতু হেথায় বসে আছি এতক্ষণ ॥
সেবকের বাক্যশুনি প্রভু গোরা রায়।
করিলেন প্রশ্ন এক তারে পুনরায়, ॥
ভিতরে আসিলে পূর্বে তুমি যেইভাবে।
বাহিরে না গেলে কেন পুনঃ সেই ভাবে ? ।
শুনিয়া সেবক কয় বিনয় বচনে।
মহা প্রত্যবায় ঘটে প্রভুর লঙ্ঘনে ॥
আপনার সুখ তরে যে কোন সময়।
অপরাধ করিবারে মনে বাসি ভয় ॥
সেইহেতু আপনার আহারের তরে।
প্রভুকে লঙ্ঘিয়া আমি না যাই বাহিরে ॥
কিন্তু প্রভু সেবা তরে হলে প্রয়োজন।
কোটি অপরাধও করে যাবে মোর মন ॥

নিজদুঃখ সেবা তরে সুখ হয়ে জাগে।
বড়ই গহীন ভাব সেবা অনুরাগে ॥
প্রভুপ্রীতি তরে কভু হলে দরকার।
সেবকেরা নাহি মনে শাস্ত্রের আচার ॥
ভক্তিশাস্ত্রে থাকে যাহা সুমহান ধর্ম।
কৃপায় সেবক তার বোঝে সূক্ষ্ম মর্ম ॥
অহৈতুকী ভক্তিসেবা সকল সময়।
আরেক কারণে তাহা সর্বোত্তম হয় ॥
প্রেমাস্পদ-প্রীতিসুখ তাহার কারণে।
সেবক না ভাবে তার কি হবে জীবনে ॥
অনন্ত নরকও যদি আসে সেবা তরে।
সেবক ভ্রূক্ষেপ তবু কভু নাহি করে ॥
এমতি লীলার এক ভক্তিশাস্ত্র হতে।
বিবরণ দিব এবে ভক্তিযুত চিতে ॥
দেবর্ষি নারদ হন ভক্তিমান অতি।
প্রভুপদে সর্বদাই থাকে তাঁর মতি ॥
বীণাযন্ত্র সহযোগে হরিগুণ গান।
সদা গেয়ে যান তিনি দিয়ে মন প্রাণ ॥
এসব কারণে তাঁর চিন্তা জাগে মনে।
মোর সম ভক্ত আর নাই কোন স্থানে ॥
একদা নারদ যান ভক্তিভরা চিতে।
শ্রীকৃষ্ণ প্রভুর কাছে দ্বারকাপুরীতে ॥
নারদের অহঙ্কার চূর্ণ করা তরে।
অসুখের ভাণে কৃষ্ণ রন শয্যা 'পরে ॥
যন্ত্রণায় করে যান সদা ছটফট।
অসুখের তরে যেন ভীষণ সংকট ॥
ব্যস্ত হয়ে মুনি তবে পুছে করজোড়ে।
কি করিলে সুস্থ হবে বলে দাও মোরে ॥
ব্যথাভরা কণ্ঠে কৃষ্ণ বলেন তখন।
মোর সর্ব অঙ্গ জুড়ে যন্ত্রণা ভীষণ ॥
ভক্ত পদধূলি দিলে আমার শরীরে।
নীরোগ হইয়া তবে যাইব অচিরে ॥
কৃষ্ণ হতে মুনি তাহা করিয়া শ্রবণ।
ভক্তরজঃ আনিবারে করেন গমন ॥
কৃষ্ণের মহিষী যত থাকেন যেখানে।
সবার প্রথমে ঋষি যান সেইস্থানে ॥
ঋষিমুখে কৃষ্ণবার্তা করিয়া শ্রবণ।
কৃষ্ণের মহিষী সবে বলেন তখন, ॥
কৃষ্ণকে আমরা চিনি খুব ভালভাবে।
তাঁহার সকল কর্ম কপট স্বভাবে ॥

কপটের শিরোমণি করিয়া ছলনা।
হয়ত কহেন তিনি হতেছে যন্ত্রণা ॥
তোমারও কি বুদ্ধি শুদ্ধি গেল লোপ পেয়ে।
রোগমুক্তি তরে রজঃ নিতে এলে ধেয়ে ॥
জগৎ সংসার চলে কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
সবে রোগমুক্ত হয় তাঁহারি কৃপায় ॥
আপন অসুখে আজি অসহায় তিনি।
ভাব দেখি কত বড় ধূর্ত শিরোমণি ॥
তারো বাড়া পদধূলি যদি দিই মোরা।
অনন্ত নরকে যাব, ভেবে হই সারা ॥
সেইহেতু সবকিছু চিন্তা করে বলি।
কিছুতেই মোরা নাহি দিব পদধূলি ॥
নারদ হতাশ হয়ে ফিরি সেথা হতে।
ভাবিতে থাকেন তিনি আকুলিত চিতে ॥
নারদ করেন চিন্তা আকুলি-বিকুলি।
কোথা গেলে পাব আমি ভক্ত পদধূলি ॥
হেনকালে মনে পড়ে গোপীদের কথা।
কৃষ্ণ তরে যাহাদের নিত্য আকুলতা ॥
তাহা ভাবি মুনি চড়ি ঢেঁকির উপরে।
বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন অতীব সত্বরে ॥
তাঁকে হেরি গোপীগণ প্রেমের স্বভাবে।
কৃষ্ণের কুশল পুছে আকুলিত ভাবে ॥
তদুত্তরে মুনিবর বলেন তখন।
অসুস্থ হইয়া কৃষ্ণ আছেন এখন ॥
অসহ্য যন্ত্রণা তাঁর সর্বঅঙ্গ জুড়ে।
কাতর হইয়া তিনি রন শয্যা 'পরে ॥
কৃষ্ণের যাতনা যত অতীব সত্বরে।
ভক্ত পদধূলি দিলে পালাইবে দূরে ॥
নারদের কথা শুনি আকুলি বিকুলি।
গোপীরা তখনি দিতে চায় পদধূলি ॥
তাহা হেরি শ্রীনারদ বলেন সকলে।
অনন্ত নরক হবে পদধূলি দিলে ॥
ভবিষ্যতে কি হইবে তোমাদের গতি।
ভাবিয়া চিন্তিয়া সবে স্থির কর মতি ॥
নারদে সরোষে তবে বলে গোপীগণ।
পদধূলি নিয়ে ত্বরা করহ গমন ॥
অসুখে মোদের কৃষ্ণ কত কষ্ট পান।
তাহা চিন্তি আমাদের ফেটে যায় প্রাণ ॥
কৃষ্ণ সুস্থ হয়ে আগে উঠুন সত্বরে।
পরে যাহা ঘটে তাহা ভাবা যাবে পরে ॥

করজোড়ে তব পাশে এ মিনতি করি।
পদধূলি নিয়ে তুমি যাও ত্বরা করি॥
কি গভীর কৃষ্ণপ্রেম গোপীদের মনে।
নারদ হেরেন তাহা চিন্তিত বদনে॥
আমি তো নিজেকে সদা ভক্ত ভাবি বড়।
তবু পদধূলি দিতে ভয়ে জড়সড়॥
অনন্ত নরক হবে তারে নাহি ডরি।
গোপীরা সকলে রজঃ দেয় তাড়াতাড়ি॥
গোপীদের সেবা প্রেম হেরিয়া নয়নে।
প্রণাম জানান মুনি তাঁদের চরণে॥
সেবাতেই সর্বাপেক্ষা প্রভু তুষ্ট হন।
সহজ সরলরূপে মায়ের বচন॥
কিন্তু চিন্তা করিলেই বুঝি মনে মনে।
কি গভীর তত্ত্ব ঐ সহজ বচনে॥
স্বরূপেতে সারদা-মা দেবী সরস্বতী।
জ্ঞান দিতে এসেছেন হয়ে কৃপাবতী॥
তাঁর হতে এক কণা জ্ঞানের আলোকে।
জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে বিশ্বলোকে
তোমার চরণে মাগো জানাই প্রণাম।
প্রভুময় হয়ে যেন থাকি অবিরাম॥
প্রভুনামে মতি দাও, প্রভুপদে প্রীতি।
প্রভুসুখ তরে যেন কাটে দিবারাতি॥
প্রেমময় শ্রীঠাকুর তাঁহার কৃপায়।
একনিষ্ঠ থাকি যেন প্রভুর সেবায়॥
শ্রীপ্রভুর ধ্যান-চিন্তা, শ্রীপ্রভুর সুখ।
এরই তরে যেন থাকে হৃদয় উন্মুখ॥
ব্রহ্মচিন্তা, ব্রহ্মজ্ঞান, জ্ঞানের বিচার।
প্রভুতুষ্টি পাশে সব নগণ্য আচার॥
অহেতুকী ভক্ত যারা তাহাদের মন।
প্রভুতৃপ্তি ছাড়া কিছু না ভাবে কখন॥
বাবুরাম মহারাজ প্রভুর দরদী।
প্রভু তরে তাঁর টান না ধরে অবধি॥
প্রকট লীলায় প্রভু অসুস্থ শরীরে।
সাঙ্গোপাঙ্গসনে তবে রন কাশীপুরে॥
পাপীদের পাপ-তাপ গ্রহণের ফলে।
প্রভুদেহ সুকঠিন রোগের কবলে॥
দুঃসহ সুতীব্র ব্যথা গলার ভিতরে।
সামান্য আহার, তাও বহু কষ্ট করে॥
খেতে না পারেন প্রভু তাহার কারণে।
বড়ই বেদনা জাগে ভক্তদের মনে॥

বাবুরাম কন তবে থাকি করজোড়ে।
জগৎ সংসার চলে তব ইচ্ছাভরে॥
তুমি কিছু নাহি খাও তাহা হেরি মোরা।
কষ্টে বুক ফেটে যায় দুখে হই সারা॥
ইচ্ছাময় তব পদে জানাই প্রার্থনা।
যাতে খেতে পার তুমি না লভি যাতনা॥
বারবার তব পদে এ মিনতি করি।
পুরাও মোদের ইচ্ছা, ইচ্ছাময় হরি॥
সন্তানের সেই কথা করিয়া শ্রবণ।
তদুত্তরে শ্রীঠাকুর বলেন তখন,॥
আমি থাকি সর্বভূতে, লক্ষ মুখে খাই।
একমুখে নাহি খেলে কিবা এসে যায়?।
উত্তেজিত বাবুরাম বলেন সেথায়।
লক্ষ-টক্ষ ছাই-পাঁশ শুনিতে না চাই॥
আমি চিনি ঐ মুখ, ঐ মুখে খাবে।
ঐ মুখে খাইলেই মোর দুঃখ যাবে॥
ঐ মুখ হেরিয়াই পাই সদা সুখ।
তাহাই দেখিতে সদা থাকিব উন্মুখ॥
দেখ মন, কিবা হয় দরদীর মন।
একনিষ্ঠ সেবকের প্রেম আচরণ॥
ঈশ্বরকোটির রূপে প্রেমী বাবুরাম।
প্রভুতত্ত্ব তাঁর মনে জাগে অবিরাম॥
নিশ্চয় জানেন তিনি ঠাকুর তাঁহার।
সর্বরূপে সর্বভাবে বিশ্বের আধার॥
রূপে রূপে প্রতিরূপে প্রভু ভগবান।
বিভুরূপে সর্বজীবে তাঁর অধিষ্ঠান॥
বিশ্বরূপ মধ্যে শুধু রামকৃষ্ণ মুখ।
বাবুরাম দেখি তাহা পায় সদা সুখ॥
একনিষ্ঠ সেবকের এইরূপ ধারা।
একমাত্র সেব্য তরে থাকে আত্মহারা॥
জ্ঞান-জ্ঞেয়, তত্ত্বচিন্তা নাহি জাগে কভু।
সেবকের চিন্তা এক প্রেমময় প্রভু॥
তাঁকে ছাড়া অন্য কারে দেখিতে না চায়।
অন্য রূপে ক্ষুব্ধ, স্তব্ধ তারা হয়ে যায়॥
সেবকের প্রতিমূর্তি বীর হনুমান।
সেবাতে কেহই তাঁর না থাকে সমান॥
রাম-সীতা একমাত্র উপাস্য দেবতা।
তাঁহাদের সেবা তরে সদা আকুলতা॥
প্রভুনামে সদা তাঁর অবিচল মন।
রাম নাম নিয়ে করে সমুদ্র লঙ্ঘন॥

রাম-সীতা ধ্যান-জ্ঞান থাকে সর্বভাবে।
তাহাদেরি চায় শুধ সেবার স্বভাবে॥
একদা দ্বারকাধামে রুক্মিণীর সনে।
বসিয়া থাকেন কৃষ্ণ রত্ন সিংহাসনে॥
হেনকালে শ্রীপ্রভুর আসিল গোচরে।
হনুমান আসিতেছে দর্শনের তরে॥
তাহা হেরি ব্যস্ত হয়ে রুক্মিণীকে কন।
অবিলম্বে সীতারূপ করহ ধারণ॥
আসিতেছে হনুমান মোদের এখানে।
রাম-সীতা রূপ ছাড়া কিছু নাহি মানে॥
এসে যদি সেইরূপ দেখিতে না পায়।
ক্ষুব্ধ হয়ে লঙ্কাকাণ্ড বাঁধাবে হেথায়॥
তখন রুক্মিণী-কৃষ্ণ না হেরি উপায়।
রাম-সীতা সেজে বসে থাকেন সেথায়॥
দেখহ ভক্তের টান কিবা শক্তি ধরে।
রাম-সীতা রূপ তাঁরা ধরেন সত্বরে॥
অনুপম ভক্তশ্রেষ্ঠ বীর হনুমান।
তত্ত্বজ্ঞান তাঁর মনে সদা বিদ্যমান॥
জানিতেন নারায়ণ প্রভু পরমেশ।
বর্তমানে ধরেছেন শ্রীকৃষ্ণের বেশ॥
অন্তরে জানেন আরও তিনি ভালভাবে।
রামচন্দ্র নারায়ণ এক সর্বভাবে॥
সেবকের হৃদে তবু সেবা অনুরাগে।
রাম ছাড়া অন্যরূপ ভাল নাহি লাগে॥
"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ রাম কমল লোচনঃ"॥
শ্রীঠাকুর একদিন দক্ষিণ শহরে।
গোপীদের নিষ্ঠাকথা কন কৃপা ভরে॥
কংসবংশ ধ্বংসে তরে বৃন্দাবন ছাড়ি।
কৃষ্ণ বলরাম যান মথুরানগরী॥
কংসকে নিধন করি রাজ পরিবেশে।
মথুরায় কৃষ্ণ সদা রন রাজবেশে॥
গোপীগণ একদিন বিরহ ব্যথায়।
কৃষ্ণকে দেখার তরে যান মথুরায়॥
যেথায় থাকেন কৃষ্ণ দ্বারদেশে তাঁর।
দোবারিক থাকি সদা রক্ষা করে দ্বার॥
কাকুতি মিনতি বহু করিলে সকলে।
গোপীদিকে দ্বারী নিয়ে যায় সভাস্থলে॥
রাজবেশে সেথা কৃষ্ণ পাগড়ি মাথায়।
সভামাঝে যেন কোটি সূর্য শোভা পায়॥

কৃষ্ণকে পাগড়ি বাঁধা দেখি গোপীগণ।
হেঁটমুখে স্তব্ধ হয়ে থাকেন তখন॥
অনন্তর সেইক্ষণে হয়ে দিশাহারা।
নিজেদের মাঝে কন হয়ে আত্মহারা॥
সুশোভিত পীতধড়া—মোহন চূড়ায়।
মোদের প্রাণের প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ কোথায়?।
সভাস্থলে যেইজন আছে বিদ্যমান।
দেখিতেছি তার শিরে শোভে শিরস্ত্রাণ॥
এর সাথে আলাপনে মোদের প্রত্যয়।
দ্বিচারিণী হয়ে মোরা যাইব নিশ্চয়॥
পীতবস্ত্রে বাঁশী হাতে কৃষ্ণ রাখালিয়া।
তাকেই দিয়েছি মোরা প্রাণ মন হিয়া॥
অন্যরূপ কিছুতেই না ধরে নয়নে।
চল মোরা ফিরে পুনঃ যাই বৃন্দাবনে॥
শ্রীঠাকুর অনন্তর বলেন সকলে।
অব্যভিচারিণী সেবা ইহাকেই বলে॥
সেব্যরূপে প্রেমাস্পদ ধরে যেইরূপ।
সেবকের কাছে তাহা নিত্য অপরূপ॥
সেই রূপে রাখে সদা হৃদয় কন্দরে।
অন্য কোন রূপ কভু না জাগে অন্তরে॥
আরেক কথার এবে দিব বিবরণ।
যাহাতে বুঝিবে কিবা সেবানিষ্ঠ মন॥
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে রাজা যুধিষ্ঠির।
রাজসূয় যজ্ঞ তরে করিলেন স্থির॥
সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে লভি নিমন্ত্রণ।
শত শত নৃপতির হয় আগমন॥
যুধিষ্ঠিরে হেরি তাঁরা রাজ সিংহাসনে।
প্রণাম করেন তাঁকে বিনম্র বদনে॥
শ্রীলঙ্কার অধিপতি ভক্ত বিভীষণ।
তিনিও আসেন সেথা লভি নিমন্ত্রণ॥
সভাস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তখনি।
সাষ্টাঙ্গ হইয়া তাঁকে বন্দিলেন তিনি॥
রাজসূয় যজ্ঞে থাকে এমতি বিধান।
যজ্ঞকারী নৃপতিকে করিবে প্রণাম॥
বিভীষণে কন কৃষ্ণ তুমি নতশিরে।
এবার প্রণাম কর রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
তাহা শুনি বিভীষণ বলেন তখন।
নারায়ণ ছাড়া কারে না নমি কখন॥
রাম, কৃষ্ণ দুইরূপে হরিতে ভূভার।
নারায়ণ জন্ম নেন হয়ে অবতার॥

সেইহেতু সর্বদাই ভক্তিভরা মনে।
প্রণাম করিয়া থাকি তাঁদের চরণে॥
নারায়ণ ব্যতিরেকে অন্য কারে কভু।
প্রণাম করিতে তুমি নাহি বলো প্রভু॥
বেগতিক দেখে কৃষ্ণ কন বিভীষণে।
আমাকে তুমি তো ভালবাস প্রাণে মনে॥
আমি যাঁকে পূজ্য বলে জানাই প্রণাম।
তব কাছে আরো পূজ্য তিনি অবিরাম॥
তাহাকে নমিতে ধ্রুব না থাকিবে বাধা।
নিশ্চয় নমিবে তবে নাহি রেখে দ্বিধা॥
অনন্তর প্রভু কৃষ্ণ নৃপ পাশে আসি।
নমিলেন যুধিষ্ঠিরে আনন্দেতে ভাসি।
বিভীষণ তবে তাহা করিয়া দর্শন।
বন্দিলেন ভক্তিভরে নৃপতি-চরণ॥
মোর সেব্য প্রভু ছাড়া কারে নাহি মানি।
এই ভাবে পূর্ণ থাকে সেবক পরাণি॥
এমতি সেবার কাছে সাধন ভজন।
অতি তুচ্ছরূপে ধ্রুব থাকে সর্বক্ষণ॥
সারদা-মা তাহে কন সকল সময়।
অহৈতুকী সেবাধর্ম সর্বোত্তম হয়॥
অহৈতুকী সেবাতেই থাকিলে তন্ময়।
সেবকের দেহমন হয় ইষ্টময়॥
রাবণ বধের পরে সীতাকে উদ্ধারি।
রামচন্দ্র ফিরেছেন অযোধ্যা নগরী॥
রাজ্য অভিষেক দিনে শ্রীরাম সবারে।
সস্নেহে করেন তুষ্ট নানা উপহারে॥
সেকালে জানকী মাতা নিজ রত্নহার।
স্নেহধন্য হনুমানে দেন উপহার॥
পরম শ্রদ্ধায় তাহা করিয়া গ্রহণ।
নিজ গলে হনুমান করেন ধারণ॥
কিছু পরে রত্নগুলি একে একে ছিঁড়ি।
চিবাইয়া দেখে কিছু ফেলে দেন ছুড়ি॥
লক্ষ্মণ শুধালে তাঁকে ইহার কারণ।
হনুমান কন, শোন ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
সস্নেহে জননী মোরে দিলে উপহার।
শ্রদ্ধায় লইনু তবে এই রত্নহার॥
কিন্তু যদি রাম নাম না থাকে সম্ভারে।
ধারণ না করি তাহা আমার বিচারে॥
রত্নমাঝে দেখিলাম রাম নাম নাই।
সেহেতু অবস্তু বলে ফেলিনু হেলায়॥

শুনিয়া লক্ষ্মণ তবে কন শ্লেষভরে।
রাম নাম লেখা নাই তব কলেবরে॥
তবু সেই কলেবর করিয়া ধারণ।
দ্বিধাহীন ভাবে তুমি কর বিচরণ॥
সত্য যদি থাকে কিছু তোমার বচনে।
কলেবর ত্যাগ তুমি কর এইক্ষণে॥
উত্তেজিত হনুমান সেকথা শুনিয়া।
নখ দিয়ে বক্ষঃস্থল ফেলেন চিরিয়া॥
দেখিল অবাক হয়ে সবে সভামাঝে।
লক্ষ লক্ষ রাম নাম লেখা অস্থিমাঝে॥
পুলকিত সকলেই লভিল প্রত্যয়।
মারুতির দেহমন নিত্য রামময়॥
এমতি আরেক কথা বলিব এখানে।
এই যুগে যাহা দেখা যায় বৃন্দাবনে॥
অহৈতুকী সেবকেরা অতীব নিষ্ঠায়।
মধুক্ষরা ইষ্ট নাম সদা করে যায়॥
যেহেতু সে নাম তারা জপে অবিরাম।
অস্থিতেও লেখা হয়ে যায় সেই নাম॥
গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ প্রেমের আধার।
বিখ্যাত অদ্বৈত বংশে জন্ম হয় তাঁর॥
শ্রীঠাকুর যবে রন দক্ষিণ শহরে।
মাঝে মাঝে তিনি সেথা যান প্রেমভরে॥
গুরুরূপে শ্রীগোস্বামী পরবর্তীকালে।
পাপীদের স্থান দেন চরণ কমলে॥
একদা গোস্বামী প্রভু কন শিষ্যগণে।
একবার গিয়েছিনু আমি বৃন্দাবনে॥
যমুনার চর যেথা থাকয়ে অদূরে।
দেখিনু সেস্থান পূর্ণ সাধুদের ভিড়ে॥
সাধুগণ শ্রীপ্রভুর সচল বিগ্রহ।
সেহেতু দর্শন তরে জাগিল আগ্রহ।
যাত্রাপথে দেখিলাম বালির উপরে।
মানুষের অস্থি এক রহিয়াছে পড়ে॥
কৌতুহলী হয়ে অস্থি তুলিলে যতনে।
দেখিনু ঘটনা এক বিস্মিত বদনে॥
হেরিলাম দেবভাষা সেমতি অক্ষরে।
'হরেকৃষ্ণ' নাম শোভে গোটা অস্থি 'পরে॥
পুলকিত হয়ে আমি ছুটি উর্ধ্বশ্বাসে।
অস্থিখানি নিয়ে গেনু সাধুদের পাশে॥
'হরেকৃষ্ণ' নাম লেখা দেখি অস্থি 'পরে।
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম সবে কৈলা ভক্তিভরে॥

সাধুগণ কন তবে, মোদের প্রত্যয়।
কোন মহাবৈষ্ণবের এই অস্থি হয়॥
অনন্তর সকলেই পুলকিত প্রাণে।
সংকীর্তন শুরু করে দেয় সেইস্থানে॥
অবশেষে অস্থিটিকে সভক্তি অন্তরে।
সমাধিস্থ করা হল যমুনার চরে॥
ভক্ত শ্রীউদ্ধবে কন কৃষ্ণ ভগবান।
উর্জিতা ভক্তির কাছে সবকিছু ম্লান॥
বেদ পাঠ, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম আচরণ।
তপস্যা, সন্ন্যাস আদি আছয়ে সাধন॥
এ সকল মোরে তুষ্ট তত নাহি করে।
যেমতি উর্জিতা ভক্তি তৃপ্তি দেয় মোরে॥

ন সাধয়তি মাম্ যোগো
ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব!
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো
যথা ভক্তির্মোর্জ্জিতা॥
শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।২০

উর্জিতা ভক্তিতে ভক্ত প্রভুর কৃপায়।
প্রেমে হাসে, প্রেমে কাঁদে, প্রেমে নাচে গায়॥
সেমতি ভক্তির মাঝে নাহি থাকে কাম।
সেহেতু সে ভক্তি ধরে অহৈতুকী নাম॥
অহৈতুকী ভক্তি থাকে কারণ স্বরূপে।
অহৈতুকী সেবা তাহে আসে ফল রূপে॥
কার্য ও কারণ রূপে তারা পরস্পরে।
অবিচ্ছেদ্য হয়ে নিত্য থাকে চরাচরে॥
সেইহেতু বারবার সারদা-মা কন।
অহৈতুকী সেবা হয় সর্বশ্রেষ্ঠ ধন॥
একমাত্র সেবাতেই সর্বাপেক্ষা বেশী।
প্রেমময় শ্রীঠাকুর হন সদা খুশী॥
কিন্তু এক সারকথা জানিবে সদাই।
সেবা করা যায় শুধু তাঁহারি কৃপায়॥
তাঁহারি কৃপায় শুধু ভক্তের হৃদয়ে।
অহৈতুকী সেবা-ভাব উঠে মূর্ত হয়ে॥
সেবা মাঝে মার সেবা অতি অপরূপ।
পুঁথিতে বর্ণিব এবে তাহার স্বরূপ॥
জননীর সেবা কার্যে থাকা সমাসীন।
অতীব সহজ পুনঃ অতীব কঠিন॥
মার তরে সেবা ধরে বিপরীত ধারা।
পুত্রের সেবাতে মাতা সদা আত্মহারা॥
যেমতি সেবাতে কষ্ট না লভে সন্তান।
সেমতি সেবায় শুধু মাতা তৃপ্তি পান॥
সামান্য সেবাও যদি কভু করা হয়।
তাহাতেই খুশী মাতা সকল সময়॥
পুত্রগর্বে গরবিত হয়ে মাতৃপ্রাণ।
সবারে ডাকিয়া তিনি সেকথা শোনান॥
বদনগঞ্জেতে যেথা থাকে বিদ্যালয়।
পঞ্চম শ্রেণীতে সেথা পড়ে রামময়॥
বয়সে বালক অতি, মায়ের সন্তান।
মার তরে রাজে সদা আন্তরিক টান॥
জয়রামবাটী হতে তার বিদ্যালয়।
মাইল চারেক দূরে অবস্থিত রয়॥
পড়াশুনা করে সেথা থাকি ছাত্রাবাসে।
শনিবারে ছুটি হলে যায় মার পাশে॥
মনের আনন্দে সদা হয়ে ভরপুর।
জননীর পাশে থাকি করে ঘুরঘুর॥
আপন সামর্থ্যমত মার কাজগুলি।
নিষ্ঠাভরে করে সব আকুলি বিকুলি॥
মায়ের আদর খেয়ে পুনঃ সোমবারে।
বিদ্যালয়ে ফিরে যায় পড়াশুনা তরে॥
ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে চলে এই ধারা।
জননীর কাছে সদা থাকে আত্মহারা॥
একদিন সেইপুত্র খেয়ালী অন্তরে।
এক গোছা পান আনে জননীর তরে॥
তাহা হেরি সারদা-মা আনন্দে আকুল।
পুত্র গর্বে আঁখি তাঁর হয় বাষ্পাকুল॥
সামান্য সেবার দ্রব্য তবু স্নেহচ্ছলে।
সন্তৃপ্ত হৃদয়ে তিনি বলেন সকলে॥
দেখিয়াছ কি গভীর সন্তানের টান।
আনিয়াছে মোর তরে কি সুন্দর পান।
আমার সন্তান দেখ কত ভালবাসে।
তাহার কল্যাণ সদা মাগি প্রভুপাশে॥
বড়মামী তাঁর নাম দেবী সুবাসিনী।
জননীকে বড় ভালবাসিতেন তিনি॥
মার তরে থাকে তাঁর আন্তরিক টান।
তাহে তিনি মার হতে মহামন্ত্র পান॥
প্রীতিভরে কেহ কিছু দিলে মার তরে।
শতমুখে মাতা তাহা বলেন সবারে॥
গুল দিয়ে নিয়মিত দিনে চারিবার।
মাজিতেন দাঁত নিত্য জননী আমার॥

নারিকেল পাতা, দোক্তা ঠিক অনুপাতে।
পোড়াইলে গুল তৈরী হয় ঠিকমতে॥
বড়মামী একবার সভক্তি অন্তরে।
করিলেন গুল তৈরী জননীর তরে॥
প্রসন্নমামাকে দিয়ে কলিকাতা স্থানে।
পাঠালেন মামী তাহা মাতৃসন্নিধানে॥
জয়রামবাটী পরে আসিলে জননী।
মামীকে ডাকিয়া তবে বলিলেন তিনি॥
যে গুল পাঠিয়েছিলি তুই মোর তরে।
সুখ্যাতি করেছে তার সবে প্রাণভরে॥
কি সামান্য বস্তু গুল কিবা তার দাম।
তাহাতেই কত খুশী জননীর প্রাণ॥
সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করি মায়ের চরণ।
এমতি লীলার আরও দিব বিবরণ॥
সপ্তাহ দুইয়েক তরে সপ্রেম অন্তরে।
একবার মাতা যান কামারপুকুরে॥
সেইকালে বড়মামী আন্তরিক টানে।
কিছু মিষ্টি, পদ্মফুল পাঠান সেখানে॥
সামান্য সেবাতে মাতা তৃপ্তি পরবশে।
পুনরায় ফিরে আসি কন মামী পাশে॥
এ সংসারে কেহ মোর তত্ত্ব নাহি করে।
ব্যতিক্রম তুই শুধু বুঝেছি অন্তরে॥
সামান্য সেবাতে দেখ মায়ের হৃদয়।
কিভাবে খুশীতে তাহা পরিপূর্ণ হয়॥
কত সোজা হয় দেখ মার সেবা করা।
অল্পতেই নেমে আসে মার কৃপাধারা॥
না হলেও ঠিক সেবা হলে চেষ্টা তার।
তাহাতেও বড় খুশী জননী আমার॥
জননী-সারদা যবে রন উদ্বোধনে।
আসিলেন ভক্ত এক আকুলিত মনে॥
ঠাকুরের পূজা আর মার সেবা তরে।
আনিলেন এক ঝুড়ি আম সঙ্গে করে॥
প্রভুর ভোগের তরে যাহা কিছু রয়।
অগ্রভাগ তার খাওয়া উচিত না হয়॥
সেহেতু দোকানী বাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া।
খরিদ করেন আম তাহা না চাখিয়া॥
মধ্যাহ্ন ভোগের পরে সাধু ভক্তজনে।
আম দেওয়া হয় খেতে প্রসাদের সনে॥
খুব টক বলে আম কেহ নাহি খায়।
সপ্রেম কৌতুকে তবে ভক্তকে রাগায়॥
বোকারাম, হাঁদারাম নানা বিশেষণে।
বিশেষিত হয় ভক্ত আমের কারণে॥
এসব শুনিয়া ভক্ত থাকে মন মরা।
চক্ষু দিয়ে প্রবাহিত হয় অশ্রুধারা॥
এই আম মাতা নাহি খাবেন নিশ্চয়।
তাহা ভাবি ভক্তমনে আরও কষ্ট হয়॥
আশ্চর্যের কথা কিন্তু ভোজনের কালে।
খাইলেন আম এক মাতা স্নেহচ্ছলে॥
খেতে খেতে মাতা কন স্নেহ অনুরাগে।
টকটক আম কিন্তু বেশ ভাল লাগে॥
মায়ের তৃপ্তির কথা করিয়া শ্রবণ।
আনন্দেতে পূর্ণ হয় ভক্তটির মন॥
মন তুমি ভেবে দেখ মার সেবারীতি।
টক আম তাহাতেও জননীর প্রীতি॥
যাতে পুত্র কষ্ট নাহি পায় কোনভাবে।
তাহাই দেখেন মাতা স্নেহের স্বভাবে॥
সদাই নাড়ির টানে সারদা-জননী।
জানিতে পুত্রের কষ্ট পারিতেন তিনি॥
সন্তান লভিলে ক্লেশ কারণে সেবার।
মাতা স্নেহে তুলে নেন সেই ক্লেশভার॥
সন্তানের বোঝা তাহে হাল্কা হয়ে যায়।
সে কারণে মার কষ্ট আরও বৃদ্ধি পায়॥
মহাদেবানন্দ নামে সন্ন্যাসী সন্তান।
কোয়ালপাড়ার মঠে তাঁর অবস্থান॥
পিত্রালয়ে যবে রন জননী-সারদা।
সব্জীপাতি নিয়ে সেথা গেলেন একদা॥
প্রসাদাদি দিয়ে মাতা বলেন তাহারে।
নটকনা দ্রব্য বেশী না আছে ভাণ্ডারে॥
আটা, চিনি, ঘি, ময়দা বিবিধ সম্ভার।
এখানে ওসব দ্রব্য মেলা হয় ভার॥
বৈকালবেলায় গিয়ে হলদিপুকুরে।
আনিবে এসব দ্রব্য খরিদাদি করে॥
জননীর সেবাকার্য করিব ভাবিয়া।
স্নেহধন্য সন্তানের পুলকিত হিয়া॥
মনের আনন্দে কিনে বিবিধ সম্ভার।
মোটামুটি হয় তার এক মণ ভার॥
দোকানী বলেন তবে সম্ভ্রমের সনে।
"বহিবার তরে কুলি ডেকে দিই এনে॥
সন্ন্যাসীর চিন্তা কিন্তু মাতা কৃপা করে।
'বাজার করিয়া আন' বলেছেন মোরে॥

কুলি তরে জননীর না আছে নির্দেশ।
করিব যেমতি আছে মায়ের আদেশ॥
দোকানীকে ত্যাগীপুত্র বলেন তখন।
কুলি ডাকিবার কোন নাহি প্রয়োজন॥
বোঝাখানি তুলে দেন আমার মাথায়।
বহিতে পারিব ঠিক মায়ের কৃপায়॥
বোঝা নিয়ে সেই পুত্র হাঁটে সাবধানে।
কষ্ট হয় তবু খুব তৃপ্তি পায় মনে॥
পথিমধ্যে বেড়ে যায় আরও উৎপাত।
সহসা সেথায় শুরু হয় বৃষ্টিপাত॥
বোঝার উপরে ছাতা ধরিয়া যতনে।
স্লিপিচ্ছিল পথে পুত্র হাঁটে সাবধানে॥
এক হাত বোঝা 'পরে অন্য হাতে ছাতা।
গুরুভারে টনটন করে তার মাথা॥
অতীব পিচ্ছিল পথ, ঘটিলে স্খলন।
দ্রব্য নষ্ট সনে হবে আদেশ লঙ্ঘন॥
নিরুপায় হয়ে পুত্র আকুলিত মনে।
প্রার্থনা জানান তিনি মায়ের চরণে॥
উপায় করিয়া মাগো দাও কৃপা করি।
যাহাতে দ্রব্যের বোঝা নিয়ে যেতে পারি॥
অকস্মাৎ কি হইল কেহ নাহি জানে।
মুহূর্তেই বোঝা হাল্কা হল সেইখানে॥
প্রায় বোঝাশূন্য বোধে আনন্দেতে ভাসি।
ছুটিতে ছুটিতে প্রায় চলেন সন্ন্যাসী॥
মাতৃধামে পেঁৗছি দেখে সারদা-জননী।
ক্লান্তিতে বিবর্ণ তনু ব্যাকুল পরাণি॥
জননী নিজের ঘরে বারান্দার 'পরে।
সজোরে হাঁটিতে ব্যস্ত অতীব গম্ভীরে॥
পূর্ব হতে পশ্চিমেতে যান একবার।
দ্রুতপদে অন্যদিকে যান অন্যবার॥
শ্রীমুখে ক্লান্তির ছাপ, রক্তিম নয়ন।
আপনার মনে যেন আপনারে কন॥
কুলি নিতে কেন নাহি বলিনু সন্তানে।
আহা কত কষ্ট বাছা পায় দেহ মনে॥
পুত্রকে ফিরিতে সেথা দেখি সেইকালে।
সক্ষোভে বলেন তাকে মাতা স্নেহচ্ছলে॥
আমি বলি নাই বলে কেন বুদ্ধি করে।
কুলি নাহি নিলে তুমি বোঝাটির তরে॥
এত ভারী বোঝা তরে কষ্ট পেলে তুমি।
তোমাদের কষ্টে আরও কষ্ট পাই আমি॥

সন্তানের বোঝা সদা নিতে হয় ঘাড়ে।
দেখ কত কষ্ট পেতে হইল আমারে॥
তাহা মোরা জানি মাগো খুব ভালভাবে।
পুত্রে বোঝা তুলে নাও স্নেহের স্বভাবে॥
ইহ পরকালে যত থাকে বোঝা ভার।
সব নিজ স্কন্ধে নাও জননী আমার॥
এমতি ভরসা তরে ভয়শূন্য হয়ে।
হেসে খেলে পড়ে আছি তব মুখ চেয়ে॥
তোমার চরণে মাগো নমি বারবার।
তোমাকেই লভি যেন কৃপায় তোমার॥
পুনরায় ফিরে চলি পূর্বের কথায়।
কিবা অপরূপ রীতি মায়ের সেবায়॥
জননীর সেবাকার্যে যদি কষ্ট বাড়ে।
সে কষ্ট জননী নেন আপনার ঘাড়ে॥
মার সেবাকার্যে তাহে থাকা সমাসীন।
সত্যিই একান্তভাবে অতীব কঠিন॥
একমাত্র সবিশেষ মায়ের কৃপায়।
জননীর ছোট খাটো সেবা করা যায়॥
মাঝে মাঝে সন্তানের সেবা প্রচেষ্টায়।
স্নেহময়ী জননীর কষ্ট বেড়ে যায়॥
তাহাতেও জননীর অশেষ সম্প্রীতি।
সন্তানের সুখ তরে সদাই আকুতি॥
পিত্রালয়ে সারদা-মা থাকেন যখন।
কলিকাতা হতে ভক্ত আসে একজন॥
যে কোন কারণে ভক্ত প্রীতির প্রকাশে।
কচু শাক রান্না খেতে খুব ভালবাসে॥
ভক্তের আচার থাকে ভক্তিতে সতত।
গুরু ইষ্টে সেবা করে আপনার মত॥
ভক্তের যে সব বস্তু খেতে ভাল লাগে।
গুরু ইষ্টে তাহা দিতে চায় অনুরাগে॥
সেই ভক্ত একদিন বেড়াবার কালে।
বাড়ুজ্জে পাড়ায় যায় আপন খেয়ালে॥
সেখানে দেখিল ভক্ত অদূরে ডোবায়।
কুচকুচে কচু শাক বহু শোভা পায়॥
বড়ই পুরুষ্টু শাক কালীয় বরণ।
তাহা হেরি ভক্তটির বিগলিত মন॥
ভক্তের হইল তবে চিন্তার উদয়।
এখানের লোকগুলি বড় বোকা হয়॥
এমন সুন্দর শাক খেতে নাহি জানে।
শহুরে লোকের সাথে তফাত এখানে॥

এক বোঝা শাক তবে যতনে তুলিয়া।
মার কাছে নিয়ে যায় পিঠেতে ফেলিয়া॥
মাতৃধামে পৌঁছাইলে শুধান জননী।
এই শাক কোথা পেলে বল দেখি শুনি॥
তদুত্তরে ভক্ত কয় আকুলি বিকুলি।
বাড়ুজ্জে-ডোবায় ছিল এই শাকগুলি॥
কেমন সুন্দর শাক দেখ মাতা তুমি।
তুমি খাবে সেইহেতু আনিয়াছি আমি॥
তাহা শুনি মাতা কন, মোর বোকা ছেলে।
জোলো শাক নাহি খায় কুটকুটে বলে॥
তুমি বুঝি ভাবিয়াছ যাহারা এদেশে।
কচু শাক খেতে তারা নাহি ভালবাসে॥
অতীব লজ্জায় তবে সে ভক্ত সন্তান।
মাথা হেঁট করে সেথা করে অবস্থান॥
তাহাতেই সেই ভক্ত না লভে নিস্তার।
কুটকুটি তরে হয় যন্ত্রণা অপার॥
অবিলম্বে ঢাক হয়ে যায় পিঠ ফুলে।
দুহাতেরও সেই দশা কচু শাক তুলে॥
তাহা হেরি সারদা-মা হাতে তেল নিয়ে।
মালিশ করিয়া দেন সস্নেহ হৃদয়ে॥
এভাবে মালিশ করা হলে কিছুক্ষণ।
ভক্তের যন্ত্রণা কম হইল তখন॥
স্নেহ সুরধুনী তবে কন স্নেহভরে।
এ মুহূর্তে নাহি যাবে তুমি স্নান তরে॥
শুকালে তোমার দেহে তেল ভালভাবে।
তবে তুমি স্নান তরে পুকুরেতে যাবে॥
তার পূর্বে জলে যদি স্নান করা হয়।
শরীরে যন্ত্রণা পুনঃ বাড়িবে নিশ্চয়॥
অতীব সঙ্কোচে তবে ভাসি অশ্রুনীরে।
করজোড়ে সেই ভক্ত বলে জননীরে॥
আমার যন্ত্রণা হল তাহে নাহি ডরি।
তোমাকে দিলাম কষ্ট তাহে ভেবে মরি॥
প্রীতিভরে মাতা তবে করি আশীর্বাদ।
সন্তানে দিলেন খেতে প্রভুর প্রসাদ॥
মধ্যাহ্ন ভোগের পরে ভক্তেরা সবাই।
প্রসাদ পাবার তরে মার কাছে যায়॥
খেতে বসে ভক্ত দেখে বিস্মিত অন্তরে।
রয়েছে কচুর শাক ব্যঞ্জন আকারে॥
অতীব সুস্বাদু লাগে খাইতে তাহার।
এতটুকু কুটকুটি নাহি আছে আর॥
খেতে ভাল লাগে বলে সতৃপ্ত অন্তরে।
মাতা তাহা দেন পুত্রে আরও বেশী করে॥
কিভাবে হইল এই অসাধ্য সাধন।
জননীকে সেই পুত্র পুছিল তখন,॥
তাহা শুনি মাতা কন সস্নেহ হৃদয়ে।
কুটিলাম শাকগুলি হাতে তেল নিয়ে॥
তেঁতুলের সহযোগে আমি তারপরে।
শাকগুলি সেদ্ধ করি বহুক্ষণ ধরে॥
সেই শাক সেদ্ধ হলে তার জল ফেলে।
আবার নূতন করে জল দিই ঢেলে॥
এইভাবে তিনবার জল ফেলে দিয়ে।
রাঁধিলাম কচু শাক মশলাপাতি দিয়ে॥
মায়ের সেবার ইচ্ছা জাগে পুত্র মনে।
মাতা কত কষ্ট পান তাহার কারণে॥
তথাপি তাতেই মার আনন্দ অপার।
পুত্র সুখে সদা সুখী জননী আমার॥
জননীর সেবাকার্যে বিপরীত ধারা।
সে কথা ভাবিয়া আমি হই আত্মহারা॥
সেবাকার্যে সন্তানের কভু কষ্ট হলে।
জননী সে সেবা নাহি নেন ছলেবলে॥
সন্তানের কষ্ট হবে সেবার কারণে।
তাহা ভাবি আরও কষ্ট মাতা পান মনে॥
লীলা অপ্রকট পূর্বে সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
অসুস্থ হইয়া মাতা রন উদ্বোধনে॥
অতীব কঠিন রোগ জননী শরীরে।
রোগের কারণে সর্ব অঙ্গ জ্বালা করে॥
পাখার বাতাসে জ্বালা কিছু যায় কমে।
সেইভাবে সেবা চেষ্টা চলে পালাক্রমে॥
পথ্য গ্রহণের পর একদা দুপুরে।
জননী শায়িতা রন শয্যার উপরে॥
তাহা হেরি সেবকের চিন্তার উদয়।
এ সময়ে মাকে যদি পাখা করা হয়॥
তাহা হলে রোগক্লিষ্টা জননী আমার।
আরামে যাবেন নিদ্রা ভুলি কষ্টভার॥
স্নেহধন্য সে সেবক সেমতি ভাবিয়া।
করিতে থাকেন হাওয়া পাখাটি লইয়া॥
বড় জোর চার-পাঁচ মিনিটের পরে।
জননী সেবকে কন স্নেহঝরা স্বরে॥
করিতেছ হাওয়া তুমি মোরে বহুক্ষণ।
হাত ব্যথা হয়ে যাবে, থামহ এখন॥

সেবক বলেন তবে এমতি পাখায়।
এত অল্পক্ষণে কেহ ব্যথা নাহি পায়॥
পাখা করা তরে যদি হাতে ব্যথা হয়।
আপনা আপনি তবে থামিব নিশ্চয়॥
কঠিন অসুখ তরে কত কষ্ট পাও।
চিন্তাশূন্য হয়ে মাগো তুমি নিদ্রা যাও॥
সেবকের কাছ হতে সে সকল শুনি।
কিছুক্ষণ চক্ষু বুজে থাকেন জননী॥
পুনরায় জননীর সেই এক কথা।
পাখা করা তরে তব হইয়াছে ব্যথা॥
হাওয়া করা বন্ধ তুমি করহ এখনি।
নিদ্রামগ্ন হব আমি আপনা আপনি॥
সেবক শুনেও তাহা পাখা যায় করে।
তাহা হেরি মাতা পুনঃ কন স্নেহভরে॥
তোমার হতেছে কষ্ট এই চিন্তা ভাসে।
সেইহেতু কিছুতেই নিদ্রা নাহি আসে॥
পাখা করা হতে তুমি থাকিলে বিরত।
নিশ্চিন্ত হইয়া তবে হব নিদ্রাগত॥
মিনিট দশেরও বেশী পাখা নাহি করে।
অগত্যা সেবক তাহা দেয় বন্ধ করে॥
জননীর সেবাকার্যে থাকা সমাসীন।
দেখ মন তাহা হয় কত সুকঠিন॥
এমতি ঘটনা আরো হয়ে ভক্তিমনা।
সারদা পুঁথির মাঝে করিব বর্ণনা॥
জননীর কৃপাধন্য সন্তান কিশোরী।
মাতৃপদে স্থান নেন গৃহ পরিহরি॥
সন্ন্যাস লইয়া তিনি মায়ের কৃপায়।
প্রভুর আশ্রমে রন কোয়ালপাড়ায়॥
জয়রামবাটীধামে থাকিলে জননী।
মায়ের সেবকরূপে থাকিতেন তিনি॥
সেইকালে পল্লীবাসী বড় কষ্ট পায়।
বিশুদ্ধ পানীয় জল নাহি পাওয়া যায়॥
স্নান, শৌচ, বস্ত্র কাচা হয় যে পুকুরে।
পুকুরের সেই জলই সবে পান করে॥
বিষময় সেই জল ব্যবহার ফলে।
পল্লীবাসী পড়ে নানা রোগের কবলে॥
জয়রামবাটীধামে মায়ের সময়।
বাড়ুজ্জ্যে পুকুর নামে থাকে জলাশয়॥
সেথা হতে তুলে নিয়ে অবিশুদ্ধ জল।
গ্রামবাসী তাহা পান করে অবিরল॥
মাতাও করেন সেই জল ব্যবহার।
তাহা হেরি পুত্র মনে কষ্ট অনিবার॥
আমোদর নদ থাকে গ্রামের উত্তরে।
কিশোরী প্রত্যহ সেথা যায় স্নান তরে॥
আমোদর তার তীরে সকল সময়।
স্তূপাকারে বালুরাশি জমা হয়ে রয়॥
বালুস্তূপ নীচে কিছু খনন করিলে।
বিশুদ্ধ নির্মল জল সর্বদাই মিলে॥
তাহা স্মরি সেই পুত্র মনে স্থির করে।
সেই জল এনে দেব জননীর তরে॥
সেই জলে প্রভু পূজা হবে শুদ্ধাচারে।
মাতাও খাবেন তাহা তৃপ্তি সহকারে॥
এইসব চিন্তা করি সভক্তি হৃদয়ে।
কলসী লইয়া যান স্নানের সময়ে॥
স্নান শেষে বালুস্তূপ খনন করিয়া।
শুদ্ধ জলে কলসীটি নিলেন ভরিয়া॥
আনয়ন করি তাহা ভক্তিভরা মনে।
প্রভুপূজা বেদীপার্শ্বে রাখেন যতনে॥
মার কাছে পুত্র তবে করিয়া গমন।
করজোড়ে ভক্তিভরে বলেন তখন,॥
এই জল নিও মাগো, প্রভু পূজা তরে।
তুমিও মা এই জল খাবে কৃপা করে॥
পুত্রের ধারণা কিন্তু আছিল হৃদয়ে।
সন্তুষ্ট হবেন মাতা এই জল পেয়ে॥
মাতা কিন্তু সবকিছু করিয়া শ্রবণ।
সন্তানে ধমক দিয়া সরোষেতে কন॥
কে তোমারে বলিয়াছে জল আনিবারে।
আমি তো বলিনি কভু একথা তোমারে॥
বাড়ুজ্জ্যে পুকুর আছে নিকটে হেথায়।
তার মিষ্টি জল আমি সদা খেয়ে যাই॥
আমোদর হতে জল না আনিবে আর।
এ কথাটি থাকে যেন মনেতে তোমার॥
ধমকানো হয় তবু পুত্র লক্ষ্য করে।
খেতেছেন ঐ জল মাতা তৃপ্তিভরে॥
আনন্দেতে পুত্র আরো লভিল সন্ধান।
সেই জলে প্রভুপূজা মাতা করে যান॥
সেসকল হেরি পুত্র ভাবিল অন্তরে
খেলেন আনীত জল মাতা তৃপ্তিভরে॥
তাহা ছাড়া স্নেহময়ী সারদা-জননী।
পূজাকালে সেই জল নিয়েছেন তিনি॥

বাড়ুজ্জ্যে পুকুর নামে সেই জলাশয়।
তার জল বীজাণুতে পূর্ণ হয়ে রয় ॥
ইদানিং নানা রোগ মায়ের শরীরে।
অবিশুদ্ধ জলে রোগ আরো যাবে বেড়ে ॥
জননী রবেন সুস্থ ভাবিয়া সন্তান।
অবাধ্য হয়েও পুনঃ জল আনিতে যান ॥
দেখ মন অহৈতুকী সেবকের রীতি।
অবাধ্য হয়েও কাজ করে যথারীতি ॥
কি ভাবেতে সুস্থ সদা রবেন জননী।
এমতি চিন্তায় পুত্র আকুল পরাণি ॥
সেব্যরূপে মাতা যাহে মনে পান সুখ।
অবাধ্য হয়েও তাহা করিতে উন্মুখ ॥
সুতরাং সেই পুত্র না শুনি বারণ।
নদী হতে জল পুনঃ করে আনয়ন ॥
তাহা হেরি সারদা-মা আরো রোষভরে।
বলিতে থাকেন পুত্রে সক্ষুব্ধ অন্তরে ॥
যদিও নিষেধ কাল করিয়াছি আমি।
তবু কেন জল পুনঃ আনিয়াছ তুমি ॥
মিষ্টি জল খাই আমি জলাশয় হতে।
অবাধ্য হয়েও জল আন কোন্ মতে ?
কাল হতে তুমি জল না আনিবে আর।
এ কথাটি ভালভাবে বলি আরবার ॥
হৃষ্টচিত্তে সেইদিনও দেখিল সন্তান।
সারদা-মা তৃপ্তিভরে সেই জলই খান ॥
শ্রীপ্রভুর পূজাতেও সারদা-জননী।
নদী হতে আনা জল দানিলেন তিনি ॥
তাহা হেরি পরদিনও আবিষ্ট অন্তরে।
কলসী লইয়া পুত্র যান আমোদরে ॥
আমোদরে স্নানপর্ব করি সমাপন।
সেদিনেও করিলেন জল আনয়ন ॥
আনিয়া কলসীখানি সভক্তি অন্তরে।
রাখিলেন যত্নকরে প্রভুপূজা ঘরে ॥
আবার আনিতে জল সন্তানে দেখিয়া।
সীমাহীনভাবে মাতা উঠেন রাগিয়া ॥
সন্তানে বলেন তবে সক্ষুব্ধ অন্তরে।
নিষেধ করেছি আমি জল আনা তরে ॥
তোমাকে বারণ আমি করি বারবার।
অবাধ্য হয়েও জল এনেছ আবার ॥
বড়ই অবাধ্য এবে হইয়াছ তুমি।
মানিতে কি নাহি চাও যাহা বলি আমি ॥

যেমতি জননী তাঁর সেমতি সন্তান।
জননীর রোষবাক্যে পুত্র রেগে যান ॥
উত্তেজিত ভাবে তবে বলে জননীরে।
স্নানতরে যাই আমি আমোদর নীরে ॥
মোর ইচ্ছা হয় তাই জল আনি আমি।
তোমার হইলে ইচ্ছা খাবে জল তুমি ॥
না হলে তোমার ইচ্ছা জল নাহি খাবে।
তাহাতে বলতো মোর কিবা এসে যাবে ॥
তবু জেনো প্রতিদিন আমি স্নান শেষে।
আনিয়া রাখিব জল ইচ্ছার আবেশে ॥
আমার প্রতিজ্ঞা শোন জননী আমার।
কিছুতেই ব্যতিক্রম না হবে ইহার ॥
পুত্রের প্রতিজ্ঞা বার্তা করিয়া শ্রবণ।
স্নেহঝরা কণ্ঠে মাতা বলেন তখন, ॥
দেখ বাবা, তুমি জল আন কষ্ট করে।
আমিও সে জল খাই খুব তৃপ্তিভরে ॥
আমোদর নদ হতে আন তুমি জল।
সুনিশ্চিত ভাবে তাহা বিশুদ্ধ নির্মল ॥
কিন্তু যবে মনে জাগে দূরত্বের কথা।
ভাবিয়া তোমার কষ্ট মনে পাই ব্যথা ॥
শুধু ভাবি মোর বাছা কত কষ্ট করে।
কতদূর হতে জল আনে মোর তরে ॥
জল আনা তরে কষ্ট হইবে তোমার।
সেহেতু বারণ আমি করি বারবার ॥
জননীর স্নেহবাক্য করিয়া শ্রবণ।
পুলকিত পুত্র করে অশ্রু বরিষণ ॥
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি ভাসি অশ্রুনীরে।
করজোড়ে পুত্র তবে বলে জননীরে ॥
আমি হই দীনহীন সন্তান তোমার।
তবুও আমার তরে এত স্নেহভার ॥
তোমার স্নেহের ধারা সীমা নাহি মানে।
তবপদে ভক্তি যেন রাজে মোর প্রাণে ॥
অধম হলেও আমি তোমার সন্তান।
তব সেবা তরে মন করে আনচান ॥
আশীর্বাদ কর যাতে তোমার কৃপায়।
নিযুক্ত থাকিতে পারি তোমার সেবায় ॥
দেখ মন কিবা হয় মার সেবাধারা।
পুত্রকষ্ট ভাবিয়াই মাতা আত্মহারা ॥
মার সেবাকার্যে তাহে থাকা সমাসীন।
দ্বিধাহীন ভাবে তাহা অতি সুকঠিন ॥

মূর্তিমতী সরস্বতী জননী সারদা।
জ্ঞানদায়িনীর রূপে থাকেন সর্বদা ॥
বেদ ও বেদান্ত আদি যত শাস্ত্র রয়।
তাঁহার শ্রীবাণী হতে সব সৃষ্ট হয় ॥
মায়ের প্রতিটি বাণী মুক্তা সমান।
সুগভীর তত্ত্বে পূর্ণ থাকে বিদ্যমান ॥
প্রতিটি বাণীর মাঝে ভাব থাকে নানা।
মার কৃপা ছাড়া তাহা নাহি যায় জানা ॥
নরেন, শরৎ আদি সন্ন্যাসী সন্তান।
জ্ঞানে নাহি দেখা যায় তাঁদের সমান ॥
তাঁরাই গেছেন বলে মার প্রতি বাণী।
কি গভীর অর্থপূর্ণ মুক্তার খনি ॥
মায়ের যে কোন বাণী করিয়া গ্রহণ।
ঝুড়ি ঝুড়ি গ্রন্থ করা যায় প্রণয়ন ॥
তবুও সকল অর্থ বলা নাহি হবে।
সমর্থ বলিতে তাহা কেহ নাই ভবে ॥
অন্তঃস্থল হতে সদা সেই কথা মানি।
সুগহীন তত্ত্বপূর্ণ জননীর বাণী ॥
প্রতিটি বাণীতে রাজে গভীর দ্যোতনা।
কালজয়ী আত্যন্তিক বিশ্বের চেতনা ॥
সে বাণীর সর্বভাবে অর্থ দানিবারে।
সক্ষম নাহিক কেহ বিশ্ব চরাচরে ॥
তবুও যে কেহ যদি সাধ্য অনুসারে।
ভক্তিভরে মার বাণী আলোচনা করে ॥
তাহা হলে গুণীজন জগতে সবাই।
'সে ব্যক্তির অহোভাগ্য' বলিবে সদাই ॥
এমতি কার্যের তরে আমার প্রত্যয়।
মার কৃপাধারা তাহে প্রবাহিত হয় ॥
জননীর বাণী যবে হয় আলোচিত।
তাঁহারই চিন্তায় মন থাকে সমাহিত ॥
লেখা সাথে চলে নিত্য স্মরণ মনন।
মায়ের কৃপায় ভাবে মায়ের চরণ ॥
অন্য ক্ষণে না হইলেও লেখার সময়।
মায়ের চিন্তায় থাকে হৃদয় তন্ময় ॥
'ক্ষণমিহ' মার চিন্তা কত শক্তি ধরে।
সেই মাত্র বোঝে যার পশেছে অন্তরে ॥
অচিরে ঊষর হৃদি সজীবতা পায়।
ভক্তিরসে সিক্ত হয় মায়ের কৃপায় ॥
অজ্ঞান অক্ষম মোর ভক্তিশূন্য প্রাণ।
তবু জানি আমি হই সারদা-সন্তান ॥

অবোধ শিশুর মুখে অর্থহীন কথা।
তাহাও মায়ের প্রাণে বাড়ায় মমতা ॥
এ কথা স্মরণ রাখি ভয়শূন্য চিতে।
জননীর বাণী কিছু রাখিব পুঁথিতে ॥
সমার্থক প্রভুকথা, শাস্ত্রকথা সনে।
রাখিব মায়ের কথা ভক্তিভরা মনে ॥
তাহাতেই বোঝা যাবে জননীর বাণী।
কি গহীন তত্ত্বপূর্ণ মুক্তার খনি ॥
এইভাবে মার বাণী করিতে প্রকাশ।
পুঁথিমাঝে যথাসাধ্য রাখিব প্রয়াস ॥
গুরুর আদেশ বলে মায়ের কৃপায়।
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিবারে চাই ॥
ভক্তদের শ্রীচরণে জানাই প্রণাম।
যাহাতে লেখার শক্তি পাই অবিরাম ॥
মার উপদেশ বাণী ভক্তি অনুরাগে।
পুঁথিমাঝে কিছু কিছু দেওয়া আছে আগে ॥
আরো কিছু উপদেশ করিয়া চয়ন।
সারদাপুঁথির মাঝে রাখিব এখন ॥
তেরশ পঁচিশ সনে সারদা জননী।
'এবার যাইব দেশে', বলিলেন তিনি ॥
সেই হেতু ট্রেনে চাপি সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে।
বিষ্ণুপুরে পেঁৗছিলেন সুরেশ-আলয়ে ॥
অনন্তর পৌষমাসে পঞ্চদশ দিনে।
যাত্রা শুরু হয় পুনঃ ছয়টি গোযানে ॥
মাইল আষ্টেক দূরে বিষ্ণুপুর হতে।
জয়পুর নামে গ্রাম পড়ে সেই পথে ॥
প্রভুভোগ সনে সবে করিবে আহার।
সেইহেতু সেথা হয় রান্নার জোগাড় ॥
চাপানো ভাতের হাঁড়ি আছিল অগ্নিতে।
সেটি নামালেই রান্না শেষ হয়ে যায় ॥
নামাবার কালে কিন্তু দৈবের বিধানে।
হাঁড়ি ভেঙ্গে সেই ভাত পড়ে সেইখানে ॥
তাহা হেরি হতবুদ্ধি সবে হয়ে যায়।
মাতা কিন্তু অবিচল থাকেন সেথায় ॥
লইয়া খড়ের নুড়ো মাতা যত্ন করে।
ভাতগুলি লইলেন উপরে উপরে ॥
অনন্তর হাত ধুয়ে প্রভুমূর্তিখানি।
সযতনে সেইখানে রাখিলেন তিনি ॥
শালের পাতায় নিয়ে অন্ন ও ব্যঞ্জন।
প্রভুর সম্মুখে রাখি বলেন তখন ॥

যেমন মেপেছ আজি লভিবে তেমন।
দেরী নাহি করে খেতে বসহ এখন॥
গরম গরম খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি।
এখনও অনেক পথ দিতে হবে পাড়ি॥
সন্তান বরদা আদি সেথা ছিল যারা।
মার কান্ড হেরি সবে হেসে হয় সারা॥
তাহা হেরি মাতা কন, যখন যেমন।
নিষ্ঠায় করিতে হয় তখন তেমন॥
তোমরাও সবে আর দেরী নাহি করে।
খাইতে বসিয়া যাও মোর চারিধারে॥
যখন যেমন ধারা তখন তেমন।
সর্বভাবে হিতকর মায়ের বচন॥
জীবনে যে কোন ক্ষেত্রে মানিলে এ নীতি।
অনায়াসে পাওয়া যাবে সকলের প্রীতি॥
এই নীতি না মানিলে অন্যদের সনে।
লেগে যায় খটাখটি সামান্য কারণে॥
অকারণে মানসিক শান্তি যায় দূরে।
কৃতকার্য তাও ছুটে পলায় সুদূরে॥
অন্যদিকে মার বাণী যদি মানা হয়।
প্রীতিপূর্ণ সফলতা আসিবে নিশ্চয়॥
স্থান কাল পাত্র আর পরিবেশ ভেদে।
কর্মধারা বেছে নিতে হয় ঠিকমতে॥
কার্যের উদ্দেশ্যে স্থির থাকি অবিচল।
বদলাতে হয় শুধু সাধন কৌশল॥
পথিমধ্যে মার ইচ্ছা প্রভু ভোগ দেওয়া।
তার সনে সাঙ্গোপাঙ্গ তাহাদের খাওয়া॥
হাঁড়ি ভেঙ্গে গেল তবু থাকি অবিচল।
সাধিলেন সব কাজ পাল্টায়ে কৌশল॥
প্রভুরও হইল খাওয়া পথের উপরে।
সঙ্গীরাও কেহ নাহি থাকে অনাহারে॥
শ্রীঠাকুরও এই নীতি করিয়া পালন।
করিতেন সব কাজ যখন যেমন॥
পশ্চিম অঞ্চলে বাড়ি জাতিতে খ্রীষ্টান।
উপাধিতে মিশ্র তিনি বড় ভক্তিমান॥
তাঁহার জনৈক ভ্রাতার বিবাহের তরে।
বসিয়াছিলেন যারা বিবাহ বাসরে॥
সেইকালে সামিয়ানা ভেঙ্গে পড়ে যায়।
অনেকের সনে ভাই সেথা মারা যায়॥
সেই দিন হতে ভক্ত ত্যজি পরিজন।
সন্ন্যাসী হইয়া সদা করেন ভ্রমণ॥
পরিধানে কোট প্যাণ্ট গেরুয়া কোপীন।
প্রভুপদে মন সদা থাকে সমাসীন॥
আঠারোশ' পঁচাশি সনে অক্টোবর মাসে।
আসিলেন সেই ভক্ত ঠাকুরের পাশে॥
শ্রীঠাকুর সেইকালে ব্যাধির কারণে।
শ্যামপুকুরেতে রন সাঙ্গোপাঙ্গ সনে॥
শ্রীপ্রভু মিশ্রকে সেথা শুধান তখন।
তুমি কি জীবনে কিছু লভেছ দর্শন ?।
তদুত্তরে মিশ্র কন দেখেছি জীবনে।
একদিন আপনাকে প্রভু যীশু সনে॥
সেই দিন হতে মোর দেহ প্রাণ মন।
আপনার শ্রীচরণে করেছি অর্পণ॥
ভাবে ভরা সেই কথা শুনি সেইক্ষণে।
শ্রীঠাকুর চলে যান সমাধি গহীনে॥
কথঞ্চিৎ বাহ্য দশা লভিবার পরে।
ধরেন মিশ্রের হাত 'শেক্ হ্যান্ড' তরে॥
'শেক হ্যান্ড' করা হলে কন অন্তর্যামী।
মনে যাহা চাহিতেছে তাও পাবে তুমি॥
ঠাকুরের মাঝে হেরি যীশুর আবেশ।
তন্ময় হইয়া ভক্ত ভুলে কাল দেশ॥
আঁখি হতে অশ্রুধারা বহে অবিরাম।
তন্ময় হইয়া করে প্রভুকে প্রণাম॥
দেখহ বৈশিষ্ট্য কিবা প্রভু আচরণে।
করিলেন 'শেক হ্যান্ড' যীশু ভক্ত সনে॥
যখন যেমন রীতি তখন তেমন।
সবার কল্যাণে রত শ্রীঠাকুর রন॥
জনৈকা মেমের মেয়ে অসুস্থ হইয়া।
শয্যাগতা হয়ে তিনি থাকেন পড়িয়া॥
কন্যা যাতে সুস্থ হয় তাহার কারণে।
একদিন সেই মেম যান উদ্বোধনে।
মেমকে দেখিয়া সেথা সারদা-জননী।
'শেক হ্যান্ড' তরে হাত বাড়ালেন তিনি॥
যেখানে যেমন ধারা সেখানে তেমন।
অনুরূপ সর্বদাই মার আচরণ॥
স্নেহচুমা খান মাতা 'শেক হ্যান্ড' পরে।
মেমটিও পুলকিত হয় তাঁর তরে॥
অন্তরে বুঝিয়া নেয় সারদা-জননী।
অভিন্ন রূপেতে যেন যীশুর জননী॥
ভাগ্যবতী সেই মেমে কিছুদিন পরে।
দানিলেন মহামন্ত্র মাতা কৃপা করে॥

যাহার যেমতি রুচি, যাতে ভাল হয়।
সেমতি করেন মাতা সকল সময় ॥
আজন্ম লালিত থাকে যতেক সংস্কার।
প্রয়োজনে তারা নাহি হয় বাধাভার ॥
যখন যেমন ধারা তখন তেমন।
এইভাবে দেখা যায় মার আচরণ ॥
ভক্তিমতী ওলি বুল ভাসি অশ্রুনীরে।
তেরশত পাঁচ সনে বলে জননীরে ॥
আমার প্রার্থনা মাগো হয়ে দয়াবতী।
ফটো তোলাবার তরে দাও অনুমতি ॥
লজ্জাপটাবৃতারূপে জননী সারদা।
অবগুণ্ঠনেতে ঢাকা থাকেন সর্বদা ॥
পরিচিত নয় যারা সবিশেষভাবে।
সেথা মাতা রন সদা সলজ্জ স্বভাবে ॥
অচেনা আসিবে কেহ ফটো তুলিবারে।
তাহে মাতা বাধা দেন লজ্জা সহকারে ॥
ভক্তিমতী ওলি বুল বলেন তখন।
আমাদের দেশে ইহা অতি সাধারণ ॥
মেমেরা তোলায় ফটো, সাহেবেরা তোলে।
কেহ কিছু নাহি ভাবে সাধারণ বলে ॥
সাহেব তুলিবে ফটো আসিয়া হেথায়।
করজোড়ে মাগো তব অনুমতি চাই ॥
সারদা-মা সব কথা করিয়া শ্রবণ।
ফটো তোলাইতে রাজি হলেন তখন ॥
আদ্যাশক্তি সারদা-মা বিশ্বের জননী।
বিদেশী কন্যার তরে তিনি বিদেশিনী ॥
ফটো তরে আসে যবে বিদেশী সন্তান।
নিঃসঙ্কোচে ফটো তবে জননী তোলান ॥
যাদের যেমন ধারা তাহাদের তরে।
সেমতি করেন কার্য মাতা স্নেহ ভরে ॥
এমতি আরেক লীলা সভক্তি অন্তরে।
বর্ণিব এবারে আমি পুঁথির মাঝারে ॥
মাতৃগর্বে গরবিত বিবেক-সন্ন্যাসী।
জনৈক ভক্তকে কন আনন্দেতে ভাসি, ॥
স্নেহময়ী সারদা-মা সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
বর্তমানে রয়েছেন কলিকাতা স্থানে ॥
নিবেদিতা, ওলি বুল, আরো বিদেশিনী।
গিয়েছিল একদিন যেথায় জননী ॥
পাড়াগাঁয়ে জন্ম মার, বামুনের মেয়ে।
রক্ষণশীলতা সদা তাঁহার হৃদয়ে ॥

তবু তিনি চিরন্তনী জগৎ-জননী।
সকলের তরে তিনি স্নেহ সুরধুনী ॥
সমাগতা সকলেরে সস্নেহ অন্তরে।
মায়ের স্বভাবে নেন আপনার করে ॥
সারদা-মা অবহেলি জাতি, লোকাচার।
করেছেন সবা সনে একত্রে আহার ॥
কুণ্ঠাহীন বিশ্বগ্রাসী স্নেহ আচরণ।
শুনিয়া গরবে মোর পুলকিত মন ॥
সুদৃঢ় প্রত্যয় মোর মায়ের কৃপায়।
ভারত গৌরবে পূর্ণ হবে পুনরায় ॥
শ্রীপ্রভুর জীবনেও যখন যেমন।
এমতি কথার এক দিব বিবরণ ॥
বর্ষাকালে থাকা হলে দক্ষিণ শহরে।
ঠাকুর পেতেন কষ্ট আমাশয় তরে ॥
মাঝে মাঝে সেইহেতু প্রভু শিরোমণি ॥
কামারপুকুরধামে যাইতেন তিনি ॥
সেকারণে একবার চাতুর্মাস্য তরে।
শ্রীঠাকুর এসেছেন কামারপুকুরে ॥
লক্ষ্মীমণি, রামলাল তাঁদের জননী।
শ্রীপ্রভুর ভ্রাতৃজায়া হইতেন তিনি ॥
তাঁর সনে সেইকালে জননী সারদা।
প্রভু তরে রান্নাবান্না করিতেন সদা ॥
পাঁচফোড়নের যোগে রাঁধিলে ব্যঞ্জন।
অতীব সুস্বাদু লাগে করিতে ভোজন ॥
রামলাল জননীরে জননী সারদা।
সে বস্তু ভাণ্ডারে নাই বলেন একদা ॥
শ্রীপ্রভুর ভ্রাতৃজায়া বলিলেন তবে।
বিনা পাঁচফোড়নেই আজ রান্না হবে ॥
তাহা শুনি শ্রীঠাকুর দৃঢ়ভাবে কন ?
বিনা পাঁচফোড়নেই না রেঁধো ব্যঞ্জন ॥
গৃহে না থাকিলে তাহা দোকান হইতে।
কিনিয়া আনুক কেহ প্রয়োজন মতে ॥
যার তরে যেই বস্তু হয় প্রয়োজন।
প্রয়োগ করিবে তাহা সেথায় তেমন ॥
ভুভার হরণ আর জীবোদ্ধার তরে।
প্রকট লীলায় প্রভু দক্ষিণ শহরে ॥
শ্রীঠাকুর একদিন লভি আমন্ত্রণ।
ব্রাহ্মসমাজেতে তবে করেন গমন ॥
গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ আচার্য সেথায়।
প্রভুপদে প্রেমাভক্তি রাখেন সদাই ॥

উপদেশচ্ছলে তাঁকে শ্রীঠাকুর কন।
সতর্ক থাকিবে সদা যেথায় যেমন ॥
বড়লোক তারা সবে যে কোন সময়।
অনিষ্ট করিতে পারে যদি ইচ্ছা হয় ॥
সেইহেতু সর্বদাই তাহাদের সনে।
কথাবার্তা বলা ভাল অতি সাবধানে ॥
তাহা ছাড়া আরো তুমি কর প্রণিধান।
কুকুর হতেও সদা রবে সাবধান ॥
আসিলে কুকুর কভু ঘেউ ঘেউ করে।
করিবে তাহাকে ঠাণ্ডা মুখে শব্দ করে ॥
কখনও গলিতে যদি আসে কোন ষাঁড়।
তাকেও করিবে ঠাণ্ডা যথা দরকার ॥
ইহাদের ছাড়া শোন মাতালের কথা।
তাদের কথায় নাহি থাকে মাথা-ছাতা ॥
তাহাকে রাগিয়ে যদি দাও কোনভাবে।
বাপান্ত করিয়া নানা গালাগালি দেবে ॥
কিন্তু যদি প্রীতিভরে তাকে বলা যায়।
কি খুড়ো কেমন আছ, চলেছ কোথায় ॥
তাহা হলে খুশী হয়ে নিকটে আসিয়া।
আনন্দে তামাক খাবে সেথায় বসিয়া ॥
সেইহেতু সর্বদাই রাখিবে স্মরণ।
যখন যেমন ধারা করিবে তেমন ॥
আপনার ভাবে সদা থাকি অবিচল।
পাল্টাইবে প্রয়োজনে কর্মের কৌশল ॥
গোস্বামী তুলসী দাস ভক্ত শিরোমণি।
অনুরূপ দোঁহা এক বলিতেন তিনি ॥

সব সে বসিয়ে সব সে রসিয়ে
সব কা লিজিয়ে নাম।
হাঁ জী হাঁ জী করতে রহিয়ে
বৈঠিয়ে আপনা ঠাম ॥

সবা সাথে বসি রবে আনন্দে মগন।
সকলের নাম তুমি করিবে গ্রহণ ॥
'আচ্ছা, আচ্ছা' বলে যাবে সবার বচনে।
নিজ ভাবে দৃঢ় কিন্তু থাকিবে যতনে ॥
সন্ন্যাসী অভেদানন্দ প্রভুর সন্তান।
ধর্ম প্রচারের তরে আমেরিকা যান ॥
শিক্ষক শিক্ষার্থী বাঁধা হলে এক সুরে।
ঠিক শিক্ষালাভ হয় তখন অন্তরে ॥
সন্ন্যাসী অভেদানন্দ বলেন একদা।
রীতি অনুযায়ী কাজ করিবে সর্বদা ॥
ইতালির রোম দেশে থাকিবে যখন।
রোমবাসী সম তবে করো আচরণ ॥
যখন ছিলাম আমি আমেরিকা দেশে।
সবা সাথে মিশিতাম দরদীর বেশে ॥
তাহাদের কাছে সব শিখে নিষ্ঠাভরে।
গুরু হয়ে দাঁড়াতাম তাদেরি উপরে ॥
তাহারা ভাবিত মোরে আপনার জন।
মোর কথা তারা তাহে করিত গ্রহণ ॥
ধর্ম, নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছিনু যাহা।
সহজে গ্রহণ সবে করেছিল তাহা ॥
আমেরিকা দেশে আমি ছিলাম যখন।
সাইকেল তৈরী সবে হয়েছে তখন ॥
দেখিনু অনেকে সেথা সাইকেল চড়ে।
অনায়াসে যেথা সেথা যাতায়াত করে ॥
সেহেতু চড়িতে মোর ইচ্ছা হল মনে।
তাহে চড়া শিখে নিনু আমি একদিনে ॥
সকলের সাথে যাতে মেলামেশা যায়।
তাদের ক্লাবের সভ্য তাহে হয়ে যাই ॥
খেলিতাম গল্‌ফ আমি তাহাদের সনে।
তারাও বাসিত ভাল অতি খোলা মনে ॥
সেইসব ক্লাবে নানা আলোচনা কালে।
বলিতাম ধর্মকথা তাদের সকলে ॥
আমাকে আপন ভাবি মোরে ভালবেসে।
শুনিত সেসব কথা হৃদ্য পরিবেশে ॥
ধর্মের যাজক যাঁরা থাকেন সেখানে।
তাঁদের প্রভাব থাকে সমাজ-জীবনে ॥
নিষেধের রূপে তাঁরা বলিতেন যাহা।
দেশবাসী কিছুতেই না করিত তাহা ॥
বিরোধিতা পথ তাহে যত্নে পরিহরি।
বন্ধুত্বের হাত সদা দিতাম প্রসারি ॥
ডক্টর হেবার সম জ্ঞানী গুণীজন।
বন্ধুরূপে তাহে মোরে করেন গ্রহণ ॥
আমার প্রচার কার্যে তাঁহারা সদাই।
নানাভাবে নানারূপে ছিলেন সহায় ॥
একদা বেদান্ত মঠে স্নেহভরা মনে।
সন্ন্যাসী অভেদানন্দ কন শিষ্যগণে ॥
যখন যেমন রীতি করিবে তেমন।
তাহা হলে কার্য সিদ্ধি হবে বিলক্ষণ ॥
ঘটনা বলিব এক দৃষ্টান্ত হিসাবে।
যাহাতে কথাটি বোঝা যায় ভালভাবে ॥

জয় জয় বিশ্বমাতা ব্রহ্মসনাতনী।
জয় জয় শ্যামাসুতা সারদা-জননী॥

ইম্পিরিয়াল নামে ব্যাঙ্ক রয়েছে যেথায়।
একদা সারদা সেথা প্রয়োজনে যায়॥
সাধারণ সম বেশ ছিল পরিধানে।
সেহেতু সাহেব তাকে গ্রাহ্যে নাহি আনে।
আমারও একদা সেথা ছিল প্রয়োজন।
সেইহেতু সেথা আমি করিনু গমন॥
হেরি ভাল স্যুটপ্যান্ট মোর পরিধানে।
সম্ভ্রমে সাহেব কন, বসুন এখানে॥
তাড়াতাড়ি মোর কার্য তিনি দেন করে।
কৃতকার্য হয়ে তবে ফিরিনু সত্বরে॥
যেখানে যেমতি ভেক ধরে প্রয়োজন।
সেখানে সেমতি ভেক করিবে ধারণ॥
কিছু থামি মহারাজ বলেন আবার।
দয়ানন্দজীর কথা শোন এইবার॥
দীন আর্ত দুঃখীদের সেবার কারণে।
মাধুকরী করিতেন শ্রদ্ধা ভরা মনে॥
খাঁটি সাধু দয়ানন্দ ত্যাগের আদর্শে।
সেইকালে থাকিতেন দীনহীন বেশে॥
দীনহীন বেশ দেখি জনসাধারণ।
অল্প-স্বল্প ভিক্ষা-সিক্ষা দিতেন তখন॥
তাহা হেরি দয়ানন্দ চিন্তি মনে মনে।
উপযুক্ত ভেক তবে নেন পরিধানে॥
ভেকরূপে আলখাল্লা দেহ ঢেকে যায়।
বিরাট পাগড়ি এক শোভিল মাথায়॥
সন্ন্যাসীকে এই রূপে করিয়া দর্শন।
বেশী করে সবে ভিক্ষা দিতেন তখন॥
সেইহেতু সদা আমি বলি বারবার।
কার্যসিদ্ধি তরে ভেক হয় দরকার॥
মায়ের সহজবাণী কত কার্যকর।
তাহা হেরি পুলকিত সবার অন্তর॥
মনে পড়ে একবার তীর্থযাত্রী বেশে।
সন্ন্যাসী বিবেক যান গাড়োয়াল দেশে॥
গঙ্গাধর মহারাজ সেবানিষ্ঠ মনে।
ছায়াসম রন সদা স্বামীজীর সনে॥
একদা সন্ধ্যায় তাঁরা হন উপনীত।
যেথায় আছিল এক গ্রাম অবস্থিত॥
হেনকালে স্বামীজীর মনে ইচ্ছা হল।
তামাকু সেবন হলে হত বেশ ভাল॥
সেইহেতু আগুনের অন্বেষণ তরে।
গঙ্গাধর চলিলেন গ্রামের ভিতরে॥
মহারাজ চাহিলেন প্রতি ঘরে ঘরে।
আগুন না পান তবু তামাকুর তরে॥
তাহা হেরি তাঁরা দোঁহে ভাবিলেন মনে।
এই গ্রামে রাত্রিবাস করিব কেমনে ?।
যে গ্রামে আগুন তাও পাওয়া নাহি যায়।
সেখানে নিশ্চিত ভাবে ভিক্ষা মেলা দায়॥
চিন্তা করি গঙ্গাধর বলেন তখন।
গাড়োয়ালে আছে এক প্রবাদ বচন॥
গাড়োয়াল সরীখা দাতা নহী'।
লঠ্ঠা বগর দেতা নহী'॥
গাড়োয়ালবাসী সম দাতা কেহ নাই।
লাঠি না দেখালে কিন্তু দিতে নাহি চায়॥
গঙ্গাধর স্বামী তাহা স্মরণ করিয়া।
সজোরে বলেন সবে লাঠিটি ঠুকিয়া॥
"জল্‌দি জল্‌দি হিঁয়া পর লক্‌ড়ী লে আও।
উসিকা সাথ বরাবর আগভী লে আও॥"
লাঠি ঠুকে বার দুই ইহা বলা হলে।
গ্রামবাসী তারা সবে আসে দলে দলে॥
কাঠ ও আগুন সাথে রুটি তরকারি।
ভক্তিভরে এনে তারা দেয় তাড়াতাড়ি॥
দেখহ মায়ের বাণী 'যখন যেমন'।
লাঠি ঠুকে পাওয়া গেল যাহা প্রয়োজন॥
যখন যেমন তাহা করিবে তেমনে।
চরম দৃষ্টান্ত হেরি লীলার জীবনে॥
রামকৃষ্ণ ভগবান প্রভু পরমেশ।
অবতীর্ণ হন ধরি মানবের বেশ॥
লীলাদেহে যতদিন রন অবতার।
লোকবত্তু ততদিন আচার বিচার॥
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা সম তাঁর অভিনয়।
তাঁহার স্বরূপ চেনা সুকঠিন হয়॥
দক্ষিণ শহরে প্রভু ভক্তগণে কন।
নররূপে অবতার অবতীর্ণ হন॥
যেহেতু মনুষ্যরূপ করেন ধারণ।
সেহেতু মনুষ্য সম হয় আচরণ॥
সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে, থাকে রোগ-শোক।
কভু ভয় পান যেন সাধারণ লোক॥
নরবৎ আচরণ থাকে নিশিদিন।
অবতারে চেনা তাহে বড় সুকঠিন॥
রামচন্দ্র তিনি হন বিষ্ণু অবতার।
লীলায় আসেন তিনি হরিতে ভুভার॥

যেমতি আচার ধরে সাধারণ লোকে।
সেমতি কাঁদেন তিনি জানকীর শোকে॥
ব্রজধামে নন্দগৃহে কৃষ্ণ ভগবান।
ননী চুরি করে তিনি মনে ভয় পান॥
যশোদা জননী যবে করেছেন তাড়া।
সভয়ে পালান তিনি হয়ে আত্মহারা॥
সুবাধ্য পুত্রের মত সভক্তি অন্তরে।
আনেন নন্দের পিঁড়ি আপনার শিরে॥
কিছু থামি প্রভু কন যারা থিয়েটারে।
সাধু সাজে তারা থাকে সাধুর আচারে॥
থিয়েটারে কারও যদি রাজবেশ রয়।
রাজার মতই তার হবে অভিনয়॥
বহুরূপী পেশা তরে সাজে নানা রূপে।
একদা সাজিয়া আসে 'ত্যাগী সাধু' রূপে॥
সঠিক হয়েছে সাজ করিয়া দর্শন।
খুশীতে বাবুরা টাকা দিলেন তখন॥
বহুরূপী সেই টাকা না করি গ্রহণ।
সেইস্থান ছাড়ি তবে করিল গমন॥
কিছুপরে বহুরূপী সাধারণ বেশে।
আসিয়া চাহিল টাকা বাবুদের পাশে॥
তাহা শুনি বাবুগণ বলেন সকলে।
তখন না নিয়ে টাকা তুমি চলে গেলে॥
এখন চাহিছ টাকা আমাদের ঠাঁই।
তাহার কারণ কিবা জানিবারে চাই॥
তদুত্তরে বহুরূপী কয় হেসে হেসে।
সেইকালে আছিলাম আমি সাধুবেশে॥
সাধুদের অর্থ লোভ না থাকে কখন।
সেইহেতু অর্থ আমি না লই তখন॥
বহুরূপী সাধু সেজে করে আচরণ।
সর্বভাবে যাহা হয় সাধুর মতন॥
সেমতি ঈশ্বর নিলে নরের আকার।
নরবৎ থাকে তাঁর লীলায় আচার॥
তাহা মোরা জানি প্রভু খুব ভালভাবে।
ছদ্মবেশে লীলা কর গোপন স্বভাবে॥
এত সুনিপুণ থাকে লীলা অভিনয়।
ধরা নাহি দিলে ধরা কারো সাধ্য নয়॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্ব প্রসবিনী।
লীলা দেহে তিনি হন সারদা-জননী॥
পল্লীর রমণী সম তাঁর আচরণ।
অপরূপ কর্মধারা যখন যেমন॥

সন্তান সন্ততি তরে জননীর বাণী।
মর্তে্যতে অমর্ত্যধারা যেন সুরধুনী॥
ইহকাল পরকাল সব কাল তরে।
জননীর হিতবাণী সদা কাজ করে॥
মার কথা মত যদি কাজ করে যায়।
সে ব্যক্তি লভিবে সিদ্ধি জীবনে সদাই॥
শাস্ত্র পাঠ, ধ্যান জপ, সাধন ভজন।
এ বিষয়ে মার বাণী বলিব এখন॥
সাধন ভজন তরে জননী সারদা।
সন্তান অশোককৃষ্ণে বলেন একদা॥
উদ্দেশ্য সাধন তরে যাহা প্রয়োজন।
একমাত্র তাহাতেই থাকিবে মগন॥
মাত্রাতীত খাদ্য দ্রব্য যদি খাওয়া হয়।
হজমের গণ্ডগোল হইবে নিশ্চয়॥
সেইমতি নানা তত্ত্ব যদি রাখ মনে।
গজ্ গজ্ করে তারা যাবে অকারণে॥
হিজিবিজি নানা চিন্তা মনে থাকে যবে।
কেবল এটা না ওটা এই চিন্তা রবে॥
সব ছাড়ি ইষ্টমন্ত্রে করি মুলধন।
ইষ্ট লাভ তরে শুধু করিবে সাধন॥
সাধনায় ডুবে যাও না থাকিয়া ভেসে।
যতদিন নাহি পাও তাঁকে ইষ্ট বেশে॥

শ্রীঠাকুরও এই কথা কন বারবার।
বেশী শাস্ত্র পড়িবার নাহি দরকার॥
বেশী শাস্ত্র পড়া হলে যে কোন কারণে।
বৃথা তর্ক বিচারের ইচ্ছা জাগে মনে॥
তাহাতে হইতে পারে মান যশ লাভ।
তাহে কিন্তু কভু নাহি হয় মুক্তি লাভ॥
শ্রীবিবেক চূড়ামণি গ্রন্থের মাঝারে।
এই কথা বলা আছে শ্লোকের আকারে॥
বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥

বিবেক চূড়ামণি, ৫৮

বক্তৃতা সুন্দর বাক্যে, সুন্দর ভাষায়।
শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার বিশিষ্ট উপায়॥
তাহা করি পণ্ডিতেরা লভে যশ মান।
কিন্তু তাহে লাভ নাহি হয় ভগবান॥
অন্যদিনে শ্রীঠাকুর কন ভক্তগণে।
বেশী শাস্ত্র পাঠে হানি এনে দেয় মনে॥

চিনি ও বালিতে যথা থাকে মেশামেশি।
শাস্ত্রেও অসার সার থাকে কমবেশী॥
গুরুমুখে সারকথা করিয়া শ্রবণ।
ঝিনুকের সম রবে একান্তে মগন॥
সমুদ্রে ঝিনুক থাকে বিশিষ্ট প্রকার।
মুক্তা তৈরী হতে পারে ভিতরে তাহার॥
স্বাতী নক্ষত্রের জল লভিবে বলিয়া।
সমুদ্রের জলে তারা থাকয়ে ভাসিয়া॥
এক ফোঁটা সেই জল যদি কভু পায়।
একেবারে তলদেশে তারা চলে যায়॥
যতদিন মুক্তা তাহে তৈরী নাহি হয়।
সমুদ্র গহীনে তারা ততদিন রয়॥
গুরুমুখে সারকথা করিয়া শ্রবণ।
সেইমতি তপস্যায় থাকিবে মগন॥
তপস্যায় মগ্ন সদা রবে ততদিন।
সিদ্ধি-মুক্তা লাভ নাহি হয় যতদিন॥
হে চৈ রক্ষতাদি যারা করে যায়।
সেইভাবে তাঁরা কভু ইষ্টে নাহি পায়॥
ব্রহ্মবিদ্যা যাহাদের সত্যি লাভ হয়।
সাধারণ ভাবে তারা মৌনী হয়ে রয়॥

জনৈক পিতার ছিল দুইটি সন্তান।
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ আশে গুরুগৃহে যান॥
কয়েক বছর তাঁরা থাকি গুরুগৃহে।
শিক্ষালাভ করিলেন সচেষ্ট আগ্রহে॥
শিক্ষা শেষে ফিরি পুনঃ আপন আলয়ে।
পিতাকে প্রণাম করে ভক্তিনত হয়ে॥
পুত্রদের দেখি পিতা জানিবারে চান।
কতদূর লভিয়াছে তারা ব্রহ্মজ্ঞান॥
তাহা ভাবি জ্যেষ্ঠপুত্রে শুধান তখন।
বল দেখি ব্রহ্ম ধরে কিরূপ লক্ষণ ?।
ব্রহ্মের স্বরূপ কিবা বোঝাবার ছলে।
জ্যেষ্ঠপুত্র বেদ হতে নানা শ্লোক বলে॥
পিতা শুনি চুপ করে থাকি কিছুক্ষণ।
কনিষ্ঠকে সেই প্রশ্ন করেন তখন॥
ব্রহ্মের স্বরূপ বলা নাহি যায় মুখে।
পুত্র তাহে তুষ্ণীভাবে থাকে অধোমুখে॥
খুশী হয়ে পিতা তবে কনিষ্ঠকে কন।
তুমি কিছু বুঝিয়াছ ব্রহ্মের লক্ষণ॥
ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা নাহি যায়।
বোধে বোধ হয়ে থাকে যারা তাকে পায়॥

ব্রহ্মকে জানেন কারা প্রশ্নের উত্তরে।
উপনিষদের ঋষি কন শ্রদ্ধাভরে॥

যস্যামতং তস্য মতং
মতং যস্য ন বেদ সঃ।
কেনোপনিষদ।

যে ব্যক্তি করেন মনে আমি ব্রহ্ম 'জানি'।
সে ব্যক্তি না জানে ব্রহ্ম, হয় শাস্ত্রবাণী॥
অন্তরে ভাবেন যিনি ব্রহ্মকে 'জানি না'।
লভেছেন তিনি কিছু ব্রহ্মের ঠিকানা॥

নানা শ্লোক নানা জ্ঞান সুন্দর ভাষণ।
কভু না ঘটাতে পারে ইষ্ট দরশন॥
শুধুমাত্র ইষ্ট চিন্তা যাদের অন্তরে।
তাঁরাই লভেন ইষ্টে, ইষ্ট-কৃপা ভরে॥
সারদা-মা তাহে কন সকল সময়।
অকারণে বৃথা প্রশ্ন করা ভাল নয়॥

উপলব্ধিহীন তত্ত্ব বেশী জানা হলে।
হাবুডুবু খাবে শুধু অহং সলিলে॥
সাঁতারের সম ইষ্ট মন্ত্র নিরবধি।
তার বলে পার হয়ে যাবে ভবনদী॥
সাঁতারে না পটু হয়ে সাঁতার কৌশলে।
নদীপারে যাওয়া নাহি হয় কোন কালে॥

শ্রীঠাকুর একদিন দক্ষিণ শহরে।
ঈশ্বর লাভের তত্ত্ব কন কৃপাভরে॥
ভগবানই বস্তু আর অবস্তু সকলি।
যে জানে তাহাকে আমি বুদ্ধিমান বলি॥
নানাবিধ জ্ঞান, তত্ত্ব, বিভিন্ন খবরে।
প্রয়োজন নাই জেনো ইষ্ট লাভ তরে॥
'আজ কিবা বার তিথি ?' প্রশ্নের উত্তরে।
হনুমান বলিলেন আবিষ্ট অন্তরে॥
না জানি নক্ষত্র তিথি নাহি জানি বার।
কেবল রামের চিন্তা করি অনিবার॥
দ্রোণাচার্য অর্জুনকে লক্ষ্যভেদ কালে।
শুধালেন কাহাদের দেখ এই কালে ?।
অর্জুন বলেন তবে অন্যে নাহি দেখি।
একমাত্র দেখিতেছি বিহগের আঁখি॥
যে কেবল লক্ষ্য বস্তু পায় দেখিবারে।
একমাত্র সেই পারে লক্ষ্য বিঁধিবারে॥
জানিলেও নানা শাস্ত্র, তত্ত্ব সমুদয়।
না জানিলে ইষ্টতত্ত্ব ভরাডুবি হয়॥

গঙ্গা পার হব বলে যাত্রী কয়জন।
একদা নৌকার 'পরে করে আরোহণ॥
জনৈক পণ্ডিতও থাকি তাহাদের পাশে।
পাণ্ডিত্য জাহির করে অহঙ্কার বশে॥
বেদ ও বেদান্ত সহ বিবিধ দর্শন।
সে সকল করিয়াছি আমি অধ্যয়ন॥
জনৈক যাত্রীকে তবে পণ্ডিত শুধান।
বেদান্তের বিষয়ে কি আছে তব জ্ঞান ?।
তদুত্তরে সেই ব্যক্তি সবিনয়ে কন।
বেদান্তের তত্ত্ব নাহি জানে মোর মন॥
শুনিয়া পণ্ডিত অতি তাচ্ছিল্যের সনে।
অন্যান্য শাস্ত্রেরও কথা পুছে সেইজনে॥
উত্তরে 'না জানি আমি' শুনি বার বার।
পণ্ডিত বলেন, 'বৃথা জীবন তোমার'॥
হেনকালে শুরু হলে ভীষণ তুফান।
প্রায় ডুবু ডুবু হয় সেই নৌকাযান॥
পণ্ডিতকে পুছে তবে ব্যক্তি পূর্বেকার।
মহাশয়, আপনি কি জানেন সাঁতার ?।
তদুত্তরে সে পণ্ডিত হয়ে ভীতমনা।
বলিলেন, সন্তরণ নাহি আছে জানা॥
পূর্বেকার ব্যক্তি তবে বলে পুনরায়।
নানাবিধ শাস্ত্রজ্ঞান মোর কিছু নাই॥
কিন্তু আমি ভাল জানি কাটিতে সাঁতার।
কেবল তাহারি জোরে হব নদী পার॥
যার বলে ভব নদী পার হওয়া যায়।
তারই শুধু প্রয়োজন জীবনে সদাই॥
জননীও এই কথা কন বার বার।
একমাত্র ইষ্টমন্ত্রে ভবনদী পার॥
অযথা বিচার সহ নানা শাস্ত্র পড়ি।
কেহ বা বানাতে চায় জ্ঞানের চচ্চড়ি॥
এমতি চচ্চড়ি হেতু অহঙ্কার বাড়ে।
আসল বস্তুকে আর চিনিতে না পারে॥
খুঁটিনাটি নিয়ে মনে না করি চঞ্চল।
আপন উদ্দেশ্যে সদা রবে অবিচল॥
নীতিবাক্য যাহা কিছু বলেন জননী।
তাহারা প্রত্যেকে হয় হীরকের খনি॥
অমূল্য রতনে সেই খনি পূর্ণ রয়।
নিত্য রত্ন তুলিলেও শেষ নাহি হয়॥
মায়ের যে কোন বাণী করিয়া চয়ন।
ঝুড়ি ঝুড়ি গ্রন্থ করা যায় প্রণয়ন॥
যত খোঁজা হয় তত তত্ত্ব পাওয়া যায়।
তবুও তত্ত্বের শেষ করা নাহি যায়॥
সরস্বতী স্বরূপিনী সারদা-জননী।
অখিলের ফলদাত্রী জ্ঞান প্রদায়িনী॥
তাঁর হতে একবিন্দু জ্ঞানের আলোক।
জ্ঞানে পরিপূর্ণ রাখে দ্যুলোক, ভূলোক
জ্ঞান ও বিজ্ঞানদাত্রী জননী সারদা।
প্রার্থনা তোমার পদে জানাই সর্বদা॥
কৃপাভরে সেইজ্ঞান কর তুমি দান।
যাহাতে লভিতে পারি প্রভু ভগবান॥
তোমার কৃপায় যেন মোদের হৃদয়।
প্রভু ও তোমার স্নেহে সদা স্নিগ্ধ রয়॥

সারদাপুঁথির কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পঠনে স্নিগ্ধ হয় মন প্রাণ॥
জননীর লীলাকথা হয় যেইস্থানে।
প্রভু রামকৃষ্ণ সদা রন সেইস্থানে॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা সবে লভিতে অপার।
'হরি রামকৃষ্ণ' জোরে বল তিনবার॥

শ্রীশ্রীসারদা-পুঁথি

দৃষ্টিভঙ্গী

জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন।
লীলার প্রকটহেতু মর্ত্যে আগমন॥

জয় জয় বিশ্বমাতা ব্রহ্মসনাতনী।
জয় জয় শ্যামাসুতা সারদা-জননী॥
সন্তানের পাপ-তাপ যত কাদা ধূলি।
মুছিয়া স্নেহের করে নাও কোলে তুলি॥

জয় জয় সত্যানন্দ, প্রেমানন্দময়।
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয়॥
প্রেমের মূরতি তুমি, তুমি মোর সার
তোমার চরণে রাজে অনন্ত সংসার॥

তুমি যারে কৃপা কর কে নাশিবে তারে।
তোমার কৃপাই সার বিশ্বচরাচরে॥

অবতারী রামকৃষ্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
নরলীলা তরে তাঁর মর্ত্যে আগমন॥
যাঁর হতে সৃষ্ট হয় যত অবতার।
তিনি হন 'অবতারী' শাস্ত্রের বিচার॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া ব্রহ্ম সনাতনী।
লীলাদেহে তিনি হন সারদা-জননী॥
সৃষ্টিমূলে আদিভূতা তিনিই প্রকৃতি।
নিত্য মায়াময়ী তাঁর সর্বভূতে স্থিতি॥
অগ্নিতে দাহিকাশক্তি অবিচ্ছেদ্যরূপে।
পুরুষ-প্রকৃতি দোঁহে থাকে সেইরূপে॥
সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ নিত্যা সা চ সনাতনী।
যথাত্মা চ তথাশক্তির্যথাগ্নৌ দাহিকা স্থিতা॥

দেবী ভাগবত ৯।১।১০

শ্রীঠাকুর সারদা-মা কৃপার অন্তরে।
বলেন স্বরূপ তত্ত্ব পরস্পর তরে॥
কি কারণে, কি রূপেতে প্রভু শিরোমণি।
সেই কথা মাঝে মাঝে বলেন্ন জননী॥
কি ভাবেতে সারদা-মা দেখেন তাঁহারে।
কভু কভু তাও মাতা কন কৃপাভারে॥
শ্রীপ্রভুও মার তরে অনুরূপ ভাবে।
বলেছেন বহু কথা কৃপার স্বভাবে॥

দৃষ্টিভঙ্গী কিবা হয় পরস্পর তরে।
বর্ণিব তাহাই এবে সশ্রদ্ধ অন্তরে॥
তাঁহাদের উক্তি আর ভক্ত উক্তি হতে।
বর্ণিতে করিব চেষ্টা আমি সাধ্যমতে॥
আপন সংস্কারে মন থাকে সদা লীন।
তাঁদের স্বরূপ তাহে লেখা সুকঠিন॥
ব্রহ্মবিৎ স্বরূপেতে ব্রহ্ম হয়ে যান।
সেহেতু স্বরূপ তাঁর বুঝিবারে পান॥
সমান সমান হলে ঠিক বোঝা যায়।
বিচারেতে দোষ ত্রুটি ঘটে অন্যথায়॥
যেমতি যাহার দৌড় প্রভুর কৃপায়।
সেইমতি সেই ব্যক্তি দেখিবারে পায়॥
দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন জন।
ভিন্নভাবে ঘটনাকে দেখে অনুক্ষণ॥
একদা জনৈক সাধু কোন বৃক্ষতলে।
নিশ্চুপ হইয়া রন ধ্যানের অতলে॥
জনৈক মাতাল যবে সেই পথে যায়।
সাধুকে নিশ্চুপভাবে দেখিবারে পায়॥
মাতালের মনে তবে চিন্তা উপজয়।
মদ খেয়ে চুর হয়ে রয়েছে নিশ্চয়॥
কিছু পরে কোন ভক্ত সেই পথে যায়।
সাধুরূপে তাঁকে তবে চিনিবারে পায়॥

লীলাদেহে শ্রীঠাকুর প্রভু পরমেশ।
অচিন দেশের লোক, অচিনের বেশ॥
কেহ তাঁকে সাধুভাবে, কেহ অবতার।
কেহ ভাবে অবতারী বিশ্বের আধার॥
সাধক পণ্ডিত গৌরী ইঁদেশেতে বাড়ী।
তন্ত্রের সাধক তিনি সদা শুদ্ধাচারী॥
একদা গৌরীকে প্রভু কৌতুক অন্তরে।
করিলেন প্রশ্ন এক দক্ষিণ শহরে॥
অনেকেই বলে থাকে আমি অবতার।
সে ব্যাপারে কিবা হয় ধারণা তোমার ?।
উত্তরে বলেন গৌরী গাঢ় নম্রভাবে॥
অবতার বলে যারা তারা ছোট ভাবে।
যুগে যুগে অবতার যাঁর অংশ হতে।
তাঁহারা করেন কার্য যাঁহার শক্তিতে॥
'তিনিই' আপনি হন অবতারী রূপে।
ধরাধামে অবতীর্ণ লীলার স্বরূপে॥
বৈকুণ্ঠ সান্যাল নামে ভক্ত একজনা।
মাঝে মাঝে প্রভুপাশে করে আনাগোনা॥
বয়সে বালক তবু প্রভুর কৃপায়।
প্রভুর স্বরূপতত্ত্ব বুঝিবারে পায়॥
তাহাকে একদা প্রভু কন স্নেহভাবে।
রাম সহ অনেকেই এইস্থানে আসে॥
আমি অবতার তারা বলে ভক্তিভরে।
বলত ধারণা তোর কিবা মোর তরে ?।
উত্তরে বৈকুণ্ঠ বলে মোর মনে হয়।
তারা ভারী ছোট কথা ভাবে মহাশয়॥
আপনি ঈশ্বর নিজে বিশ্বের আধার।
আপনার অংশরূপে আসে অবতার॥
দেখহ বালক তবু প্রভুর কৃপায়।
প্রভু 'অবতারী' তাঁহা বুঝিবারে পায়॥
দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সকল সময়।
মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়॥
সীমিত শক্তির কথা জানি ভাল করে।
তবু বলে যাব আমি সাধ্য অনুসারে।
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা হয় যেইভাবে।
শ্রদ্ধানতচিত্তে আমি পূজিব সেভাবে॥
ভাগবতে লেখা আছে আরেক কারণ।
যাহার শ্রবণে জোর পায় মোর মন॥
অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥
শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৩।৩৬

ভক্ত প্রতি করুণায় প্রভু অবতার।
করেন মনুষ্যদেহে লীলার বিস্তার॥
সে সকল অনুধ্যান করে যদি মন।
বহির্মুখী মনও হয় ভক্তিপরায়ণ॥
তাহাতে আশ্বস্ত হয়ে সাধ্য অনুসারে।
লীলাকথা বলে যাব বিনম্র অন্তরে॥
সারদা-মা আদ্যাশক্তি মা ভবতারিণী।
লক্ষ্মী সরস্বতী সীতা, তিনি রাধারাণী॥
মায়ের স্বরূপতত্ত্ব প্রভু এইভাবে।
মাঝে মাঝে বলিতেন কৃপার স্বভাবে॥
মায়ের স্বরূপতত্ত্ব সভক্তি হৃদয়ে।
যথাসাধ্য দেওয়া আছে আগামী অধ্যায়ে॥
প্রভুকে কিরূপে মাতা করেন দর্শন।
কিভাবে করেন তাঁর স্বরূপ বর্ণন॥
কিরূপ সম্বন্ধ থাকে দোঁহে পরস্পরে।
তাহাই বর্ণিব এবে পুঁথির মাঝারে॥
প্রভু রামকৃষ্ণ হেতু মাতা বলে যান।
সর্বদেবদেবীরূপে তিনি ভগবান॥
মহেশ্বর, মহেশ্বরী, মা ভবতারিণী।
সর্বরূপে বিরাজিত প্রভু শিরোমণি॥
যুগে যুগে লীলাদেহে তিনি অবতার।
পুরুষ প্রকৃতি তিনি, তিনি সর্বাধার॥
তিনি পিতা, তিনি মাতা, আত্মীয় স্বজন।
বন্ধু ও বান্ধবরূপে তিনি সর্বক্ষণ॥
হৃদয়ের মামা হন প্রভু অন্তর্যামী।
সে হিসাবে সারদা-মা হৃদয়ের মামী॥
মামীকে একদা তিনি কন কৌতুহলে।
মামাকেও ডাক নাকি তুমি 'বাবা' বলে॥
তদুত্তরে নির্দ্বিধায় সারদা-মা কন।
তিনি মাতা, তিনি পিতা, আত্মীয় স্বজন॥
বন্ধু ও বান্ধবরূপে তিনিই সতত।
সেইহেতু 'বাবা' ডাকা নহে অসঙ্গত॥
মাতা আরও বলিতেন প্রভু শিরোমণি।
স্বরূপেতে তিনি হন মা ভবতারিণী॥
প্রভুলীলা সংবরণে শোকের আবেশে।
কেঁদে কেঁদে কন মাতা প্রভুর উদ্দেশে॥
কি দোষে আজিকে হায় ছাড়িয়া আমাকে।
আমার 'মা কালী' তুমি গেলে অন্য লোকে॥
গলরোগ দেখা দিলে প্রভুর শরীরে।
চিকিৎসার তরে তিনি রন কাশীপুরে॥

একদা স্বপনে তবে দেখেন জননী।
ঘাড় কাত করে স্থিতা মা ভবতারিণী॥
জননী শুধান তবে আকুলিত মনে।
মা তুমি এমনভাবে আছ কি কারণে ?।
প্রভুর গলার ঘা দেখিয়ে তখন।
কালী কন, ওর তরে হয়েছে এমন॥
তাহা হতে বোঝা যায় প্রভু ভগবান।
স্বরূপেতে কালীরূপে সদা বিদ্যমান॥
কৃপাময়ী সিদ্ধেশ্বরী শক্তির আধার।
বাগবাজারেতে রাজে মন্দির তাঁহার॥
মায়ের মন্দির হতে নির্দিষ্ট সময়ে।
স্নান জল আনা হত সভক্তি হৃদয়ে॥
উদ্বোধনে শ্রীমন্দিরে পূজার সময়।
ঠাকুরের স্নানজল পাত্রে রাখা হয়॥
বাসুদেবানন্দ নামে সন্ন্যাসী সন্তান।
প্রভুপূজা সমাপনে মার কাছে যান॥
দুবেলার স্নানজল দুইটি আধারে।
লইয়া সন্তান যান জননীর তরে॥
তাহা হেরি সারদা-মা শুধান সন্তানে।
স্নানজল দুটি পাত্রে কিসের কারণে ?।
সবিস্তারে ব্যাখ্যা তার করিলে সন্তান।
গম্ভীর বয়ানে তবে মাতা বলে যান॥
শ্রীঠাকুর স্বরূপেতে মাতা সিদ্ধেশ্বরী।
তাঁহাদের মধ্যে কভু ভেদ নাহি করি॥
স্নানজল দুটি তাহে দাও এক করে।
গ্রহণ করিব তাহা আমি তার পরে॥
নামেতে সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক উপাধি।
জননী হইতে স্নেহ পায় নিরবধি॥
একদিন সেই পুত্র আকুলিত মনে।
করিলেন প্রশ্ন এক মায়ের চরণে॥
শ্রীঠাকুর, ইষ্টদেবী এক সর্বভাবে।
এ বিশ্বাস আছে মোর অবিচলভাবে॥
শ্রীপ্রভুর মূরতিতে তাহারি কারণে।
ইষ্টদেবী পূজা আমি করি নিষ্ঠাসনে॥
পূজা শেষে যবে করি জপ বিসর্জন।
'তৎ প্রসাদাম্মহেশ্বরী' করি উচ্চারণ॥
শ্রীপ্রভুকে মহেশ্বরী তবে বলা হয়।
সেহেতু সংশয় এক মোর মনে রয়॥
প্রার্থনা জানাই তাহে তব কাছে আমি।
কৃপাভরে সমাধান করে দাও তুমি॥

সন্তানের সেই প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ।
স্নেহভরে সারদা-মা বলেন তখন॥
প্রভু সর্বদেবময়, সর্ববীজময়।
মহেশ্বর, মহেশ্বরী সকল সময়॥
ঠাকুরের মাঝে রন যত দেবদেবী।
তাঁহাকে পূজিতে পার মহেশ্বরী ভাবি॥
শ্রীমতী সরযূবালা হন নিষ্ঠাবতী।
জননীর কৃপাধন্যা খুব ভক্তিমতী॥
একদা গভীর ধ্যানে মগ্ন হলে মন।
প্রভুকে প্রকৃতিরূপে করেন দর্শন॥
তেরশ ছাব্বিশ সালে শ্রাবণের শেষে।
মার কাছে যান তিনি ভাবের আবেশে॥
আপন দর্শন কথা তিনি জনান্তিকে।
ভাবাবেগে পূর্ণ হয়ে কন জননীকে॥
দর্শনের কথা শুনি বলেন জননী।
যা কিছু দেখেছ তুমি সত্য বলে মানি॥
উঁনিই পুরুষ পুনঃ উঁনিই প্রকৃতি।
সর্বরূপে সর্বভাবে হয় তাঁর স্থিতি॥
প্রভুর স্বরূপ নিয়ে জননী সারদা।
জনৈকা স্ত্রীভক্ত পাশে বলেন একদা॥
শীতলা মনসা আদি দেবদেবী যত।
প্রভুর ভিতরে তাঁরা সদা বিরাজিত॥
শ্রীপ্রভু অভিন্নরূপে গঙ্গামাতা হন।
একদা জননী তাহা করেন দর্শন॥
জননী থাকেন যবে বেলুড় অঞ্চলে।
একদা সন্ধ্যায় বসে রন গঙ্গাকূলে॥
অকস্মাৎ দেখিলেন, সবেগে আসিয়া।
শ্রীপ্রভু গঙ্গার জলে গেলেন মিশিয়া॥
বুঝিতে পারেন তবে প্রভু শিরোমণি।
স্বরূপেতে পাপহারী মকরবাহিনী॥
হরিপদ হতে গঙ্গা আবির্ভূতা হন।
স্বরূপেতে শ্রীঠাকুর শ্রীহরি স্বয়ং॥
শ্রীপ্রভুর মর্তলীলা সংবরণ পরে।
সারদা-মা আছিলেন কামারপুকুরে॥
সেইকালে একদিন দেখেন জননী।
প্রভুপদ হতে জাত হল সুরধুনী॥
সে ঘটনা সবিস্তারে ভক্তি অনুরাগে।
সারদাপুঁথির মাঝে বলা আছে আগে॥
শ্রীঠাকুর স্বরূপেতে জগন্নাথ হন।
একথাও ভক্তমাঝে সারদা-মা কন॥

একবার সারদা-মা সাঙ্গোপাঙ্গ সাথে।
দেখিবারে যাইলেন মাহেশের রথে ॥
সেইকালে শ্রীপ্রভুকে সপ্রেম অন্তরে।
চড়ালেন ভক্তগণ রথের উপরে ॥
তখন দেখেন মাতা ভাবের আবেশে।
রথে স্থিত শ্রীঠাকুর জগন্নাথ বেশে ॥
তাহা হেরি সারদা-মা কন কৃপাভরে।
অনেকে তো পুরীধামে যেতে নাহি পারে ॥
প্রভুকে রথের 'পরে দেখিল যাহারা।
জগন্নাথ দর্শনের ফল পাবে তারা ॥

মায়ের দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ ভগবান।
চরাচরে সর্বজীবে সদা বিদ্যমান ॥
সুধীরা দেবীর পাশে জননী সারদা।
নিজ অনুভূতি কথা বলেন একদা ॥
সর্বজীবে বিভুরূপে প্রভু ভগবান।
পিপিলিকা তারও মাঝে তিনি বিদ্যমান ॥
প্রভুভোগে তাহে যদি পিপিলিকা রয়।
তাড়াতে না পারি আমি সময় সময় ॥
মনে হয় শ্রীঠাকুর থাকি বিভুরূপে ॥
নিতেছেন সেই ভোগ পিপিলিকারূপে ॥
জননীর উপলব্ধি প্রভু শিরোমণি।
সর্বানুগ সর্বাতীতরূপে রন তিনি ॥
মায়াবতীস্থানে রাজে অদ্বৈত আশ্রম।
হিমালয় ক্রোড়ে তাহা অতি মনোরম ॥
অদ্বৈত প্রচার যাতে সেথা থেকে হয়।
সেইহেতু প্রভুমূর্তি সেথা নাহি রয় ॥
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তাঁর ইচ্ছা ভরে।
এমতি ব্যবস্থা থাকে সে আশ্রম তরে ॥
তেরশত ছয় সনে দেখিলেন তিনি।
প্রভুমূর্তি রাখা আছে সেথা একখানি ॥
যথারীতি ভোগরাগ চলে সেইস্থানে।
স্বামীজী দুঃখিত তাহে হন মনে প্রাণে ॥
তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া অন্তরে।
আশ্রমবাসীরা তাহা দেন বন্ধ করে ॥
জনৈক সন্ন্যাসী তবে দ্বিধাযুক্ত মনে।
নিবেদিলা সব কিছু জননী চরণে ॥
তাহা শুনি সারদা-মা বলেন তাহারে।
প্রভু থাকিতেন ব্যগ্র অদ্বৈত প্রচারে ॥
জানিবে অদ্বৈতী তাঁর সকল সন্তান।
তুমিও না কর কেন তাহা অনুধ্যান ? ॥

সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম উভয় স্বরূপে।
ব্রহ্ম সনাতন নিজে রামকৃষ্ণ রূপে ॥
শ্রীপ্রভুর এই তত্ত্ব আপন স্বভাবে।
জানিতেন সারদা-মা খুব ভাল ভাবে ॥
তবু মাতা পূজিতেন সপ্রেম অন্তরে।
রামকৃষ্ণ মূরতিতে সগুণ ঈশ্বরে ॥
বাহ্যিক আচারস্থলে আন্তরিক টান।
জননীর পূজাকালে থাকে বিদ্যমান ॥
কিভাবে পূজার শুরু তাহার কাহিনী।
উদ্বোধনে একদিন বলেন জননী ॥
একদা অরূপানন্দ ভক্তিভরা মনে।
জানালেন প্রশ্ন এক জননী চরণে ॥
ঠাকুরের ফটো দেখি নিকটে তোমার।
কিভাবে ফটোটি মাগো, করিলে জোগাড় ? ।
ফটো দেখে শ্রীপ্রভুকে বেশ বোঝা যায়।
ফটোটি কি ঠিক ঠিক বল মা আমায় ॥
প্রশ্নগুলি সারদা-মা কন স্নেহভরে।
ফটোখানি আছে জেনো যথা রূপ ধরে ॥
শ্রীপ্রভুর ফটো তোলা হলে কয়খানি।
জনৈক ব্রাহ্মণ তবে নেয় একখানি ॥
দক্ষিণ শহর হতে একদা ব্রাহ্মণ।
কার্য ব্যপদেশে কোথা করিল গমন ॥
ফটোখানি সে ব্রাহ্মণ যাইবার আগে।
রেখে যায় মোর কাছে স্নেহ অনুরাগে ॥
অন্য অন্য দেবতার মূরতির সনে।
ফটোটি রাখিয়া আমি দিই পূজাস্থানে ॥
সেইকালে থাকি তবে নহবত ঘরে।
করিতাম পূজা আমি সপ্রেম অন্তরে ॥
একদা যখন ব্যস্ত ছিলাম রন্ধনে।
শ্রীপ্রভুর আগমন হয় সেইক্ষণে ॥
ফটো পূজা হয় দেখে শ্রীঠাকুর কন।
তোমরা এসব কর কিসের কারণ ? ।
সেইকালে নহবতে আছিল জোগাড়।
ফুল বেলপাতা সনে পূজার সম্ভার ॥
সে সকল নিয়ে প্রভু আপনা-আপনি।
পূজিলেন প্রীতিভরে নিজ ফটোখানি ॥
প্রবীণ ব্রাহ্মণ সেথা না ফিরিল আর।
সেহেতু ফটোটি আছে নিকটে আমার ॥

প্রভুকে ভাবিয়া অতি আপনার জন।
সেবাপূজা করিতেন মাতা সর্বক্ষণ ॥

নিত্য পূজা লভিতেন প্রভু ফটোখানি।
যেটিকে সর্বদা সঙ্গে রাখেন জননী॥
মূর্তভাবে যেন প্রভু রয়েছেন পাশে।
সেভাবে ভাবেন মাতা ভাবের আবেশে॥
আত্মীয়তা বোধে ভাবি আপনার জন।
করেন প্রভুর চিন্তা মাতা সর্বক্ষণ॥
শেষবার কলিকাতা যাইবার পথে।
কোয়ালপাড়ায় মাতা থাকেন রাত্রিতে॥
পরদিন সারদা-মা অতীব প্রত্যূষে।
প্রভু পূজা সারিলেন প্রেমের আবেশে॥
অনন্তর সযতনে প্রভু ফটোখানি।
কাপড়ে জড়াইয়া বাক্সে রাখেন জননী॥
তখন প্রভুকে কন জননী আমার।
যাত্রার সময় হল, ওঠ এইবার॥
শ্রীপ্রভু প্রকট রূপে আছেন সর্বদা।
এইরূপ ভাবিতেন জননী সারদা॥
জগদ্ধাত্রী জননীর পূজা যেইদিনে।
নিত্যপূজা তাড়াতাড়ি হয় সেই দিনে॥
প্রভুকে করিয়া তবে ভোগ নিবেদন।
গদ গদ কণ্ঠে মাতা বলেন তখন॥
আজিকে মায়ের পূজা যেতে হবে মোরে।
আজ তুমি খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি করে॥
কাছের মানুষ সনে যথা ব্যবহার।
সেমতি প্রভুর তরে জননী আচার॥
একবার ঠিক হয় কলিকাতা হতে।
জননী যাবেন দেশে সাঙ্গোপাঙ্গ সাথে॥
অনেকে অসুস্থ কিন্তু হয় সেই কালে।
দেশে যেতে দেরী হয়ে যায় তার ফলে॥
প্রভুকে জননী তবে অভিমানে কন।
জয়রামবাটী এবে চলহ এখন॥
সেথা পুকুরের জল তুলসীর সনে।
তোমার কি সেইসব নাহি লাগে মনে?।
ভোগ নিবেদন পরে দেখেন জননী।
গ্রহণ করেন তাহা প্রভু শিরোমণি॥
লালবিহারী নামে জনৈক সন্তান।
তেরশ আঠার সনে মার কাছে যান॥
জয়রামবাটী পৌঁছে যে-কোন কারণে।
অসুস্থ হইয়া ভক্ত পড়েন সেখানে॥
অসুস্থ পুত্রকে তবে ভোজনের তরে।
প্রসাদী খিচুড়ি মাতা দেন স্নেহভরে॥

খাদ্য রূপে গুরুপাক খিচুড়ি আহার।
সেহেতু অসুখে করা হয় পরিহার॥
'ক্ষতি হবে কিনা খেলে' পুছিলে সন্তান
ভাবাবেশে সারদা-মা তবে বলে যান॥
খেয়েছেন এ খিচুড়ি ঠাকুর আমার।
সেইহেতু ইহা খেলে হবে উপকার॥
তাহা শুনি সেই পুত্র পুছে ভক্তি ভরে
শ্রীপ্রভুকে তুমি কি মা পাও দেখিবারে।
সারদা-মা কন তাহে, প্রভু ভগবান।
ছানা ও খিচুড়ি খেতে মাঝে মাঝে চান।
সর্বদা সর্বথা প্রভু আপনার জন।
নিদ্রাতেও সারদা মা লভেন দর্শন॥
জয়রামবাটীধামে একদা দুপুরে।
জনৈক সন্তান পূজা করেন ঠাকুরে॥
আহারান্তে স্বপনেতে দেখেন জননী।
মেজেতে আছেন শুয়ে প্রভু শিরোমণি॥
'তুমি হেথা কেন শুয়ে' জিজ্ঞসার সাথে।
নিদ্রাবেশ টুটে যায় মার আঁখি হতে॥
নিদ্রাভঙ্গ সাথে মাতা আকুলিত মনে।
দৃষ্টিপাত করিলেন সিংহাসন পানে॥
দেখিবারে পান তবে আকুল বিস্ময়ে।
ফুলগুলি লেগে আছে শ্রীপ্রভুর গায়ে॥
কতিপয় পিপিলিকা তাহারি কারণে।
প্রভু অঙ্গে ঘোরাফেরা করে সেইক্ষণে
শয্যা হতে উঠি মাতা আকুলি বিকুলি।
সরাইয়া দেন তবে সেই ফুলগুলি॥
পূজকেরে মাতা বলে দেন স্নেহমতে।
এরূপ না হয় যেন আর ভবিষ্যতে॥
শ্রীঠাকুর সারদা-মা স্বরূপে অভেদ।
একে দুই, দুইয়ে এক লীলায় প্রভেদ॥
একদা আবেগভরে কন বাবুরাম।
স্বরূপে ঠাকুর ও মা এক অবিরাম॥
এপিঠ ওপিঠ হয় টাকার যেমন।
লীলাদেহে দুইভাবে তাঁহারা তেমন॥
পৃথক ঠাকুর, মাকে ভাবিবে যাহারা।
কোন কালে কিছু নাহি লভিবে তাহারা॥
সন্ন্যাসী সারদানন্দ কন বারে বারে।
শ্রীঠাকুর সারদা-মা অভেদ আকারে॥
যাঁরা রন তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গ রূপে।
তাঁরা হন দোঁহাকার অবয়বরূপে॥

শ্রীঠাকুর সারদা-মা তাঁহাদের তরে।
সন্ন্যাসী শরৎ আরও কন ভক্তিভরে॥
অগ্নি ও দাহিকাশক্তি অবিচ্ছেদ্য রূপে।
শ্রীঠাকুর সারদা-মা রন সেইরূপে॥
যথাগ্নের্দাহিকা শক্তি রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্॥

স্বামী সারদানন্দ।

জননীও এই কথা সস্নেহ বদনে।
বলিতেন মাঝে মাঝে ভক্তশিষ্যগণে॥
একদা সরযূবালা সভক্তি অন্তরে।
উদ্বোধনে আসিলেন দর্শনের তরে॥
ভক্তিভরে প্রণমিয়া তিনি জননীকে।
নিজের দর্শন কথা কন জনান্তিকে॥
সব শুনি সারদা-মা বলেন উত্তরে।
অভেদ ভাবিবে সদা মোরে ও ঠাকুরে॥
যখন লভিবে তুমি যেভাবে দর্শন।
সেইভাবে ধ্যানস্তুতি করিবে তখন॥

একদা সন্ন্যাসী এক ভক্তিভরা প্রাণে।
করিলেন প্রশ্ন এক মাতৃ সন্নিধানে॥
প্রভু কি তোমাকে সদা দেখা দিয়ে যান।
এখনও কি তোমা হতে তিনি খেতে চান॥
কৃপাভরে কন তবে জননী সারদা।
আমরা আলাদা নই, জানিবে সর্বদা॥
মানদাশঙ্কর নামে আশ্রিত সন্তান।
করিতে মায়ের ধ্যান খুব তৃপ্তি পান॥
দীক্ষামন্ত্রে শ্রীঠাকুর রন ইষ্টরূপে।
কিন্তু তাঁর ভাল লাগে জননীর রূপে॥
এইমত সমস্যায় পড়িলে সন্তান।
জননীকে সব কথা চিঠিতে জানান॥
সন্তানের প্রশ্ন শুনি কৃপার অন্তরে।
সারদা-মা লিখিলেন মানদা-শঙ্করে॥
করিবে আমারই ধ্যান যদি মন চায়।
জানিবে মোদের মাঝে কোন ভেদ নাই॥
স্মরণ রাখিবে সদা প্রভু ভগবান।
মোর দেহে সর্বভাবে রন বিদ্যমান॥
শ্রীঠাকুর সারদা-মা অভেদ উভয়ে।
মানদা বোঝেন তাহা মার চিঠি পেয়ে॥
মানদাশঙ্কর পরে আসি মার পাশে॥
করিলেন প্রশ্ন এক ভাব পরবশে॥

ভেদ যবে নাই কোন মাঝে দোঁহাকার।
প্রভু নাম জপ তবে না করিব আর॥
তাহা শুনি ব্যগ্রভরে বলেন জননী।
আমরা অভেদ হই তাহা আমি জানি॥
সেকথা জেনেও আমি বলি সর্বক্ষণ।
শ্রীপ্রভুকে কিছুতেই না ছেড়ো কখন॥

একদা কেশবানন্দ আক্ষেপের সনে।
নিবেদন করিলেন জননী চরণে॥
শ্রীঠাকুর আসিলেন ভুভার হরিতে।
দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁকে না পেনু দেখিতে॥
তাহা শুনি সারদা-মা কন কৃপাভরে।
সূক্ষ্ম দেহে প্রভু রন আমার ভিতরে॥
শ্রীঠাকুর নিজ মুখে বলেছেন মোরে।
সূক্ষ্ম দেহে রব আমি তোমার ভিতরে॥
অক্ষয়কুমার সেন বলেন সর্বদা।
অভেদাত্মা শ্রীঠাকুর, জননী সারদা॥
ঠাকুরের দর্শনেতে যাহা ফল হয়।
জননীর দর্শনেও তাহা উপজয়॥
যাহার অন্তরে থাকে বিশ্বাসের মণি।
তাকেই অভেদতত্ত্ব বলেন জননী॥
বিশ্বাস না থাকে যদি সুগভীর ভাবে।
এই তত্ত্ব মাতা তারে নাহি কন তবে॥
সন্ন্যাসী সাধনানন্দ মায়ের সন্তান।
জয়রামবাটীধামে মহামন্ত্র পান॥
দেখিয়ে প্রভুর মূর্তি বলেন জননী।
জানিবে তোমার গুরু প্রভু শিরোমণি॥
জননীর কথা শুনি সেই পুত্র কন।
শ্রীঠাকুরে গুরুরূপে বলিলে এখন॥
তাহলে কিভাবে স্থিতা স্বয়ং আপনি।
কৃপা করি তাহা মোরে বল গো জননী॥
তদুত্তরে মাতা কন, আমি কিছু নই।
শ্রীঠাকুর গুরুরূপে সকল সময়॥
অন্যক্ষেত্রে পূর্ববৎ দেখিয়ে ঠাকুরে।
মাতা কন, ইনি তব গুরুরূপ ধরে॥
তাহা শুনি সেই পুত্র বলিল তখনি।
ইনি তো জগদ্‌গুরু জানিগো জননী॥
মা কালীর মূর্তি পুত্রে দেখাইয়ে তখন।
ইনিই তোমার ইষ্ট, সারদা-মা কন॥
জগদম্বা অবতীর্ণা মার রূপ ধরে।
এ তত্ত্ব জানেন পুত্র আপন অন্তরে॥

সেইহেতু প্রতিমাতে কিবা প্রয়োজন।
তাহা ভাবি সেই পুত্র বলেন তখন ॥
সাক্ষাতে থাকিতে কেন অসাক্ষাতে যাব।
আমাকে তুমিও বুঝি এত বোকা ভাব ॥
পুত্রের বিশ্বাস হেরি সস্মিত বয়ানে।
আচ্ছা বাবা, তা-ই হবে, বলেন সন্তানে ॥
কেহ যদি শ্রীপ্রভুকে রাখি উহ্য করে।
জননীর কথা শুধু কন বারে বারে ॥
তাহা হলে সারদা-মা বিরক্তির সনে।
সাবধান করে দেন সেমতি সন্তানে ॥
একদা প্রাণাত্মানন্দ সন্ন্যাসী সন্তান।
ভক্তিভরে উদ্বোধনে মার কাছে যান ॥
জননীর শ্রীচরণে প্রণমিলে তিনি।
পুত্রের কুশলবার্তা শুধান জননী ॥
জননীর প্রশ্ন শুনি পুত্র বলে যায়।
ভালই আছি মাগো তোমার কৃপায় ॥
তাহা শুনি সারদা-মা কন ক্ষুব্ধ স্বরে।
সকল কথাতে কেন যোগ দাও মোরে ॥
তোমাদের ঐ দোষ দেখি অবিরাম।
করিতে পার না সবে ঠাকুরের নাম ॥
যাহা কিছু দেখিতেছ সকল সময়।
জানিবে সেসব নিত্য ঠাকুরের হয় ॥
উদ্বোধনে যবে রন জননী সারদা।
দুইজন ভক্ত সেথা আসেন একদা ॥
জননীর কৃপাপ্রাপ্ত সে দুটি সন্তান।
ধরিতেন মার তরে আন্তরিক টান ॥
জননীকে প্রণমিল তাহারা যখন।
সেথা উপস্থিত থাকে আরও একজন ॥
প্রভুর প্রসাদ মাতা সাজায়ে ঠোঙায়।
জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করে দিলেন কৃপায় ॥
প্রভুর প্রসাদ তাহা মার পরশনে।
মহাপ্রসাদের রূপ নেয় সেইক্ষণে ॥
আনন্দে বিহ্বল হয়ে সে দুটি সন্তান।
করজোড়ে মার হতে তাহা নিয়ে খান ॥
অন্য ব্যক্তিটিকে তাহা করিলে অর্পণ।
সেই ভক্ত অকস্মাৎ বলিল তখন ॥
প্রভুর প্রসাদ ছাড়া কিছু নাহি খাই।
এ প্রসাদ নিতে তাহে আমি নিরুপায় ॥
তাহা শুনি সারদা-মা বলেন তখন।
তবে তুমি এ প্রসাদ না করো ভক্ষণ ॥
কিছু পরে সেই ভক্ত মার কৃপাভরে।
প্রভু ও জননী এক বুঝিল অন্তরে ॥
উৎফুল্ল হইয়া তবে বলিলেন তিনি।
এবার আসল তত্ত্ব বুঝেছি জননী ॥
লীলাদেহে দোঁহাকার আছয়ে প্রভেদ।
তোমরা দুজনে কিন্তু স্বরূপে অভেদ ॥
কৃপা করে মাগো তুমি সে প্রসাদ দাও।
মাতা তাহা দিয়ে কন, তবে তুমি খাও ॥
ভেদবুদ্ধি দেখিয়াও না করি উপেক্ষা।
সারদা-মা স্নেহভরে করেন অপেক্ষা ॥
অন্নপূর্ণার মা নামে জনৈকা প্রাচীনা।
ঠাকুরের শ্রীচরণে রন ভক্তিমনা ॥
ভাগ্যবতী মহিলাটি বহু ভাগ্য বলে।
প্রভুকে দেখেন তাঁর মর্তলীলা কালে ॥
একদা জননী পাশে আসি উদ্বোধনে।
বলিলেন, মাগো, আমি দেখেছি স্বপনে ॥
তোমার প্রসাদ যদি খাই ভক্তিভরে।
তাহলে আমার রোগ সারিবে সত্বরে ॥
সেই সাথে বলি আমি, ঠাকুর আমার।
করেছেন খেতে মানা উচ্ছিষ্ট কাহার ॥
স্বপনে দেখার ফলে বলি মা তোমারে।
তোমার প্রসাদ কিছু দানহ আমারে ॥
মাতা কন, প্রভু মানা করেছেন যাহা।
মোর স্থানে করিবারে তুমি চাও তাহা ॥
প্রসাদ না দেন তাহে জননী আমার।
তাহা হেরি মহিলাটি কন পুনর্বার ॥
তোমাতে তাঁহাতে ভেদ করেছি যখন।
তখন যথার্থ ছিল প্রভুর বচন ॥
বর্তমানে বুঝিয়াছি তোমরা দুজনে।
দুই-য়ে এক, একে দুই লীলার কারণে ॥
প্রার্থনা জানাই তাহে আমি করজোড়ে।
তোমার প্রসাদ কিছু দাও কৃপাভরে ॥
মহিলার প্রার্থনায় কৃপা পরবশে।
জননী প্রসাদ তাকে দেন অবশেষে ॥
জীবের কল্যাণে প্রভু কৃপা অনুরাগে।
ধরাধামে অবতীর্ণ হন যুগে যুগে ॥
প্রতি অবতারে নিত্য হইয়া সঙ্গিনী।
এসেছেন সারদা-মা শক্তি স্বরূপিনী ॥
যুগে যুগে এসেছেন তিনি বারবার।
একথা জননী নিজে করেন স্বীকার ॥

একদা নলীনবাবু পুছে জননীরে।
তুমি কি মা আসিয়াছ প্রতি অবতারে ?
তাঁহার উক্তিকে মাতা করি সমর্থন।
'হাঁ, বাবা', এই কথা বলেন তখন ॥
জীবের কল্যাণহেতু প্রভু পুনরায়।
ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হবেন ধরায় ॥
শক্তি স্বরূপিনীরূপে প্রভুর সহিতে।
সেকালেও জননীকে হইবে আসিতে ॥
একদিন গৌরী মা আসি উদ্বোধনে।
কথার প্রসঙ্গে কন ভাবে ভরা মনে ॥
প্রভু বাণী, আসিবেন আরও দুইবার।
বাউলের বেশে তাহে তিনি একবার ॥
গৌরী-মার বক্তব্যকে করি সমর্থন।
সাঙ্গোপাঙ্গ দিকে মাতা বলেন তখন ॥
শ্রীঠাকুর একদিন কৃপাভরে কন।
আসিব বাউল বেশ করিয়া ধারণ ॥
যখন হাঁটিয়া আমি যাব পথে পথে।
হুকা ও কলিকা ধরা রবে তব হাতে ॥
পাথরের ভাঙা থালা মোর হাতে রবে।
টুটা ফুটা কড়াইয়ে পথে রান্না হবে ॥
অবতার রূপে আমি আসি সেইকালে।
চলিতে থাকিব শুধু আপন খেয়ালে ॥
রাঁচির জনৈক ভক্ত আশুতোষ রায়।
প্রভুর দর্শন পান রাত্রির বেলায় ॥
তাঁহার আহ্বান শুনি নিদ্রা গেলে দূরে।
তখনই দরজা খুলি আসেন বাহিরে ॥
আসিয়া দেখেন তিনি বিস্মিত অন্তরে।
শ্রীঠাকুর প্রকটিত রাস্তার উপরে ॥
পরনে গেরুয়াবাস, খড়ম চরণে।
শ্রীহস্তে চিমটা ধরা থাকে সেই সনে ॥
সেকথা অরূপানন্দ শ্রবণের পরে।
জননীকে শুধালেন কৌতুহল ভরে ॥
চরণে খড়ম পরা চিমটাটি হাতে।
প্রভুকে দেখিল ভক্ত কেন এই মতে ॥
তদুত্তরে মাতা কন ভাবের আবেশে।
দেখিয়াছে ভক্ত তাকে সন্ন্যাসীর বেশে ॥
কৃপাভরে বলেছেন মোরে প্রভু রায়।
আসিব বাউল বেশে আমি পুনরায় ॥
মাথায় থাকিবে ঝুঁটি, আলখাল্লা গায়ে।
মুখেতে থাকিবে দাড়ি এতখানি হয়ে ॥
বর্ধমানে থাকে পথ সেই পথ ধরে।
হেঁটে হেঁটে দেশে যাব খেয়ালী অন্তরে ॥
ভাঙ্গা পাত্র পাথরের রবে মোর হাতে।
বগলে থাকিবে মোর ঝুলি সেই সাথে ॥
হাঁটা-চলা থাকা-খাওয়া পথেরই উপরে।
সকলই হইবে সারা খেয়ালী অন্তরে ॥
তাহা শুনি বলিলাম, ওগো, প্রভু রায়।
শুনিয়া তোমার সাধ মনে দুঃখ পাই ॥
তাহা শুনি প্রভু কন সহাস্য বদনে।
চিন্তা নাহি করো তুমি তাহার কারণে ॥
তোমাকেও নেব সঙ্গে মোর সাথী করে।
হুকা ও কলিকা তুমি রবে হাতে ধরে ॥
আসিবেন প্রভু পুনঃ সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
লক্ষ্মীদিদি বলিলেন সেই কথা শুনে ॥
আমাকে তামাক কাটা যদি করা হয়।
তবু আমি না আসিব অতীব নিশ্চয় ॥
লক্ষ্মীদির সেই কথা শুনিবার পরে।
শ্রীঠাকুর বলিলেন সহাস্য অন্তরে ॥
আমি ছাড়া প্রাণ টেকা হইবেক দায়।
আমি যদি আসি তবে থাকিবি কোথায় ॥
একস্থানে বসিয়াই কলমীর দলে।
টানিলেই সব লতা আসে এক কালে ॥
মোর সাঙ্গোপাঙ্গগণ অনুরূপভাবে।
জুটিবে আমার পাশে আপন স্বভাবে ॥
ঠাকুরের বর্তমান আবির্ভাব হতে।
সত্যযুগ শুরু পুনঃ জননীর মতে ॥
স্বামীজীও এই কথা উদাত্ত ভাষায়।
বক্তৃতার কালে তিনি বলেন সদাই ॥
আমার উদ্দেশ্য রবে যাতে শূদ্রগণ।
ব্রাহ্মণের মর্যাদায় উপনীত হন ॥
সত্যযুগে ছিল শুধু ব্রাহ্মণের জাতি।
নাহি ছিল ভেদাভেদ, ঘৃণার বেসাতি ॥
সত্যযুগ শুরু পুনঃ প্রভু আগমনে।
এমতি প্রত্যয় সদা জাগে মোর মনে ॥
রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হলেন যেদিন।
সত্যযুগ এসে গেল হতে সেইদিন ॥
অতঃপর ভেদাভেদ সব উঠে যাবে।
আচণ্ডাল সকলেই সদা প্রেম পাবে ॥
ভেদ থাকে নানভাবে, ধনী ও নির্ধনে।
নারী ও পুরুষ মাঝে চণ্ডালে-ব্রাহ্মণে ॥

সেইমত ভেদ থাকে হিন্দু-মুসলমানে।
হিন্দুতে খ্রীষ্টানে, ভিন্ন ধর্ম আচরণে॥
অবতারী রামকৃষ্ণ বিবাদ ভঞ্জন।
ভেদাভেদ সকলের হবে নিরসন॥
ভেদাভেদ ঘুচে গিয়ে শুধু প্রেম রবে।
সত্যযুগ তাহে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে॥
জয়রামবাটীধামে থাকেন যখন।
একদা অরূপানন্দে সারদা মা কন॥
সবিশেষ শক্তিমান অন্তরঙ্গ সনে।
আসিয়াছিলেন প্রভু লীলার কারণে॥
সপ্তর্ষিমণ্ডলে যিনি প্রধানের রূপে।
অবতীর্ণ হন তিনি নরেনের রূপে॥
শতঋষি মধ্য হতে না বলি কখন।
সপ্তঋষি মধ্য হতে শ্রীঠাকুর কন।
অর্জুন গাণ্ডিবধারী লীলার স্বরূপে।
এসেছিল পুনরায় যোগীনের রূপে॥
অন্তরঙ্গ রূপ ধরি যাহারা প্রধান।
তাহারা সংখ্যায় স্বল্প বলে মোর প্রাণ॥
টোকো আম হেথা হোথা বহু পাওয়া যায়।
ভাল আম বেশী করে মেলা হয় দায়॥
সাধারণ লোক থাকে হাজারে হাজারে।
অন্তরঙ্গ থাকে সেথা সু অল্প আকারে॥
ধরাধামে প্রভুকার্য সাধিবার তরে।
অন্তরঙ্গ তারা সবে আসে লীলাভবে॥
পূর্ব পূর্ব অবতারে এসেছিল যারা।
এবারেও প্রভুসনে আসিয়াছে তারা॥
তাহারি কারণে আমি বলি বারবার।
'যে যার সে তার যুগে যুগে অবতার'॥
অবতীর্ণ হন কেন প্রভু ভগবান।
একদা উত্তরে তার মাতা বলে যান॥
মায়াপাশে বন্ধ হয়ে বিষয়ের টানে।
মানুষ ভুলেই থাকে প্রভু ভগবানে॥
যখন যখন তাহে হয় দরকার।
অবতীর্ণ হন তিনি এক এক বার॥

সবাইকে করিবারে পথ প্রদর্শন।
প্রভু নিজে করে যান সাধন-ভজন॥
অবতাররূপে আসি প্রভু শিরোমণি।
এবারে ত্যাগের পথ দেখালেন তিনি॥
প্রভুর কথায় মাতা কন বারবার।
এ যুগে ত্যাগই হল আদর্শ তাঁহার॥
একদা কেশবানন্দ দুর্গাপূজা পরে।
জয়রামবাটী যান সভক্তি অন্তরে॥
জননীকে প্রণমিয়া ভাবের আবেশে।
করিলেন প্রশ্ন এক জননী সকাশে॥
মোর মতে অবতীর্ণ প্রভু এইবারে।
সর্বধর্ম সমন্বয় প্রচারের তরে॥
মোর কথা সত্য কিনা জানিবারে চাই।
কিবা ঠিক তাহা মাগো বলহ কৃপায়॥
সন্তানের প্রশ্ন শুনি তাহার উত্তরে।
সারদা মা বলিলেন সস্নেহ অন্তরে॥
সর্বধর্ম সমন্বয় প্রচারের তরে।
না দিল সাধনা তাঁর মতলব করে॥
সর্বদা বিভোর থাকি ভগবদ্ভাবে।
সাধনা আছিল তাঁর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে॥
ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতে করিয়া সাধন।
করিতেন তিনি নানা লীলা আস্বাদন॥
কোথা দিয়ে কেটে যেত তাঁর দিন রাত।
না থাকিত কভু হুঁশ, কোন দৃষ্টিপাত॥
মোর মনে হয় তাহে প্রচারের তরে।
না ছিল সাধনা তাঁর নানা পথ ধরে॥
তবু জেনো, ত্যাগে স্থিত তিনি চিরদিন।
তাঁহার ত্যাগের ভাব তুলনাবিহীন॥
স্বাভাবিক ত্যাগ তাঁর ছিল সর্বক্ষণ।
অনুরূপ ত্যাগ কেহ দেখেনি কখন॥
তুমি বলিতেছ সর্ব ধর্ম সমন্বয়।
তাহাও জীবনে তাঁর সত্য হয়ে রয়॥
নির্দিষ্ট ভাবের পুষ্টি হয় অন্যবারে।
তাহে অন্য ভাবগুলি থাকে চাপা পড়ে॥
এইবারে অবতীর্ণ হয়ে ভগবান।
সকল ভাবের পুষ্টি তিনি করে যান॥

সারদা পুঁথির কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পঠনে স্নিগ্ধ হয় মন প্রাণ॥
জননীর লীলাকথা হয় যেইস্থানে।
প্রভু রামকৃষ্ণ সদা রন সেইস্থানে॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা সবে লভিতে অপার।
'হরি রামকৃষ্ণ' জোরে বল তিনবার॥

শ্রীশ্রীসারদা-পুঁথি

লোকবত্তু : লোকশিক্ষা

(১)

জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন।
লীলার প্রকটহেতু মর্ত্যে আগমন॥

জয় জয় বিশ্বমাতা ব্রহ্মসনাতনী।
জয় জয় শ্যামাসুতা সারদা-জননী॥
সন্তানের পাপ-তাপ, যত কাদা-ধূলি।
মুছিয়া স্নেহের করে নাও কোলে তুলি॥

জয় জয় সত্যানন্দ প্রেমানন্দময়।
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয়॥
প্রেমের মূরতি তুমি, তুমি মোর সার।
তোমার চরণে রাজে অনন্ত সংসার॥

তুমি যারে কৃপা কর কে নাশিবে তারে।
তোমার কৃপাই সার বিশ্ব চরাচরে॥

অবতারে লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।
এই কথা বলেছেন ঠাকুর স্বয়ং॥
নররূপ যবে তিনি করেন ধারণ।
সাধারণ লোকসম হয় আচরণ॥
সেই ক্ষুধা, সেই তৃষ্ণা, সেই রোগ-শোক।
কভু ভয় জাগে যেন সাধারণ লোক॥
রামচন্দ্র অবতার এই মর্ত্যলোকে।
কাঁদিয়াছিলেনও তিনি জানকীর শোকে॥
বাল্যকালে অবতারী কৃষ্ণ ভগবান।
নন্দের বসার পিঁড়ি বয়ে নিয়ে যান॥
লোকবৎ আচরণ থাকে সর্বরূপে।
ভুলে নাহি যান কিন্তু আপন স্বরূপে॥
পঞ্চভূত তার ফাঁদে বন্ধ জীবগণ।
ইচ্ছামাত্র কাটিতে না পারয়ে বন্ধন॥
নরলীলা মাঝে থাকে জীবের আচার।
ইচ্ছামাত্র মুক্ত কিন্তু হন অবতার॥
জীবগণে ভাব ভক্তি শেখাবার তরে।
অবতীর্ণ হন প্রভু লীলার শরীরে॥
মানুষের রূপে লভি প্রভু ভগবানে।
মানুষেরা বাসে ভাল আপনার জ্ঞানে॥

প্রখর সূর্যের পানে তাকানো না যায়।
সরাসরি তাকাইলে লোকে কষ্ট পায়॥
পড়িলে সে আলো কোন বস্তুর উপরে।
সেই আলো দেখা যায় কষ্ট নাহি করে॥
সেমতি ঈশ্বর বাণী অবতার মুখে॥
মানুষ লইতে পারে সহজিয়া সুখে।
সেইহেতু অবতরি মনুষ্যলীলায়।
লোকবত্তু আচরণ রাখেন সদাই॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্বপ্রসবিনী।
নরলীলা তরে দেবী সারদা-জননী॥
সাধারণ মত থাকে তাঁহার আচার।
যাহাতে মানুষ তাঁকে ভাবে আপনার॥
আপন স্বরূপে মাতা স্নেহভরা চিতে।
কখনো কখনো তাহা বলেন ইঙ্গিতে॥
জয়রামবাটীধামে তেরশ ছাব্বিশে।
জননী সারদা রন কৃপার আবেশে॥
সমর্পিত হয়ে গেছে পূজা শারদীয়া।
ভক্তেরা জননী পদে জানান বিজয়া॥
সুদূরে থাকেন যত সন্তান-সন্ততি।
পত্রযোগে তাঁরা সবে জানান প্রণতি॥

একদা সন্ধ্যায় তবে বরদা-সন্তান।
সেইসব চিঠিগুলি পড়িয়া শোনান॥
লিখেন স্ত্রী-ভক্ত এক চিঠির ভিতরে।
নানাবিধ স্তবস্তুতি জননীর তরে॥
পড়িয়া শোনান হলে সেই চিঠিখানি।
লীলাচ্ছলে কন তবে সারদা-জননী॥
এইসব দেখে শুনে অনেক সময়।
নানাভাবে জেগে উঠে অন্তরে বিস্ময়॥
জন্মসূত্রে আমি রাম মুখুজ্যের মেয়ে।
সমবয়সীরা কত আছে এই ঠাঁইয়ে॥
তফাত না জানি কিবা তাহাদের সনে।
কিন্তু দেখ কত ভক্ত আসে এইস্থানে॥
কোথা হতে কত ভক্ত আসি অবিরাম।
আমার চরণে তারা জানায় প্রণাম॥
কেহ বা উকিল তারা কেহ বা হাকিম।
বহু দূর দেশে হয় কাহারও সাকিম॥
তাহারা জানায় নতি আমার চরণে।
না জানি এমতি ধারা কিসের কারণে?।
তাহা বলি সারদা-মা চুপ করে যান।
ভাব কিন্তু বুঝে নেন সেবক সন্তান॥
মায়ের কৃপায় তিনি বুঝেন অন্তরে।
সারদা-মা অবতীর্ণা নরলীলা তরে॥
অনন্তর সে সন্তান ভক্তিভরা মনে।
করিলেন প্রশ্ন এক জননী চরণে॥
আপন স্বরূপ কি মা সকল সময়।
তোমাদের মনে নাহি জাগরূক রয়॥
সন্তানের সেই প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ।
জননী সারদা তবে কৃপাভরে কন॥
স্বরূপের তত্ত্ব সদা জাগ্রত থাকিলে।
এসকল কর্ম তবে করা নাহি চলে॥
কর্মের ভিতরে তবু যবে ইচ্ছা হয়।
তখনি অন্তরে ঘটে তাহার উদয়॥
সেইকালে ইচ্ছামাত্র হেরিয়া সংসারে।
মহামায়া, তাঁর খেলা পারি বুঝিবারে॥
আদ্যাশক্তি সারদা-মা লীলার শরীরে।
সাধারণ সম নিত্য লোকশিক্ষা তরে।
মাসী, পিসি, দিদি তিনি গ্রামবাসী পাশে।
সবারে আপন করি নেন স্নেহভাবে॥
স্নিপুণ অভিনেত্রী সম আচরণ।
সাধারণ পাশে তিনি অতি সাধারণ॥

পিত্রালয়ে যবে রন জননী সারদা।
গ্রামের জনৈক ব্যক্তি শুধান একদা॥
দূর দূর দেশ হতে কত লোক জন।
কতকষ্টে আসে তব লভিতে দর্শন॥
তাহাদের আগমন কত কষ্ট করি।
আমরা কারণ তার বুঝিতে না পারি॥
মাতা কন, জানিবার নাহি প্রয়োজন।
তোমরা আমার হও সখা সখী জন॥
বিজয়ার দিনে মার চরণ কমলে।
গ্রাম হতে অনেকেই আসে দলে দলে॥
করিলে প্রণাম মাকে সবে ভক্তিভরে।
জননী আশিস দেন সস্নেহ অন্তরে॥
কুঞ্জ মিস্ত্রী যাঁর হয় ভিন্ন গ্রামে বাড়ী।
করেন সুন্দরভাবে প্রতিমা তৈয়ারী॥
জননী ডাকেন তাঁকে কুঞ্জকাকা বলে।
তাঁরও ভক্তি নিত্য মার চরণ কমলে॥
কুঞ্জকাকা আসিলেই জননী সারদা।
সযত্ন আদরে তৃপ্ত করেন সর্বদা॥
সন্দীপন পাঠশালা কামারপুকুরে।
বাল্যে প্রভু যান সেথা লেখাপড়া তরে॥
গণেশ ঘোষাল নামে ব্যক্তি একজন।
করিতেন প্রভুসাথে সেথা অধ্যয়ন॥
পিত্রালয়ে যবে রন জননী সারদা।
গণেশ ঘোষাল তবে আসেন একদা॥
জননীর লোকবত্তু লীলা আচরণ।
সাধারণ সম হয় ধরণ-ধারণ॥
তাঁকে হেরি সারদা-মা সসম্ভ্রম চিতে।
সেইকালে শ্রীঘোষালে যান প্রণমিতে॥
সচকিত শ্রীঘোষাল সভক্তি অন্তরে।
দূরে হটি জননীকে কন ভক্তি ভরে॥
তুমি মাগো বিশ্বমাতা স্নেহের আধার।
আমি হই দীন হীন সন্তান তোমার॥
মা হয়ে সন্তানে কভু করিলে প্রণাম।
মহা অকল্যাণ তার ঘটে অবিরাম॥
অনন্তর শ্রীঘোষাল নতজানু হয়ে।
করেন প্রণাম মাকে সভক্তি হৃদয়ে॥
শ্রীযুত গিরিশ ঘোষ ভক্ত শিরোমণি।
একদা আবেগকণ্ঠে বলিলেন তিনি॥
এইযুগে রামকৃষ্ণ প্রভু দয়াময়।
সবারে প্রণাম অস্ত্রে করেছেন জয়॥

জননীর জীবনেও থাকে সেই-ধারা।
'তৃণাদপি সুনীচেন' ভাবে আত্মহারা॥
রোগজ্বালা হেতু যবে জননী আমার।
বেশী শ্রম করিবারে না পারেন আর॥
সেইকালে রান্নাবান্না করিবার তরে।
বৃদ্ধা এক ব্রাহ্মণীকে রাখা হয় ঘরে॥
বয়সে প্রবীণা তাঁর ভক্তিভরা হিয়া।
তাহাকে ডাকেন মাতা 'মাসীমা' বলিয়া॥
তাহারি সুবাদে মাতা ভক্তিভরাচিতে।
বিজয়ার দিনে তাঁকে যান প্রণমিতে॥
তাহা হেরি সে ব্রাহ্মণী কন করজোড়ে।
জগৎমাতৃকা তুমি বিশ্ব চরাচরে॥
আমি হই দীনহীনা তুচ্ছ এক নারী।
তোমার প্রণাম, মাগো সহিতে কি পারি ?।
সে কথায় তবু নাহি করি কর্ণপাত।
বলিলেন সারদা-মা করি প্রণিপাত॥
মোর গুরুজন তুমি, মাসীমা আমার।
তোমাকে প্রণাম করা বিধেয় আচার॥
দেখ মন কোথাকার রাঁধুনী ব্রাহ্মণী।
তারও তরে কত শ্রদ্ধা ধরেন জননী॥
সবারে মানিলে মান সপ্রীতি অন্তরে।
সবা হতে বহু মান আসে তার তরে॥
জননীর আন্তরিক স্নেহ আচরণ।
সদাই করেন লাভ আত্মীয়স্বজন॥
মার খুড়তুতো ভাই সূর্যনারায়ণ।
একবার কলিকাতা করেন গমন॥
সেথা হতে নিজ দেশে ফিরিবার তরে।
নামিলেন মার সঙ্গে তিনি বিষ্ণুপুরে॥
ট্রেন হতে বিষ্ণুপুরে দেখেন নামিয়া।
এসেছেন তিনি এক জিনিস ফেলিয়া॥
কলিকাতা হতে তাহা পাঠাবার তরে।
তার করে দেওয়া হল অতীব সত্বরে॥
অনেকেই জননীকে বলেন তখন।
অপেক্ষা করুক হেথা সূর্যনারায়ণ॥
হেথায় থাকিলে মাগো বহু কষ্ট হবে।
সেইহেতু গোঘাটেতে যাত্রা কর এবে॥
জিনিস পোঁছিলে হেথা সূর্যনারায়ণ।
তাহা নিয়ে পিছে পিছে করিবে গমন॥
ভক্তদের আর্তিমাখা সব কিছু শুনি।
'সূর্য্য কি আমার পর ?' বলেন জননী॥
একাকী রাখিয়া তাকে যাওয়া নাহি হবে।
পোঁছিলে জিনিস হেথা মোরা যাব সবে॥
ভাইকে রাখিয়া নিত্য স্নেহের ছায়ায়।
মহামায়া যেন বন্ধ আপন মায়ায়॥
প্রাকৃত মায়ের মত জননী আচার।
স্বজনের কষ্টে দুঃখ পান অনিবার॥
পিত্রালয়ে যবে রন জননী সারদা।
সেথায় তন্ময়ানন্দ গেলেন একদা॥
মার কাছে পোঁছি পুত্র দেখেন বিস্ময়ে।
জননী আছেন বসি আকুল হৃদয়ে॥
প্রণাম হইলে সারা জননী চরণে।
সন্তানে বলেন মাতা উদ্বেলিত মনে॥
স্নেহাস্পদ রামলাল কয়দিন ধরে।
অসুস্থ হইয়া আছে কামারপুকুরে॥
আনিতে সংবাদ তার গেছে রামময়।
বহুক্ষণ হয়ে গেছে ফেরার সময়॥
এখনও না আসে বলে চিন্তান্বিত মন।
নাহি জানি পুত্র মোর রয়েছে কেমন ?।
আদ্যাশক্তি মহামায়া আপন মায়ায়।
স্নেহের নিগড়ে বন্ধ থাকেন সদাই॥
সেথাকার গয়লা-বৌ নাম আহ্লাদিনী।
জননীকে ঠাকুরঝি বলিতেন তিনি॥
মাতৃধামে আহ্লাদিনী সন্ধ্যায় আসিয়া।
মাঝে মাঝে দেন মার হাত-পা টিপিয়া॥
চুল আঁচড়িয়ে দেন কখন কখন।
সে সেবায় তৃপ্ত মাতা পান অনুক্ষণ॥
ভাগ্যবতী গয়লা-বৌ তাহাকে জননী।
সবিশেষভাবে স্নেহ করিতেন তিনি॥
জয়রামবাটী তরে জননী সারদা।
একান্ত প্রাণের টান রাখিতেন সদা॥
একবার সারদা-মা সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
যাইতে উদ্যত তবে কলিকাতা স্থানে॥
মায়ের খুড়ীমা এক বলেন তখন।
সারদা, আবার হেথা করো আগমন॥
সাগ্রহে বলেন তবে জননী আমার।
নিশ্চয় আসিব হেথা আমি পুনর্বার॥
তাহা বলি সসম্ভ্রমে ভূমি স্পর্শ করে।
ধরিলেন সেই হাত মাথার উপরে॥
অনন্তর বলিলেন হয়ে আত্মহারা।
জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হতে বাড়া॥

ভিন্ন ভিন্ন কালে আর ভিন্ন পরিবেশে।
লোকাচার দেশাচার আসে নানা বেশে ॥
পরবর্তীকালে কিন্তু অনেক সময়।
তাহাদের নানাভাবে ঘটে অবক্ষয় ॥
কি কারণে এসেছিল সে সব আচার।
সমাজপতিরা তাহা না করে বিচার ॥
সে কারণে অসহায় নরনারীগণ।
যূপকাষ্ঠে বলিরূপে সহে নিপীড়ন ॥
আচারের মাঝে যদি না থাকে বিচার।
সমাজের অঙ্গে জাগে বিবিধ বিকার ॥
এ সকল ক্ষেত্রে কিন্তু জননী সারদা।
মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী রাখিতেন সদা ॥
হিন্দুর রমণী যাঁরা পতিহারা হন।
ব্রহ্মচারিণীর রূপে কাটান জীবন ॥
বিধি ও নিষেধ নানা মানিয়া নিষ্ঠায়।
সংযত রূপেতে তাঁরা থাকেন সদাই ॥
আহারে বিহারে থাকে নানারূপ বিধি।
সে সব পালেন তাঁরা নিত্য নিরবধি ॥
ভিন্ন ভিন্ন রূপে থাকে বিবিধ আহার।
প্রকৃতিতে তারা কিন্তু বিভিন্ন প্রকার ॥
কেহ বা সাত্ত্বিক খাদ্য কেহ রাজসিক।
অবশিষ্ট খাদ্য যাহা তাহা তামসিক ॥
ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য দ্রব্য ভিন্ন গুণ ধরে।
কিছু কিছু খাদ্য দ্রব্যে চঞ্চলতা বাড়ে ॥
বিধবার তরে তাহে চিন্তি জ্ঞানীজন।
করে দেন যথাবিধি খাদ্য নির্ধারণ।
মাঝে মাঝে কেহ যদি করে উপবাস।
দেহ হতে ঘটে নানা রোগের বিনাশ ॥
অনুরূপ উপবাসে বিজ্ঞানের মতে।
অযথা রসের ভাব যায় দেহ হতে ॥
বিধবার তরে বিধি এসব কারণে।
তারা যেন একাদশী করে নিষ্ঠাসনে।
শরীর রক্ষার হেতু যাহা প্রয়োজন।
তাহার গ্রহণে বাধা না থাকে কখন ॥
বিচার হইতে সৃষ্ট বিভিন্ন আচার।
বিধি ও নিষেধ তাহে বিবিধ প্রকার ॥
কালের কুটিল গতি তাহার প্রভাবে।
বিচারের ভাব দূরে যায় সর্বভাবে ॥
স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি আর নির্বোধের দল।
আচারকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে অবিরল ॥
অনাথার দল তাহে সকল সময়।
নানাভাবে আচারের কলে পিষ্ট হয় ॥
চিন্তিয়া এসব ক্ষেত্রে জননী সারদা।
উচিত কার্যের কথা বলিতেন সদা ॥
হৃদয়ে ধারণ করি শ্রীগুরু-চরণ।
এইমত ঘটনার দিব বিবরণ ॥

নামেতে ক্ষীরোদবালা রায় উপাধিতে।
দীক্ষা তরে মার পাশে ভক্তি ভরা চিতে ॥
বালিকা বয়সে তিনি পতিহারা হন।
প্রভু চিন্তা নিয়ে তবে কাটান জীবন ॥
কঠোরতা থাকে অতি অশনে-বসনে।
কিছুই না খান তিনি একাদশী দিনে ॥
তার ফলে অতি শীর্ণ শরীর তাঁহার।
কঠোরতা সনে তবু পালেন আচার ॥
মার কাছে পেঁছাতেই লয়ে ব্যাকুলতা।
কন্যাটিকে স্নেহভরে শুধালেন মাতা ॥
শীর্ণদেহ দেখে আমি কষ্ট পাই মনে।
কিবা খাও বাছা তুমি একাদশী দিনে ?।
তাহা শুনি কন্যা কন ভক্তি অনুরাগে।
একাদশী দিনে সাগু খাইতাম আগে ॥
তাহাতে ভেজাল থাকে করিয়া শ্রবণ।
সেইদিনে কিছু আর না করি গ্রহণ ॥
তাহা শুনি মাতা কন দৃঢ়তার সনে।
আমি বলি, খাবে সাগু একাদশী দিনে ॥
সাগু খেলে ঠাণ্ডা রবে মন ও শরীর।
তোমাকে দেখিয়া শীর্ণ হয়েছি অধীর ॥
স্নেহভরে কন পুনঃ, বাছাটি আমার।
পালিয়াছ বহু তুমি কঠোর আচার ॥
তাহাতে হয়েছে দেহ কাঠ একেবারে।
এত কঠোরতা আর না রেখো আচারে ॥
এইভাবে শীর্ণ যদি হয় দেহ মন।
কি নিয়ে করিবে তুমি সাধন-ভজন ?।
বিধবা হইয়া তিনি পালিতে আচার।
কভু নাহি করিতেন তেল ব্যবহার ॥
তাহা শুনি মাতা কন দানিয়া অভয়।
আমি বলি, তেল তুমি মাখিবে নিশ্চয় ॥
মাথায় লইলে তেল মাথা ঠাণ্ডা থাকে।
কোন পাপ এতে নাহি আসে কোন ফাঁকে
দেশাচার অনুযায়ী কন্যাটির শিরে।
চুলগুলি তাও কাটা থাকে ছোট করে ॥

তাহা হেরি যোগীন-মা বলেন তখন।
এইভাবে চুল ছাঁটা নাহি প্রয়োজন॥
সে মন্তব্যে মাতা কন দানিয়া অভয়।
এভাবে ছাঁটিলে চুল ফল ভাল হয়॥
কেশদামে পূর্ণ যদি থাকে কারও মাথা।
এসে যেতে পারে তার মনে বিলাসিতা॥
তাছাড়া করিতে হয় চুলের যতন।
বৃথা কাজে নষ্ট তবে হবে বহুক্ষণ॥
কন্যাটিকে মাতা তবে কন স্নেহভরে।
ভালই করেছ তুমি চুল ছোট করে॥
দুস্তর কেশের সেতু প্রভুর কৃপায়।
পার হয়ে আসিয়াছ আজিকে হেথায়॥
না পালিবে আর তুমি অযথা আচার।
আগামী কল্যই দীক্ষা হইবে তোমার॥
জননীর প্রতি বাক্যে গভীর দ্যোতনা।
মানবিক ভাবে পূর্ণ উদ্বুদ্ধ চেতনা॥
সর্বভাবে চিন্তা করি করিয়া বিচার।
বলেন করিতে ত্যাগ অযথা আচার॥
বিলাসিতা পরিহারে যেসব আচার।
সেসব রাখিতে কিন্তু বলেন আবার॥
জননীর শ্রীচরণে জানাই প্রণতি।
যথার্থ আচারে যাতে থাকে মোর মতি॥
স্নেহভাবে পরিপূর্ণ সতত জননী।
পুঁথিতে বর্ণিব আরও সেমতি কাহিনী॥
শবাসনা নামে কন্যা দৈব পরবশে।
পতিহারা হইলেন বালিকা বয়সে॥
পূর্ব পূর্ব জনমের সুকৃতির ফলে।
লভেন আশ্রয় মার চরণ কমলে॥
আচার নিষ্ঠায় তিনি ভাবিলেন মনে।
নিরম্বু হইয়া রব একাদশী দিনে॥
তাহা শুনি মাতা কন দৃঢ়তার সনে।
আমি বলি, খাবি জল একাদশী দিনে॥
আত্মাকে দানিয়া কষ্ট কোন লাভ নাই।
সব কিছু লাভ হয় প্রভুর কৃপায়॥
ছোটমামা মারা গেলে ছোটমামী কন।
কাটাব হবিষ্যি করে বাকিটা জীবন॥
বাধা দিয়ে মাতা তবে বলেন তাঁহারে।
কোন প্রয়োজন নাই এমতি আচারে॥
কারও আত্মা কভু যদি কিছু খেতে চায়।
তাহলে আত্মাকে তাহা দানিবে সদাই॥
তা নাহলে ঘটে দোষ, ঘটে অপরাধ।
আত্মা কেঁদে বলে, মোর মিটিল না সাধ॥
সারদা-মা বলিতেন যতেক সন্তানে।
খেয়ে দেয়ে ঠান্ডা হয়ে ডেকো ভগবানে॥
না করিবে চুরি আর না করিবে দারী।
আহারে অযথা নাহি রেখো কড়াকড়ি॥
আহার করিবে সদা যথা প্রয়োজন।
তাহাতেই সুস্থ রবে দেহ আর মন॥
অসুস্থ থাকিলে দেহ কিম্বা অনশনে।
ধ্যানজপ করা নাহি যায় একমনে॥
সুস্থদেহ থাকিলেই প্রভুর কৃপায়।
প্রভু ভগবানে ডাকা ভালভাবে যায়॥
শ্রীপ্রভুর লীলানাট্যে থাকে এই ধারা।
মানবিক প্রেমে পূর্ণ মন্দাকিনী ধারা॥
কলিকাতা হতে যবে দক্ষিণ শহরে।
মহিলারা আসিতেন প্রভুপূজা তরে॥
উপবাসী হয়ে তাঁরা ভক্তিভরা চিতে।
আসিতেন যথারীতি আচারের মতে॥
উপবাস হেতু থাকে বিশুষ্ক বদন।
তাহা হেরি শ্রীঠাকুর স্নেহভরে কন॥
মেয়েরা উপোসী আছে দেখিতে না পারি।
তোমরা আসিবে হেথা আহারাদি করি॥
কলিযুগে মানুষের অন্নগত প্রাণ।
উপবাসে মন শুধু করে আনচান॥
দেহে মন পড়ে থাকে তাহারি কারণে।
ধ্যানজপ নাহি হয় একনিষ্ঠ মনে॥
অল্প কিছু আহারাদি করিয়া গ্রহণ।
নিষ্ঠাভরে করে যাবে সাধন-ভজন॥
একদা যোগীন মা যান ভক্তিভরে।
বিধবা খুড়ীকে নিয়ে দক্ষিণ শহরে॥
বয়সের ভারে নুব্জ দেহখানি তাঁর।
পালেন কঠোরভাবে বিবিধ আচার॥
না করেন জলস্পর্শ একাদশী দিনে।
আরও উপবাস নানা ব্রত ও পার্বণে॥
খুড়ীমার যাত্রা যবে প্রভুর সকাশে।
একাদশী বলে তিনি রন উপবাসে॥
তারও পূর্বদিনে ছিল ব্রতের পালন।
সেইহেতু সেইদিনও উপবাসে রন॥
দীর্ঘ উপবাস আর বয়সের ভারে।
কোনক্রমে যান তিনি থামি বারে বারে॥

দক্ষিণ শহরে পৌঁছি সেইভাবে তিনি।
প্রথমে চলেন যেথা সারদা-জননী॥
নহবত হতে মাতা বৃদ্ধারে দেখিয়া।
তাড়াতাড়ি আগুবাড়ি আনেন ধরিয়া॥
নহবতে কোনক্রমে পৌঁছি ধীরে ধীরে।
হাঁফাতে থাকেন বৃদ্ধা বয়সের ভারে॥
সে অবস্থা হেরি মাতা কন স্নেহভরে।
শরবত করে দিই আপনার তরে॥
একাদশী দিনে বৃদ্ধা কিছু নাহি খান।
নিরুপায় অসম্মতি সেহেতু জানান॥
অনন্তর কিছু পরে সে বৃদ্ধা রমণী।
চলিলেন যেথা রন প্রভু শিরোমণি॥
পরিশ্রান্ত ন্যুব্জদেহে বয়সের ভারে।
হাঁটিবার শক্তি নাই তবু যান ধীরে।
সিঁড়িতে উঠার কালে দেখে মনে হয়।
পড়িয়া যাবেন বৃদ্ধা যে-কোন সময়॥
সেই দৃশ্য দেখি প্রভু আসিয়া সত্বরে।
বৃদ্ধার ধরিয়া হাত নিয়ে যান ঘরে॥
শুনিয়া বৃত্তান্ত সব প্রভু শিরোমণি।
তাড়াতাড়ি শরবত বানান আপনি॥
বৃদ্ধাকে শ্রীপ্রভু তবে কন স্নেহভরে।
শরবতটুকু খাও তাড়াতাড়ি করে॥
খেলে যদি পাপ হয় সেকথা ভাবিয়া।
প্রভুমুখ পানে তিনি থাকেন চাহিয়া॥
শ্রীপ্রভুর ইচ্ছা তবে বুঝিয়া অন্তরে।
শরবতটুকু খান পরিতৃপ্তি ভরে॥
সস্নেহে প্রভুকে তবে কন তৃপ্ত মনে।
বাবা, মোর বুক ঠাণ্ডা হল এতক্ষণে॥
দেখহ আচারে যদি না থাকে বিচার।
সে আচার আসে তবে হয়ে অত্যাচার॥
সেইহেতু সারদা-মা কন বারবার।
মানবিক দৃষ্টি নিয়ে পালিবে আচার॥
সবিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া জননী সারদা।
দেশাচার তরে শ্রদ্ধা ধরেন সর্বদা॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া সারদা-জননী।
স্বরূপেতে তিনি হন চিরসীমন্তিনী॥
সেইহেতু শ্রীঠাকুর নিত্যধামে গেলে।
সধবার সব চিহ্ন নাহি দেন ফেলে॥
তবু দেশাচারে শ্রদ্ধা করি প্রদর্শন।
জননী না করিতেন আমিষ ভক্ষণ॥

শাড়ি না পরিয়া তাহে জননী সারদা।
সরু লাল পাড় ধুতি পরিতেন সদা॥
লোক ব্যবহারে মাতা আপন স্বভাবে।
লোকাচার মানিতেন অনিন্দিতভাবে॥
স্থান কাল পরিবেশ পাত্রের বিচারে।
রাখিতেন নিয়ন্ত্রিত লৌকিক আচারে॥
যাহাতে কাহারও মনে না জাগে সংশয়।
সেভাবে মায়ের কার্য সকল সময়॥
জননী থাকেন যবে কামারপুকুরে।
ভক্ত এক বলিলেন সভক্তি অন্তরে॥
একান্ত প্রার্থনা তব চরণকমলে।
কৃতার্থ হইব আমি পদচিহ্ন পেলে॥
প্রার্থনা শুনিয়া মাতা কন স্নেহভরে।
এখন রয়েছি আমি কামারপুকুরে॥
তোমরা যে চোখে মোরে দেখ অনুক্ষণ।
সেভাবে না দেখে হেথা সব জনগণ॥
লাহাদেরও বাড়ী হতে যখন তখন।
অনেকেই মোর কাছে করে আগমন॥
পদচিহ্ন দিলে পরে আলতা রবে পায়ে।
সেহেতু রহিতে হবে আমাকে লুকায়ে॥
সে কারণে যবে রব কোয়ালপাড়ায়।
সেইস্থানে পদচিহ্ন দানিব তোমায়॥
এমতি কাহিনী আরও পুঁথির মাঝারে।
গুরুর চরণ স্মরি চাই বর্ণিবারে॥
জননীর স্নেহধন্য জনৈকা মহিলা।
একদিন রাত্রিকালে স্বপনে দেখিলা॥
চণ্ডীরূপে আবির্ভূতা সারদা-জননী।
লালপাড় শাড়ি পরে রয়েছেন তিনি॥
আদেশ হইল তবে মহিলার 'পরে।
লালপেড়ে শাড়ি মাকে দানিবার তরে॥
সারদা-মা সেইকালে সাঙ্গোপাঙ্গসনে।
লীলার পুষ্টির হেতু রন উদ্বোধনে॥
স্বপন দেখার পরে কন্যাটি একদা।
আসিলেন যেথা রন জননী-সারদা॥
লাল শাড়িখানি রাখি মার পদতলে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত কন নয়নের জলে॥
সকল শুনিয়া মাতা কৃপার অন্তরে।
পরিলেন শাড়িখানি কিছুক্ষণ ধরে॥
সারদা-মা কন তবে না হবে শোভন।
লালশাড়িখানি পরে থাকা বেশীক্ষণ॥

এই শাড়িখানি আমি যদি থাকি পরে।
উঠিবে নানান কথা ঘরে ও বাহিরে॥
সেহেতু যখন আমি যাব গঙ্গাস্নানে।
ও শাড়ি তখন রবে মোর পরিধানে॥
অতি অপরূপ হয় মার কার্যধারা।
ভাবিতে ভাবিতে আমি হই আত্মহারা॥
লোকাচার তরে শ্রদ্ধা জানান জননী।
সেইসাথে কন্যা-ইচ্ছা পূরালেন তিনি॥
জননীর শ্রীচরণে জানাই প্রণাম।
প্রভুপদে যাতে ভক্তি থাকে অবিরাম॥
প্রচলিত রীতি থাকে গঙ্গাস্নান তরে।
তেল মাখি স্নান যেন কেহ নাহি করে॥
গোলাপ-মায়ের সনে জননী সারদা।
গঙ্গাস্নানে যাইবেন সকালে একদা॥
গোলাপ-মা কন তবে ভক্তি অনুরাগে।
তেল মাখ, মাগো, স্নানে যাইবার আগে॥
তাহা শুনি মাতা কন স্নেহের বয়ানে।
তেল মেখে যেতে নাই কভু গঙ্গাস্নানে॥
আমি তেল মাখিলেই তার দেখাদেখি।
গঙ্গাস্নান কালে সব যাবে তেল মাখি॥
সর্বদেবী স্বরূপিনী সারদা-জননী।
তাঁর অংশভূতা হন মকরবাহিনী॥
তবু না মাখেন তেল গঙ্গাস্নান আগে।
লোকাচারে মান্য দেন শ্রদ্ধা অনুরাগে॥
নরবৎ নরলীলা সীমায় অসীমা।
মর্ত্যেতে অমর্ত্যস্বর স্বর্গের সুষমা॥
আদ্যাশক্তি জননীর ইচ্ছা অনুসারে।
সৃষ্টি স্থিতি লয় ঘটে ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে॥
তাঁর ইচ্ছা থাকে সর্ব কার্য ও কারণে।
পাতাটিও নাহি নড়ে তাঁর ইচ্ছা বিনে॥
সুখ-দুঃখ, রোগ-জ্বালা, রোগের আরাম।
মায়েরই ইচ্ছায় সব ঘটে অবিরাম॥
রাধুর অসুখে তবু জননী-সারদা।
মানসিক করিলেন নিজেই একদা॥
রোগমুক্তি যাতে হয় তাড়াতাড়ি করে।
পয়সা রাখেন তুলি দেবতার তরে॥
প্রার্থনা জানায়ে তবে আকুলি বিকুলি।
পরাইয়া দেন মাতা রাধুকে মাদুলি॥
জনৈক স্ত্রীভক্ত তবে কন করজোড়ে।
জগৎ সংসার চলে তব ইচ্ছাভরে॥
ইচ্ছাময়ী মাগো তুমি তোমার ইচ্ছায়।
মুহূর্তেই রোগ জ্বালা সবই দূরে যায়॥
মানত করিলে তবু রাধারাণী তরে।
কারণ জানিতে তার বড় ইচ্ছা করে॥
সস্মিত বয়ানে তবে সারদা-মা কন।
আপদ-বিপদ নানা আসে অনুক্ষণ॥
মানত হইলে করা দেবতার পাশে।
বিপদাদি কেটে তবে যায় অনায়াসে॥
তাহা ছাড়া জেনে রেখো সকল সময়।
ভিন্ন ভিন্ন দেবতার প্রাপ্য আদি রয়॥
যাহার যেমতি প্রাপ্য দানিলে সেমতি।
দেবতারা সর্বভাবে লভেন সম্প্রীতি॥
নরলীলা মাঝে লোকবত্ত্ব আচরণ।
লীলায় জননী যেন অতি সাধারণ॥
বিভিন্ন আচার প্রথা বিভিন্ন আকারে।
জননী পালেন তাহা শ্রদ্ধা সহকারে॥
জননীর প্রতি কর্ম, প্রতি কর্মধারা।
লোকশিক্ষা তরে তিনি ধরায় অধরা॥
তীর্থস্থানে মাতা যবে করেন গমন।
তীর্থকৃত্য সব কিছু করেন পালন॥
যে সকল কৃত্য থাকে গঙ্গাস্নান পরে।
তাঁহাও পালেন মাতা সশ্রদ্ধ অন্তরে॥
তেরশ আঠারো সালে মাতা উদ্বোধনে।
একদা শ্রাবণ মাসে যান গঙ্গাস্নানে॥
স্নান সমাপনে মাতা ঘাটের পাণ্ডারে।
ফল পয়সা দানিলেন শ্রদ্ধা সহকারে॥
বটবৃক্ষ থাকে যত ফিরিবার পথে।
প্রতিটিতে গঙ্গাজল দেন নিষ্ঠামতে॥
মানবীর রূপ দিয়ে স্নেহ ভালবাসা।
লোকশিক্ষা তরে মার জননীর আসা॥
প্রতিটি আচারবিধি আচরি আপনি।
জগৎবাসীরে শিক্ষা দিতেন জননী॥
নামেতে সুরেন্দ্রনাথ রাঁচি কর্মস্থল।
মায়ের চরণে ভক্তি তাঁর অবিরল॥
জননীর স্নেহধন্য সেই ভক্তবীর।
মার দুঃখ কষ্টে তিনি সতত অধীর॥
জয়রামবাটী পৌঁছি দেখেন একদা।
রোগে ভুগে শীর্ণদেহে জননী সারদা॥
তাহা হেরি সন্তানের চিন্তা অনুক্ষণ।
কি করিলে মাতা সুস্থ হবেন এখন॥

রাঁচি হয় নামকরা স্বাস্থ্যকর স্থান।
জননী হবেন সুস্থ যদি সেথা যান॥
প্রার্থনা জানান তবে আকুলিত স্বরে।
কৃপা করে চল মাগো রাঁচির পাহাড়ে॥
সেইস্থানে জলহাওয়া খুব ভাল হয়।
সেথায় হইবে সুস্থ মোদের প্রত্যয়॥
অধম হলেও মোরা তোমার সন্তান।
করিব তোমার সেবা দিয়ে মন প্রাণ॥
চৈত্রমাস তরে থাকে প্রচলিত প্রথা।
আপন আলয় ছাড়ি নাহি যাবে কোথা॥
প্রার্থনা শুনিয়া মাতা বলেন সন্তানে।
তুমি জান চৈত্রমাস চলে বর্তমানে॥
প্রথা আছে চৈত্রমাসে না যাবে প্রবাসে।
সেইহেতু যাওয়া নাহি হবে এই মাসে॥
প্রভুর হইলে ইচ্ছা স্বাস্থ্যের কারণে।
সুযোগ সুবিধামত যাইব সেখানে॥
জননীর শ্রীচরণে থাকে বাতব্যাধি।
তাহার কারণে কষ্ট পান নিরবধি॥
নামকরা কবিরাজ মায়ের সন্তান।
কবিরাজ মতে তিনি দিলেন বিধান॥
বাতব্যাধি কম পড়ে যদি হয় খাওয়া।
ফুটায়ে গরমদুধে রসুনের কোয়া॥
কবিরাজ কন আরও দুধে ফুটাইলে।
রসুনের উগ্র গন্ধ দূরে যায় চলে॥
তবু মাতা সর্বভাবে মানি লোকাচারে।
রাজী নাহি হইলেন তাহা খাইবারে॥
ভক্তদের জাতি নাই—শ্রীপ্রভুর বাণী।
সেইকথা জানিতেনও সারদা-জননী॥
সেইহেতু নাহি করে জাতির বিচার।
মন্ত্রদান করেছেন জননী আমার॥
অধ্যাত্ম জগতে তিনি না মানেন জাতি।
সমাজ বিপ্লবে কিন্তু নন পক্ষপাতী॥
সমাজ ব্যবস্থা যাহা থাকে পরম্পরে।
রাখিতেন তাহা মাতা লোক ব্যবহারে॥
লোকবন্ধু আচরণে মানিয়া আপনি।
জাতিভেদ প্রথা তরে বলেন জননী॥
সংসারে থাকিলে পরে জাতির বিচার।
সাধারণভাবে তাহা মানা দরকার॥
প্রচলিত থাকে রীতি লৌকিক আচারে।
কুলগুরু হতে দীক্ষা নিবে নিষ্ঠাভরে॥
সেমতি ভক্তের এক হলে আগমন।
তাকে দীক্ষা দিতে মাতা রাজী নাহি হন॥
ভক্তটিকে মাতা তবে কন স্নেহমতে।
ভাল হয় দীক্ষা নেওয়া কুলগুরু হতে॥
কুলধর্ম অনুযায়ী চলাই উচিত।
সাধারণভাবে তাহে সবাকার হিত॥
লীলাসংবরণ পূর্বে সারদা-জননী।
শয্যায় অসুস্থা হয়ে আছিলেন তিনি॥
শরীর দুর্বল বড় অসুখের তরে।
কোন কিছু খেতে নাহি চান রুচিভরে॥
ডাক্তারেরা কন তবে মিলিয়া সকলে।
আহারে আসিবে রুচি পাউরুটি দিলে॥
কলে তবে পাউরুটি না হয় তৈয়ারী।
মুসলমানেরা তাহা করেন তৈয়ারী॥
মুসলমানের দ্বারা তৈরী হয় যাহা।
ব্রাহ্মণ বিধবা সবে নাহি খান তাহা॥
এইমতি লোকাচার মানিয়া জননী।
স্নেহধন্য সেবককে বলেন তখনি॥
শেষ কালটায় বাবা, না দিও আহারে।
মুসলমানের ছোঁয়া পাউরুটি মোরে॥
সেইহেতু মাতা নাহি খান পাউরুটি।
তিনি খান ব্রাহ্মণের দ্বারা তৈরী রুটি॥
জননীর কৃপাধন্য স্নেহের দুলাল।
পেশায় ডাক্তার তিনি নাম কাঞ্জিলাল॥
মায়ের শুশ্রূষা যাতে ভালভাবে হয়।
নার্স রাখিবারে তাহে কাঞ্জিলাল কয়॥
ডাক্তার চলিয়া গেলে সেখান হইতে।
সেবিকারে কন মাতা স্নেহভরা চিতে॥
জুতোপরা মেয়েদের সেবা নিব আমি।
এই কথা কিছুতেই না ভাবিও তুমি॥
করিতেছ সেবা মোর তুমি যেইভাবে।
পরেও করিবে তুমি সেবা সেইভাবে॥
আদ্যাশক্তি সারদা-মা লোক ব্যবহারে।
লোকাচার মেনে যান নিষ্ঠা সহকারে॥
নরবৎ নরলীলা লীলার সায়রে।
জননীর প্রতিকার্য লোকশিক্ষা তরে॥
'লজ্জা পটাবৃতা দেবী' জননী সারদা।
'নারীর ভুষণ লজ্জা' বলিতেন সদা॥
আপনি আচরি তাহা শেখান সবারে।
এমতি আদর্শ নাহি হেরি চরাচরে॥

অন্তিম শয্যায় মাতা আছেন শয়ান।
তখনও এমতি ধারা থাকে বিদ্যমান॥
শেষ অসুখের কালে মাতা উদ্বোধনে।
জনৈক সন্ন্যাসী তবে মাতৃদরশনে॥
অক্ষম দুর্বল দেহে জননী শয্যায়।
পদসেবা করে যান সন্ন্যাসী নিষ্ঠায়॥
সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে মাতা ক্ষোভভরে।
সেবিকার উদ্দেশেতে কন ক্ষীণস্বরে॥
সাধুটি আছিল যবে বসিয়া হেথায়।
নাহি দেওয়া ছিল মোর কাপড় মাথায়॥
তখন নিশ্চিত ছিল কর্তব্য তোমার।
কাপড় তুলিয়া দেওয়া মাথায় আমার॥
এমতি আচার ধারা লোকশিক্ষা তরে।
জননীর লীলানাট্যে হাজারে হাজারে॥
পুঁথি কলেবর বৃদ্ধি তার আশঙ্কায়।
সংক্ষেপেতে স্বল্প কিছু বর্ণিবারে চাই॥
হৃদয়ে ধরিয়া নিত্য শ্রীগুরু-চরণ।
অন্য এক ঘটনার দিব বিবরণ॥
তেরশ ছাব্বিশ সনে ফাল্গুন মাহায়।
পিতৃধামে সারদা-মা থাকেন কৃপায়॥
নলিনীদি, মাকুদিদি আর রাধারাণী।
প্রায়শঃ থাকেন তাঁরা যেথায় জননী॥
একদিন অপরাহ্নে তাঁরা তিনজনে।
গল্পস্বল্প করে যান পরস্পর সনে॥
কথা কাটাকাটি সেথা অবিরাম চলে।
চিৎকারও ক্রমে ক্রমে বাড়ে তার ফলে॥
লজ্জা সরমের তবে না রাখি বালাই।
হই-চই চিৎকার করেন সবাই॥
তাহা শুনি সারদা-মা কন ক্ষোভভরে।
লাজ-লজ্জা নাহি হেরি তোদের অন্তরে॥
হই-চই চিৎকার কভু ভাল নয়।
মেয়েরা সংযত রবে সকল সময়॥
নারীর ভূষণ লজ্জা—প্রবাদ বচন।
পালিবে শ্রদ্ধায় তাহা সকল সময়॥
নলিনীদি কন তবে প্রতিবাদ সনে।
পিসিমা, তোমার বাক্যে দ্বিধা জাগে মনে।
শ্রীঠাকুর বলেছেন লজ্জা ঘৃণা ভয়।
এ তিনে রাখিলে কারও কিছু নাহি হয়॥
লজ্জা রাখিবারে কিন্তু বলিতেছ তুমি।
সেহেতু সংশয় মাঝে পড়িয়াছি আমি॥

তাহা শুনি তাড়াতাড়ি বলেন জননী।
নিশ্চয় জানিবে সত্য শ্রীপ্রভুর বাণী॥
স্থান কাল পরিবেশে যাহা বলা হয়।
সেইমতি অবস্থায় তাহা সত্য রয়॥
ভিন্ন স্থান ভিন্ন কাল ভিন্ন পরিবেশে।
একই বাণীর অর্থ আসে অন্য বেশে॥
শ্রীপ্রভুর বাণী হয় তাহাদের তরে।
ভগবৎ-প্রেমে যাঁরা থাকেন বিভোরে॥
অন্যক্ষেত্রে বলি আমি লজ্জা, ঘৃণা, ভয়।
রাখিলে জীবনে জয় আসিবে নিশ্চয়॥
জেনো, যার আছে ভয় তার হবে জয়।
মেয়েদের তরে তাহা ধ্রুব সত্য হয়॥
লজ্জা তরে যাহা কন সারদা-জননী।
সেভাবেই বলিতেনও প্রভু শিরোমণি॥
কাশীপুরে শ্রীঠাকুর থাকেন যখন।
একদিন শ্রীম-এর সেথা আগমন॥
সঙ্গে তাঁর দুই কন্যা ভক্তি ভরা মনে।
প্রণতি জানান পেঁছি প্রভুর চরণে॥
নয় দশ বছরের তাহারা বয়সে।
প্রভুকে শোনায় গান অতীব হরষে॥
গান শুনি শ্রীপ্রভুর আনন্দিত মন।
তাদের আশিস প্রভু জানান তখন॥
কন্যা দুটি নীচে এলে ভক্তগণ কয়।
তোমাদের গান শোনা তরে ইচ্ছা হয়॥
ভক্তদের অনুরোধ শ্রবণের পরে।
কন্যা দুটি গায় গান সপ্রীত অন্তরে॥
শ্রীম-কে বলেন তবে ঠাকুর আমার।
মেয়েদিকে গান তুমি না শিখিও আর॥
আপনা-আপনি গায় তাহা মন্দ নয়।
যেখানে সেখানে গাওয়া উচিত না হয়॥
যার তার কাছে যদি গায় এইভাবে।
তাহাদের মন হতে লজ্জা ভেঙ্গে যাবে॥
মেয়েদের তরে লজ্জা বড় দরকার।
সেহেতু তাদের গান না শিখিও আর॥
জয়রামবাটীধামে একদা সকালে।
নলিনীদি সহ আরও রন সেইকালে॥
মায়ের সেবিকা নাম মন্দাকিনী রায়।
নলিনীকে রূঢ় কথা তবে বলে যায়॥
তাহা শুনি সারদা-মা কন ক্ষোভসনে।
আঘাত না দিবে কভু মানুষের মনে॥

কথাটি হলেও সত্যি সে কথাটি কারে।
না বলা উচিত হয় অপ্রিয় আকারে॥
মিষ্টভাবে না বলিলে অপ্রিয় ভাষণে।
অন্যেরা আঘাত পায় তাহাদের মনে॥
তাছাড়া এভাবে বলা হলে বারবার।
চক্ষু লজ্জা ভাব মনে না থাকিবে আর॥
বিশেষতঃ মেয়েদের আচার এমতি।
জেনে রেখো সর্বভাবে নিন্দনীয় অতি॥
প্রবাদ বচন তাহে এইমতি রয়।
'অপ্রিয় সত্যকে বলা উচিত না হয়'॥
প্রতিটি কথা ও বাক্য জননী সারদা।
মিষ্ট ও কোমলভাবে বলিতেন সদা॥
ভক্তকেও না কন কিছু আদেশের স্বরে।
আঘাত যাহাতে ভক্ত না পায় অন্তরে॥
সে সকল ক্ষেত্রে মাতা কন স্নেহচ্ছলে।
হয় না কি ভাল, বাবা, এভাবে করিলে॥
প্রতি জীব, প্রতি বস্তু যার যাহা মান।
জননী তাহাই তাকে করেন প্রদান॥
নিত্য ব্যবহার্যরূপে থাকে সম্মার্জনী।
তাকেও সম্মান দিতে বলেন জননী॥
তেরশ ছাব্বিশ সনে কৃপার হৃদয়ে।
সারদা-মা আছিলেন পিতার আলয়ে॥
একদা ফাল্গুন মাসে বেলা দশটায়।
জননী আছেন বসি সেথা বারান্দায়॥
জনৈকা মহিলা তবে আসি সেইখানে।
ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিতে থাকেন উঠানে॥
ঝাঁট দেওয়া হলে শেষ ঝাঁটাটি লইয়া।
অদূরে হেলায় তাকে রাখেন ছুঁড়িয়া॥
মহিলাকে কন তবে জননী সারদা।
শ্রদ্ধা সনে কার্য করা উচিত সর্বদা॥
কাজ হয়ে গেল আর তুমি কিনা হায়।
ঝাঁটাটি তাচ্ছিল্যভরে ফেলিলে সেথায়॥
ছুঁড়িয়া রাখিতে ঝাঁটা লাগে যতক্ষণ।
ধীরভাবে রাখিলেও লাগে ততক্ষণ॥
ছোট জিনিসেও নাহি করো তুচ্ছ জ্ঞান।
উচিত তাদেরও দেওয়া যথাযোগ্য মান॥
তাছাছাড়া ঝাঁটাটিরও হবে প্রয়োজন।
এ গৃহের অঙ্গরূপে রহে অনুক্ষণ॥
সেদিক দিয়েও দেখ মান্য আছে তার।
সামান্য কাজেও শ্রদ্ধা রেখো অনিবার॥

কিছু থামি সারদা-মা পুনরায় কন।
'যাকে রাখো, সেই রাখে'—প্রবাদ বচন॥
কি গভীর তত্ত্বে পূর্ণ জননীর কথা।
লোকশিক্ষা তরে মার নিত্য আকুলতা॥
মাতা কন না করিবে বৃথা অপচয়।
সেইসাথে যার যাহা প্রাপ্য দিতে হয়॥
এসবে যেমতি থাকে মার আচরণ।
সংক্ষেপে তাহারি এবে দিব বিবরণ॥
তেরশ একুশ সালে সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
লীলাপুষ্টি তরে মাতা রন উদ্বোধনে॥
একদা কার্তিক মাসে বৈকাল বেলায়।
বিশ্রামের তরে মাতা থাকেন শয্যায়॥
বলরাম বসু গৃহ থাকায় অদূরে।
সেথা হতে ভৃত্য এক আসে ভক্তিভরে॥
আতার চুপড়ি এক ধরিয়া মাথায়।
'ঠাকুর-মা, ঠাকুর-মা' বলে মাকে ডেকে যায়॥
অনুমতি লভি তবে যাইয়া উপরে।
আতাগুলি রাখি দেয় ঠাকুরের ঘরে॥
নীচে আসি ভৃত্য তবে শুধায় সকলে।
চুপড়িটি কি করিব মোরে দাও বলে॥
তাহা শুনি সাধুগণ বলেন সবাই।
কি আর হইবে ওতে, ফেলে দে রাস্তায়॥
চুপড়ি তরে সেই কথা করিয়া শ্রবণ।
রাস্তায় ফেলিয়া ভৃত্য করিল গমন॥
সেসব শুনিয়া মাতা আসি বারান্দায়।
দেখেন চুপড়িখানি রয়েছে রাস্তায়॥
সঙ্গিনীকে সারদা-মা কন অতঃপর।
দেখহ চুপড়িখানি কেমন সুন্দর॥
সাধুদের মায়া নাই কোন বস্তু তরে।
সেহেতু চুপড়ি ফেলা হয় রাস্তা 'পরে॥
সামান্য জিনিস তারও হলে অপচয়।
আমাদের মনে কিন্তু সহ্য নাহি হয়॥
চুপড়িটি যদি থাকে হাতের গোড়ায়।
সব্জীর খোসাগুলি তাহে রাখা যায়॥
তখন সন্তান এক মাতৃ ইচ্ছা ভরে।
ধুইয়া চুপড়িখানি রাখেন ভিতরে॥
মার লীলা কথা মনে জাগায় তিয়াসা।
যত শোনা যায় তত বেড়ে যায় তৃষা॥
শ্রীগুরু চরণ ধরি হৃদয় মাঝারে।
আরেক কাহিনী আমি বর্ণিব এবারে॥

অদূরে বদনগঞ্জে থাকে বিদ্যালয়।
সে স্কুলে অধ্যয়ন করে রামময়॥
বয়সে বালক অতি সরলতা ভরা।
তার 'পরে মার স্নেহ ধরায় অধরা॥
সেই পুত্র জননীর দর্শনের তরে।
আসিয়া হাজির হয় প্রতি শনিবারে॥
তৈরী হলে গৃহে কোন সুস্বাদু খাবার।
তার তরে রেখে দেন জননী আমার॥
জনৈকা মহিলা তবে মার ইচ্ছা স্মরি।
স্বাদেতে অমৃত তুল্য রাঁধেন খিচুড়ি॥
বার অনুসারে তাহা ছিল শনিবার।
জননী ভাবেন পুত্র আসিবে আমার॥
সেইহেতু সারদা-মা সস্নেহ অন্তরে।
খিচুড়ি রাখিয়া দেন রামময় তরে॥
শ্রীমান আসিবামাত্র মাতা তাড়াতাড়ি।
থালা ভরি খেতে দেন সুস্বাদু খিচুড়ি॥
খিচুড়ি খাইয়া পুত্র পরিমাণ মত।
বাকিটুকু ফেলে দিতে হলেন উদ্যত॥
তাহা হেরি সারদা-মা কন স্নেহচ্ছলে।
এমন সুখাদ্য বাবা, নাহি দিও ফেলে॥
গরীবের মেয়ে এক অদূরেই থাকে।
সে খিচুড়ি দেওয়া হল ডাকিয়া তাহাকে॥
মেয়েটি চলিয়া গেলে আহ্লাদিত মনে।
সবারে উদ্দেশি মাতা কন সেইক্ষণে॥
যার যেটি প্রাপ্য সেটি তাকে দিতে হয়।
উচিত না হয় কভু করা অপচয়॥
যে সকল খাদ্যদ্রব্য মানুষেরা খায়।
গরুকে সেসব খাদ্য কভু দিতে নাই॥
গরুদের খাদ্যরূপে থাকে যেইগুলি।
কুকুরের মুখে তাহা নাহি দিবে তুলি॥
যে সকল নাহি খাবে গরু বা কুকুরে।
মাছেদের তরে তাহা ফেলিবে পুকুরে॥
জননী বলেন সদা উপদেশ ছলে।
সৎকাজে করো ব্যয় সামর্থ্য থাকিলে॥
সেই কার্যে মুক্তহস্ত থাকেন যাঁহারা।
সর্বভাবে তাঁরা পান মার কৃপাধারা॥
হইতে কোয়ালপাড়া জননী সারদা।
বিষ্ণুপুর চলেছেন গোপনে একদা॥
দু' তিন মাইল বাকী যেতে বিষ্ণুপুরে।
সেইস্থানে ছিল এক সুন্দর পুকুর॥
কোন এক তাঁতি তাহা করান খনন।
টলমল করে জল সেথা সর্বক্ষণ॥
'তাঁতি পুকুর' নামেতে তার পরিচিতি।
তার জল পানে লোকে খুশি হয় অতি॥
অশ্বত্থ বৃক্ষও এক বিরাট আকারে।
বিরাজিত থাকে সেই পুকুরের পাড়ে॥
যাত্রাপথে সেইস্থানে গোযান হইতে।
সারদা-মা নামিলেন সাঙ্গোপাঙ্গ সাথে॥
সেই বৃক্ষতলে তবে সপ্রেম অন্তরে।
যথারীতি বাল্যভোগ দিলেন ঠাকুরে॥
অনন্তর সারদা-মা বলেন কৃপায়।
এ পুকুরে কত লোক জল খেতে পায়॥
যার অর্থে এ-পুকুর প্রতিষ্ঠিত হয়।
সেই তাঁতি ভাগ্যবান জানিবে নিশ্চয়॥
খুশী হন সৎকাজে হলে অর্থব্যয়।
জননী অখুশী হন হলে অপচয়॥
সবজীরও খোসা কাটা হলে পুরু করে।
নিষেধাদি করিতেন সক্ষুব্ধ অন্তরে॥
মার বাণী—না করিবে কভু অপচয়।
মা লক্ষ্মী কুপিতা হন হলে অপচয়॥
ভক্তিমতী গোলাপ-মা আবিষ্ট অন্তরে।
পালিতেন মার বাণী অক্ষরে অক্ষরে॥
অভিজ্ঞা গৃহিণী সম থাকি উদ্বোধনে।
করিতেন সেবা নিত্য ভক্ত ভগবানে॥
সাধু ভক্ত সবাকার আহারের পরে।
কিছু কিছু পড়ে থাকে উচ্ছিষ্ট আকারে
পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্টাদি একত্র করিয়া।
রাস্তায় গরুর মুখে দিতেন ধরিয়া॥
সবজীর খোসাপাতি যাহা থাকে পড়ে।
তাহাও গরুর মুখে দেন যত্ন করে॥
ভাঙ্গাচোরা বাসনাদি থাকে অকারণ।
তাদের বদলি নেন নূতন বাসন॥
কমলালেবুর খোসা, আখের ছিবড়া।
তাদেরও রাখেন তিনি হয়ে যত্নপরা॥
প্রয়োজনে তাহারাও সময় সময়।
উনান ধরানো কার্যে ব্যবহৃত হয়॥
পান সাজা হয়ে গেলে তার বোঁটাগুলি।
গিনিপিগদের মুখে তিনি দেন তুলি॥
মায়ের বাণীর মূর্তি গোলাপ-চরণে।
প্রণাম জানাই আমি ভক্তিভরা মনে॥

আদ্যাশক্তি সারদা-মা লীলার স্বরূপে।
গৃহলক্ষ্মী, পৌষলক্ষ্মী, কর্মলক্ষ্মীরূপে ॥
সন্তান-সন্ততিদি'কে জননী সারদা।
কর্ম করিবার তরে বলেন সর্বদা ॥
সতত করিয়া কর্ম নিজেও আপনি।
সে বাণীর মূর্তিরূপে থাকেন জননী ॥
বালিকা বয়স হতে থাকে এই রীতি।
কর্মতরে জননীর সদানিষ্ঠ প্রীতি ॥
জননীর কর্মধারা করিলে শ্রবণ।
কর্মময় হয়ে উঠে মনুষ্য জীবন ॥
কিছু কিছু সেই কথা সংক্ষিপ্ত আকারে।
ভক্তিভরে দেওয়া আছে পুঁথির মাঝারে ॥
সবারে বলেন মাতা সস্নেহ অন্তরে।
কাজ ছাড়া না থাকিবে মুহূর্তেরও তরে ॥
এ সংসার কর্মক্ষেত্র সকল সময়।
সেহেতু উচিত থাকা সদা কর্মময় ॥
কর্মে লিপ্ত কারও মন থাকিলে সদাই।
মনের সমতা তাহে সদা রক্ষা পায় ॥
তাহা ছাড়া মনে রেখো সদা অনুক্ষণ।
কর্মের দ্বারাই কাটে কর্মের বন্ধন ॥
রাজলক্ষ্মী দেবীকেও জননী সারদা।
কর্মতরে স্নেহচ্ছলে বলেন একদা ॥
উচিত না হয় কভু মেয়েদের তরে।
মুহূর্তেকও বসে থাকা কর্ম নাহি করে ॥
কর্ম থাকে লক্ষ্মীরূপে নারীর জীবনে।
সেহেতু করিবে কর্ম সদা নিষ্ঠা সনে ॥
সারদা-মা বলিতেন যেবা ভাল করে।
রেঁধেবেড়ে সযতনে খাওয়ান অপরে ॥
সে ঘরে অভাব কিছু দেখা নাহি যায়।
অচলা হইয়া লক্ষ্মী থাকেন সেথায় ॥
জননীর জীবনেও থাকে এই ধারা।
কর্মলক্ষ্মী সারদা-মা ধরায় অধরা ॥
জয়রামবাটীধামে যখন জননী।
করিয়া যেতেন কর্ম দিবস রজনী ॥
সুবৃহৎ পরিবার বহু লোকজন।
মুনিষ রাখাল সেথা থাকে চারিজন ॥
মামীরা বয়সে তবে নিতান্ত বালিকা।
সেহেতু করেন সব মাতা নিজে একা ॥
রান্না-বান্না নান্য কাজ বিবিধ আকারে।
জননী করেন সব যত্ন সহকারে ॥
গর্ভধারিণীরও যাতে কষ্ট নাহি হয়।
সেদিকেও থাকে দৃষ্টি সকল সময় ॥
রাধুদির জন্মিবার দু'বছর পরে।
থাকেন ব্রাহ্মণী এক কাজকর্ম তরে ॥
তিনি শুধু রাঁধিতেন সকালবেলায়।
সব রান্না রাত্রে মাতা করেন একাই ॥
খেয়ে খুশী হন বলে মামাদের তরে।
রাঁধেন গরম ভাত মাতা স্নেহ ভরে ॥
সেই সঙ্গে রান্না হয় রুটি তরকারি।
তার সাথে নানা কাজ নানা ঝকমারি ॥
ভক্তেরা আসিলে কেহ দর্শনের তরে।
জননী করেন রান্না তাহাদেরও তরে ॥
দিবারাত্র থাকে কাজ জোটে না বিশ্রাম।
তবু মার মুখে হাসি থাকে অবিরাম ॥
শয্যাশায়ী না থাকিলে, না হলে অক্ষম।
এই ভাবে মাতা করে যান পরিশ্রম ॥
জননী অশক্ত যবে বয়সের ভারে।
তখনও করেন কাজ সাধ্য অনুসারে ॥
সেইকালে নিষ্ঠা সনে মায়ের সেবায়।
সেবক-সেবিকা বহু থাকেন সেথায় ॥
ঝি-চাকর তাও থাকে নানা কর্ম তরে।
তবু মাতা কাজ করে যান নিষ্ঠাভরে ॥
কুসুমকুমারী নামে মায়ের তনয়া।
মাঝে মাঝে মার কাছে থাকেন আসিয়া ॥
সর্বদা ভাবেন তিনি ভক্তিভরা চিতে।
জননীকে কোন কাজ না দিব করিতে ॥
তিনি কন সেইভাবে মোর চেষ্টা থাকে।
তবু মাতা কাজ করে নেন কোন ফাঁকে ॥
রাত্রি চারিটার কালে শয্যাত্যাগ করে।
সারদা-মা গিয়েছেন শৌচাদির তরে ॥
যে-সব বাসনপত্র এঁটো হয়ে থাকে।
পুকুরে তাদের রেখে আসি সেই ফাঁকে ॥
রাখিলে বাসনপত্র জলের ভিতর।
সেইগুলি পরিষ্কার হইবে সত্বর ॥
সেহেতু তাদের রাখি জলের ভিতরে।
মাতৃধামে ফিরে আসি অন্য কার্য তরে ॥
কিছু পরে ফিরে দেখি আশ্চর্য ব্যাপার।
না আছে বাসনপত্র জলের মাঝার ॥
পুকুরেতে খোঁজাখুঁজি যবে করে যাই।
অদূরেই জননীকে দেখিবারে পাই ॥

জননী দেখান তবে হাস্যভরা প্রাণে।
পরিষ্কৃত থালা বাটি রয়েছে যেখানে।
কি আর করিব আমি, হয়ে নিরুপায়।
সে সব বাসনপত্র ঘরে নিয়ে যাই ॥
একদা গোপেশ নামে মায়ের সন্তান।
কোয়ালপাড়া হইতে মাতৃধামে যান ॥
অপরাহ্নে সেই পুত্র পৌঁছিয়া সেথায়।
দেখিলেন জননীকে বসি বারান্দায় ॥
সম্মুখে আটার তাল পর্বত প্রমাণ।
ধীরে ধীরে নিষ্ঠা সনে তাহা মেখে যান ॥
অসুস্থ ছিলেন মাতা কিছুদিন ধরে।
সেহেতু তখনও তিনি দুর্বল শরীরে ॥
সে কারণে পুত্র কন অনুযোগ সনে।
সেবক সেবিকা কত আছে এইস্থানে ॥
তবু কাজ করে যাও দুর্বল শরীরে।
সেইহেতু কষ্ট, মাগো, পেতেছি অন্তরে ॥
এইভাবে খেটে যাওয়া, কিবা প্রয়োজন।
বুঝিতে না পারি আমি তাহার কারণ ॥
তাহা শুনি মাতা কন স্নেহের স্বভাবে।
কাজ করে যাওয়া ভাল হয় সর্বভাবে ॥
প্রভুর কৃপায় আমি বাঁচি যতদিন ॥
কাজ করে যেতে যেন পারি ততদিন ॥
গৃহীদের শিক্ষা তরে জননী সারদা।
নিরলসভাবে কর্ম করেন সর্বদা ॥
স্নেহধন্য প্রেমানন্দ প্রেমানন্দে ভাসি।
জননীর কর্ম-কথা কন দিবানিশি ॥
একদা কেশবানন্দ সভক্তি অন্তরে।
হইতে কোয়ালপাড়া গেলেন বেলুড়ে ॥
তাঁর সনে থাকে আরও সাধুভক্তজন।
তাঁহারাও প্রভু মঠে করেন গমন ॥
মন্দিরে প্রণাম করি গেলেন সবাই।
প্রেমানন্দ মহারাজ থাকেন যেথায় ॥
তাঁহাদের লক্ষ্য করি প্রেমানন্দ কন।
মার কাছ হতে সবে এসেছ এখন ॥
মায়ের করুণা তার সীমা নাহি রয়।
কিছু মাত্র মাকে চেনা সম্ভব না হয় ॥
তোমরা তো দেখিয়াছ কি প্রকারে সদা।
করেন অশেষ কর্ম জননী সারদা ॥
রাজরাজেশ্বরী মাতা জগৎ-জননী।
লোকশিক্ষা, তরে হন সেজে কাঙ্গালিনী ॥
গৃহীকে গার্হস্থ্য ধর্ম শেখাবার তরে।
সব গৃহকর্ম করে যান কষ্ট করে ॥
কাঙ্গালিনী সেজে তিনি নিকুচ্ছেন ঘর।
বাসনপত্রও মাজা চলে নিরন্তর ॥
অন্নপূর্ণা মাতা নিজে করিয়া রন্ধন।
সস্নেহে সবারে তাহা করান ভোজন ॥
ভক্তদের এঁটো-কাঁটা তাও পরিষ্কার।
নিত্য নিত্য করে যান জননী আমার ॥
চাল ঝাড়া, ঘুঁটে দেওয়া আরও কাজ নানা।
সকলি করেন মাতা হয়ে হাস্য মনা ॥
শ্রীপ্রভুর পুজা ভোগ তাহারই ভিতরে।
সম্পন্ন করেন মাতা আকিষ্ট অন্তরে ॥
মায়ের অসীম ধৈর্য, কি অসীম দয়া।
অভিমানশূন্য হয়ে থাকেন অভয়া ॥
সতত ঝঞ্ঝাটপূর্ণ সংসার সাগর।
নানারূপ ঝড় ঝঞ্ঝা উঠে নিরন্তর ॥
তারও মাঝে কি ভাবেতে কাজ করা যায়।
আপনি আচরি তাহা শেখান সদাই ॥
লোকবত্ত্ব কর্মধারা, কর্ম আচরণ।
যাহাতে শিখিতে পারে গৃহীদের মন ॥
কর্মলক্ষ্মী সারদা-মা তাঁহার চরণে।
প্রণাম জানাই আমি ভক্তিভরা মনে ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া জননী সারদা।
অসীমার সুরে তাঁর মন থাকে বাঁধা ॥
তবু কিন্তু লোকবত্ত্ব লীলা আচরণে।
বাস্তবের দৃষ্টিভঙ্গী থাকে সর্বক্ষণে ॥
সীমা ও অসীমা নিয়ে এক সাথে খেলা।
অতীব অদ্ভুত হয় মার নরলীলা ॥
শ্রীপ্রভুরও লীলানাট্যে থাকে এই ধারা।
কিভাবে সম্ভব তাহা ভেবে হই সারা ॥
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আর ভিন্ন পরিবেশে।
বিবিধ ঘটনা থাকে ভিন্ন ভিন্ন বেশে ॥
বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে সে সব বিচারি।
করিতে বলেন মাতা যাহা হিতকারী ॥
এমতি ঘটনা কিছু ভক্তি সহকারে।
বর্ণিব এবারে আমি পুঁথির মাঝারে ॥
জয়রামবাটীধামে ভক্তি নিষ্ঠা ভরে।
নির্মিত হয়েছে বাড়ী জননীর তরে ॥
যে কোন বাড়ীর তরে সকল সময়।
গ্রাম পঞ্চায়েৎ দ্বারা ট্যাক্স ধার্য হয় ॥

মায় গৃহ তরে তাহে চারি টাকা করে।
ট্যাক্স ধার্য করা হয় বছরে বছরে ॥
সেই ট্যাক্স ধার্য হয় প্রথমে যখন।
উদ্বোধনে আছিলেন জননী তখন ॥
নিজবুদ্ধি মতে এক সেবক সন্তান।
ধার্য ট্যাক্স যথারীতি করেন প্রদান ॥
পরের বছরে যবে ট্যাক্স নিতে আসে।
মাতা তবে সেইস্থানে লীলা পরবশে ॥
আদ্যন্ত শুনিয়া মাতা কন দৃঢ়মতে।
ধার্য করা ট্যাক্স রদ হইবে করিতে ॥
সেবক সন্তানে তবে কন পুনরায়।
যে কোন ভাবেই ট্যাক্স রদ করা চাই ॥
পঞ্চায়েৎ প্রেসিডেণ্ট থাকেন সেখানে।
মোর চিঠি নিয়ে তুমি যাইবে সেখানে ॥
অনুনয় করি তাঁকে বলো করজোড়ে।
মকুব করিয়া ট্যাক্স দেন দয়া করে ॥
সামান্য টাকার তরে এত অনুনয়।
সেবকের মনে তাহে জাগিল বিস্ময় ॥
কিছু পরে ব্যাখ্যাচ্ছলে সারদা-মা কন।
এইস্থানে লীলাদেহে রয়েছি এখন ॥
এই ট্যাক্স দিতে আমি অনায়াসে পারি।
কি ঘটিবে তার পরে তাহা ভেবে মরি ॥
হেথায় থাকিবে পরে সাধু ব্রহ্মচারী।
হয়তো খাইতে হবে করে মাধুকরী ॥
ট্যাক্স দিতে টাকা তারা পাইবে কোথায়।
সেইহেতু এই ট্যাক্স রদ করা চাই ॥
সুদূর প্রসারী দৃষ্টি চিন্তা বিবেচনা।
শুনিয়া সেবক হৃদি হয় অন্যমনা ॥
আরেক ঘটনা আমি বর্ণিব এখন।
যাহাতেও অনুরূপ থাকে আচরণ ॥
জ্ঞান মহারাজ নামে জনৈক সন্তান।
জননীর স্নেহে ধন্য মাতৃগত প্রাণ ॥
খাঁটি দুধ যাতে পান খাইতে জননী।
সর্বথা সচেষ্ট তাহে থাকিতেন তিনি ॥
সেইহেতু ভক্তিভরে বেশী দাম দিয়া।
খাঁটি দুধ হবে বলে নিতেন কিনিয়া ॥
গোয়ালাকে বলিতেন, খাঁটি দুধ চাই।
টাকায় আট সের দিও তাহে দুঃখ নাই ॥
তাহা শুনি মাতা কন করি তিরস্কার।
হিতকারী নাহি হয় এমতি আচার ॥
পোয়া দুধ মেলে হেথা এক পয়সায়।
সেহেতু গরীব লোকে দুধ খেতে পায় ॥
এইভাবে অকারণে বাড়াইলে দর।
গরীবে খাইতে নাহি পাবে অতঃপর ॥
তাহা ছাড়া গোয়ালার স্বাভাবিক রীতি।
দুধে জল মিশাইতে হয় হৃষ্ট অতি ॥
বেশী দাম দেওয়া হলে তাহারই কারণে।
আরও বেশী জল তারা দেবে লুব্ধ মনে ॥
কি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী প্রতি কার্য তরে।
অসীমা সীমার রূপে লীলার প্রান্তরে ॥
প্রভুর আশ্রম এক থাকে নবাসনে।
জ্ঞান মহারাজ তবে থাকেন সেখানে ॥
তাঁহার জীবনে থাকে একই ইতিহাস।
প্রভুভোগে খাঁটি দুধ দিতে অভিলাষ ॥
যাতে জল নাহি থাকে দুধের ভিতরে।
দুধ তাহে কিনিলেন তিনি বেশী দরে ॥
এক হাঁড়ি দুধ তবে সংগ্রহ করিয়া।
মার কাছে ভক্ত সাথে দেন পাঠাইয়া ॥
পথিমধ্যে দেখে ভক্ত উদ্বিগ্ন অন্তরে ॥
ভাসিতেছে মাছ এক দুধের উপরে ॥
মুহূর্তে সিদ্ধান্ত তিনি করিলেন মনে।
মেশানো হয়েছে জল এ দুধের সনে ॥
তাহা ছাড়া মাছ ভাসি রয়েছে সেথায়।
এই দুধে ভোগ তাহে দেওয়া নাহি যায় ॥
সেইভাবে চিন্তা করি সে ভক্ত সন্তান।
সেই দুধ সেইস্থানে ফেলে দিতে চান ॥
অকস্মাৎ তাঁর ঘটে চিন্তার উদয়।
মার মতে কাজ করা উচিৎ নিশ্চয় ॥
যাহা বলিবেন মাতা এই দুধ তরে।
তাহাই করিব আমি সভক্তি অন্তরে ॥
জননী সকাশে পেঁছি ভক্ত যথাকালে।
বলিলেন সব কথা নয়নের জলে ॥
ফেলে দেওয়া কথা শুনে সারদা-মা কন।
উচিত এ দুধ ফেলা না হয় কখন ॥
এ বাড়িতে রহিয়াছে কত পরিজন।
সেইসাথে আছে আরও সাধু ভক্তজন ॥
প্রভু ভোগে দুধ দেওয়া অসম্ভব হলে।
খাইতে পারিবে দুধ তাহারা সকলে ॥
খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করা সামান্য কারণে।
উচিত না হয় কভু সংসারী জীবনে ॥

সে শিক্ষা গৃহীকে দিতে জননী সারদা।
আপনি আচরি তাহা শেখান সর্বদা ॥
প্রতি কার্যে থাকে মার বুদ্ধি বিবেচনা।
সেই সাথে দূরদৃষ্টি বোধির চেতনা ॥
ধরিয়া হৃদয় মাঝে গুরুর চরণ।
এমতি ঘটনা আরও বর্ণিব এখন ॥
একদা সন্তান এক উদ্বেলিত মনে।
পত্র দ্বারা জানালেন মায়ের চরণে ॥
চাকুরী করিয়া যাহা করি উপার্জন।
তাহাতেই সবাকার ভরণ পোষণ ॥
চাকুরীতে কিন্তু, মাগো, সময় সময়।
মিথ্যা কথা বলিবার প্রয়োজন হয় ॥
চাকুরী ছাড়িয়া দিতে তাহে ইচ্ছা করে।
ভরসা না পাই পুনঃ অনটন তরে ॥
সংসারে রয়েছে নিত্য অনটন ভার।
অন্য কোন উপার্জনও না আছে আমার ॥
সেহেতু শুধাই মাগো, উদ্বিগ্ন অন্তরে।
কি করিব বলে তুমি দাও কৃপা করে ॥
জননী সকাশে এলে সন্তান বরদা।
উত্তর লিখিতে কন জননী সারদা ॥
লিখে দাও ছেলেটিকে চিঠির উত্তরে।
বর্তমানে এ চাকুরী না ছাড়ার তরে ॥
তাহা শুনি বরদার জাগিল সংশয়।
মিথ্যা কথা বলা পাপ যে কোন সময় ॥
যে চাকুরী তরে মিথ্যা বলা প্রয়োজন।
তাহাও ছাড়িতে মাতা করেন বারণ ॥
বরদার ভাব হেরি বলেন জননী
মিথ্যা বলা অনুচিত তাহা আমি জানি
এখন চাকুরী যদি সেই পুত্র ছাড়ে।
পড়িবে সংসার তার অকুল পাথারে ॥
অনটন তরে যদি না জোটে আহার।
অভাবে স্বভাব নষ্ট হইবে তাহার ॥
এখন বলিতে মিথ্যা দ্বিধা জাগে মনে।
তখন করিবে চুরি দ্বিধাহীন মনে ॥
চাকুরী ছাড়িলে পুত্র পড়িবে অভাবে।
সেহেতু চাকুরী ছাড়া উচিত না হবে ॥
জননীর দূরদৃষ্টি করিয়া স্মরণ।
বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে উঠে তার মন ॥
কি বাস্তব দূরদৃষ্টি, কি গভীর বাণী।
এ যে মোর জ্ঞানদাত্রী সারদা-জননী ॥

জননীর শ্রীচরণে জানাই প্রণাম।
অহৈতুকী ভক্তি যাহে থাকে অবিরাম ॥
বাস্তবিক ক্ষেত্রে যাহা হয় হিতকারী।
জননী বলেন তাহা বিবেচনা করি ॥
উদ্বোধনে যবে রন জননী সারদা।
কম্বলওয়ালী সেথা আসিল একদা ॥
তাহার নিকটে আসি নলিনীদি কন।
সুন্দর কম্বল এক দেখাও এখন।
কম্বল দেখাইয়ে দাম বলে পাঁচ সিকা।
নলিনীদি কন আমি দেব একটাকা ॥
নলিনীর কম্বলের নাহি প্রয়োজন।
সে কম্বল কিনিতেও নাহি তাঁর মন ॥
দর কষাকষি তাহে কম্বলের তরে।
অকারণে করে যান বহুক্ষণ ধরে ॥
দিদির উদ্দেশে তবে সারদা-মা কন।
জানি তব কম্বলের নাহি প্রয়োজন ॥
কম্বলটিও কিনিবার ইচ্ছা নাই মনে।
তবু খ্যাচ-ম্যাচ তুমি কর অকারণে ॥
দর কষাকষি চলে চারি আনা তরে।
বিনা অজুহাতে শুধু এতক্ষণ ধরে ॥
কম্বলের বোঝা নিয়ে মেয়েটি মাথায়।
দু'পয়সা পাব বলে দ্বারে দ্বারে যায় ॥
কিনিবে না তবু তুমি হুজুগের ভরে।
আটকে রেখেছ তাকে এতক্ষণ ধরে ॥
এমতি আচার ধারা নয় হিতকারী।
তাহাকে ছাড়িয়া তুমি দাও তাড়াতাড়ি ॥
বাস্তবতা পরিপূর্ণ মার চিন্তাধারা।
অসীমায় সীমারূপে ধরায় অধরা ॥
জয়রামবাটীধামে না থাকে বাজার।
তরি-তরকারি তাহে মেলা হয় ভার ॥
সতীশের মা তবে আসিয়া সেথায়।
মাঝে মাঝে সব্জী-পাতি মাকে দিয়ে যায় ॥
যে কোন সময়ে তার হলে প্রয়োজন।
সব্জী-পাতি সেই বৃদ্ধা করে আনয়ন ॥
মার কাছ হতে কিন্তু সে সকল তরে।
মূল্যের হিসাবে নিত বেশী বেশী করে ॥
সে বিষয়ে মাকে বলা হলে একবার।
স্নেহভরে বলিলেন জননী আমার ॥
যে ভাবে আমার জন্য সচেষ্ট হৃদয়ে।
সব্জীপাতি দিয়ে যায় যে-কোন সময়ে ॥

সে হিসাবে সে যে হয় আমার ভাঁড়ারী।
তাহে দাম বেশী দেওয়া হয় হিতকারী॥
স্থান কাল পরিবেশে যাহা প্রয়োজন।
সেই অনুযায়ী কর্ম মার অনুক্ষণ॥

সারদাপুঁথির কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পঠনে স্নিগ্ধ হয় মন প্রাণ॥
জননীর লীলাকথা হয় যেইস্থানে।
প্রভু রামকৃষ্ণ সদা রন সেইস্থানে॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা সবে লভিতে অপার।
'হরি রামকৃষ্ণ' জোরে বল তিনবার॥

শ্রীশ্রীসারদা-পুঁথি

লোকবস্তু : লোকশিক্ষা

(২)

জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন।
লীলার প্রকটহেতু মর্ত্যে আগমন॥

জয় জয় বিশ্বমাতা ব্রহ্মসনাতনী।
জয় জয় শ্যামাসুতা সারদা-জননী॥
সন্তানের পাপ-তাপ, যত কাদা-ধূলি।
মুছিয়া স্নেহের করে নাও কোলে তুলি॥

জয় জয় সত্যানন্দ প্রেমানন্দময়।
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয়॥
প্রেমের মূরতি তুমি, তুমি মোর সার।
তোমার চরণে রাজে অনন্ত সংসার॥

তুমি যারে কৃপা কর কে নাশিবে তারে।
তোমার কৃপাই সার বিশ্ব চরাচরে॥

জননীর কর্মধারা লীলার সায়রে।
গৃহীকে গার্হস্থ্যধর্ম শেখাবার তরে॥
সংসারীর যাহা কৃত্য যাহা হিতকারী।
তাহাই শেখান মাতা আপনি আচরি॥
ব্যবহার করিতেন মাতা সর্বক্ষণ।
যে সকল বস্ত্র হয় অতি সাধারণ॥
যতদিন করা চলে তাহা ব্যবহার।
ততদিন পরিতেন জননী আমার॥
সামান্য ছিঁড়িয়া গেলে নিজেই তখনি।
সেলাই করিয়া তাহা পরিতেন তিনি॥
বিলাসিতা যাতে নাহি জাগে গৃহী মনে।
তাহাই শেখান মাতা নিজ আচরণে॥
দামী কোন বস্ত্র দিতে চাহিলে সন্তান।
স্নেহভরে করিতেন তাহা প্রত্যাখ্যান॥
বলিতেন অকারণে করা অর্থব্যয়।
সমীচীন নয় মোটে যে কোন সময়॥
করিবে এমন কিছু তাহার বদলে।
যাহাতে সাশ্রয় ঘটে ভবিষ্যৎকালে॥
নামেতে সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত উপাধিতে।
মার কাছে আসে যায় ভক্তিভরা চিতে॥

যখন চাকুরী তিনি করেন আসামে।
একদা আসেন তবে তিনি মাতৃধামে॥
সুপ্রসিদ্ধ 'এণ্ডী' বস্ত্র আসামে তৈয়ারী।
জননীকে দিতে তাঁর ইচ্ছা হয় ভারী॥
অতি মূল্যবান সেই বস্ত্র সর্বকালে।
তার মূল্য আশী টাকা থাকে সেইকালে॥
সেমতি বস্ত্রের মূল্য করিয়া শ্রবণ।
কিছুতেই তাহা নিতে রাজী নাহি হন॥
অশ্রুঝরা কণ্ঠে তবে বলেন সন্তান।
জননীকে দিতে কিছু চায় মোর প্রাণ॥
অধম সন্তান আমি, জানি চরাচরে।
সে-সন্তানেরও মাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করে
অধম পুত্রেরও তুমি স্নেহের জননী।
কৃপা করে এণ্ডী বস্ত্র নাও একখানি॥
সন্তানের ব্যাকুলতা করিয়া শ্রবণ।
মাতা কন, এণ্ডী বস্ত্র না নিব কখন॥
আন্তরিকভাবে অর্থ দিতে চাও তুমি।
সেই অর্থে কিনে তবে দাও কিছু জমি॥
জমিতে ফলিবে যাহা বছরে বছরে।
ব্যবহৃত হবে তাহা সাধুভক্ত তরে॥

জননীর দৃষ্টিভঙ্গী বুদ্ধি বিবেচনা।
ভাবিয়া যে কোন ব্যক্তি লভিবে প্রেরণা॥
যে কোন বস্তুই যত হোক মূল্যবান।
ব্যবহারে তাহা হয়ে যায় খান খান॥
কিন্তু সেই অর্থ দিয়ে জমি কেনা হলে।
অন্নের সংস্থান থাকে তাহার ফসলে॥
তাহা ছাড়া ভবিষ্যতে সঙ্কটের দিনে।
সে জমি বিক্রয় করা যায় প্রয়োজনে॥
কর্মলক্ষ্মী ভূমিলক্ষ্মী জননী সারদা।
তাঁহার চরণে নতি জানাই সর্বদা॥
পুনরায় ফিরে যায় পূর্বসূত্র ধরে।
যেথায় জননী কন জমি কেনা তরে॥
এক ব্যক্তি শুনি তাহা বলেন তখন।
কিছু জমি বিক্রয়ের আছে প্রয়োজন॥
পাঁচজনে দেন তবে দাম ঠিক করে।
ভক্তটি পাঠান টাকা সেই অনুসারে॥
উল্লিখিত ব্যক্তি কিন্তু বলেন তখন।
এ জমি বিক্রয় নাহি করিব এখন॥
জমি কেনা নাহি হল তাহার কারণে।
সেবক ভক্তেরা সবে চিন্তান্বিত মনে॥
কি করা উচিত তবে ভক্তের টাকায়।
জননীর কাছে তাহা জানিবারে চায়॥
তাদের দুশ্চিন্তা কথা শুনিয়া জননী।
অভিজ্ঞা গৃহিণীসম বলিলেন তিনি॥
এ সময়ে ধান বিক্রী হয় সস্তা দরে।
বর্ষায় ধানের দর যায় খুব বেড়ে॥
টাকা দিয়ে জমি কেনা না হল যখন।
সে টাকায় ধান কিনে রাখহ এখন॥
দেখা গেল সে বছরে বর্ষার সময়।
সে ধানের মূল্য প্রায় চতুর্গুণ হয়॥
অসীমের সুরে বাঁধা থাকে মার মন।
কি বাস্তব জ্ঞান তবু রাজে সর্বক্ষণ॥
চাল, ডাল, গুড় আদি দ্রব্য সমুদয়।
তাদের যে-কোন গৃহে আবশ্যক হয়॥
সে সবে যখন পাওয়া যায় সস্তা দরে।
কিনিয়া রাখেন তবে মাতা যত্ন করে॥
চাল ছাওয়া, মটকা মোড়া সঠিক সময়ে।
তাহাও করান মাতা সচেষ্ট হৃদয়ে॥
বুদ্ধি বিবেচনা সনে জননী আমার।
বর্ষা পূর্বে জ্বালানীরও রাখেন জোগাড়॥

সংসারের খুঁটিনাটি, বিবিধ বিষয়ে।
জননী রাখেন দৃষ্টি সজাগ হৃদয়ে॥
সবা তরে বলিতেন জননী সারদা।
চাল, কাঠ ঠিক করে রাখিবে সর্বদা॥
এমতি হইলে করা কষ্ট নাহি পাবে।
আর কিছু না থাকিলেও দিন কেটে যাবে॥
গৃহীকে গার্হস্থ্য ধর্ম শিখাতে জননী।
আদ্যাশক্তি সাজিলেন অভিজ্ঞা গৃহিণী॥
অভিজ্ঞা গৃহিণী পদে জানাই প্রণাম।
যাতে তাঁর পদে ভক্তি থাকে অবিরাম॥
অভিজ্ঞা গৃহিণী সম মার আচরণ।
এমতি ঘটনা আরও করিব বর্ণন॥
জিবটার অধিবাসী নাম শম্ভু রায়।
বিষয় সম্পত্তি বহু আছয়ে সেথায়॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হন নামেতে সজনী।
তাঁহাকে অশেষ স্নেহ করেন জননী॥
মাতৃধামে থাকে এক ঔষধ আলয়।
বিনা ব্যয়ে সেইস্থানে চিকিৎসাদি হয়॥
সেথায় ডাক্তাররূপে থাকেন সজনী।
বিনা অর্থে চিকিৎসাদি করিতেন তিনি॥
সজনীবাবুর থাকে সব্জীর বাগান।
নানা সব্জীপাতী যেথা থাকে বর্তমান॥
মাঝে মাঝে সেই পুত্র ভক্তিভরা মনে।
সব্জীপাতি এনে দেন জননী চরণে॥
পুত্রকে আশিস দানি সস্নেহ অন্তরে।
সে-সকল সব্জী মাতা নিতেন সাদরে॥
মহাভাগ্যবান সেই সজনী সন্তান।
একদা জননী হতে তিনি দীক্ষা পান॥
দীক্ষাকালে সে সন্তান ভক্তিভরা মনে।
দু' টাকা প্রণামী দেন জননী চরণে॥
মাতা কিন্তু সেই টাকা না করে গ্রহণ।
স্নেহভরে করিলেন তাহা প্রত্যর্পণ॥
সব্জীপাতি নেন মাতা সজনীর হতে।
টাকা কিন্তু না লইলেন মাতা কোনমতে॥
সেইহেতু দ্বিধা জাগে সেবকের মনে।
কিন্তু নাহি জিজ্ঞাসেন তাহার কারণে॥
সেবকের মনে দ্বিধা হেরিয়া জননী।
সন্ধ্যাকালে স্নেহভরে বলেন আপনি॥
সব্জীপাতি নিই আমি সজনীর আনা।
না নিলাম টাকা কিন্তু করে বিবেচনা॥

জমিদার ব্যক্তিদের রীতি অনুযায়ী।
তাহারা স্বভাবে হয় ভীষণ বিষয়ী॥
সজনীর হতে টাকা করিলে গ্রহণ।
চিন্তাগ্রস্ত হবে তার আত্মীয় স্বজন॥
তাদের অন্তরে তবে জাগিবে সংশয়।
বুঝি বা সম্পত্তি এবে হাতছাড়া হয়॥
সেইহেতু টাকা আমি না করি গ্রহণ।
পুনরায় সজনীকে করি প্রত্যর্পণ॥
কি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী বুদ্ধি বিবেচনা।
সেবক সেকথা শুনি পুলকিত মনা॥
পুলকিত সে সেবক ভাসি অশ্রুনীরে।
বারবার নমিলেন তিনি জননীরে॥
প্রভুর আশিস সনে তাঁহার কৃপায়।
এমতি আখ্যান আরও বর্ণিবারে চাই॥
বৈরাগ্যে মণ্ডিত থাকে মায়ের হৃদয়।
গৃহস্থকে কন কিন্তু রাখিতে সঞ্চয়॥
নামেতে প্রবোধচন্দ্র চ্যাটার্জি উপাধি।
মার প্রতি তাঁর ভক্তি না ধরে অবধি॥
বদনগঞ্জেতে থাকে উচ্চ বিদ্যালয়।
জয়রামবাটী হতে বেশী দূরে নয়॥
প্রধান শিক্ষকরূপে সেই বিদ্যালয়ে।
কাজ করে যান তিনি সদানিষ্ঠ হয়ে॥
শ্রীযুত প্রবোধবাবু আকুলিত মনে।
মাঝে মাঝে যাইতেন মাতৃদরশনে॥
একদা প্রবোধবাবু জননীর তরে।
ফল মিষ্টি তরকারি নেন সঙ্গে করে॥
মূল্যের হিসাবে তাহা বহু টাকা হয়।
তাঁহার অবস্থা কিন্তু খুব ভাল নয়॥
জয়রামবাটীধামে পোঁছিয়া সন্তান।
মায়ের চরণে সব করেন প্রদান॥
প্রচুর সম্ভার দেখি জননী আমার।
স্নেহভরে পুত্রে কন করি তিরস্কার॥
বানরের চুল হলে বাঁধিতে না জানে।
তোমার অবস্থা তাই হেরি বর্তমানে॥
ছেলেমেয়ে, পরিবার রয়েছে তোমার।
এত টাকা খরচের কিবা দরকার?।
উচিত সঞ্চয় রাখা তাহাদের তরে।
অভাব না আছে মোর প্রভুকৃপা ভরে॥
সেইপুত্র দুঃখ লভি জননী বচনে।
ভাবিতে থাকেন তবে উদ্বেলিত মনে॥
জননীর এইভাবে সেবা করিবার।
গরীব বলিয়া মোর নাহি অধিকার॥
সন্তান পেয়েছে ব্যথা বুঝিয়া জননী।
স্নেহভরে সে-সন্তানে বলেন তখনি॥
সঞ্চয় করিয়া যদি কিছু রাখা যায়।
ভবিষ্যতে সংসারের থাকিবে উপায়॥
সাধুদের সেবা তাহে পারিবে করিতে।
কিছু না থাকিলে তুমি দিবে কোথা হতে?।
মায়ের কল্যাণ চিন্তা সন্তানের তরে।
বুঝিয়া প্রবোধ পান প্রবোধ অন্তরে॥
মাকে কন সেই পুত্র অন্য একবার।
ঘোড়া কেনা ইচ্ছা, মাগো, জেগেছে আমার॥
কেনা হলে আসা-যাওয়া হবে তাড়াতাড়ি।
অনুমতি তাহে, মাগো, দাও কৃপা করি॥
শ্রীযুত প্রবোধবাবু বয়সে প্রবীণ।
ঘোড়া চাপা সে বয়সে নয় সমীচীন॥
তাছাড়া বিপদ ঘটে ঘোড়ায় চাপিলে।
সেইহেতু অনুমতি মার নাহি মিলে॥
সব কিছু চিন্তা করি সারদা-মা কন।
জান, বাবা, আছে এক প্রবাদ বচন॥
আটে পিঠে দড়।
ঘোড়ার পিঠে চড়॥
সেহেতু না কিনি ঘোড়া অর্থব্যয় করে।
পা-গাড়ি কিনিও এক যাতায়াত তরে॥
কি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ধরেন জননী।
তাঁহার তুলনা শুধু নিজেই আপনি॥
পুঁথি কলেবর বৃদ্ধি হবে আশাঙ্কায়।
অন্যান্য প্রসঙ্গে এবে যাইবারে চাই॥
সশ্রদ্ধ দেশাত্মবোধ মাতৃভূমি তরে।
অনুস্যূত থাকে সদা জননী অন্তরে॥
সমাজে কল্যাণ যাতে হয় সবাকার॥
করেন সেমতি চিন্তা জননী আমার॥
সেই দৃষ্টিভঙ্গী মাঝে না থাকে উচ্ছ্বাস।
চন্দ্রের সুষমা সম তাহার প্রকাশ॥
একদা প্রবোধবাবু ভক্তি ভরা মনে।
জয়রামবাটী যান জননী চরণে॥
ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধ চলে সেইকালে।
বহুলোক হতাহত হয় তার ফলে॥
কুশল প্রশ্নাদি করা হইবার পর।
জননী শুধান তাঁকে যুদ্ধের খবর॥

সে-প্রসঙ্গে কন পুনঃ জননী আমার।
হয়েছে মানুষ মারা কল আবিষ্কার ॥
তার ফলে দেখ এই যুদ্ধের সময়।
সেই দেশে লাখে লাখে ঘটে লোকক্ষয় ॥
রেলগাড়ি, টেলিগ্রাফ যন্ত্রপাতি কত।
আবিষ্কৃত হইতেছে প্রয়োজন মত ॥
এই সব যন্ত্রপাতি তাহার কারণে।
কলিকাতা হতে আসা যায় একদিনে ॥
সেইকালে পায়ে হেঁটে কত কষ্ট করে।
দেখ না গিয়েছি আমি দক্ষিণ শহরে ॥
শুনিয়া প্রবোধ কন উৎসাহ সনে।
দেশের হয়েছে ভাল ইংরাজ শাসনে ॥
ইংরাজ সরকার, মাগো, হিতকারী বেশে।
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি করেছেন দেশে ॥
শুনিয়া সকল কথা বলেন জননী।
হয়েছে সুবিধা কিছু, আমি তাহা মানি ॥
আগে কিন্তু অন্নাভাব নাহি ছিল ঘরে।
বর্তমানে তাহা কিন্তু বিকট আকারে ॥
সুগভীর চিন্তা ধারা থাকে বোধি সনে।
তাহে বলে দেন মাতা ব্যাধির কারণে ॥
যুদ্ধের কারণে দেশে থাকে অন্নাভাব।
তারই তরে নিদারুণ ঘটে বস্ত্রাভাব ॥
দুঃখ কষ্ট পায় তাহে জনসাধারণ।
অসম্ভব হয়ে উঠে লজ্জা নিবারণ ॥
নারীরা বাহিরে তাহে আসিতে না পারে।
বস্ত্রাভাবে কেহ কেহ আত্মহত্যা করে ॥
খবরের কাগজেতে এসব খবর।
ভূরি ভূরি প্রকাশিত থাকে নিরন্তর ॥
এই সব দুঃখ বার্তা করিয়া শ্রবণ।
জননী আকুলস্বরে করেন ক্রন্দন ॥
রুদ্ধকণ্ঠে মাতা কন কাঁদিতে কাঁদিতে।
ইংরাজেরা কবে যাবে এই দেশ হতে ॥
বারবার কন তাহা হইয়া বিহ্বল।
গণ্ডদেশ বাহি অশ্রু ঝরে অবিরল ॥
কিঞ্চিৎ হইয়া শান্ত কন দুঃখ করে।
তখন চরকা ছিল প্রতি ঘরে ঘরে ॥
হইত কাপাস চাষ তাহাদের ক্ষেতে।
সকলে কাটিত সুতা যথা নিষ্ঠামতে ॥
সে সুতায় বস্ত্র বুনি জনসাধারণ।
করিতে সমর্থ হত লজ্জা নিবারণ ॥

সেইহেতু সুখী ছিল তাহারা সকলে।
কোম্পানি আসিয়া সব নষ্ট করে দিলে ॥
বিভিন্ন ফিকির ফন্দি নানা প্রলোভনে।
দেশী শিল্প ধ্বংস করে দিল দিনে দিনে ॥
চারিটি কাপড় দেয় কোম্পানি-টাকায়।
তার সাথে একখানি ফাউ পাওয়া যায় ॥
সেই লোভে চরকা ভুলে হল সব বাবু।
সেইসব বাবুরাই হল এবে কাবু ॥
প্রভুর আশ্রম থাকে কোয়ালপাড়ায়।
সন্ন্যাসী কেশবানন্দ থাকেন সেথায় ॥
গোপেশ, কিশোরী আরও সাধু-ভক্তগণ।
আশ্রমে করেন তবে জীবন যাপন ॥
তাহাদিকে সারদা-মা কন একদিন।
হুজুগে মাতিয়া সবে না কাটাবে দিন ॥
তাঁত কর, চরকা কর দেশের কল্যাণে।
তাঁতের কাপড়ই আগে ছিল পরিধানে ॥
কিছু থামি সারদা-মা বলেন সেথায়।
আমিও কাটিব সুতা যদি চরকা পাই ॥
সমাজের কালব্যাধি করিয়া নির্ণয়।
মাতা বলে দেন কিসে হবে নিরাময় ॥
পরবর্তীকালে দেখি সে সমস্যা তরে।
মহাত্মা গান্ধীও কন চরকা বুনিবারে ॥
জননীর শ্রীচরণে জানাই প্রণাম।
যাতে তাঁর পদে ভক্তি থাকে অবিরাম ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া জগৎ-জননী।
লীলানাট্যে লোকবন্তু সারদা-জননী ॥
জ্ঞান ও গরিমা ঢাকি সময় সময়।
ছেলেমানুষীর ভাবে মার অভিনয় ॥
সেইকালে সেই সুরে বাঁধা থাকে মন।
অবোধ বালিকাসম থাকে আচরণ ॥
সেবক-সেবিকা বহু থাকে মার তরে।
যাঁরা সেবা করে যান আবিষ্ট অন্তরে ॥
ছোট এক ছেলেকেই তবু মাতা কন।
ফুল তুলে দে না কিছু, লক্ষ্মী বাছাধন ॥
কিছুতেই তুলিব না, ছেলে বলে যায়।
মার কাছ হতে কিন্তু ছাড়া নাহি পায় ॥
জননীও একই কথা কন স্নেহাবেশে।
সে বালক ফুল তুলে দেয় অবশেষে ॥
অনুরূপ লীলাকথা থাকে অগণন।
আরেক কাহিনী তবে করিব বর্ণন ॥

পিত্রালয়ে সারদা-মা থাকেন যখন।
আসেন জনৈকা বৃদ্ধা কখন সখন ॥
সারুকে দেখিয়া আসি—তাহা ভাবি মনে।
একদা হাজির বৃদ্ধা জননী চরণে ॥
সেবিকা থাকেন বহু তাহাদিকে ছাড়ি।
বৃদ্ধাকে বলেন মাতা অনুনয় করি ॥
পা-টা কামড়াচ্ছে বড় বাত ব্যাধি তরে।
বুলিয়ে একটু হাত দে মা কষ্ট করে ॥
চটিয়া উত্তর তবে দেয় সেই বুড়ী।
তোমার 'ছিরির' কথা, কিবা আহা মরি ॥
সারাদিন খেটে খুটে রেতের বেলায়।
'ছরীরের' সারবস্তু আর কিছু 'লাই' ॥
তুমি কিনা আহ্লাদে ধর আব্দার।
পা-টা টিপিয়া বাছা দে না আমার ॥
পা টিপিতে যত খুশী বলে যাও তুমি।
এখন টিপিতে পা পারব নি আমি ॥
হাসি চেপে তবু মাতা কন বারবার।
একটুখানি দে না টিপে পা-টা আমার ॥
উভয়ে নাছোড়বান্দা থাকে নিজ তালে।
পরাভূতা বুড়ী সেবা করে শেষকালে ॥
জয়রামবাটীধামে বয় লীলাধারা ॥
মাতা যেথা মাঝে মাঝে বালিকার পারা ॥
বয়সে বালক অতি নাম রামময়।
জননীর কৃপাধন্য স্নেহের তনয় ॥
বদনগঞ্জেতে তার চলে অধ্যয়ন।
শনিবারে মার কাছে হয় আগমন ॥
মায়ের নিকটে থাকি বালক স্বভাবে।
মার সাথে সাথে কাজ করে নানাভাবে ॥
একদা ভক্তের বহু হলে আগমন।
অনেক রুটির তাহে হয় প্রয়োজন ॥
মা ও সন্তান তবে রুটি বেলে যান।
গিন্নীবুড়ী নলিনীদি তাহা সেঁকে যান ॥
অকস্মাৎ নলিনীদি গাম্ভীর্যের সনে।
জননীকে বলে যান রুটির কারণে ॥
পিসিমা, তোমার বেলা রুটি ভাল নয়।
ফুলিতেছে ভাল যাহা বেলে রামময় ॥
অবোধ বালিকাসম তবে অভিমানে।
সরিয়ে রাখেন মাতা চাকি ও বেলুনে ॥
অনন্তর ক্ষোভভরে বলেন জননী।
আজিকে অদ্ভুত কথা শোনাস্ নলিনী ॥

বেলিতে বেলিতে রুটি হইলাম বুড়ী।
রুটি কিনা, সেই আমি, বেলিতে না পারি ? ।
আমার দুধের ছেলে হয় রামময়।
এখনো টিপিলে গলা দুধ বের হয় ॥
মোর চেয়ে হয় কিনা ভাল রুটি তার।
তাহলে বেলুক ও, না বেলিব আর ॥
থর থর কাঁপে মার কণ্ঠ অভিমানে।
গাল ফোলে, ঠোঁট দুটি কাঁপে সেইসনে।
জননীকে দেখি সেথা অবোধ বালিকা।
রামময় নেয় তবে পিতার ভূমিকা ॥
অবোধ কন্যাকে তথা প্রবোধ দানিতে।
রামময় বলে যান স্নেহভরা চিতে ॥
নলিনীদিদির বুদ্ধি নাই কোনকালে।
তোমার রুটিকে কিনা 'ভাল নয়' বলে ॥
বেলা হলে রুটিগুলি একসাথে রয়।
কি করে বুঝিল তবে কোন্টা কার হয় ? ॥
সুন্দর তোমার রুটি বলেন সকলে।
তার তরে দিদি কিনা উল্টোপাল্টা বলে ॥
দিদিটা বদের ঢিপি, শুধু খুনসুটি।
তুমি ছাড়া কিছুতেই না বেলিব রুটি ॥
সামান্য প্রবোধবাক্যে কাটে অভিমান।
ভারী খুশী মাতা পুনঃ রুটি বেলে যান ॥
বালিকার সম যেথা জননী আচার।
সেমতি ঘটনা আরও বর্ণিব এবার ॥
প্রভুর আশ্রম থাকে কোয়ালপাড়ায়।
মাঝে মাঝে সারদা-মা থাকেন সেথায় ॥
জননী থাকেন যেথা সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
দোলনা খাটানো এক থাকে সেইস্থানে ॥
মাঝে মাঝে দেখা যায় দোলনার 'পরে।
বালিকার মত মাতা সহাস্য অন্তরে ॥
দোলনা দুলাইয়া দেন ভক্ত মহিলারা।
জননীও দোল খান হয়ে আত্মহারা ॥
বালিকার সম থাকি দোলনার 'পরে।
দে-দোল, দে-দোল কন উৎসাহ ভরে ॥
কিছু পরে সেই দৃশ্যপট পাল্টে যায়।
অন্য কোন ভক্ত মেয়ে চাপে দোলনায় ॥
চপলা বালিকা সম তখন জননী।
দোলা দিতে ব্যগ্র হন নিজেই আপনি ॥
মায়ের বালিকা রূপে জানাই প্রণতি।
যাহাতে তাঁহার পদে থাকে মোর মতি ॥

আদ্যাশক্তি জননীর ইচ্ছা অনুযায়ী।
সবকিছু ঘটে কিন্তু তিনি রঙ্গময়ী॥
সেই রঙ্গময়ী নিজে নরলীলা তরে।
সারদা-জননী রূপে ধরার মাঝারে॥
জননীর লোকবক্তৃ লীলা-আচরণে।
রঙ্গলীলা তাহে দেখা যায় ক্ষণে ক্ষণে॥
উদ্বোধনে যবে রন জননী সারদা।
নিবেদিতা চলেছেন সেথায় একদা॥
শ্রীমতী কৃষ্টীনও রন নিবেদিতা সনে।
উভয়ে নমেন আসি জননী চরণে॥
নিবেদিতা মনে ইচ্ছা থাকয়ে সদাই।
বাংলা ভাষায় যাতে কথা বলা যায়॥
সেমতি প্রচেষ্টা ভরে বলেন আকুলি।
'মাটৃডেবী টুমি হন আমাডের কালী'।
শ্রীমতী কৃষ্টিনও তবে হয়ে জোড়পাণি॥
ইংরাজীতে করিলেন তার প্রতিধ্বনি॥
তাহা শুনি মাতা কন রঙ্গরস করে।
কালী-টালী হতে বাপু না বলিও মোরে॥
জিব বের করে তবে হইবে থাকিতে।
কালী সেজে তাহে নাহি রব কোন মতে॥
ইংরাজীতে কথাগুলি দিলে বুঝাইয়া।
কন্যা দুটি মার বাক্যে উঠেন হাসিয়া॥
অনন্তর মাকে তাঁরা কন করজোড়ে।
সাজিতে হবে না মাকে কালী কষ্ট করে॥
প্রভু রামকৃষ্ণ শিব, আমরা যে জানি।
তাঁর শক্তিরূপে, মাগো, তুমি তো শিবানী।
কষ্ট করে না থাকিতে হবে কালী হয়ে।
তোমাকে সেভাবেই মোরা দেখিব হৃদয়ে॥
সকৌতুকে হাস্যসনে সেই কথা শুনি।
'তা না হয় দেখা যাবে'—বলেন জননী॥
অনাবিল রঙ্গরস নিপুণতা সনে।
মাঝে মাঝে দেখা যায় মার আচরণে॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া তাঁহার প্রসাদ।
খাইয়া পুত্রেরা লভে অন্তরে প্রসাদ॥
তাছাড়া সতত থাকে জননীর রীতি।
পুত্রদের ভালমন্দ খাওয়াইতে প্রীতি॥
প্রসাদের তরে তাহে সন্তানের দল।
সাগ্রহ অন্তরে ব্যগ্র থাকে অবিরল॥
জয়রামবাটীধামে জননী সারদা।
ঠাণ্ডা লেগে তাঁর জ্বর হইল একদা॥

সেইহেতু জননীর সেবাপথ্য তরে।
দুধ সাগু খেতে দেওয়া হয় বাটি ভরে॥
সেই দিন সন্তানেরা যে কোন কারণে।
তখনও না হন জড় প্রসাদ গ্রহণে॥
রঙ্গ প্রিয় মাতা তবে বলেন সুধায়।
কি গো, প্রসাদে আজ ভক্তি কেন নাই?।
জননীর রঙ্গ বাক্য করিয়া শ্রবণ।
হাসিতে হাসিতে সবে আসেন তখন॥
প্রসন্ন মামার ঘরে জননী সারদা।
শ্রীচরণ ঝুলাইয়া আছেন একদা॥
ত্যাগব্রতী শ্রীপ্রকাশ মায়ের সন্তান॥
পদ্মফুল দিয়ে মাকে পূজিবারে যান॥
জননী চরণে দিয়ে পদ্মফুল গুলি।
সেই মহারাজ তবে বলেন আকুলি॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া জননী আমার।
কৃপা করে তুমি মোরে ঘুরিও না আর॥
সন্তানের সেই কথা করিয়া শ্রবণ।
রঙ্গময়ী রঙ্গ ভরে বলেন তখন॥
ঘুরেছ আমাকে ছেড়ে তুমি কতদিন।
কেন না ঘুরাবো বল আমি কিছুদিন॥
রঙ্গময়ী জননীকে জানাই প্রণাম।
তাঁর পদে যাতে ভক্তি থাকে অবিরাম॥
লোকবক্তৃ জননীর কথায় বার্তায়॥
মার্জিত রুচির ছাপ সদা দেখা যায়॥
সহজ ভাষায় দিয়ে শব্দের বিন্যাস।
চিত্তগ্রাহী করে মাতা করেন প্রকাশ॥
চিন্তাশীলতার তাতে থাকে পরিচয়।
সহজে শ্রোতার মনে তাহা গেঁথে রয়॥
নামেতে যতীন্দ্রনাথ ঘোষ উপাধিতে।
মাঝে মাঝে মার কাছে যান নিষ্ঠামতে॥
জয়রামবাটীধামে জননী সারদা।
সেখানে যতীনবাবু গেলেন একদা॥
প্রথম সে বিশ্বযুদ্ধ হলে অবসান।
জননীকে সেই পুত্র সে বার্তা শোনান॥
শান্তি তরে চৌদ্দ দফা সন্ধিশর্ত থাকে।
তাদের করেন ব্যাখ্যা পুত্র সেই ফাঁকে॥
কিছু শুনি মাতা কন হইয়া আত্মস্থ।
উহারা যে সব বলে সে সব 'মুখস্থ'॥
কথাটির তাৎপর্য বুঝিতে না পারি।
শ্রীযুত যতীনবাবু যান চিন্তা করি॥

বুঝিতে অক্ষম হেরি তাঁহার সন্তানে।
সারদা-মা বলে যান গাম্ভীর্যের সনে ॥
মুখস্থ না হয়ে কথা অন্তঃস্থ হইলে।
জেনো শুধু তাহাতেই শুভ ফল মিলে ॥
কি সুন্দর চিত্তগ্রাহী শব্দের বিন্যাস।
সুগভীর তত্ত্ব যাহা করিল প্রকাশ ॥
ভিত্তিহীন শুধুমাত্র মুখের কথায়।
'মুখস্থ' নামেতে তারে আখ্যা দেওয়া যায় ॥
অন্তরের কথা যাহা, যাহা সারময়।
তাহাই 'অন্তঃস্থ' নামে অভিহিত হয় ॥
ভাবপূর্ণ কথাগুলি করিয়া শ্রবণ।
সেই পুত্র হইলেন আনন্দে মগন ॥
স্বরূপেতে সারদা-মা দেবী সরস্বতী।
জ্ঞানদায়িনীর রূপে সর্বলোকে স্থিতি ॥
পরা ও অপরা রূপে যত বিদ্যা রয়।
তাঁহারই কৃপায় সব অধিগত হয় ॥
তাঁর হতে বিচ্ছুরিত জ্ঞানের আলোকে।
সব কিছু জানা যায় দ্যুলোকে ভূলোকে ॥
লীলাদেহে লোকবত্তু মার অভিনয়।
অনভিজ্ঞ সেজে রন সময় সময় ॥
হাসেন সবাই যবে সেমতি কারণে।
মাতাও হাসেন তবে পুলকিত মনে ॥
মায়ের কৃপায় আর গুরুর আদেশে।
বর্ণিব সেমতি কথা ভক্তির আবেশে ॥
শহরে পানীয় জল পাইবার তরে।
জলের পাইপ যুক্ত থাকে ঘরে ঘরে ॥
সময়ের ব্যবধানে জল চলে যায়।
নির্দিষ্ট সময়ে তাহা আসে পুনরায় ॥
বহুক্ষণ ব্যাপি যবে জল বন্ধ থাকে।
নলের ভিতরে বায়ু জমে সেই ফাঁকে ॥
জল আসা পূর্বে যদি কল খোলা যায়।
সবেগে সঞ্চিত বায়ু বাহিরিতে চায় ॥
সেইকালে তাহে কল খোলার সময়।
সোঁ সোঁ, ফোঁস-ফাঁস নানা শব্দ হয় ॥
বড়মামা যবে রন কাঁসারীপাড়ায়।
কলিকাতা আসি মাতা উঠেন সেথায় ॥
কলিকাতা স্থানে আসা সেবারে প্রথম।
না জানেন তথাকার ধরণ-ধারণ ॥
সেইকালে কলঘরে ঢুকিয়া জননী।
জল পাওয়া তরে কল খুলে দেন তিনি ॥
কল খুলে দেওয়া মাত্র পূর্বোক্ত কারণে।
ফোঁস-ফাঁস শব্দ শুরু হইল সঘনে ॥
মার কাছে সেশব্দের কারণ অজানা।
ভাবিলেন কলে সাপ আছে একখানা ॥
সন্ত্রস্ত হইয়া মাতা আসিয়া বাহিরে।
বলিলেন, আছে সাপ কলের ভিতরে ॥
সেথাকার অধিবাসী জানেন সকলে।
কি কারনে অনুরূপ শব্দ হয় কলে ॥
সেইগৃহে আছিলেন যত অধিবাসী।
জননীর ভয় দেখে উঠিলেন হাসি ॥
কি কারণে শব্দ হয় সে কথা শুনিয়া।
সোল্লাসে মাতাও তবে উঠেন হাসিয়া ॥
সরলা বালিকা সম আমোদের ছলে।
সবারে বলেন তাহা পরবর্তী কালে ॥
লীলানাট্যে লোকবত্তু জননী আচার।
সেমতি ঘটনা আরও বর্ণিব এবার ॥
জয়রামবাটীধামে আছিল লণ্ঠন।
চিমনিটি তার ঘেরা বিচিত্র গঠন ॥
সযত্নে রাখেন মাতা সকল সময়।
সেইহেতু সে-লণ্ঠন দীর্ঘস্থায়ী হয় ॥
চিমনি খুলিয়া কিন্তু জননী আমার।
করিতে না পারিতেন তাহা পরিষ্কার ॥
বলিতেন কলকব্জা অনেক উহাতে।
সেইহেতু তাহা আমি না পারি খুলিতে ॥
আছিল টেবিল ঘড়ি তবে উদ্বোধনে।
জনৈকা মহিলা দম দিত প্রয়োজনে ॥
মার মতে সে মহিলা বড় ইঞ্জিনিয়ার।
সপ্রশংসভাবে তাহা কন বারবার ॥
জেনে রেখো এ মেয়েটি বহু বুদ্ধি ধরে।
ঘড়িতেও ঠিকভাবে দম দিতে পারে ॥
কি আর বলিব মাগো, শুনে হাসি পায়।
যাহা খুশী বলে যাও আপন লীলায় ॥
শ্রীপ্রভুর ধাঁধা লাগে শুভঙ্করী আঁকে।
তোমারও সে স্বর দেখি যন্ত্র হেতু থাকে ॥
নরলীলা তরে আর যুগ প্রবর্তনে।
মর্ত্যধামে আসিয়াছে তোমরা দুজনে ॥
দোঁহাকার শ্রীচরণে জানাই প্রণাম।
তোমাদের কৃপা যাতে পাই অবিরাম ॥
যেথায় যেমন রবে সেথায় তেমন।
কি পরম হিতকারী মায়ের বচন ॥

সর্বকর্মে অনুরূপ আচরি আপনি।
জগতকে সেই তত্ত্ব শেখান জননী॥
সেমতি ধারাও থাকে ভাষা ব্যবহারে।
জননীর সব কিছু লোকশিক্ষা তরে॥
কলিকাতা অধিবাসী অনেকে তাঁহারা।
আসিতেন লভিবারে মার স্নেহধারা॥
কথাবার্তা হয় যবে তাহাদের সনে।
তাহাদেরই ভাষা মাতা বলেন যতনে॥
অন্যদিকে থাকে মার আত্মীয় স্বজন।
দেশবাসী তাহাদেরও হয় আগমন॥
তাঁহাদের সনে কিন্তু জননী সদাই।
বলিতেন কথাবার্তা দেশের ভাষায়॥
দেশেও থাকার কালে থাকে এই ধারা।
লীলাদেহে সারদা-মা ধরায় অধরা॥
গৃহীকে গার্হস্থ্যধর্ম শেখাবার তরে।
জননী করেন সব সশ্রদ্ধ অন্তরে॥
সৌজন্যের আচরণে মাতা অনুপমা।
আঁধারে বর্তিকা যেন স্বর্গের সুষমা॥
জ্ঞানী, গুণী, সাধু-ভক্ত, যাঁরা জমিদার।
তাঁহাদের মান্য দেওয়া হয় শিষ্টাচার॥
সৌজন্য মায়ের কর্মে থাকে সর্বক্ষণ।
যাহাতে সুশিক্ষা লভে জনসাধারণ॥
জিবটার রায়বংশ হয় জমিদার।
তাহাদের তরে থাকে মার শিষ্টাচার॥
সে বংশের ছেলে এক বয়সে নবীন।
জয়রামবাটী কার্যে যান একদিন॥
কাজকর্ম হলে সারা বেলা দুইটায়।
পেঁছিলেন রামময় থাকেন যেথায়॥
বয়সে তাঁহারা প্রায় সমান সমান।
তাঁহাদের মাঝে থাকে বন্ধুত্বের টান॥
বৈঠকখানায় তবে বসি দুইজনে।
তাঁহারা থাকেন লিপ্ত নানা আলাপনে॥
জমিদার ছেলেটির সেথা আগমন।
কোনভাবে তাহা মাতা করেন শ্রবণ॥
সে কথা শুনিয়া মাতা অতীব সত্বরে।
করেন হালুয়া তৈরী ছেলেটির তরে॥
তাহা হেরি রামময় জননীকে কন।
অন্যকাজে ছেলেটির হেথা আগমন॥
ছেলেটি আমার বন্ধু তাহার কারণে।
আড্ডা দিতে আসিয়াছে কর্ম অবসানে॥
ছেলেটি তো আসে নাই নিকটে তোমার।
তাহে এত কষ্ট করা কিবা দরকার?।
সৌজন্যের প্রতিমূর্তি সারদা-জননী।
স্নেহভরে বলিলেন সেই কথা শুনি॥
তাঁহারা যে আমাদের হন জমিদার।
সেইহেতু মান্য দেওয়া হয় দরকার॥
জননীর শিষ্টাচার করিলে শ্রবণ।
শিষ্টাচারে পরিপূর্ণ হইবেক মন॥
দেব দ্বিজে দেওয়া হলে শ্রদ্ধা ও সম্মান।
গৃহীদের তাহে হয় অশেষ কল্যাণ॥
সেই শিক্ষা গৃহীদিকে শেখাবার তরে।
জননী পালেন সব সশ্রদ্ধ অন্তরে॥
সিদ্ধুনাথ পাণ্ডা নামে মায়ের সন্তান।
দুর্গাপূজাকালে তিনি মাতৃধামে যান॥
স্থূলকায় গৌরবর্ণ জনৈক ব্রাহ্মণ।
জয়রামবাটীধামে থাকেন তখন॥
বিজয়া দশমী রাত্রে তাঁরা একসনে।
মাতৃধামে বারান্দায় আসেন ভোজনে॥
সেইস্থানে সে ব্রাহ্মণ বসিলে আহারে।
খাওয়াইলেন তাঁকে মাতা যত্ন সহকারে॥
খাওয়া শেষে সিদ্ধুবাবু যতন করিয়া।
নিজের উচ্ছিষ্ট পাতা নেন গুটাইয়া॥
অনন্তর ব্রাহ্মণকে বলিলেন তিনি।
তুলে নিন আপনার এঁটো পাতাখানি॥
শোনামাত্র বাধা দিয়ে সারদা-মা কন।
ব্রাহ্মণকে এই কথা না বলো কখন॥
ব্রাহ্মণকে মাতা তবে কন ভক্তিভাবে।
এঁটো পাতা আপনাকে তুলিতে না হবে॥
কৃপায় আপনি আর নাহি করে দেরী।
এঁটো হাতখানি ধুয়ে নেন তাড়াতাড়ি॥
ব্রাহ্মণের তরে মার শ্রদ্ধা আচরণ।
এমতি ঘটনা আরও করিব বর্ণন॥
উদ্বোধনে যবে রন জননী সারদা।
বসন্তরোগেতে তবে পড়েন একদা॥
শীতলা মন্দির এক থাকে সেইস্থানে।
সেথা পূজা দেওয়া হয় মায়ের কল্যাণে॥
মায়ের মন্দিরে যিনি পূজারী ব্রাহ্মণ।
আসিতেন মার কাছে কখন-সখন॥
ব্রাহ্মণ আসিবামাত্র জননী আমার।
প্রণমিয়া লইতেন পদধূলি তাঁর॥

তাহা হেরি ভক্ত এক বলে ক্ষোভসনে।
ব্রাহ্মণে প্রণাম কর কেন অকারণে॥
ব্রাহ্মণের মতিগতি মোটে ভাল নয়।
তাহাকে প্রণাম তাহে উচিত না হয়॥
তাহা শুনি বাধা দিয়ে সারদা-মা কন।
জানিও হাজার হোক্ তিনি যে ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণের তরে জেনো শাস্ত্রের বিধান।
উচিত তাঁহাকে দেওয়া শ্রদ্ধা ও সম্মান॥
গৃহীরা গার্হস্থ্য ধর্মে যাতে শিক্ষা পায়।
সেমতি আচার মাতা রাখেন সদাই॥
মতি ভাল নয় তবু সেমতি ব্রাহ্মণে।
মাতা কন প্রণমিবে শ্রদ্ধাযুক্ত মনে॥
সাধারণভাবে কিন্তু মনে হতে পারে।
এ কর্ম উচিত নয় জ্ঞানের বিচারে॥
যে ব্যক্তির মতিগতি মোটে ভাল নয়।
তাহাকে জানালে শ্রদ্ধা কিবা ফল হয়?।
কিন্তু যদি করা হয় সযুক্তি বিচার।
বোঝা যাবে তত্ত্বপূর্ণ জননী আচার॥
সে-আচারে মনস্তত্ত্ব থাকে সূক্ষ্মভাবে।
তাহা ছাড়া হিতকারী তাহা সর্বভাবে॥
শ্রীগুরু চরণ স্মরি হয়ে ভক্তমনা।
যথাসাধ্য সে তত্ত্বের করিব বর্ণনা॥
মন্দ, মন্দ বলা হলে সদা ঘৃণাসনে।
মন্দই থাকিবে মন্দ, মন্দের কারণে॥
কিন্তু তাকে দেওয়া হলে শ্রদ্ধা ভালবাসা
অন্তরে জাগিবে ভাল হইবার আশা॥
ভাবিবে, আমাকে শ্রদ্ধা করেন সকলে।
আমার কি মন্দ কাজ আর করা চলে॥
ক্রমে ক্রমে সেই ব্যক্তি ভাল হয়ে যাবে।
শ্রদ্ধার কারণে শুদ্ধি পুনঃ ফিরে পাবে॥
আপন কল্যাণ হেতু দ্বিতীয় কারণ।
অনুচিত লোকনিন্দা করা অকারণ॥
জনৈক ভক্তকে মাতা কন একদিন।
অপরের নিন্দা করা নহে সমীচীন॥
ভিতরেতে থাকে চাল, বাহিরেতে খোসা।
পরনিন্দা হয় ঐ বাহিরের খোসা॥
বাহিরের বস্তু লয়ে থাকিলে নিরত।
আসল জিনিস হতে হইবে বঞ্চিত॥
সন্ন্যাসী কৈবল্যানন্দ মায়ের সন্তান।
একদিন সারদা-মা তাঁকে বলে যান॥

লোকেরা ময়লা করে বস্ত্র আপনার।
ধোপারা সেসব করে দেয় পরিষ্কার॥
সেইহেতু লোকনিন্দা কেহ যদি করে।
করিয়া ফেলিবে কালো আপন অন্তরে॥
মন্দ কর্ম করে লোকে সংস্কারের বশে।
এমতি অনেক লোক থাকে দেশে দেশে॥
সে সবের নিন্দা চর্চা করিবে যাহারা।
তাদের পাপের ভাগী হইবে তাহারা॥
এই তত্ত্ব সত্য হয় বিজ্ঞানের মতে॥
বর্ণিব তাহাই এবে ঐকান্তিক চিতে॥
কর্ম সাথে থাকে চিন্তা, চিন্তা সাথে কর্ম।
ইহা হয় মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম॥
মানুষেরা চিন্তা করে সকল সময়।
মনে মনে কথা বলা তাকে চিন্তা কয়॥
স্থূলভাবে থাকে কথা, চিন্তা সূক্ষ্মভাবে।
তাহারা সদাই রহে ওতপ্রোতভাবে॥
যে ধারায় চিন্তা করে মানুষ যখন।
মস্তিষ্কেতে সৃষ্ট হয় সেমতি কম্পন॥
তীব্রতা, গুণ ও জাতি হইয়া মিলিত।
কম্পনের বিশিষ্টতা করে নির্ধারিত॥
ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা তাহার প্রভাবে।
কম্পনের সৃষ্টি হয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে॥
সকলি কম্পন নামে অভিহিত হয়।
তাদের প্রকৃতি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রয়॥
সৎচিন্তা তরে ঘটে যেমতি কম্পন।
নিন্দা চর্চা তরে তার আলাদা ধরণ॥
যে কালে পাপীর কার্য হয় আলোচিত।
তখন সে স্বরে মন থাকিবে বিধৃত॥
পাপ কার্যে পাপী মনে যেরূপ কম্পন।
নিন্দাকারী তারও তবে সেরূপ কম্পন।
সেহেতু পাপের ভাগী হয় নিন্দাকারী।
নিন্দা চর্চা তাহে কভু নয় হিতকারী॥
তাহাছাড়া নিন্দাচর্চা সেসব সদাই।
মস্তিষ্কে সংস্কাররূপে দাগ রেখে যায়॥
নিন্দাচর্চা তাহে করা হলে বারবার।
সংস্কার প্রবলরূপে লভিবে আকার॥
মানুষেরা করে কর্ম সংস্কারের বশে।
মন্দ কর্মে তাহে লিপ্ত হবে পরবশে॥
পাপ আলোচনা হেতু পরিণামে হায়।
পরনিন্দাকারী নিজে পাপী হয়ে যায়॥

সেইহেতু সকলেরে সারদা-মা কন।
পাপকার্য তার চর্চা না করো কখন ॥
অন্যেরে জানালে শ্রদ্ধা নিজে শুদ্ধ হবে।
অন্যকে দানিলে মান নিজে মান পাবে ॥
কি গভীর তত্ত্বপূর্ণ জননীর বাণী।
মণি ও মাণিক্যে পূর্ণ রতনের খনি ॥

গৃহীকে গার্হস্থ্য ধর্ম শেখাতে জননী।
লীলাদেহে তিনি হন আদর্শ গৃহিনী ॥
সাধুকে করিবে শ্রদ্ধা শাস্ত্রের বিধান।
সন্ন্যাসীকে তাহে মাতা করেন সম্মান ॥
ভাব ভক্তি, ঋদ্ধি সিদ্ধি লোকে যাহা পায়।
সে সকলি লভে তারা মায়ের কৃপায় ॥
তবু তিনি লোকবন্ধু গৃহস্থ সাজিয়া।
সন্ন্যাসীকে দেন মান সশ্রদ্ধ হইয়া ॥
ত্যাগব্রতী পুত্র এক মহা ভাগ্যবান।
করেন জননী তাঁকে সন্ন্যাস প্রদান ॥
সন্ন্যাস ব্রতেতে দীক্ষা দানিয়া জননী।
তাঁহাকেই নমস্কার করিলেন তিনি ॥
জয়রামবাটীধামে জননী সারদা।
সন্ন্যাসী শরৎ তবে আসেন একদা ॥
মার দ্বারী, মার ভারী, মাতৃগতপ্রাণ।
জননীর স্নেহধন্য একান্ত সন্তান ॥
পুত্র হেতু মার স্নেহ বয় শতধারে।
শরৎ থাকেন সেথা সতৃপ্ত অন্তরে ॥
একদিন সেই পুত্র দুপুর বেলায়।
বসেন আহার তরে মার বারান্দায় ॥
জননী থাকিয়া পাশে স্নেহতৃপ্ত মনে।
থাকেন খাওয়াতে ব্যস্ত তাঁহার সন্তানে ॥
খাওয়া শেষে সেই পুত্র যাইলে বাহিরে।
বসার আসনখানি থাকে সেথা পড়ে।
শ্রদ্ধাভরে সে-আসন জননী তুলিয়া।
নমস্কার করিলেন শিরেতে ধরিয়া ॥
সেথায় নলীনবাবু ছিলেন হাজির।
সেইদৃশ্যে হইলেন বিস্ময়ে অধীর ॥
বিস্মিত অন্তরে পুত্র পুছিলে কারণ।
শ্রদ্ধাভরা কণ্ঠে তবে সারদা-মা কন ॥
জেনে রেখো বহু ভাগ্যে গেরস্তের ঘরে।
ত্যাগব্রতী সাধুদের পদধূলি পড়ে ॥
অতীব পবিত্র হয় সাধুর আসন।
উচিত তাহাকে করা মস্তকে ধারণ ॥
মোরা গৃহী সেকারণে আমাদের ধর্ম।
সাধুকে জানান শ্রদ্ধা সমুচিত কর্ম ॥
লীলানাট্যে প্রয়োজনে থাকয়ে সতত।
লোকবন্ধু আচরণ গৃহীদের মত ॥
সাধু তরে মার শ্রদ্ধা থাকে অনিবার।
ঘটনা সেমতি আরও বর্ণিব এবার ॥

কৃষ্ণলাল মহারাজ মায়ের সন্তান।
উদ্বোধনে মাকে তিনি একদা শুধান ॥
মাগো, তুমি নাইতে কি যাইবে গঙ্গায় ?
উত্তরে বলেন মাতা, আজ ইচ্ছা নাই ॥
কিছু পরে গোলাপ-মা বলেন সেথায়।
গঙ্গাস্নান যোগ আজ আছে পঞ্জিকায় ॥
নিবেদন করি তাহে তোমার চরণে।
আজিকে বিশেষ দিনে চল গঙ্গাস্নানে ॥
গঙ্গাস্নান তরে যেতে তৈয়ারী যখন।
সারদা-মা দুঃখ সনে বলেন তখন ॥
সাধু কেষ্টলালে আমি বলিলাম আগে।
গঙ্গাস্নান তরে আজ ইচ্ছা নাহি জাগে ॥
তবু কিনা যাইতেছি আমি গঙ্গাস্নানে।
সাধু কাছে মিথ্যা বলা হল অকারণে ॥
সাধুকে সম্মান দিয়ে জননী সারদা।
গৃহীকে গার্হস্থ্য ধর্ম শেখাতেন সদা ॥
সন্ন্যাসী কৈবল্যানন্দ মায়ের সন্তান।
নানা তীর্থ দেখে এসে মার কাছে যান ॥
স্নেহভরে মাতা তবে শুধান সন্তানে।
বল মোরে গিয়েছিলে কোন্ কোন্ স্থানে ?।
পুত্র তবে কন, মাগো, তোমার কৃপায়।
কেদার বদরী নামে দুই তীর্থে যাই ॥
তারপরে গিয়েছিনু ভক্তিভরা প্রাণে।
গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী সহ আরও তীর্থস্থানে ॥
সে সকল শুনি মাতা ভক্তির আবেশে।
জানাতে থাকেন নতি তীর্থের উদ্দেশে ॥
কিছু পরে সারদা-মা কন পুনরায়।
আহা কত পুণ্যতীর্থ এসকল ঠাঁই ॥
সাধুরা দুর্লভ বস্তু এই ধরাধমে।
তাহারা যাইতে পারে কত তীর্থস্থানে ॥
জননী সারদা পুনঃ কিছুক্ষণ পরে।
সন্তানকে বলিলেন সস্নেহ অন্তরে ॥
প্রতি তীর্থস্থানে দিও উদ্দেশে আমার।
অঞ্জলি ভরিয়া জল তিন তিন বার ॥

অনন্তর রাধুদিকে ডাকিয়া সেখানে।
বলিলেন সারদা-মা শ্রদ্ধান্বিত প্রাণে ॥
তোর দাদা আসিয়াছে কত তীর্থ করে।
সেহেতু প্রণাম তাকে কর ভক্তি ভরে ॥
এইমতি সাধুদের করিলে প্রণাম।
সবদুঃখ কষ্ট কেটে যায় অবিরাম ॥
লীলানাট্যে লোকবত্ত ধরণ-ধারণ।
আদর্শ গৃহস্থ সম যার আচরণ ॥
শ্রীচন্দ্র মোহন দত্ত নিষ্ঠাভরা মনে।
কর্মীরূপে কাজ করে যান উদ্বোধনে ॥
একদা বলেন মাকে ভক্তি অনুরাগে।
তোমার চরণ সেবা তরে ইচ্ছা জাগে ॥
তদুত্তরে মাতা কন স্নেহ ভরা মনে।
শরতের সেবা তুমি করো নিষ্ঠা সনে ॥
আমার চরণসেবা করিতে না হবে।
শরতের সেবাতেই একই ফল পাবে ॥
আমার শরৎ সদা আদর্শ সন্ন্যাসী।
তার সেবাতেই ফল আসে রাশি রাশি ॥
তার পায়খানা সাফ যদি কেহ করে।
ব্রহ্মজ্ঞান হবে তার সেই কর্ম তরে ॥
আপনি আচরি মাতা জগতে শেখান।
কি ভাবেতে দিতে হয় সবারে সম্মান ॥
পুত্র-পুত্রবধূ সনে জনৈকা ব্রাহ্মণী।
উদ্বোধনে আসিলেন যেথায় জননী ॥
পুত্র আর পুত্রবধূ তাঁহারা উভয়ে।
সেদিন নিলেন দীক্ষা সশ্রদ্ধ হৃদয়ে ॥
দুপুরে আহারকালে মেয়ে ভক্তগণ।
জননীর সাথে সবে করেন ভোজন ॥
মায়ের আসন সেথা থাকে বসিবারে।
অন্যেরা বসেন সবে তার চারিধারে ॥
সেইহেতু সেই দিন আহারের আগে।
মায়ের আসন পাতা হয় অনুরাগে ॥
যে-কোন কারণে হোক ব্রাহ্মণী তখন।
আসনের পাশ ঘেঁষে করেন গমন ॥
তাহা হেরি কেহ কেহ আপত্তি করিলে।
উত্তেজিতা সে ব্রাহ্মণী কন জোর গলে ॥
জেনে রেখো আমরাও কুলীন ব্রাহ্মণ।
জপ তপ তাও মোরা করি অনুক্ষণ ॥
তাহা ছাড়া তোমাদের জননী সারদা।
আমাদেরও মা তিনি—জেনে রেখো সদা ॥

সেইকালে জননীর হলে আগমন।
হস্তদ্বারা তাঁকে স্পর্শ সারদা-মা কন ॥
অনুচিত এরা কিছু বলে থাকে যদি।
তার তরে মনে কিছু নাহি করো দিদি ॥
জননীর মিষ্টবাক্যে কুপিতা ব্রাহ্মণী।
ক্রোধে জলাঞ্জলি দিয়ে বলেন তখনি ॥
কৃপাময়ী মাগো তুমি, তোমার চরণে।
দিলাম ছেলেকে মোর খুশীভরা মনে ॥
কি ভাবেতে ব্যবহার রবে অন্য সনে।
গৃহীরা পাইবে শিক্ষা যার আচরণে ॥
তনয়া, ভগিনী আর জায়া ও জননী।
এই চারিভাবে পূর্ণ নারীর জীবনী ॥
ভাইপো-ভাই ঝি, কাকা-খুড়ী তাহে পিসী, মাসী।
জগতে সম্বন্ধ আরও থাকে রাশি রাশি ॥
চারিটি ভাগের কথা যাহা বলা হয়।
অন্যান্য সম্বন্ধ তথা শাখা হয়ে রয় ॥
কন্যারূপে নারীগণ হয়ে ভক্তিমনা।
পিতামাতা তরে সদা সেবা পরায়ণা ॥
যার দিকে স্নেহধারা হয় প্রবাহিত।
নারী সেথা কন্যারূপে হন অভিহিত ॥
ভগিনীর রূপে থাকে নারীর হৃদয়ে।
ভাই বোন তরে স্নেহ সকল সময়ে ॥
সহধর্মিনীর রূপে সর্বদা, সর্বথা।
সর্বক্ষেত্রে নারীগণ পতি অনুগতা ॥
জননীর রূপে পুনঃ সেই নারীগণ।
রাখেন সন্তান তরে স্নেহ অনুক্ষণ ॥
যাঁর স্নেহে কারও প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়।
তিনিই জননী রূপে সকল সময় ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া লীলার আবেশে।
আসিলেন নারীরূপে সারদার বেশে ॥
আদর্শ নারীর রূপে তাঁহার জীবন।
শ্রদ্ধা সনে সে-কাহিনী বর্ণিব এখন ॥
জয়রামবাটীধাম যার জন্মভূমি।
তাঁহার পিতার ছিল বিঘা কয় জমি ॥
ফসলাদি যাহা পাওয়া যেত জমি হতে।
বছরের সঙ্কুলান না হত তাহাতে ॥
পিতা রামচন্দ্র তাহে নিষ্ঠা ভরা মনে।
করিতেন যজনাদি কর্ম তার সনে ॥
সেইসাথে তুলা চাষ করাতেন ক্ষেতে।
তৈয়ারী হইত পৈতা সেই তুলা হতে ॥

পৈতাগুলি বেচিয়াও কিছু অর্থ আসে।
এইভাবে দিন কেটে যায় কায়ক্লেশে॥
রামচন্দ্র জায়া সাধ্বী শ্যামা ঠাকুরাণী।
স্নেহময়ী রত্নগর্ভা রত্নপ্রসবিনী॥
রামকৃষ্ণ-সারদার ভক্ত শিষ্যগণ।
ডাকেন 'দিদিমা' বলে তাঁকে সর্বক্ষণ॥
সংসার নির্বাহ যাতে হয় সুষ্ঠুভাবে।
দিদিমাও কাজ করে যান সর্বভাবে॥
সংগ্রহ করিয়া তুলা তুলাক্ষেত হতে।
বানাতেন পৈতা তিনি যথা নিষ্ঠামতে॥
কন্যারূপে সারদা-মা বালিকা বয়সে।
নানা কাজ করিতেন শ্রদ্ধা পরবশে॥
দিদিমার সঙ্গে ক্ষেতে করিয়া গমন।
করিতেন কচি হাতে তুলা আহরণ॥
গৃহে অবসর কালে সেই তুলা হতে।
মাতা বানাতেন পৈতা নিজ সাধ্যমতে॥
পিতামাতা তাঁহাদের সেবার কারণে।
সাধ্যমত কাজ করে যান নিষ্ঠাসনে॥
পিতৃবিয়োগের পর গৃহে অনটন।
শ্রমসাধ্য বহু কর্ম করেন তখন॥
পরবর্তীকালে মাতা শ্রদ্ধান্বিত প্রাণে।
দিদিমাকে নিয়ে যান নানা তীর্থস্থানে॥
কন্যার কর্তব্য যাহা পিতামাতা তরে।
সকলি করেন তিনি সশ্রদ্ধ অন্তরে॥
পিতা রামচন্দ্র তাঁর থাকে তিন ভাই।
শ্রীনীলমাধব তাহে কনিষ্ঠ সেথায়॥
তাঁর কাছে সারদা-মা কন্যার সমান।
আমৃত্যু তাঁহারও সেবা মাতা করে যান॥
এই সব লীলা কথা ভক্তি ভরা প্রাণে।
পুঁথি মাঝে দেওয়া আছে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে
কন্যারূপে জননীর লীলা আচরণ।
জ্বলন্ত দৃষ্টান্তরূপে থাকে সর্বক্ষণ॥
লোকবন্ধু আচরণে সারদা-জননী।
ভগিনীরও রূপে সদা আদর্শ ভগিনী॥
সহোদরগণে তিনি কোলে পিঠে করে।
করিয়া তোলেন বড় স্নেহ ও আদরে॥
জননীর ছোট ভাই অভয় চরণ।
ডাক্তারী শেখান তাঁকে করিয়া যতন॥
ডাক্তারী শেখার পরে দৈব পরবশে।
ছোট মামা মারা যান নবীন বয়সে॥

ছোট মামী সুরবালা তাঁর সাধ্বী জায়া।
তাঁর কন্যা রাধারাণী যিনি যোগমায়া॥
স্নেহময়ী ভগ্নীরূপে জননী আমার।
লইলেন সর্বভাবে তাঁহাদের ভার॥
বড় মামা, তাঁর কন্যা মাকু ও নলিনী।
তাঁহাদেরও ভার মাতা নিলেন আপনি॥
মামাদের সংসারেও সবাকার তরে।
খাটিয়া গেছেন মাতা সস্নেহ অন্তরে॥
অর্থাদি সাহায্য তাও প্রয়োজন মত।
তাঁহাদের করিতেন মাতা অবিরত॥
এই সব লীলাকথা সভক্তি হৃদয়ে।
কিছু কিছু দেওয়া আছে 'গৃহিণী' অধ্যায়ে॥
তাহা ছাড়া বাল্যলীলা যেথায় বর্ণিত।
সেখানেও ঘটনাদি আছে সঙ্কলিত॥
কন্যারূপী, ভগ্নীরূপী জননী সারদা।
তাঁহাকে প্রণাম আমি জানাই সর্বদা॥
পতিব্রতা জায়ারূপে নারীরা যেথায়।
নারীর জীবনে তাহা তৃতীয় অধ্যায়॥
জননীর পাতিব্রত্য স্বর্গের সুষমা।
আদর্শ জায়ার রূপে তিনি অনুপমা॥
পতিসুখে পান সুখ, তাঁর দুখে দুখ।
তাঁহার সেবার তরে সতত উন্মুখ॥
কামারপুকুর কিম্বা দক্ষিণ শহরে।
একই ধারা থাকে নিত্য প্রভুসেবা তরে॥
শ্রীপ্রভুর লীলা দেহে হইলে অসুখ।
তখনও সেবায় মাতা সতত উন্মুখ॥
প্রভু ইচ্ছা অনুযায়ী সকল সময়।
জননীর কর্মধারা প্রবাহিত হয়॥
অন্নপূর্ণা মা আমার সারদা-জননী।
সর্বকালে সর্বভাবে প্রভুর গেহিনী॥
এই সব লীলাকথা সংক্ষিপ্ত আকারে।
যথাস্থানে দেওয়া আছে পুঁথির মাঝারে॥
জননীর পাতিব্রত্য দেখিয়া জগৎ।
নতশির হয়ে থাকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ॥
জননীর শ্রীচরণে জানাই প্রণাম।
তাঁর পদে যেন ভক্তি থাকে অবিরাম॥
অনাহত ধ্বনি সদা প্রচ্ছন্ন আকারে।
অনুস্যূত হয়ে থাকে বিশ্ব চরাচরে॥
সেইমত জননীর মাতৃত্বের সুর।
প্রতি কর্ম আচরণে থাকে ভরপুর॥

অনুপম যার স্নেহে সন্তান হৃদয়।
সর্বরূপে সর্বক্ষণে পরিতৃপ্ত রয়॥
এমতি ঘটনা বহু সগ্রন্থ হৃদয়ে।
পুঁথিতে হয়েছে লেখা বিভিন্ন অধ্যায়ে॥
জননীর রূপে নিত্য স্নেহ আচরণ।
সে-সবের আরও কিছু দিব বিবরণ॥
ছেলেদের শুষ্ক মুখ, বেশ দীনহীন।
না পারেন দেখিবারে মাতা কোনদিন॥
সেইহেতু সারদা-মা বলেন সদাই।
থাকা-খাওয়া বন্দোবস্ত ভাল থাকা চাই॥
আমার সন্তান সদা রবে দুধে-ভাতে।
মাছ খাবে, ক্ষতি কোন নাহি হয় তাতে॥
মাছ খেতে ভালবাসে বাঙ্গালীর ছেলে।
তাদের ভরে না পেট মাছ নাহি পেলে॥
মাতা আরও বলিতেন স্নেহঝরা স্বরে।
সকলে খাইবে পান আহারের পরে॥
তাহে মাতা নিজে পান রাখেন সাজিয়া।
সন্তানেরা পায় তাহা আহার করিয়া॥
থান ধুতি ছেলেদের থাকিলে পরনে।
স্নেহময়ী সারদা-মা কষ্ট পান মনে॥
ত্যাগব্রতী ব্রহ্মচারী হরি ও বরদা।
তাঁদের করেন স্নেহ জননী সারদা॥
একান্ত সেবকরূপে তাঁরা দুইজন।
জননীর সেবাকার্যে লিপ্ত সর্বক্ষণ॥
সাদা থান তাহাদের হেরি পরিধানে।
জননী বলেন তবে ব্যথাভরা প্রাণে॥
তোমরা দুজনে হও আমার সন্তান।
তবে কেন পরিধানে পাড়হীন থান॥
এমতি কাপড় যদি থাকে পরিধানে।
মন বুড়ো হয়ে যাবে তাহার কারণে॥
উৎসাহ রাখিবে মনে সকল সময়।
সাদা থান তাহে পরা উচিত না হয়॥
অনন্তর তাঁহাদিকে সারদা-জননী।
দানিলেন লালপেড়ে ধুতি দুইখানি॥
বিশ্ব জুড়ে মায়েদের একমাত্র রীতি।
ছেলেদের খাওয়াইতে পান বড় প্রীতি॥
তাহাদের খাওয়া দাওয়া হইবার পরে।
যে-কোন জননী তবে বসেন আহারে॥
জয়রামবাটীধামে তাহারি কারণে।
ছেলেদের খেতে দেন মাতা স্নেহসনে॥
তৃপ্তিভরে ছেলেদের খাওয়াবার পরে।
মেয়েদের সাথে মাতা বসেন আহারে॥
কার্যহেতু কোন পুত্র যাইলে বাহিরে।
অপেক্ষা করেন মাতা না বসি আহারে॥
পথ পানে চাহি মাতা কন বারবার।
এখনও না ফিরে কেন সন্তান আমার॥
এত বেলা হয়ে গেল তবু খায় নাই।
না জানি আমার বাছা কত কষ্ট পায়?।
এই ধারা চলে নিত্য চলে প্রতিদিন।
ব্যতিক্রমরূপে কিন্তু থাকে একদিন॥
একবার জননীর জন্মতিথি দিনে।
ভক্তেরা বলেন মাকে ব্যাকুলিত মনে॥
আজি এই শুভদিনে ইচ্ছা সবাকার।
প্রথমেই তুমি মাগো, করহ আহার॥
তাহা হলে আমাদের আহারের আগে।
প্রসাদ পাইব তব ভক্তি অনুরাগে॥
তাদের প্রার্থনা মত সারদা-জননী।
আহারেতে বসিলেন তবে একাকিনী॥
জননীর মনে কিন্তু থাকে চিন্তাভার।
এখনও ছেলেরা মোর করেনি আহার॥
দুই-তিন গ্রাস মাত্র করিয়া গ্রহণ।
সকাতরে সেবককে বলেন তখন॥
ছেলেরা খাওয়ার আগে বসেছি আহারে।
নাহি যায় খাদ্য তাহে গলার ভিতরে॥
সকল ছেলেকে এবে ডাক তাড়াতাড়ি।
তারা সব খেয়ে নিক নাহি করে দেরী॥
মায়ের হয়নি খাওয়া শুনিয়া সকলে।
ভাবিতে থাকেন তবে নয়নের জলে॥
মাতা যেথা পুত্রস্নেহে সদাই আকুল।
সেথা মাকে 'দেবী' করা সাতিশয় ভুল॥
পুত্রকে খাওয়াতে ব্যগ্র মাতা সর্বক্ষণ।
এ ধারার কোনভাবে নাহি ব্যতিক্রম॥
প্রভু পুজা প্রতিদিন সকালবেলায়।
মোটামুটি শেষ হয় বেলা দশটায়॥
পুজা শেষ হবা মাত্র স্নেহঝরা স্বরে।
সারদা-মা ডাক দেন সন্তান সবারে॥
বেলা হয়ে গেছে তাই নাহি করে দেরী।
হেথা এসে জল খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি॥
সন্তানেরা গিয়ে দেখে জননী সেথায়।
বৎস তরে গাভী যেন ব্যগ্র প্রতীক্ষায়॥

পুত্রকে খাওয়ানো তরে মাতা আত্মহারা।
দুপুরের আহারেও থাকে সেই ধারা ॥
পাতে ভাত দেওয়া হলে আহারের তরে।
সন্তানে ডাকেন খেতে মাতা স্নেহভরে ॥
যার যাহে রুচি আর যাহা পেটে সয়।
সেমতি পুত্রেরা পায় সকল সময় ॥
স্নেহভরে মাতা কন কিছু নাহি ফেলে।
চেঁছে পুঁছে খেয়ে নাও তোমরা সকলে ॥
অসুস্থ হইলে কভু যে কোন সন্তান।
জননীর থাকে তবে বিহ্বলিত প্রাণ ॥
রোগমুক্তি তরে মাতা হয়ে একমনা।
ঠাকুরের শ্রীচরণে জানান প্রার্থনা ॥
পুত্রের কল্যাণহেতু মাতা সেই সনে।
মানসিক করে যান নানা দেবস্থানে ॥
মায়ের স্নেহের কথা সকল সময়।
অসীমে সসীম মিশি সীমাহীন রয় ॥
লোকবন্ধু আচরণে জননী সারদা।
আদর্শ জননীরূপে থাকেন সর্বদা ॥
জননীর এই লীলা করিলে শ্রবণ।
মাতৃপ্রেমে পূর্ণ হবে সবাকার মন ॥
প্রাত্যহিক কাজ কর্মে আচারে বিচারে।
কিভাবে উচিত থাকা—বর্ণিব এবারে ॥
কোন্ ধন, কোন্ গুণ সবার উপরে।
এইমতি প্রশ্নে মাতা বলেন উত্তরে ॥
সন্তোষের সম ধন কভু কোথা নাই।
সহ্যের সমান গুণ দেখিতে না পাই ॥
বড় মামী তাঁর নাম দেবী সুবাসিনী।
জননীর ভ্রাতুষ্পুত্রী নামেতে নলিনী ॥
একদা তাঁদের মাঝে খুঁটিনাটি তরে।
কলহ বাধিয়া যায় প্রচণ্ড আকারে ॥
উদ্বোধনে সারদা-মা থাকেন তখন।
চিঠিতে কলহবার্তা করেন শ্রবণ ॥
কলহের খুঁটিনাটি শ্রবণের পরে।
বড় মামী, তাঁকে মাতা লিখেন উত্তরে ॥
সহ্যের সমান গুণ কিছু নাহি রয়।
ছাগলেরও পায়ে কভু ফুল দিতে হয় ॥
এ প্রসঙ্গে সারদা-মা বলেন সতত।
সহ্যগুণ থাকা চাই পৃথিবীর মত ॥
কত অত্যাচার চলে পৃথিবীর 'পরে।
তবু তাহা টিকে আছে সহ্যগুণে তরে ॥
সেইমতি মানুষের আপন কল্যাণে।
সহ্য গুণ রাখা চাই প্রত্যেকের প্রাণে ॥
পরাধীন ভারতকে করিতে স্বাধীন।
সর্বভাবে লিপ্ত রন সন্তান শচীন ॥
ব্রিটিশ শাসক যাতে দেশ ছেড়ে যায়।
শচীনের মনে থাকে সে চিন্তা সদাই ॥
নানা চিন্তা বিবেচনা করিয়া আপনি।
সন্ত্রাসের পথ তবে বেছে নেন তিনি ॥
বোমাপত্র তৈরী হয় মানিকতলায়।
শচীনে গ্রেপ্তার করে পুলিশ সেথায় ॥
মামলা শুরু হয় তবে বিরুদ্ধে তাহার।
পুলিশ অসহ্যভাবে করে অত্যাচার ॥
ছাড়া পান পরে তবু পুলিশের দল।
নানাভাবে পীড়া তাঁকে দেয় অবিরল ॥
পূর্ব সুকৃতির ফলে শচীন সন্তান।
জননীর কাছ হতে মহামন্ত্র পান ॥
উত্যক্ত হইয়া তিনি প্রতিকার আশে।
একদা বলেন সব জননী সকাশে ॥
সব শুনি মাতা কন সস্নেহ হৃদয়ে।
থাকিবে ঝড়ের মাঝে এঁটোপাতা হয়ে ॥
ঝড় হেতু সেই পাতা কখনো উপরে।
কখনও মাটির 'পরে থাকে তাহা পড়ে ॥
ঝড়সাথে সমতালে গতি থাকে তার।
সেহেতু না পায় কষ্ট ঝড়ের মাঝার ॥
সেমতি রাখিবে সদা তোমার অস্তিত্ব।
না রাখিবে সেথা কিন্তু তোমার ব্যক্তিত্ব ॥
সাধনা করিতে যদি পার এইভাবে।
তোমাকে দিলেও কষ্ট, কষ্ট নাহি পাবে ॥
শচীন বলেন পরে, মায়ের কথায়।
যথাসাধ্য সেইভাবে কাজ করে যাই ॥
পুলিশেরা যথারীতি করে অত্যাচার।
পূর্ববৎ পীড়া কিন্তু নাহি পাই আর ॥
মোর মনে থাকে এক উদাসীন ভাব।
ঘটনাদি সে কারণে না ফেলে প্রভাব ॥
দেখিতেছি শুনিতেছি তাহাদের সব।
প্রতিক্রিয়া তবু নাহি করি অনুভব।
মানুষেরা কি ভাবেতে থাকিবে সংসারে।
তাহার উত্তরে মাতা বলেন সবারে ॥
'যাকে যেমন তাকে তেমন।
যেখানে যেমন সেখানে তেমন ॥'

অনুরূপ ভাবেতেই জননী সারদা।
নিশিকান্ত মজুমদারে বলেন একদা ॥
সর্বদা রাখিবে মনে গৃহ পরিবার।
সবকিছু সর্বভাবে প্রভুর সংসার ॥
শ্রীপ্রভুর সংসারেতে হয়ে একজন।
প্রভু তরে কাজ করে যাবে অনুক্ষণ ॥

করিলে প্রভুর কাজ প্রভুর সংসারে।
লভিবে প্রভুর কৃপা হৃদয় মাঝারে ॥
লোকবন্ধু জননীর উপদেশ বাণী।
সুগভীর তত্ত্ব পূর্ণ হীরকের খনি ॥
লোকবন্ধু জননীকে জানাই প্রণাম।
তাঁর পদে ভক্তি যাতে থাকে অবিরাম ॥

সারদাপুঁথির কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পঠনে স্নিগ্ধ হয় মন প্রাণ ॥
জননীর লীলাকথা হয় যেইস্থানে।
প্রভু রামকৃষ্ণ সদা রন সেইস্থানে ॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা সবে লভিতে অপার।
'হরি রামকৃষ্ণ' জোরে বল তিনবার ॥

শ্রীশ্রীসারদা-পুঁথি

যোগমায়া-রাধারাণী

জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন।
লীলার প্রকটহেতু মর্ত্যে আগমন

জয় জয় বিশ্বমাতা ব্রহ্মসনাতনী।
জয় জয় শ্যামাসুতা সারদা-জননী॥
সন্তানের পাপ-তাপ, যত কাদা-ধূলি।
মুছিয়া স্নেহের করে নাও কোলে তুলি॥

জয় জয় সত্যানন্দ প্রেমানন্দময়।
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয়॥
প্রেমের মুরতি তুমি, তুমি মোর সার।
তোমার চরণে রাজে অনন্ত সংসার॥

তুমি যারে কৃপা কর কে নাশিবে তারে।
তোমার কৃপাই সার বিশ্ব চরাচরে॥

আদ্যাশক্তি মহামায়া সারদা-জননী।
যোগমায়ারূপে স্থিতা দিদি রাধারাণী॥
একদিন শ্রীঠাকুর কন কৃপাভরে।
যোগমায়া প্রয়োজন নরলীলা তরে॥
শক্তিময়ী যোগমায়া সে নরলীলায়।
ভেলকী লাগিয়ে দেন আপন মায়ায়॥
লোকে তাহে অবতারে চিনিতে না পারে।
লোকবৎ রন তিনি নরলীলা তরে॥
অবতারও কভু কভু মায়ার প্রভাবে।
লীলায় ভুলিয়া রন স্বরূপ স্বভাবে॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্বপ্রসবিনী।
নরলীলা তরে তিনি সারদা-জননী॥
ধরা মাঝে স্থিতা যবে লীলার কারণে।
মহামায়া যোগমায়া রন এক সনে॥
যোগমায়া বিনে নাহি চলে নরলীলা।
তাঁহার বিহনে শেষ হয় লীলাখেলা॥
জয়রামবাটীধামে জননী সারদা।
রাধু হয় যোগমায়া বলেন একদা॥
তেরশত কুড়ি সনে বর্ষার সময়।
জননীর লীলাদেহে ম্যালেরিয়া হয়॥

তার সাথে আমাশয় করে আক্রমণ।
কিছুতেই সুস্থ তবে মাতা নাহি হন॥
কাঞ্জিলাল সহ আরও কলিকাতা হতে।
জননীর সেবা তরে আসে ভক্তিমতে॥
জননী হইলে সুস্থ সে সব সন্তান।
জয়রামবাটী হতে পুনঃ ফিরে যান॥
মায়ের অসুখ কালে খাটাখাটি হয়।
অরূপানন্দেরও তাহে ধরে আমাশয়॥
কোয়ালপাড়ায় রন সন্ন্যাসী কেদার।
ডাক্তার হিসাবে ছিল নাম ডাক তাঁর॥
অসুখের বার্তা তবে আসিলে গোচরে।
মার কাছে যান তিনি অতীব সত্বরে॥
সঙ্গেতে ঔষধপত্র লইয়া যতনে।
অপরাহ্নে পৌঁছালেন জননী চরণে॥
সাষ্টাঙ্গে বন্দিয়া তবে মায়ের চরণ।
কেদার জননী পাশে থাকেন তখন॥
সেথায় থাকেনও বসে দিদি রাধারাণী।
তাঁর তরে কেদারকে বলেন জননী।
রাধুর শরীর ভাল নাই এইক্ষণে।
তাকেও ওষুধ দিও তুমি দেখে শুনে॥

কেদারকে লক্ষ্য করি জননী তখন।
রাধুর স্বরূপ তত্ত্ব করেন বর্ণন॥
ঠাকুরের যবে হল লীলা সংবরণ।
সেইকালে হু হু করে সদা মোর মন॥
কিছুই না লাগে ভাল তখন সংসারে।
কোনভাবে নাহি থাকে ইচ্ছা বাঁচিবারে॥
প্রার্থনা জানাই তবে ব্যাকুল অন্তরে।
আমাকেও সঙ্গে প্রভু নাও কৃপা করে॥
একদা হেথায় বসে ছিলাম যখন।
হঠাৎ দেখিনু এক অপূর্ব দর্শন॥
দশ বার বছরের একটি বালিকা।
লাল চেলী পরে নীচে ঘুরে একা একা॥
সেইক্ষণে শ্রীঠাকুর বলেন আমারে।
ইহাকে আশ্রয় করি থাকহ সংসারে॥
অন্তর্হিত হইলেন প্রভু পরক্ষণে।
মেয়েটিরও দেখা আর না পাই সেখানে॥
কিছুকাল পরে জন্ম নেয় রাধারাণী।
ছোট বৌ-ও সেইকালে বদ্ধপাগলিনী॥
একদা পশ্চিমমুখে আছিনু হেথায়।
আসিতে রাধুর মাকে তবে দেখা যায়॥
কাঁথা ও কাপড় কিছু ধরিয়া বগলে।
টানিতে টানিতে হাঁটে আপন খেয়ালে॥
অসহায় রাধু তবে ক্রন্দনের সনে।
হামাগুড়ি দিয়ে চলে পিছনে পিছনে॥
সেইদৃশ্য সেইকালে দেখিয়া সেথায়।
অন্তর হইল পূর্ণ আকুল ব্যথায়॥
মনে হল, মা পাগল, বাবা নাই তার।
আমি না দেখিলে হায় কি হবে তাহার॥
তাহা চিন্তি ছুটে গিয়ে আকুলি বিকুলি।
মাটি হতে কন্যাটিকে লইলাম তুলি॥
যখনি রাধুকে কোলে নিলাম যতনে।
শ্রীঠাকুর দেখা দিয়ে কন সেইক্ষণে॥
এই মেয়েটিরই কথা বলেছি তোমায়।
ইহাকে আশ্রয় করি থাকিবে ধরায়॥
স্বরূপেতে এই কন্যা হয় যোগমায়া।
তব লীলাপুষ্টি তরে ধরিয়াছে কায়া॥
তাহা বলি শ্রীঠাকুর অন্তর্হিত হন।
আমারও জুটিল দেখ কেমন বন্ধন॥
কিছু থামি সারদা-মা বলেন আবার।
আগে আগে বেশ ছিল জানতো কেদার॥

আজকাল নানা রোগ মনে ও শরীরে।
বিবাহও হল তার আপন সংস্কারে॥
এইসব দেখে শুনে মনে জাগে ভয়।
পাগলের মেয়ে শেষে পাগল না হয়॥
রাধুর কল্যাণে সব করেন জননী।
রাধু যেন সদা তাঁর নয়নের মণি॥
বিশ্বেশ্বরানন্দ নামে সন্ন্যাসী সন্তান।
নিষ্ঠাভরে জননীর সেবা করে যান॥
একদা সকালে তিনি ভক্তিভরা মনে।
পূজার যোগাড়ে ব্যস্ত রন উদ্বোধনে॥
তখন শুধান মাকে সভক্তি অন্তরে।
তোমার আসক্তি, মাগো, কেন রাধু তরে॥
মায়াজালে বদ্ধ ঘোর সংসারীর মত।
তুমি কেন 'রাধী, রাধী' কর অবিরত?।
অথচ আসিছে সদা ভক্ত অগণন।
তাহাদের দিকে কিন্তু নাহি দাও মন॥
এমতি আসক্তি সদা রাধারাণী তরে।
ভাল নাহি লাগে কিন্তু আমার অন্তরে॥
এই প্রশ্ন করা হলে অন্যান্য সময়ে।
সারদা-মা বলিতেন সকুণ্ঠ হৃদয়ে॥
কি আর করিব, বাবা, মেয়েছেলে মোরা।
আমাদের থাকে সদা অনুরূপ ধারা॥
এইবার মাতা কিন্তু উত্তেজিত হয়ে।
তদুত্তরে বলিলেন সদৃপ্ত হৃদয়ে॥
এইমতি ভাবধারা কোথা নাহি পাবে।
মোর মত অন্য কারে খুঁজে নাহি পাবে॥
পরমার্থ যারা খুব চিন্তা করে যায়।
তাহাদের মন খুব সূক্ষ্মরূপ পায়॥
কোনকালে সেই মন যদি কিছু ধরে।
তাকেই আঁকড়ে মন রাখে খুব জোরে॥
আসক্তি তাকেই ভাবে সাধারণ জন।
সেইভাবে ধরিবারে পারে কয়জন?।
বিদ্যুৎ চমক দিলে শার্সিতেই লাগে।
খড়খড়ি তাহে কভু কিছু নাহি লাগে॥
একদিন অপরাহ্নে মাতা উদ্বোধনে।
সরলাকে বলে যান কৃপার বয়ানে॥
বড়ই আসক্তি নাকি রাধুর উপরে।
'রাঁধু, রাধু' করি সদা, বলে ঘরে পরে॥
এটুকু আসক্তি মোর না থাকিত যদি।
বেঁচে নাহি থাকিতাম তবে অদ্যাবধি॥

প্রভু যবে করিলেন লীলা সংবরণ।
দেহ ছেড়ে দেব ঠিক করে মোর মন॥
প্রভুর কার্যের তরে তাঁহারই বিধানে।
রাধুকে আশ্রয় করি থাকি বর্তমানে॥
যেদিন না রবে মন রাধুর উপরে।
সেদিন যাইব জেনো আমি দেহ ছেড়ে॥
কিছু মোহ না থাকিলে নাহি থাকে দেহ।
মোহমুক্ত আত্মা তবে হইবে বিদেহ॥
শ্রীপ্রভুর লীলানাট্যে রাখাল যেমতি।
মায়ের লীলার মাঝে রাধুও সেমতি॥
রাধুকে আশ্রয় রূপে করিয়া গ্রহণ।
লোকবত্ চলে মার লীলা আচরণ॥
আর এক কারণ থাকে ইহার ভিতরে।
তাহাই বর্ণিব এবে সভক্তি অন্তরে॥
মায়ের জীবন বেদ, প্রতি কর্মধারা।
লোক শিক্ষা তরে থাকে ধরায় অধরা॥
গৃহ পরিবেশে মাতা সংসারীর ভাবে।
রাধু তরে নানা কষ্ট পান নানা ভাবে॥
ঝড়ঝঞ্ঝা পরিপূর্ণ সংসার সাগরে।
সাধারণ জীবগণ ত্রাহি ডাক ছাড়ে॥
তারও মাঝে থাকা যায় অনাসক্ত হয়ে।
প্রভুপদে রাখি মন নিবিষ্ট হৃদয়ে॥
দ্রষ্টা সাক্ষীরূপে সদা থাকি বিদ্যমান।
আপনি আচরি মাতা সে তত্ত্ব শেখান॥
জননীর কর্মধারা ভাবি অবিরল।
ঝঞ্ঝাপূর্ণ সংসারেও মনে পাই বল॥
রাধু তরে মার স্নেহ সদাই বিরাজে।
আরেক গভীর তত্ত্ব থাকে তার মাঝে॥
দুরারোগ্য গলরোগ প্রভুর শরীরে।
চিকিৎসার তরে তিনি রন কাশীপুরে॥
সত্যিকার ভালবাসা যাহাদের মনে।
প্রভু সেবা তাঁরা করে যান প্রাণপণে॥
নগদ বিদায় আশে এসেছিল যারা।
তাহা হেরি রাতারাতি কেটে পড়ে তারা॥
তারা বলে তিনি যদি হন অবতার।
তবে কেন রোগ হল শরীরে তাঁহার॥
সারাতে অক্ষম রোগ আপনার যিনি।
কি ভাবেতে ভবরোগ সারাবেন তিনি ?।
আর কিছু নাহি পাব থাকিলে এখানে।
হয়ত ধরিবে চাঁদা রোগের কারণে॥
তার চেয়ে মোরা সবে অন্য কোথা যাই।
হাতে হাতে পাব যেথা নগদ বিদায়॥
রাধুর ঝঞ্ঝাট সহ শতেক বাহানা।
নানা রোগ সেই সঙ্গে দেয় তাকে হানা॥
লীলা নাট্যে লোকবত্ জননী সারদা।
রাধুর কল্যাণ চিন্তা করেন সর্বদা॥
যাঁরা হন সত্যিকার আপনার জন।
ভালবেসে যান তাঁরা মাকে সর্বক্ষণ॥
তারা কন, সারদা-মা স্নেহের আধার।
রাধুও মোদের হয় বোন আপনার॥
রাধু তরে জননীর স্নেহ আচরণে।
আসক্তি বলিয়া কিন্তু ভাবে অন্য জনে॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্বপ্রসবিনী।
লীলাদেহে তিনি হন সারদা-জননী॥
তারা বলে এই কথা যদি সত্য হয়।
আসক্তি তাহলে কেন রাধু তরে রয়॥
মায়াতেই বদ্ধ হয়ে রয়েছেন যিনি।
কি ভাবেতে সে বন্ধন কাটাবেন তিনি॥
সুতরাং এই স্থানে এসে লাভ নাই।
এই বলি তারা সবে দূরে চলে যায়॥
কোটা চালে মিশে থাকে তুষ ও আগড়া।
তাহারা পৃথক হয় চালুনির দ্বারা॥
জননীর লীলানাট্যে দিদি রাধারাণী।
ভক্ত বাছাইয়ের কর্মে সত্যিই চালুনি॥
অসার আগড়া তুষ সকলি পালায়।
শুধু যারা সারবান তারা থেকে যায়॥
লীলাময়ী সারদা-মা লীলার স্বভাবে।
ভক্ত বাছাইয়ের কাজ করেন এভাবে॥
জননীর ছোট ভাই অভয় চরণ।
সতী সাধ্বী সুরবালা তাঁর জায়া হন॥
সুরবালা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন যে কালে।
ছোটমামা পরলোকে গেলেন সেকালে॥
তেরশত ছয় যবে বাংলার সনে।
শীতকালে মাঘমাসে ত্রয়োদশ দিনে॥
যোগমায়া রাধারাণী লীলাপুষ্টি তরে।
জন্মিলেন দৈববশে ধরার মাঝারে॥
পরপর বেশ কিছু আঘাত পাইয়া।
যাইলেন ছোটমামী পাগল হইয়া॥
সেইকালে ছোটমামী বদ্ধ পাগলিনী।
সেহেতু প্রায়শঃ নেড়া থাকিতেন তিনি॥

শিশুকালে বারবার এ দৃশ্য হেরিয়া।
তাঁহাকে ডাকেন দিদি 'নেড়ী-মা' বলিয়া॥
মানুষ করেন যত্নে সারদা-জননী।
সেহেতু মা বলে তাঁকে ডাকে রাধারাণী॥
শশীকলা সম দিদি ক্রমে বেড়ে যায়।
তাহাকে অশেষ স্নেহ করেন সবাই॥
দিদির যখন যাহা হয় প্রয়োজন।
জননী মেটান তাহা করিয়া যতন॥
যাহা কিছু পান রাধু মায়ের ইচ্ছায়।
তাহাতেই তুষ্ট তিনি থাকেন সদাই॥
অর্থেতে না থাকে তাঁর অযথা আসক্তি।
বরঞ্চ তাহাতে থাকে বিশেষ বিরক্তি॥
তাহার প্রমাণ মোরা পাই রামেশ্বরে।
সারদা-মা যেথা যান তীর্থকৃত্য তরে॥
রামনাদ অধিপতি ভক্তির আধার।
রামেশ্বর শ্রীমন্দির রাজত্বে তাঁহার॥
মন্দির সংলগ্ন তাঁর থাকে রত্নাগার।
হীরা জহরতে পূর্ণ নানা অলঙ্কার॥
উল্লিখিত নরপতি মহাভাগ্যবান।
বিবেকানন্দের হতে ব্রহ্মমন্ত্র পান॥
রাজার আদেশ থাকে কর্মচারী 'পরে।
জননীর দেখাশুনা সদা করিবারে॥
পূজা ও দর্শন যাতে ভালভাবে হয়।
তাহার ব্যবস্থা যেন ঠিকভাবে রয়॥
সেই সাথে থাকে আরও আদেশ তাঁহার।
জননীকে দেখাইতে সেই রত্নাগার॥
মাতা যদি কিছু নিতে চান কৃপাভরে।
সঙ্গে সঙ্গে তাহা যেন দেওয়া হয় তাঁরে॥
তাহাশুনি সারদা-মা স্নেহভরে কন।
আমার এসবে কিছু নাহি প্রয়োজন॥
তবে যদি রাধু কিছু নিতে ইচ্ছা করে।
তাহা হলে সেই বস্তু দিও রাধু তরে॥
রত্নাগারে রত্নরাজি শোভে অবিরল।
অনুপম দ্যুতিসনে করে ঝলমল॥
রাধুকে শুধান তবে বিনয় বচনে।
দয়া করে নিন যাহা ইচ্ছা হয় মনে॥
রত্ন অলঙ্কার তরে স্বাভাবিক টান।
মেয়েদের মনে সদা থাকে বিদ্যমান॥
অনাসক্ত ভাবে তবু রাধুদিদি কন।
এসব কিছুতে মোর নাহি প্রয়োজন॥

হারায়ে গিয়েছে কোথা পেন্সিল আমার।
তাহা দিও একখানি করিয়া জোগাড়॥
অর্থে অনাসক্তি ভাব থাকে চিরকাল।
করেন পাগলীমামী তাহে গালাগাল॥
জননীর আচরণ নিত্যদিন ধরে।
সকলি বিলায়ে তিনি দিতেন অপরে॥
তাহা হেরি ছোটমামী বলেন চিন্তায়।
না জানি রাধুর পরে কি হবে উপায়?।
রাধুকে বলেন কভু সম্বোধন করি।
তোর আচরণ দেখে আমি ভেবে মরি॥
কিছু নাহি ঠাকুরঝি রাখে তোর তরে।
অকারণে তবু সেথা রয়েছিস পড়ে॥
ওখানে থাকিলে সব যাইবে বৃথায়।
তার চেয়ে মোর ঘরে তুই চলে আয়॥
রাধুর না থাকে অর্থে অযথা আসক্তি।
সেসব কথায় তাহে জানাত বিরক্তি॥
পশিলেই এই সব কথা কর্ণ পটে।
গর্ভধারিণীকে কন না এসো নিকটে॥
রাধুরূপে যোগমায়া ধরেছেন কায়া।
করেন তাঁহাকে নিয়ে লীলা মহামায়া॥
রাধুর আছিল বাল্যে মিষ্ট আচরণ।
সকলেরি প্রিয়পাত্রী আদরের ধন॥
পরবর্তীকালে কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায়।
সেই দৃশ্যপট কিছু ভিন্ন হয়ে যায়॥
রাধু আচরণ হয় অম্ল ও মধুর।
সুখে দুখে মার মন হয় ভরপুর॥
নানা রোগ দেখা দেয় রাধুর শরীরে।
তার মাত্রা বাড়ে আরও বিবাহের পরে॥
অকারণে মাকে রাধু কষ্ট দেন নানা।
তার ফলে মাতা পান অশেষ যন্ত্রণা॥
একদা স্ত্রীভক্ত এক আসি উদ্বোধনে।
নিবেদন করিলেন মায়ের চরণে॥
আমার ভাইপো এক আছে বিদ্যমান।
মানুষ করিতে তাকে চাহে মোর প্রাণ॥
তাহা শুনি রাধু কথা করিয়া স্মরণ।
ক্ষোভ করে কন তাকে জননী তখন॥
কর্তব্য কাহারও 'পরে রবে যেইভাবে।
করিবে সেটুকু শুধু কর্মের স্বভাবে॥
বলিতেছ তুমি আজ ভাইপোর কথা।
জেনো তাহে কষ্ট পাবে সর্বদা সর্বথা।

আদ্যাশক্তি মহামায়া সারদা-জননী।
যোগমায়ারূপে স্থিতা দিদি রাধারাণী॥

অন্যকে বাসিলে ভাল দুঃখ পেতে হয়।
এইকথা মনে রেখো সকল সময়॥
কাউকে না বেসো ভাল ভগবান ছাড়া।
একমাত্র সেইকাজ হয় দুঃখহরা॥
রাধু আচরণ হেরি জননী সারদা।
অন্য এক মহিলাকে বলেন একদা॥
নিজেকে রাখিয়া লিপ্ত রাধুর মায়ায়।
দেখিতেছ সদা আমি কত কষ্ট পাই॥
আরও একদিন মাতা থাকি উদ্বোধনে।
ভক্তদিকে বলে যান সক্ষোভ বচনে॥
মায়ের বংশটি মোর দেখ লক্ষ্য করে।
কি ভাবেতে দিয়েছেন প্রভু লীলা ভরে॥
ছোট-বৌ সুরবালা বদ্ধ পাগলিনী।
প্রায় পাগলের মত হয়েছে নলিনী॥
রাধুকে অনেক কষ্টে করেছি মানুষ।
তারও নাই বুদ্ধি-শুদ্ধি নাই কোন হুঁশ॥
আসক্তি বেড়েছে তার বিবাহের পরে।
অপেক্ষায় আছে দেখ মন্মথ-র তরে॥
এত আসক্তিতে পূর্ণ হবে রাধু মন।
এই কথা কোন ভাবে ভাবিনি কখন॥
জননীকে রাধু দেন যাতনা দুঃসহ।
রাধু তরে মার চিন্তা তবু অহরহ॥
রাধুকে খাওয়ানো তরে জননী সারদা।
স্নেহভরে সাধ্যসাধি করেন সর্বদা॥
লইয়া ঝোলের বাটি সাধেন জননী।
ঝোলটুকু খেয়ে নে মা, লক্ষ্মী রাধারাণী॥
'খাব না' সঝাঁজে রাধু বলে যথারীতি।
তবু মাতা কন তাকে দিয়ে স্নেহ প্রীতি॥
গাঁদালের ঝোল ইহা খেতেন ঠাকুর।
এটা খেলে বহু রোগ হয়ে যায় দূর॥
'নাহি খাব' মেজাজেতে বলে রাধারাণী।
তখনও সস্নেহ কণ্ঠে বলেন জননী॥
তাহা হলে দুধ আছে বাটির ভিতরে।
সেইটুকু খেয়ে নে মা তাড়াতাড়ি করে॥
মহামায়া তাঁর মায়া থাকে রাধু তরে।
রাধুর করেন যত্ন সস্নেহ অন্তরে॥
দুই পাঁজরার নীচে হইয়াছে ব্যথা।
সেইহেতু রাধু কষ্ট পেতেছে সর্বদা॥
সারদা-মা স্নেহ ভরে বসি রাধু পাশে।
বুকে সেঁক দিয়ে দেন স্নেহ পরবশে॥

জনৈকা স্ত্রী-ভক্ত তবে আসি সেইক্ষণে।
ভক্তি ভরে নমিলেন জননী চরণে॥
অনন্তর জননীকে স্ত্রী-ভক্ত শুধায়।
কি হল রাধুর, মাগো, রোগ পুনরায়?।
দুঃখঝরা কণ্ঠে মাতা বলেন তখন।
পূর্বেকার সেই ব্যথা জেগেছে এখন॥
কত ব্যথা পায় রাধু ভেবে মনমরা।
দেখ না আমার বাছা কষ্টে হল সারা॥
কোথা থেকে এসে গেল এই পোড়া ব্যথা।
মেয়ে তাতে কষ্ট পায় সর্বদা সর্বথা॥
দেখানোও হল কত বিভিন্ন ডাক্তারে।
ঠাকুরেরও মানসিক করি তার তরে॥
তবু দেখ সব কিছু হইল বিফল।
ব্যথা তবু মোর বাছা পায় অবিরল॥
বিবাহ হইলে স্থির দেখা গেল পরে।
রয়েছে বৈধব্যযোগ কোষ্ঠী অনুসারে॥
জ্যোতিষীর কাছ হতে সেই কথা শুনি।
রাধু তরে চিন্তান্বিতা হলেন জননী॥
ভক্তকে করিলে কৃপা প্রভু ভগবান।
খণ্ডিত হইয়া যায় বিধির বিধান॥
সাধারণ ভাবে মাতা লীলার কারণে।
না করেন হস্তক্ষেপ বিধির বিধানে॥
তাহা ছাড়া লীলাদেহে সারদা-জননী।
আত্মীয়কে দীক্ষা দিতে নাহি চান তিনি॥
রাধুর কল্যাণে তবু জননী সারদা।
তাহার স্বামীকে দীক্ষা দিলেন একদা॥
অনন্তর বলিলেন এই দীক্ষা তরে।
রাধুর বৈধব্যযোগ কেটে যেতে পারে॥
সুতায় বাঁধিয়া ঢিল তাকে ঘুরাইলে।
নির্দিষ্ট কক্ষেতে ঢিল ঘোরে তার ফলে॥
কেন্দ্র অভিমুখী বল কেন্দ্র দিকে টানে।
অপসারী বল তাহা অসীমার পানে॥
যোগসূত্র হয়ে থাকে সুতাটি সেথায়।
সুতা ছিন্ন হলে ঢিল সুদূরে পালায়॥
যোগমায়া অবলম্বি চলে নরলীলা।
তাহার বিহনে শেষ হয়ে যায় খেলা॥
রাধারাণী স্বরূপেতে হন যোগমায়া।
মার লীলা কার্যহেতু ধরেছেন কায়া॥
রাধুকে করিয়া কেন্দ্র নিজে বিশ্বমাতা।
লীলার আবর্তপথে হন আবর্তিতা॥

যোগসূত্র রূপে থাকে রাধুর বন্ধন।
যাহে বাঁধা থাকে মার ঊর্দ্ধমুখী মন॥
তার ফলে জননীর চলে নরলীলা।
সসীম ধরায় যথা রামধনু খেলা॥
কিন্তু সেই যোগসূত্র কভু ছিন্ন হলে।
ধরা মাঝে নরলীলা আর নাহি চলে॥
ছিন্ন যবে হয় তাহে রাধুর বন্ধন।
লীলায় না থাকে আর জননীর মন॥
অপসারী বল হেতু সারদা-জননী।
দেহছাড়ি নিত্যধামে চলেন তখনি॥
রাধু সনে মার লীলা ভক্তিভরা মনে।
পুঁথিমাঝে কিছু বলা আছে অন্যস্থানে॥
সেমতি ঘটনা আরও সভক্তি অন্তরে।
হইবে বর্ণিত এবে পুঁথির ভিতরে॥
কিছু কিছু লীলাকথা বড়ই করুণ।
যাহাতে জননী পান কষ্ট নিদারুণ॥
ভাল মন্দ বিচারের নাহি অধিকার।
প্রণাম জানাই আমি পদে দোঁহাকার॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া জননী আমার।
তাঁহারই ইচ্ছায় চলে জগৎসংসার॥
রাধুরও সকল কার্য জীবন লীলায়।
ঘটিয়াছে জানি সব মায়েরই ইচ্ছায়॥

তেরশ চব্বিশ সনে ফাল্গুনের শেষে।
কোয়ালপাড়ায় মাতা কৃপার আবেশে॥
কিছুদিন পরে সেথা দৈবের ইচ্ছায়।
অসুস্থা হইয়া মাতা থাকেন শয্যায়॥
জয়রামবাটী হতে জননীর সনে।
রাধুও আসিয়া তবে রন সেইস্থানে॥
কঠিন অসুখে যবে জননী সারদা।
মাকে ছাড়ি রাধু চলে গেলেন একদা॥
বেশ কিছুদিন পরে মাতা সুস্থ হন।
জয়রামবাটী তবে করেন গমন॥
তেরশ' পঁচিশ সনে বৈশাখের শেষে।
ঠিক হল যাওয়া হবে কলিকাতা দেশে॥
সঙ্গে রাধু যাবে কিনা জানিবার তরে।
সন্তান বরদা তবে যান তাজপুরে॥
রাধু যেতে নাহি চায় করিয়া শ্রবণ।
কলিকাতা স্থানে মাতা করেন গমন॥
যখনই জননী কভু যান কোনস্থানে।
রাধারাণী রন সদা জননীর সনে॥

এবারে প্রথম কিন্তু দৈবের ইচ্ছায়।
রাধুকে জননী সনে দেখা নাহি যায়॥
যোগমায়া নাহি রন মহামায়া সনে।
অতীব দুশ্চিন্তা জাগে ভক্তদের মনে॥
অনন্তর জ্যৈষ্ঠ মাসে রাধুর আঙ্গুলে।
ফোড়া হয় তাহে তাহা যায় খুব ফুলে॥
অতীব যন্ত্রণা হয় তাহার কারণে।
কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা জাগে মনে॥
সারদা-মা সেই বার্তা করিয়া শ্রবণ।
ব্যবস্থাদি করিবারে বলেন তখন॥
জননীর ইচ্ছাক্রমে সন্তান বরদা।
কলিকাতা তরে যাত্রা করেন একদা॥
তার সঙ্গে দলে রন মামী পাগলিনী।
পতি শ্রীমন্মথ সহ যান রাধারাণী॥
সপ্তাহ দুইয়ের মধ্যে রাধু সুস্থ হলে।
ছোটমামী পুনরায় দেশে যান চলে॥
উদ্বোধনে রন তবে সারদা-জননী।
মার কাছে থেকে যান দিদি রাধারাণী॥
অগ্রহায়ণ মাসে সেথা দিদি পুনরায়।
অসুখে পড়ার হেতু থাকেন শয্যায়॥
সেই বার্তা ছোট মামী করিয়া শ্রবণ।
পুনরায় কলিকাতা করেন গমন॥
শীতের সময় মঠে থাকেন বরদা।
তাঁকে ডাকি শিবানন্দ বলেন একদা॥
আজিকেই মোটামুটি বৈকাল বেলায়।
রাধু সনে আসিবেন জননী হেথায়॥
মঠের উত্তরে বাড়ি সোনার বাগানে।
জননী রবেন সেথা সাঙ্গোপাঙ্গ সনে॥
তোমরা সকলে মিলি যত্ন সহকারে।
বাড়িটাকে রেখো বেশ পরিষ্কার করে॥
সেইকালে অন্তঃসত্ত্বা দিদি রাধারাণী।
সহিতে কোনই শব্দ না পারেন তিনি॥
কলিকাতা স্থানে নানা শব্দ অবিরাম।
গাড়ি ঘোড়া চলিবারও না ঘটে বিরাম॥
সেহেতু নির্জন বলে এই বাড়িখানি।
করেছেন থাকা তরে পছন্দ জননী॥
কথা মত সন্তানেরা আবিষ্ট অন্তরে।
বাড়িখানি পরিষ্কার করেন সত্বরে॥
অপরাহ্নে কিন্তু তাঁরা করেন শ্রবণ।
জননীর সেথা নাহি হবে আগমন॥

বাড়ির পাশেই মঠে পূজা ঘর রাজে।
পূজাকালে আরতির সেথা ঘণ্টা বাজে ॥
স্তবগানে আরতিও হয় সেই সনে।
পৌঁছিবে সে সব শব্দ বাড়িটি যেখানে ॥
তাহাছাড়া গঙ্গাবক্ষে ষ্টীমারের বাঁশি।
কর্ণভেদী শব্দ করে বাজে দিবানিশি ॥
আরেক কারণ থাকে না আসার তরে।
স্বামীজীর জন্মতিথি কয়দিন পরে ॥
সেইদিন স্বামীজীর জন্ম উৎসবে।
আনন্দের কোলাহল সুনিশ্চিত হবে ॥
এইসব বিবেচনা করিয়া জননী।
বেলুড়ের সে বাড়িতে না আসেন তিনি ॥
নিবেদিতা বিদ্যালয় থাকে যেইস্থানে।
মোটামুটি শব্দ কম হয় সেইস্থানে ॥
সেথায় নিবাস থাকে ছাত্রীদের তরে।
সেখানেও গোলমাল নাহি হয় জোরে ॥
সব কিছু চিন্তা করি জননী তখন।
রাধু সনে সেইস্থানে করেন গমন ॥
রাধুকে লইয়া যেথা জননী সারদা।
পরদিন সেইস্থানে গেলেন বরদা ॥
তাকে হেরি সারদা-মা কন দুঃখ করে।
এখানে দরিয়া নিয়ে রহিয়াছি পড়ে ॥
রাধু শুয়ে থাকে দেখ সকল সময়।
বুকে তার কোন শব্দ সহ্য নাহি হয় ॥
কি যে রোগ হল বাবা আমি ভেবে মরি।
কি করে উদ্ধার হবে জানেন শ্রীহরি ॥
কদিন থাকিবে হেথা তাও নাহি জানি।
যা করার করিবেন প্রভু শিরোমণি ॥
সেথা থাকাকালে মাতা চিন্তিত অন্তরে।
বরদাকে বলিলেন কয়দিন পরে ॥
এখানেও রাধু পুনঃ বলে বারবার।
হেথায় থাকিতে ভাল নাহি লাগে আর ॥
'দেশে চল' এই কথা শুধু বলে যায়।
জানি না কি হবে সেথা এই অবস্থায় ॥
ভাল কবিরাজ কিম্বা অভিজ্ঞ ডাক্তার।
সেই অজ পাড়াগাঁয়ে মেলা হয় ভার ॥
যতেক সুবিধা হেথা থাকে সর্বভাবে।
রাধু তাহা নাহি চিন্তি বলে অন্যভাবে ॥
যখন ধরিবে যাহা তাহা করা চাই।
দেখা যাক্ কিবা ঘটে, আমি অসহায় ॥

যথাদিনে স্বামীজীর জন্মতিথি তরে।
নানা কর্মে লিপ্ত সবে থাকেন বেলুড়ে ॥
বৈকালে গণেন সেথা বলিলেন এসে।
আগামীকল্যই মাতা যাইবেন দেশে ॥
সন্ন্যাসী সারদানন্দ বলেছেন মোরে।
বরদাকে উদ্বোধনে যাইতে সত্বরে ॥
রাধুসনে করিবেন জননী গমন।
বরদাও সঙ্গে যাবে হলে প্রয়োজন ॥
সে কথা শ্রবণ করি সন্তান বরদা।
সত্বরে পৌঁছান যেথা জননী সারদা ॥
সন্তানে দেখিয়া মাতা কন স্নেহাবেশে।
অগাধ দরিয়া নিয়ে যাইতেছি দেশে ॥
ভাল হয় যদি তুমি যাও মোর সনে।
অসুবিধা হবে নাতো নিজস্ব কারণে ॥
প্রণামান্তে পদধূলি গ্রহণের পরে।
বরদা বলিয়া যান থাকি করজোড়ে ॥
মাগো, তুমি যে আদেশ করিবে প্রদান।
তাহাই পালিবে তব অধম সন্তান ॥
তাহা শুনি সারদা-মা কন স্বস্তি ভরে।
গুছিয়ে সকল কিছু বাঁধ যত্ন করে ॥
অপেক্ষায় আছিলাম তোমারই কারণে।
নিশ্চিন্ত সম্পূর্ণভাবে হলাম এক্ষণে ॥
সব কিছু বাঁধা ছাঁদা করি সমাপন।
সারদানন্দের কাছে করেন গমন ॥
তাঁকে হেরি মহারাজ কন স্নেহমনে।
মোর ইচ্ছা যাবি তুই জননীর সনে ॥
জননী রাখিতে তোকে চান যতদিন।
ভক্তিভরে তুই সেথা রবি ততদিন ॥
বরদা সেদিন হতে মায়ের কৃপায়।
একান্ত সেবকরূপে থাকেন সদাই ॥
জননী করেন যবে লীলাসংবরণ।
সেদিনও সেবকরূপে তিনি পাশে রন ॥
কথামত পরদিন সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
দেশে যাওয়া তরে মাতা চড়িলেন ট্রেনে ॥
নামিয়া সে ট্রেন হতে সবে বিষ্ণুপুরে।
বিশ্রামের তরে যান সুরেশ্বর ঘরে ॥
দিন দুই বিশ্রামাদি করিয়া সেথায়।
গোযানে সকলে যান কোয়ালপাড়ায় ॥
কথা ছিল দিন দুই বিশ্রামাদি হলে।
জয়রামবাটী তবে যাবেন সকলে ॥

রাধুর সুনিদ্রা কিন্তু হল এই স্থানে।
সেইহেতু তিনি কন থাকিব এখানে॥
মায়ের আসার বার্তা শ্রবণের পরে।
আসিলেন কালীমামা দর্শনের তরে॥
কালীমামা সহ আরও সকলের সনে।
পরামর্শ হল করা রাধুর কারণে॥
প্রভুমঠ অবস্থিত কোয়ালপাড়ায়।
আশ্রমটি থাকে সেথা সদর রাস্তায়॥
আশ্রম হইতে প্রায় দু'ফার্লং দূরে।
নির্মিত আছিল বাড়ি জননীর তরে॥
'জগদম্বা আশ্রম' নামে তাহা পরিচিত।
আশ্রমের চারিদিক প্রাচীর বেষ্টিত॥
জননীর ঘরখানি বেশ বড় হয়।
মেজেও সিমেণ্ট দ্বারা মাজা ঘষা রয়॥
উল্লিখিত ঘরটির পাশে রান্নাঘর।
উত্তর পূর্বেও থাকে আরেকটি ঘর॥
এই ঘরটিরও বেশ বড় আয়তন।
স্ত্রী-ভক্ত থাকেন সেথা সাত-আট জন॥
যেইস্থানে অবস্থিত মার ঘরখানি।
তাহার নৈঋতে ঘর আরও একখানি॥
পুরুষ ভক্তেরা আসি দর্শনের তরে।
প্রয়োজনে বসে তাঁরা রন সেই ঘরে॥
গ্রামের শেষের প্রান্তে আশ্রমটি রয়।
মোটামুটি শান্ত স্তব্ধ সকল সময়॥
মায়ের বিশিষ্ট ভক্ত শ্রীযুক্ত কেদার।
সন্ন্যাসে কেশবানন্দ নাম হয় তাঁর॥
জগদম্বা আশ্রমের সামান্য দক্ষিণে।
কেশবানন্দের বাড়ি থাকে সেইখানে॥
জননী প্রথমে হেথা আসেন যখন।
ভক্তটির গৃহে তবে হয় পদার্পণ॥
বাড়িটিও বড়-সড় প্রাচীর বেষ্টিত।
পাশে কারও বাড়ি নাহি থাকে অবস্থিত
কাঁটার জঙ্গল থাকে পূবে ও দক্ষিণে।
ছোট এক ডোবা থাকে পশ্চিমের পানে॥
তেঁতুলের, কয়েতের বৃক্ষ কতিপয়।
বাড়ির উত্তর দিকে বিরাজিত রয়॥
কোলাহল কোন কিছু না রয় সেখানে।
তাহা হেরি রাধু কন, রব এইস্থানে॥
রাধুকে লইয়া মাতা আপন কৃপায়।
মোটামুটি ছয়মাস থাকেন হেথায়॥

প্রভুর আশ্রমে খান পুরুষ ভক্তেরা।
জগদম্বা আশ্রমেতে খান মহিলারা॥
জননীকে পাইবেন পল্লী পরিবেশে।
অনেকে আসেন তাহে ভক্তির আবেশে॥
দুইটি আশ্রমে মিলি মোটামুটি ভাবে।
চল্লিশ জনের মত খাইতেন তবে॥
সন্তান-সম্ভবা রাধু কারণে তাহার।
সেইকালে থাকিতেন বৈকুণ্ঠ ডাক্তার॥
ধাত্রীবিদ্যা পারদর্শী সেবায় কুশলা।
জননীর পদাশ্রিতা তনয়া সরলা॥
সন্ন্যাসী সারদানন্দ তাঁহার নির্দেশে।
সরলাও রন তবে রাধুর সকাশে॥
সপ্তাহখানেক সেথা থাকিবার পরে।
বরদাকে সারদা-মা কন কৃপাভরে॥
মনের অবস্থা এবে হয়েছে এমন।
যা ভাবিব তাহা ঘটে যাইবে তখন॥
ভাল কিম্বা মন্দ হবে না করি বিচার।
সেই চিন্তা কার্যকর হয় অনিবার॥
রাধুর পছন্দ হল এই বুনো স্থান।
সেইহেতু চিন্তাগ্রস্ত থাকে মোর প্রাণ॥
যাহা হোক্ তুমি কিন্তু প্রত্যহ সন্ধ্যায়।
কাজকর্ম সব সেরে থাকিবে হেথায়॥
খাওয়া দাওয়া তাও তুমি করিবে এখানে।
এই স্থানে থাকিতেও বলেছি রাজেনে॥
মায়ের নির্দেশমত সেই দিন হতে।
বরদা হাজির হন প্রত্যহ সন্ধ্যাতে॥
কয়েত বেলের গাছ ঘরের বাহিরে।
সেথা বসি সবে কথা কন ধীরে ধীরে॥
জননীও সেইকালে বাহিরে আসিয়া।
খাটিয়ার 'পরে সেথা থাকেন বসিয়া॥
কথাবার্তা সব কিন্তু ধীরে ধীরে চলে।
যেহেতু রাধুর কষ্ট হয় শব্দ হলে॥
কাঁথা ও কাপড় সদা বুকে জড়াইয়া।
রাধারাণী সেইকালে থাকিত শুইয়া॥
সামান্য হইলে শব্দ কষ্ট বেড়ে যায়।
সেহেতু সতর্ক সবে থাকিত সদাই॥
শিকল, হাতল আদি যাহা ধাতুময়।
সে সকলি বস্ত্র দ্বারা তাহে মোড়া রয়॥
একদা সন্ধ্যায় কন জননী সারদা।
পাশেই জঙ্গল কত দেখেছ বরদা॥

সেইহেতু শঙ্কা জাগে আমার অন্তরে।
ভালুক-টালুক কভু না বেরিয়ে পড়ে॥
বরদা শুনিয়া তাহা কন হাস্যমনে।
কখনো ভালুক কেহ দেখেনি এখানে॥
তাহা শুনি মাতা কন কি জানি কি হয়।
গভীর জঙ্গল দেখে চিন্তা জেগে রয়॥
কয়দিন পরে কিন্তু আশ্চর্যের কথা।
প্রকাণ্ড ভালুক এক দেখা গেল সেথা॥
জয়রামবাটীগ্রামে থাকে চৌকিদার।
অম্বিকা চরণ বাগ্দী নাম হয় তার॥
তাহার শাশুড়ী ঘুঁটে কুড়াবার তরে।
গিয়েছিল ঝুড়ি কাঁখে দেশড়া প্রান্তরে॥
তখন ভালুক এক সেথায় আসিয়া।
বৃদ্ধাটিকে একেবারে ফেলেছে মারিয়া॥
তাহা শুনি দেশড়ার অধিবাসী যারা।
মারিয়াছে সে ভালুকে বন্দুকের দ্বারা॥
বরদাকে তাহে মাতা কন সন্ধ্যাকালে।
এখানে ভালুক নাই তুমি বলেছিলে॥
কিন্তু আজ অম্বিকার শাশুড়ীকে ধরে।
প্রকাণ্ড ভালুক এক ফেলিয়াছে মেরে॥
বরদা শুনিয়া তাহা বলেন তখন।
তোমার কথাই, মাগো, ফলিল এখন॥
একদা জননী কন দুপুর বেলায়।
দুটিকাক রোজ রোজ আসিত হেথায়॥
আসিয়া করিত তারা বড় চিৎকার।
তাহাতে বিরক্ত হত রাধু অনিবার॥
কয়দিন হল তারা হেথা আসে নাই।
না জানি কখন তারা পুনঃ এসে যায়॥
কথা শেষ হবামাত্র দেখিল সকলে।
কাকদুটি আসি সেথা বসিয়াছে ডালে॥
জননী বলেন যাহা তাহা ফলে যায়।
এমতি আরেক কথা বর্ণিব হেথায়॥
তখন আষাঢ় মাস বর্ষার সময়।
কয়দিন ব্যাপী সেথা খুব বৃষ্টি হয়॥
একদা জননী কন রাত্রি দশটায়।
শিহড়ের পাগলটি হেথা আসে যায়॥
লোকটি সত্যিই বদ্ধ পাগল স্বভাবে।
গান-টান গুলি কিন্তু গায় ভাল ভাবে॥
চেঁচিয়ে-মেচিয়ে উঠে আসি এইখানে।
সেইহেতু বড় ভয় জাগে মোর প্রাণে॥
বহুদিন সে পাগল হেথা আসে নাই।
কিজানি এখন যদি পুনঃ এসে যায়॥
বরদা শুনিয়া তাহা কন হাস্য ভরে।
তুমিও মা বলে যাও যাহা ইচ্ছা করে॥
নদীতে প্রবল বন্যা ছাপি দুইকুলে।
কি ভাবেতে পার হয়ে আসিবে বাদলে ?।
কথা শেষে সবিস্ময়ে দেখিল সবাই।
সেইক্ষণে উপস্থিত পাগল সেথায়॥
তালপাতা তৈরী টোকা শিরস্ত্রান তার।
প্রচুর সজিনা শাক বগলে তাহার॥
মার কাছে আসি তবে বলে থামি থামি।
তুমি খাবে বলে শাক আনিয়াছি আমি॥
স্নেহভরে মাতা কন, গোল নাহি করে।
তুই বাবা চলে যা ফেরা পথ ধরে॥
তাহা শুনি সে পাগল বলিল সেথায়।
'নদীতে' রয়েছে বান কি ভাবেতে যাই ?।
'কি ভাবেতে এলি তবে ?'—তাহার উত্তরে।
পাগল বলিল, ক্যানে, এসেছি সাঁতুরে॥
সারদা-মা স্নেহভরে কন পুনর্বার।
পুনরায় ফিরে যা, লক্ষ্মীটি আমার॥
পাগল সেকথা শুনি দেরী নাহি করে।
পুনরায় ফিরে যায় আসা পথ ধরে।
হইলে সামান্য শব্দ কষ্ট পান দিদি।
মানসিক অবসাদও থাকে নিরবধি॥
রাধুর অসুখ হেতু জননী সারদা।
সাতিশয় চিন্তাম্বিতা থাকেন সর্বদা॥
নানাবিধ ঔষধাদি তাঁকে দেওয়া হয়।
কোন ফল কিন্তু তাহে নাহি উপজয়॥
একদা ফাল্গুন মাসে বলেন নলিনী।
হয়েছিল ছোটকাকী বদ্ধ পাগলিনী॥
তিরোলের ক্ষ্যাপা কালী বড়ই জাগ্রতা।
হইলে পাগল কেহ লোকে যায় সেথা॥
আনিয়ে কালীর বালা তুমি সেথা হতে।
কাকীকে পরাইয়াছিলে তবে বিধিমতে॥
কাকীমার পাগলামী তাতে সেরে যায়।
পরবর্তীকালে তাহা দেখিবারে পাই॥
রাধীরও মাথায় ছিট আছে মনে হয়।
তা না হলে শুয়ে থাকে সকল সময়॥
খাওয়া দাওয়া করে কিন্তু যায় যথারীতি।
পাগলের ধারা ইহা আমার প্রতীতি॥

পরালে কালীর বালা মোর মনে হয়।
রাধুর মনের রোগ সারিবে নিশ্চয় ॥
তাহা শুনি সারদা-মা বরদাকে কন।
তিরোলের বালা তুমি কর আনয়ন ॥
পরদিন সেইপুত্র যাইয়া তিরোলে।
বালা নিয়ে ফিরিলেন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ॥
ভূমির উপরে বালা নাহি রাখা যায়।
সেইহেতু রাখা হল বৃক্ষের শাখায় ॥
পরদিন নিয়মাদি করিয়া পালন।
মা কালীর বালা রাধু করেন ধারণ ॥
ধারণ করেও বালা নাহি মিলে ফল।
পূর্ববৎ কষ্ট রাধু পান অবিরল ॥
কিন্তু তবে দেখা গেল সে বালা হেরিয়া
মামীর পাগল ভাব যাইল বাড়িয়া ॥
ছোট মামী সেইকালে যে কোন কারণে
কলহাদি করে যান নলিনীর সনে ॥
একদিন মামী কন ক্ষোভের সহিত।
রাধুকে এখানে আনা হয় নি উচিত ॥
গরম বাড়িছে ক্রমে গ্রীষ্মের সময়।
মাথায় বরফ দেওয়া হলে ভাল হয় ॥
এসব সুবিধা থাকে কলিকাতা স্থানে।
সহজে বরফ নাহি মিলে এই স্থানে ॥
সারদা-মা সব কিছু শুনিবার পরে।
বরফ আনার তরে কন বরদারে ॥
মায়ের আদেশ মত বরদা সন্তান।
বরফ বাঁকুড়া হতে আনিবারে যান ॥
তাহা নিয়ে সে সন্তান ফিরিলে সেথায়।
সে বরফ দেওয়া হয় রাধুর মাথায় ॥
কালীমামা সেইকালে সেথায় আসিয়া।
সব হেরি জননীকে বলেন হাসিয়া ॥
পাগলীর সঙ্গে তুমি থাকি সর্বক্ষণ।
তুমিও পাগল দিদি হয়েছ এখন ॥
আসন্ন প্রসবা রাধু তার শিরে কিনা।
বরফ দেবার তরে হইয়াছে আনা ॥
এ সকল কাণ্ড হেরি মনে ভয় পাই।
ঠাণ্ডা লেগে অন্য কিছু ঘটে নাহি যায় ॥
দেখ দিদি, দেখালে তো অনেক ডাক্তার।
সকলে রোগের কাছে মেনে গেল হার ॥
তাহে ভাবি এইগুলি রোগ-টোগ নয়।
লেগেছে ভুতুড়ে হাওয়া শরীরে নিশ্চয় ॥

তান্ত্রিক চাঁড়াল থাকে যেথা সুক্ষেগেড়ে।
ভুত-টুত হলে তেড়ে দেবে একেবারে ॥
দেখাও তাহাকে আনি হেথা একবার।
তাহা হলে রাধু কষ্ট নাহি পাবে আর ॥
সেইকথা সারদা-মা করিয়া শ্রবণ।
বন্দোবস্ত করিবারে বলেন তখন ॥
 পরদিন কালীমামা, বরদা-সন্তান।
চাঁড়াল তান্ত্রিক পাশে উভয়েই যান ॥
সেইস্থানে পৌঁছাতেই সরিষা লইয়া।
তান্ত্রিক তাঁদের গায়ে দেন ছিটাইয়া ॥
চক্ষু দুটি বুঁজি তবে থাকি কিছুক্ষণ।
তান্ত্রিক গম্ভীরকণ্ঠে বলেন তখন ॥
জানিলাম ঘটিয়াছে ভুতের আবেশ।
সেখানে যাবারও তরে পেলাম আদেশ ॥
দক্ষিণাদি জমা দিয়ে ভক্তিভরা মনে।
আসিতে বলিয়া তাঁকে ফেরেন দুজনে ॥
পরদিন তান্ত্রিকের হলে আগমন।
প্রণমিয়া সারদা-মা গলবস্ত্রে কন ॥
দেখ বাবা, মোর মেয়ে কত কষ্ট পায়।
দয়া করে এর তুমি করহ উপায় ॥
তুমি ছাড়া অন্য গতি নাহি হেরি আর।
দেব আমি খরচাদি যাহা দরকার ॥
এসব বলেন মাতা সজল নয়নে।
ব্যাকুলতা ভাব থাকে মার আচরণে ॥
জননীর আচরণ দেখে মনে হয়।
তান্ত্রিক বিহনে যেন উপায় না রয় ॥
তান্ত্রিক রোগিনী দেখে করেন প্রচার।
দেখিতেছি পুরাপুরি ভৌতিক ব্যাপার ॥
মোর কথামত তেল কিছু দেওয়া হলে।
পালাবে যে কোন ভুত বাপ-বাপ বলে ॥
কি প্রকারে সেই তেল তৈরী করা হবে।
সে সকলও একে একে বলে যান তবে ॥
পাঁচ সের কৃষ্ণ তিল ঘানিতে পিষিয়া।
সেই তেল মৃৎপাত্রে রাখিবে ধরিয়া ॥
তার সনে মিশাইতে হবে যত্ন করি।
বিশসেরী রুইমাছ তার নাড়ি-ভুঁড়ি ॥
কতিপয় লৌহখণ্ড যথা বিধিমতে।
এই এই স্থান হতে হইবে আনিতে ॥
যথাবিধি গন্ধদ্রব্য আনিয়া যতনে।
সেগুলিও মিশাইবে নিষ্ঠাভরা মনে ॥

তার সাথে মিশাইয়া বৃষের গোময়।
গোবরের জ্বালে যেন পাক করা হয়॥
এভাবে তৈয়ারী তেল লাগালে শরীরে।
ভূত ও ভূতের বাপ সব যাবে ছেড়ে॥
সেইসাথে রাখা হলে মাদুলি আমার।
আসিতে সাহস ভূত নাহি পাবে আর॥
তান্ত্রিক সাধুটি দিয়ে এসব বিধান।
লইয়া পাঁচটি টাকা করেন প্রস্থান॥
তান্ত্রিকের কথামত তেল বানাইতে।
জননী করেন চেষ্টা যথা সাধ্যমতে॥
পরে যবে বুঝিলেন তাহা অসম্ভব।
তখন বলেন মাতা মানি পরাভব॥
সকল দেবতা পাশে হয়ে ভক্তিমনা।
রাধু তরে জানাতেছি সদাই প্রার্থনা॥
তবু কেহ মুখ তুলে ফিরে নাহি চায়।
বিধির বিধান যাহা ঘটিবে তাহাই॥
যা ঘটার ঘটে যাবে রাধুর কপালে।
একমাত্র রক্ষাকর্তা প্রভু এইকালে॥

রাধু দেহ হতে যাতে রোগ দূর হয়।
তাহে আকুলিত সদা মায়ের হৃদয়॥
লোকবৎ থাকে তবে মায়ের আচার।
সাধারণ জননীরা হয় যে প্রকার॥
লোকাতীতা রূপে পুনঃ মায়ের অন্তর।
থাকয়ে একান্তভাবে ঈশ্বর-নির্ভর॥
এই দুই ভাব নিয়ে মার নরলীলা।
ধরা মাঝে প্রকটিত অধরার খেলা॥
অভিনয়ে সুনিপুণা সারদা-জননী।
যে যাহা বলেন তাহা করে যান তিনি॥
অনেকের পরামর্শে জননী সারদা।
চণ্ড নামাবার কথা বলেন একদা॥
আশ্রমের পাশে পোড়ো ঘর এক রয়।
চণ্ডের পূজা ও বলি সেথা দেওয়া হয়॥
উৎকট ঔষধের বিবিধ বিধান।
দানিয়া সে চণ্ড তবে করেন প্রস্থান॥
মালিশের তেল আনা হয় কথামত।
অন্যান্য জিনিসও দেওয়া চলে বিধিমত॥
রাধু দিদি করিলেন সব ব্যবহার।
দূরীভূত তবু নাহি হয় রোগ তাঁর॥
সংসারে কর্তব্য বোধে লোকশিক্ষা তরে।
জননী করেন কর্ম নিষ্ঠা সহকারে॥

করিবারে কিছু যবে বলে দশজন।
তাহা শুনি সেই কাজ করেন তখন॥
জননীর মন তবু আপন স্বভাবে।
সকল কর্মেই থাকে অনাসক্ত ভাবে॥
লোকবৎ দেখালেও কভু আকুলতা।
প্রভু'পরে থাকে তাঁর সদা নির্ভরতা॥
রাধুকে জ্যোতিষী এক বলেছিল তবে।
সন্তান প্রসব তার সুখে নাহি হবে॥
বিষ্ণুপুরে সেই কথা করিয়া শ্রবণ।
অনেকের থাকে তাহে চিন্তান্বিত মন॥
বিপদ না আসে যাতে প্রসবের কালে।
ডাক্তার আনার কথা কেহ কেহ বলে॥
তাহা শুনি নির্দ্বিধায় সারদা-মা কন।
ডাক্তার আনার নাহি কোন প্রয়োজন॥
কুকুর শেয়াল যারা বনেতেই রয়।
সেথা কি তাদের সুখে প্রসব না হয় ?।
পরবর্তীকালে তাহে দেখিল সবাই।
নির্বিঘ্নে প্রসব হল মায়ের কৃপায়॥

তেরশ ছাব্বিশ সালে বৈশাখের শেষে।
ভূমিষ্ঠ হইল পুত্র বিনা দুঃখ ক্লেশে॥
বন ও জঙ্গলে ভরা কোয়ালপাড়ায়।
রাধুদির চিত্তহারী সে পুত্র জন্মায়॥
জননী সারদা পরে সেই কথা স্মরি।
রাখিলেন শিশুনাম শ্রীবনবিহারী॥
তাহা হতে 'বুনো' 'বনো' হয় ডাকনাম।
বানা নামে স্নেহে ডাকা চলে অবিরাম॥
দিদির অসুখ থাকে প্রসবেরও পরে।
মানসিক অবসাদ তাও যায় বেড়ে॥
নানারূপ রোগে রাধু ভোগেন প্রত্যহ।
তাহে নানা দুঃখ পান মাতা অহরহ॥
তার কিছুকাল পূর্বে স্নেহধন্য ন্যাড়া।
দুই-চারি দিন ভুগে ছাড়িয়াছে ধরা॥
নানা দুঃখে মার মন থাকে ভরপুর।
মার কণ্ঠে বেজে উঠে বিরাগের সুর॥
প্রভাকরবাবু নামে জনৈক ডাক্তার।
আশ্রিত সন্তানরূপে আসে বারবার॥
একদা বিদায়কালে কন করজোড়ে।
বড়ই যন্ত্রণা মাগো, পেতেছি সংসারে॥
ফেলেছি সংসার করে তাহে নিরুপায়।
বল মাগো, কি ভাবেতে মোরা শান্তি পাই॥

সন্তানের দুঃখপূর্ণ সব কথা শুনি।
তার দুঃখে দুঃখী হয়ে বলেন জননী॥
সত্যি বাবা, সংসারেতে কোন শান্তি নাই।
একমাত্র রক্ষাকর্তা ঠাকুর সদাই॥
ঠাকুর আছেন জেনো তোমাদের তরে।
করিবেন রক্ষা সদা কৃপার অন্তরে॥
তবু বাবা, সংসারেতে থাকে শুধু তাপ।
স্বজনকে নিয়ে থাকা হয় মহাপাপ॥
রাধীটার বিয়ে দিয়ে করেছি অন্যায়।
দেখ না তাহার তরে কত কষ্ট পাই॥
কোয়ালপাড়ায় মাতা সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
মোটামুটি ছয় মাস থাকেন সেখানে॥
তেরশ ছাব্বিশ সনে সাতই শ্রাবণ।
জয়রামবাটী মাতা করেন গমন॥
সন্তান হওয়ার পরে দিদি অবিরল।
সাত-আট মাস ধরে থাকেন দুর্বল॥
দাঁড়াতে অক্ষম তিনি দুর্বলতা তরে।
হামাগুড়ি দিয়ে কষ্টে যান ধীরে ধীরে॥
মনের বিকার কিম্বা যে-কোন কারণে।
কাপড়ও না রাখিতেন নিজ পরিধানে॥
থাকিতেন তাহে যেথা তার চারিধার।
বস্ত্র দিয়ে ঘিরে রাখা হত অনিবার॥
অতীব অবুঝ হন সময় সময়।
জোর করে তাঁকে তবে ধরে রাখা হয়॥
ভাবিতেন কেহ কেহ দিয়ে গালাগাল।
এ-সকলি পাগলের মনের খেয়াল॥
রাধু আচরণ হেরি অন্য সবে কন।
শারীরিক অবসাদ উহার কারণ॥
এর মধ্যে ধরেছেন আফিম খাইতে।
সেইহেতু মাতা কষ্ট পান নানা মতে॥
আরো বেশী পরিমাণে রাধু খেতে চায়।
তাহা কমাইতে মাতা থাকেন চেষ্টায়॥
এর তরে খটাখটি লাগে অনিবার।
জননীর 'পরে বাড়ে আরও অত্যাচার॥
মায়েরও শরীর ভাল নাই বর্তমানে।
নানাবিধ কষ্ট মাতা পান দিনে দিনে॥
জয়রামবাটীধামে জননী সারদা।
সব্জী কুটিতে ব্যস্ত থাকেন একদা॥
সেইকালে মার কাছে আফিমের তরে।
হামাগুড়ি দিয়ে রাধু আসে ধীরে ধীরে॥

তাহা হেরি ক্ষোভ সনে মাতা কন তবে।
আর কেন, রাধী তুই, উঠে দাঁড়া এবে॥
তোকে নিয়ে কাটাইতে নাহি পারি আর।
ধর্মকর্ম তোর তরে ঘুচিল আমার॥
এতেক খরচপত্র কোথা হতে পাই।
এইসব চিন্তা করে মনে শান্তি নাই॥
মায়ের ভর্ৎসনাবাক্য করিয়া শ্রবণ।
চন্ডাল ক্রোধেতে পূর্ণ হয় রাধুমন॥
লইয়া বেগুন এক রাধু অতঃপর।
ছুড়িয়া মারিল মার পিঠের উপর॥
তার ফলে দুম করে শব্দ শোনা যায়।
মার পিঠ বেঁকে গেল তীব্র যন্ত্রণায়॥
সেই স্থান খুব জোরে আঘাত লভিয়া।
সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে উঠিল ফুলিয়া॥
প্রভুকে জননী তবে কন করজোড়ে।
অপরাধ নাহি নিও এই কার্য তরে॥
বড়ই অবোধ রাধু বুদ্ধি সুদ্ধি নাই।
তাহাকে করিও ক্ষমা আপন কৃপায়॥
অনন্তর সারদা-মা অকুলি বিকুলি।
রাধুর মাথায় দেন নিজ পদধূলি॥
তাহাকে বলেন তবে মাতা ক্ষোভভরে।
রাধী, তুই এত কষ্ট দিতেছিস্ মোরে॥
ভ্রমেতেও কোনভাবে প্রেমময় প্রভু।
আমাকে না বলেছেন কটু বাক্য কভু॥
এভাবে তোদের মাঝে করি অবস্থান।
না বুঝিস্ তাহে তুই কোথা মোর স্থান॥
রাধুদিদি শুরু তবে করেন ক্রন্দন।
তাহা হেরি মাতা পুনঃ বলেন তখন॥
আমি যদি রুষ্ট হই যে-কোন কারণে।
আশ্রয় না রবে তোর এ ত্রিভুবনে॥
তোর তরে তবু মাগি প্রভুর প্রসাদ।
যাতে তিনি নাহি নেন কোন অপরাধ॥
রাধু অত্যাচার নিত্য জননীর 'পরে।
তাহে মাতা কষ্ট পান লীলার শরীরে॥
কোয়ালপাড়ায় মাতা ছিলেন যখন।
রাধুকে শ্রীহস্তে খাইয়ে দিতেন তখন॥
খাবার লইয়া মুখে আপন খেয়ালে।
মায়ের গায়েই রাধু দিত তাহা ফেলে॥
অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জননী সারদা।
সেবিকা সরলা পাশে বলেন একদা॥

দৈবী দেহ হয় মোর জানতো মা সবে।
এতে আর অত্যাচার কত সহ্য হবে ?।
ভগবান ব্যতিরেকে দিন রাত ধরে।
মানুষে এসব সহ্য করিতে না পারে॥
শ্রীঠাকুর কোনদিন স্বপনেরও ফাঁকে।
ফুলের ঘা-টি তাও দেননি আমাকে॥
কত ভালবাসিতেন আমাকে শ্রীপ্রভু।
'তুমি' ছাড়া 'তুই' শব্দ বলেন নি কভু॥
আমাকে ভাবিয়া লক্ষ্মী প্রভু শিরোমণি।
'তুই' বলে অপ্রস্তুত হইলেন তিনি॥
দুঃখ করে বারবার বলেন আমাকে।
লক্ষ্মী মনে করে 'তুই' বলেছি তোমাকে॥
বড় ত্রুটি হয়ে গেছে মোর আচরণে।
তার জন্য কিছু যেন নাহি করো মনে॥
কিছু থামি সারদা-মা পুনরায় কন।
অন্যদিকে এরা শুধু করে জ্বালাতন॥
প্রভুর কৃপায় সুস্থ হলে এইবার।
রাধু নিয়ে ঘাটাঘাটি না করিব আর॥
আমাকে জীবনকালে না বুঝিল কেহ।
চিনিতে পারিবে মোরে যবে যাবে দেহ॥
জ্বালাতন করে রাধু নিত্য অবিরাম।
কোন ভাবে কভু তাতে না আসে বিরাম॥
একবার সারদা-মা বিষ্ণুপুর হতে।
ফিরিতেছিলেন দেশে গরুর গাড়িতে॥
কোতলপুরের কাছে গোযান আসিলে।
পা দিয়ে ঠেলিয়া মাকে রাধু যায় বলে॥
তুই সর, তুই সর মোর কাছ হতে।
গাড়ি থেকে যা না নেমে তুই এই পথে॥
যতটা সম্ভব গিয়ে গাড়ির পিছনে।
সারদা-মা বলে যান ক্ষোভভরা মনে॥
আমি যদি তোকে ছেড়ে চলে যাই তবে।
তোকে নিয়ে এ তপস্যা কে আর করিবে ?।
পদাঘাত মাকে রাধু করে একবার।
শশব্যস্তে মাতা তবে কন বারবার॥
কি করিলি রাধু তুই সব কিছু ভুলি।
রাধু শিরে দেন তবে নিজ পদধূলি॥
রাধু আচরণ হেরি জননী সারদা।
তাহাকে ক্ষোভের সনে বলেন একদা॥
মানুষ করিনু তোকে কত যত্ন করে।
আমার কোনই ভাব না নিলি অন্তরে॥

খেয়েও সিংহীর দুধ থাকিলি শেয়াল।
লইলি কেবল তোর মায়ের খেয়াল॥
তাহা শুনি অভিমানে রাধু অতঃপর।
পুরোপুরি টেনে নেয় মাথায় কাপড়॥
হাস্যকর সেই দৃশ্য করি দরশন।
হাসিতে হাসিতে মাতা বলেন তখন॥
আমি ছাড়া জানি তোর কোন গতি নাই।
মোরে দেখে দিস্ পুনঃ ঘোমটা মাথায়॥
নরলীলা তরে মর্ত্যে সারদা-জননী।
আপন মায়ায় রন জড়ায়ে আপনি॥
রাধুরূপে জন্ম নেন নিজে যোগমায়া।
করেন তাঁহাকে নিয়ে লীলা মহামায়া॥
উঠে যাবে রাধু হতে যবে মার মন।
করিবেন তবে মাতা লীলা সংবরণ॥
ভালভাবে জানিতেন তাহা ভক্তদল।
সেইহেতু চিন্তান্বিত তাঁরা অবিরল॥
সখেদে দেখেন তাঁরা প্রভুর ইচ্ছায়।
রাধু হতে মার মন ক্রমে সরে যায়॥
রাধুর বিহনে কষ্ট পেতেন জননী।
সে রাধুকে দূরে ঠেলে দিতেছেন তিনি॥
তেরশ পঁচিশ সনে বৈশাখ মাহায়।
কলিকাতা যাইবেন মাতা পুনরায়॥
রাধু দিদি আছিলেন তবে তাজপুরে।
জয়রামবাটী তাহে আনালেন তারে॥
কোন স্থানে যবে যান জননী সারদা।
রাধু তবে মার সঙ্গে থাকেন সর্বদা॥
যাবে কিনা এই প্রশ্নে রাধারাণী কন।
মার সাথে কলিকাতা না যাব এখন॥
তাহাও শুনিয়া মাতা রন নির্বিকার।
না করিলেন কিছু মাত্র তাকে জোর-জার॥
অনন্তর মাকে রাধু বিদায়ের কালে।
করিলেন প্রণামাদি নয়নের জলে॥
মার বিহ্বলতা কিন্তু দেখা নাহি যায়।
সাধারণভাবে তাকে দিলেন বিদায়॥
জননীর অনাসক্তি রাধারাণী তরে।
সময়ের সাথে তাহা ক্রমে যায় বেড়ে॥
তেরশ ছাব্বিশ সনে প্রায় শেষভাগে।
আসেন সরযূবালা ভক্তি অনুরাগে॥
কৃপাময়ী সারদা-মা বিধির বিধানে।
অসুস্থা হইয়া তবে রন উদ্বোধনে॥

কন্যাকে হেরিয়া মাতা কন ক্ষোভভরে।
ধর্ম, কর্ম, দেহ সব গেল রাধু তরে ॥
আধমরা করে ফেলে ছেলেটিকে তার।
যা হোক সরলা এবে লইয়াছে ভার ॥
স্নেহধন্য কাঞ্জিলাল বিশিষ্ট ডাক্তার।
ছেলেটির তরে বলে গেল বারবার ॥
রাধু কাছে ছেলে যদি থাকে এইভাবে।
চিকিৎসায় কোন ফল পাওয়া নাহি যাবে।
নিজের দেহেরই যে যত্ন নাহি জানে
কিভাবে পালিবে সে তাহার সন্তানে ॥
আবার নূতন রোগ দেখা যায় তার।
নাহি জানি কিবা ইচ্ছা প্রভুর আমার ?।
ঘটিবার যাহা তাহা ঘটুক এবারে।
না করিব চিন্তা আর আমি রাধু তরে ॥
এইভাবে ক্রমে ক্রমে প্রভুর ইচ্ছায়।
রাধু হতে জননীর মন সরে যায় ॥
তেরশ সাতাশ সালে নববর্ষ দিনে।
আসেন সরযূবালা তবে উদ্বোধনে ॥
সন্ধ্যারতি পর তিনি শুনিবারে পান।
কাঁদিতেছে তারস্বরে রাধুর সন্তান ॥
তখন সময় নহে তাকে খাওয়াবার।
তবু রাধু খাওয়াইতে চায় বারবার ॥
অসুস্থ হইবে ছেলে খাওয়ালে তখন।
জননী রাধুকে তাহে করেন বারণ ॥
রাধু বলে হয়ে যেন তেলেতে বেগুন।
তুই মরু, তোর মুখে পড়ুক আগুন ॥
আরও গালাগালি রাধু দেয় বারবার।
হাত-পা ছুঁড়িয়া তবে করে চিৎকার ॥
সহ্যস্বরূপিণী মাতা অন্যান্য সময়ে।
সহ্য করে যান সব সস্নেহ হৃদয়ে ॥
অসুখে ভোগার হেতু দীর্ঘকাল ধরে।
উত্যক্ত হইয়া মাতা কন ক্ষুব্ধ স্বরে ॥
টের পাবি আমি মলে কিবা দশা হয়।
বহু লাথি ঝ্যাটা তোর জুটিবে নিশ্চয় ॥
তুই আগে মরু, বলি নববর্ষ দিনে।
মরিতে পারিব তবে চিন্তাশূন্য মনে ॥
তাহা শুনি রাধু পুনঃ নবীন উদ্যমে।
আরও গালাগালি দেয় আরও উচ্চ গ্রামে ॥
উত্যক্ত হইয়া মাতা বলেন সবারে।
বাতাস করহ সবে খুব জোরে জোরে ॥

হাড় জ্বলে গেল মোর রাধুর জ্বালায়।
ভাবিতে তাহার কথা আর নাহি চাই ॥
মোটামুটিভাবে এর তিন মাস পরে।
নিত্যধামে যান মাতা মর্ত্যধাম ছেড়ে ॥
লীলাশেষ পূর্বে তাহে জননীর মন।
রাধুতে বিরক্ত হয় যখন তখন ॥
মায়ের অসুখ ক্রমে আরও বেড়ে যায়।
সন্তানেরা সবে রন অতীব চিন্তায় ॥
সতত সেবকরূপে থাকেন বরদা।
একদা বলেন তাঁকে জননী সারদা ॥
রাধু-টাধু যারা রয় তাহারা সকলে।
জয়রামবাটীধামে এবে যাক্ চলে ॥
সঙ্গীরূপে অন্য কারে নাহি পেলে হেথা।
তাহাদের নিয়ে গিয়ে রেখে এস সেথা ॥
জননী ছিলেন পূর্বে রাধুগত প্রাণ।
এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে ত্যাজিবারে চান ॥
সন্তান শরৎ তাহা করিয়া শ্রবণ।
করেন গোপনে শুধু অশ্রু বরিষণ ॥
অসীম ধৈর্যের সনে শরৎ সন্ন্যাসী।
ধীরে ধীরে কন তবে মার কাছে আসি ॥
তারা যদি চলে যায় রোগের সময়।
বহু দুঃখ পাবে তাহে তাহারা নিশ্চয় ॥
তুমি কিছু সুস্থ হয়ে উঠিবার পরে।
স্বদেশেতে যাবে তারা তব ইচ্ছা ভরে ॥
সন্তানের সেই বাক্য করেও শ্রবণ।
অনাসক্তভাবে মাতা বলেন তখন ॥
ভাল হত সর্বভাবে যদি যেত দেশে।
যা হোক না যেন তারা আসে মোর পাশে ॥
তাদের ছায়াও দেখা ইচ্ছা নাহি আর।
কাটিয়ে ফেলেছি সব মায়া এইবার ॥
স্বরূপেতে রাধারাণী হন যোগমায়া।
সারদা-মা স্বরূপেতে নিজে মহামায়া ॥
প্রকট লীলায় করি রাধুকে আশ্রয়।
মার নরলীলা চলে সকল সময় ॥
রাধু হতে উঠে গেলে জননীর মন।
জননী করেন তবে লীলা সংবরণ ॥
মহামায়া যোগমায়া দোঁহার চরণে।
প্রণাম জানাই সদা ভক্তিভরা মনে ॥
তাঁদের কৃপায় যেন সকল সময়।
জননীর পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি রয় ॥

হাসিতে হাসিতে যেন ছাড়ি মর্ত্যধামে।
যেতে পারি নিত্যলোক রামকৃষ্ণধামে॥
মার নরলীলা শেষে রাধুর জীবনে।
নানাবিধ দুঃখ কষ্ট আসে একসনে॥
বড়ই বিচিত্র এই মায়ার সংসার।
বিবাহ রাধুর স্বামী করেন আবার॥
স্বামীর সোহাগে রাধু হইয়া বঞ্চিতা।
জয়রামবাটীধামে হলেন আশ্রিতা॥
মাতৃধামে থাকিতেন মাতা যেই ঘরে।
তাহা মাতা দিয়ে যান রাধারাণী তরে॥
মায়ের স্নেহের কথা ভাবি সদা মনে।
জনমদুঃখিনী দিদি থাকেন সেখানে॥
সন্ন্যাসী সারদানন্দ স্নেহের আবেশে।
রাধুদির তরে অর্থ দেন মাসে মাসে॥
সেইকালে রাধুদির শ্বশুর আলয়ে।
আর্থিক অবস্থা যায় খুব মন্দ হয়ে॥
সেইহেতু রাধু-স্বামী অর্থ পাওয়া আশে।
আসিতেন হামেশাই দিদির সকাশে॥
সতীসাধ্বী রাধুদিদি পতিগত প্রাণ।
কভু নাহি করিতেন তাঁকে প্রত্যাখ্যান।
তেরশ' সাতচল্লিশে দিদি রাধারাণী॥
যথারীতি রন যেথা মার ঘরখানি॥
জয়রামবাটীধামে বর্ষার সময়।
রাধুদির বারে বারে জ্বরজ্বালা হয়॥
প্রতিদিন থাকে জ্বর,শরীর দুর্বল।
তার সাথে মানসিক শোক অবিরল॥
মিশনের সাধুগণ ভক্তিভরা প্রাণে।
রাধুদিকে আনিলেন কলিকাতা স্থানে॥
সে শহরে থাকে বহু অভিজ্ঞ ডাক্তার।
তাঁহাদের একজনে দেওয়া হয় ভার॥
পরীক্ষা করিয়া রোগ বলিলেন তিনি।
যক্ষ্মায় ভুগিতেছেন দিদি রাধারাণী॥
মুক্তিতীর্থ শিবপুরী বারাণসীধামে।
সেবাশ্রম থাকে এক শ্রীপ্রভুর নামে॥
রাধুর চিকিৎসা সেথা ভালভাবে হবে।
এই কথা সন্ন্যাসীরা ভাবিলেন সবে॥
প্রিয় মহারাজ নামে সন্ন্যাসী সন্তান।
সেবাশ্রমে তাঁর তবে হয় অবস্থান॥
রাধুর রোগের কথা পত্রযোগে শুনি।
তাড়াতাড়ি পাঠাবারে জানালেন তিনি॥

সে সংবাদ পাইয়াই সন্ন্যাসী বরদা।
রাধুকে লইয়া কাশী পৌঁছান একদা॥
রাধুর চিকিৎসা তরে যথা প্রয়োজন।
সে-সবের বন্দোবস্ত হইল তখন॥
ডাক্তারেরা দেখিলেন ফটো তোলা হলে।
ফুসফুস দুইটিই রোগের কবলে॥
এক শত দুই ডিগ্রী জ্বর প্রতিদিন।
তার সাথে খুশ খুশে কাশি নিশিদিন॥
সেবার ব্যবস্থা থাকে সকল প্রকার।
কিন্তু তাঁর বাঁচিবার আশা নাই আর॥
ফেরা পূর্বে শ্রীবরদা বৈকাল বেলায়।
গেলেন রাধুর কাছে লইতে বিদায়॥
অশ্রু চাপি কন তিনি আশ্বাসের স্বরে।
কলিকাতা স্থানে আমি যাব আজ ফিরে॥
চিন্তা নাহি করে তুমি থাকহ হেথায়।
সুস্থ হয়ে ফিরে যাবে তুমি পুনরায়॥
আমিই আসিয়া পুনঃ কিছুদিন পরে।
জয়রামবাটী নিয়ে যাইব তোমারে॥
তাহা শুনি ক্ষীণ কণ্ঠে কন রাধারাণী।
কি অসুখ ধরিয়াছে তাহা আমি জানি॥
তোমরা গোপন রাখি না কর প্রকাশ।
কিন্তু জানি ধরিয়াছে মোর ক্ষয়কাশ॥
এই রোগ কারও যদি ধরে একবার।
সেই ব্যক্তি কিছুতেই নাহি বাঁচে আর॥
তবু তুমি বলিতেছ সুস্থ হলে আমি।
জয়রামবাটী পুনঃ নিয়ে যাবে তুমি॥
অন্তরে চাপিয়া শোক শ্রীবরদা কন।
এইসব চিন্তা তুমি না করো এখন॥
তোমার চিকিৎসা তরে যাহা দরকার।
করেছেন প্রিয়দাদা ব্যবস্থা তাহার॥
ভবিষ্যতে প্রয়োজন যদি কিছু হয়।
প্রিয়দাকে বলিলে পাইবে নিশ্চয়॥
তাহা শুনি রাধু কন মৃদু হাস্য সনে।
সে সবের কথা আমি না বলি এক্ষণে॥
সব জেনে-শুনে তুমি বল বাজে কথা।
সে কথা শুনিয়া আমি মনে পাই ব্যথা॥
কাশীধামে মরিলেই জীবে মুক্তি পায়।
সেহেতু আমাকে রেখে যেতেছ হেথায়॥
থাকিলে মায়ের কাছে এতদিন ধরে।
শেষে কিনা এই চিন্তা আনিলে অন্তরে॥

জন্মাবধি নিয়েছেন যিনি সব ভার।
থাকা তরে দিয়েছেন ঘরখানি তাঁর॥
যাঁহার আশ্রিত আমি যুগ যুগ ধরে।
তিনি কি না ভেবেছেন মোর মুক্তি তরে
আস্তাকুড়ে মরিলেও তাঁহার কৃপায়।
জানিবে আমার মুক্তি হাতের মুঠায়॥
ক্ষীণ কণ্ঠে দৃপ্তবাক্য করিয়া শ্রবণ।
তাঁহারা করেন সবে অশ্রু বরিষণ॥
কিছু থামি দিদি কন প্রত্যয়ের সনে।
মৃত্যুস্থান তরে চিন্তা নাহি এনো মনে॥
ঠিক হয়ে আছে মোর মরিবার ঠাঁই।
সেথায় মরিব জেনো মায়ের ইচ্ছায়॥
সেই দৃঢ় বিশ্বাসের সদৃপ্ত ঘোষণা।
শ্রবণ করিয়া সবে হন অন্যমনা॥
বুঝিলেন কার মেয়ে হয় রাধারাণী।
সিংহীর শাবক রূপে নিজেও সিংহিনী॥
জননীর লীলাকার্যে যোগমায়া রূপে।
এসেছেন রাধু ঢাকি আপন স্বরূপে॥
লোকবত্ত্ব শ্রীরাধুর থাকে আচরণ।
স্বরূপেতে থাকে নিত্য অনাসক্ত মন॥
ভক্তি মুক্তি কিছু তরে কোন চিন্তা নাই।
জানেন জননী মোর আছেন সদাই॥
মৃত্যুপূর্বে রাধুদিদি আবিষ্ট হৃদয়ে।
ফিরিলেন পুনরায় মায়ের আলয়ে॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া সারদা-জননী।
ব্যবহার করিতেন যেই ঘরখানি॥
মায়ের চরণ স্পর্শ হয় সেইস্থান।
সর্বতীর্থসাররূপে মহাতীর্থ স্থান॥
সেইস্থানে রাধুদিদি ছাড়ি নিজ কায়া।
যাইলেন পুনরায় যেথা মহামায়া॥
লীলাকার্যে সহায়তা হলে প্রয়োজন।
মার সাথে পুনঃ তাঁর হবে আগমন॥
দোঁহাকার শ্রীচরণে জানাই প্রণাম।
প্রভুপদে প্রীতি যেন থাকে অবিরাম॥

সারদাপুঁথির কথা অমৃত-সমান।
শ্রবণে পঠনে স্নিগ্ধ হয় মন প্রাণ॥
জননীর লীলাকথা হয় যেইস্থানে।
প্রভু রামকৃষ্ণ সদা রন সেইস্থানে॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা সবে লভিতে অপার।
'হরি রামকৃষ্ণ' জোরে বল তিনবার॥

শ্রীশ্রীসারদা-পুঁথি

দেবী-স্বরূপিনী

জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন।
লীলার প্রকটহেতু মর্ত্যে আগমন

জয় জয় বিশ্বমাতা ব্রহ্মসনাতনী।
জয় জয় শ্যামাসুতা সারদা-জননী॥
সন্তানের পাপ-তাপ যত কাদা ধুলি।
মুছিয়া স্নেহের করে নাও কোলে তুলি

জয় জয় সত্যানন্দ, প্রেমানন্দময়।
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয়॥
প্রেমের মুরতি তুমি, তুমি মোর সার।
তোমার চরণে রাজে অনন্ত সংসার॥

তুমি যারে কৃপা কর কে নাশিবে তারে।
তোমার কৃপাই সার বিশ্বচরাচরে॥

নরলীলা তরে যবে প্রভু পরমেশ।
'লোকবত্তু' হেতু তাঁর সাধারণ বেশ॥
সাধারণ সম তাঁর থাকে আচরণ।
চেনা নাহি দিলে চেনা না যায় তখন॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্বপ্রসবিনী।
নরলীলা তরে তিনি সারদা-জননী॥
পল্লীবালা সম তাঁর ধরণ-ধারণ।
সুনিপুণ অভিনেত্রী সম আচরণ॥
সারদা-মা ছাইচাপা বেড়ালের মত।
আপন স্বরূপে ঢাকি থাকেন সতত॥
কথনো কখনো কিন্তু পুত্রের আব্দারে।
দুর্লভ স্বরূপে কথা কন কৃপাভরে॥
ক্বচিৎ কখনো ভক্তে স্বেচ্ছায় আপনি।
নিজের স্বরূপতত্ত্ব বলেন জননী॥
লীলাদেহে তিনি যেন পল্লীর বালিকা।
স্বরূপে তিনিই কিন্তু দক্ষিণ কালিকা॥
স্নেহধন্য সন্তানের মিটাতে আব্দার।
জননী নিজেই তাহা করেন স্বীকার॥
কামারপুকুর হতে বৈকালে একদা।
জয়রামবাটী যান জননী সারদা॥

ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র হন শিবরাম।
ভক্তগোষ্ঠী মাঝে তাঁর 'শিবুদাদা' নাম॥
বয়সে বালক তবে শিবুদাদা হন।
তিনিও মায়ের সঙ্গে করেন গমন॥
কাপড়ের পুঁটুলিটি তাঁহার মাথায়।
কভু ধীরে, কভু ছুটে চলেন রাস্তায়॥
জয়রামবাটী আর বেশী দূরে নয়।
না জানি কি হল তাঁর চিন্তার উদয়॥
সেইহেতু আর নাহি হয়ে অগ্রসর।
দাঁড়ায়ে পড়েন তিনি পথের উপর॥
সারদা-মা যথারীতি চলিতে চলিতে।
শিবুর হাঁটার শব্দ না পান শুনিতে॥
সেইক্ষণে সারদা-মা দেখেন ফিরিয়া।
পিছনে রাস্তায় শিবু আছে দাঁড়াইয়া॥
সবিস্ময়ে মাতা তবে কন বারবার।
কিরে শিবু, কি কারণে না হাঁটিস্ আর?
সন্ধ্যাবেলা হতে আর বেশী নাই দেরী।
না থামিয়া হেঁটে বাবা, আয় তাড়াতাড়ি॥
শিবু কিন্তু তাহে নাহি কর্ণপাত করে।
গোঁভরে দাঁড়িয়ে থাকে ঘাড় কাত করে॥

বহুক্ষণ সাধাসাধি হলে সমাপন।
জননীকে শিবুদাদা বলেন তখন॥
একটি কথার দিলে সঠিক উত্তর।
তবেই তোমার সনে যাব অতঃপর॥
'কি কথা ?', উত্তরে শিবু বলেন সেথায়।
'তুমি কে ?' এই কথা জানিবারে চাই॥
লীলার স্বভাবে মাতা কন তাড়াতাড়ি।
কে আর হইব আমি, আমি তোর খুড়ী॥
খুশী নাহি হয়ে শিবু উত্তর শ্রবণে।
রুক্ষস্বরে বলিলেন মেজাজের সনে॥
অদূরে রয়েছে বাড়ি চলে যাও তুমি।
কিছুতেই জেনো আর নাহি যাব আমি॥
এদিকে আঁধার দ্রুত আসে ঘনাইয়া।
মাতা তাহে কন পুনঃ বিরত হইয়া॥
কি আজ হয়েছে তোর বুঝিতে না পারি।
আত্মীয়া হিসাবে হই আমি তোর খুড়ী॥
তাড়াতাড়ি আয় বাবা, দেরী নাহি করে।
না হলে ভীষণ কষ্ট হবে অন্ধকারে॥
অসন্তুষ্ট শিবুদাদা উত্তর শ্রবণে।
বলিতে থাকেন আরও মেজাজের সনে॥
কেন বৃথা জ্বালাতন কর বারবার।
এই পথে এক পা-ও না হাঁটিব আর॥
বড়ই নাছোড়বান্দা সন্তান সেথায়।
পাড়িয়াছ তুমি মাগো, কঠিন পাল্লায়॥
নিজেকে গোপন রাখ লীলার স্বভাবে।
অভিনয় করে নিত্য সুনিপুণভাবে॥
কিন্তু জেনো অভিনয় শেষ কথা নয়।
তারো বাড়া সন্তানেরা সকল সময়॥
যেমন জননী তাঁর তেমতি সন্তান।
তার হাত হতে আজ নাহি পরিত্রাণ॥
সত্যি শিবুদাদা তুমি করিয়াছ বেশ।
মার জারিজুরি আজ হবে সব শেষ॥
দুর্দম পুত্রের কাছে মাতা মানি হার।
'আমি হই কালী' তাহা করেন স্বীকার॥
সে উত্তরে শিবুদাদা খুশী ভরা মনে।
হাঁটিতে থাকেন পুনঃ জননীর সনে॥
আরেকদিনেও তাঁকে সারদা-জননী।
শুনাইয়াছিলেন পুনঃ বরাভয় বাণী॥
তেরশ' ছাব্বিশ সালে সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
পিত্রালয়ে রন মাতা কৃপার আননে॥
ফাল্গুনে গোড়ার দিকে বারই তারিখ।
কলিকাতা যাত্রা তরে দিন হয় ঠিক॥
শিবুদাদা সেই বার্তা করিয়া শ্রবণ।
কামারপুকুর হতে করেন গমন॥
মাতৃধামে পৌঁছে তিনি প্রায় দ্বিপ্রহরে।
জননীকে নমিলেন বিনম্র অন্তরে॥
আহারের পরে মাতা বলেন তাঁহারে।
বিশ্রাম করিবি তুই কিছুক্ষণ ধরে॥
রোদ পড়ে এল বলে দেখিবি যখন।
কামারপুকুরে তবে করিবি গমন॥
রঘুবীর, শীতলার পূজার কারণে।
কিছু ফলটল বেঁধে দেব তোর সনে॥
তাহা শুনি শিবুদাদা কন ভক্তিভরে।
যাহা দিবে তাহা নিয়ে যাব সঙ্গে করে॥
কিন্তু আজি থেকে যাব তোমার এখানে।
আগামী সকালে পুনঃ যাইব সেখানে॥
তাহা শুনি মাতা কন, ভেবে নাহি পাই।
কিরূপে থাকিবি তুই আজিকে হেথায়॥
রঘুবীর, শীতলার আছে সন্ধ্যারতি।
তাহার ব্যবস্থা তবে হইবে কিমতি ?।
তাহা শুনি শিবুদাদা বলেন উত্তরে।
আসার পূর্বেই সব আসিয়াছি সেরে॥
তাঁদের শীতল দিয়ে আরতির পরে।
দিয়েছি শয়ন সবে আমি যত্ন করে॥
সেইহেতু আমি আজ নাহি যাব আর।
আগামী কল্যই প্রাতে যাব পুনর্বার॥
ক্ষোভভরে সারদা-মা বলেন তখন।
দুপুরেই দিয়ে এলি রাত্রের শয়ন॥
এই ধারা ঘটে যদি তোদেরি আমলে।
না জানি কি হবে দশা পরবর্তীকালে॥
সেইহেতু হেথা আর দেরী নাহি করে।
উচিত চলিয়া যাওয়া কামারপুকুরে॥
শয়ন হইতে তুলি দিবি সন্ধ্যারতি।
শীতল, শয়ন দিবি পরে যথারীতি॥
জননীর সব কথা করেও শ্রবণ।
অনিচ্ছুক শিবুদাদা বলেন তখন॥
কলিকাতা চলে তুমি যাইবে সত্বরে।
দেখা নাহি পাব আর কতদিন ধরে॥
সেইহেতু আজ আমি নাহি যাব আর।
এখানেই থেকে যাব নিকটে তোমার॥

তাহা শুনি মাতা কন, কিছুদিন পরে।
নিশ্চয় যাইবি তুই দক্ষিণ শহরে॥
সেথা হতে উদ্বোধন বেশী দূরে নয়।
সুতরাং দেখা পুনঃ হইবে নিশ্চয়॥
মায়ের প্রবোধবাক্য করিয়া শ্রবণ।
শিবুদা বিরসমনে যেতে রাজী হন॥
মায়ের নির্দেশমত বরদা সন্তান।
পুঁটুলিটি ঘাড়ে নিয়ে তাঁর সঙ্গে যান॥
আমোদর সীমানায় বরদা পোঁছিয়া।
পুনরায় মাতৃধামে আসেন ফিরিয়া॥
বরদা দেখেন তবে কিছুক্ষণ পরে।
শিবুদাদা এসেছেন পুনরায় ফিরে॥
সাষ্টাঙ্গ হইয়া তিনি আকুলিত মনে।
রেখেছেন মাথাখানি মায়ের চরণে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু ভাসি অশ্রুনীরে।
আকুলিতভাবে তিনি কন জননীরে॥
ভবিষ্যতে কি হইবে আমার উপায়।
সেইকথা তোমা হতে শুনিবারে চাই॥
জননী সস্নেহকণ্ঠে বলেন তাঁহারে।
ওঠ্ বাবা, ধূলি হতে চিন্তা নাহি করে॥
ঠাকুরের সেবা তুই করেছিস কত।
লভেছিস ঠাকুরেরও স্নেহ অবিরত॥
জানিবি আছিস তুই জীবন্মুক্ত হয়ে।
অকারণে চিন্তা যেন না জাগে হৃদয়ে॥
মায়ের প্রবোধবাক্য করিয়া শ্রবণ।
আরো জোরে কেঁদে কেঁদে বলেন তখন॥
এইসব শুনিবারে নাহি চাই আমি।
মোর জীবনের ভার সব নাও তুমি॥
তাহা ছাড়া তুমি কালী বলেছ আমায়।
সত্য কি না তাহা তুমি বল পুনরায়॥
সন্তানের শিরে হাত রাখি স্নেহমনে।
আদর করেন মাতা সান্ত্বনার সনে॥
তাহে কিন্তু ঘটে যায় বিপরীত ফল।
আকুলিত হয়ে আরও কন অবিরল॥
ইহকাল পরকাল সকলেরি ভার।
বল তুমি কৃপাভরে নিয়েছ আমার॥
সেই সনে তুমি মাগো আপন কৃপায়।
তুমি হও কালীমাতা, বল পুনরায়॥
শিবুদা করেন আরও অশ্রুবরিষণ।
চাপিয়া ধরেন জোরে মায়ের চরণ॥

বুকফাটা আকুলতা হেরি অনন্তর।
আদ্যাশক্তি জননীর ঘটে ভাবান্তর॥
দেবীভাবে সর্ব অঙ্গ হয় জ্যোতির্ময়।
স্বর্গের সুষমা যেন চারিধারে রয়॥
সুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে জননী তখন।
পুত্রের প্রার্থনা সব করেন পূরণ॥
লভিয়া কাঙ্খিত ফল কৃতার্থ অন্তরে।
শিবুদাদা হাঁটু গাড়ি কন করজোড়ে॥
সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সবার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি, নারায়ণী নমস্তুতে॥
অনন্তর নমি পুনঃ জননী চরণে।
মুছিলেন অশ্রুজল খুশীভরা মনে॥
স্নেহচুমা খেয়ে মাতা করি আশীর্বাদ।
শিবুদা'কে খেতে দেন প্রভুর প্রসাদ॥
শিবুদাও অনন্তর হরিষ অন্তরে।
করিলেন যাত্রা পুনঃ বীরদর্পভরে॥
মায়ের আদেশে তবে বরদা-সন্তান।
পুঁটুলিটি ঘাড়ে করে সাথে সাথে যান॥
হাঁটিতে হাঁটিতে পথে প্রসন্নবদনে।
শিবুদাদা বরদাকে কন খুশী মনে॥
জননী সাক্ষাৎ কালী বোঝে মোর মন।
উনিই সাক্ষাৎভাবে কপালমোচন॥
ভক্তি মুক্তি সবকিছু তাঁহারি কৃপায়।
তাঁর কৃপা ব্যতিরেকে অন্য গতি নাই॥
তোমরা সকলে ধন্য যাহে ভক্তিমনে।
সেবাকার্যে পড়ে আছ জননী চরণে॥
কিন্তু জেনো মার কাছে কিছু পেতে হলে।
ভাসাভাসা অবস্থায় তাহা নাহি মিলে॥
জীবনে যা কিছু তুমি পেতে ইচ্ছা কর।
তার তরে জননীকে খুব চেপে ধর॥
আসল নকল কান্না যা থাকে অন্তরে।
নাছোড়বান্দার মত দেবে তাহা জুড়ে॥
কাঙ্খিত প্রার্থনা নাহি মিলে যতক্ষণ।
ততক্ষণ না ছাড়িবে মায়ের চরণ॥
ভালভাবে জানা আছে মার জারিজুরি।
অল্পতেই কোলে তুলে নেন তড়িঘড়ি॥
আদ্যাশক্তি মহাকালী জননী সারদা।
এই কথা মনে কিন্তু রাখিও সর্বদা॥
ডাকাত বাবার কথা ভক্তি অনুরাগে।
সারদা-পুঁথির মাঝে বলা আছে আগে॥

বাগদী-দম্পতিকে স্নেহে জননী সারদা।
'কেন স্নেহ কর'—তাহা শুধান একদা॥
প্রশ্ন শুনি উভয়েই বলেন তখন।
অন্তরেতে জানি তুমি নও সাধারণ॥
তেলেভোলা মাঠে মোরা তোমার কৃপায়।
তোমাকে কালীর রূপে দেখিবারে পাই॥
ভাগ্যবান ভাগ্যবতী তাঁদের চরণে।
প্রণাম জানাই আমি ভক্তিভরা মনে॥
একদিন নিজ মুখে প্রভু ভগবান।
সারদা-মা হন কালী—তাহা বলে যান॥
পদসংবাহনরতা জননী সারদা।
লীলাচ্ছলে শ্রীঠাকুরে শুধান একদা॥
আমাকে কি মনে হয় সতত তোমার।
অন্তরে জেগেছে ইচ্ছা তাহা জানিবার॥
জননীর প্রশ্ন শুনি তাহার উত্তরে।
শ্রীঠাকুর বলিলেন আবিষ্ট অন্তরে॥
শ্রীমন্দিরে বিরাজিতা মা ভবতারিণী।
গর্ভধারিণীরও রূপে প্রকটিতা তিনি॥
মোর পদসেবারতা তিনিই এখন।
তোমাকে আনন্দময়ী দেখি সর্বক্ষণ॥
বাবুরাম মহারাজ ভাবিতেন সদা।
কালিকারূপিনী হন জননী সারদা॥
এই তত্ত্ব বাবুরাম প্রত্যয়ের সনে।
সতত বলিয়া যান ভক্ত শিষ্যগণে॥
বলরাম বসুগৃহ মহাতীর্থ স্থান।
করেছেন বহু লীলা যেথা ভগবান॥
একদা বরদানন্দ বাবুরাম সাথে।
বসুর ভবনে যান প্রভু মঠ হতে॥
সেইকালে সারদা-মা সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
প্রকট লীলার হেতু রন উদ্বোধনে॥
বসুর ভবন হতে তাঁহারা উভয়ে।
উদ্বোধনধামে যান সভক্তি হৃদয়ে॥
প্রশস্ত চাতাল এক উদ্বোধন দ্বারে।
বহু ভক্তপদরজঃ যেথা নিত্য পড়ে॥
সেথা পোঁছি বাবুরাম থাকিয়া রাস্তায়।
বার বার সেই রজঃ ধরেন মাথায়॥
সাধুটিকে বাবুরাম বলেন তখন।
ভক্তিভরে এই রজঃ করহ ধারণ॥
তাহা শুনি সাধী কন তাচ্ছিল্যের স্বরে।
কত লোকে দেয় পা চাতালের 'পরে॥
বিভিন্ন ধারার লোক আসে এইস্থানে।
কিছুতেই ধূলি তাহে না নিব এখানে॥
ক্ষোভভরে বাবুরাম বলেন তখন।
নির্দ্বিধায় এই ধূলি কররে গ্রহণ॥
অনন্তর উর্ধপানে হাত দেখাইয়া।
বাবুরাম ভাবাবেশে উঠেন বলিয়া॥
উপরেতে রয়েছেন সারদা-জননী।
জানিবি তিনিই হন মা ভবতারিণী॥
দুই হাত মুণ্ডমালা রাখিয়া এবার।
এসেছেন ধরাধামে কল্যাণে সবার॥
ধরা নাহি দিলে তাঁকে ধরা নাহি যায়।
ভক্তি মুক্তি সবকিছু তাঁহারি কৃপায়॥
লীলাদেহে যবে রন প্রভু ভগবান।
লোকবৎ আচরণ থাকে বিদ্যমান॥
আপন স্বরূপে ঢাকি চলে অভিনয়।
সাধারণ রূপে তিনি কাটান সময়॥
তবু তিনি লীলানাট্যে কখন কখন।
করে যান আপনার স্বরূপ দর্শন॥
শ্রীঠাকুর একদিন দক্ষিণ শহরে।
সাধনকালের কথা কন কৃপাভরে॥
সাধনের অবস্থায় আছিলাম যবে।
অদ্ভুত দর্শন বহু করিতাম তবে॥
যুবক সন্ন্যাসী এক আমারি মতন।
বাহিরিত দেহ হতে যখন তখন॥
সন্ন্যাসী বাহিরে এলে আমি সেইক্ষণে।
থাকিতাম বেঁহুশে কিম্বা অর্ধ বাহ্যজ্ঞানে॥
নানা কথা, নানা তত্ত্ব বলিয়া আমারে।
ঢুকিয়া যাইত পুনঃ আমার ভিতরে॥
এইরূপে যাহা দেখা যাইত তখন।
শাস্ত্র মতে তাহা হয় স্বরূপ দর্শন॥
সাধনের কালে প্রভু সন্ন্যাসী অন্তরে।
স্বস্বরূপ আসে তাহে সেইরূপ ধরে॥
পরবর্তীকালে প্রভু লোকের কল্যাণে।
জগদগুরুর রূপে থাকেন সেখানে॥
আপনি সচ্চিদানন্দ লীলার স্বরূপে।
অবতারী অবতার রামকৃষ্ণরূপে॥
'রমেশ' একান্নবই বাংলার সনে।
একদা বলেন প্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ গণে॥
বাহিরের লোক কেহ নাহিক হেথায়।
গুহ্য কথা তাহে আমি বলিবারে চাই॥

জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্‌ ।
পাদপদ্মে তয়ো শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥

একদা সচ্চিদানন্দ নিজরূপ ধরে।
আমার শরীর হতে আসেন বাহিরে॥
অনন্তর বলিলেন হরিতে ভূভার।
প্রতি যুগে যুগে আমি হই অবতার॥
দেখিলাম সত্ত্বা মাঝে পূর্ণ আবির্ভাব।
তার সনে থাকে সত্ত্ব গুণের প্রভাব॥
যেহেতু সচ্চিদানন্দ প্রভু ভগবান।
সেমতি স্বরূপ তাহে দেখিবারে পান॥
ঠাকুরেরও মত মাতা কখন কখন।
করিতেন লীলাদেহে স্বরূপ দর্শন॥
কালিকা, কৌশিকী, রাধা, ভৈরবীর রূপে।
জননী দেখিতে পান আপন স্বরূপে॥
সেই কথা মাতা যবে বলেন কৃপায়।
মায়ের দেবীত্ব তবে জানিবারে পাই॥
বারশত আটাত্তর চৈত্রমাস যবে।
দক্ষিণ শহরে যাওয়া ঠিক হয় তবে॥
পিতা রামচন্দ্র সনে জননী সারদা।
পতি সন্দর্শনে যাত্রা করেন একদা॥
মাইল ষাটেক পথ দূরত্ব হিসাবে।
হাঁটিতে থাকেন মাতা কোমল স্বভাবে॥
ভাগবতী তনু মার স্নেহের পুতলী।
চলিতে অক্ষম তবু পথে যান চলি॥
দুই তিন দিন ধরে পথ চলা হলে।
সারদা-মা পড়ে যান জ্বরের কবলে॥
অসহায় রামচন্দ্র স্নেহভরা চিতে।
আশ্রয় নিলেন তবে পথের চটিতে॥
ধূলিধূসরিতা পায়ে বেহুঁশের প্রায়।
জননী জ্বরের ঘোরে থাকেন শয্যায়॥
সেইকালে দেখিলেন সারদা-জননী।
তাঁহার শিয়রে বসে জনৈকা রমণী॥
কাল কুচকুচে রঙ পায়ে ধূলি ভরা।
ভুবন ভুলানো রূপে ধরায় অধরা॥
আকারে প্রকারে তিনি মায়েরই মতন।
মার মত টানাটানা তাঁহারও নয়ন॥
মেয়েটি কোমল স্নিগ্ধ হস্ত দুটি দিয়া।
জ্বর তপ্ত শিরে হাত দেন বুলাইয়া॥
শরীরের জ্বালা তাহে হয়ে যায় দূরে।
অধরা তৃপ্তিতে মন হয় ভরপুর॥
সেইকালে সারদা-মা শুধান তাঁহারে।
কোথা হতে আসিয়াছ দেখিতে আমারে?॥
তদুত্তরে অপরূপা বলেন তখন।
দক্ষিণ শহর হতে মোর আগমন॥
তাহা শুনি দুঃখ করে মাতা বলে যান।
সেথা যেতে সর্বদাই চায় মোর প্রাণ॥
ভেবেছিনু যাব আমি দক্ষিণ শহরে।
করিব তাঁহার সেবা আবিষ্ট অন্তরে॥
কিন্তু দেখ জ্বর গায়ে রয়েছি এখানে।
ভাগ্যে মোর নাই যাওয়া তাঁর সন্নিধানে॥
তাহা শুনি অপরূপা কন স্নিগ্ধস্বরে।
সুস্থ হয়ে যাবে ঠিক দক্ষিণ শহরে॥
তোমার জন্যেই জেনো পরম যতনে।
তাঁহাকে আটকে আমি রেখেছি সেখানে॥
সারদা-মা তৃপ্তি ভরে দিয়ে ভালবাসা।
'কে হও মোদের তুমি?' করেন জিজ্ঞাসা।
অপরূপা সেই প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ।
'আমি হই তব বোন'—বলেন তখন॥
কথা শেষে তাঁকে আর দেখা নাহি যায়।
যেথা হতে সমুদ্ভূতা মিশেন সেথায়॥
প্রভুর নজির আর শাস্ত্রের কথায়।
উপরোক্ত ঘটনাটি বুঝিবারে পাই॥
মার মত মেয়েটির ধরণ ধারণ।
ভিন্ন হয় শুধুমাত্র অঙ্গের বরণ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্বপ্রসবিনী।
সর্বদেবী স্বরূপিনী সারদা-জননী॥
সারদা ও কালিকায় নাহিক প্রভেদ।
লীলাতেই থাকে ভেদ একান্তে অভেদ॥
ভবতারিণীর রূপে জননী তখন।
করেন গহীন রাতে স্বরূপ দর্শন॥'
দর্শনের অবসানে মূর্তি পুনরায়।
যেথা হতে সমুদ্ভূতা সেথা মিশে যায়॥
দীনার্ত তারিণী আর দনুজদলনী।
এই দুই রূপে স্থিতা মা ভবতারিণী॥
বামদিকে দুই হস্তে নরমুণ্ড, অসি।
সন্তানে রক্ষার তরে অশুভকে নাশি॥
ডানদিকে দুই হস্তে বর ও অভয়।
সন্তান কল্যাণে থাকে সকল সময়॥
কল্যাণী শ্যামার সঙ্গে রুদ্রাণীর রূপ।
সৃষ্টি সনে ধ্বংসলীলা কিবা অপরূপ॥
ইতঃপূর্বে লীলা যাহা হয়েছে বর্ণিত।
মাতা তাহে শ্যামারূপে হন প্রকটিত॥

রুদ্রাণী চণ্ডীর রূপে মার আচরণ।
পাঁথির মাঝারে এবে দিব বিবরণ॥
লজ্জাপটাবৃতারূপে জননী সারদা।
বিনম্র কল্যাণীরূপে থাকেন সর্বদা॥
সবিশেষ ক্ষেত্রে কিন্তু সময় সময়।
মায়ের চণ্ডিকারূপ প্রকটিত হয়॥
তেরশ' একুশ সনে ইউরোপ প্রাঙ্গণে।
বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় জার্মানীর সনে॥
লক্ষ লক্ষ লোক তাহে হয় হতাহত।
সে বার্তা সংবাদপত্রে হয় প্রচারিত॥
একদা জনৈক ভক্ত দুঃখ পরবশে।
পড়েন সংবাদগুলি জননী সকাশে॥
রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শুনি বিবরণ।
সারদা-চণ্ডীর মনে জাগে শিহরণ॥
কাতারে কাতারে লোক লভিছে বিনাশ।
তাহা শুনি চণ্ডীমনে প্রচণ্ড উল্লাস॥
প্রথমে হাসির শব্দ থাকে নিম্নগ্রামে।
উচ্চ হতে আরো উচ্চে উঠে ক্রমে ক্রমে॥
চড়িতে চড়িতে সেই হাসি ক্রমাগত।
সুবিকট অট্টহাস্যে হয় পরিণত॥
ভয়ঙ্করী অট্টহাস্য করিয়া শ্রবণ।
আতঙ্কিত হয়ে উঠে সকলের মন॥
উপস্থিত ভক্তগণ থাকি করজোড়ে।
প্রার্থনা জানান তবে ব্যাকুল অন্তরে॥
ভক্তিমতী গোলাপ-মা গলবস্ত্র হয়ে।
করজোড়ে কন তবে আকুল হৃদয়ে॥
রুদ্রাণীর রূপ মাগো সম্বর, সম্বর।
এইরূপ হেরি মোরা ভয়ে থরথর॥
আমাদের কাছে নিত্য স্নেহসুরধুনী।
সেইরূপ পুনরায় ধরগো জননী॥
সবার অনুকুল কান্না করিয়া শ্রবণ।
জননী করেন সেই রূপ সংবরণ॥
জননীর বাহিরেতে মহা শান্তভাব।
অন্তরে সংহার মূর্তি—রুদ্রাণীর ভাব॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া সারদা-জননী।
সংহার ভাবকে চেপে রাখিতেন তিনি॥
মাঝে মাঝে তবু তার ঘটিত প্রকাশ।
জাগিত সবার মনে তাহে মহাত্রাস॥
তারই কিছুক্ষণ পরে জননী সদাই।
আসিতেন ফিরে পুনঃ কল্যাণী সত্তায়॥

শ্রীপ্রভুর ভ্রাতুষ্পুত্র দাদা শিবরাম।
জননীরও স্নেহধন্য তিনি অবিরাম॥
স্বাভাবিক নন কিন্তু তাঁর পরিবার।
মাঝে মাঝে পাগলামি দেখা দেয় তাঁর॥
তাঁহাদের কন্যা থাকে নামেতে পার্বতী।
পার্বতীর সম তিনি সর্বগুণবতী॥
একদিন শিবুদাদা নিজ প্রয়োজনে।
কামারপুকুর হতে যান অন্য স্থানে॥
সে সুযোগে তাঁর জায়া নিজ ইচ্ছামতে।
কন্যার বিবাহ দিতে চান সেই রাতে॥
কুলীন বংশের বর না হওয়ার ফলে।
রামলাল দাদা বাধা দেন সেইকালে॥
লাহাবাবু তাঁরা গ্রামে জমিদার হন।
বিবাহে তাঁরাও লিপ্ত সংগোপনে রন॥
বিবাহ সম্পন্ন যাতে হয় সেই রাতে।
গোপনে সমস্ত চেষ্টা চলে সেইমতে॥
জ্ঞাতিরা কন্যাকে যাতে না ফেলে সরায়ে।
সেহেতু পার্বতী থাকে তালাবদ্ধ হয়ে॥
শ্রীযুত প্রবোধবাবু মায়ের সন্তান।
এই কথা কোনক্রমে জানিবারে পান॥
বংশের কৌলিন্য যাতে ক্ষুন্ন নাহি হয়।
এ চিন্তা প্রবোধ মনে হইল উদয়॥
রামলাল দাদা সনে পরামর্শ করে।
ব্যাপৃত থাকেন তবে কন্যার উদ্ধারে॥
বিশেষ কৌশলভরে কন্যাকে উদ্ধারি।
জয়রামবাটী নিয়ে যান তাড়াতাড়ি॥
সারদা-মা সবকিছু করিয়া শ্রবণ।
তাহাদিকে দানিলেন প্রবোধ বচন॥
প্রবোধের মন কিন্তু থাকে আশঙ্কায়।
শিবু জায়া এতে যদি আরও ক্ষেপে যায়॥
বিকৃত মস্তিষ্কা যদি সেথা ক্রোধভরে।
আগুন লাগায়ে দেয় শ্রীপ্রভুর ঘরে॥
তাহা হলে সবকিছু হবে ভস্মীভূত।
শ্মশানের রূপ সেথা রবে প্রকটিত॥
সশঙ্কিত হয়ে তবে আকুলিত মনে।
বলিলেন সেই কথা মায়ের চরণে॥
শ্মশান হইয়া যাবে সেই কথা শুনি।
রুদ্রাণীর ভাবে পূর্ণ হলেন জননী॥
শান্ত, রুদ্র শিবরূপে প্রভু শিরোমণি।
জননী সারদা নিত্য শিবের গৃহিণী॥

শ্রীঠাকুর যেইকালে রন শান্তরূপে।
গৌরীরূপে মাতা তবে কল্যাণীর রূপে ॥
রুদ্ররূপে শ্রীপ্রভুর যবে অবস্থান।
তাঁর প্রিয় স্থান তবে শ্মশান-মশান ॥
জননীও সেইকালে শিবের গেহিনী।
রুদ্রাণী ভৈরবীরূপে শ্মশানবাসিনী ॥
প্রভু গৃহ দগ্ধ হয়ে হইবে শ্মশান।
রুদ্রাণীর ভাবে পূর্ণ হয় মার প্রাণ ॥
অনিকেত থাকি হবে শ্মশানেতে বাস।
তাহা স্মরি রুদ্রাণীর প্রচণ্ড উল্লাস ॥
ভীতিপ্রদ তীব্রকণ্ঠে বলেন তখন।
পুড়িয়া শ্ম-শান হবে প্রভু নিকেতন ॥
তাহা হলে খু-ব ভাল, খু-ব ভাল হয়।
শ্ম-শান প্রভুর প্রিয় সকল সময় ॥
বিকট হাসির শুরু হয় যেইক্ষণে।
ত্রাসের সঞ্চার ঘটে সকলের মনে ॥
সেই স্থলে ক্রমে হয় অট্টহাসি শুরু।
রুদ্রাণীর ভাব হেরি সবে দুরু দুরু ॥
রুদ্রাণীর ভাবে মাতা থাকি কিছুক্ষণ।
কল্যাণীর রূপ পুনঃ করেন ধারণ ॥
সর্বভাব সমন্বিতা জননী সারদা।
সহজে তাদিকে চাপি রাখেন সর্বদা ॥
কালিকা, ষোড়শী, তারা, ভৈরবী, বগলা।
ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, মাতঙ্গী, কমলা ॥
ভুবনেশ্বরীর সনে তাঁরা দশজন।
দশ মহাবিদ্যা নামে পরিচিত হন ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্ব প্রসবিনী।
লীলার প্রকটহেতু সারদা-জননী ॥
দশ মহাবিদ্যারূপে যাঁরা পরিচিতা।
মায়ের সত্তায় তাঁরা থাকেন বিধৃতা ॥
সর্বভাবময়ী মাতা অধিকাংশ ভাবে।
রাখেন সংহত করি গোপন স্বভাবে ॥
মাঝে মাঝে তবু কোন ভাবের স্ফুরণে।
ভক্তি, ভয় জেগে উঠে ভক্তদের মনে ॥
জননী করেন লীলা কালীরূপ ধরে।
সে সব ঘটনা বলা হয়েছে উপরে ॥
বগলার রূপ ধরি জননী সারদা।
পাগল হরীশে শাস্ত করেন একদা ॥
পাগলের আচরণে নাই কোন ধারা।
একদা হরীশ করে জননীকে তাড়া ॥
বাড়ীর ভিতরে ছিল ধানের হামার।
সেথায় ঘোরেন মাতা ভয়ে চারিধার ॥
হরীশও ঘুরিয়া চলে সেথা বারবার।
জননী হলেন ক্লান্ত ঘুরে সাতবার ॥
হঠাৎ বগলারূপে দাঁড়ালেন রুখে।
হরীশে ফেলিয়া ভূমে চাপিলেন বুকে ॥
এক হাতে টেনে জিভ অন্য হাতে চড়।
হরীশের গণ্ডদেশে পড়ে নিরন্তর ॥
হরীশ হাঁফাতে থাকে হেঁ-হেঁ করে।
সারদা-বগলা তবে দেন তাকে ছেড়ে ॥
হরীশের পাগলামি সারিল প্রহারে।
বৃন্দাবনে চলে যান তপস্যার তরে ॥
সবিস্তারে এই লীলা ভক্তি অনুরাগে।
সারদাপুঁথির মাঝে দেওয়া আছে আগে ॥
বগলার ভাবে মাতা হলেন রুদ্রাণী।
কল্যাণীর রূপ তবু থাকে চিরন্তনী ॥
হরীশে রুদ্রাণীরূপে করেন শাসন।
করেন কল্যাণী হয়ে রোগ বিনাশন ॥
বগলা-স্তোত্রের মাঝে জানিবারে পাই।
পীত পুষ্পে প্রীত হন বগলা সদাই ॥
দেবী ত্বচ্চরণাম্বুজার্চন কৃতে
যঃ পীতপুষ্পাঞ্জলিং।
ভক্ত্যা বামকরে বিধায় চ মনুং
মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষরম্ ॥
কৃপায় আপন মুখে জননী সারদা।
'পীত পুষ্প মোর প্রিয়' বলেন একদা ॥
শ্রীযুত নরেশচন্দ্র আকুলিত মনে।
জয়রামবাটী যান জননী দর্শনে ॥
সেথা পৌঁছি ইচ্ছা জাগে তাঁহার অন্তরে।
জননীর শ্রীচরণ পুজিবার তরে ॥
কৃপাভরে মাতা তাহে বলেন তখন।
যথাবিধি ফুল তবে কর আনয়ন ॥
হলুদ রং-এর ফুল আমি ভালবাসি।
সাদা ফুল প্রভু নেন আনন্দেতে ভাসি ॥
হলুদ রং-এর ফুল কেন প্রিয় হয়।
ভালভাবে জানে তাহা মোদের হৃদয় ॥
অন্যতমা মহাবিদ্যা বগলার ভাবে।
পীতপুষ্প নিতে চাও সবিশেষ ভাবে ॥
ত্রিপুরা-সুন্দরী কিম্বা শ্রীবিদ্যা, ললিতা।
ষোড়শী এসব নামে হন পরিচিতা ॥

অন্যতমা মহাবিদ্যা ষোড়শীরও রূপে।
সর্বভাবময়ী মাতা রন চুপে চুপে॥
অবতারী রামকৃষ্ণ যুগ অবতার।
কৃপায় আসেন নামি হরিতে ভুভার॥
লোকশিক্ষা তরে প্রভু সন্নিবিষ্ট মনে।
থাকিতেন লিপ্ত সদা সাধন ভজনে॥
সাধনার অবসানে প্রভু ভগবান :
মহাবিদ্যা ষোড়শীকে পূজিবারে চান॥
ষোড়শীর প্রতিমূর্তি জননী সারদা।
সেইভাবে তাঁকে পূজা করেন একদা॥
পূজা শেষে সবকিছু প্রভু ভক্তিমনে।
সমর্পণ করিলেন সারদা-চরণে॥
মায়ের ষোড়শীরূপ শক্তির আধার।
নিজেই ঠাকুর তাহা করেন স্বীকার॥
বক্তারূপে যেথা নিজে প্রভু ভগবান।
সেথা আর অন্য কিছু লাগে না প্রমাণ॥
আদ্যাশক্তি সারদা-মা নিত্য কৃপাময়ী।
সর্বশক্তি স্বরূপিণী সর্বভাবময়ী॥
কি আশ্চর্য শক্তি মাতা ধরেন স্বয়ং।
যার বলে প্রভুপূজা করেন হজম॥
মায়ের ষোড়শীরূপে নমি বারবার।
যাহাতে উন্মুক্ত হয় মোর সিদ্ধিদ্বার॥

দশমহাবিদ্যা তাঁর অন্যতমা রূপে।
তন্ত্র শাস্ত্র মতে হন ভৈরবী স্বরূপে॥
জননীর লীলানাট্যে মায়েরি কৃপায়।
তাঁহার ভৈরবী রূপ জানিবারে পাই॥
ঠাকুরের মর্ত্য লীলা হলে সমাপন।
মায়ের অন্তরে নিত্য বিরহ বেদন॥
তুষানল সম তাহা জ্বলে মার বুকে।
মন সদা উদাসীন ঠাকুরের শোকে॥
বাহিরেতে পঞ্চ অগ্নি হলে প্রজ্বলিত।
বিরহ অনল তবে হয় প্রশমিত॥
সেই তত্ত্ব অনুযায়ী সারদা-জননী।
পঞ্চতপা অনুষ্ঠান করিলেন তিনি॥
পঞ্চতপা পূর্বে মাতা কামারপুকুরে।
দেখেন অদ্ভুত দৃশ্য কিছুদিন ধরে॥
গলায় রুদ্রাক্ষ মালা গেরুয়া বসনে।
ভৈরবীর মূর্তি এক সদা মার সনে॥
এগারো অথবা বারো বয়স তাঁহার।
মাথার উপরে শোভে রুক্ষ জটাভার॥
জননীকে কোন কার্য কন করিবারে।
'পঞ্চতপা' কথা জাগে জননী-অন্তরে॥
যোগেশ্বরী ভৈরবীর সেমতি দর্শন।
শাস্ত্রমতে তাহা মার স্বরূপ দর্শন॥
ইহা হতে নির্দ্ধিধায় প্রমাণিত হয়।
ভৈরবীর সত্তা সদা মার মাঝে রয়॥

সর্বভাব সমন্বিতা সারদা-জননী।
স্বরূপে তিনিই লক্ষ্মী কমলা-রূপিনী॥
সন্ন্যাসী অরূপানন্দ মায়ের সন্তান।
জয়রামবাটীধামে একদা শুধান॥
শ্রীপ্রভুকে অনেকেই নিষ্ঠাভরে কন।
স্বরূপেতে তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন॥
তোমার কি মত মাগো তাহার উত্তরে।
সে কথা জানিতে মোর বড় ইচ্ছা করে॥
তদুত্তরে সারদা-মা বলেন তখন।
তিনিই আমার পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন॥
'আমার' শব্দটি থাকে মায়ের উত্তরে।
সেইহেতু সে-সন্তান পুনঃ প্রশ্ন করে॥
প্রত্যেক নারীর কাছে তাঁর স্বামী হন।
উপাস্যের রূপে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন॥
স্বামী 'পরে ঐকান্তিক থাকে ভালবাসা।
করি নাই প্রশ্ন আমি সেভাবে জিজ্ঞাসা॥
তাহা শুনি সারদা-মা গম্ভীর বয়ানে।
তদুত্তরে পুনরায় বলেন সন্তানে॥
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন তিনি স্বামী ভাবে।
সেইমতি পুনরায় তিনি সর্বভাবে॥
জননীর মুখে তাহা করিয়া শ্রবণ।
ভাবাবেশে চিন্তা পুত্র করেন তখন॥
সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ পূর্ব পূর্ব বারে।
স্বরূপেতে সর্বদাই অভিন্ন আকারে॥
শ্রীঠাকুর পূর্ণ ব্রহ্ম যদি সত্য হয়।
মাতা নিজে জগদম্বা তাহলে নিশ্চয়॥
জননীকে কিন্তু আমি দেখিবারে পাই।
সাধারণ কাজকর্মে লিপ্ত সর্বদাই॥
মায়াবশে হয় কিনা এই আচরণ।
এই প্রশ্ন সে সন্তান করেন তখন॥
প্রত্যুত্তরে মাতা কন মায়ারই কারণে।
লিপ্ত থাকি সাধারণ সম আচরণে॥
তা না হলে বৈকুণ্ঠেতে সদা প্রেমাবেশে।
লক্ষ্মী হয়ে থাকিতাম নারায়ণ পাশে॥

আপিন স্বরূপতত্ত্ব মনে পড়ে কিনা।
সন্তানের এই প্রশ্নে কন কৃপাননা ॥
এক এক বার কভু তাহা মনে পড়ে।
তখন থাকিতে আর ইচ্ছা নাহি করে ॥
বাড়ি ঘর ছেলেপিলে হেরি পুনরায়।
আপন স্বরূপকথা আমি ভুলে যাই ॥
স্বরূপেতে লক্ষ্মী হন সারদা-জননী।
করেন স্বীকার তাহা নিজেই আপনি ॥

জয়রামবাটীধামে কোন একবার।
অনাবৃষ্টি হেতু সেথা উঠে হাহাকার ॥
ক্ষেতের ফসল নষ্ট হবে আশঙ্কায়।
চাষীগণ থাকে তবে দারুণ চিন্তায় ॥
ফসল না হয় যদি বৃষ্টির অভাবে।
ছেলেপুলে মারা তবে যাবে অন্নাভাবে ॥
নিরুপায় হয়ে তারা আকুলিত মনে।
প্রার্থনা জানায় আসি মায়ের চরণে ॥
সারদা-কমলা তবে হয়ে কৃপাননা।
মাঠে গিয়ে বৃষ্টি তরে জানান প্রার্থনা ॥
সারদা-লক্ষ্মীর কৃপা বৃষ্টির আকারে।
সেইরাত্রে স্নিগ্ধ করে দেয় চারিধারে ॥
বৃষ্টিপাতে চাষ বাস অতীব সুন্দর।
ধনধান্যে পূর্ণ হয় সবাকার ঘর ॥
প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখি সারদা-জননী।
স্বরূপেতে লক্ষ্মীমাতা কমলা-বরণী ॥
গ্রামবাসীরাও তাহা ভালভাবে জানে।
দুর্ভিক্ষ না হয় মাতা থাকিলে সেখানে ॥
চারিপাশ পাড়লেও দুর্ভিক্ষ কবলে।
অভাব না থাকে গ্রামে মার কৃপাবলে ॥
তেরশ' তেইশ সনে বাঁকুড়া জেলায়।
করাল দুর্ভিক্ষ সব গ্রাসিবারে চায় ॥
অগণিত মানুষের সেবার কারণে।
মিশনের সেবাকার্য চলে নানাস্থানে ॥
সেবাকার্যে যুক্ত থাকে সাধুসন্তগণ।
বরদানন্দও তাহে থাকেন মগন ॥
একদিন সে সন্ন্যাসী ভক্তিভরা প্রাণে।
জয়রামবাটী যান মাতৃ সন্নিধানে ॥
জননীকে প্রণমিয়া পুত্র বলে যায়।
কিভাবে দুর্ভিক্ষ হেতু লোকে কষ্ট পায় ॥
দুর্গতির সব কথা শুনিয়া জননী।
চৌদিকে ঘুরাইয়ে হাত বলেন তখনি ॥

সিংহবাহিনী মার অসীম কৃপায়।
জয়রামবাটী গ্রামে ঐসব নাই ॥
সন্ন্যাসী সন্তান তাহা করিয়া শ্রবণ।
সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলেন তখন ॥
গোপন স্বভাববশে বলিতেছ তুমি।
সিংহবাহিনীর কথা, তাহা জানি আমি ॥
স্বরূপেতে তুমি হও জননী কমলা।
জয়রামবাটী তাহে সদাই সুফলা ॥

সারদা-মা একবার নিজেই স্বয়ং।
লক্ষ্মীপূজা দিনে পূজা করেন গ্রহণ ॥
তেরশ' পঁচিশ সালে সাঙ্গোপাঙ্গসনে।
লীলাপুষ্টি তরে মাতা রন উদ্বোধনে ॥
সেই সালে কার্তিকের দ্বিতীয় দিবসে।
কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা আসে ॥
সেইদিন অপরাহ্নে নানা বাড়ি হতে।
লক্ষ্মীপূজা উপচার আসে বিধিমতে ॥
সেইসব উপচারে সন্ধ্যারাতি পরে।
লক্ষ্মীপূজা সমাপিত হয় নিষ্ঠাভরে ॥
সন্তান সন্ততি যারা আছিল সেথায়।
জননীর কাছ হতে প্রসাদাদি পায় ॥
জনৈকা মহিলা তবে ভক্তিভরা প্রাণে।
লক্ষ্মীপূজা করিবারে আসেন সেখানে ॥
পূজাতরে বিধিমতে যাহা প্রয়োজন।
সে সব করেন তিনি সঙ্গে আনয়ন ॥
ধূপ দীপ তার সাথে ভোগদ্রব্যগুলি।
মায়ের চরণতলে রাখেন আকুলি ॥
অশ্রুসিক্ত পুষ্প আর ভক্তির চন্দনে।
করেন লক্ষ্মীর পূজা মায়ের চরণে ॥
পূজাকালে গলবাসে থাকি অবিরাম
সামান্য প্রণামী দিয়ে করেন প্রণাম ॥
পূজায় সারদা-লক্ষ্মী লভিয়া প্রসাদ
মেয়েটিকে প্রাণভরে দেন আশীর্বাদ ॥
সারদা-লক্ষ্মীর কৃপা লভিলে অন্তরে
দুঃখ কষ্ট অনটন যায় সব দূরে ॥

একবার কালীমামা বিহ্বল অন্তরে।
মায়ের স্বরূপ কথা কন শ্রদ্ধা ভরে ॥
আমাদের দিদি হন লক্ষ্মী স্বরূপিনী।
এই কথা মনে প্রাণে ভাল ভাবে জানি ॥
তাঁহারি কৃপাতে আজও বেঁচে আছি মোরা।
তা না হলে হইতাম কবে সর্ব হারা ॥

শ্রীঠাকুর অপ্রকট হইবার পরে।
সারদা-মা রন তবে কামারপুকুরে॥
কানা ঘোষা লোকনিন্দা করিয়া শ্রবণ।
জননী খুলিতে চান সব আভরণ॥
গৌরীমাতা আসি তবে মাতৃ-সন্নিধানে।
জননীকে বলিলেন ভক্তিভরা প্রাণে॥
শ্রীঠাকুর স্বরূপেতে প্রভু নারায়ণ।
লীলাশেষে করেছেন বৈকুণ্ঠে গমন॥
নরলীলা তরে তুমি সারদা-জননী।
স্বরূপেতে হও তুমি লক্ষ্মী চিরন্তনী॥
ভূষণ করিলে ত্যাগ লক্ষ্মী কোনদিন।
সমগ্র জগৎ তবে হইবে শ্রীহীন॥
শ্যামাঠাকুরাণী হন মায়ের জননী।
সারদাকে লক্ষ্মীরূপে দেখেছেন তিনি॥
যে কোন কারণে হোক দিদিমা আমার।
শিহড়ে পিতার গৃহে যান একবার॥
একদিন শৌচতরে করিলে গমন।
তাঁহার জীবনে ঘটে অপূর্ব দর্শন॥
বসিয়া আছেন যবে দিদিমা সেথায়।
রুমঝুম শব্দ তবে সেথা শোনা যায়॥
সেইকালে দেখিলেন লালচেলী পরা।
অপরূপা কন্যা এক ধরায় অধরা॥
পাঁচ কিম্বা ছয় হবে বালিকা বয়সে।
বৃক্ষশাখা হতে নামি আসে স্নেহ বশে॥
সোনার পুতলী যেন সুষমায় গড়া।
বন্দন চন্দ্রিমা তার সর্বশোকহরা॥
অনন্তর সেথা পেঁছি ভুজলতা দিয়ে।
দিদিমার কণ্ঠদেশ ধরিল জড়ায়ে॥
সেই স্নেহস্পর্শে হৃদে জাগে শিহরণ।
স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ হয় দেহমন॥
বীণাকণ্ঠে কন্যা তবে বলে থামি থামি।
তোমার ঘরেই মাগো, আসিলাম আমি॥
তাহার পরেই জন্ম লভেন সারদা।
বলিতেন এইকথা দিদিমা সর্বদা॥
আবির্ভাব পূর্ব লগ্নে দেখিবারে পাই।
জননী লক্ষ্মীর রূপে আসেন সেথায়॥
ভাগ্যবান রামচন্দ্র সারদার পিতা।
তাঁর গৃহে কন্যারূপে নিজে জগন্মাতা॥
রামচন্দ্র একদিন করিলে শয়ন।
দিদিমারও মত তিনি লভেন দর্শন॥

মধ্যাহ্নে একদা তিনি আহারের পরে।
চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে রন শয্যার উপরে॥
কিছু পরে হন তিনি নিদ্রায় মগন।
সেকালে দেখেন এক অপূর্ব স্বপন॥
হেমাঙ্গী বালিকা এক পরমা সুন্দরী।
নিশ্চিন্তে শুইয়া আছে তাঁর পৃষ্ঠোপরি॥
স্নেহময়ী সেই কন্যা পরম আদরে।
তাঁর কণ্ঠদেশ বেষ্টি রাখে বাহুডোরে॥
ত্রিভুবন আলো করা সোনার বরণ।
সর্ব অঙ্গে শোভা পায় নানা আভরণ॥
হীরক কুণ্ডল তাঁর কর্ণে শোভা পায়।
সেইস্থান পূর্ণ থাকে স্বর্গ সুষমায়॥
তাহা হেরি রামচন্দ্র বিস্মিত অন্তরে।
'কে গো তুমি ?' এই প্রশ্ন করিলেন তারে॥
স্নেহঝরা কণ্ঠে কন্যা বলিল তখন।
তোমার কাছেই মোর হল আগমন॥
সেইস্বপ্ন দেখা পরে নিদ্রা ভঙ্গ হয়।
তাঁর মনে জাগে তবে সুদৃঢ় প্রত্যয়॥
ভাগ্যবলে লভিয়াছি লক্ষ্মীর দর্শন।
আমার সংসারে হবে তাঁর আগমন॥
যথাকালে আবির্ভূতা হইলেন তিনি।
কৃপাময়ী সারদা-মা লক্ষ্মী স্বরূপিনী॥
পৌষমাস লক্ষ্মীমাস বাংলার বুকে।
ধনধান্যে প্রতিগৃহ পরিপূর্ণ থাকে॥
লক্ষ্মীমাসে সারদা-মা লক্ষ্মী-স্বরূপিনী।
বারশত ষাট সনে জন্মিলেন তিনি॥
ভক্তিমতী রত্নগর্ভা দেবী চন্দ্রামণি।
অবতারী অবতার প্রভুর জননী॥
সারদা-মা আবির্ভূতা হইবার আগে।
জানিতে পারেন তাহা স্নেহ অনুরাগে॥
শ্রীপ্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামকুমার।
স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত জ্ঞানের আধার॥
বারশ ছাপ্পিণ সনে লক্ষ্মীপূজা তরে।
ভুরসুবো গ্রামে তিনি যান নিষ্ঠাভরে॥
রাত্রি বেড়ে যায় তবু না ফিরিলে তিনি।
চিন্তা আকুলিতা হন দেবী চন্দ্রামণি॥
সন্তানের তরে তিনি অতীব অধীর।
শুধুই করেন তবে ঘর ও বাহির॥
কোজাগরী পূর্ণিমায় রাত্রির সময়।
চারিদিক জ্যোৎস্নায় থাকে আলোময়॥

হেনকালে চন্দ্রামণি দেখেন অদূরে।
আসিতেছে যেন কেহ সেইপথ ধরে॥
আসিতেছে তাঁর পুত্র ভাবি সেই কথা।
আগুবাড়ি যান পথে লয়ে ব্যাকুলতা॥
সেইকালে দেখিলেন দেবী চন্দ্রামণি।
সেই পথে আগুয়ান জনৈকা রমণী॥
পরমাসুন্দরী নারী সোনার বরণ।
সর্ব অঙ্গ জুড়ে নানা রত্ন আভরণ॥
চন্দ্রামণি রমণীকে হেরি সেই পথে।
শুধালেন, আসিতেছ তুমি কোথা হতে॥
ভুরসুবো হতে তাঁর হয় আগমন।
তাহা শুনি পুত্র বার্তা শুধান তখন॥
অপরূপা সে রমণী মধুক্ষরা স্বরে।
সান্ত্বনা দানিয়া তবে বলেন উত্তরে॥
যে-বাড়িতে তব পুত্র করেছে গমন।
সেই বাড়ি হতে মোর হয় আগমন॥
তার তরে চিন্তা তুমি না করো জননী।
ফিরিবে তোমার পুত্র সত্বর এখনি॥
পুত্র তরে চিন্তা দূর হলে তারপর।
চন্দ্রামণি বলিলেন করিয়া আদর॥
স্নেহময়ী বাছা মোর এত রাত্রি করে।
চলিতেছ কোথা একা গয়না-গাটি পরে॥
অপূর্ব দেখিতে তব কর্ণ আভরণ।
জানিতে তাহার নাম ইচ্ছা করে মন॥
উত্তরে রমণী কন মধুর ভাষণে।
কুণ্ডল উহার নাম যাহা আছে কানে॥
কোজাগরী পূর্ণিমায় ফিরি ঘরে ঘরে।
এখনও আমাকে যেতে হবে কিছু দূরে॥
তাহা শুনি চন্দ্রামণি কন মমতায়।
তোমার বয়স অল্প তাহে ভয় পাই॥
আপদ-বিপদ পথে এসে যায় যদি।
সে-কারণে চিন্তা মোর না ধরে অবধি॥
সেইহেতু বলিতেছি তুমি রাত্রিকালে।
থাকিয়া আমার গৃহে যাইবে সকালে॥
গহীন রহস্যপূর্ণ মৃদু হাসি হেসে।
অপরূপা বলিলেন সুমধুর ভাষে॥
এখন যাব না মা তোমার আলয়ে।
আসিব তোমার কাছে নির্দিষ্ট সময়ে॥
তাহা বলি রমণীটি লইল বিদায়।
কিছু পরে তাঁকে আর দেখা নাহি যায়॥

সব শুনি প্রভুপিতা ক্ষুদিরাম কন।
লক্ষ্মীদেবী দিয়েছেন কৃপায় দর্শন॥
শ্রীরামকুমারও পরে আলয়ে ফিরিয়া।
শুনিলেন সব কথা মনোযোগ দিয়া॥
ছিলেন গণনাকার্যে পারঙ্গম তিনি।
খড়ি পেতে সব কিছু দেখেন তখনি॥
যথারীতি গণনাদি করি সমাপন।
সবিস্ময়ে জননীকে বলেন তখন॥
আসিয়াছিলেন লক্ষ্মী পরম কৃপায়।
তাহাকে চিনিতে মাগো তুমি পার নাই॥
লক্ষ্মী কিন্তু নিজ কথা করেন পালন।
বধূরূপে পরে তাঁর হয় আগমন॥
সারদা-লক্ষ্মীর পদে নমি বারবার।
যাহাতে তাঁহার কৃপা লভি অনিবার॥
সরস্বতী স্বরূপিনী জননী সারদা।
অজ্ঞান আঁধার দূরে করেন সর্বদা॥
জ্ঞানদায়িনীর কথা ভক্তি অনুরাগে।
সারদা-পুঁথির মাঝে বলা আছে আগে॥
মার্কণ্ডেয় চণ্ডীমুখে জানি বিধিমতে।
কৌশিকীর আবির্ভাব দুর্গা অঙ্গ হতে॥
শরীরকোষাৎ যত্তস্যাঃ পার্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা।
কৌশিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৫।৮৭

পার্বতীর দেহকোষ হতে সমুদ্ভূতা।
সেহেতু কৌশিকী নামে হন অভিহিতা॥
প্রকট লীলার মাঝে সারদা-জননী।
সর্বভাব সমন্বিতা দুর্গা-স্বরূপিণী॥
লীলাময়ী সারদারও জীবন-লীলায়।
কৌশিকীর আবির্ভাব দেখিবারে পাই॥
স্নেহভরে সেই কথা জননী সারদা।
জনৈক সন্ন্যাসী পুত্রে বলেন একদা॥
বাল্যকালে দেখিতাম আমারি মতন।
কন্যা এক মোর সঙ্গে থাকি অনুক্ষণ॥
করে যায় সব কাজে মোর সহায়তা।
কখনো বা মোর সনে থাকে হাস্যরতা॥
দলঘাস কাটিতাম যখন পুকুরে।
তখনও থাকিত সে সাহায্যের তরে॥
এক আঁটি রাখি যবে আসিতাম জলে।
থাকিত আরেক আঁটি কাটা সেইকালে॥

তুলা কুড়াবারও কালে দেখিতাম তাকে।
করিতেছে সেইকার্যে সাহায্য আমাকে॥
অন্য লোক কেহ কাছে আসিলে আমার।
তাহাকে দেখিতে নাহি পাইতাম আর॥
এগারো বছর তক মোটামুটিভাবে।
দেখিতে পেতাম আমি তাঁকে সেইভাবে।
তাহা বেশ ভালভাবে জানি গো জননী।
তুমি হও মহাদেবী দুর্গাস্বরূপিনী॥
তোমা হতে সমুদ্ভুতা কৌশিকীর রূপে।
সেই কন্যা কাজ করে যেত চুপে চুপে॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্বপ্রসবিনী।
সারদা-মা জ্যান্ত দুর্গা—স্বামীজীর বাণী॥
মার অনুমতি ক্রমে বিবেক সন্তান।
শারদার পূজা তরে হন আগুয়ান॥
তেরশত আট সনে শ্রীপ্রভুর মঠে।
দুর্গাপূজা আয়োজন হয় বিধিমতে॥
সেথায় সারদা-মা শারদার রূপে।
মৃন্ময়ীতে পূজা নেন চিন্ময়ী স্বরূপে॥
কৃপাময়ী সারদা-মা নিজে একবার।
তিনি হন দুর্গাদেবী করেন স্বীকার॥
তেরশ' তিরিশ সনে তিরিশে আশ্বিন।
দুর্গাপূজা তরে হয় বোধনের দিন॥
অপরাহ্নে জননীর আসিবার কথা।
প্রভুমঠে সবা হৃদে জাগে আকুলতা॥
স্থাপিত মঙ্গল ঘট হইল যখন।
সেইক্ষণে জননীর ঘটে আগমন॥
সর্বভাবময়ী মাতা সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
গাড়ী হতে নামিলেন মঠের প্রাঙ্গনে॥
খুশী মনে কন তবে সারদা স্বরূপে।
সেজে গুজে নামি যেন আমি দুর্গারূপে॥
তাহা মোরা জানি মাগো খুব ভালভাবে।
তুমি হও দুর্গাদেবী গোপন স্বভাবে॥
গোপন স্বভাবে নিত্য ধরায় অধরা।
তবু তুমি মাঝে মাঝে পড়ে যাও ধরা॥
সন্ন্যাসী তন্ময়ানন্দ স্নেহের সন্তান।
জয়রামবাটী তিনি ভক্তিভরে যান॥
মায়ের চরণ পূজা করি সমাপন।
মস্তকে ধরেন তবে মায়ের চরণ॥
সেই কর্মে বাধা দিয়ে বলেন জননী।
মস্তকে থাকেন সদা প্রভু শিরোমণি॥
ভগবান শ্রীঠাকুর থাকেন সদাই।
সেইহেতু সেইস্থানে পা রাখিতে নাই॥
প্রভুর স্বরূপ কথা করিয়া শ্রবণ।
জননীকে সেই পুত্র শুধান তখন॥
শ্রীঠাকুর ভগবান বলিলে আমায়।
তাহলে কে হও তুমি জানিবারে চাই॥
সন্তানের প্রশ্ন শুনি বলেন অধরা।
কি আর হইব আমি 'ভগবতী' ছাড়া॥
সন্ন্যাসী সারদানন্দ মায়ের সন্তান।
ভাবেতে বিভোর হয়ে সদা বলে যান॥
সর্বদেবী রূপে স্থিতা মোদের জননী।
সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা, মা ভবতারিণী॥
সন্ন্যাসীর জীবনের সব আচরণে।
এই বাণী মূর্ত হয়ে থাকে সর্বক্ষণে॥
তেরশ' তেইশ সনে কৃপার অন্তরে।
দুর্গাপূজা কালে মাতা থাকেন বেলুড়ে॥
অষ্টমী পূজার দিন সন্ধিপূজা পরে।
থাকেন সারদানন্দ ভাবের বিভোরে॥
সেথা এক ব্রহ্মচারী এলে সেইক্ষণে।
একখানি গিনি দিয়ে বলেন যতনে॥
মায়ের চরণতলে দিয়ে গিনিখানি।
ভক্তিভরে প্রণমিয়া আসিবি এখনি॥
ব্রহ্মচারী ভাবিলেন দুর্গার মন্দিরে।
গিনিখানি দিতে হবে প্রণামীর তরে॥
শুধাইলে সেই কথা সন্ন্যাসীর পাশে।
বলেন সারদানন্দ ভাবের আবেশে॥
প্রভুমঠে যেথা রন সারদা-জননী।
তাঁহাকে প্রণমি দিয়ে আয় গিনিখানি॥
দুর্গাপূজা কালে তুই রাখিবি প্রত্যয়।
তাঁরই পূজা হয় হেথা সকল সময়॥
বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি গিরিশের ঘরে।
দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় নিষ্ঠাভরে॥
পূর্বাপর সে ঘটনা ভক্তিভরা মনে।
সারদা-পুঁথিতে বলা আছে অন্যস্থানে॥
মৃন্ময়ী আধারে পূজা নেন দশভুজা।
সারদার রূপে হয় চিন্ময়ীর পূজা॥
জ্বর হেতু ঠিক হয় গিরিশ ভবনে।
মাতা নাহি যাইবেন সন্ধিপূজাক্ষণে॥
হেনকালে শোনা যায় জননীর স্বর।
আসিয়াছি আমি, দ্বার খোল অতঃপর॥

দুর্গারূপে প্রকটিতা হইয়া জননী।
সন্ধিক্ষণে সকলের পূজা নেন তিনি ॥
সারদা-দুর্গাকে আমি নমি বারবার।
হৃদি হতে যাতে দূর হয় অন্ধকার ॥
জগদ্ধাত্রীস্বরূপেতে দেবী সর্বক্ষণ।
রাখেন সমগ্র বিশ্বে করিয়া ধারণ ॥
দুর্গার আরেক রূপ জগদ্ধাত্রী হয়।
সারদারও মাঝে তাহা প্রকটিত রয় ॥
শ্রীরামহৃদয় নাম ঘোষাল উপাধি।
জগদ্ধাত্রী পদে তাঁর ভক্তি নিরবধি ॥
হলদেপুকুরে হয় তাঁর বাসস্থান।
জয়রামবাটী তিনি ভক্তিভরে যান ॥
দেবী জগদ্ধাত্রী পূজা চলে সেইকালে।
যথারীতি সমারোহে বাদ্য ঢাক ঢোলে ॥
শ্রীযুত ঘোষাল তবে ভক্তিভরা মনে।
পূজার মণ্ডপে যান প্রতিমা দর্শনে ॥
জননী সারদা সেথা ধ্যান-সমাহিতা।
তাঁর দেহে জগদ্ধাত্রী হন প্রকটিতা ॥
ঘোষাল পৌঁছিয়া সেথা দেখেন বিস্ময়ে।
মৃন্ময়ী চিন্ময়ী তথা আছে এক হয়ে ॥
জগদ্ধাত্রী প্রতিচ্ছবি সারদা-বয়ানে।
দোঁহাতে পার্থক্য কিছু না রাজে সেখানে ॥
অভিভূত হয় তাহে ঘোষালের প্রাণ।
আতঙ্কিত হয়ে পরে করেন প্রস্থান ॥
সর্বদেবী স্বরূপিনী জননী-সারদা।
জগদ্ধাত্রী স্বরূপেও তিনি প্রকটিতা ॥
পবিত্রতা প্রদায়িনী সারদা-জননী।
স্বরূপেতে গঙ্গামাতা মকরবাহিনী ॥
সারদা-মা যবে রন দক্ষিণ শহরে।
প্রতিদিন শয্যা ত্যজি উঠিতেন ভোরে ॥
অনন্তর মাতা যান সশ্রদ্ধ অন্তরে।
বকুলতলার ঘাটে গঙ্গাস্নান তরে ॥
গঙ্গা-মার পাদস্পর্শ লভিবার আশে।
একদা মকর এক থাকে সিঁড়ি পাশে ॥
অন্ধকারে মাতা তাতে ফেলিলে চরণ।
ভাগ্যবান মকরের জাগে শিহরণ ॥
আকাঙ্খিত পদধূলি সেরূপে মিলিলে।
মকর চলিয়া যায় গঙ্গার সলিলে ॥
আত্মগুপ্ত তারও মাঝে সময় সময়।
বাহির হইয়া পড়ে আত্ম পরিচয় ॥

পুরাকালে জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লাদশমীতে।
গঙ্গাদেবী অবতীর্ণা হন ধরণীতে ॥
দশহরা উৎসব হয় এইদিনে।
অনেকেই গঙ্গাপূজা করে সেইদিনে ॥
দশহরা দিনে যদি গঙ্গাপূজা হয়।
দশবিধ পাপ তবে হয়ে যায় ক্ষয় ॥
তেরশ ছাব্বিশ সনে জননী কৃপায়।
সাঙ্গোপাঙ্গসনে রন কোয়ালপাড়ায় ॥
দশহরা দিনে কিছু সাধু ভক্তগণ।
সারদা-মায়ের কাছে করেন গমন ॥
পদ্মফুল দিয়ে তবে আকুলিত মনে।
পূজিলেন ভক্তিভরে মায়ের চরণে ॥
সকলের পূজাকার্য হলে সমাপন।
সেথা হতে তাঁরা সবে করেন গমন ॥
সেইস্থানে বর্তমান বরদা সন্তানে।
সারদা-মা শুধালেন কৌতূহলী মনে ॥
কি কারণে সন্তানেরা আসিয়া হেথায়।
আজিকে বিশেষভাবে ফুল দিয়ে যায় ?।
আজি দশহরা হয়—বলিলে সন্তান।
বিস্ময়ের ভাণ করে মাতা বলে যান ॥
দশহরা দিনে সবে গঙ্গাপূজা করে।
তাহলে কি আছি আজ গঙ্গারূপ ধরে ?।
কখন কিরূপে তুমি থাক কোন্‌ভাবে।
তাহা তুমি জান মাগো, খুব ভালভাবে ॥
গোপন স্বভাবে তুমি জননী আমার।
আপন স্বরূপে ঢেকে রাখ বারবার ॥
তবু মোরা মাঝে মাঝে তোমার কৃপায়।
তোমার স্বরূপ কিছু জানিবারে পাই ॥
জয়রামবাটীধামে নিজে একবার।
মাতা হন গঙ্গাদেবী করেন স্বীকার ॥
একদিন শীতকালে রাত্রি নয়টায়।
পাচিকা ব্রাহ্মণী এক মাকে বলে যায় ॥
এইক্ষণে আমি মাগো ছুঁয়েছি কুকুরে।
সেইহেতু স্নান করি আসিব পুকুরে ॥
তাহা শুনি মাতা কন কিছুক্ষণ থামি।
এত রাত্রে স্নান আর নাহি করো তুমি ॥
হাত-পা ধুইয়া তুমি ছাড়িয়া কাপড়।
যথারীতি রান্না-বান্না কর তারপর ॥
পাচিকা ব্রাহ্মণী তাহা করিয়া শ্রবণ।
'তাহাতে কি হয়, মাগো ?' বলেন তখন ॥

'তবে গঙ্গাজল নাও'—বলেন জননী।
তবু খুঁতখুঁত করে স্বভাবে রাধুনী॥
তাহা হেরি সারদা-মা বলেন তখন।
তাহলে আমাকে স্পর্শ করহ এখন॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া সারদা-জননী।
শুচিতাদায়িনী গঙ্গা মকরবাহিনী॥
তাঁহাকে করিলে স্পর্শ মুহূর্তেরও তরে।
যতকিছু অশুচিতা চলে যায় দূরে॥
সারদা-মা নিত্যশুদ্ধা গঙ্গামাতা হন।
প্রভু তাহা কন নিজে দানিয়া দর্শন॥
শ্রীযুক্তা যোগীন-মার মনের মাঝার।
সবিশেষ চিন্তা এক জাগে বারবার॥
প্রভুকে দেখেছি নিত্য ত্যাগের আচারী।
মাকে কিন্তু মনে হয় ভীষণ সংসারী॥
ভাইপো, ভাইঝি, ভাই তাহাদের নিয়ে।
সদাই আছেন যেন আসক্ত হৃদয়ে॥
এভাবে সন্দেহ নিয়ে কাটে কিছুদিন।
তার নিরসন কিন্তু হয় একদিন॥
একদা যোগীন-মা আবিষ্ট অন্তরে।
করিতে থাকেন জপ বসি গঙ্গাতীরে॥
সেইকালে কৃপাভরে দানিয়া দর্শন।
শ্রীঠাকুর সাধিকাকে শুধান তখন॥
সম্মুখেতে প্রবাহিতা গঙ্গার উপরে।
কি যেতেছে ভাসি তাহা দেখ ভাল করে॥
তখন যোগীন-মা দেখেন গঙ্গায়।
সদ্যোজাত শিশু এক জলে ভেসে যায়॥
নাড়িভুঁড়ি বিজড়িত শিশুটির দেহ।
মৃত বলে গঙ্গাজলে ফেলিয়াছে কেহ॥
অনন্তর প্রভু কন যোগীন-সকাশে।
গঙ্গাজলে অপবিত্র বহু কিছু ভাসে॥
তাহে গঙ্গা অপবিত্র কভু নাহি হয়।
নিত্যশুদ্ধারূপে থাকে সকল সময়॥
জেনে রাখ সেইমত সারদার-ও মন।
কোনভাবে মায়াসক্ত না হবে কখন॥
মকরবাহিনী সম জানিবি সারদা।
নিত্যশুদ্ধা অমলিন সর্বথা সর্বদা॥
সারদা-গঙ্গাকে আমি নমি বারবার।
শুচি স্নিগ্ধ যাতে থাকে অন্তর আমার॥
সর্বদেবী স্বরূপিণী সারদা-জননী।
স্বরূপেতে তিনি পুনঃ সীতা-ঠাকুরাণী॥

এই তত্ত্ব সারদা-মা নিজে একবার।
রামেশ্বরে ভাবাবেশে করেন স্বীকার॥
ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র রাবণে সংহারি।
আসিলেন রামেশ্বরে সীতাকে উদ্ধারি॥
বালুকানির্মিত শিব সেথা তৈরী করে।
সীতাদেবী পূজিলেন সভক্তি অন্তরে॥
প্রতিষ্ঠিত সেই শিবে আজিও সকলে।
নিষ্ঠায় করেন পূজা নয়নের জলে॥
সারদা-মা একবার তীর্থের উদ্দেশ্যে।
সাঙ্গোপাঙ্গসনে যান দাক্ষিণাত্য দেশে॥
মীনাক্ষী মন্দিরে মাতা তীর্থকৃত্য করে।
সদলে মাদুরা হতে যান রামেশ্বরে॥
রামেশ্বরে শিবলিঙ্গ যা হয় পূজিত।
সাধারণ তরে তাহা থাকে আচ্ছাদিত॥
পূজা দিতে মাতা কিন্তু করিলে গমন।
উন্মোচিত করা হয় সেই আবরণ॥
স্বর্ণ বিল্বপত্র আর গঙ্গাজল দিয়ে।
শঙ্করে পূজেন মাতা আবিষ্ট হৃদয়ে॥
সহসা শিবকে মাতা কন ভাবাবেশে।
যেমতি গেছিনু রেখে আছ সেই বেশে॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্বপ্রসবিনী।
গুপ্তভাবে আপ্তলীলা করেন জননী॥
মোরা জানি ত্রেতাযুগে জনক-নন্দিনী।
লীলাদেহে পুনঃ এবে সারদা-জননী॥
ত্রেতার যাবৎ স্মৃতি জাগে মনোদেশে।
তাহাই স্ফুরিত হয় ভাবের আবেশে॥
কথাচ্ছলে নানাভাবে প্রভু ভগবান।
সারদা-মা সীতাদেবী তাহা বলে যান॥
জননীর তরে কন প্রভু শিরোমণি।
জানিবি সারদা মোর শক্তি-স্বরূপিনী॥
ঠাকুর বলেন পুনঃ ভক্তের মাঝারে।
আমি রাম, আমি কৃষ্ণ পূর্ব পূর্ব বারে॥
ত্রেতায়, দ্বাপরে আমি রাম, কৃষ্ণরূপে।
বর্তমানে সেই আমি রামকৃষ্ণ রূপে॥
সীতা শক্তি-স্বরূপিনী রামের জীবনে।
সারদার রূপে সেই সীতা বর্তমানে॥
পঞ্চবটীতলে যবে করেন সাধন।
তখন লভেন প্রভু সীতার দর্শন॥
সেইকালে দেখিলেন শ্রীহস্তে সীতার।
ডায়মন কাটা বালা হয় অলঙ্কার॥

সীতা ও সারদা মাঝে নাহিক প্রভেদ।
লীলায় বিভিন্ন তাঁরা একান্তে অভেদ॥
সারদা-স্বরূপ তত্ত্ব শ্রীপ্রভু স্মরিয়া।
ডায়মন কাটা বালা দেন গড়াইয়া॥

বন্দিনী অশোক বনে জনক-নন্দিনী।
সেইমত নহবতে সারদা-জননী॥
প্রভুর দর্শন তরে কলিকাতা হতে।
মহিলা ভক্তেরা সব আসে নহবতে॥
নহবত ঘরখানি স্বল্প পরিসর।
নানা দ্রব্য রাখা থাকে তাহারই ভিতর॥
মায়ের কষ্টের কথা ভাবিয়া অন্তরে।
সেইসব মহিলারা কন দুঃখ করে॥
কি ঘরে আছেন আহা সীতা ঠাকুরাণী।
এ যেন অশোকবনে আছেন বন্দিনী॥
মহিলারা জানিতেন লীলার আবেশে।
সীতাদেবী প্রকটিতা সারদার বেশে॥
যোগীন-মা বলিতেন, জননী সারদা।
সীতাবেশে সেইকালে থাকিতেন সদা॥
কালো কেশদামে শির ছিল ভরপুর।
বিদ্যুৎ বহ্নির সম সিঁথিতে সিঁদুর॥
নাকে মস্ত বড় নথ, কানেতে মাকড়ি।
গলায় সোনার হার, হাতে ছিল চুড়ি॥
কস্তাপেড়ে শাড়ি তবে পরিধানে মার।
বেশবাসে সর্বভাবে সীতার আকার॥
সর্বভাব সমন্বিতা সারদা-জননী।
তাঁকে তবে মনে হত জনক-নন্দিনী॥

ভক্ত মাঝে বলিতেন মোর প্রভু রায়।
কলিযুগে দৈববাণী শোনা নাহি যায়॥
তবু জেনো সত্য কথা সময় সময়।
শিশু বা পাগল মুখে উচ্চারিত হয়॥
মাকুদিদি তাঁর পুত্র ধরে ন্যাড়া নাম।
জননীর কাছে স্নেহ পায় অবিরাম॥
বছর দুয়েক তার বয়স যখন।
জননীকে 'সীতা' বলে ডাকিত তখন॥
শিশুরূপী নারায়ণ তাদের বদনে।
সত্য কথা প্রকাশিত হয় সর্বক্ষণে॥
বয়সে বালক তবু বোঝে ঠিকভাবে।
সারদা সীতায় ভেদ নাই কোনভাবে॥
সারদা-সীতাকে আমি জানাই প্রণাম।
প্রভুপদে যাতে ভক্তি থাকে অবিরাম॥

কৃষ্ণ অবতারে রাধা শক্তি হ্লাদিনী।
যুগ অবতারে তিনি সারদা-জননী॥
স্বরূপেতে 'আমি রাধা'—ইহা বহুবার।
সারদা-মা নিজমুখে করেন স্বীকার॥
শৈলবালা নাম তার চৌধুরী উপাধি।
জননীর পদে ভক্তি রাখে নিরবধি॥
ভাগ্যবতী সেই কন্যা মায়ের কৃপায়।
জননীর কাছ হতে মহামন্ত্র পায়॥
একদিন শৈলবালা জননী চরণে।
করিলেন প্রশ্ন এক ভক্তিভরা মনে॥
ঠাকুরের জপ করা হইবে কিরূপে।
তাহা তুমি বলিয়াছ কৃপাময়ী রূপে॥
কিভাবে তোমার জপ করে যাব আমি।
স্নেহভরে তাহা আজি বলে যাও তুমি॥
তদুত্তরে সারদা মা কন স্নেহচ্ছলে।
আমাকে ডাকিতে পার 'রাধা', 'রাধা' বলে॥
কোন কোন ভাগ্যবান মায়ের কৃপায়।
তাঁর মাঝে রাধারূপ দেখিবারে পায়॥
মার কৃপাধন্য এক বালক সন্তান।
উদ্বোধনে একদিন মার কাছে যান॥
জননী অসুস্থা হয়ে থাকেন শয্যায়।
নিষ্ঠা সাথে সেই পুত্র সেবা করে যায়॥
কখনো বাতাস করে হাতে পাখা ধরে।
কখনও চরণ সেবা করে নিষ্ঠাভরে॥
সেইকালে জননীর চরণ পরশে।
বালক হইল মগ্ন ভাব পরবশে॥
সেইক্ষণে চিন্তা এক জাগে তার প্রাণে।
রাধাই সারদারূপে রাজিতা এখানে॥
অনুরূপ চিন্তা সাথে দেখিবারে পায়।
সারদার স্থানে রাধা রাজিতা সেথায়॥
জননীকে রাধারূপে করিলে দর্শন।
সস্নেহে পুত্রকে মাতা বলেন তখন॥
জন্মেছ বৈষ্ণববংশে বিধির বিধানে।
পূর্বের সুকৃতি বহু তোমার জীবনে॥
এইসব কারণেই জেনো সর্বক্ষণ।
লভিয়াছ তুমি আজ রাধার দর্শন॥

শ্রীপ্রভু করেন যবে লীলা সংবরণ।
বিরহবেদনা পূর্ণ হয় মার মন॥
সারদা-মা যান তবে সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
রাধাকৃষ্ণ লীলাস্থান নিত্য বৃন্দাবনে॥

মিলন বিরহ সেথা থাকে নিত্যরূপে।
সারদা-মা তথা যেন রাধার স্বরূপে॥
জননীর লীলানাট্যে কন স্নেহ করি।
যোগীন আমার হয় সখী, সহচরী॥
সখীকে জড়ায়ে হেথা রাধার মতন।
বিরহ ব্যথায় কান্না চলে অনুক্ষণ॥
প্রভুর দর্শন পুনঃ লভিয়া হেথায়।
শোকাবেশ সেইকালে দূরে চলে যায়॥
ভাবেতে বিহ্বল তনু, ভাবে ভরা মন।
দয়িতের অনুধ্যানে লিপ্ত অনুক্ষণ॥
পূর্ব স্মৃতি মনে এলে বলেন সারদা।
দ্বাপরেতে জেনো আমি আছিলাম রাধা॥
কিশোরীর প্রেম যেন তাঁহার অন্তরে।
বারে বারে যান তিনি মন্দিরে মন্দিরে॥
কখনও সারদা একা আত্মহারা মনে।
শ্রীমতীর মত যান যমুনা পুলিনে॥
ভাবোন্মত্ত অবস্থায় শ্রীমতী সারদা।
যমুনায় ঝাঁপ দিতে চাহেন একদা॥
কখনও ছোটেন তিনি হইয়া চপলা।
প্রভু সাথে চলে যেন তাঁর হোলিখেলা॥
নিত্যলীলা জেগে থাকে সকল সময়।
ধ্যানকালে হন তিনি অতীব তন্ময়॥
বৃন্দাবনে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা কালে।
জননীর স্মৃতি বন্ধ থাকে লীলাজালে॥
মনে যেন জেগে উঠে দ্বাপরের স্মৃতি।
ক্ষণে হাসা ক্ষণে কাঁদা কালার পীরিতি॥
কোন দৃশ্যে মনে হয় যেন অতি চেনা।
হঠাৎ দাঁড়ান সেথা হয়ে আনমনা॥
সঙ্গীরা পুছিলে মাকে তাহার কারণ।
'কিছু নয়' বলি পুনঃ করেন গমন॥
সব আছে কৃষ্ণ নাই এমতি চিন্তায়।
বিরহ অনলে মন দগ্ধ হয়ে যায়॥
বৃন্দাবনধামে মাতা থাকেন সতত।
নিত্য মহাভাবময়ী শ্রীরাধার মত॥
ইহার কারণ রূপে শুধু বলা যায়।
স্বরূপে সারদা রাধা এক সর্বদাই॥
ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পক-লতিকা।
তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গ, সুদেবিকা॥
শ্রীরাধার সখীরূপে তাঁরা অষ্টজন।
তাঁহাকে করেন সদা রক্ষণাবেক্ষণ॥

সারদারও লীলানাট্যে পাই দেখিবারে।
অনুরূপ অষ্টসখী কামারপুকুরে॥
বালিকা বধূর রূপে সলজ্জ হৃদয়ে।
জননী থাকেন তবে শ্বশুর আলয়ে॥
হালদার পুকুরেতে সবে স্নান করে।
সে তড়াগ অবস্থিত হয় কিছুদূরে॥
স্নানতরে যাইবেন জননী সারদা।
সেইহেতু বাহিরেতে আসেন একদা॥
তখন নূতন-বৌ অল্প পরিচিতি।
সেইহেতু মনে জাগে সসঙ্কোচ ভীতি॥
একা একা কি ভাবেতে যাব সেইস্থানে।
সেই চিন্তা আলোড়িত করে তাঁর প্রাণে॥
হেনকালে দেখিলেন তাঁহারই বয়সী।
হাজির আটটি কন্যা ভাবানন্দে ভাসি॥
মায়ের সম্মুখে তারা থাকে চারিজন।
অন্য চারিজন করে পশ্চাতে গমন॥
মার সাথে তাহারাও স্নানপর্ব সারি।
পূর্ববৎ মাকে ঘিরে আসে পথ ধরি॥
কামারপুকুরে মাতা রন যতদিন।
একই দৃশ্য অভিনীত হয় প্রতিদিন॥
ঘটেছিল যাহা পূর্বে শ্রীরাধার সনে।
তাহা ঘটে পুনরায় নব বৃন্দাবনে॥
শ্রীপ্রভুও ভক্তমাঝে কন বারবার।
রাধাই সারদারূপে এসেছে এবার॥
সারদা প্রসন্ন নামে বালক সন্তান।
প্রভুপাশে ভক্তিভরে মাঝে মাঝে যান॥
নহবতে সেইকালে থাকেন জননী।
জননীরও স্নেহধন্য সর্বভাবে তিনি॥
জননীর কাছ হতে দীক্ষা লইবারে।
শ্রীঠাকুর একদিন পাঠান তাহারে॥
বালক সন্তানে তবে কন প্রভু রায়।
শ্রীরাধা সারদারূপে জানিবি সদাই॥
সুদৃঢ় বিশ্বাস যাতে জাগে তার প্রাণে।
সেহেতু রাধার তত্ত্ব বলেন সেখানে॥

'অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।
কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়॥

আপন স্বরূপ মাতা রাখেন গোপনে।
তবু তাহা উদ্ভাসিত হয় ভক্ত মনে॥
নহবতে রন যবে জননী সারদা।
গৌরীমা-ও সেইস্থানে থাকেন একদা॥

রঙ্গপ্রিয় প্রভু তবে আসিয়া গোচরে।
গৌরীমা-কে শুধালেন কৌতুকী অন্তরে॥
গৌরী তুই ঠিক করে বল্‌তো এখানে।
কাহাকে বাসিস্‌ ভালো বেশী পরিমাণে ?।
তখন 'বাপ্‌কা বেটী' আরো রঙ্গভরে।
গান গেয়ে রঙ্গনাথে বলেন উত্তরে॥

রাই হতে বড় তুমি নও হে বাঁকা বংশীধারী!
লোকের বিপদ হলে ডাকে মধুসূদন বলে
তোমার বিপদ হলে বাঁশীতে ডাক রাইকিশোরী॥

সহজেই বোধগম্য গানের অন্বয়।
সারদা-মা রাধারূপে সকল সময়॥
হৃষ্টচিত্তে পরাজয় মানি সেইস্থানে।
হাসিতে হাসিতে প্রভু যান অন্য স্থানে॥
সারদা-রাধার পদে জানাই প্রণতি।
প্রভুপদে যাতে সদা থাকে মোর মতি॥
সর্ব দেবীস্বরূপিনী সর্বভাবান্বিতা।
আদ্যাশক্তি সারদা-মা অখিলের মাতা॥
একদা কেশবানন্দ আসি মার পাশে।
বলিতে থাকেন তবে ভাবের আবেশে॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্বের জননী।
লীলাদেহে তুমি হও সারদা-জননী॥
ষষ্ঠী আদি দেবীগণে লোকে এর পরে।
তোমা তরে না পূজিবে জগত মাঝারে॥
কেশবানন্দের কথা করিয়া শ্রবণ।
সুগম্ভীর ভাবে মাতা বলেন তখন॥
মানিবে না তাহাদিকে কিসের কারণে ?
তারাতো আমারই অংশ হয় সর্বক্ষণে॥
সন্ন্যাসী কেশবানন্দ দিন দুই পরে।
জগদম্বা আশ্রমেতে যান ভক্তি ভরে॥
আশ্রমের সন্নিকটে বটবৃক্ষ তলে।
করেন ষষ্ঠীর পূজা গ্রামের সকলে॥
মার সাথে কথাবার্তা চলে যেইকালে।
ষষ্ঠীপূজা দিতে কেহ আসে সেইকালে॥
সেইহেতু শোনা যায় ঢাকের আওয়াজ।
তাহা শুনি চড়ে ওঠে সন্ন্যাসী-মেজাজ॥
ক্ষুব্ধ হয়ে কন তিনি রোষ সহকারে।
ঢাকের আওয়াজ বাপু থামা এইবারে॥
কেদারের রোষবাক্য শুনিয়া জননী।
তাহাকে দানিয়া বাধা বলেন তখনি॥
কেদার বিরক্ত কেন হইতেছ তুমি।
সর্বদেবীস্বরূপিনী সকলই যে আমি॥

সারদা-মা আদ্যাশক্তি বিশ্বের আধার।
দেবীগণ তাঁর অংশ করেন স্বীকার॥
তিনি ছাড়া এ ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছু নাই।
সবামাঝে বিরাজিতা তিনি সর্বদাই॥
আপন স্বরূপ যাহা বলেন জননী।
চণ্ডীমুখে আমরাও সেই কথা শুনি॥
নিশুম্ভ হইলে হত শুম্ভ আসি রণে।
দেবীর উদ্দেশে কন বিদ্রূপ বচনে॥
তোমা তরে শত শত শক্তি করে রণ।
সেইহেতু গর্ব তুমি কর অকারণ॥
তদুত্তরে দেবী কন, ওরে দুরাশয়।
জগতে আমিই এক সকল সময়॥
দ্বিতীয় আমাকে ছাড়া কেহ নাহি আর।
দেবীগণ সকলেই বিভূতি আমার॥

একৈবাহং জগত্যত্র
দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব
বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী ১০।৫

প্রকৃতি সৃষ্টির আদিভূতা স্বরূপিনী।
আদ্যাশক্তি মহামায়া ব্রহ্মসনাতনী॥
জগতে সকল কিছু আদ্যাশক্তি হতে।
সে-তত্ত্বও মোরা পাই দেবী ভাগবতে॥

অংশরূপা কলারূপাঃ
কলাংশাংশসম্ভবাঃ।
প্রকৃতেঃ প্রতিবিশ্বেষু
দেব্যশ্চ সর্বযোষিতঃ॥

দেবী ভাগবত, ৯।১।১৫৮

দেবীগণ, নারীগণ অখিল জগতে।
উৎপন্ন হয়েছে সবে প্রকৃতি হইতে॥
কেহ তার অংশ হতে কেহ কলা হতে।
অন্যেরা কলাংশ হতে এসেছে জগতে॥

....মাতৃকাসু পূজ্যতমা
সা ষষ্ঠী চ প্রকীর্তিতা॥
... ...
ষষ্ঠাংশরূপা প্রকৃতেঃ
তেন ষষ্ঠী প্রকীর্তিতা॥

দেবী ভাগবত, ৯।১।৭৮,৭৯

মায়েদের মধ্যে ষষ্ঠী পূজ্যতমারূপে।
শিশুদের তরে সদা কল্যাণীস্বরূপে॥

প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশ সেই দেবী হন।
ষষ্ঠী নামে তাঁকে তাহে ডাকে সর্বজন ॥
সেইহেতু মাতা কন কৃপার স্বরূপে।
ষষ্ঠী আদি দেবীগণ মোর অংশরূপে ॥
আদ্যাশক্তি ভগবতী প্রকৃতিরূপিনী।
লীলাদেহে মর্ত্যধামে সারদা-জননী ॥
বিধাতার পুত্র হন দক্ষ প্রজাপতি।
দক্ষের ভার্যার নাম আছিল প্রসূতি ॥
তাঁহার অনেকগুলি থাকেন তনয়া।
সবার কনিষ্ঠারূপে সতী মহামায়া ॥
মহাদেব মহেশ্বর সর্বদেবময়।
তাঁর সাথে সে তনয়ার ঘটে পরিণয় ॥
দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা করিয়া শ্রবণ।
সতীদেবী দেহত্যাগ করেন তখন ॥
সারদা-মা স্বরূপেতে সতী ঠাকুরাণী।
পরোক্ষে উল্লেখ তার করেন আপনি ॥
শ্রীঠাকুর তবে রন দক্ষিণ শহরে।
নানা সাধনায় মগ্ন লোকশিক্ষা তরে ॥
ভগবৎ ভাবে সদা থাকেন তন্ময়।
সেইকালে বাহ্যজ্ঞান মোটে নাহি রয় ॥
শ্রীপ্রভুর সাধনায় আচরণ ধারা।
ভাবাবেশে পরিপূর্ণ পাগলের পারা ॥
বোধের অগম্য নানা হেরি আচরণ।
প্রভুকে পাগল ভাবে জনসাধারণ ॥
সারদা-মায়ের মাতা শ্যামাঠাকুরাণী।
সেইবার্তা ক্রমে ক্রমে শুনিলেন তিনি ॥
ঘরে পরে লোকজন বলে নিরন্তর।
পাগল হইয়া গেছে সারদার বর ॥
ভবিষ্যতে কি হইবে কন্যা সারদার।
তাহা ভাবি চিন্তাগ্রস্ত দিদিমা আমার ॥
কন্যার ভাগ্যের কথা করিয়া স্মরণ।
মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলেন তখন ॥
আমার দুঃখের কথা বলা নাহি যায়।
ভাগ্যদোষে হয়ে গেল পাগল জামাই ॥
খ্যাপা জামাইয়ের হাতে পরিবার তরে।
সারদার সুখভোগ না হল সংসারে ॥
বারবার পতিনিন্দা সারদা শুনিয়া।
উগ্রকণ্ঠে একদিন বলেন উঠিয়া ॥
বলিতেছি, এইভাবে সকাশে আমার।
পাগল, পাগল নাহি বলো বারবার ॥
পতিনিন্দা শুনি দেহ ছাড়ি একবার।
তাহাই দেখিতে তুমি চাও কি আবার ?।
সহজেই বোঝা যায় মার উক্তি শুনি।
সারদা-মা স্বরূপেতে সতীঠাকুরাণী ॥
বলরাম বসুগৃহে জননী আমার।
তিনি হন সতীদেবী কন অন্যবার ॥
'দক্ষযজ্ঞ' অভিনয় চলে সেই গৃহে।
সাঙ্গোপাঙ্গ সনে মাতা দেখেন সাগ্রহে ॥
অন্যতম দৃশ্যে মাতা দেখিবারে পান।
সতীর দিদিরা সবে পিতৃগৃহে যান ॥
সুসজ্জিতা হয়ে তাঁরা বেশ-ভূষা করি।
সোল্লাসে উচ্ছাসভরে যান তাড়াতাড়ি ॥
দক্ষযজ্ঞে শঙ্করের নাই নিমন্ত্রণ।
সেইহেতু সতীমা-র বিরস বদন ॥
সেইদৃশ্যে জননীর পূর্বস্মৃতি জাগে।
অস্ফুটে বলেন তবে ভাব অনুরাগে ॥
হায়রে ! দিদিরা সব সেথা চলে গেল।
আমারই কেবল হায় যাওয়া নাহি হল ॥
সেই উক্তি গৌরী মা করিয়া শ্রবণ।
জননীকে লক্ষ্য করি বলেন তখন ॥
ধরা নাহি দিতে চাও তুমি বারবার।
কিন্তু নিজে ধরা দিয়ে ফেলিলে এবার ॥
সতীমা র শ্রীচরণে জানাই প্রণতি।
শিবরূপী রামকৃষ্ণে যাতে রয় মতি ॥
আদ্যাশক্তি অন্নপূর্ণা জগৎজননী।
লীলাদেহে তিনি হন সারদা-জননী ॥
প্রভুর সন্তান মুখে প্রভুর কৃপায়।
মায়ের এমতি তত্ত্ব জানিবারে পাই ॥
শ্রীপ্রভুর লীলাদেহে রোগের সঞ্চার।
কাশীপুরে রন তাহে ঠাকুর আমার ॥
শ্রীপ্রভুর ত্যাগব্রতী যতেক সন্তান।
মনে প্রাণে সবে তাঁর সেবা করে যান ॥
ত্যাগব্রতী অন্তরঙ্গ যে সব সন্তান।
তাঁদিকে একদা কন প্রভু ভগবান ॥
সন্ন্যাসীরা মাধুকরী করেন সবাই।
সকলে আজিকে তোরা যাইবি ভিক্ষায় ॥
অন্নপূর্ণা সারদা-মা প্রভুসেবা তরে।
সেইকালে আছিলেন তিনি কাশীপুরে ॥
অন্নপূর্ণা অন্ন দেন মিটাইতে ক্ষুধা।
সেইসাথে দেন সদা জ্ঞান ভক্তিসুধা ॥

সেহেতু নরেন্দ্রনাথ, কালী, নিরঞ্জন।
প্রথমে মায়ের কাছে করেন গমন ॥
জননীর শ্রীচরণ বন্দি আঁখিনীরে।
পরম ভিক্ষার তরে কন জননীরে ॥
অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্কর-প্রাণবল্লভে।
জ্ঞান-বিজ্ঞান-সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্বতি
পার্বতি শঙ্কর প্রিয়া! শঙ্করের প্রাণ।
সদাপূর্ণা অন্নপূর্ণারূপে অবস্থান ॥
জ্ঞান ও বিজ্ঞানে সিদ্ধি যাতে পাওয়া যায়।
সেইমতি ভিক্ষাদান কর মা কৃপায় ॥
অন্নপূর্ণা সারদা-মা সে প্রার্থনা শুনি।
ষোল আনা ভিক্ষাদান করিলেন তিনি ॥
'ষোল আনা' দেওয়া অর্থে সব দেওয়া হয়।
তাহা লভি হইলেন তাঁরা মৃত্যুঞ্জয় ॥
শ্রীপ্রভুর সন্তানেরা জানিতেন সবে।
অন্নপূর্ণা মার রূপে এসেছেন ভবে ॥
স্বামী প্রেমানন্দ হন প্রভুর সন্তান।
জননীরও তরে তাঁর আকুলিত প্রাণ ॥
অন্নপূর্ণা লীলাদেহে জননী সারদা।
মনে প্রাণে সেইভাব রাখিতেন সদা ॥
সোনার গাঁ-এর স্থিতি পূর্ববঙ্গে হয়।
শ্রীপ্রভুর বহু ভক্ত সেইস্থানে রয় ॥
ভক্তগণ করিলেন স্থির একবার।
প্রভু উৎসব হেথা করিব এবার ॥
সেইকালে প্রেমানন্দ থাকেন সেথায়।
তাঁকে লভি উৎসাহ আরও বেড়ে যায় ॥
উৎসব তরে সেথা চলে আয়োজন।
সব কিছু জুটে যায় যাহা প্রয়োজন ॥
সম্ভার-প্রাচুর্য হেরি ভাবাবিষ্ট মনে।
প্রেমানন্দে প্রেমানন্দ কন ভক্তগণে ॥
মা আমার অন্নপূর্ণা তাঁহারই কৃপায়।
যাহা কিছু প্রয়োজন সব জুটে যায় ॥
আয়োজন তরে যদি কভু শঙ্কা জাগে।
জানাবি প্রার্থনা মাকে ভক্তি অনুরাগে ॥
দেখিবি নিশ্চিত তবে কৃপায় মাতার।
পরিপূর্ণ সদাপূর্ণ হয়েছে ভাণ্ডার ॥
সাক্ষাতেতে অন্নপূর্ণা জননী সারদা।
এ বিশ্বাস মনে প্রাণে রাখিবি সর্বদা ॥
অন্নপূর্ণা সারদা-মা তাঁহার কৃপায়।
জ্ঞান ও বিজ্ঞানে সিদ্ধি আমি যেন পাই।

জনৈকা মহিলা ভক্ত জননী সকাশে।
একদা শুধান আসি ভাবের আবেশে ॥
তুমি হও বিশ্বমাতা, ধরায় অধরা।
এ তত্ত্ব বুঝিতে কেন নাহি পারি মোরা ॥
সারদা-মা অন্তরে বলেন তাহারে।
সকলেই সব কিছু চিনিতে কি পারে?।
পুকুরের ঘাটে লোকে চান করে যায়।
বহুমূল্য হীরা এক আছিল সেথায় ॥
তাহাকে পাথর ভাবি নির্বিকার হয়ে।
তাহাতে ঘষিত পা স্নানের সময়ে ॥
একদা জহুরী এক দেখিয়া পাথরে।
মহামূল্য হীরারূপে চিনিল তাহারে ॥
সেমতি জহুরী সম কেহ নাহি হলে।
চিনিতে অক্ষম হয় ভগবতী বলে ॥
সেমতি কাহিনী এক দক্ষিণ শহরে।
শ্রীঠাকুর ভক্তদিকে কন কৃপা ভরে ॥
একদিন বাবু এক তাঁর ভৃত্যে কন।
আমার হীরাটি নিয়ে যাইবি এখন ॥
বাজারে করিবি এর দামের যাচাই।
কে কত বলিল দর বলিবি আমায় ॥
কথামত হীরা নিয়ে চাকর তখন।
বেগুনওয়ালা পাশে করিল গমন ॥
হীরাটিকে দেখে শুনে বলিল ব্যাপারী।
বদলে ন'সের বেগুন আমি দিতে পারি ॥
শুনিয়া চাকর বলে অনুনয় করে।
অন্ততঃ আরেক সের দাও তুমি ধরে ॥
চাকরের সেই কথা করিয়া শ্রবণ।
হেলাভরে সে ব্যাপারী বলিল তখন ॥
উহার উচিত মূল্য বলে যাহা জানি।
তার চেয়ে বেশী মূল্য বলিয়াছি আমি ॥
দামেতে পোষালে তুমি দেবে এইস্থানে।
তা না হলে যেথা খুশী যাও সেইস্থানে ॥
তাহা শুনি সেই ভৃত্য সেইস্থান হতে।
চলিল বাবুর পাশে সে-সব বলিতে ॥
আদ্যোপান্ত সবকিছু শুনিবার পরে।
সেইবাবু পুনরায় বলেন চাকরে ॥
কাপড়ওয়ালা যেথা খুলেছে দোকান।
এইবারে যাবি সেথা নিয়ে হীরেখান ॥
বেগুনওয়ালার চেয়ে বেশী পুঁজি তার।
দেখা যাক কত দাম উঠে এইবার ॥

সে দোকানী হীরা দেখে বলিল চাকরে।
নয়শত টাকা দিতে পারি হীরা তরে ॥
'আর কিছু বেশী দাও' হলে অনুনয়।
কাপড়ওয়ালা তবে রোষভরে কয় ॥
বাজারের বেশী আমি বলিয়াছি দর।
এক আনাও বেশী নাহি দিব তারপর ॥
ভৃত্য হতে সব কিছু শুনি বিবরণ।
হাসিতে হাসিতে বাবু বলেন তখন ॥
জহুরীর কাছে তুই যাবি এর পর।
দেখা যাক এইবারে কত উঠে দর ॥
জহুরী দেখিয়া হীরা বলে একেবারে।
এক লাখ টাকা আমি দেব এর তরে ॥
অরূপ রতনে চেনা অতি বড় দায়।
জহুরী না হলে কভু চেনা নাহি যায় ॥
কৃপাবশে সারদা-মা কখন কখন।
আপন স্বরূপতত্ত্ব করেন খ্যাপন ॥
বৈকুণ্ঠ নামেতে ভক্ত আকুলিত প্রাণে।
কামারপুকুরে যান মাতৃসন্নিধানে ॥
অনন্তর ভক্ত যবে লইবে বিদায়।
বৈকুণ্ঠকে মাতা কন, ডাকিবি আমায় ॥
নিজেকে ঢাকিয়া মাতা কন পরক্ষণে।
প্রভুকে ডাকিবি সদা ভক্তিভরা মনে ॥
লক্ষ্মীদিদি সেইকালে ছিলেন সেথায়।
জননীর সব কথা তাঁর কানে যায় ॥
লক্ষ্মীদিদি কন তবে সক্ষুব্ধ অন্তরে।
বড়ই আশ্চর্য, মাগো, তোমার আচারে ॥
নিজেকে গোপন রাখ নিত্য প্রতিদিন।
ছেলেকে ভুলিয়ে আর রবে কতদিন ?।
সুনিপুণ অভিনয়ে কিছুক্ষণ থামি।
মাতা কন, কি হয়েছে, কি করেছি আমি ?।
লক্ষ্মীদিদি তদুত্তরে জননীকে কন।
'আমায় ডাকিস' তুমি বলিলে তখন ॥
নির্দ্বিধায় বৈকুণ্ঠকে বল পরক্ষণে।
প্রভুকে ডাকিবি সদা ভক্তিভরা মনে ॥
কিছু থামি লক্ষ্মীদিদি কন পুনরায়।
ভুলানো এমনভাবে তোমার অন্যায় ॥
বৈকুণ্ঠকে লক্ষ্য করি দিদি কন তবে।
এ কথাটি মনে তুমি রেখো ভালভাবে ॥
'আমায় ডাকিস' বার্তা শুনিনু প্রথম।
মাতা যাহা নিজমুখে বলেন স্বয়ং ॥
বৈকুণ্ঠ সত্যিই তুমি বহু ভাগ্যবান।
আপন স্বরূপ মাতা তোমাকে জানান ॥
ভবিষ্যতে সর্বভাবে তুমি নিষ্ঠা ভরে।
ডাকিবে শুধুই মাকে ব্যাকুল অন্তরে ॥
মাকে লক্ষ্য করি দিদি বলেন তখন।
কি মা, সকল ঠিক হল তো এখন ?।
সেই কথা শুনি মাতা হয়ে কৃপাবতী।
মৌনভাবে জানালেন আপন সম্মতি ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া জননী সারদা।
গুপ্তভাবে আপ্তলীলা করেন সর্বদা ॥
সাধারণভাবে রন সকল সময়।
সেইহেতু তাকে চেনা সুকঠিন হয় ॥
মাঝে মাঝে নিজ কথা কন কৃপাভারে।
অনেকেই তাহা কিন্তু ধরিতে না পারে ॥
পাগলিনী মামী তাঁর মাথা গোলমাল।
জননীকে দিয়ে যান নানা গালাগাল ॥
উদ্বোধনে একদিন মাতা নিষ্ঠাভরে।
করেন প্রভুর পূজা থাকি প্রভু ঘরে ॥
ছোটমামী যথারীতি মার পূজাকালে।
গালাগালি করে যান আপন খেয়ালে ॥
প্রভুঘর হতে মাতা আসি পূজা শেষে।
পাগলীকে বলিলেন ভাবের আবেশে ॥
মুনি, ঋষি তপস্যায় মোরে নাহি পায়।
হারালি আমাকে তোরা পেয়েও আমায় ॥
সারদা-মা একবার কাশীধামে রন।
পাগলীও মার কাছে থাকেন তখন ॥
ছোটমামী একদিন সারারাত্রি ধরে।
'ঠাকুর-ঝি মরুক' তাহা কন বারে বারে ॥
সারদা-মা কন তবে প্রভাত সময়।
ছোট-বৌ জানে না যে আমি মৃত্যুঞ্জয় ॥
জননীর আত্মীয়েরা যখন তখন।
জননীকে নানাভাবে করে জ্বালাতন ॥
সহিষ্ণুতা প্রতিমূর্তি জননী সারদা।
তবু তিনি ক্ষোভভরে বলেন একদা ॥
না করিবি জ্বালাতন এইভাবে মোরে।
সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে এর তরে ॥
আমার ভিতরে যিনি নিত্য অধিষ্ঠিত।
অভিশাপ যদি দেন হইয়া কুপিত ॥
তোদের রক্ষায় তবে দানিতে উপায়।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কারও সাধ্য নাই ॥

কোয়ালপাড়ার মঠে থাকেন জননী।
যথারীতি জদালাতন করে রাধারাণী ॥
অতিষ্ঠ হইয়া তবে জননী সারদা।
সমবেত সকলকে বলেন একদা ॥
ভাগবতী তনু বলে জানিবে আমার।
তাহে সহ্য হবে আর কত অত্যাচার ! ।
মানুষ সহিতে এতো নাহি পারে কভু।
সহিতে সক্ষম শুধু ভগবান প্রভু ॥
চিনিতে অক্ষম মোরে জীবদ্দশায়।
পশ্চাতে করিবে শুধু তারা হায় হায় ॥
সাধারণীরূপে মাতা থাকেন সদাই।
চেনা নাহি দিলে তাঁকে চেনা নাহি যায় ॥

দূর দূরান্তর হতে আসি লোকজন।
জননীকে দেবীজ্ঞানে পূজে অনুক্ষণ।
তাহা হেরি গ্রামবাসী লভেন বিস্ময়।
তবু না লভেন তাঁরা মার পরিচয় ॥
গ্রামবাসীদের কাছে জননী সারদা।
পিসী, মাসী, দিদিরূপে থাকেন সর্বদা ॥
একদিন গ্রামবাসী আসি একজন।
জননীকে কৌতূহলে পুছিল তখন ॥
তোমাকে দেখিতে লোকে আসে দূর হতে।
আমরা তোমাকে কেন না পারি বুঝিতে ? ।
তদুত্তরে সারদা-মা স্নেহভরে কন।
এইসব জানিবার নাহি প্রয়োজন ॥
তোমরা আমার কাছে হও সখা, সখী।
তোমাদিকে আপনার বলে আমি দেখি ॥
অম্বিকাচরণ বাগ্দী সেথা চৌকিদার।
অনুরূপ প্রশ্ন মাকে করে একবার ॥
তদুত্তরে স্নেহভাষে অম্বিকাকে কন।
এসব তোমার জেনে নাহি প্রয়োজন ॥
তুমি মোর হও দাদা, তব বোন আমি।
এই কথাটুকু শুধু মনে রেখো তুমি ॥

নলিনীদি একবার কৌতূহলী মনে।
করিলেন প্রশ্ন এক জননী চরণে ॥
পিসিমা, অনেকে বলে তুমি অন্তর্যামী।
ভাবিতেছি আমি যাহা বল দেখি তুমি ? ॥
গোপন স্বভাবে মাতা ঈষৎ হাসিয়া।
নলিনীদিদির প্রশ্ন যান এড়াইয়া ॥
সেইকথা নলিনীদি বলিলে আবার।
বিনয়ের সাথে কন জননী আমার ॥
ভক্তেরা ভক্তিতে মোরে বলে অন্তর্যামী।
জগতে সকল কিছু হন প্রভুস্বামী ॥
ঠাকুরের কাছে সবে বলো বারবার।
'আমিত্ব' না জাগে যেন ভিতরে আমার
সেকথা সরযূবালা করিয়া শ্রবণ।
মায়ের বিনয় দেখে হাসে অনুক্ষণ ॥
জনৈকা মহিলা তবে বলে সেইকালে।
জননীকে 'জগদম্বা' বলে মোর ছেলে ॥
আরও বলে, সারদা-মা অন্তর্যামী হন।
মুখে কিছু বলা তাহে নাহি প্রয়োজন ॥
সে কথা সরযূবালা শুনিবার পরে।
সবারে উদ্দেশ করি কন ভক্তিভরে ॥
মুখস্থ বুলির মত অনেকেই কন।
সারদা-মা অন্তর্যামী, জগদম্বা হন ॥
কাহার বিশ্বাস কত, কার কত টান।
সেসব জানেন শুধু প্রভু ভগবান ॥
আমি জানি একমাত্র মায়েরি কৃপায়।
মাতা হন 'ভগবতী' তাহা বোঝা যায় ॥
'অহঙ্কার' নেই আদৌ মায়ের ভিতরে।
জননীর ঈশ্বরত্বে প্রমাণ আকারে ॥
জীবমাত্র সকলেই অহং-এতে ভরা।
সামান্য সম্মানে ভাবে ধরা হয় সরা ॥
কিন্তু হেরি বিপরীত মার আচরণ।
সকল কিছুতে মার নির্বিকার মন ॥
প্রত্যহ অজস্র লোক আসিয়া সকলে।
'জগদম্বা' বলে লোটে মার পদতলে ॥
সাধারণ লোক হলে তার অহঙ্কার।
ফেঁপে ফুলে রূপ নিত ঢোলের আকার ॥
মার মনে কিন্তু নাহি জাগে অহঙ্কার।
এসব বিষয়ে যেন সদা নির্বিকার ॥
এত মান সহজেই করিতে হজম।
একমাত্র জগদম্ব পারেন স্বয়ং ॥
সারদা-মা সেইক্ষণে প্রসন্ন বয়ানে।
একবার চাহিলেন সরযূর পানে ॥

কোন কোন ভাগ্যবান মায়ের কৃপায়।
অন্তর্যামী স্বরূপের পরিচয় পায় ॥
বাতের ব্যথায় মাতা সদা কষ্ট পান।
মালিশ করিলে তেল লভেন আরাম ॥
সন্ন্যাসী অরূপানন্দ একদা সন্ধ্যায়।
মালিশ করেন তেল পায়ের ব্যথায় ॥

সেইকালে সেই পুত্র ভাবেন অন্তরে।
মার রোগ যাতে আসে নিজের শরীরে ॥
তারই সাথে মাতা যেন নিরাময় হন।
করেন এমতি চিন্তা পুত্র অনুক্ষণ ॥
অন্তর্যামিনীরূপে জানিয়া জননী।
স্নেহভরে সন্তানকে বলিলেন তিনি ॥
যে সকল চিন্তা আজি করে তব মন।
সে সকল চিন্তা আর না করো কখন ॥
তোমরা থাকিলে সুস্থ আমি পাই সুখ।
তোমাদের রোগ হলে পাই বেশী দুখ ॥
আন্তরিকভাবে আমি করি আশীর্বাদ।
দীর্ঘজীবী হয়ে লভ প্রভুর প্রসাদ ॥
জননীর পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
এমতি ঘটনা আরও করিব বর্ণন ॥
একদিন সারদা-মা দক্ষিণ শহরে।
শুধান যোগীন-মাকে সস্নেহ অন্তরে ॥
ঠাকুরের সেবা পূজা করহ যখন।
শুষ্ক বেলপাতা তুমি দাও কি তখন ?।
কি করে জানিলে তুমি— তাহার উত্তরে।
সারদা-মা কন তবে সুগম্ভীর স্বরে ॥
সকালে ধ্যানের মাঝে দেখিলাম আমি।
শুষ্ক বেলপাতা দিয়ে পূজিতেছ তুমি ॥
বুদ্ধিমতী যোগীন-মা বুঝেন তখনি।
অন্তর্যামিনীরূপে সারদা-জননী ॥
সারদা-মা আদ্যাশক্তি বিশ্বের জননী।
কোন কোন ভক্তে তাহা বলেন আপনি ॥
জয়রামবাটীধামে জননী সারদা।
সন্তান অরূপানন্দে বলেন একদা ॥
নিশ্চয় এসেছ কোন ভাবের প্রভাবে।
হয়তো দেখেছ মোরে জগন্মাতাভাবে ॥
তাহা শুনি পুত্র কন বিস্মিত অন্তরে।
তুমি কি সবার মা বিশ্ব চরাচরে ?।
তদুত্তরে 'হাঁ' শব্দ উচ্চারিত হলে।
পুনরায় পুছে পুত্র নয়নের জলে ॥
এই যে ইতর যত জীবজন্তুগণ।
মা-রূপে কি তাহাদেরও থাক অনুক্ষণ ?।
তদুত্তরে মাতা কন সস্নেহ অন্তরে।
ওদের জননী রূপে থাকি চরাচরে ॥
মায়ের স্বরূপ বার্তা করিয়া শ্রবণ।
আনন্দেতে পূর্ণ হয় সন্তানের মন ॥

তেরশ' সতের সনে পৌষমাস করে।
সন্তান সুরেন্দ্রনাথ পেঁছান কোঠারে ॥
সেইকালে সারদা-মা সস্নেহ কৃপায়।
লীলার প্রকটহেতু থাকেন সেথায় ॥
জননী সারদা তরে সুরেনের টান।
সীমাহীনভাবে সদা থাকে বিদ্যমান ॥
কোঠারেতে থাকাকালে ভাসি অশ্রুনীরে।
একদা সুরেন্দ্রনাথ পুছে জননীরে ॥
তোমাকে ভক্তেরা বলে হয়ে হৃষ্টমতি।
তুমি হও আদ্যাশক্তি, দেবী ভগবতী ॥
গীতামুখে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং।
আমি হই নারায়ণ—এই কথা কন ॥
অসিত, দেবল, ব্যাস তাঁদেরও সকলে।
'আমি ভগবান' বার্তা গিয়েছেন বলে ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১০।১৩

তোমার স্বরূপ তত্ত্ব মোর মনে রয়।
নিজ মুখে বল যদি লভিব প্রত্যয় ॥
কৃপা করে তুমি মাগো বল কৃপাননা।
ভক্তেরা যে সব বলে তাহা সত্যি কিনা ?।
তাহা শুনি সারদা-মা কন কৃপা ভরে।
সত্য বলে সেইসব জানিবে অন্তরে ॥

কেহ কেহ দীক্ষাকালে অথবা স্বপনে।
জননীকে দেবীরূপে দেখেন জীবনে ॥
অনেক ভক্তই যাঁরা হন ভাগ্যবান।
স্বপ্নযোগে মার হাতে দীক্ষামন্ত্র পান ॥
স্বপ্নে দীক্ষালাভ কিম্বা স্বপনে দর্শন।
জননীর কৃপাতেই ঘটে সর্বক্ষণ ॥
মার কৃপা ব্যতিরেকে জানিবে সদাই।
জননীর দেবীরূপ জানা নাহি যায় ॥
ভূত, ভবিষ্যত সনে কারও বর্তমান।
অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মাতা দেখিবারে পান ॥
জননী শ্রীমুখ দিয়ে কিছু কন যদি।
অসম্ভব ঠেকিলেও ঘটে নিরবধি ॥
বৈকুণ্ঠ একদা যান কামারপুকুরে।
জননীর দর্শনার্থে ব্যাকুল অন্তরে ॥
বৈকুণ্ঠকে মাতা কন বিদায়ের কালে।
অন্য কোন স্থানে নাহি যাবে এই কালে ॥

বেলুড়েও নাহি গিয়ে, নাহি করে দেরী।
একেবারে সোজাসুজি চলে যাবে বাড়ী॥
মোর কথামত তুমি ফিরিয়া আলয়ে।
করিবে পিতার সেবা সশ্রদ্ধ হৃদয়ে॥
পিতাকে নীরোগ দেখে যান যাত্রাকালে।
ফিরিয়া দেখেন তাঁকে রোগের কবলে॥
বড়ই কঠিন রোগ হয়েছে তাঁহার।
হাঁটা-চলা করিবারও শক্তি নাই আর॥
সপ্তাহখানেক বাদে বিধির বিধানে।
তাঁর পিতৃদেব মারা গেলেন সজ্ঞানে॥
মায়ের নির্দেশ ছিল ফিরিবে সত্বরে।
তাহার কারণ এবে বুঝিতে সে পারে॥
মায়ের যে-কোন কথা কার্যে ফলে যায়।
সেমতি ঘটনা এক বর্ণিব হেথায়॥
মহাদেবানন্দ নামে সন্ন্যাসী সন্তান।
হইতে কোয়ালপাড়া মাতৃধামে যান॥
মাথায় ঝুড়িতে থাকে তাঁর তরকারি।
জয়রামবাটীধামে যান তাড়াতাড়ি॥
সেথা পোঁছি প্রসাদাদি গ্রহণের পরে।
অবিলম্বে সে-সন্তান চায় ফিরিবারে॥
মাতা কন বৃষ্টি এসে যাবে এইকালে।
সেইহেতু খেয়ে দেয়ে যাইবে বিকালে॥
আকাশে মেঘের তবে চিহ্নমাত্র নাই।
সেহেতু প্রণমি পুত্র নামেন রাস্তায়॥
কিন্তু পুত্র যেইমাত্র পোঁছে আমোদরে।
বৃষ্টি পড়া হয় শুরু অতীব সজোরে॥
ছুটিতে থাকেন তবে হয়ে নিরুপায়।
সেইভাবে পোঁছিলেন তিনি দেশড়ায়॥
কাকভেজা হয়ে তিনি বৃষ্টির ভিতরে।
আশ্রয় লভেন এক ডোমের কুটিরে॥
মনে বুঝে নেয় পুত্র জননীর কথা।
সফল হইয়া যায় সর্বদা সর্বথা॥
জননীর লীলাকথা বাড়ায় তিয়াসা।
যত শোনা যায় তত বেড়ে যায় তৃষা॥
গিরিশ ঘোষের ভগ্নী নামেতে দক্ষিণা।
জননীর শ্রীচরণে সদা ভক্তিমনা॥
তেরশ' উনিশ সনে দুর্গাপূজা পরে।
জননী যাবেন কাশী তীর্থযাত্রা তরে॥
আসেন দক্ষিণাদিদি বোধনের দিনে।
মোটামুটি দ্বিপ্রহরে মাতৃসন্নিধানে॥
কাশী যাওয়া হবে বলে সারদা-জননী।
গোছানোর কাজে ব্যস্ত আছিলেন তিনি॥
দক্ষিণাদি' কিছু পরে বিদায়ের কালে।
'তবে আসি, মাগো' কন নয়নের জলে॥
সারদা-মা আনমনে সেই কথা শুনি।
'হাঁ যাও' এই কথা বলেন তখনি॥
সেথা হতে দক্ষিণাদি' করিলে গমন।
চিন্তাজালে বদ্ধ হয় জননীর মন॥
জননী ভাবেন তবে আপনার মনে।
কি কথা বলিনু আমি বিদায়ের ক্ষণে॥
যাত্রাকালে 'যাও' শব্দ না বলি কখন।
দক্ষিণার তরে কেন হইল এমন?।
শোনা গেল সেইরাত্রে দ্বিতীয় প্রহরে।
দক্ষিণা গেছেন মারা 'হার্টফেল' করে॥
মায়ের শ্রীমুখে যাহা উচ্চারিত হয়।
ধ্রুব ঘটে যায় তাহা সকল সময়॥
হৃদয়ে ধারণ করি শ্রীগুরু চরণ।
এমতি কথার আরও দিব বিবরণ॥
থাকেন কেশবানন্দ কোয়ালপাড়ায়।
হাঁপানিতে কষ্ট তিনি পান সর্বদাই॥
তাছাড়া তাঁহার স্বাস্থ্য মোটে ভাল নয়।
ভোগেন অসুখে নানা সকল সময়॥
তাঁহার সন্ন্যাসপূর্বে জননী তাঁহার।
সারদা-মায়ের কাছে কন বারবার॥
অভয়া মাগো তুমি দাও গো অভয়।
পুত্র শোক যেন মোরে পেতে নাহি হয়॥
জননী কৃপায় তাহা করিলেন দান।
পুত্রের আগেই তাহে বৃদ্ধা মারা যান॥
জননীর বাণী থাকে অমোঘ আকারে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাহা খণ্ডিতে না পারে॥
হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত বড় ভক্তিমান।
জননীর কাছ হতে মহামন্ত্র পান॥
দীক্ষাদান পরে মাতা কৃপার অন্তরে।
কিভাবে করিবে জপ বলে দেন তারে॥
শিখিতে না পারে দেখে সারদা-মা কন।
শিখিবে সুরেন হতে যথা প্রয়োজন॥
চট্টগ্রামে হেমচন্দ্র করেন চাকুরি।
রাঁচিতে সুরেন রন বহুদিন ধরি॥
হেমচন্দ্র কন তাহে হয়ে ভক্তিমনা।
তার সাথে সাক্ষাতের নাই সম্ভাবনা॥

তাহা শুনি সারদা-মা কন স্নেহভরে।
তার জন্যে চিন্তা কিছু না করো অন্তরে॥
অনন্তর দেখা গেল মায়ের কৃপায়।
তাহাদের দোঁহাকার দেখা হয়ে যায়॥
যাবেন সুরেনবাবু ঢাকার শহরে।
সেইহেতু চলেছেন চাপিয়া স্টীমারে॥
মায়ের অমোঘ বাণী তার মহিমায়।
একই স্টীমারে চেপে হেমচন্দ্র যায়॥
আপাতদৃষ্টিতে যাহা ছিল অসম্ভব।
মায়ের ইচ্ছায় তাহা হইল সম্ভব॥
জননীর আশীর্বাদ সন্তানের তরে।
সর্বদা সর্বথা থাকে অব্যর্থ আকারে॥
পূর্ণচন্দ্র নাম তার ভৌমিক উপাধি।
জননীর পদে ভক্তি রাখে নিরবধি॥
তাহার কাজের ভুলে যে কোন কারণে।
গোলযোগ দেখা দেয় চাকুরী জীবনে॥
সেকারণে হতে পারে তার কারাবাস।
সকাতরে মাকে তাহা করেন প্রকাশ॥
সারদা-মা শুনি সব বলেন কৃপায়।
চিন্তা নাহি করো তুমি, কোন ভয় নাই॥
কিভাবে যে কি ঘটিল জানা নাহি যায়।
বন্দরে ভিড়েছে তরী শুধু দেখা যায়॥
ভৌমিক বিস্ময়ে দেখে বাধা শত শত।
কখন উড়িয়া গেছে কর্পূরের মত॥
তেরশ পঁচিশ সনে মার্গশীর্ষ মাসে।
সারদা-মা উদ্বোধনে কৃপার প্রকাশে॥
বিপদতারিণী মাতা তাঁহার ইচ্ছায়।
আপদ বিপদ বাধা সব কেটে যায়॥
নামেতে নফরচন্দ্র কোলে উপাধিতে।
আসেন মায়ের কাছে আকুলিত চিতে॥
দ্বিতলে পোঁছিয়া তিনি ভাসি অশ্রুনীরে।
দুহাতে চরণ ধরি কন জননীরে॥
বিপদতারিণী মাগো বিপদে পড়িয়া।
তোমার কৃপার তরে এসেছি ছুটিয়া॥
স্নু-জ্বর হেতু মাগো আমি দিশাহারা।
নাতি ও নাতনী বহু জ্বরে গেছে মারা॥
সুবৃহৎ পরিবারে বংশে দিতে বাতি।
অবশিষ্ট আছে আর একমাত্র নাতি॥
সে নাতিও পড়িয়াছে রোগের কবলে।
নির্বংশ হইব মাগো, সেটি চলে গেলে॥
তব কৃপা ছাড়া আর না আছে উপায়।
আশীর্বাদ কর যাতে বংশ রক্ষা পায়॥
শুনিয়া সকল কথা মাতা বলে যান।
আপনিতো লক্ষ্মীমন্ত সত্যি ভাগ্যবান॥
সেইহেতু মনে হয় যেন অকারণে।
আশঙ্কা জাগিছে আজ আপনার মনে॥
আকুলি নফরবাবু ভাসি অশ্রুজলে।
আরও চেপে ধরে মার চরণ কমলে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু বলে যান তিনি।
কৃপাময়ী কৃপা কর, বিপদনাশিনী॥
আশীর্বাদ কর মাগো আজিকে কৃপায়।
যাহাতে নাতির শোক আমি নাহি পাই॥
গম্ভীর বয়ানে তবে জননী আমার।
বলিলেন কোন ভয় নাই আপনার॥
বরাভয়া কাছ হতে লভিয়া অভয়।
ভয়শূন্য হইলেন কোলে মহাশয়॥
অন্তরে জানেন তিনি সবিশেষ ভাবে।
সারদা-মা আদ্যাশক্তি গোপন স্বভাবে॥
তাঁর ইচ্ছাভরে চলে জগৎ সংসার।
সর্বথা তাঁহারই ইচ্ছা হয় সর্বসার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাঁহারই ইচ্ছায়।
তাঁহারই শক্তির বলে কাজ করে ধায়॥
তাঁর ইচ্ছা সদা পূর্ণ হয় চারিভিতে।
ব্রহ্মাণ্ডে কেহই তাহা না পারে রোধিতে॥
জয় জয় সারদা-মা বিশ্ব প্রসবিনী।
জয় জয় আদ্যাশক্তি কৃপাসুরধুনী॥
সর্বদেবী স্বরূপিনী সর্বভাবান্বিতা।
জয় জয় সারদা-মা অখিলের মাতা॥
তোমার চরণে মাগো নমি বারেবারে।
তব কোলে স্থান মাগো দিও কৃপাভরে॥

সারদা পুঁথির কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পঠনে স্নিগ্ধ হয় মন প্রাণ॥
জননীর লীলাকথা হয় যেইস্থানে।
প্রভু রামকৃষ্ণ সদা রন সেইস্থানে॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা সবে লভিতে অপার।
'হরি রামকৃষ্ণ' জোরে বল তিনবার॥

নির্দেশিকা